আইন-সংগ্রহ।

প্রথম খণ্ড।

সিংহের ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টর

আর্য্যদর্শন-সম্পাদক

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাভূষণ এম, এ

সঙ্কলিত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ময়মনসিংহ।

ভারতমিহির যন্ত্রে পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

আশ্বিন ১২৯১।

(মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র)।

182. Hb. 884. 2

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

মহিমবর শ্রীযুক্ত গবরর্ণর জেনারেল সাহেব ১৮৭৮ সালের জানুয়ারি
মাসের ৯ই তারিখে ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত
শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের এই আইন
অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের
জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা গেল।

১৮৭৮ সালের ১ আইন।

১৮৭৮ সালের আফীন বিষয়ক আইন.

সূচীপত্র।

হেতুবাদ।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নামের কথা।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

২। যে যে আইন রহিত করা গেল তদ্বিষয়ক কথা।

আইন সংশোধনের কথা।

১৮৩৬ সালের ৭ আইনের ১ ধারা সংশোধনের কথা।

৩। অর্থ করণের কথা।

৪। পোস্তের চাষ করা ও আফীন নিকটে রাখা প্রভৃতি নিষেধের কথা।

৫। উক্ত বিষয়ের অনুমতি দেওনার্থ বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬। স্থলপথে যে আফীনের আমদানী হয় তাহার উপর মাসুলের কথা।

ধারা।

৭। আফীন গুদামজাত করণের কথা।

৮। গুদাম বিষয়ক বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৯। বেআইনীমতে পোস্তের চাষ প্রভৃতি করণের দণ্ডের কথা।

১০। ৯ ধারামতে অভিযোগ হইলে অনুমানের কথা।

১১। আফীন জব্দ করিয়া লওনের কথা।

১২। জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে যাহার ক্ষমতা থাকে তাহার কথা।

১৩। নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
জব্দ করা দ্রব্য বিক্রয়াদি করণের।
ও পারিতোষিক দেওনের।

১৪। কোন আবৃত স্থানে আফীন বেআইনীমতে রাখিবার সন্ধান পাওয়া গেলে প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার করিবার ও ধরিয়া লইবার ক্ষমতার কথা।

১৫। খোলা স্থানে আফীন ধরিয়া লইবার কথা।
আটক রাখিয়া তলাশ ও গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতার কথা।
[illegible] যেরূপে করিতে হইবে তাহার কথা।

১৭। কর্ম্মকারকদের পরস্পর সাহায্য করিতে হইবার কথা।

১৮। ক্লেশজনকভাবে গৃহাদিতে প্রবেশ ও তলাশ করণের ও দ্রব্য ও ব্যক্তিকে ধৃত করণের কথা।

১৯। পরওয়ানা দিবার কথা।

২০। ধৃত ব্যক্তিকে কি দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

২১। ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার ও দ্রব্য ধরিয়া লইবার রিপোর্টের কথা।

২২। বেআইনীমতে পোস্তের চাষ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

২৩। বাকী ফী ও মাসুল প্রভৃতি আদায় করিবার কথা।

২৪। পাট্টাদারের নিকট ইজারাদারের পাওনা টাকা আদায় করণার্থে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের নিকট প্রার্থনা করিবার কথা।

২৫। যৎক্রমে যে দণ্ডের টাকা প্রাপ্য হয় তাহা আদায়ের কথা।
তপসীল।

আফীনবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

আফীনবিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই কারণে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল,—

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "আফীন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যতদূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া নির্দ্ধারিত যেং স্থানের মধ্যে এই আইন প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করেন সেইং স্থানে প্রচলিত হইবে।

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব সেই প্রকারে যে স্থানে যে দিন অবধি প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করেন সেই স্থানে সেই দিনাবধি প্রচলিত হইবে ইতি।

যে যে আইন রহিত করা গেল তদ্বিষয়ক কথা।

২ ধারা। এই আইনের তফসীলে যেং আইনের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল ঐং আইন ততদূর রহিত হইবে।

আইন সংশোধনের কথা।

১৮৪৯ সালের ১১ আইনে ও ১৮৫৬ সালের ২১ আইনে ও ১৮৭১ সালের ১০ আইনেরও ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইনে "মাদকদ্রব্য" শব্দ যে স্থলেই প্রয়োগ হউক তন্মধ্যে আফীন ধরিতে হইবে না।

১৮৩৬ সালের ৭ আইনের ১ ধারা সংশোধনের কথা।

১৮৩৬ সালের ৭ আইনে বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সালের ২১ আইনের ও ১৮৩০ সালের ২০ আইনের যে উল্লেখ হইল, তাহা এই আইনের তত্তুল্য ভাবের নানা ধারার উল্লেখ হওয়ার ন্যায় পাঠ করিতে হইবে ইতি।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে বিষয় বিবেচনার কিম্বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,

"আফীম।"

"আফীন শব্দের মধ্যে পোস্তের ঢেঁড়ি ও আফীন দ্বারা প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্য ও পোস্ত হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য ও গণ্য।

"মাজিষ্ট্রেট

"ম্যাজিষ্ট্রেট" শব্দে রাজধানীর মধ্যে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটকে ও অন্য স্থানে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আইনমত মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিলে তাঁহাকেও জানিতে হইবে।

"আমদানী।"

"আমদানী করা" এই শব্দেতে সমুদ্র কিম্বা ভিন্ন রাজ্যাধিকার কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশ হইতে স্থানীয় অন্য গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের মধ্যে আনয়ন করা জানিতে হইবে।

রপ্তানী।"

"রপ্তানী করা" এই শব্দেতে স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশ হইতে সমুদ্রে কিম্বা কোন ভিন্ন রাজ্যাধিকারে কিম্বা স্থানীয় অন্য গবর্ণমেণ্ট শাসিত দেশে লইয়া যাওয়া জানিতে হইবে।

"চালান করা।"

"চালান করা" শব্দে একি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করা বুঝাইবে ইতি।

পোস্তের চাষকরা ও আফীন নিকট রাখা প্রভৃতির নিষেধের বর্ণনা।

৪ ধারা। এই আইন কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইন অনুসারে, কিম্বা এই আইন বা উক্ত কোন আইনমতে প্রণীত বিধি অনুসারে অনুমতি না থাকিলে, কোন ব্যক্তি—

(ক) পোস্তের চাষ করিবে না,

(খ) আফীন প্রস্তুত করিবে না,

(গ) আফীন নিকট রাখিবে না,

(ঘ) আফীন চালান করিবে না,

(চ) আফীন আমদানী কি রফ্তানী করিবে না, ও

(ছ) আফীন বিক্রয় করিবে না ইতি।

উক্ত বিষয়ের অনুমতি দেওনার্থ বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরেল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে২ স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া স্বীয় শাসনাধীন প্রদেশে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন অংশের মধ্যে সম্যকপ্রকারে বা মাশুল দেওনের নিয়মে বা অন্য কোন নিয়মে নিম্নলিখিত সকল কি কোন কার্য্যের

অনুমতি দেওনার্থ, এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি করিয়া ঐ২ কার্য্যের বিধান করিতে পারিবেন।

(ক) পোস্তের চাষ করণ।

(খ) আফীম প্রস্তুত করণ।

(গ) আফীম নিকটে রাখন।

(ঘ) আফীন চালান করণ।

(ঙ) আফীন আমদানী কিম্বা রপ্তানী করণ।

(চ) আফীন বিক্রয় করণ ও আফীমের খুজরা বিক্রয়ের উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে তাহার ইজারা দেওন।

পরন্তু সামুদ্রীয় কষ্টম বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে বা তৎক্রমে বা ৬ ধারাক্রমে আমদানী করা যে আফীনের উপর মাসুল ধার্য্য আছে, সেই আফীনের উপর উক্ত কোন বিধিক্রমে কোন মাসুল আদায় হইবে না ইতি।

স্থলপথে যে আফীনের আমদানী হয় তাহার উপর মাসুলের কথা।

৬ ধারা। ব্রিটিশীয় ভারতবর্ষে কিম্বা তদন্তর্গত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে আফীম কিম্বা কোন প্রকারের যে আফীন স্থলপথে আমদানী হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরেল সাহেব সময়ে২ ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই আফীনের উপর যে মাসুল উচিত বোধ করেন তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপে নির্দ্ধারিত কোন মাসুল পরিবর্ত্তন করিতে বা উঠাইয়া দিতে পারিবেন ইতি।

আফীন গুদামজাত করণের কথা।

৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরেল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে আজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া,

(ক) স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঐ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে আইনমতে আমদানী করা আফীনের, কিম্বা সেই দেশহইতে যাহা রপ্তানী করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহার গুদাম স্থাপন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন, ও

(খ) উক্ত কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

ঐ আজ্ঞা যত দিন প্রবল থাকে তত দিন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া,

(গ) সকল আফীনের বা কোন আফীনের উপর যে মাসুল ধার্য্য হয়, তাহা দেওনের পর বা পূর্ব্বেই হউক, ঐ গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে কি ঐ দেশের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে আইনমতে আমদানী হইলে কি তথাহইতে রপ্তানী করিবার অভি-

প্রায় থাকিলে, সেই আফীন রাখিবার গুদাম বলিয়া কোন স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, ও

(ঘ) তদ্রূপ নির্দ্দেশ বাক্য রহিতও করিতে পারিবেন।

এই ধারার (খ) প্রকরণমতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, তাহা উক্ত শাসিত দেশের যেং স্থানের প্রতি খাটে সেইং স্থানে (গ) প্রকরণমতে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহাও রহিত হইবে।

সেই নির্দ্দেশ বাক্য যত দিন প্রবল থাকে ততদিন সেই সকল আফীনের স্বামির সেই গুদামে আফীন আনিয়া রাখিতেই হইবে ইতি।

গুদামবিষয়ক বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরেল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়েং স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ৭ ধারামতে গুদামজাৎ আফীন নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করণ, ও ঐ গুদামজাৎ করণের ফী আদায় করণ, ও বিক্রয় কি রপ্তানী করিবার জন্যে ঐ আফীন স্থানান্তরকরণ বিষয়ে, ও তাহার উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে গুদামজাৎ করণের তারিখ অবধি দ্বাদশ মাসের মধ্যে তাহা না দেওয়া গেলে ঐ আফীন লইয়া যদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে, তদ্বিষয়ে এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন ইতি।

বেআইনীমতে পোস্তের চাষ প্রভৃতি করণের দণ্ডের কথা।

৯ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনে কিম্বা ৫ কি ৮ ধারামতে প্রণীত ও প্রকাশিত বিধির বিপরীতাচরণ করিয়া,

(ক) পোস্তের চাষ করিলে, কিম্বা

(খ) আফীন প্রস্তুত করিলে, কিম্বা

(গ) আফীন নিকটে রাখিলে, কিম্বা

(ঘ) আফীন চালান করিলে, কিম্বা

(ঙ) আফীন আমদানী কি রপ্তানী করিলে, কিম্বা

(চ) আফীন বিক্রয় করিলে, কিম্বা

(ছ) আফীন গুদামজাত না করিলে, কিম্বা গুদামজাত আফীন বাহির করিয়া লইলে কি তদ্বিষয়ক কোন কর্ম্ম করিলে,

ও কোন ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে উক্ত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে, কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড, কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড বা ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলেও না দেওয়া গেলে, ঐ অপরাধ নির্ণেতা মাজিষ্ট্রেট তৎপ্রযুক্ত অপরাধির ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন। অন্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকিলে, অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে ইতি।

৯ ধারামতে অভিযোগ হইলে অনুমানের কথা।

১০ ধারা। ৯ ধারামতে অভিযোগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল আফীনের বিষয়ে হৃদ্বোধজনক উত্তর দিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে এই আইনমত অপরাধ করা গিয়াছে, ইহার বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই অনুমান হইবে ইতি।

আফীন জব্দ করিয়া লওনের কথা।

১১ ধারা। কোন স্থলে ৯ ধারামত কোন অপরাধকরা গেলে —

(ক) তদ্রূপে চাষ করা পোস্ত,

(খ) যে আফীন লইয়া উক্ত ধারামতে কোন অপরাধ করা গিয়াছে সেই আফীন,

(গ) ঐ ধারার (ঘ) কি (ঙ) প্রকরণমতে অপরাধ হইলে, অপরাধির প্রতি যত আফীন চালান করিবার কিম্বা বিষয়বিশেষে আমদানী কি রপ্তানী করিবার অনুমতি থাকে তাহার অধিক চালান করিলে কিম্বা আমদানী কি রপ্তানী করিলে, যত চালান কি আমদানী কি রপ্তানী করেন সেই সমুদয় আফীন,

(ঘ) ঐ ধারার (চ) প্রকরণমতে অপরাধ হইলে, যে আফীন লইয়া ঐ অপরাধ হইয়াছে অপরাধির নিকট তদ্ভিন্ন আফীন থাকিলে, ঐ অন্য সকল আফীন জব্দ হইতে পারিবে।

এই ধারামতে জব্দ হওয়ার যোগ্য কোন আফীন যে নৌকাদিতে ও বস্তায় ও আবরণে পাওয়া যায় তাহা ও যে নৌকাদিতে কি বস্তায় আফীন গুপ্ত করিয়া রাখা যায় তন্মধ্যে অন্য দ্রব্য থাকিলে সেই দ্রব্য, ও যে জন্তু দ্বারা ও যে গাড়ী করিয়া আফীন চালান হয় তাহাও জব্দ হইতে পারিবে ইতি।

জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে যাঁহার ক্ষমতা থাকে তাঁহার কথা।

১২ ধারা। অপরাধির অপরাধ নির্ণয় হইলে, কিম্বা যে ব্যক্তির নামে আফীন সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগ হয় তাঁহাকে নির্দ্দোষ করা গেলেও, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আফীন জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া নিষ্পত্তি করিলে, তিনি জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে জব্দ করিবার অনুমতি হইলে, যে কর্ত্তৃপক্ষ জব্দ করিবার নিষ্পত্তি করেন তিনি জব্দ করণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে যত অর্থদণ্ড উচিত বোধ করেন,

জব্দ হইবার যোগ্য দ্রব্যের স্বামিকে স্বেচ্ছামতে ঐ অর্থদণ্ড দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

এই আইনের বিপরীত অপরাধ করা গেলেও যদি অপরাধিকে জানা না যায় কিম্বা তাহার উদ্দেশ পাওয়া না যায়, কিম্বা আফীন কোন ব্যক্তির অধিকারে না থাকিয়াও যদি তদ্বিষয়ের সন্দেহজনক সন্ধান পাওয়া যাইতে না পারে, তবে জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনর কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎকার্য্য পক্ষে অন্য যে কার্য্যকারক কে ক্ষমতা প্রদান করেন তিনি স্বয়ং কিম্বা আপন পদের স্বত্ব হেতুক সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া নির্ণয় করিবেন, ও জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বিষয় জব্দ করিবার কল্পনা থাকে তাহা ধৃত করণের তারিখ অবধি এক মাস গত না হইলে, ও ঐ দ্রব্যের উপর কোন ব্যক্তিদের স্বত্বের দাওয়া থাকিলে তাঁহাদের কথা না শুনিয়া, ও তাঁহারা আপনাদের দাওয়ার পোষকতায় প্রমাণ উপস্থিত করিলে সেই প্রমাণ না শুনিয়া, জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে হইবে না ইতি।

নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরেল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময় ২ সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আইনের সঙ্গতমতে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

জব্দ করা দ্রব্য বিক্রয়াদি করণের।

(ক) এই আইনমত জব্দ করা সকল বিষয় বিক্রয়াদি করণের ও

ও পারিতোষিক দেওনের।

(খ) এই আইনমতে অর্থদণ্ড ও জব্দ করা দ্রব্যদ্বারা যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হইতে কর্ম্মকারকদিগকে ও গোয়েন্দাদিগকে পুরস্কার দেওনের বিধি ইতি।

কোন আবৃতস্থানে আফীন বেআইনীমতে রাখিবার সন্ধান পাওয়া গেলে প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার করিবার ও ধরিয়া লইবার ক্ষমতার কথা।

১৪ ধারা। আবকারী কি পোলীস কি কষ্টম কি নিমক কি আফীন কি রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মবিভাগের পেষাদার কি কনষ্টাবলের শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর যে কার্য্যকারক স্বীয় পদের স্বত্বহেতুক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎকার্য্যপক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, এই আইনমতে জব্দ করিবার যোগ্য আফীন কোন ঘরে কি দোকানিতে কি আবৃত স্থানে প্রস্তুত করা কি রাখা কি লুকাইয়া রাখা যাইতেছে, নিজ জ্ঞানমতে কিম্বা অন্যের স্থানে প্রাপ্ত ও লিপিবদ্ধ সম্বাদক্রমে তাঁহার এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হওনের মধ্য কোন সময়ে,

(ক)। সেই গৃহে কি নৌকায় কি স্থানে প্রবেশ করিয়া,

(খ)। ও বাধা পাইলে কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ও তদ্রূপে প্রবেশ করিবার বাধাজনক অন্য বিষয় সরাইয়া দিয়া,

(গ)। ঐ আফীন ও তাহা প্রস্তুত করণার্থ সকল সরঞ্জাম ধরিয়া লইতে ও ১১ ধারামতে কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে আর যেং বিষয় জব্দ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকে সেইং বিষয় ধরিয়া লইতে, ও

(ঘ)। এই আইনমতে কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য কোন আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইন অনুসারে যে ব্যক্তিকে ঐ আফীন বিষয়ক কোন অপরাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকে, তাঁহাকে আটক করিয়া তাঁহার গাত্রে অন্বেষণ করিতে, ও উচিত বোধ করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ইতি।

খোলা স্থানে আফীন ধরিয়া লইবার কথা।

১৫ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ম্মবিভাগের কোন কার্য্যকারক,

(ক)। কোন খোলা স্থানে কিম্বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ সময়ে কোন আফীন, কি অন্য কোন দ্রব্য ১১ ধারামতে, কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইন মতে, জব্দ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলে, তাহা ধরিয়া লইতে পারিবেন,

আটক রাখিয়া তল্লাশ ও গ্রেপ্তারকরিবার ক্ষমতার কথা।

(খ)। ও কোন ব্যক্তিকে এই আইনের কিম্বা এতদ্রূপ অন্য কোন আইনের বিপরীত কোন অপরাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তাঁহাকে আটক রাখিয়া তাঁহার গাত্রে অন্বেষণ করিতে পারিবেন, ও তাঁহার নিকট আফীন থাকিলে তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ইতি।

তল্লাশ যেরূপে করিতে হইবে তাহার কথা।

১৬ ধারা। ১৪ কি ১৫ ধারামতে অন্বেষণের সকল কার্য্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধানমতে করা যাইবে ইতি।

কর্ম্মকারকদের পরস্পর সাহায্য করিতে হইবার কথা।

১৭ ধারা। ১৪ ধারায় উল্লিখিত নানা কর্ম্ম বিভাগের কার্য্যকারকেরা নোটিস পাইলে, কি তাঁহাদের নিকট আদেশ করা গেলে, তাঁহারা এই আইনের বিধান সম্পন্ন করণার্থে পরস্পরের সাহায্য করিতে আইনমতে বদ্ধ থাকিবেন ইতি।

ক্লেশজনকভাবে গৃহাদিতে প্রবেশ ও তলাশ করণের ও দ্রব্য ও ব্যক্তিকে ধৃত করণের কথা।

১৮ ধারা। উক্ত শোন সর্ম্মবিভাগের কোন কার্য্যকারক সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ না থাকিলেও কোন ঘরে কি নৌকাদিতে কি স্থানে প্রবেশ কি অন্বেষণ করিলে কিম্বা অন্যদ্বারা প্রবেশ কি অন্বেষণ করাইলে।

কিম্বা আফীন কি এই আইনমতে জব্দ করিবার যোগ্য অন্য দ্রব্য ধরিয়া লইবার কি অন্বেষণ করিবার ছলে ক্লেশজনক ভাবে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির দ্রব্য ধরিয়া লইলে,

কিম্বা ক্লেশজনকভাবে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিলে কি তাঁহার গাত্রে অন্বেষণ করিলে কি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে,

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে ইতি।

পরওয়ানা দিবার কথা।

১৯ ধারা। কোন ব্যক্তি আফীন বিষয়ক অপরাধ করিয়াছে এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনর কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎকার্য্যপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক স্বয়ং কিম্বা আপনপদের স্বত্বক্রমে কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন, কিম্বা জব্দ করিবার যোগ্য আফীন কোন ঘরে কি নৌকাদিতে কি স্থানে রাখা কি লুকাইয়া রাখা গিয়াছে তাঁহার এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তিনি দিনে বা রাত্রিতেও সেই গৃহাদিতে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধানমতে জারী করা যাইবে ইতি।

ধৃত ব্যক্তিকে কি দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

২০ ধারা। ১৪ কি ১৫ ধারামতে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা ও দ্রব্য ধরিয়া লওয়া গেলে, অবিলম্বে অতি নিকট পোলীস থানার কর্ত্তৃপক্ষের কাছে চালান করিতে হইবে ও ১৯ ধারামতে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা ও দ্রব্য ধরিয়া লওয়া গেলে, যে কার্য্যকারক পরওয়ানা বাহির করিয়া দিলেন তাঁহার নিকট ঐ ব্যক্তিকে ও ঐ দ্রব্য অগৌণেই চালান করিতে হইবে।

এই ধারামতে যে কার্য্যকারকের নিকট কোন ব্যক্তিকে কি কোন দ্রব্য চালান করা যায় সেই ব্যক্তিকে কি সেই দ্রব্য লইয়া আইনমতে কার্য্য হইবার জন্যে যে সকল উপায় করা আবশ্যক, তিনি সুবিধামতে ত্বরায় সেই উপায় করিবেন ইতি।

ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার ও দ্রব্য ধরিয়া লইবার রিপোর্টের কথা।

২১ ধারা। কোন কর্ম্মকারক এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে কি কোন দ্রব্য ধরিয়া লইলে, তিনি তৎপর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনার উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকট সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার কিম্বা সেই দ্রব্য ধরিয়া লইবার সবিশেষ বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন ইতি।

বে আইনীমতে পোস্তের চাষ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২ ধারা। বেআইনীমতে পোস্তের চাষ হইতেছে এমত কথিত হইলে, ঐ ফসল কাটিয়া লইয়া যাইতে হইবে না, কিন্তু পেয়াদার কি কনেষ্টবলের শ্রেণী অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর যে কার্য্যকারক স্বীয় পদের স্বত্বহেতুক এতৎ কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত ঐ ফসল ক্রোক করিয়া রাখিবেন। ওযে মাজিস্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে, চাষী যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন এতদর্থে উক্ত কার্য্যকারক সঙ্গত যত টাকা জামিন নির্দ্ধার্য্য করেন তাঁহার স্থানে তত টাকার হাজিরজামিন লইবেন। ঐ চাষী সঙ্গত কালের মধ্যে ঐ হাজিরজামিন দিবার ত্রুটি না করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে না।

পরন্তু বঙ্গদেশস্থ লেপ্টেনেণ্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে পোস্তের চাষ ও আফীন প্রস্তুত করণ বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ ১৮৫৭ সালের ১৩ আইন কি তাহার কোন অংশ যেং স্থানে প্রবল আছে, সেইং স্থানে পোস্তের চাষ করণের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না ইতি।

বাকী ফী ও মাসুল প্রভৃতি আদায় করিবার কথা।

২৩ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা এই আইনক্রমে প্রণীত কোন বিধিমতে, যে ফী কি মাসুল ধার্য্য হয় তাহা বাকী পড়িলে,

ও আফীনের রাজস্বের কোন ইজারদারের স্থানে বাকী পাওনা থাকিলে প্রধান যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টে ঐ টাকা দিবার দায়ী হন ভূমির বাকীরাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে কিম্বা তাঁহার জামিন থাকিলে ঐ জামিনের স্থানে আদায় হইতে পারিবে ইতি।

পাট্টাদারের নিকট ইজারদারের পাওনা টাকা আদায় করণার্থে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের নিকট প্রার্থনা করিবার কথা।

২৪ ধারা। আফিনের রাজস্বের ইজারদার পাট্টা দিয়া তৎসম্পর্কে পাট্টাদারের নিকট তাঁহার টাকা পাওনা থাকিলে ঐ ইজারদার জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনরের নিকট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্য পক্ষে যে কার্য্যকারকের প্রতি ক্ষমতা দেন তাঁহার নিকট দরখাস্ত করিয়া আপনার

নিমিত্ত ঐ টাকা আদায় করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ঐ কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কমিশ্যনার কি উক্ত কার্য্যকারক ঐ দরখাস্ত পাইলে স্বীয় বিবেচনানুসারে ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাহা আদায় করিয়া যত টাকা পান দরখাস্তকারীকে দিতে পারিবেন।

কিন্তু পাট্টাদার ঐ ইজারদারের দাওয়ার বিচারার্থে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে ও দেওয়ানী আদালত ইজারদারের প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবেন পাট্টাদার উক্ত কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কমিশ্যনরের কি অন্য কার্য্যকারকের হুজুরে ততটাকার জামিন দিলে ঐ টাকা আদায়ের নিমিত্ত উক্ত কার্য্যকারকের পরওয়ানা বাহির হইলেও স্থগিত থাকিবে।

আরো তদ্রূপ পাট্টাদারের স্থানে আধীনের রাজস্বের ইজারদারের প্রাপ্য টাকা কোন দেওয়ানী আদালতে কি প্রকারান্তরে আদায় করিবার যে স্বত্ব আছে, এই ধারার লিখিত কোন কথাহেতুক বা এই ধারাক্রমে কৃত কোন কার্য্য হেতুক সেই স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না ইতি।

এতৎক্রমে যে দণ্ডের টাকা প্রাপ্য হয় তাহা আদায়ের কথা।

২৫ ধারা। এই আইনক্রমে প্রণীত কোন বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তি কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিম্বা কোন ক্রিয়া করিবার নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিলে, সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা ক্রিয়া ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৭৪ ধারার অর্থানুসারে সাধারণের নিকট কর্ত্তব্য বলিয়া কিম্বা বিষয়বিশেষে যাহাতে সাধারণের স্বার্থ আছে এমন ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও সেই ব্যক্তি ঐ নিবন্ধনপত্রের লিখিত কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে ঐ পত্রমধ্যে তাঁহার যত টাকা দণ্ড দিবার কথা আছে সেই সমুদয় টাকা ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় হইতে পারিবে ইতি।

তফসীল।

মন্ত্রিসভাষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়	যতদূর রহিত হইল।
১৮৪৯ সা. ১১ আ.	কলিকাতার আবকারী রাজস্ববিষয়ক আইন	৫ ধারায় "বা আফীন" শব্দ। ৬ ধারায় "কি আফীন" শব্দ এবং ঐ ধারার শেষ ভাগে "কিম্বা যে আফীন" এই অবধি "বিক্রয়ের বিষয়ে" পর্য্যন্ত সকল কথা। ১৫ ধারায় "[আফীনের বিষয় ব্যতিরেকে]" এই কথা ও "এবং আফীনের বিষয়ে" এই অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা। ৩১ ধারায় "আফীন ছাড়া" এই কথা, ও "এবং যে আফীন জব্দ" এই অবধি "আমলাদিগকে দেওয়া হইবেক" এই পর্য্যন্তও "এবং পূর্ব্বোক্ত মতে আফীনের বিষয় সের প্রতি ১॥৹ টাকা পুরস্কার" এই কথা।
১৮৫২ সা. ৩আ.	বোম্বাইয়ের তীব্র শরাব বিষয়ক আইন	১০ ধারার আফীন সম্পর্কীয় বিধান।
১৮৫৬সা ২১আ.	বঙ্গদেশীয় আবকারী আইন	২৮ ধারার "কি আফীন" শব্দ। ৩৪, ৫১, ৫২, ৫৩, ও ৮৭ ধারা। ৩৫ ধারায় "কি আফীন" এই শব্দ। ৪৯ ধারায় "আফীন ভিন্ন" এই শব্দ। ৫৯ ধারার আফীন সম্পর্কীয় বিধান। ৭৫ ধারায় "আফীন ভিন্ন" "অন্য" এই কথা এবং "আফীম ক্রোক" এই অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা।

মন্ত্রসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন— (চলিতেছে)

সাল ও নম্বর	বিষয়	যতদূর রহিত হইল।
		৭৬ ধারায় "আফীনভিন্ন" এই শব্দ এবং 'ও আফীন জন্য" এই অবধি "দেড় টাকা" এই পর্য্যন্ত সকল কথা, ও "কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে" এই অবধি "পুরস্কার" পর্য্যন্ত সকল কথা। ৯০ ধারার ৮ প্রকরণে "ও আফীন" এই শব্দ।
১৮৫৭ সা. ১৩ আ.	পোস্তের চাষ ও আফীন প্রস্তুত করণ বিষয়ক আইন	২ ধারা।
১৮৭১ সা. ১০ আ.	ভারতবর্ষের উত্তরাংশের আবকারী আইন	৩ ধারার ৫ প্রকরণের "আফীন" শব্দ। ১৮, ৬২, ৬৬, ৬৭ ও ৮৭ ধারা। ১৯ ধারা। 'or opium" এই শব্দ। ৪৬ ধারায় আফীম বিষয়ক বিধান। ৪৬ ধারার ৩ প্রকরণে "as well as" এই অবধি "dealings in opium" পর্য্যন্ত সকল শব্দ। ৬৩ ধারায় "except opium" এই কথা। ৭৮ ধারায় "except opium" এই কথা ও দ্বিতীয় প্রকরণ। ৭৯ ধারায় "except opium" এই অবধি "each seer" এই পর্য্যন্ত এবং "or in" এই অবধি "each seer" পর্য্যন্ত সকল কথা।
১৮৭২ সা. ৪ আ.	পঞ্জাবের আইন বিষয়ক আইন	৪৯ ধারা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের আইন—(চলিতেছে)

সাল ও নম্বর	বিষয়	যতদূর রহিত হইক।
১৮৭২ সা. ২৬ আ.	আফীন বিষয়ক পত্রাবের আইন সংশোধনার্থ আইন	সম্পূর্ণ।
১৮৭৩ সা. ৬ আ.	এক জাহাজ হইতে মাল নামাইয়া অন্য জাহাজে তুলিয়া দেওন বিষয়ক আইন	৭ধারা।
১৮৭৪ সা. ১৬ আ.	ভারতবর্ষীয় তারিফ বিষয়ক আইন	৯ধারা।
১৮৭৬ সা. ২৩ আ.	আফীন বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭৭ সা. ৬ আ.	১৮৭৬ সালের আফীন বিষয়ক আইন প্রচলিত হওযার দিন বিলম্ব করণার্থ আইন	সম্পূর্ণ আইন।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৭৬ সা- ২ আ-	১৮৪৯ সালের ১১ আইন ও ১৮৫৬ সালের ২১ আইন ও ১৮৬৬	৩ ধারার অন্তর্গত যে ধারা ১৮৪৯ সালের ১১ আইনের ৩৩ ধারার পরিবর্ত্তে প্রয়োগ হইল তন্মধ্যে " আফীন ছাড়া"

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবরনর সাহেবের আইন চলিতেছে।

সাল ও নম্বর	বিষয়।	যত দুর রহিত হইল।
	সালের বঙ্গীয় ৪ আইন সংশোধন করিবার আইন।	এই শব্দ এবং "আফীন জব্দ করিবা" প্রভৃতি পদের শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা। ৩ ধারার অন্তর্গত যে ধারা ১৮৪৯ সালের ১১ আইনের ৩৪ ধারার পরিবর্ত্তে প্রয়োগ হইল তন্মধ্যে 'আফীন ছাড়া" ও তৎপরে "অন্য" শব্দ এবং "আর আফীন জব্দ হইলে" প্রভৃতি পদের শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা। ১০ ধারার অন্তর্গত যে ধারা ১৮৫৬ সালের ২১ আইনের ৭৫ ধারার পরিবর্ত্তে প্রয়োগ হইল তন্মধ্যে "আফীন ছাড়া" এই শব্দ এবং "জব্দ করা আফীন" প্রভৃতি পদের শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা। ১০ ধারার অন্তর্গত যে ধারা ১৮৫৬ সালের ২১ আইনের ৭৬ ধারায় পরিবর্ত্তে প্রয়োগ হইল তন্মধ্যে "আফীন ছাড়া" ও তৎপরে 'অন্য" শব্দ এবং আর আফীন জব্দ হইলে' প্রভৃতি পদের শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা।

বোম্বাইয়ের আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়।	যত দুর রহিত হইল।
বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সা ২১ আ-	আফীনের মাশুল বিষয়ক আইন	হেতুবাদের "with the combined" এই অবধি "the proihibited" এই পর্য্যন্ত সকল কথা। ১, ২, ৩ ও ৪ অধ্যায়।
বোম্বাইয়ের ১৮৩০ সা. ২০ আ	মাল ওয়ার আফীন বিষয়ক আইন	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের প্রণীত এই আইন বিষয়ে উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৭৮ সালের মে মাসের ১তারিখে ও শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব ১৮৭৮ সালের জুলাই মাসের ৩ তারিখে সম্মতি প্রকাশ করাতে তাহা সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৭৮সালের ৭ সপ্তম আইন।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে আবকারী রাজস্ব বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করা ও নিকট রাখন বিষয়ক ও তদুৎপন্ন রাজস্ব আদায় করণবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই কারণে এই এই বিধান করা গেল, —

১ প্রথম খণ্ড।

পারিভাষিক।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। "বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন" নামে এই আইনের উল্লেখ হইতে পারিবে ইতি।

যতদূর ব্যাপ্ত হইবে ও যে অবধি প্রচলিত হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

২ ধারা। পশ্চাদ্ভাগে যে স্থলের স্পষ্ট নির্দ্দেশ হইল তদ্ভিন্ন স্থলে যৎকালে যে দেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের শাসনাধীন থাকে এই আইন সেই সমস্ত দেশে প্রচলিত হইবে, ও যে তারিখে শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের সম্মতি পূর্ব্বক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রবল করা যাইবে ইতি।

যে যে আইন রহিত হইল তদ্বিষয়ক কথা।

৩ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে যে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যতদূর উল্লেখ হইযাছে ততদূর রহিত করা গেল।

রহিত হইলেও উক্ত কোন আইনদ্বারা যে পদ কি ক্ষমতা কি বিষয় উঠাইয়া দেওয়া গেল তাহা পুনঃ স্থাপিত হইবে না ও এই আইন প্রচলিত হওনের পূর্ব্বে যে কোন কার্য্য করা কি ভোগ করা গেল ও যে কোন স্বত্ব কি অধিকার কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি দায় ঘটিল তাহার সিদ্ধতার ব্যতিক্রম হইবে না।

ও উক্ত কোন আইন দ্বারা যে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল ও যে যে নিয়োগ করা গেল ও যে যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল ও যে যে লাইসেন্স দেওয়া গেল ও যে যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেল তাহা, এবং এই আইনে যে যে বিষয়ের বিধান-হইয়াছে তৎসম্পর্কীয অন্য সে সকল বিধি এইক্ষণে প্রবল আছে তাহা, এই আই-নের সহিত যতদূর সঙ্গত হয ততদূর, এই আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইল ও করা ও প্রদান করা ও দেওযা ও প্রকাশ করা গেল বলিযা জ্ঞান হইবে।

ও উক্ত কোন আইনের উল্লেখ হইলে, তাহা যত দূর হইতে পারে তত দূর এই আইনের উল্লেখ হইল বলিযা জ্ঞান হইবে।

ও উক্ত কোন আইনমতে মোকদ্দমাঘটিত যে কার্য্য আরম্ভ হইয়া এইক্ষণে উপস্থিত থাকে, তাহা এই আইনমতে আরম্ভ করা গেল বলিযা জ্ঞান হইবে ইতি।

অর্থ করণের ধারা।

৪ ধারা। বিষয় বিবেচনায কি পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

"বোর্ড।"

"বোর্ড" শব্দে যৎকালে যে যে প্রদেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের শাসনাধীন থাকে সেই সেই প্রদেশের, "রেবিনিউ বোর্ড" জানিতে হইবে।

"কালেক্টর।"

"কালেক্টর" শব্দের মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর কিম্বা রাজস্বের অন্য যে কার্য্য-কারক স্বাধীনভাবে জিলার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন তিনি, ও

আবকারী রাজস্বের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট গণ্য হন,

এবং কালেক্টর সাহেব কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই আইন-মত আপনার কোন ক্ষমতা কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম চিহ্নিত কি অচিহ্নিত কোন কার্য্যকার-কের প্রতি অর্পণ করিতে এতৎক্রমে সক্ষম হইলেন। অর্পণ করিলে "কালেক্টর" শব্দে ঐ কার্য্য কারকও গণ্য।

"কমিশ্যনর।"

"কমিশ্যনর" শব্দে রাজস্ব সংক্রান্ত দেশখণ্ডের "কমিশ্যনর" সাহেবকে জানিতে হইবে।

"আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য।"

"আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য" এই শব্দের মধ্যে যাহা এই আইনের নির্ণীত অর্থানুসারে উগ্র শরাব, ও গাঁজলা শরাব, ও মাদক দ্রব্য হয় তাহাও গণ্য।

"গাঁজলা শরাব।"

"গাঁজলা শরাব" শব্দের মধ্যে সকল প্রকারের যবসুরা, ও টাটকা কি গাঁজলা তাড়ী, ও মিশ্রিত বা অমিশ্রিত পচুই,

ও অন্য যে প্রকারের মাদক শরাব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এই শব্দের অর্থের মধ্যে আইসে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাও গণ্য।

"মাদক দ্রব্য।"

"মাদক দ্রব্য" শব্দের মধ্যে

গাঁজা

ভাঙ্গ বা সিদ্ধি

চরস

ও তাহা দিয়া প্রস্তুত ও মিশ্রিত সকল দ্রব্য

ও অন্য যেং প্রকারের মাদকদ্রব্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এই শব্দের অর্থমধ্যে আইসে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাও গণ্য।

"স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট।"

যিনি যৎকালে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবরনর হন কিম্বা ঐ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, "স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট" শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে।

"ধারা।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা জানিতে হইবে।

"উগ্র শরাব।"

উগ্র যে শরাব ভারতবর্ষে আমদানী হয় বা চোয়াইবার কোন নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের মধ্যে চোয়ান যায় তাহাও "উগ্র শরাব" শব্দের মধ্যে গণ্য।

"কলিকাতা নগর।"

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্ট যে সীমার মধ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতাপন্ন হন, সেই সীমার অন্তর্গত সকল স্থান

"কলিকাতা নগর" শব্দের মধ্যে গণ্য।

কলিকাতা স্বতন্ত্র জিলা হওয়ার কথা।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে কলিকাতা নগর স্বতন্ত্র জিলা বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

"লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী" শব্দে এই আইনমতে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী। "লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী বুঝাইবে।

* "তাড়ী" "তাড়ী" শব্দে তাল জাতীয় কোন বৃক্ষের রস বুঝাইবে।

---

২ দ্বিতীয় খণ্ড।

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ বিষয়ক বিধি।

লাইসেন্সবিনা মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা গাছের চাষ করিতে না হইবার কথা।

৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইলে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবেন না, বা মাদকদ্রব্য যাহাহইতে উৎপন্ন হয় এমত কোন গাছের চাষ করিবেন না ইতি।

লাইসেন্স বিনা যবসুরা প্রস্তুত করিবার স্থান প্রস্তুত করণের ও তাহার কার্য্য চালানের নিষেধের কথা।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইলে যবসুরা চোয়াইবার স্থান প্রস্তুত করিতে কি তাহার কার্য্য চালাইতে পারিবেন না ইতি।

লাইসেন্স বিনা ইউরোপীয় নিয়মমত ভাটীখানা স্থাপন করিতে ও তাহার কার্য্য চালাইতে না হইবার কথা।

৭ ধারা। ইউরোপে ভাটীখানা যে রূপে নির্ম্মাণ হইয়া থাকে ও তাহার কার্য্য যে রূপে চালান যায় কোন ব্যক্তি কোন জিলার মধ্যে তদ্রূপ ভাটীখানা স্থাপন করিতে চাহিলে, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লাইসেন্স না পাইলে, কিম্বা কলিকাতা হইতে বিশ মাইলের মধ্য, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং বিশ মাইলের কম যত দূর নির্দ্ধার্য্য করেন তাহার মধ্য কোন স্থানে ঐ ভাটীখানা স্থাপন করিতে চাহিলে কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লাইসেন্স না পাইলে, তদ্রূপ ভাটীখানা প্রস্তুত করিতে কি তাহার কার্য্য চালাইতে পারিবেন না ইতি।

ইউরোপীয় ভাটীখানার ও যবসুরা চোয়াইবার স্থানের বিধি বোর্ডের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা সময়েং ইহার পূর্ব্ব দুই ধারাতে লাইসেন্স

---

* ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ২ ধারা।

দেওনবিষয়ক ও উক্ত দুই ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানার ও যবসুরা চোয়াইবার স্থানের কার্য্য চালাওন বিষয়ক,

ও তথাহইতে উগ্র ও গাঁজলা শরাব চালান করণ বিষয়ক বিধি করিতে পারিবেন ইতি।

শরাব চোয়াইবার দেশীয় ভাটিখানা কালেক্টর সাহেবদের স্থাপন করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি লইয়া, আপন এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে দেশীয় নিয়মমতে উগ্র শরাব চোয়াইবার ভাটীখানা স্থাপন করিতে পারিবেন,

ও কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র না থাকিলে যেং সীমার মধ্যে সেই ভাটীখানার চোয়ান মদিরা ভিন্ন কোন মদিরা আনিতে বা বিক্রয় করিতে না হইবে ও ঐ ভাটীখানাছাড়া কোন ভাটীখানায় ভাটী প্রস্তুত করা যাইতে কি তাহার কার্য্য চালান যাইতে কি উগ্র শরাব চোয়ান যাইতে না পারিবে, তিনি সময়েং এমত সীমা নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন।

ও পুর্ব্বোক্তমতে স্থাপিত কোন ভাটীখানা উঠাইয়া ৭ ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানায় সেই প্রকারের মদিরা চোয়াইবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

দেশীয় ভাটিখানার বিধি বোর্ডের করিতে পারিবার কথা।

১০ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা সময়েং ইহার পুর্ব্বধারামতে স্থাপিত ভাটীখানার কার্য্য চালাওন বিষয়ক, ও ঐ ঐ ভাটীখানায় উগ্র সরাব চোয়াইবার নিয়ম।

বিষয়ক,

ও তথা হইতে ঐ মদিরা চালান করণ ও লওন বিষয়ক বিধি করিতে পারিবেন ইতি।

লাইসেন্স না পাইলে ভাটি রাখা নিষিদ্ধ হইবার কথা।

* ১০ ক ধারা। কোন ব্যক্তি উগ্র শরাব প্রস্তুত করিবার ভাটির লাইসেন্স না পাইলে ঐরূপ কোন ভাটি বাঁধিবেন না।"

---

* ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ৩ ধারা।

৩ তৃতীয় খণ্ড।

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করণ ও নিকট রাখণ বিষয়ক বিধি।

লাইসেন্স বিনা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে না হইবার কথা।

১১ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্‌টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইলে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না ইতি।

থোকে বিক্রয়ের লাইসেন্স ফীর কথা।

১২ ধারা। যাঁহারা উগ্র ও গাঁজলা শরাব থোকে বিক্রয় করিবার লাইসেন্স লন, বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে২ যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন তাঁহাদের ঐ প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত তত টাকা দিতে হইবে।

লাইসেন্স যে জিলায় দেওয়া যায় কেবল সেই জিলায় প্রবল থাকিবে। কিন্তু যাহারা দেশেং ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য করেন তাঁহারা ভ্রমণ করিতেং যেং জিলায় যান সেইং জিলার নিমিত্ত নূতনং লাইসেন্স না লইয়া বোর্ডের সাহেবেরা সময়েং যেং বিধি ও যেং সীমা নির্দ্ধার্য্য করেন সেইং বিধি ও সেইং সীমানুসারে সেইং জেলায় থোকে বিক্রয় করিবার অনুমতিসূচক সাধরণ একি লাইসেন্স পাইতে পারিবেন ইতি।

খুজরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স ফীর কথা।

১৩ ধারা। যাহারা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের কিম্বা বাহির ভাটীখানা স্থাপন করিবার ও তৎস্থানে চোয়ান মদিরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স লন, বোর্ডের অনুমতিক্রমে সময়ে সময়ে যে ফী কি মাসুল নির্দ্ধারিত হয় কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা যে প্রকারে আজ্ঞা করেন ও যে বিধি নির্দ্ধার্য্য করেন সেই প্রকারে ও সেই বিধিমতে যে ফী কি মাশুল নিরূপণ করা যায় উক্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তিদের সেই ফী কী মাসুল দিতে হইবে।

ঐ ফী কি মাসুল ঐ লাইসেন্সে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং বোর্ডের সাহেবেরা যেং সময় নিরূপণ করেন সেইং সময়ে দেওয়া যাইবে ইতি।

তাড়ী বিষয়ক বিধান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

১৪ ধারা। কোন জিলায় অত্যল্প গাঁজলা তাড়ীর ব্যবহার হইয়া থাকিলে তৎ সম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাড়ী বিষয়ে এই আইনের সকল বিধানের প্রচলন স্থগিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও উক্ত কোন জিলায় লাইসেন্স বিনা ও তাড়ী নিকটে রাখা ও বিক্রয় করা যাইতে পারিবে ইতি।

থোকে ও খুজরা বিক্রয়ের কথা।

১৫ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা প্রকারান্তরের বিশেষ আজ্ঞা না করিলে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিম্ন লিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা থোকে বিক্রয়, "এবং অন্য কোন" পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা খুজরা বিক্রয় বলিয়া জ্ঞান হইবে।

No 2 Circular for April 1880. Under the power Vested in the Board by Section 15, it is hereby notified that the limit to the retail sale of Country spirits in outstills is six quart bottles as prescribed in Board's Circular order No 6 of April 1878

সমুদ্র পথে আমদানী করা।

"কিন্তু বোর্ড সময়েং বিধিক্রমে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া কোন অধিকতর পরিমাণ ধার্য্য করিতে পারিবেন।"

উগ্র কি গাঁজলা শরাবের দুই ইম্পিরিয়ল গ্যালান বা বারো কোয়ার্ট বোতল তাড়ী ও পচুই ছাড়া অন্য উগ্র বা গাঁজলা শরাবের এক শের কিম্বা কুয়ার্ট বোতল বলিয়া খ্যাত এক বোতল। তাড়ী কি পচুইর চারি সের।

গাঁজা কি সিদ্ধি কি ভাঙ্গের কি তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যের এক পোয়া।

চরস কি তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যের পাঁচ তোলা।

লাইসেন্স প্রাপ্ত থোকে বিক্রেতা খুজরা বিক্রয় করিবেন না, ও লাইসেন্স প্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিবেন না।

নানা প্রকারের মদ্যবিক্রয়ের কথা।

এই ধারামতে লাইসেন্স প্রাপ্ত থোকে বিক্রেতার প্রতি উগ্র কি গাঁজলা নানা প্রকারের শরাব সাজাইয়া পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে বা তাহার ন্যূন পরিমাণে, ও লাইসেন্স প্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতার প্রতি পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের অধিক পরিমাণে, বিক্রয় করিতে নিষেধ হইল।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে "শরাব সাজান*" শব্দে যাহা জানিতে হইবে বোর্ডের সাহেবেরা বিধি প্রণয়ন করিয়া ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে মাদক দ্রব্য শব্দের মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে যে দ্রব্য গণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সেই সেই দ্রব্যের খুজরা বিক্রয় বলিয়া যাহা জ্ঞান হইবে বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে ইহাও নির্ণয় করিতে পারিবেন ইতি।

---

* ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ৪ ধারা।

গাঁজা ও ভাঙ্গ বিক্রয়করণ সম্পর্কীয় নিষেধের কথা।

১৬ ধারা। গাঁজা কি ভাঙ্গ যে গাছে হয় সেই গাছের চাষী ঐ গাছ কি তাহা-হইতে উৎপন্ন গাঁজা কি ভাঙ্গ কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র বা লাইসেন্সের দ্বারা নিয়মিতরূপে ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবেন না ইতি।

বে আইনী মতে নিকট রাখিবার কথা।

১৭ ধারা। *কোন ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা না হইলে, কিম্বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাকে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য যোগাইবার ক্ষমতা নিয়মমতে প্রাপ্ত না হইলে ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক, কিম্বা উক্ত কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া বোর্ড উক্ত ধারামতে যে পরিমাণ ধার্য্য করেন সেই পরিমাণের অধিক, ঐরূপ দ্রব্য নিকটে রাখিবেন না।*

চতুর্থ খণ্ড।

মাসুল বিষয়ক বিধি।

ভাটীখানা হইতে উগ্র শরাব স্থানান্তর করিবার কথা।

১৮ ধারা। তা'রফ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে উগ্র শরাবের উপর মাসুল যে হারে লওয়া যাইতে পারে সেই হারে মাসুল না দেওয়া গেলে, কিম্বা সেই মাশুলের নিমিত্ত বাণ্ড লিখিয়া দেওয়া না গেলে কোন ভাটীখানাহইতে কিম্বা তৎসংক্রান্ত গুদামহইতে কোন উগ্র শরাব বাহির করিয়া লওয়া যাইবে না।

মাসুল দিয়া কিম্বা বাণ্ড লিখিয়া দিয়া যে সকল উগ্র শরাব বাহির করিয়া লওয়া যায়, কালেক্টর সাহেব তাহার ছাড়পত্র দিবেন।

ঐ মদ যে পরিমাণের ও যে প্রকারের হয়,

ও যে স্থানে পঁহুছাইয়া দেওয়া যাইবে,

ও তাহার যত টাকা মাসুল,

ও যে ব্যক্তির নিকট পঁহুছাইয়া দিতে হইবে,

ও তাহার মাসুল দেওয়া গেল কি মাসুলের,

বাণ্ড দেওয়া গেল।

ও ছাড়পত্র যত দিন প্রবল, থাকিবে।

ঐ ছাড়পত্রে এই সকল কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ইতি।

---

* ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ৫ ধারা।

ভিন্নদেশ হইতে আনীত উগ্র শরাবে[illegible]র মাসুল লাগিবার কথা।

১৯ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভার[illegible], উগ্র শরাব চোয়াম গিয়া, এই আইনে যে দেশের প্রতি খাটে [illegible] সীমা[illegible] কল পার হইলেই, ইহার পূর্ব্বধারায় উগ্র শরাবের উপর যে [illegible] ধার্য্য হইল ঐ উগ্র শরাবের উপর সেই মাসুল লওয়া যাইবে ইতি।

আইনের সীমার বাহিরে যে যে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা আমদানী ও রপ্তানী করিবার বিধির কথা।

"১৯ ক ধারা। * এই আইন যে দেশে বর্ত্তে তাহার সীমার বাহিরে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে যে যে আবকারী মাসুযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তৎসম্বন্ধে যে যে নিয়মের অধীনে ঐ ঐ দ্রব্য আমদানী করা যাইতে পারিবে, সেই সেই নিয়ম নির্দ্দেশ করণার্থে এবং ঐ ঐ দ্রব্যের উপর পূর্ব্বে মাসুল লওয়া না গেলে যে যে নিয়মের অধীনে তাহা উক্ত সীমার মধ্যে আমদানী ও বাও করা যাইতে পারিবে, সেই সেই নিয়ম নির্দ্দেশ করণার্থে বোর্ড সময়েং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন।"

---

৫ পঞ্চম খণ্ড।

মাসুল ইজারা দেওন বিষয়ক বিধি।

বোর্ডের অনুমতি লইয়া কালেক্টর সাহেবের মাসুল ইজারা দিবার কথা।

২০ ধারা। কোন জিলায় কিম্বা জিলার বিভাগে কোন আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য কি তন্মধ্যে কোন দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করিয়া যে মাসুল আদায় হইতে পারে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের সাহেবদের অনুমতিক্রমে সেই মাসুল ইজারা দিতে পারিবেন ইতি।

বোর্ডের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২১ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা এই এই বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যাঁহারা ইজারা লইতে চাহেন তাঁহারা যত দিবেন ইহার পত্র লিখিয়া দিতে বলিবার ও তাহা গ্রাহ্য করিবার বিধি।

ইজারদারদের করার অনুসারে নিয়মমতে কার্য্য করিবার জামিন লওনের বিধি।

পাট্টা লিখিবার পাঠের ও নিয়মের বিধি।

উক্ত কোন বিধি লঙ্ঘন হইলে ঐ পাট্টা বাতিল হইতে পারিবে ইতি।

---

* ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ৬ ধারা।

ঐ২ দ্রব্য প্রস্তুতকারিদের ও বিক্রেতাদের [illegible] ইজারদারের বন্দোবস্ত করিবার কথা।

২২ [illegible] আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্যের উপর যে মাসুল আদায় হইতে [illegible] ইজারা দেওয়া গেলে, ইজারদার আপন ইজারার সীমার মধ্যে ঐ২ [illegible] প্রস্তুতকারিদের ও বিক্রেতাদের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত চাহেন করিতে পারিবেন।

ওতদ্রূপ কোন দ্রব্য বেআইনীমতে প্রস্তুত কি বিক্রয় করণ কি নিকট রাখণ হেতুক ইহার পশ্চাদ্ভাগে যেং অর্থদণ্ডের বিধান হইল কোন ব্যক্তি ইজারদারের স্থানে লাইসেন্স বা ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া সেই২ দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিলে বা নিকট রাখিলে তাঁহার সেই২ অর্থদণ্ড হইবে।

ইজারদার যেং লাইসেন্স দেন তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা।।

২৩ ধারা। উক্ত প্রত্যেক ইজারদার যে সকল লাইসেন্স দেন তাহার নির্ঘণ্টপত্র বোর্ডের সাহেবদের নির্দ্ধারিত পাঠে লিখিয়া কালেক্টরী কাছারীতে গাঁথিয়া রাখিবেন।

লাইসেন্স দেওনের সীমা অবধারণের কথা।

কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রকারের কোন ইজারার বন্দোবস্ত করণের পূর্ব্বে বোর্ডের অনুমতি লইয়া পাট্টা দেওন সম্পর্কীয় যেং নিষেধের বা সীমা অবধারণের নিয়ম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

পাট্টা বাতিল হইতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা। এই আইনমতে যে পাট্টা দেওয়া যায় কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি লইয়া তাহা বাতিল করিতে কিম্বা পাট্টার মিয়াদের মধ্যে ইজারদারের উপর নিষেধ সূচক কোন নূতন নিয়ম ধার্য্য করিতে পারিবেন।

কোনং স্থানে ইজারদারের হানিপূরণ পাইতে পারিবার কথা।

ইজারদারের দ্বারা পাট্টার নিয়ম ভঙ্গ হওয়ার কারণ ভিন্ন কোন কারণে পাট্টা বাতিল করা গেলে, কিম্বা পাট্টার, মিয়াদ চলন সময়ে লাইসেন্স দেওন বিষয়ক কোন নিষেধ কি সীমা অবধারণে নিয়ম করা গেলে, তদ্দ্বারা ইজারদারের যে হানি হয় তাহার প্রতিকারস্বরূপ বোর্ডের সাহেবেরা যত দেওয়া উচিত বোধ করেন তাঁহার ততই পাইবার অধিকার থাকিবে ইতি।

ইজারদারের বাকী কী কি মাসুল আদায় করিবার কথা।

২৫ ধারা। প্রজাদের স্থানে জমীদারের ও ভূমির ইজারদারের বাকী খাজানা আদায় করিবার আইনমতে যে উপায় ও যে কার্য্যপ্রণালী আছে, আবকারী রাজস্বের প্রত্যেক ইজারদারও সেই উপায়ে ও সেই কার্য্যপ্রণালীমতে অনুমতি

প্রাপ্ত বিক্রেতার নিকট আপনার প্রাপ্য বাকী ফী কি মাশুল আদায় করিতে পারিবেন ইতি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

লাইসেন্স বিষয়ক বিধি।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কবুলিয়তে দস্তখত করিয়া জামীন দিবার কথা।

২৬ ধারা। *কোন ব্যক্তি এই আইনমতে লাইসেন্স গ্রহণ করিলে, তিনি কালেক্টরের আদেশ পাইলে" সেই লাইসেন্সের মর্ম্মানুযায়ী কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেন ও কালেক্টর সাহেব তাঁহার কড়ারমতে কর্ম্ম করিবার যে জামীন চাহেন তাহা দিবেন কিম্বা জামীনের পরিবর্ত্তে যত টাকা আমানৎ করিতে বলেন করিবেন ইতি।

লাইসেন্স যতদিন প্রবল থাকিবে তাহার ও নূতন করিয়া লওনের কথা।

২৭ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা প্রকারান্তরের বিশেষ অনুমতি না দিলে প্রত্যেক লাইসেন্স কেবল এক বৎসরের নিমিত্ত দেওয়া যাইবে, ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির সেই কার্য্য করিতে থাকিবার অনুমতি হইলে বৎসর বৎসর তাহা দাঁড়ামত নূতন করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহা নূতন করিয়া না লইবার মনস্থ করিলে, বৎসরের অবসানের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে ১৫ পঞ্চদশ দিন থাকিতে কালেক্টর সাহেবকে তাঁহার সেই মনস্থের নোটিস দিতে হইবে।

ঐ নোটিস না দেওয়া গেলে ও কালেক্টর সাহেব সেই লাইসেন্স রহিত না করিলে উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির যে লাইসেন্স আছে ও তিনি যে কবুলিয়ত দিলেন কালেক্টর সাহেব যত দিন উচিত বোধ করেন তাহা দাঁড়ামতে নূতন করিয়া লওনের ন্যায় তত দিন প্রবল থাকিবে ইতি

লাইসেন্স লিখিবার পাঠের বিধান বোর্ডের করিতে পারিবার কথা।

২৮ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা এই আইনমতে দত্ত সকল লাইসেন্স লিখিবার পাঠের ও নিয়মের বিধান করিতে পারিবেন ইতি।

কোন কোন স্থানে লাইসেন্স বাতিল করিবার বা ফিরিয়া লইবার কথা।

২৯ ধারা। লাইসেন্সে যে ফী কি মাশুল নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা নিয়মমতে না দেওয়া গেলে, কিম্বা লাইসেন্সের অন্য কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে কিম্বা ফৌজদারী

---

* ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ৭ ধারা।

যে অপরাধ হইলে হাজিরজামীন [illegible] যাইতে পারে না, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির [illegible] অপরাধ নির্ণয় হইলে, কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে প্রদত্ত কোন [illegible] বাতিল করিতে পরিবেন।

তদ্রূপ [illegible] লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্সমতে কালেক্টর সাহেবকে অগ্রিম যে ফী [illegible] মাসুল দিয়া থাকেন তাহাব কোন অংশ তাহার ফিরিয়া পাই-বার অধিকার নাই।

* কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্ত কাবণ ভিন্ন কোন কারণে লাইসেন্স বাতিল করিতে চাহিলে, তিনি ১৫ পনেরো দিন থাকিতে লিখিয়া নোটিস দিয়া পনেরো দিনের ফী কি মাসুলের তুল্য টাঁকা ক্ষমা করিবেন, কিম্বা ঐরূপ নোটিস না দিলে তাঁহার নোটিস না দেওযাতে যে হানি হয কমিশ্যনর সাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা যত টাকার আজ্ঞা করেন তিনি হানিপূরণ স্বরূপ আর তত টাকা দিবেন।

তদ্রূপ সকল স্থলে যে ফী কি মাসুল অগ্রিম দেওযা গেল তাহা ফিরিযা দেওযা যাইবে।

লাইসেন্স ফিরিয়া দিবার কথা।

৩০ ধারা। † লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন বিক্রেতা ১৫ পনেরো" দিন থাকিতে কালেক্টর সাহেবকে "লিখিয়া" নোটিশ দিয়া ও লাইসেন্স অনুসারে তাঁহার যত টাকা দিতে হয় তদতিরিক্ত পনেরো দিনের ফীব কি মাসুলেব তুল্য টাকা দিয়া আপনার লাইসেন্স ফিরিয়া দিতে পারিবেন ইতি।

---

৭ সপ্তম খণ্ড।

কর্ত্তৃপক্ষদেব ক্ষমতা বিষযক কথা।

আবকারী রাজস্বের অধ্যক্ষতা ভার কালেক্টর সাহেবদের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৩১ ধারা। আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয করণ দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হয, তাহা আদায় কবর্ণের অধ্যক্ষতা কার্য্যের ভার সামান্যতঃ জিলার কালেক্টর সাহেবদের প্রতি বর্ত্তিবে, তাঁহারা কমিশ্যনর সাহেবদের ও বোর্ডের সাহেবদের কর্ত্তৃত্ব ও আজ্ঞার অধীনে তৎ সম্পর্কীয কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

ও কালেক্টর সাহেবেরা যে যে কার্য্যানুষ্ঠান করেন তাহার উপর আপীল হইলে বা না হইলেও কমিশ্যনর সাহেবেরা তাহার পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

---

* ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারা

† ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ৯ ধারা।

কালেক্টর ও কমিশ্যনর সাহেবেরা [illegible] কার্য্যানুষ্ঠান করেন, বোর্ডের সাহেবেরা তাহারও তদ্রূপে পুনরালোচনা করিতে পারিবেন ইতি[illegible]।

আবকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত করিতে [illegible]

৩২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন জিলায় কি স্থানে [illegible] রাজস্বের কিম্বা আবকারী রাজস্বের কোন শাখার সুপরিটেণ্ডেণ্ট [illegible] কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও এই আইনে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যেং শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করা গেল, তদ্রূপ নিযুক্ত ব্যক্তি সেই জিলায় কি স্থানে কিম্বা আবকারী রাজস্বের সেই শাখা সম্পর্কে সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন, ও সেই নিয়োগ যত দিন প্রবল থাকে, ততদিন কালেক্টর সাহেব ঐ জিলায় কি স্থানে কিম্বা আবকারী রাজস্বের সেই শাখা সম্পর্কে সেই শক্তি ও ক্ষমতামতে আর কার্য্য করিবেন না ইতি।

আবকারী কমিশ্যনরদিগকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৩৩ ধারা। কোন এক কি কএক জিলায় যে কার্য্যকারকেরা আবকারী রাজস্বের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত হন তাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করণার্থে ও তাঁহাদিগকে আদেশ দেওনার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক কি কএক জন কমিশ্যনরকেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা গেলে, এই আইনে রাজস্বের কমিশ্যনরদের প্রতি যেং শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করা গেল ঐ কি ঐং জিলার মধ্যে ঐ আবকারী কমিশ্যনর সেইং শক্তি ও ক্ষমতা মতে কার্য্য করিবেন ও সেই নিয়োগ যত দিন প্রবল থাকে তত দিন রাজস্বের কমিশ্যনর সাহেব ঐ বা ঐং জিলায় সেইং শক্তি ও ক্ষমতামতে আর কার্য্য করিবেন না ইতি।

আবকারী কার্য্যকারকদিগকে কালেক্টর সাহেবদের নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৪ ধারা। আবকারী রাজস্ব আদায় করণার্থে ও মাসুল এড়ান নিবারণার্থে যেং কার্য্য কারকের আবশ্যক কালেক্টর সাহেবেরা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও আপনং পদ সম্পর্কীয় নাম ভিন্ন ঐ কার্য্যকারকদিগকে ‘ আবকারী কার্য্যকারক” নামেও বলা যাইবে ইতি।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে তাড়ী ও মাদক দ্রব্য যোগাইয়া দিবার বিধান বোর্ডের করিবার কথা।

৩৫ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে তাড়ী যে প্রকারে যোগাইয়া দেওয়া যাইবে বোর্ডের সাহেবেরা ইহার বিধান করিতে পারিবেন ও যাঁহারা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে যোগাইয়া দিবার নিমিত্ত গাঁজা কি ভাঙ্গ কি সিদ্ধি কি চরস ক্রয় করেন কি চালান কি সঞ্চয় করিয়া রাখেন তাঁহাদিগকে লাইসেন্স কি ছাড়পত্র দিবার বিধি করিতে পারিবেন।

আরো সেই সেই মাদক দ্রব্যের [illegible] মাসুল নিশ্চিতরূপে পাইবার নিমিত্ত যদ্রূপ [illegible] আবশ্যক জ্ঞান হয়, বোর্ডের সাহেবেরা ঐ ঐ দ্রব্যজনক গাছের [illegible] ঐ ঐ দ্রব্য প্রস্তুত ও সঞ্চয় করিয়া রাখণকার্য্যে এমত তত্ত্বাধানে রাখিতে পা[illegible]তি।

বাকী ফী কি মাসুল আদায় করিবার কথা।

৩৬ ধারা। এই আইনমতে যে লাইসেন্স দেওয়া যায় তাহার নিমিত্ত কোন ফী কি মাসুল বাকী পড়িলে কিম্বা আবকারী রাজস্বের কোন ইজারদারের বাকী পড়িলে,

যাহার যে বাকী থাকে কালেক্টর সাহেব নিজ তাঁহার কিম্বা তাঁহার জামীনের অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক ও নীলাম করিয়া, কিম্বা ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীমতে, ঐ বাকী আদায় করিতে পারিবেন ইতি।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতার দোকানে আবকারী কর্ম্মকারকের প্রবেশ করিয়া দেখিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ভাটীদার কি খুজরা বিক্রেতা যে দোকানের কি বাড়ীর মধ্যে উগ্র কি গাঁজলা শরাব চোযান কিম্বা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করেন, কালেক্টর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত পরওয়ানাক্রমে পেযাদার ঊর্দ্ধ শ্রেণীর আবকারী কোন কার্য্যকারককে দিনে বা রাত্রিতে কোন সময়ে সেই ঘরে কি দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিবার এবং আবকারী অন্য কোন কার্য্যকারককে ও কেবল দিনে তদ্রূপে প্রবেশ করিয়া দেখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

আবকারী মাসুলযোগ্য যে দ্রব্য জব্দ হইতে পারে তদ্বাহক ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবার কথা।

৩৮ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য যে দ্রব্য ৭৫ ধারামতে জব্দ হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তি তাহা লইযা যাইতেছে এমত সময়ে কালেক্টর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত পরওয়ানাক্রমে আবকারী কোন কর্ম্মকারকের প্রতি তাঁহাকে থামাইয়া আটক রাখিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

ও উক্ত প্রকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আবকারী কার্য্যকারক ঐ২ দ্রব্য ধৃত করিতে, ও যে ব্যক্তির নিকট তাহা পাওয়া যায় তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ইতি।

ও লাইসেন্স অপ্রাপ্ত ভাটীদার প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিবার কথা।

৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকট লাইসেন্স বিনা ভাটী কিম্বা ৭৫ ধারামতে জব্দ হইবার যোগ্য অবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য থাকিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তি আব-

কারী মাসুলযোগ্য তদ্রূপ দ্রব্য বেআইনীমতে প্রস্তুত বা বিক্রয় করণে লিপ্ত থাকিলে, পেয়াদা হইতে উচ্চ শ্রেণীর কোন আবকারী কার্য্যকারক তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে ও ঐ ভাটী ও উক্ত সকল দ্রব্য ও সেই দ্রব্য প্রস্তুত করণের সকল মাল মশলা ধৃত করিয়া লইতে পারিবেন ইতি।

সন্ধান পাইলে বিনানুমতির চোয়ান কি নিকট রাখা মদিরাদি তল্লাস করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য কোন স্থানে বেআইনীমতে প্রস্তুত করা যাইতেছে,

কিম্বা আবকারী মাসুলযোগ্য যে দ্রব্য ৭৫ ধারামতে জব্দ হওনের যোগ্য এমত দ্রব্য কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে রাখা গিয়াছে কি গোপন করা গিয়াছে।

কোন ব্যক্তির স্থানে সন্ধান পাইয়া পেয়াদা হইতে উচ্চ শ্রেণীর কোন আবকারী কার্য্যকারকের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, (সেই সন্ধান লিখিয়া লওয়া যাইবে)।

সেই কার্য্যকারক, সর্ব্বদাই কর্পূবাল বা হেড কনেষ্টাবলের অনধীন শ্রেণীর পোলীসের কোন কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ উক্ত কোন ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ও বাধা দেওয়া গেলে কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে ও তাঁহার প্রবেশ করিবার বাধাজনক কোন বিষয় বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

এবং সেই প্রস্তুত করণকার্য্যে যে সকল ভাটীর ও সরঞ্জামের ব্যবহার হয় তাহা ও আবকারী মাসুলযোগ্য, উক্ত সকল দ্রব্য ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

ও সেই ঘরের কি নৌকার কি স্থানের দখলিকারকে ও ঐ প্রস্তুত করণ কিম্বা দ্রব্য রাখণ কি গোপনকরণ কার্য্যে অন্য যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ইতি।

পোলীস ও কষ্টম ও রাজস্ব কর্ম্ম বিভাগের কার্য্যকারকদের প্রতি আবকারী কার্য্যকারকদের তুল্য ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

৪১ ধারা। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারাক্রমে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য ধৃত ও অন্বেষণ করিবার ও তাহা যে ব্যক্তিদের অধিকারে পাওয়া যায় তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করণের যে সকল ক্ষমতা আবকারী কর্ম্মকারকদের প্রতি প্রদান করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পোলীস ও কষ্টম ও রাজস্ব কর্ম্মবিভাগের কার্য্যকারকদের কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তিদের প্রতিও সেই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

উক্ত সকল কর্ম্মকারক তদ্রূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে এই আই-নের মর্ম্মানুসারে আবকারী কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

কলিকাতার পোলীসের কার্য্যকারকদের তদ্রূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৪২ ধারা। কলিকাতা নগরে পোলীসের কমিশনর সাহেব এতৎকার্য্যপক্ষে পোলীসের যে কর্ম্মকারকদিগকে বিশেষমতে মনোনীত করেন তাঁহারাও উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

এবং আবকারী কর্ম্মকারকদের নামে পরওয়ানা দেওন বিষয়ে যেং ক্ষমতা এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবদের প্রতি অর্পিত হইল উক্ত নগরে পূর্ব্বোক্তমতে মনোনীত পোলিশের কর্ম্মকারকদের নামে পরওয়ানা জারি করণ বিষয়ে সেই সেই ক্ষমতামতে পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবও কার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু কালেক্টর সাহেব পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে পরওয়ানা দিবেন না ও পোলিশের কমিসনর সাহেব কোন আবকারী কর্ম্মকারকের নামে পরওয়ানা দিবেন না ইতি।

কিমীয় দ্রব্য বিক্রেতা প্রভৃতির বাড়ীর মধ্যে কোন ব্যক্তি মদ খাইলে তাহাকে ও শরাব ধৃত করিতে আবকারী কি পোলীসের কার্য্যকারকের ক্ষমতার কথা।

৪৩ ধারা। কলিকাতানগরের কি শহরতলীর কি হাবড়ার অন্তর্গত কিমীয় কি ঔষধীয় দ্রব্য বিক্রেতা কি ঔষধ প্রস্তুতকারক কি ঔষধালয়ের রক্ষক সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে কোন সময়ে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি-ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে আপনার ব্যবসায়ের বাড়ীর মধ্যে উগ্র কি গাঁজলা যে মদিরার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে ঔষধীয় দ্রব্য মিশ্রিত হয় নাই এমত মদিরা পান করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন, কোন আবকারী কার্য্যকারকের কিম্বা পো-লীসের পেয়াদার কি কনেষ্টবলের উর্দ্ধশ্রেণীর কোন কার্য্যকারকের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে।

তিনি সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শরাব ধরিয়া লইয়া যাইতে পা-রিবেন,

ও বাধা দেওয়া গেলে, দ্বার ভাঙ্গিয়া ও উক্তমতে প্রবেশ ও ধৃত করিবার বাধাজনক কোন বিষয় বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করিয়া

ঐ বাটীর স্বামিকে কি দখিলকারকে ও সেই শরাব বেআইনীমতে পান করিবার কার্য্যে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের সকলকে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি।

আবকারী কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে কি মদিরাদি ধৃত কি অন্বেষণ করিলে তাঁহার উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকট রিপোর্ট করিবার ও ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লইয়া যাইবার কথা।

৪৪ ধারা। আবকারী কোন কর্ম্মকারক এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে, কিম্বা কোন বিষয় ধৃত করিলে, কিম্বা কোন স্থানে অন্বেষণ করিলে, তিনি তৎপরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পদ সম্পর্কে আপন উচ্চ কার্য্যকারকের নিকট ঐ ব্যাপারের সকল বৃত্তান্তের বিস্তারিত রিপোর্ট করিবেন, ও কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানামতে ঐ কার্য্য না করিয়া থাকিলে সাধ্যমতে ত্বরায় ঐ ধৃত ব্যক্তিকে কি দ্রব্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে, কিম্বা কলিকাতা নগরে সেই ব্যক্তিকে কিম্বা সেই দ্রব্য ধৃত বা অন্বেষা করা গেলে, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবেন ইতি।

কলিকাতায় পোলীস কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্ট করিবার কথা।

৪৫ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কলিকাতা নগরের মধ্যে এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে কি কোন দ্রব্য ধৃত করিলে কি অন্বেষণ করিলে তিনি তৎপরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পোলীস কমিশ্যনর সাহেবের নিকট সকল বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন, ও গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে ও ধৃতদ্রব্য সুবিধামতে ত্বরায় প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইবেন ও পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব তৎকালেই কালেক্টর সাহেবকে ঐ ব্যক্তির গ্রেপ্তার ও দ্রব্য ধৃত হওয়ার ও ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্তের সন্ধান জানাইবেন ইতি।

স্থলবিশেষে কালেক্টর সাহেবের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব লিখিত সন্ধান পাইয়া কিম্বা অন্য কোন মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্যদ্বারা কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে আবকারী মাশুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয়ের কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া, কিম্বা তাঁহার নিকট ৭৫ ধারামতে জব্দ হওয়ার যোগ্য উক্ত কোন দ্রব্য আছে বলিয়া জ্ঞান করিলে, তিনি সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন ইতি।

কালেক্টর সাহেবের তল্লাশী পরওয়ানা দিতে পারিবার কথা।

৪৭ ধারা। কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে আবকারী মাশুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে প্রস্তুত করা যাইতেছে কিম্বা এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য উক্ত কোন দ্রব্য রাখা গিয়াছে কি গোপন করা গিয়াছে কালেক্টর সাহেবের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তিনি সেই ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

করপরাল বা হেডকনেষ্টাবলের অনধীন শ্রেণীর কোন কার্য্যকারক ৪০ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে ঐ পরওয়ানা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

গ্রেপ্তার কি ধৃত করণের পর কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৮ ধারা। কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানামতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কি কোন দ্রব্য ধৃত করা গেলে কালেক্টর সাহেব যদ্রূপ তদারক করা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিলে পর ঐ গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে কিম্বা ঐ ধৃত দ্রব্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট, কিম্বা সেই ব্যক্তি কি দ্রব্য কলিকাতা নগরে ধৃত হইয়া থাকিলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন, কিম্বা সেই ব্যক্তিকে কি সেই দ্রব্য তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

কালেক্টর সাহেবের বা আবকারী কর্ম্মকারকের চালান করা লোকভিন্ন অন্য লোকদের বিষয়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব, কিম্বা আবকারি কর্ম্মকারক যে লোকদিগকে পেযাদাদের জিম্মায চালান করেন, তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে, উক্ত প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট তাঁহার নামে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন ইতি।

আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে বিক্রয় হইলে তাহা ধৃত করিয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

৫০ ধারা। এই আইনের বিধানের বিপক্ষে, কিম্বা এই আইনমতে প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করা গেলে, তাহা বিক্রয়করণ সময়েই ধৃত হইয়া উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা যাইতে পারিবে।

মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে, যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিলেন তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদ্রূপ কার্য্য হইবার আদেশ করেন তাহা লইয়া তদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে ইতি।

অন্তঃপুরে লুক্কায়িত দ্রব্য অন্বেষণ করিবার কথা।

৫১ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে কোন অন্তঃপুরেলুক্কায়িত আছে এমত অনুভব করিবার কারণ থাকিলে, ঐ পরওয়ানা জারী করিতে যে আমলার হাতে দেওয়া যায় তিনিকলিকাতা ভিন্ন সকল স্থানে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৮৪ ও ৩৮৫ ও ৩৮৬ ধারার বিধানমতে ও উক্ত নগরে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক আইনের ১৬৪ ও ১৬৫ ও ১৬৬ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

আবকারী কর্ম্মচারীদিগকে পোলীসের কর্ম্মকারকদের সাহায্য করিবার কথা।

৫২ ধারা। পোলীসের সকল কর্ম্মকারকের প্রতি এই আদেশ থাকিল যে,

আবকারী কর্ম্মকারকেরা নোটিস দিলে বা প্রার্থনা করিলে এই আইনমতে উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণার্থ তাঁহাদের সাহায্য করেন ইতি।

অষ্টম খণ্ড।

দণ্ডবিষয়ক বিধি।

লাইসেন্স বিনা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার দণ্ডের কথা।

৫৩ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স না পাইয়া আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিলে, তদ্রূপ প্রত্যেক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করা প্রযুক্ত তাঁহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

"যেং নিয়মানুসারে খুজরা বিক্রেতাদিগকে তাড়ী যোগাইয়া দেওয়া যায়, সেইং নিয়মের প্রতি, কিম্বা গুড় কি কোতরা গুড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে তাড়ী কিম্বা তাহা হইতে প্রস্তুত যে দ্রব্য যোগাইয়া দেওয়া বা ব্যবহার করা হয় তাহার বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১১ ধারার কোন কথা বর্ত্তিবেনা" *

কিম্বা কোন ব্যক্তি আপনার ব্যবহারের নিমিত্তে আমদানী করা কোন উগ্র শরাব কি গাঁজলা শরাব ক্রয় করিলে ও মোকাম হইতে চলিয়া যাওনের সময়ে কি তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐং দ্রব্য বিক্রয় করা গেলে, সেই বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কি ১১ ধারার কোন কথা খাটিবে না ইতি।

যে গাছে মাদক দ্রব্য হয় লাইসেন্স বিনা তাহা চাষ করিবার ও সে কার্য্যে সহায়তা করিবার দণ্ডের কথা।

৫৪ ধারা। যেং গাছ হইতে মাদকদ্রব্য উৎপন্ন হয় কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইয়া, সেইং গাছের চাষ করিলে, কিম্বা উক্ত বে আইনীমতে চাষ করণ কার্য্যের প্রবৃত্তি দিলে, তাঁহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও তদ্রূপে যে-গাছের চাষ হয় তাহাও ধৃত ও জব্দ হওয়ার যোগ্য হইবে ইতি।

লাইসেন্স বিনা ভাটীখানা কি যবসুরা চোয়াইবার স্থান প্রস্তুত করণের কি তাহার কার্য্য চাওনের কথা।

৫৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইয়া

* ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারা।

ইউরোপীয় নিয়মমতে ভাটীখানা কি যবসুরা চোয়াইবার স্থান প্রস্তুত করিলে কি তাহার কার্য্য চালাইলে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ও তদ্রূপ কোন ভাটীখানার কি যবসুরা চোয়াইবার স্থানে যে সকল মদিরা চোয়ান যায় ও চোয়াইবার নিমিত্ত যে সকল সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় তাহাও জব্দ হইতে পারিবে ইতি।

ভাটীখানা কি যবসুরা চোয়াইবার স্থান বিষয়ে বোর্ডের নির্দ্ধারিত বিধির বিপরীতা চরণ করিবার দণ্ডের কথা।

৫৬ ধারা। ইউরোপীয় নিয়মমতে যে ভাটীখানা প্রস্তুত করা যায় ও যাহার কার্য্য চালান যায় লাইসেন্স প্রাপ্ত এমত ভাটীখানার কি যবসুরা চোয়াইবার স্থানের কোন মালিক কি অধ্যক্ষ ৮ ধারাক্রমে বোর্ডের নির্দ্ধারিত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে, উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

ইউরোপীয় ভাটীখানা হইতে কিম্বা যবসুরা চোয়াইবার স্থান হইতে উগ্র কি গাঁজলা শরাব বেআইনীমতে স্থানান্তর করিবার দণ্ডের কথা।

৫৭ ধারা। ইউরোপীয় নিয়মমতে যে ভাটীখানা প্রস্তুত হয় ও যাহার কার্য্য চালান যায়, উগ্র কি গাঁজলা যে শরাবের উপর মাসুল দেওয়া যায় নাই কিম্বা যাহার মাশুলের বাও লিখিয়া দেওয়া যায় নাই। কিম্বা উক্ত প্রকারের যে শরাবের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব ছাড়পত্র দেন নাই, কোন ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্ত সেই ভাটীখানা হইতে কি যবসুরা চোয়াইবার কোন স্থান হইতে এমত শরাব, কিম্বা যত শরাবের ছাড়পত্র দেওয়া গেল তাহার অধিক পরিমাণের শরাব লইয়া গেলে কি লইয়া যাইতে উদ্যোগ করিলে তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

এদেশীয় ভাটীখানা হইতে বেআইনীমতে উগ্র শরাব লইয়া যাওনের দণ্ডের কথা।

৫৮ ধারা। ৯ ধারামতে যে ভাটীখানা স্থাপিত হয় কোন ব্যক্তি ছাড়পত্র বিনা সেই ভাটীখানা হইতে কোন উগ্র শরাব কিম্বা যত শরাবের ছাড়পত্র দেওয়া যায় তাহার অধিক পরিমাণের শরাব লইয়া গেলে কি লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতে উদ্যোগ করিলে,

কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিশেষ ছাড়পত্র না পাইয়া ঐ ভাটীখানার চোয়ান উগ্র মদিরা ব্যবহার করিবার নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে অন্য স্থানের চোয়ান ঐ মদিরা বিক্রয় করিতে আনিলে কিম্বা আনিতে উদ্যোগ করিলে,

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০ পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

আবকারী কার্য্যকারকের আদেশ হইলেও লাইসেন্স দেখাইতে অস্বীকার করিবার কি লাইসেন্স ভঙ্গ করণেরদণ্ডের কথা।

৫৯ ধারা। এই আইনমতে যে ব্যক্তি মদিরা চোয়ান কি বিক্রয় করেন তিনি কোন আবকারী কার্য্যকারকের আদেশমতে আপনার লাইসেন্স না দেখাইলে, কিম্বা এই আইনে আপন লাইসেন্সের কোন নিয়ম ভঙ্গ করণ সূচক যে ক্রিয়ার অন্য বিধান নাই এমত ক্রিয়া করিলে,

কিম্বা ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানের স্থল ভিন্ন কোন স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক ১০ ধারা মতে বোর্ডের প্রণীত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে,

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীর কি অন্য ব্যক্তির কোন দোষ কি অমনোযোগ হেতুক ঐ নিয়ম ভঙ্গ হইলেও ঐ প্রস্তুত কারকের কি বিক্রেতারই স্থানে ঐ অর্থদণ্ড আদায় হইতে পারিবে ইতি।

খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিলে ও থোকে বিক্রেতা খুজরা বিক্রয় করিলে দণ্ডের কথা।

৬০ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিলে ও থোকে বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি খুজরা বিক্রয় করিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ২০০ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনের বিধান মানিয়া এই ধারার প্রথম প্রকরণের কোন কথা ক্রমে একি ব্যক্তিকে থোকে ও খুজরা উভয় প্রকারে বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দেওনের নিষেধ নাই ইতি।

"কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় যাহা কেবল নমুনা স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, লাইসেন্স প্রাপ্ত থোকে বিক্রেতারা এমত অল্প পরিমাণের যে বীর কি ওয়াইন কি উগ্র শরাব বিক্রয় করেন, তৎপ্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কোন কথা বর্ত্তিবেনা।"*

আবকারী মাসুলযোগ্য যত দ্রব্য ১৫ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইল লাইসেন্স কি ছাড়পত্র বিনা তাহার অধিক নিকট রাখিবার দণ্ডের কথা।

৬১ ধারা। ১৫ ধারায় আবকারী মাসুলযোগ্য যে দ্রব্যের কিম্বা তাহা লইয়া প্রস্তুত কি তাহাতে মিশ্রিত যে দ্রব্যের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, "কিম্বা ঐরূপ

---

* ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ১১ ধারা।

কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া বোর্ড উক্ত ধারামতে যে পরিমাণ ধার্য্য করিবেন * ঐ দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাদের নিকট ঐ ঐ দ্রব্য যোগাইয়া দিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিভিন্ন কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের ছাড়পত্র বিনা তাহার অধিক পরিমাণের সেই দ্রব্য নিকট রাখিলে, তাঁহার ৫০০ পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি বিক্রয় করণের অভিপ্রায় ভিন্ন নিজ ব্যবহারের জন্যে আমদানী করা উগ্র শরাব কি গাঁজলা শরাব ক্রয় করিলে "কিম্বা সাধারণ বাহক বা গুদামওয়ালা স্বরূপ তাহা নিকটে রাখিলে" † তাঁহার প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১৭ ধারার কোন কথা বর্ত্তে না ইতি।

চিনি প্রস্তুত করিতে যে তাড়ীর ব্যবহার হয় তাহা নিকট রাখার প্রতি ও লাইসেন্স প্রাপ্ত চাষিদের নিকট মাদকদ্রব্য রাখার প্রতি ইহার পূর্ব্বধারার বিধান না বর্ত্তিবার কথা।

৬২ ধারা। গাঁজলা শরাব নিকটে রাখণের বিষয়ে ৬১ ধারার যে২ বিধানের সম্পর্ক থাকে, গুড় কি কোতরাগুড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে তাড়ী যোগাইয়া দেওয়া যায় কি ব্যবহার হয়, তাহা রাখণের প্রতি ঐ২ বিধান খাটে না।

এবং মাদকদ্রব্য নিকট রাখণের বিষয়ে ঐ ধারার যে বিধানের সম্পর্ক থাকে ঐ দ্রব্য যে গাছে জন্মে এই আইনমতে সেই গাছের চাষ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট সেই দ্রব্য থাকিলে, এই২ বিধান তাহার প্রতি খাটে না ইতি।

চাষিরা লাইসেন্স অপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিলে কি দিলে, কিম্বা গাছের হিসাব দিতে না পারিলে দণ্ডের কথা।

৬৩ ধারা। পরন্তু উক্ত কোন চাষা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা ভিন্ন কিম্বা কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র কি লাইসেন্স ক্রমে ক্রয় করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উক্ত গাছ কিম্বা তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে কি দিলে, কিম্বা তাঁহার অধিকারগত ঐ গাছের মধ্যে কোন গাছের কি তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্যের হিসাব দিতে না পারিলে তাঁহার ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে

কোন২ প্রকারের উগ্র শরাব বেআইনী মতে নিকট রাখিবার দণ্ডের কথা।

৬৪ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভারতবর্ষের কোন স্থানে

---

* ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ১২ ধারা।

† ১৮৮৩ সালের ১ আইনের ১২ ধারা ২য় পদ।

যে উগ্র শরাব চোযান যায় তাঁহার উপর ১৯ ধারামতে নির্দ্ধারিত মাসুল যে দেওয়া গেল কালেক্টর সাহেবের এই মর্ম্মের সার্টিফিকটযুক্ত ছাড়পত্র বিনা কোন ব্যক্তির নিকট ঐ শরাব পাওয়া গেলে তাঁহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে চোয়ান কি বিক্রয় করা যাইতেছে ইহা জানপূর্ব্বক তাচ্ছল্য করণের দণ্ডের কথা।

৬৫ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি তহসীলদার কি গোমাশতা কি ভূমির অন্য কার্য্যাধ্যক্ষ লাইসেন্স অপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার অনুমতি দিলে কিম্বা প্রস্তুত কি বিক্রয় হইতেছে জানিয়া তুচ্ছ করিলে তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০০ পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি

কিমীয় দ্রব্য বিক্রেতা প্রভৃতি বাড়ীর মধ্যে শরাব পান করিবার অনুমতি দিলে তাঁহার দণ্ডের কথা।

৬৬ ধারা। কলিকাতা নগরের কি শহরতলীর কি হাবড়ার অন্তর্গত কিমীয় কি ঔষধীয় দ্রব্য বিক্রেতা কি ঔষধ প্রস্তুত কারক কি ঔষধালয়ের রক্ষক সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে কোন সময়ে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে আপনার ব্যবসায়ের বাড়ীর মধ্যে উগ্র কি গাঁজলা যে শরাবের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে ঔষধীয় দ্রব্য মিশ্রিত নাই এমত শরাব পান করিতে অনুমতি দিলে তাঁহার ও তদ্রূপ যে ব্যক্তি সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে কোন সময়ে ঐ বাড়ীর মধ্যে ঐ শরাব পান করেন তাঁহার এই কিম্বা অন্য কোন আইনমতে যে দণ্ড হইতে পারে তদতিরিক্ত ২০০ দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

দোকানের মধ্যে মাতলামী প্রভৃতি হইতে দেওয়ার দণ্ডের কথা।

৬৭ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন বিক্রেতা আপনার দোকানের মধ্যে মাতলামী কি দাঙ্গা কি জুয়া খেলা করিতে দিলে' কিম্বা আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে কোন পরিধেয় বস্ত্র কি অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ২০০ দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

পোলীসের কর্ম্মকারক আবকারী কর্ম্মকারকের সাহায্য না করিলে দণ্ডের কথা।

৬৮ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক আবকারী কর্ম্মকারকের সাহায্য করিতে আদেশ পাইলেও বৈধ কারণ না থাকিতেও তাঁহার সাহায্য করিতে তা-

চ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, তাঁহার ৫০০ পাঁচ-শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

আবকারী কর্ম্মকারক ক্লেশজনকরূপে অন্বেষণ কি ধৃত করিলে দণ্ডের কথা।

৬৯ ধারা। সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ না থাকিতেও আবকারী কোন কর্ম্মকারক কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে প্রবেশ কি অন্বেষণ করিলে বা করাইলে কিম্বা এই আইনমতে জব্দ হওযার যোগ্য কোন আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য ধৃত কি অন্বেষণ করিবার ছলে কষ্টজনকরূপে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ধৃত করিলে,

কিম্বা কষ্টজনকরূপে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিলে কি তাহার গাত্রশালী করিলে কি তাহাকে ধৃত করিলে

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০০ শত টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

মদ্যাদি বেআইনীমতে চোয়ান কি বিক্রয় করা গেলে আবকারী কর্ম্মকারকের জানিয়া তাচ্ছল্য করিবার দণ্ডের কথা।

৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি বেআইনীমতে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিলে, যদি আবকারী কোন কর্ম্মকারক ইহা জানিয়াও তাচ্ছল্য করেন ও স্থানবিশেষে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক যদি আপন ক্ষমতাধীন কোন স্থানের মধ্যে লাইসেন্স বিনা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবার দোকান স্থাপন করিতে অনুমতি দেন কিম্বা স্থাপনের কথা জানিয়াও তাচ্ছল্য করেন,

তবে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার ৫০০ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

আবকারি কার্য্যকারক গ্রেপ্তার করা প্রভৃতি রিপোর্ট করিতে কিম্বা গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট কি কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে বিলম্ব করিলে দণ্ডের কথা।

৭১ ধারা। কোন আবকারী কি পোলীসের কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে কি দ্রব্য ধৃত কি অন্বেষণ করিলে পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে তাচ্ছল্য করিলে কিম্বা এই আইনমতে যাহাকে গ্রেপ্তার করা যায় কি বিনানুমতির যে দ্রব্য ধৃত হয় তাঁহাকে বা তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিষয় বিশেষে কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে বিলম্ব করিলে,

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাঁহার ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

দণ্ডের টাকা ও ধৃত দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে ইহা নির্ণয়ের কথা।

৭২ ধারা। এই আইনের বিধানের বিপরীত অপরাধের যে সকল অর্থদণ্ড

ধার্য্য হয় ও এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য বলিয়া যে সকল দ্রব্য ধৃত হয়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কলিকাতা নগরে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎসম্পর্কীয় দণ্ড নির্ণয় করিবেন।

কিন্তু অপরাধ হওয়ার তারিখ অবধি ইংরেজী পঞ্জিকামত ছয় মাস গত হইলে পর, উক্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন না।

কালেক্টর সাহেবের কিম্বা কোন আবকারী কার্য্যকারকের সন্ধানমতে বিচার হইয়া উক্ত সকল অর্থদণ্ডের ও ক্রোক করণের আজ্ঞা হইতে পারিবে। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব পাঁচ ধারার কোন ধারামতে নালিশ হইলে তদ্রূপ সন্ধানের আবশ্যক হইবে না ইতি।

আদালতের অবজ্ঞাহেতুক দণ্ডের কথা।

৭৩ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে যে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে হইবে তৎসম্পর্কে তাঁহার সম্মুখে খোলা কাছারীতে কোন অবজ্ঞা হইলে, তদ্ধেতুক তিনি দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন ইতি।

দ্বিতীয়বার কি তৎপরে অপরাধ নির্ণয় হইলে দণ্ডের কথা।

৭৪ ধারা। যে অপরাধের দুই শত টাকা কি তদধিক দণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির এই বিধানের বিপরীত এমত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে পর তাঁহার পুনশ্চ সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধের যে দণ্ড ধার্য্য আছে তদতিরিক্ত তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ডও হইতে পারিবে।

ও দ্বিতীয় বার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর আর যত বার তাঁহার সেই অপরাধ নির্ণয় হয় তত বার প্রথম অপরাধের নির্দ্ধারিত দণ্ডের অতিরিক্ত তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনমতে যে কারাদণ্ড হয়, মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেমন আজ্ঞা করেন তেমনি তাহা সামান্য বা কঠোর হইতে পারিবে ইতি।

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য জব্দকরণ বিষয়ক কথা।

৭৫ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য যে কোন দ্রব্য এই আইনের বিধানের বিপরীতাচরণ করিয়া প্রস্তুত করা যায় কি কোন ব্যক্তির নিকট থাকে, এতৎকার্য্য-পক্ষে নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সেই সকল দ্রব্য ও তাহা প্রস্তুত করিতে যে সকল সরঞ্জামের ব্যবহার হয় বা ব্যবহার করিবার কল্পনা থাকে তাহাও ক্রোক ও জব্দ করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য কোন দ্রব্য ধৃত হইলে, তাহা যে পাত্রে ও

বস্তায় ও আবরণে থাকে এবং তাহা বহিয়া লওনার্থে যে জন্তুর ও যানবাহনের ব্যবহার হয় তাহাও ধৃত ও জব্দ হইতে পারিবে ইতি।

জব্দ করা দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

৭৬ ধারা। জব্দ করা সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা যে যে বিধি করেন তদনুসারে লইয়া করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে সমর্পণ করা যাইবে ইতি।

যাঁহাদের দ্বারা অপরাধাদি জানা যায় তাঁহাদের মধ্যে অর্থদণ্ড ভোগ করিবার কথা।

৭৭ ধারা এই আইনমতে কোন ব্যক্তির আবকারী মাশুল যোগ্য কোন দ্রব্য বে আইনীমতে প্রস্তুত কিম্বা বিক্রয় কি ক্রয় করণের কি স্বীয় অধিকারে রাখণের কিম্বা যে গাছ হইতে মাদকদ্রব্য উৎপন্ন হয় এমত গাছ বেআইনীমতে চাষ করণের অপরাধ নির্ণয় হইয়া অর্থদণ্ড আদায় হইলে।
মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টর সাহেবকে ঐ টাকা আদায় হওযার কথা জানাইবেন ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা ঐ অপরাধ প্রকাশ করা যায়, কিম্বা যে দ্রব্য লইয়া অপরাধ হইল যে ব্যক্তিদের দ্বারা তাহা ধরা যায় কিম্বা অপরাধিকে গ্রেপ্তার করা যায়, কালেক্টর সাহেব বোর্ডের সাহেবদের নির্দ্ধারিত বিধিমতে যে হার উচিত বোধ করেন সেই হারানুসারে ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে ঐ দণ্ডের টাকা বাঁটিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ও এই আইনমতে কোন কার্য্য দ্বারা কোন ব্যক্তিদের বৈরক্তি কি হানি হইলে ঐ টাকা হইতে তাঁহাদের হানিপূরণ ও করিতে পারিবেন ইতি।

বোর্ডের পুরস্কার দিতে পারিবার কথা।

৭৮ ধারা। মোকদ্দমার বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে বা পরে ও বোর্ডের সাহেবেরা দুই শতের অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকার পুরস্কার দিতে পারিবেন।

ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা অপরাধ প্রকাশ করা যায় কিম্বা যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ হয় তাহা কিম্বা অপরাধিকে যে ব্যক্তিদের দ্বারা ধরা যায় তাঁহাদের মধ্যে ঐ পুরস্কার যে হারানুসারে বিলি করা উচিত বোধ করেন, তাহার আদেশ দিতে পারিবেন ইতি।

অর্থদণ্ডের টাকা লইয়া যাহা করা যাইবে তদ্বিষয়ের কথা।

৭৯ ধারা। এই আইনমতে অর্থদণ্ডের যে সকল টাকা আদায় হয় তাহার প্রযোগ করিবার স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ লইয়া গোয়েন্দাদের পুরস্কার স্বরূপ দেওয়াইতে, কিম্বা এই

আইনমত আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যক্রমে কোন ব্যক্তিদের কষ্ট কি হানি হইলে তাঁহাদের হানি পূরণস্বরূপ দেওয়াইতে পারিবেন ইতি।

৯ নবম খণ্ড।

সেনানিবেশ স্থানবিষয়ক বিধি।

সেনানিবেশ স্থানে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধির কথা।

৮০ ধারা। কোন সেনানিবেশ স্থানের সীমার মধ্যে ও তথাহইতে দুই মাইলের মধ্যে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থলে সেই সীমাহইতে আর যত দূর নির্দ্ধার্য্য করেন তাহার মধ্যে কোন স্থানে তৎস্থানের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি না হইলে, আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দেওয়া যাইবে না ও সেই দ্রব্যের উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে তাহাও ইজারা দেওয়া যাইবে না।

কালেক্টর সাহেব কি কোন ইজারদার ঐ সীমার কি দূরত্বের মধ্যে লাইসেন্স দিয়া থাকিলে ও উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব আদেশ করিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ রহিত করা যাইবে ইতি।

সেনানিবেশ স্থানের মধ্যে গ্রেপ্তার কি তলাশ করিবার নিয়মের কথা।

৮১ ধারা। অন্য সকল বিষয়ে, পূর্ব্বোক্ত সীমার ও দূরত্বের মধ্যে এই আইনের সকল বিধান সম্পূর্ণরূপে প্রবল থাকিবে। পরন্তু কোন সেনানিবেশের স্থানের সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কিম্বা দ্রব্য অন্বেষণ করিতে হইলে কালেক্টর সাহেব কিম্বা গ্রেপ্তার কি অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবকে নোটিস দিতে পারিলেই প্রথমে তাঁহাকে নোটিস দিবেন। দিতে না পারিলে সাধ্যমতে বিলম্ব না করিয়া উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের নিকট ঐ গ্রেপ্তার হওয়ার কি অন্বেষণ করার রিপোর্ট করিবেন ইতি।

১০ দশম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

এই আইনের বিধানহইতে মদিরা মুক্ত করিবার কথা।

৮২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট কোন প্রদেশ কি প্রদেশবিভাগের মধ্যে এই আইনের বিধান হইতে কোন মদিরা মুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

আপীলের কথা।

৮৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে সকল আজ্ঞা করেন তাহার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশদিনের মধ্যে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট কিম্বা কমিশ্যনর সাহেবের কাছে প্রেরণ করণার্থে কালেক্টর সাহেবের নিকট, ঐ আপীল উপস্থিত করা প্রয়োজন।

কমিশ্যনর সাহেব এই আইনমতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর বোর্ডের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিন্তু আজ্ঞার তারিখ অবধি ষাইট দিনের মধ্যে বোর্ডে ঐ আপীল উপস্থিত করা প্রয়োজন।

পরন্তু বোর্ডের সাহেবেরা আপনাদের বিবেচনামতে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞার উপর একেবারে আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

কোন মিউনিসিপালিটীর প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের লাইসেন্স দেওনের কার্য্য অর্পণের কথা।

৮৪ ধারা। এই আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করণের লাইসেন্স দেওনের ও না দেওনের ও ফিরিয়া লওনের কার্য্য ও ক্ষমতা অর্থাৎ অন্যের প্রতি অর্পণ করা না গেলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারক আইন অনুসারে যে ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করিতে পারিতেন (কলিকাতা নগরের মুনিসিপল সমাজের প্রতি কিম্বা অন্য কোন মুনিসিপালিটীর প্রতি সেই সকল কার্য্য ও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম ও বিধি নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ সমাজ কিম্বা ঐ মুনিসিপালিটী সেই সেই নিয়ম ও বিধিমতে আপন২ এলাকার সীমার মধ্যে সেই সেই ক্ষমতামতে সেই সেই কার্য্য করিতে পারিবেন। ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারার বিধানমতে যে যে কার্য্য ও ক্ষমতার্পণ করেন তাহা কোন সময়েই ফিরিয়া লইতে কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

কিন্তু উক্ত কার্য্য প্রতি উক্ত যে সমাজের কিম্বা মিউনিসিপাটীর সম্পর্ক থাকে, তাঁহাদের সম্মতি না হইলে ঐ২ কার্য্য ও ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না।

আরো সেই ক্ষমতাদি অর্পণ করা গেলে পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত সমাজের কি মিউনিসিপালিটীর সম্মতি বিনা উক্ত প্রকারের কোন নিয়ম ও বিধি নির্দ্ধার্য্য করিবেন না ইতি।

সেনানিবেশ বিষয়ক ও সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক আইন প্রবল রাখিবার কথা।

৮৫ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে সেনানিবেশ স্থানের কার্য্য নিষ্পন্নার্থ বিধান করিবার আইন নামক ১৮৬৪ সালের ২২ আইনের কিম্বা সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের কিম্বা ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ২ ও ৪ আইনের কোন বিধানের ব্যতিক্রম হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

তফসীল।

(৩ ধারা দেখ।)

প্রথম ভাগ।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনেরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৪৯ সা ১১ আ. ..	কলিকাতার আবকারী রাজস্ব রক্ষা করণার্থ আইন।	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৫৬ সা ২১ আ ...	বঙ্গদেশের আবকারী আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।	ঐ ঐ

দ্বিতীয় ভাগ।—বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়	যত দূর রহিত হইল।
১৮৭৩ সা. ৩ আ.	১৮৪৯ সালের ১১ আইন ও ১৮৫৬ সালের ২১ আইন সংশোধন করণার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭৪ সা. ১ আ. .	১৮৫৬ সালের ২১ আইন ও ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন সংশোধন করণার্থ আইন।	১৮৫৬ সালের ২১ আইনের সঙ্গে যত দূর সম্পর্ক থাকে।
১৮৭৬ সা ২ আ....	১৮৪৯ সালের ১১ আইন ও ১৮৫৬ সালের ২১ আইন ও ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন সংশোধন করণার্থ আইন।	১২ ধারা ভিন্ন আইনের যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্ন-লিখিত আইন ১৮৮৩ সালের ২২এ জানুয়ারি তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৩ সালের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রকাশিত হইল।

১৮৮৩ সালের ১ আইন।

বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন সংশোধনার্থ আইন।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

আইনের অর্থ করণের কথা।

১ ধারা। এই আইন ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইনের সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

নূতন অর্থকরণের কথা।

২ ধারা। বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইনের ৪ ধারায় নিম্নলিখিত অর্থকরণের কথা বসাইতে হইবে, যথা,

"লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী।"

"লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী" শব্দে এই আইনমতে লাইসেন্স-প্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী বুঝাইবে।

"তাড়ী।"

"তাড়ী" শব্দে তালজাতীয় কোন বৃক্ষের রস বুঝাইবে।

নূতন ১০ক ধারার কথা।

৩ ধারা। উক্ত আইনের ১০ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, যথা,—

লাইসেন্স না পাইলে ভাটি রাখা নিষিদ্ধ হইবার কথা।।

"১০ ক ধারা। কোন ব্যক্তি উগ্র শরাব প্রস্তুত করিবার ভাটির লাইসেন্স না পাইলে ঐরূপ কোন ভাটি রাখিবেন না।"

১৫ ধারার সংশোধন।

৪ ধারা। উক্ত আইনের ১৫ ধারার প্রথম তিন পদের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, যথা,—

থোকে ও খুজরা বিক্রয়ের কথা।

"আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিম্নলিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইলে, তাহা থোকে বিক্রেব এবং অন্য কোন পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা খুজরা বিক্রয় বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু বোর্ড সময়ে সময়ে বিধিক্রমে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া কোন অধিকতর পরিমাণ ধার্য্য করিতে পারিবেন।

"সমুদ্রপথে আমদানী করা উগ্র কি গাঁজলা শরাবের দুই ইম্পিরিয়ল গ্যালন বা কুয়ার্ট বোতল বলিয়া খ্যাত বার বোতল।

"তাড়ী ও পচুই ছাড়া অন্য উগ্র বা গাঁজলা শরাবের এক সের কিম্বা কুয়ার্ট বোতল বলিয়া খ্যাত এক বোতল।

"তাড়ীর কি পচুইর চারি সের।"

নূতন ১৭ ধারার কথা।

৫ ধারা। উক্ত আইনের ১৭ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, যথা,—

বেআইনীমতে নিকটে রাখিবার কথা।

"১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা না হইলে, কিম্বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাকে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য যোগাইবার ক্ষমতা নিয়মমতে প্রাপ্ত না হইলে, ১৫ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক, কিম্বা উক্ত কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া বোর্ড উক্ত ধারামতে যে পরিমাণ ধার্য্য করেন সেই পরিমাণের অধিক, ঐরূপ দ্রব্য নিকটে রাখিবেন না।"

নূতন ১৯ক ধারার কথা।

৬ ধারা। উক্ত আইনের ১৯ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, যথা,—

আইনের সীমার বাহিরে যেং আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা আমদানী ও বাণ্ড করিবার বিধির কথা।

"১৯ক ধারা। এই আইন যে দেশে বর্ত্তে তাহার সীমার বাহিরে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে যে যে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তৎসম্বন্ধে যে যে নিয়মের অধীনে ঐ২ দ্রব্য আমদানী করা যাইতে পারিবে সেই সেই নিয়ম নির্দ্দেশ করণার্থে এবং ঐ ২ দ্রব্যের উপর পূর্ব্বে মাসুল লওয়া না গেলে যে যে নিয়মের অধীনে তাহা উক্ত সীমার মধ্যে আমদানী ও বাণ্ড করা যাইতে পারিবে সেই সেই নিয়ম নির্দ্দেশ করণার্থে বোর্ড সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।"

২৬ ধারার সংশোধন।

৭ ধারা। উক্ত আইনের ২৬ ধারার "সেই লাইসেন্সের মর্ম্মানুযায়ী" এই কথার পূর্ব্বে "কালেক্টরের আদেশ পাইলে" এই কথা দিতে হইবে।

২৯ ধারার সংশোধন।

৮ ধারা। উক্ত আইনের ২৯ ধারার তৃতীয় পদে "নোটিস দিয়া" এই কথার পূর্ব্বে "লিখিয়া,, এই কথা দিতে হইবে

উক্ত ধারার ঐ পদে "কিম্বা" শব্দের পর ও "নোটিস" শব্দের পূর্ব্বে "ঐরূপ" এই শব্দটি দিতে হইবে।

৩০ ধারার সংশোধন।

৯ ধারা। উক্ত আইনের ৩০ ধারার "নোটিস" শব্দের পূর্ব্বে "লিখিয়া" এই শব্দটি দিতে হইবে।

৫৩ ধারার সংশোধন।

১০। ধারা। উক্ত আইনের ৫৩ ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, যথা,—

"যে যে নিয়মানুসারে খুজরা বিক্রেতাদিগকে তাড়ী যোগাইয়া দেওয়া যায় সেই সেই নিয়মের প্রতি, কিম্বা গুড় কি কোতরা গুড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে তাড়ী কিম্বা তাহাহইতে প্রস্তুত যে দ্রব্য যোগাইয়া দেওয়া বা ব্যবহার করা হয় তাহার বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১১ ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।"

৬০ ধারার সংশোধন।

১১ ধারা। উক্ত আইনের ৬০ ধারার নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে, যথা,—

"কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় যাহা কেবল নমুনাস্বরূপ ব্যবহার হইতে

পারে বলিয়া বোধ হয়, লাইসেন্সপ্রাপ্ত থোকে বিক্রেতারা এমত অল্প পরিমাণে যে বীর কি ওয়াইন কি উগ্র শরাব বিক্রয় করেন, তৎপ্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কোন কথা বর্ত্তিবে না।"

৬১ ধারার সংশোধন।

১২ ধারা। উক্ত আইনের ৬১ ধারার প্রথম পদে "যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল" এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, অর্থাৎ "কিম্বা ঐরূপ কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া বোর্ড উক্ত ধারা মতে যে পরিমাণ ধার্য্য করেন।"

উক্ত ধারার দ্বিতীয় পদে "ক্রয় করিলে" এই কথার পর "কিম্বা সাধারণ বাহক বা গুদামওয়ালাস্বরূপ তাহা নিকটে রাখিলে" এই কথা দিতে হইবে।

আইনের আরম্ভ।

১৩ ধারা। এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

জে সি, মাকগেগ্রর।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৫ সালের আগষ্ট মাসের ২৫ তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেবের এই আইন অনুমোদন করাতে এবং ১৮৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবও অনুমোদন করাতে এই আইন সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৭৫ সালের ৫ আইন।

হেতুবাদ।

ভূমি জরীপ করিবার ও সীমার চিহ্ন দিবার বিধান করণার্থ আইন।

ভূমি নিরূপণ করিবার ও চিনিয়া লইতে পারিবার জন্যে, ও ভূসম্পত্তি উত্তমরূপে রক্ষা করিবার জন্যে, ও অপর ব্যক্তির অতিক্রম করণ ও বিবাদ নিবারণার্থে, ভূমির জরীপ করিবার ও সীমা নির্ণয়ের চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিবার বিধান করা বিহিত, এই২ কারণে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

আইন যে অবধি প্রবল হইবে তাহার কথা।

প্রথম অধ্যায়।

পরিভাষা।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশের জরীপ করণবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে, ও শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে তারিখে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

ও যৎকালে যে দেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন থাকে তৎকালে সেই দেশে প্রচলিত হইবে ইতি।

অর্থ করণের ধারা।

২ ধারা। বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিপরীত অর্থ বোধ না হইলে, এই আইনে,

কালেক্টর।

কালেক্টর শব্দে জিলার প্রত্যেক কালেক্টর সাহেবকে জানিতে হইবে, এবং এই আইনের কার্য্যপক্ষে সাধারণ কি বিশেষমতে অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রদান করা যায় ঐ শব্দে তিনিও গণ্য।

ডেপুটী কালেক্টর।

এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা জরীপী কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য তিনি যে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি ঐং কর্ম্ম অর্পণ করেন, "ডেপুটী কালেক্টর" শব্দে তিনিও গণ্য।

"মহাল" শব্দের মধ্যে এইং প্রকারের ভূমি জানীতে হইবে।

মহাল।

স্বতন্ত্ররূপে রাজস্ব ধার্য্য হইল বলিয়া যে ভূমি তৌজীতে লেখা যায়, তাহা।

ভাবি কোন সময়ে রাজস্বের দাবী, হইতে পারিবে বলিয়া যে ভূমি গবর্ণমেণ্ট হইতে একি পাট্টাক্রমে পাওযা যায় তাহা।

যে নদী দিয়া নৌকাদির যাতায়াত হইতে পারে সেই নদীতে কিম্বা সমুদ্রে যে চড়া কি দ্বীপ পড়ে। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট তাহা লইয়া ইচ্ছা মত কার্য্য করিতে পারিলে সেই চড়া কি দ্বীপ।

চিরকালের নিমিত্ত ভূমির রাজস্বের দায়হইতে মুক্ত যে ভূমি কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টরী বহিতে স্বতন্ত্র যোত বলিয়া লেখা থাকে তাহা।

এই ধারায় মহাল শব্দ বলিয়া যে প্রকারের ভূমি নির্ণয় হইল, সেই মহালে নদীর কি সমুদ্রের শিকস্তি কি পয়বস্তী দ্বারা যে ভূমি পাওয়া যায়, প্রচলিত আইন অনুসারে ঐ ভূমি যে তালুকে সংযুক্ত থাকে তাহারই বৃদ্ধিস্বরূপ জ্ঞান হইলে, সেই ভূমি ঐ মহালের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

মৌজা।

"মৌজা" শব্দের মধ্যে গ্রাম, পল্লী, টোলা প্রভৃতি মহালের কি পরগণার কি গ্রামের যেং খণ্ড যে নামে জানা গিয়া থাকে সেইং খণ্ডও গণ্য।

দখিলকার।

"দখিলকার" শব্দের মধ্যে জমীদার, তালুকদার, ইজারাদার ও অন্য যে ব্যক্তি ভূমির খাজানা পাইবার স্বত্ববান তিনি কিম্বা তদ্রূপ স্বত্ববান আছেন এই দাওয়ামতে যে ব্যক্তি জমি ভোগ করেন তিনি, ও যে প্রজার দখলে জমী থাকে সেই প্রজাও গণ্য।

ধারা।

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

জরীপ।

"জরীপ" শব্দের মধ্যে জরীপীকার্য্যের পূর্ব্বে ও তৎসংযোগে সীমা নির্ণয় করণ প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করা যায় তাহাও গণ্য।

তালুক।

পূর্ব্ব নির্ণীত মহালছাড়া ও যে প্রজাদের কেবল দখলী স্বত্ব থাকে তাহাদের সম্পর্ক ছাড়া, "তালুক" শব্দের মধ্যে ভূমিগত সকল চিরকালীন সম্পর্কও গণ্য। এই শব্দে সকল ঘাটওবালী জোত ও গণ্য।

তালুকদার

"তালুকদার" শব্দে যাহাদের তালুক থাকে তাঁহাদের সকলকে কি তন্মধ্যে কোন ব্যক্তিকে জানিতে হইবে।

জমীদার।

"জমিদার" শব্দে যাহাদের মহাল থাকে তাঁহাদের সকলকে কি তন্মধ্যে কোন ব্যক্তিকে জানিতে হইবে ইতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জরিপ করণ বিষয়ক বিধি।

জরীপ করিবার আজ্ঞা করিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যৎকালে বিহিত বোধ করেন, তৎকালে কোন জিলার, কিম্বা জিলার কোন অংশের, কিম্বা দেশের কোন বিশেষ খণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত ভূমির জরীপ করিবার, ও তদ্রূপে যে সকল ভূমি জরীপ করিতে হইবে সেই ভূমিগত মহালের কি তালুকের কি মৌজার কি ক্ষেত্রের সীমার চিহ্ন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পরন্তু গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কোন জিলার জরীপীকার্য্য সমাপ্ত হইয়া অনুমোদিত হইলে পর দশ বৎসর গত না হইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৪৭ সালের ৯ আইনের (অর্থাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে সমুদ্র অথবা নদী শিকস্ত অথবা পৈবস্তের দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব নিদ্ধার্য্য করণের বিষয়ি আইনের) নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপক্ষে, সেই জিলার অন্তর্গত নদীর কি সমুদ্রতীরস্থ ভূমির নূতন জরীপ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন না ইতি।

জরিপী কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৪ ধারা ইহার পূর্ব্ব ধারামতে জরীপী কার্য্য হইবার আজ্ঞা হইলে, সেই কার্য্যের ও এই আইনমত অন্য সকল কি কোন কার্য্যের উপলক্ষে,

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব জরীপী কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিযুক্ত করিনে পারিবেন। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যেং ক্ষমতা থাকে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সকল কি তন্মধ্যে কোনং ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

আরো তিনি এক কি কএক জন আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কালেক্টর সাহেব কিম্বা জরীপী কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ আসিষ্ট্যাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদের কি ডেপুটী কালেক্টরদের প্রতি যেং বিষয় অর্পণ করেন, সেইং বিষযে এই আইনমতে কালেক্টর সাহেব যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, তাহারাও সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, অন্য স্থলে নয, পরন্তু দেশের কোন খণ্ডে জরীপী কার্য্যের, সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত থাকিলেও, রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা দেশের সেই খণ্ডে কালেক্টর সাহেবকে এই আইনমত কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

জমীতে যাইবার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিতে হইবার কথা।

৫ ধারা। কালেক্টর সাহেব কোন ভূমিখণ্ড জরীপ করিবার জন্যে সেই ভূমিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে ভূমি জরীপ করা যাইবে তাহার ও তন্নিকট সকল ভূমিখণ্ডের দখীলকারদের নামে, ও সেই ভূমিতে যাঁহারা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে. কিম্বা ঐ ভূমির অধ্যক্ষতা কার্য্যে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে কিম্বা ভূমিতে যাহাদের অন্য প্রকারের স্বার্থ থাকে, তাঁহাদের নামে এই মর্ম্মের ঘোষণাপত্র প্রচার করাইবেন যে, ঐ ভূমির সীমার চিহ্ন দেওযার ও তাহা জরীপ করিবার কার্য্য যত দিন চলে, তত দিন তাঁহারা সীমা দেখাইয়া দিবার জন্যে, এবং সীমার যে চিহ্ন দিবার আজ্ঞা হয তাহা স্থাপন করিবাব কি সারাইয়া দিবার জন্যে যদ্রূপ সাহায্য করা আবশ্যক তাহা করিবার নিমিত্ত এবং এই আইনের কার্য্যপক্ষে যদ্রূপ সাহায্য করা ও যদ্রূপ সন্ধান জানান আবশ্যক, তাহা করিবার ও জানাইবার জন্যে ঐ ঘোষণাপত্রের লিখিত নানা সময়ে ও স্থানে নিজে কিম্বা মোক্তারের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে, কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে কালেক্টর সাহেব অন্য যে কার্য্যকারককে ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার সম্মুখে, উপস্থিত থাকেন।

উক্ত ঘোষণাপত্রের নকল এইং স্থানে লাগাইয়া ঐ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে,—

যেভূমি জরীপ করিতে হইবে তাহার কোন অংশ যেং জিলার মধ্যে থাকে

বলিয়া জানা আছে সেইং জিলার জজ সাহেবের আদালতে ও কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে।

যে ভূমি জরীপ করিতে হইবে তাহার কোন অংশ যে মহকুমার ও পোলীস থানার ও মুনসেফের ও সব-রেজিষ্টারের এলাকায় থাকে বলিয়া জানা আছে সেই মহকুমার কাছারীতে ও সেই থানায় ও সেইমুনসেফের আদালতে ও সব-রেজিষ্ট্রারের কাছারীতে,

প্রত্যেক মহালের এক কি কএক মাল কাছারীতে, ও অন্য যেবা যে যে স্থানে কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করেন সেই বা সেইং স্থানে ইতি।

কোন ভূমিখণ্ডে কালেক্টর সাহেবের যাইবার ক্ষমতার কথা।

৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা পত্র প্রচার করা গেলে পর, কালেক্টর সাহেব ও তাঁহার আজ্ঞাধীনে কর্ম্মকারী ব্যক্তিরা সেই ভূমিখণ্ডে প্রবেশ করিয়া তাহার জরীপ করিবার ও সীমার চিহ্ন দিবার আবশ্যক সকল কর্ম্ম করিতে ও সকল অনুসন্ধান লইতে পারিবেন ইতি।

কালেক্টর সাহেবের বিশেষ নোটিস জারী করিতে পারিবার কথা।

৭ ধারা। আরো কালেক্টর সাহেব বিশেষ নোটিস দিয়া উক্ত কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যের নিমিত্ত, ঐ নোটিস পাইবার পর পনরো দিনের অন্যূন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন স্থানে আপনার সম্মুখে, কিম্বা তিনি এতৎ কার্য্য পক্ষে অন্য যে ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করেন তাহার সম্মুখে, উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। ও যেং ব্যক্তিকে তদ্রূপ বিশেষ নোটিস দেওয়া যায় তাঁহারা আইনমতে সেই নোটিসের আজ্ঞানুসারে উপস্থিত হইতে ও ৫ ধারার উল্লিখিত কোন কার্য্য করিতে, ও যে সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা যত দূর পারেন ততদূর জানাইতে আবদ্ধ হইবেন ইতি।

যে সরঞ্জাম কি মজুরী দেওয়া যায় তাহার মূল্য কালেক্টর সাহেবের দিতে হইবার কথা

৮ ধারা। ৫ ধারার উল্লিখিত কোন কার্য্যের নিমিত্ত কোন সরঞ্জাম কিম্বা মজুর যোগাইয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি ঐ সরঞ্জাম কি মজুর যোগাইয়া দিলেন, কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক ঐ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করিলেন তিনি তাঁহাকে অগৌণেই ঐ সরঞ্জামের মূল্য ও মজুরী দেওয়াইবেন ইতি।

সীমার রেখা পরিষ্কার করিতে দখিলকারদিগকে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা দিবার কথা।

৯ ধারা। জরীপ করিবার নিমিত্তে কোন সীমা কি অন্য রেখা পরিষ্কার করিয়া ফেলা আবশ্যক হইলে, কালেক্টর সাহেব কিম্বা এতৎকার্য্য পক্ষে কালেক্টর সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য জরীপী কার্য্যকারক, ভূমির কোন দখিলকারের নামে বিশেষ নোটিস দিয়া, তাঁহাকে কোন গাছ কি জঙ্গল কি বেড়া কি ক্ষেত্রের

ফসল কাটিয়া স্থানান্তর করিয়া ঐ সীমা কি রেখা পরিষ্কার করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

হানিপুরণের কথা।

১০ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে কোন রেখা পরিষ্কার করিবার আজ্ঞা প্রচার হওয়াতে যদি হানিপূরণ পাইবার কোন দাওয়া হইয়া থাকে, তবে যে যে গাছ কি জঙ্গল কি বেড়া কি ক্ষেত্রের ফসল কাটিয়া স্থানান্তর করা গেল, তাহা কি কি প্রকারের, ও তাহার অনুমান কত মূল্য হইবে কালেক্টর সাহেব ইহা নিশ্চিতমত জানিয়া লইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া স্বামীদের উপযুক্ত হানিপূরণ এবং সেই আজ্ঞাতে কার্য্য করণার্থে যত টাকা খরচ হইল তাহাও দিতে প্রস্তাব করিবেন ইতি।

ম্যাপে কি কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্তে আমীনের কিজরীপী কার্য্যকারকের আহ্বান করিবার কথা।

১১ ধারা। কোন গ্রামের কিম্বা উপযুক্ত অন্যভূমি খণ্ডের চিহ্ন দেওয়ার কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর: আমীন কিম্বা জরীপী অন্য কার্য্যকারক ঐ ভূমি সম্পর্কীয় ম্যাপ ও কাগজপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবার পূর্ব্বে একখান সাধারণ নোটিস প্রচার করিয়া, যে যে ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন ঐ নোটিসে তাঁহাদের নাম লিখাইয়া, ঐগ্রামের কি ভূমিখণ্ডের কোন উপযুক্ত স্থানে লাগাইয়া ঐ গ্রামে কি ভূমি খণ্ডে যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাহাদের পক্ষ হইয়া যাঁহারা ঐ ঐ গ্রামের কি ভূমি খণ্ডের কোন সীমা দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঐ ম্যাপ ওখসরা বহী ওঅন্য যে২ কাগজপত্রে উক্ত কোন ব্যক্তির দর্শান কোন সীমা লেখা থাকে সেই কাগজপত্র দেখিয়া লইবার জন্যে; ও তাঁহারা যে২ সীমা দেখাইয়া দিয়াছিলেন তদনুসারে ঐ সীমা লেখাগিয়াছে ঐ ম্যাপে ও কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ইহার প্রমাণ করিবার জন্যে ঐ নোটিস প্রকাশ হইবার পর তিন দিনের মধ্যে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপে যত ব্যক্তিকে আহ্বান করা যায় তাঁহারা আইনমতে ঐ আমীনের কি জরীপী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আদেশানুসারে ঐ কাজপত্র দেখিয়া লইতে আবদ্ধ থাকিবেন।

আপত্তি জানাইবার কথা।

যাঁহাকে উক্ত প্রকারে আহ্বান করা গেল এমত কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ম্যাপে ও কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিতে আপত্তি করিলে, তাঁহার প্রতি সেই আপত্তি লিখিয়া জানাইতে আদেশ হইবে, এবং গ্রামের কি ভূমি খণ্ডের চিহ্ন দেওয়ার কাগজপত্রের সঙ্গে তাঁহার ঐ লিপিখানি সংযোগ করিয়া দিয়া ম্যাপের ও কাগজপত্রের সঙ্গে কালেক্টরসাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

স্বাক্ষর করার ফলের কথা।

কোন ব্যক্তি এই ধারামতে কোন ম্যাপে কি কাগজ পত্রে স্বাক্ষর করিলে, তিনি যেং সীমা দেখাইয়া দিয়া ছিলেন ঐ ম্যাপে কি কাগজ পত্রে ঐ সীমা কিম্বা তন্মধ্যে কোন কোন সীমা আপনার দেখাইয়া দেওনমতে লেখা গিয়াছে, তাঁহার ঐ স্বাক্ষরটি ইহার প্রমাণ স্বরূপ হইবে। তিনি সেই স্বাক্ষর করিলেও, উক্ত বিষয়ে অন্য যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তিনি ইহার পশ্চাৎ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখ অন্য কোন হেতু ধরিয়া ঐ সীমার বিষয় আপত্তি করিতে পারিবেন, তাঁহার এই স্বত্বের কোন হানি হইবেনা ইতি।

ম্যাপ পাইলেই কালেক্টর সাহেবের কাছারিঘরে জ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া দিবার কথা।

১২ ধারা। যে যে সীমার চিহ্ন দেওয়া গেল তাহা দেখাইবার ম্যাপ কি কাগজপত্র কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে পাওয়া গেলে তিনি আপন কাছারীতে ও অন্য যেং স্থানে, উচিত বোধ করেন সেইং স্থানে, জ্ঞাপন-পত্র লাগাইয়া দিয়া সম্পর্কযুক্ত সকল ব্যক্তিকে জানাইবেন যে, অমুকং গ্রামের কি ভূমিখণ্ডের অন্তর্গত সীমাবিষয়ক সকল ম্যাপ ও কাগজ পত্র তাঁহাদের দেখিবার জন্যে খোলা আছে ও যাঁহাদের কোন আপত্তি থাকে তাঁহারা ঐ জ্ঞাপন পত্র লাগাইয়া দিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ঐ আপত্তি উপস্থিত করিবেন। ও সেই মিয়াদ গত হইলে কালেক্টর সাহেব জরীপী কার্য্যের উপলক্ষে ঐ লিখিত সীমাসকল চূড়ান্ত রূপে স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

কালেক্টর সাহেব যে স্থলে বিশেষ নোটিস জারী করিবেন তাহার কথা।

জরীপী কার্য্যকারক ইহার পূর্ব্ব ধারা মতে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে ঐ ম্যাপে ও কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিতে কহিলেও তৎকালেই তাঁহাদের স্বাক্ষর না করা প্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন কারণে, উক্ত কাগজপত্রে যে সীমা লেখা থাকে কিম্বা যে সীমার চিহ্ন দেওয়া গেল কোন জমীদারের কিম্বা স্বার্থযুক্ত অন্য ব্যক্তির সেই সীমা বিষয়ে আপত্তি করিবার সম্ভাবনা, কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ করিবার কারণ থাকিলে, ঐ জমিদারের কি অন্য ব্যক্তির যে সীমাতে স্বার্থ থাকে এই আইনমতে সেই সীমা-সম্পর্কীয় যে ম্যাপ কি অন্য কাগজ পত্র প্রস্তুত করা গেল, তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিবার জন্যে, কিম্বা সেই ম্যাপ কি কাগজপত্র অশুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি করিতে চাহেন সেই আপত্তির মর্ম্ম লিখিয়া জানাইবার জন্যে কালেক্টর সাহেব বিশেষ নোটিস জারী করিয়া, সেই জমীদারকে কি অন্য ব্যক্তিকে ঐ নোটিস জারী হইবার পর এক মাসের অন্যূন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার সম্মুখে

কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে তিনি যে ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার সম্মুখে নিজে কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদ্রূপে আহ্বান করা গেলেও সেই ব্যক্তি ঐ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে না আইলে ও সেই ম্যাপে কি কাগজপত্রে স্বাক্ষর না করিলে, কিম্বা আপনার আপত্তি লিখিয়া না জানাইলে কালেক্টর সাহেবের জরীপী কার্য্য এবং এই আইনের কার্য্যপক্ষে ঐ ম্যাপের ও কাগজপত্রের চিহ্নিত সীমা চূড়ান্তরূপে স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

মোক্তার নকল করিবার খরচ আমানত করিলে ঐ নকল করিতে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা করিবার কথা।

কিন্তু যদি উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত ঐ মোক্তার ঐ মিয়াদের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ ম্যাপের কি কাগপত্রের নকল করিবার আবশ্যক খরচ গচ্ছিত করিয়া থাকেন, তবে কালেক্টর সাহেব সেই নকল করিয়া দিতে আজ্ঞা করিবেন। নকল করা গেলেই আপনার কাছারীতে সেই মর্ম্মের নোটিস লাগাইয়া দিবেন; ও ঐ নোটিস লাগাইয়া দিবার তারিখ অবধি ঐ নোটিসে পনেরো দিনের অন্যূন যত দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে উক্ত মোক্তার এই ধারামতে স্বাক্ষর করিবার কিম্বা আপত্তিপত্র লিখিয়া দিবার নিমিত্ত তত দিন অবকাশ পাইবেন।

আপত্তি লিখিয়া দেওয়া গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

এই ধারামতে আপত্তিপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর, কালেক্টর সাহেব আর যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইয়া, ঐ আপত্তির বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন। ও তাঁহার বিবেচনায় সেই আপত্তি সমূলক না হইলে, ঐ অধিক অনুসন্ধান লওয়ার সকল খরচও সেই অনুসন্ধান লওয়া প্রযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির যে সকল খরচ লাগে তাহাও ঐ আপত্তিকারকের স্থানে আদায় করিতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

তৎপরে কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে তাঁহার প্রতি আর অনুসন্ধান লইবার খরচ গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা হইবার কথা।

১৩ ধারা। কোন ব্যক্তি জ্ঞাপনপত্রের, কিম্বা ইহার পূর্ব্ব ধারায় যে বিশেষ নোটিসের কথা লেখা আছে সেই নোটিসের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে, ম্যাপে ও কাগজ পত্রে স্বাক্ষর না করিলেও কিম্বা আপত্তি লিখিয়া না জানাইলেও যে ম্যাপের কি কাগজপত্রের বিষয়ে ঐ জ্ঞাপন-পত্র কি নোটিস জারী হইয়াছিল, কালেক্টর সাহেবের জরীপী কার্য্যের উপলক্ষে সীমা চূড়ান্তরূপে স্থির করিবার পূর্ব্ব কোন সময়ে, যদি ঐ ব্যক্তি তাহার শুদ্ধতার বিষয়ে কোন আপত্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন, তবে সেই আপত্তির উপলক্ষে আর যে অনুসন্ধান লওয়ার আবশ্যক

হইতে পারে কালেক্টর সাহেব তাহাকে সেই অনুসন্ধান লওয়ার আনুমানিক খরচ গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা করিবেন। ও কালেক্টর সাহেব যেসময় নিরূপণ করেন, ঐ ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে ঐ খরচ গচ্ছিত না করিলে, তিনি এই আইনের সকল কার্য্যপক্ষে ঐ ম্যাপ ও নক্সা শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এমত জ্ঞান হইবে। যদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক তাঁহার খরচ গচ্ছিত করা গেলে, কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তিকারকের খরচে ঐ অধিক অনুসন্ধান লইবেন, আর কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তি সমূলক জ্ঞান না করিলে, ঐ অনুসন্ধান-কার্য্যের নিমিত্ত গচ্ছিত টাকার অধিক যাহা খরচ করিয়া থাকেন, এবং ঐ অনুসন্ধান লওয়া হেতুক অন্য কোন ব্যক্তির আবশ্যক খরচ হইয়া থাকিলে, তিনি আপত্তিকারকের স্থানে সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার যে আজ্ঞা করা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন।

পরন্তু কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে উক্ত প্রকারে আপত্তি করিলেও, পশ্চাৎ ঐ আপত্তির উপলক্ষে আর কোন প্রকারের অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে খরচ গচ্ছিত করিবার আজ্ঞা হয়, তাহা তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

সীমার চিহ্ন বিষয়ক বিধি।

সীমার যে চিহ্ন কিয়ৎকালের উপযুক্ত হয় কালেক্টর সাহেবের তাহার আজ্ঞা করিবার কথা।

১৪ ধারা। এই আইন মতে যে ভূমি জরীপ করিতে হইবে কালেক্টর সাহেব তাহার সীমার কিয়ৎকালের উপযুক্ত চিহ্ন দেওয়াইতে পারিবেন, ও যে দ্রব্য লইয়া সেই চিহ্ন হইবে, ও যত গুলি চিহ্ন যেং প্রকারে দেওয়া যাইবে তাহারও আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এবং জরীপী কার্য্য যত দিন সমাপ্ত না হয়, ও সীমা-বিষয়ক কোন বিবাদ হইলে সেই বিবাদের যত দিন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়,

কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কিয়ৎকালীন চিহ্নের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিধান মতে যত দিন সীমার চিরকালীন চিহ্ন স্থাপন করা না যায়,

ভূমির কোন ভূস্বামিকারকে ঐ চিহ্ন কিম্বা সীমার কোন চিহ্ন তত দিন রাখিতে ও সারাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

সীমার চিরকালীন চিহ্ন কালেক্টর সাহেবের দিবার ক্ষমতার কথা।

১৫ ধারা। এই আইন মতে যে ভূমি জরীপ করিতে হইবে, কিম্বা যাহা জরীপ করা গেল কালেক্টর সাহেব কোন সময়ে সেই ভূমির সীমার চিরকালীন চিহ্ন স্থাপন করাইয়া দিতে পারিবেন। যে মহালের কি তালুকের কি মৌজার

কি ক্ষেত্রের ঐ চিহ্ন দিতে হইবে, তাহার সীমা নিরূপণের নিমিত্ত তিনি যে দ্রব্যের যত গুলি চিহ্ন যে প্রকারে দিলে প্রচুর বলিয়া নির্ণয় করেন, সেই দ্রব্যের সেই প্রকারের ততই চিহ্ন দেওয়া যাইবে।

যেং প্রকারের চিহ্ন দিতে হইবে ও তাহার অনুমান যত খরচ লাগিবে কালেক্টর সাহেবের কাছারী ঘরে ইহার কথা লাগাইয়া দিবার কথা।

কিন্তু সীমার চিরস্থায়ী চিহ্ন স্থাপন করিবার পূর্ব্বে, যত গুলি ও যেং প্রকারের চিহ্ন স্থাপন করিবেন ও তাহার অনুমান যত খরচ লাগিবে তিনি সাত দিন থাকিতে স্বার্থযুক্ত সকল ব্যক্তির জানিবার জন্যে আপনার কাছারী ঘরে ও এই বিষয়ে যেং মহালের স্বার্থ থাকে, সেইং মহালের মাল কাছারীতে কিম্বা সঙ্গত অন্য কোন স্থানে সেই কথার এক নির্দ্দেশ পত্র লাগাইয়া দিবেন ইতি।

অংশাংশমতে খরচা নিরূপণ করিবার কথা।

১৬ ধারা। এই আইনমতে সীমার কিংকালীন কি চিরকালীন চিহ্ন স্থাপন করিতে কালেক্টর সাহেবের যত খরচ লাগে নিম্নলিখিত বিধানমতে সেইং মহালের জমিদারদের ও তালুকদারদের স্থানে ঐ খরচ অংশাংশ করিয়া নিরূপণ করণপূর্ব্বক লওয়া যাইবে।

কিন্তু কোন তালুকদারের তালুকের কোন অংশ সেই সীমার চিহ্ন হইতে পনের শত ফুটের মধ্যে না থাকিলে, তিনি মহালের উপর সেই চিহ্ন স্থাপন করিবার খরচের কোন অংশের দায়ী হইবেন না ইতি।

তালুকের মধ্যে নিষ্কর ভূমিও ধরিবার কথা।

১৭ ধারা। কালেক্টর সাহেবের নিকট জেলার নিষ্কর তালুকের যে রেজিষ্টর থাকে, তাহার মধ্যে নিষ্কর যে ভূমি লেখা নাই, তাহা যে তালুকের সীমার মধ্যে ধরা যায়, এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই তালুকের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে। কোন তালুকের সীমার মধ্যে ধরা না গেলে, যে মহালের সীমার মধ্যে ধরা যায় সেই মহালের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে। ও কোন একই মহালের সীমার মধ্যে ধরা না গেলে, ঐ ভূমির লাগাও কোন মহাল যে কালেক্টর সাহেবের জেলার মধ্যে থাকে তিনি আপনার মোহর করা আজ্ঞাপত্রক্রমে যে মহালের মধ্যে ঐ ভূমিখণ্ড ধরিতে আজ্ঞা করেন, তাহা সেই মহালের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু নিষ্কর যে যোতের বার্ষিক মূল্য ৫, টাকার কম, সেই যোত এই আইন মতে সীমার চিহ্ন স্থাপন করিবার অংশের দায়ী হইবে না ইতি।

প্রজা সীমার চিহ্ন সারাইয়া না রাখিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৮ ধারা। কোন দখিলকারের প্রতি ১৪ ধারামতে আজ্ঞা করা গেলেও যদি

সীমার কিয়ৎকালীন চিহ্ন রক্ষা করিতে কি সারাইয়া রাখিতে ত্রুটী করেন, তবে কালেক্টর সাহেব সেই সীমার চিহ্ন রক্ষা করিতে কি সারাইয়া রাখিতে কিম্বা নূতন করিয়া দিতে পারিবেন, ও তাহাতে যে খরচ লাগে যে ব্যক্তি ঐ সীমার চিহ্ন রক্ষা করিতে কি সারাইয়া রাখিতে ত্রুটী করিলেন, ৫৭ ধারা মতে তাঁহারই স্থানে ঐ খরচ আদায় করা যাইবে ইতি।

সীমার চিহ্ন জমীদারের রক্ষা করিতে ও হানি হইলে কালেক্টর সাহেবকে নোটিস দিতে হইবার কথা।

১৯ ধারা। ২৯ ধারার বিধান মতে কোন জমীদারের কি তালুকদারের কি ভূমির ইজারাদারের মহালে কি তালুকে কি ইজারায, কিম্বা আপনার ও অন্য কোন মহালের কি তালুকের কি ইজারার মধ্যভাগে যে সীমা একেবারে তাঁহার প্রতি কিম্বা অন্য ব্যক্তিদের সহযোগে তাঁহার প্রতি নিরূপণ করা যায সেই সীমার চিরকালীন যে চিহ্ন আইনমতে স্থাপন করা যায তিনি আইন অনুসারে আপনার সাধ্যমতে তাহা রক্ষা করিতে বদ্ধ আছেন, ও তদ্রূপ কোন চিহ্নের হানি হইলে কি তাহা নষ্ট করা কি উঠাইয়া দেওয়া গেলে কিম্বা তাহার সারাইবার প্রয়োজন থাকিলে তিনি অগৌণে কালেক্টর সাহেবকে নোটীস দিবেন ইতি।

সীমার চিহ্নের হানি হইলে কালেক্টর সাহেবের তাহা নুতন স্থাপিত করিতে ও জমীদার প্রভৃতি স্থানে খরচা আদায় করিতে পারিবার কথা।

২০ ধারা। এই আইনমতে সীমার যে চিরস্থায়ী চিহ্ন স্থাপন করা গেল, তাহার হানি হইযাছে, কিম্বা তাহা নষ্ট করা কি উঠাইয়া দেওযা গেল, কিম্বা তাহার সারাইবার প্রয়োজন হইল, এই কথা কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা গেলে, তিনি সেই সীমার চিহ্ন পুনঃস্থাপন করিতে কি নূতন করিয়া দিতে কি সারাইয়া দিতে পারিবেন। ও সীমার সেই চিহ্ন ২৯ ধারার বিধানমতে যে জমীদারদের ও তালুকদারদের প্রতি নিরূপণ করা গেল, তাঁহাদের মধ্যে যে হিসাবমতে যত খরচ ধরা উচিত বোধ করেন অংশাংশ করিয়া তাঁহাদের স্থানে ঐ সীমার চিহ্ন পুনঃস্থাপন করিবার কি নূতন করিয়া কি সারাইয়া দিবার ঐ খরচ লইতে পারিবেন। ও সেই খরচ ৫৭ ধারার বিধানমতে আদায় হইতে পারিবে ইতি।

ভূমির দখিলকারের অনুমতি লইয়া তাঁহারই দ্বারা কালেক্টর সাহেবের সীমার চিহ্ন স্থাপন করাইবার কথা।

২১ ধারা। কালেক্টর সাহেব ভূমির দখীলকারের সম্মতি লইয়া আপনার আদেশমতে তাঁহারই দ্বারা কিয়ৎকালীন কি চিরস্থায়ী চিহ্ন স্থাপন করাইতে কি সারাইয়া রাখিতে কি মেরামত করাইতে পারিবেন, এই আইনের কোন কথার দ্বারা ইহার নিষেধ হইল না।

করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। একং মহালের সীমার চিহ্ন স্থাপন করিবার খরচের যে অংশ ধরা যাইবে তাহা নির্দ্ধার্য্য করণ সময় ২৫ ধারা মতে নোটিস জারী করিবার খরচও সেই অংশাংশ অনুসারে ঐং মহালের পক্ষে ভাগ করিয়া ধরা যাইবে। এতদ্রূপে অংশাংশমতে একং মহালের দেনা বলিয়া শেষে যত টাকা নির্দ্ধারিত হয় ও পূর্ব্বোক্ত নোটিস জারী করিবার যত টাকা হারাহারি মতে ধরা যায়, কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐং মহালের জমিদারদের তত টাকা দেনা হইবে ইতি।

অংশাংশ গৌণে নির্দ্ধারিত করিবার কথা।

২৭ ধারা। যে মহাল খরচের একাংশের দায়ী করা উচিত এমত কোন মহালের জমীদারকে ২৫ ধারামতে নোটীস দেওয়া যায় নাই কালেক্টর সাহেব ইহা জানিতে পাইলে ও ইহার পূর্ব্ব ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিতে, তিনি সেই কারণে কিম্বা উপযুক্ত অন্য কারণে অংশাংশ নির্দ্ধারিত করিবার অন্যদিন নিরূপণ করিতে পারিবেন।

জমীদার উপস্থিত না হইলে আপত্তি ত্যাগ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবার কথা।

২৮ ধারা। ২৫ ধারামতে জমীদারকে যে নোটিস দেওয়া যায় তিনি ঐ নোটিসের নির্দ্ধারিত তারিখে উপস্থিত না হইলে তাঁহার মহালের পক্ষে ঐ খরচের যে অংশ নিরূপণ হইয়াছে সেই অংশ দিবার বিষয়ে তিনি সকল আপত্তি ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবেও তাহার পর কোন দিনে আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবেনা। ও ২৫ ধারামতে কোন জমীদারের প্রতি তালুকের নির্ঘণ্টপত্র দিবার আদেশ থাকিলেও তিনি সেই তারিখে কি তৎপূর্ব্বে ঐ নির্ঘণ্টপত্র না দিলে ২৬ ধারামতে তাঁহার মহালের পক্ষে দেনা বলিয়া যত টাকা ধরাগেল তিনি তালুকদারদের স্থানে সেই টাকার কোন অংশ ফিরিয়া পাইবার দাওয়া ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

শেষে যত টাকা অংশাংশমতে নির্দ্ধারিত হয় তাহার নোটিস কালেক্টর সাহেবের প্রচার করিতে হইবার কথা।

২৯ ধারা। পূর্ব্ব বিধানানুসারে যেং মহালের সম্পর্ক থাকে, ২৬ ধারামতে সেইং মহালের খরচ শেষে নির্দ্ধারিত হইলে পর, কালেক্টর সাহেব ঐ প্রত্যেক মহালের উপলক্ষে এক এক খানি নোটিস প্রচার করিয়া, ঐ মহালের পক্ষে যত খরচ নির্দ্ধারিত হইল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়া, জমিদারের প্রতি ঐ নোটিস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে ঐ নোটিস দিবার খরচ সুদ্ধ সেই টাকা কালেক্টর সাহেবকে দিতে আদেশ করিবেন। সেই সময়ের মধ্যে ঐ টাকা কালেক্টর সাহেবকে না দেওয়া গেলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব সময়েং বৎসর শতকরা ৬৲ টাকার অনধিক যে সুদ ধরেন ৫৭ ধারার বিধানমতে ঐ সুদ সুদ্ধ ঐ টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে।

সীমায় যে চিহ্ন জমীদারদের রক্ষা করিতে হইবে নোটিসে তাহা নিরূপণ করিবার কথা।

১৯ ধারার বিধানমতে জমিদার কিম্বা তালুকদারের সঙ্গে২ জমিদার আইনমতে সীমার যে২ চিহ্ন রাখিতে বদ্ধ হন, ও ২০ ধারামতে যাহার পুনঃ স্থাপনের ও সারাইযা রাখিবার ও মেরামত করিবার জন্যে তাঁহাদিগকে দায়ী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে এই ধারামতে যে নোটিস দেওয়া যায় সেই নোটিসে ঐ জমিদারের কিম্বা জমিদার সহিত ঐ তালুকদারদের পক্ষে সেই২ চিহ্ন নিরূপণ করিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

জমীদারদের ও তালুকদারদের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের অংশাংশ নিরূপণ করিবার কথা।

৩০ ধারা। ২৫ ধারায় তালুকাদির যে নির্ঘণ্টপত্রের কথা আছে, কোন মহালের জমিদার তাহা দিয়া পুর্ব্বোক্তমতে তাঁহার মহালের যত টাকা দেনা বলিয়া নির্ণয় হইয়াছে, কালেক্টর সাহেবের নিকট আপন মহালের ও সেই২ তালুকের মধ্যে ঐ টাকা অংশাংশমতে নিরূপণ করিয়া দিতে প্রার্থনা করিলে, কালেক্টর সাহেব জমিদারের ও তালুকদারের মধ্যে আপাততঃ ঐ খরচ ভাগ করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ২৫ ধারার বিধানমতে উক্ত তালুকদারদের নামে নোটিস দিয়া ও ২৬ ২৭ ধারার বিধানমতে চূড়ান্ত রূপে উক্ত জমিদারের ও তালুকদারদের মধ্যে ঐ টাকা অংশাংশমতে নির্দ্ধার্য্য করিবেন। ও সেই তালুকদারদের প্রতি ২৮ ধারার বিধান খাটিবে।

দুইটাকার কম ভাগ করিতে হইলে তাহার স্বতন্ত্র নোটিস দিতে না হইবার কথা।

কিন্তু কোন তালুকের উপলক্ষে অংশাংশ করিয়া দুই টাকার কম দেনা হইলে, তাহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত কি চূড়ান্তরূপে নিরূপণ হইলেও, এই ধারামতে তাহার কোন স্বতন্ত্র নোটিস দেওয়া যাইবে না। তদ্রূপ অল্প টাকা হইলে, অংশাংশ করিয়া যত টাকা দেনা হয় তাহার নির্ঘণ্টপত্র প্রকাশ করিলেই চলিতে পারিবে। ঐ নির্ঘণ্টপত্র মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের কাছারী ঘরে ও তালুকের ভূমী যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া প্রকাশ করা যাইবে ইতি।

জমীদারের ও তালুকদারের মধ্যে স্থূলমতে অংশাংশ নিরূপণ করিবার কথা।

৩১ ধারা। এই অধ্যায়ে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও কোন মহালের উপলক্ষে এই আইনমতে যে খরচ ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে, পথকরের কার্য্যোপলক্ষে যে কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায় কালেক্টর সাহেব তাহা দেখিয়া, কিম্বা এই আইনমতে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া যে অনুসন্ধান লন তদ্দারা, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে, মহালের জমীদারের ও তালুকদারদের মধ্যে অংশাংশ করিয়া সে খরচ স্থূলমতে ধরিবার উপযুক্ত সন্ধান পাইলেন তাঁহার এমত বিবেচনা থাকিলে, ঐ মহালের

উপলক্ষে যত টাকা দেনা হয় তিনি ২৪ ধারামতে আপাততঃ তাহার অংশাংশ নিরূপণ করিলে পর সাধ্যমতে ত্বরায়, ও ২৫ ধারার (চ) প্রকরণের বিধানমতে জমীদারকে তালুকের নির্ঘণ্টপত্র দিতে আজ্ঞা না করিয়া, ২৪ ধারামতে মহালের উপলক্ষে দেনা বলিয়া যত টাকা আপাততঃ অংশাংশ করিয়া নিরূপণ করা গেল, স্থূলমতে জমীদারদের ও তালুকদারদের তত টাকা করিয়া নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি।

অংশাংশ করিয়া আপাততঃ যাহা নিরূপণ করা যায় তাহা স্থূলমতে করা গেলে জমীদারকে নোটিস দিবার কথা।

৩২ ধারা। জমীদারদের ও তালুকদারদের মধ্যে আপাততঃ ভাগ করিয়া যাহার যত টাকা দিতে হইবে ইহা, ইহার পূর্ব্বধারানুসারে স্থূলমতে নিরূপণ করা গেলে, ২৫ধারামতে জমীদারকে যে নোটিস দেওয়া যায় তন্মধ্যে ঐ ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কথার অতিরিক্ত এবং (চ) ও (ছ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কথার পরিবর্ত্তে জমীদারকে এই এই কথা জানাইতে হইবে,—

২৬ ধারামতে তাঁহার মহালের উপলক্ষে শেষে যত টাকা দেনা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে এই আইনমতে আপন মহালের তালুকদারদের স্থানে তাঁহাদের সেই টাকার একাংশ ফিরিয়া পাইবার অধিকার আছে।

এবং ঐ নোটিসের সঙ্গে নির্ঘণ্টপত্রখানিও দেওয়া যাইবে ও কালেক্টর সাহেব সেই নির্ঘণ্টপত্র অনুসারে জমীদারের ও তালুকদারদের মধ্যে আপাততঃ ঐ টাকা ভাগ করিয়া ধরিলেন, এই কথাও জানাইবেন।

এবং সতর্ক করিয়া তাঁহাকে এই এই কথা জ্ঞাত করা যাইবে,—

উক্ত প্রকারে আপাততঃ অংশাংশ করিয়া যত টাকা ধরা গেল তদ্বিষয়ে নির্দ্ধারিত তারিখে কি তৎপূর্ব্বে কোন আপত্তি উপস্থিত না করিলে, তিনি ভাবিকালে তদ্রূপ কোন আপত্তি উপস্থিত করিবার অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে।

ও অংশাংশ করিয়া যত টাকা ধরা গেল, কালেক্টর সাহেব তাহা চূড়ান্তরূপে স্থির করিতে অথবা যদ্রূপে মতান্তর করা বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে মতান্তর করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু জমীদারদের ও তালুকদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া আপাততঃ যাঁহার যত টাকা ধরা গিয়াছে, শেষে জমীদারের পক্ষে তাহার অধিক নিরূপণ হইতে পারিবে না ইতি।

অংশাংশ করিয়া স্থূলমতে ধরা গেলে পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩ ধারা। জমীদারের ও তালুকদারদের মধ্যে যাঁহার যত দিতে হইবে ৩১ ধারার বিধানানুসারে ইহা আপাততঃ নিরূপণ করা গেলে পর, সেই বিষয়ে যে

তালুকদারদের সম্পর্ক থাকে কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের নামে ৩০ ধারার বিধানমতে নোটিস জারী করিবেন, এবং জমীদার ৩০ ধারামতে নির্ঘণ্টপত্র লিখিয়া দেওয়াতে তালুকদারদের পক্ষে অংশাংশমতে ঐ টাকা আপাততঃ নিরূপণ করা গেলে যে যে কার্য্য করিতেন সেই সেই কার্য্য করিবেন ইতি।

নানা তালুকের মধ্যে খরচ ভাগ ভাগ করিয়া ধরিবার কথা।

৩৪ ধারা। জমীদারের ও তালুকদারদের মধ্যে ঐ খরচ ভাগ ভাগ করিয়া নির্ণয় করিতে গেলে, কোন তালুকের মধ্যে যে ভূমী ধরা যায় নাই তৎসম্পর্কে, ও তালুকের মধ্যে যে ভূমী ধরা গিযাছে সেই ভূমিতে জমীদারের স্বার্থসম্পর্কে তাঁহার ন্যায্যমতে যত টাকা দেনা হইতে পারে, কালেক্টর সাহেব প্রথমে তাহা বাদ দিবেন। অবশিষ্ট খরচ নানা তালুকের মধ্যে ভাগ করিতে গেলে, প্রত্যেক তালুকের মধ্যে কি তাহার সীমানায কত থাম গাঁথা গিয়াছে তাহা ও ঐ প্রত্যেক তালুকের আযতন, ও সীমার চিহ্ন হইতে ঐ তালুক কত দূর, এই সকল বিষয তাঁহার বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু সীমার কোন চিহ্ন হইতে তালুকের কোন অংশ দেড সহস্র ফুটের মধ্যে না থাকিলে, ঐ তালুক অংশাংশমতে নিরূপণ করা ঐ খরচের কোন অংশের দায়ী হইবে না ইতি।

নানা তালুকের মধ্যে খরচের অংশাংশ ধরিবার নোটিস দিবার কথা।

৩৫ ধারা। নানা তালুকদারদের মধ্যে ৩০ ধারামতে খরচের অংশাংশ নির্দ্ধার্য্য করা সমাপ্ত হইলে, কালেক্টর সাহেব ঐ২ তালুদারদের নামে নোটিস জারী করাইয়া প্রত্যেক জনের তালুকের পক্ষে যত টাকা দেনা হয় তাহা, ও তাহার উপর সুদও ধরা গেলে ২৬ ধারামতে জমীদার আপন মহালের উপর অবধারিত টাকা যে তারিখে কালেক্টর সাহেবকে দিলেন সেই তারিখঅবধি বৎসর শতকরা ৬ টাকার হিসাবে ঐ সুদ, এবং এই ধারামতে তালুকদারের নামে নোটিস জারী করিবার খরচ ও তালুক যে মহালের একাংশ হয, নোটিসের তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই মহালের জমীদারকে তালুকদারের সুদসুদ্ধ ঐ টাকা দিতে হইবে, নোটিসে এই কথা লেখা থাকিবে।

তালুকদারের দুই টাকার কম দিতে হইলে তাঁহার নামে স্বতন্ত্র নোটিস দিতে না হইবার কথা।

কিন্তু এই আইনমতে খরচ ভাগ করিয়া যত টাকা ধরা যায তন্মধ্যে কোন তালুকদারের অংশ বলিয়া ২৲ টাকার কম দিতে হইলে, এই ধারামতে তাঁহার নামে স্বতন্ত্র নোটিস দেওযা যাইবে না ; তদ্রূপ অল্প অল্প টাকার উপলক্ষে ৩০ ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে নির্ঘণ্টপত্র প্রকাশ করা গেলেই চলিতে পারিবে। ও সেই

নির্ঘণ্টপত্রে দুই টাকার কম দিবার যোগ্য বলিয়া যে ব্যক্তির নাম থাকে ঐ নির্ঘণ্ট পত্র প্রকাশ করিবার খরচের কোন অংশ তাঁহার স্থানে লওয়া যাইবে না ইতি।

জমীদারেরা যত দিন খরচা আমানৎ না করেন, তত দিন তালুকদারদের নামে কালেক্টর সাহেবের নোটিস জারী না করিবার কথা।

৩৬ ধারা। ৩৫ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, সকল নোটিস জারী করিবার এবং ঐ ধারায় যে নির্ঘণ্টপত্রের কথা আছে তাহা প্রকাশ করিবার যত টাকা খরচ লাগে, ঐ বিষয়ে যে জমীদারদের সম্পর্ক থাকে তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের নিকট সেই টাকা গচ্ছিত না করিলে, কালেক্টর সাহেব তালুকদারদের নামে ঐ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারী করিবেন না ইতি।

তালুকদার ও পেটাও তালুকদারের মধ্যে খরচের অংশাংশ নিরূপণের কথা।

৩৬ ধারা। এই আইনমতে যত টাকা খরচ হয়, কোন তালুকদারকে সেই খরচের একাংশের দায়ী করা গেলে, নিজ তাঁহার স্থানে যাঁহারা পেটাও তালুক ভোগ করেন কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের ও তাঁহার মধ্যে খরচের সেই অংশ ভাগ ভাগ করিয়া নিরূপণ করেন তালুকদার এই মর্ম্মের দরখাস্ত করিলে, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩৫ ধারার বিধান যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

এবং জমীদারের ও তাঁহার মহালের তালুকদারদের মধ্যে স্থূল মতে খরচ অংশাংশ করিয়া আপাততঃ নিরূপণ করিবার কার্য্য প্রণালী বিষয়ে ৩১ ও ৩২ ও ৩৩ ধারার যে বিধান আছে, তালুকদারদের ও তাঁহাদের তালুকের অন্তর্গত পেটাও তালুকদারদের মধ্যে অংশাংশ করিয়া আপাততঃ খরচ নিরূপণ করিতে হইলে যতদূর হইতে পারে ঐ২ ধারার বিধান ততদূর খাটিবে।

কিন্তু কোন প্রজার কেবল দখলিস্বত্ব থাকিলে, ও তাহার খাজানা মোকররী-রূপে ধার্য্য না হইলে, তাহার পক্ষে ঐ খরচের কোন অংশ ধরিতে হইবে না।

জমীদারের কি তালুকদারের পাওনা টাকা আদায়ের কথা।

৩৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত নানা ধারামতে যে জমীদারের কি তালুকদারের নিকট যত টাকা দেনা হয়, যে তালুকের জন্যে ঐ টাকা পাওনা থাকে তাহার বাকী খাজানা আদায় করিবার জন্য যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে, তিনি সেই আইন অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সুদসুদ্ধ ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন ইতি।

১৮৭৪ সালের নবেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি গবর্ণমেন্ট যে টাকা খরচ করিলেন তাহা আদায় করিবার কথা।

৩৯ ধারা। গবর্ণমেন্ট সীমার চিহ্ন স্থাপন করণে ১৮৭৩ সালের নবেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি যত টাকা খরচ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবে ইতি।

পঞ্চম অধ্যায়।

সীমাবিবাদ বিষয়ক বিধি।

কোন সীমার বিষয়ে বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪০ ধারা। কোন ভূমিখণ্ড জরীপ করিতে হইলে, এই আইনমতে ঐ ভূমি জরীপ করিবার সময়ে সীমার বিষয়ে বিবাদ চলিতেছে কালেক্টর সাহেব ইহা জানিতে পাইলে, তাঁহার যদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তদ্রূপ অনুসন্ধান লইয়া পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে ঐ সীমা নির্ণয় করিতে পারিবেন ইতি

আদালত কর্ত্তৃক সীমা নির্ণীত না হইলে কিম্বা রেবিনিউ সরবে কর্ত্তৃক ধার্য্য না হইলে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪১ ধারা কালেক্টর সাহেব ঐ জমীর অধিকারানুসারে সীমা নির্ণয় করিয়া সীমার চিহ্ন দিয়া তাহা অবধারণ করিবেন। আর সেই ভূমি যে ব্যক্তিদের দখলে আছে, তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের নির্ণীত সেই সীমা অনুসারে তাহা দখল করিতেছেন, কোন দেওয়ানী আদালতের এই মর্ম্মের আজ্ঞা হইলে তাহা যদ্রূপে প্রবল হইত, কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহা যত দিন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা অসিদ্ধ কি মতান্তর না করা যায়, তত দিন তদ্রূপেই প্রবল থাকিবে ইতি।

বিবাদীয় ভূমীর অধিকার করিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪২ ধারা। কালেক্টর সাহেব যে সময়ে এই ধারা মতে অনুসন্ধান লন, সেই সময়ে বিবাদীয় সম্পত্তি কাহার অধিকারে ছিল, কালেক্টর সাহেব প্রয়োজনমতে অনুসন্ধান লওয়ার পর ইহা জানিতে না পারিলে, তিনি ঐ বিবাদীয় ভূমি অধিকার করিয়া, কোন ব্যক্তি যত কাল আপন স্বত্ব স্থাপন না করেন ততকাল তাহা স্বীয় অধিকারে রাখতে পারিবেন ইতি।

সালিসীতে অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৩ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে কালেক্টর সাহেবের কোন সীমার বিবাদ নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন বোধ হইলে ঐ বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তিনি তাঁহাদের সম্মতিমতে ঐ বিষয় সালিসীতে অর্পন করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান বিষয়ক ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে প্রণালীর বিধান আছে তাহা যতদূর খাটিতে পারে সালিসীতে অর্পিত সেই বিবাদের পক্ষে ততদূর খাটিবে ইতি।

আদালতের কি রেবেনিউ সরবের দ্বারা সীমা নির্ণয় হইলে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪৪ ধারা। ৪০ ধারায় যে বিবাদের কথা আছে, যে সীমার বিষয়ে সেই বিবাদ হয় পূর্ব্ব কোন সময়ে যদি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা সেই সীমা নির্ণয় হইয়া থাকে।

কিম্বা পূর্ব্বে রাজস্বসংক্রান্ত কোন জরীপী কি বন্দোবস্তী কার্য্য চলন সময়ে যদি সেই সীমা ম্যাপে নির্ণীত হইয়া লেখা গিয়া থাকে, এবং তদ্রূপে নির্ণীত ও ম্যাপে লেখা সীমা বিষয়ক আপত্তি যে কর্ত্তৃপক্ষ নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে যদি কোন আপত্তি করা না গিয়া থাকে,

তবে যে মহাল মালগুজারীর দায়ী হয় সেই মহালের সীমার বিষয়ে ঐ বিবাদ হইয়া থাকিলে, কিম্বা যাহাতে গবর্ণমেন্টের স্বার্থের লাভ কি হানি হয় এমত অন্য সীমার বিষয়ে বিবাদ হইয়া থাকিলে, কালেক্টর সাহেব, পূর্ব্ব নির্ণীতমতে কিম্বা নির্ণীত হইয়া ম্যাপে লিখনমতে সাধ্যানুসারে সেই সীমা পুনশ্চ ধরিয়া সরবের ম্যাপে সেই সীমার চিহ্ন দিয়া তাহা অবধারণ করিবেন, ও তাহার ভাব প্রকাশ করণার্থে নোট দিবেন,

অন্য কোন সীমার বিষয়ে ঐ বিবাদ হইলে কালেক্টর সাহেব বিহিত বোধ করিলে, পূর্ব্বোক্ত মত যতদূর কার্য্য করিতে পারেন করিবেন।

কিন্তু কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে সীমা নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করিলেও কোন ব্যক্তির কোন ভূমি দখলের হানি হইবে না, এবং ৪১ ধারা মতে অধিকারানুসারে যে সীমা নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ হয়, এই কার্য্য তদতিরিক্ত হইবে।

উভয় পক্ষের সম্মতি হইলে কালেকটর সাহেবের সেই সীমার অতিক্রম করিবার ক্ষমতার কথা।

যে সীমা কাহারও অধিকারগত থাকে কিম্বা পূর্ব্ব নক্সায় যাহা লেখা গেল সেই বিষয়ের সম্পর্কযুক্ত সকল ব্যক্তি তাহা অশুদ্ধ বলাতে নূতন করিয়া সীমা ধরিতে হইলে, এবং কালেক্টর সাহেব সেই নূতন সীমা ধার্য্য করণের কোন আপত্তি দেখিতে না পাইলে, তাঁহার প্রতি অধিকারানুযায়ী ঐ সীমা কিম্বা পূর্ব্বে ম্যাপের লেখা সীমা ব্যতিক্রম করিয়া নূতন সীমা ধার্য্য করিতে যে নিষেধ হইল, এই ধারার কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবে না।

তদ্রূপে সীমার ব্যতিক্রম করা গেলে, কালেক্টর সাহেবের রুবকারীতে তাহার কারণ লিখিতে হইবে ইতি।

কোন সময়ে কোন সীমার বিষয়ে সন্দেহ কি বিবাদ থাকিলে কালেকটর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪৫ ধারা। (ক) কোন সময়ে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্ত্তৃক যে সীমা নির্ণয় করা গিয়াছে, কিম্বা (খ) পূর্ব্বে রাজস্বসংক্রান্ত কোন জরীপী কি বন্দোবস্তী

কার্য্য করণ সময়ে কিম্বা কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারকের অন্য কার্য্যানুষ্ঠান করণ সময়ে, যে সীমা ধার্য্য হইয়া ম্যাপে লেখা গিয়াছে, তদ্বিষয়ে আপত্তি থাকিলে যে কর্তৃপক্ষ তাহা নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম হন তাঁহার নিকট আপত্তি উপস্থিত না করা গেলে, কিম্বা

(গ) এই আইন মতে জরীপ হইয়া যে সীমা ধার্য্য হইল,

সেই সীমা বিষয়ে কোন সন্দেহ কি বিবাদ হইতেছে কালেক্টর সাহেব কোন সময়ে কোন প্রকারে ইহা জানিতে পাইলে,

তিনি তদ্রূপে নির্ণীত কি লেখা সীমা কোন কারণে পুনশ্চ নির্দ্ধার্য্য করা বিহিত বোধ করিলে, এই আইনের ৪৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধান মতে ঐ সীমা পুনশ্চ ধার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

এবং ঐ সীমা পুনশ্চ ধার্য্য করিবার জন্যে যে কোন অনুসন্ধান লওয়া ও যেরূপে জরীপ করা আবশ্যক হয় তাহা করিতে পারিবেন। ও সেই অনুসন্ধান লওয়া ও সেই জরীপ কার্য্য ৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইবে। এবং ঐ ধারামতে অনুসন্ধান লইতে ও জরীপ করিতে গেলে কালেক্টর সাহেব যে২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন, এই কার্য্যও সেই২ ক্ষমতামতে করিতে পারিবেন ইতি।

স্থলবিশেষে চিহ্ন স্থাপন করাইতেকালেকটর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪৬ ধারা। যে সীমার বিষয়ে বিবাদ হয় কালেক্টর সাহেব তাহা নির্ণয় করিলে ও তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইলে,

এবং সংবের কার্য্যকারকদের দ্বারা যে সীমা নিরূপণ করা গেল, কিম্বা এই আইনমতে যে সীমা নির্ণয় হইল দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রীক্রমে তাহা পরিবর্ত্তন করা গেলে, ও সেই ডিক্রী চূড়ান্ত হইলে.

এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের কি কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোন সীমা নির্ণয় করা গিয়াছে, কালেক্টর সাহেব এই কথা জানিতে পাইলে,

সেই সীমা চিরকালের নিমিত্তে নির্দ্ধার্য্য করণার্থে তাঁহার বিবেচনায় যে চিহ্ন স্থাপন করা বিহিত, তিনি সেই চিহ্ন দেওয়াইতে পারিবেন। এই ধারামতে সীমার যে চিহ্ন স্থাপন করা যায় তাহার প্রতি, ও তৎসম্পর্কীয় খরচের অংশাংশ নিরূপণের প্রতি তৃতীয়ও চতুর্থ অধ্যায়ের বিধান যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে ইতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

একক কোন জমীদারের প্রতি যে দায় বর্ত্তে এজমালী জমীদারের প্রতিও তাহাই বর্ত্তিবার কথা।

৪৭ ধারা। দুই কি ততোধিক জন জমিদার কি তালুকদার একত্র কোন মহাল কি তালুক ভোগ করিলে, এই আইন দ্বারা জমিদারের কি তালুকদারদের প্রতি যে২ দায় বর্ত্তান গেল সেই দায় সম্পর্কে উক্ত সকল জমিদার ও তালুকদার একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হইবেন,

ও শেষে কোন মহালের কি তালুকের পক্ষে অংশাংশমতে যত খরচ অবধারিত হয়, যদি মহালের কি তালুকের কোন অংশী তাহা দিয়া থাকেন, তবে সহ-অংশীদের নানা অংশমতে যত টাকা দেনা হয়, তিনি তাঁহাদের স্থানে বাকী রাজস্বের ন্যায় তাহা আদায় করিতে পারিবেন, কিম্বা আপনার ও অংশীদের মধ্যে কোন হিসাব নিষ্পত্তি করণ সময়ে তিনি ঐ টাকা জমা করিয়া লইতে পারিবেন ইতি।

নোটিস জারী করিবার কথা।

৪৮ ধারা। এই আইন মতে কোন ব্যক্তিকে যে সকল নোটিস দিবার আজ্ঞা থাকে, তাহা এই২ প্রকারে জারী হইতে পারিবে,—

(১) যে ব্যক্তির নামে দেওয়া যায় তাঁহাকেই দিয়া, কিম্বা সেই প্রকারে জারী হইতে না পারিলে ঐ ব্যক্তি যে ঘরে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া, কিম্বা যাঁহার নামে নোটিস দেওয়া যায় তাঁহার আম মোক্তারকে দিয়া, কিম্বা

(২) সেই নোটিস খামে দিয়া শিরোনামায় তাঁহার নিয়ত বাসস্থানের, কিম্বা তিনি যে স্থানে বাস করেন বলিয়া জানা যায়, সেই বাসস্থানের ঠিকানা লিখিয়া রেজিষ্টরী করিয়া পাঠাইয়া কিম্বা

(৩) যে ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া যায় তাঁহার মহালের কি তালুকের কোন মালকাছারী ঘরে নোটিসের এক কেতা নকল লাগাইয়া দিয়া, ও তদ্রূপ মালকাছারী পাওয়া না গেলে, উক্ত যে মহাল কি তালুক সম্পর্কীয় ঐ নোটিস দেওয়া যায় তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ নোটিসের এক কেতা নকল লাগাইয়া, ও মহালের বার্ষিক জমা চারি কিস্তে দেওয়া গিয়া থাকিলে ঐ নোটিস প্রস্তুত হইবার পর যে মোক্তার ঐ জমার কিস্তি দিয়া থাকেন তাঁহাকে ঐ নোটিসের অন্য এক কেতা নকল দিয়া ঐ নোটিস জারী হইতে পারিবে। দুই কি ততধিক ব্যক্তি ঐ মহালের কি তালুকের ভোগী হইলে, এই প্রকরণ মতে নোটিস জারী

করা গেলেই উক্ত প্রত্যেক ও সকল ব্যক্তির উপর উত্তম ও উপযুক্ত রূপে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

ভুল কি অশুদ্ধ বর্ণনা হেতুক এই আইন মতে কার্য্য প্রণালীর হানি না হইবার কথা।

৪৯। এই আইন মতে আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য দ্বারা কোন ব্যক্তি টাকার দায়ী হইলে, তাঁহার নাম লিখিবার কিম্বা যে মহাল কি তালুক কি ভূমি সম্পর্কে তিনি টাকার দায়ী হন তাহার বর্ণনা লিখিবার কোন ভ্রম থাকিলেও, কিম্বা দাঁড়ার কোন ব্যতিক্রম হইলেও যদি আইনের বিধানের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্যানুসারে কার্য্য হইয়া থাকে, তবে ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে না। ও যে মহালের বিষয়ে নোটিস জারি করিবার প্রয়োজন থাকে বা কলেক্টর সাহেবের রেজিষ্টরীর মতে সেই মহালের স্বামী বলিয়া যে জমিদারের নাম লেখা না থাকে, তাঁহাকে নোটিস দিবার ত্রুটী হইলেও এই আইনমতে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে না ইতি।

সাক্ষিদিগকে কালেক্টর সাহেবের বলক্রমে উপস্থিত করাইবার ক্ষমতার কথা।

৫০ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনের বিধানমতে কোন আদালতে যে উপায় দ্বারা ও যে প্রকারে সাক্ষিদিগকে ও দলীল উপস্থিত করান যাইতে পারে, এই আইনমতে কোন অনুসন্ধান লওয়ার জন্য কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আইনমতে বিশেষরূপে যে যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল, তদতিরিক্ত যত দূর হইতে পারে তদ্দূর তিনি সেই উপায় দ্বারা ও সেই প্রকারে সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইতে ও দলীল আনাইতে পারিবেন ইতি।

নোটিসে যে আদেশ থাকে তদনুসারে কার্য্য না করা গেলে দৈনিক অর্থদণ্ডের কথা

৫১ ধারা। এই আইনের ৭ ধারামতে যে বিশেষ নোটিস দেওয়া যায়, কিম্বা এই আইনের ৫ অধ্যায়ানুসারে অনুসন্ধান লওনার্থে যে নোটিস দেওয়া যায়, কোন ব্যক্তি সেই নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ নোটিসের উল্লিখিত আদেশমত কর্ম্ম না করিলে, কালেক্টর সাহেব ৫০১ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির দিন দিন তত টাকা অর্থদণ্ড ধার্য্য করিতে পারিবেন, ও যত দিন সেই আজ্ঞামতে কার্য্য না করা যায় তত দিন তাঁহার দিন দিন সেই দণ্ড দিতে হইবে। ও সেই অর্থদণ্ড ধার্য্য করার আজ্ঞার উপর আপীল উপস্থিত করা গেলেও, ঐ অর্থদণ্ডের উপলক্ষে যে টাকা দেনা হয় কালেক্টর সাহেব সময়ে সময়ে সেই টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

কিন্তু সেই প্রকারের আজ্ঞামতে যে টাকা আদায় করা যায়, তাহা পাঁচ শত টাকার অধিক হইয়া উঠিলে, কালেক্টর সাহেব দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে সেই কথার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন, ও উক্ত কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি না হইলে ঐ অর্থদণ্ডের আর টাকা আদায় হইবে না ইতি।

সীমার চিহ্নের হানি করা গেলে তাহার নোটিস না দিবার দণ্ডের কথা।

৫২ ধারা। সীমার কোন চিহ্নের হানি করা গেলে, কি তাহা নষ্ট হইলে, কি স্থানান্তর করা গেলে, কিম্বা মেরামৎ করিবার প্রয়োজন হইলে, ২৯ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবকে নোটিস দিতে আবদ্ধ হন, তিনি তদ্রূপ নোটিস না দিলে, তাঁহার একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে। কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞামতে সেই দণ্ড ধার্য্য হইবে ইতি।

সীমার চিহ্ন সরাইয়া লইবার দণ্ডের কথা।

৫৩ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৩ ধারানুসারে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া যাহাকে জানা যায় এমত কার্য্যকারকের অনুমতিক্রমে ভূমিতে যে চিহ্ন দেওয়া যায় তাহা ছাড়া, যে সীমার চিহ্ন আইনমতে স্থাপন করা গেল কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই চিহ্ন উঠাইয়া ফেলিবার কি স্থানান্তর করিবার কিম্বা তাহার হানি করিবার অপরাধ নির্ণয় হইলে, তদ্রূপ উঠাইয়া ফেলা কি স্থানান্তর কি হানি করা সেই সীমার চিহ্ন পুনরায় স্থাপন করিতে যে খরচ লাগে তাহা ছাড়া, ঐ অপরাধ নির্ণয়কারী কার্য্যকারক উক্ত প্রকারে উঠাইয়া ফেলা কি স্থানান্তর কি হানি করা প্রত্যেক চিহ্নের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির দুই শত টাকার অনধিক দণ্ড দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অর্থদণ্ডের এক অংশ গোয়েন্দাদিগেকে কালেক্টর সাহেবের দিতে পারিবার কথা।

৫৪ ধারা। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার কোন এক ধারামতে যে অর্থদণ্ড ধার্য্য হইয়া আদায় হইয়া থাকে ঐ অর্থদণ্ড যাহাতে ধার্য্য হইল এমত সন্ধান যে ব্যক্তি জানাইল কালেক্টর সাহেব তাহার সেই অর্থদণ্ডের একাংশ পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

অর্থদণ্ড আদায়ের কথা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৬১ ধারায় যে বিধান আছে ৫১, ৫২ ও ৫৩ ধারামত দণ্ড যত দূর হইতে পারে সেই বিধানমতে আদায় হইতে পারিবে। কিন্তু যে ব্যক্তির সেই অর্থদণ্ড দেনা থাকে আজ্ঞা যে জিলার মধ্যে করা গেল সেই জিলায় ঐ ব্যক্তির কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া না গেলে ঐ অর্থদণ্ডের টাকা বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে ইতি।

যে ব্যক্তি সীমার চিহ্ন স্থানান্তর করে তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া না গেলে কালেক্টর সাহেবের সারাইয়া লইতে পারিবার কথা।

৫৬ ধারা। যে ব্যক্তি কোন সীমার চিহ্ন উঠাইয়া ফেলে কি স্থানান্তর করে কি তাহার হানি করে, সেই ব্যক্তির উদ্দেশ পাওয়া যাইতে না পারিলে কিম্বা

উক্ত প্রকারে যত টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, অন্য কোন কারণে তাহার স্থানে সেই টাকা আদায় করা যাইতে না পারিলে কালেক্টর সাহেব সেই চিহ্ন পুনর্ব্বার স্থাপন করাইয়া কি সারাইয়া দিবেন, ও তাহা করিতে যত টাকা খরচ লাগে কালেক্টর সাহেব সন্নিকট ভূমির যেং দখিলকারদের যে যে অংশানুসারে তাহা দেওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাঁহাদের স্থানে সেইং অংশানুসারে সেই খরচ আদায় করা যাইবে ইতি।

দেনা সকল টাকা ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে দাওয়া বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা

৫৭ ধারা। এই আইনের বিধানমতে যে খরচ লাগে কি যে নোটিস জারী হয়, কিম্বা আপীল হইলে কোন পক্ষের যে খরচ দেনা হয় তদুপলক্ষে কালেক্টর সাহেবের নিকট যে টাকা দেনা থাকে তাহা ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের (অর্থাৎ ভূমির বাকী রাজস্ব এবং রাজকীয় অন্য যে দাওয়া ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় করণার্থ আইনের) ২ ধারামত দাওয়া বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও তদ্রূপে আদায় করা যাইতে পারিবে ইতি।

এই আইনমতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহার উপর আপীল হইতে না পারিবার কথা

৫৮ ধারা। কোন কার্য্যকারক এই আইনমতে যে আজ্ঞা করেন ৫৯ ও ৬০ ধারায় যে যে স্থলের বিধান হইয়াছে সেই সেই স্থল ছাড়া উক্ত কোন আজ্ঞার উপর আপীল করিবার অধিকার আছে বলিয়া কেহ আপীল করিতে পারিবে না। কিন্তু আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরা ও ডেপুটী কালেক্টরেরা এই আইনমতে যে কার্য্যানুষ্ঠান ও যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর জরীপী কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কি কালেক্টর সাহেবের তত্ত্ব ও কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, জরীপী কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ও কালেক্টর সাহেব যে কার্য্যানুষ্ঠান ও যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের তত্ত্ব ও কর্ত্তৃত্ব থাকিবে ও সকল কার্য্যকারকের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ও আজ্ঞার উপর রেবেনিউ বোর্ডের তত্ত্ব ও কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

কমিশ্যনর সাহেবের কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের সঙ্কোচ করিবার ক্ষমতার কথা

কিন্তু এই আইনমতে কোন জরীপী কার্য্য চলন সময় কমিশ্যনর সাহেব যেন কেবল ৬০ ধারামত আপীল নিষ্পত্তি করেন এবং রেবেনিউ বোর্ডের সাহেবেরা জরীপী কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের ও তাঁহাদের অধীন কার্য্যকারকদের উপর কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণ কার্য্যের সাধারণ ক্ষমতানুসারে অব্যবহিতরূপে কার্য্য করেন, গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

অ্যাসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কি ডেপুটী কালেক্টরের আজ্ঞার উপর জরীপীকার্য্যের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবার কথা

৫৯ ধারা। আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টের ও ডেপুটী কালেক্টরের নিম্নলিখিত প্রত্যেক আজ্ঞার উপর জরীপী কার্য্যের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু সেই আজ্ঞা করিবার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল উপস্থিত করিতে হইবে।

(ক) ৮ ধারামতে সরঞ্জামের মূল্য ও মজুরী বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধার্য্য হয় তাহার উপর।

(খ) ১০ ধারামতে হানিপূরণ বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধার্য্য হয় তাহার উপর।

(গ) বিবাদের নিষ্পত্তির উপর।

(ঘ) এই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞার উপর ইতি

কালেক্টর কি জরীপী কার্য্যের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞার উপর কমিশনর সাহেবের নিকট আপীল হওয়ার কথা।

৬০ ধারা। কালেক্টর সাহেব কিম্বা জরীপীকার্য্যের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নিম্নলিখিত বিষয়ের যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর দেশ খণ্ডের কমিশনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিন্তু যে আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে ঐ আপীল উপস্থিত করিতে হইবে—

(ক) ৮ ধারামতে যে যে সরঞ্জাম কি যে মজুর যোগাইয়া দেওয়া যায় তাহার মূল্য বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধার্য্য হয় তাহার উপর।

(খ) ১০ ধারামতে হানিপূরণ বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধার্য্য হয় তাহার উপর।

(গ) বিবাদীয় সীমা নির্দ্ধারের আজ্ঞার উপর।

(ঘ) কোন ব্যক্তির ৫০ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞার উপর।

কিন্তু অধীন কোন কর্ম্মকারক (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণমতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল হইয়া কালেক্টর সাহেব কিম্বা জরীপী কার্য্যের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে আজ্ঞা করেন সেই আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে না ইতি।

আপীলী মোকদ্দমার খরচার বিষয়ে আজ্ঞার কথা।

৬১ ধারা। আপীলী মোকদ্দমার কোন ব্যক্তির যত টাকা খরচ লাগে, সেই খরচ দিবার বিষয়ে কমিশনর সাহেব কি কালেক্টর কি জরীপীকার্য্যের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

আপীল উপস্থিত না করাগেলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে না হইবার কথা।

৬২ ধারা। জরীপী কার্য্যের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কিম্বা কালেক্টর সাহেব কিম্বা আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কি ডেপুটী কালেক্টর সীমার বিবাদ নিষ্পত্তি

করণসূচক যে আজ্ঞা করেন, তাহার উপর ৫৯ কি ৬০ ধারামতে আপীল উপস্থিত করা না গেলে, কিম্বা যে ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তিনি সেই আজ্ঞা হওন সময়ে নাবালক কি ক্ষিপ্তমনা কি জড় না হইলে, সেই আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না ইতি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মতি হইলে রেবেনিউ বোর্ডের
বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৩ ধারা। রেবেনিউ বোর্ডের সাহেবেরা শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন কিন্তু সেই বিধি এই আইনের অসঙ্গত না হয়,—

ম্যাপ ও রেজিষ্টর প্রস্তুত করণের এবং এই আইনমতে যে ভূমি জরীপ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক কোন সম্বাদ জানিয়া লওনের ও লিপিবদ্ধ করণের বিধি।

ও এই আইনমতে যে সকল কার্য্য করিতে হইবে তাহা উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ করিবার ও যে কার্য্যানুষ্ঠান হইবে তাহার বিবরণ করিবার বিধি।

উক্ত বিধিমতে সম্বাদ জানিয়া লইবার জন্যে যে সকল অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা হয়, তাহা ৬ ধারামত অনুসন্ধান বলিয়া জ্ঞান হইবে, এবং ঐ ধারামতে অনুসন্ধান লইতে গেলে কালেক্টর সাহেব যে সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন উক্ত অনুসন্ধান লওনের উপলক্ষে তিনি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

সমাপ্ত।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ১৮৭০ সালের এপ্রিল মাসের ২ তারিখে ভারত বর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৭০ সালে ১০ আইন।

ভূমিগ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন।

সূচীপত্র।

হেতুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।—পরিভাষা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে।

যদবধি প্রবল হইবে।

২। কোন কোন আইন রহিত হইবার কথা।

৩। অর্থ করণের ধারা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—ভূমিগ্রহণের বিধি।

প্রথম পল্লীর অনুসন্ধানের কথা।

৪। ভূমিতে গমন পূর্ব্বক মাপাদি করিবার ক্ষমতার কথা।

চিহ্ন দিবার ক্ষমতার কথা।

ভূমি পরিষ্কার করিবার ক্ষমতার কথা।

ভূমিতে যাইবার পূর্ব্বে সম্বাদ দিবার কথা।

৫। হানিপূরণের কথা।

ভূমি গ্রহণের মনস্থের নির্দ্দেশ বাক্যের কথা।

৬। রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি লওয়ার আবশ্যক ইহার নির্দ্দেশ বাক্যের কথা।

নির্দ্দেশবাক্যের মর্ম্মের কথা।

ঐ নির্দ্দেশবাক্য প্রমাণস্বরূপ হইবার কথা।

৭। নির্দ্দেশবাক্য হইলে পর কালেক্টর সাহেবের ঐ ভূমি গ্রহণ করিবার বিধান করণের কথা।

৮। ভূমির চিহ্ন দিবার ও মাপ করিবার কথা।

নক্সার কথা।

৯। স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি দের নিকট সম্বাদের কথা।

নোটিসের মর্ম্মের কথা।

দখিলকারদের নিকট নোটিসের কথা।

১০। নামের ও স্বার্থের বর্ণনা দিবার আজ্ঞা করণের ক্ষমতার কথা।

যাহাদের প্রতি বর্ণনা লিখিবার আদেশ হয় আইনমতে তাহারদের তাহা করিতে বদ্ধ হইবার কথা।

মূল্যের ও দাওয়ার অনুসন্ধানের কথা।

১১। মূল্য ও বিনিময়ের দাওয়ার অনুসন্ধানের কথা।

টাকা দিবার প্রসঙ্গের কথা।

সাক্ষিদিগকে আহ্বান করিবার ক্ষমতার কথা।

১২। অনুসন্ধান কার্য্য গৌণ হইবার কথা।

১৩ যে যে বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে ও যে যে বিষয়ের উপেক্ষা হইতে পারে তাহার কথা

কালেক্টর সাহেবের মীমাংসার কথা।

১৪। মূল্যাদির বিষয়ে মতের ঐক্যতা হইলে আজ্ঞার কথা।

মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া রাখিবার ও প্রমাণস্বরূপ হইবার কথা।

১৫। দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের ও স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের ঐক্য না হইলে সমর্পণের কথা।

অধিকার করণের কথা।

১৬। অধিকার করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭। অত্যাবশ্যক স্থলে অধিকার করিবার ক্ষমতার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অর্পণ ও তৎসংক্রান্তকার্য্য প্রণালীর কথা।

১৮। আদালতে অর্পণ করিলে কালেক্টর সাহেবের বর্ণনার কথা।
১৯। নোটিস দেওয়াইবার কথা।
২০। আসেসরকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।
২১। মূল্য নির্দ্ধারের কথা।
২২। নূতন আসেসরের কথা।
নূতন আসেসরের ক্ষমতার কথা।
২৩। মুকদ্দমার আদালতে কার্য্য হইবার কথা।
২৪। বিনিময়ের টাকা নিরূপণে যে২ বিষয় বিবেচ্য তাহার কথা।
২৫। বিনিময়ের টাকা নিরূপণে যে বিষয় উপেক্ষ্য তাহার কথা।
২৬। বিনিময়ের টাকা নিরূপণ করিবার বিধি।
২৭। আসেসরদের মত লিপিবদ্ধ করিবার কথা।
২৮। আইন ঘটিত বিষয়ে অনৈক্যের কথা।
২৯। বিনিময়ের টাকা বিষয়ে ঐক্যের কথা।
৩০। বিনিময়ের টাকা বিষয়ে মতের অনৈক্যের কথা।
৩১। আসেসরদের ফীর কথা।
৩২। আদালতের আজ্ঞাক্রমে কার্য্য হইলে তাহার খরচের কথা।
৩৩। মূল্যগ্রাহকের খরচ দিতে হইবার কথা।
৩৪। মীমাংসা লিখিবার কথা।
কত টাকা খরচ লাগে তাহাও লিখিবার কথা।
খরচ আদায়ের কথা।
৩৫। বিনিময়ের টাকা বিষয়ে জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।
৩৬। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন খাটিবার কথা।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিনিময়ের টাকা বণ্টন হইবার বিধি।

৩৭। বণ্টনের হার নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৩৮। বণ্টন বিষয়ে বিবাদের কথা।

৩৯। অংশ নির্ণয়ের কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

টাকা দেওনের বিধি।

৪০। বিনিময়ের টাকা কাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।

উপবিধি।

৪১। কালেক্টর সাহেবের মীমাংসা হইলে টাকা দিবার কথা।

৪২। বাজারদরের উপর শতকরা কত টাকা দিবার কথা।

সুদসুদ্ধ টাকা দিবার কথা

মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারিলে টাকা দিবার সময়ের কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভূমির কিয়ৎকাল অধিকার করণের বিধি।

৪৩। খিল কি কৃষিযোগ্য ভূমির কিয়ৎকাল অধিকার করণের কথা।

বিনিময়ের টাকা বিষয়ে মতের ঐক্য না হওয়ার কথা।

৪৪। ভূমি প্রবেশ করিয়া অধিকার করিবার ক্ষমতার ভূমি ফিরিয়া দেওনের কথা।

৪৫। ভূমির অবস্থা বিষয়ে মতের অনৈক্যের কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

কোম্পানির নিমিত্ত ভূমি গ্রহণের কথা।

৪৬। ভূমিতে গিয়া কোম্পানির তাহা মাপাদি করিবার ক্ষমতার কথা।

৪ ও ৫ ধারার অর্থ করণের বিধি।

৪৭। ভূমি গ্রহণ বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতির কথা।
ও নিয়মপত্র করিবার কথা।
৪৮। পূর্ব্বানুসন্ধানের কথা।
৪৯। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেবের সহিত নিয়মের কথা।
৫০। নিয়মপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

অষ্টম অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

৫১। নোটিস দেওনের কথা।
৫২। মাপাদি করিবার বাধা ও মাটিতে কাটা আইল ভরাট করণের ও ভূমির চিহ্ন নষ্ট করণের কথা।
৫৩। বলপূর্ব্বক ভূমি গ্রহণ করিবার কথা।
৫৪। ভূমি গ্রহণকার্য্য সাধন করিতে গবর্ণমেণ্টের বদ্ধ না থাকার কথা।
ভূমি গ্রহণ কার্য্য সাধন না হইলে ক্ষতিপূরণের কথা।
৫৫। ঘরের কি কোঠার অংশ মাত্র লইতে না পারিবার কথা।
৫৬। নগর সৌষ্ঠবার্থ সমাজের কি কোম্পানির দ্বারা কালেক্টরের খরচ দিবার কথা।
৫৭। ইষ্টাম্পের মাশুল ও রসুম না লাগিবার কথা।
৫৮। এই আইনমত মীমাংসা অন্যথা করিবার মোকদ্দমা না হইবার কথা।
আইনমত কার্য্যহেতুক মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।
৫৯। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।
ঐ বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

রাজকীয় কার্য্যের ও কোম্পানির নিমিত্ত

ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইন।

হেতুবাদ।

রাজকীয় কার্য্যের ও কোম্পানির ব্যবহারের নিমিত্তে যে ভূমির প্রয়োজন হয় তাহা গ্রহণ করিবার এবং গ্রহণ প্রযুক্ত তাহার বিনিময়ের টাকা নিরূপণ করিবার আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম অধ্যায়।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নাম।

১। ধারা। এই আইন "ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে।

যদবধি প্রবল হইবে।

ও ১৮৭০ সালের জুন মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল হইবে ইতি।

কোন২ আইন রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। উক্ত দিবসাবধি (রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক) ১৮৫৭ সালের ৬ আইন, এবং (১৮৫৭ সালের ৬ আইন সংশোধনার্থে) ১৮৬১ সালের ২ আইন এবং (সাধারণ ব্যক্তিরা কিম্বা কোম্পানি সাধারণের উপকারার্থে যে কার্য্য করিবেন তজ্জন্যে ভূমি গ্রহণার্থে এবং তদ্রূপ গৃহীত ভূমিতে উক্ত কার্য্য করণের ও তদ্ব্যবহারের বিধান করণার্থে) ১৮৬৩ সালের ২২ আইন রহিত করা গেল।

উক্ত সকল আইন প্রচলিত হইবার পশ্চাৎ কোন আইনে কিম্বা অনুজ্ঞাপত্রে কি চুক্তিপত্রে উক্ত রহিত আইনের উল্লেখ হইলে এই আইনের উল্লেখ হওয়ার ন্যায় তাহা পাঠ করিতে হইবে ইতি।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে,

"ভূমি"

"ভূমি" শব্দে ভূমিহইতে ও ভূমিসংযুক্ত দ্রব্য হইতে ও ভূমিসংযুক্ত কোন বিষয়ে চিরবদ্ধ কোন দ্রব্য হইতে যে লভ্য উৎপন্ন হয় তাহাও গণ্য।

"স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি।"

এই আইনমতে ভূমি গ্রহণ হওয়াপ্রযুক্ত যে মূল্যাদি দেওয়া যাইবে, যে ব্যক্তিরা সেই মূল্যাদিতে সম্পর্কের দাওয়া রাখে "স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি" শব্দে তাহারাও গণ্য।

কালেক্টর।

"কালেক্টর" শব্দে জিলার কালেক্টর সাহেবকে বুঝাইবে, তন্মধ্যে ডেপুটী কমিশ্যনর এবং যে কোন কার্য্যকারক স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক এই আইনমত কালেক্টরের কর্ম্ম সম্পাদনার্থে বিশেষমতে নিযুক্ত হন তিনিও গণ্য।

আদালত।

আইনের অধীন দেশে এবং ব্রিটনীয় বর্ম্মা ও সিন্ধু দেশে "আদালত" শব্দে মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালত বুঝাইবে।

ব্রিটনীয় বর্ম্মা ও সিন্ধু দেশ ভিন্ন আইনের অনধীন দেশে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের আদালত বুঝাইবে।

কিন্তু স্থানীয়গবর্ণমেণ্ট এই আইনক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কোন বিষয়ের নিমিত্তে বিশেষরূপে কিম্বা অবধারিত স্থানসীমার মধ্যে সাধারণরূপে এই আইন মতে জজের কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্যে কোন বিচারকর্ত্তৃপক্ষকে নিযুক্ত করিলে "আদালত" শব্দে সেই কর্ত্তৃপক্ষের আদালত বুঝাইবে।

কোম্পানি।

ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইন মতে যে কোম্পানি রেজিষ্টর করা যায়, কিম্বা পার্লিমেণ্টের আইন কি রাজকীয় চার্টর দ্বারা কিম্বা পেটেণ্ট পত্রানুসারে যে কোম্পানি সৃষ্ট হয় "কোম্পানি" শব্দে সেই কোম্পানি বুঝাইবে।

"কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত"।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত বিধানের নির্দ্দিষ্ট সীমাপর্য্যন্ত "কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত" ব্যক্তি জ্ঞান হইবে। বিশেষতঃ।

তদ্রূপ সম্পর্কযুক্ত অন্য ব্যক্তিদের নিমিত্তে যাঁহারা ন্যাসগ্রাহী হন, তাঁহারা উক্ত কোন বিষয়োপলক্ষে কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি জ্ঞান হইবেন এবং তদ্রূপ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা অক্ষম না হইলে যতদূর কার্য্য করিতে পারিতেন তাঁহারাও ততদূর কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন।

ইংলণ্ডীয় আইন যেং স্থলে বর্ত্তিতে পারে সেইং স্থলে বিবাহিতা স্ত্রী কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্তজ্ঞান হইবেন। এবং প্রাপ্ত কিম্বা অপ্রাপ্তব্যবহার হইলেও প্রাপ্তব্যবহার অবিবাহিতার ন্যায় কার্য্য করিতে সক্ষম।

বালক ও ক্ষিপ্ত ও জড় ব্যক্তি অক্ষম না হইলে যত দূর কার্য্য করিতে পারিতেন বালকদের অভিভাবকগণ এবং ক্ষিপ্ত ও জড় ব্যক্তিদের কমিটী ততদূর কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি জ্ঞান হইবে ইতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভূমি গ্রহণের বিধি।

প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের কথা।

ভূমিতে গমন পূর্ব্বক মাপাদি করিবার ক্ষমতার কথা।

৪ ধারা। কোন স্থানে রাজকীয় কোন কার্য্যের নিমিত্তে ভূমির প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এমত অনুভব হইলে, সেই মর্ম্মের জ্ঞাপন-পত্র স্থানীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং কালেক্টর সাহেব সেই স্থানের অন্তর্গত উপযুক্ত নানা স্থানে ঐ জ্ঞাপনপত্রের মর্ম্ম প্রকাশরূপে প্রবর্তিত করিবেন।

তাহা হইলে পর ঐ গবর্ণমেণ্ট তৎকার্য্যার্থে যে কার্য্যকারককে সাধারণ কিম্বা বিশেষ ক্ষমতাদান করেন তিনি ও তাঁহার পরিচারক ও কর্ম্মকারকগণ।

উক্ত স্থানগত কোন ভূমিতে গিয়া তাহার মাপ ও সমতা নির্ণয়ার্থে সূত্রপাত করিতে পারিবেন।

এবং মৃত্তিকার নিম্নভাগে খনন কি গর্ত্ত করিতে পারিবেন।

এবং ভূমি লক্ষিত কার্য্যের উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবার আবশ্যক অন্য সকল কার্য্য করিতে পারিবেন।

চিহ্ন দিবার ক্ষমতার কথা।

ও যে ভূমি লইবার প্রস্তাব হয় তাহার সীমার চিহ্ন দিতে এবং তাহাতে কোন কার্য্য করিবার অভিপ্রায় থাকিলে তাহার প্রস্তাবিত সূত্রপাত করিতে পারিবেন।

এবং চিহ্ন দিয়া ও আইল কাটিয়া ঐ ভূমির সমতার ও সীমার ও রেখার চিহ্ন দিতে পারিবেন।

ভূমি পরিষ্কার করিবার ক্ষমতার কথা।

এবং ক্ষেত্রস্থ ফসল কি জঙ্গল না কাটিলে যদি মাপ ও ভূমির সমতা নির্ণয় করা যাইতে এবং সীমার ও রেখার চিহ্ন দেওয়া যাইতে না পারে, তবে ঐ ফসল ও বেড়া ও জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে পারিবেন।

ভূমিতে যাইবার পূর্ব্বে সংবাদ দিবার কথা।

কিন্তু ভূম্যাদির দখিলকারের অনুমতি না পাইয়া কোন ব্যক্তি কোন ঘরের কিম্বা আবৃত উঠানে কিম্বা বসত বাটীর সংযুক্ত বাগানে প্রবেশ করিবার মানস ঐ দখিলকারকে সাত দিন থাকিতে লিখিয়া জ্ঞাত না করিলে সেই গৃহাদিতে প্রবেশ করিবেন না ইতি।

হানি পূরণের কথা।

৫ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে যে হানি করা আবশ্যক উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ঐ ভূম্যাদিতে প্রবেশ করণ সময়ে সেই হানি পূরণের টাকা দিবেন কিম্বা দিবার প্রসঙ্গ করিবেন। এবং যত টাকা দেওয়া যায় কিম্বা দিবার প্রসঙ্গ করা যায় তাহা প্রচুর নয় বলিয়া বিবাদ হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার জন্যে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবেন ও সেই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে ইতি।

ভূমি গ্রহণের মনস্থের নির্দ্দেশ বাক্যের কথা।

রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে ভূমি লওয়ার আবশ্যক ইহার নির্দ্দেশ বাক্যের কথা।

৬ ধারা। রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা কোন কোম্পানির নিমিত্তে কোন ভূমিখণ্ডের আবশ্যক হইয়াছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এমত অনুভব হইলে, এই আইনের সপ্তম অধ্যায়ের বিধান প্রবল মানিয়া ঐ গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের স্বাক্ষরক্রমে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞাপত্র সংশিত করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের স্বাক্ষরক্রমে সেই মর্ম্মের নির্দ্দেশবাক্য প্রকাশ করা যাইবে।

কিন্তু সেই সম্পত্তির মূল্যাদি রাজকীয় অর্থাগার হইতে কিম্বা কোন মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে কিম্বা কোন কোম্পানি কর্ত্তৃক দিতে না হইলে তদ্রূপ নির্দ্দেশ বাক্য প্রচার করা যাইবে না।

নির্দ্দেশ বাক্যের মর্ম্মের কথা।

ঐ নির্দ্দেশবাক্য স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, এবং ভূমি যে জিলার কিম্বা দেশের অন্য যে বিভাগের অন্তর্গত থাকে ও যে কার্য্যের

নিমিত্ত তাঁহার প্রয়োজন হইল ও কালীতে তাহার মাধ্যমতে যথার্থ পরিমাণ এবং যদি ভূমির নকসা করা গিয়া থাকে, তবে সেই নকসা যে স্থানে দেখা যাইতে পারিবে ঐ নির্দ্দেশবাক্যে এই সকল কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

ঐ নির্দ্দেশ বাক্য প্রমাণ স্বরূপ হইবার কথা।

রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিষয় বিশেষে কোন কোম্পানির নিমিত্তে ঐ ভূমির প্রয়োজন হইয়াছে ঐ নির্দ্দেশবাক্যই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে। তদ্রূপ নির্দ্দেশবাক্য প্রচার করিলে পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত প্রকারে ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি।

নির্দ্দেশ বাক্য হইলে পর কালেক্টর সাহেবের ঐ ভূমি গ্রহণ করিবার বিধান করণের কথা।

৭ ধারা। উক্ত প্রকারে রাজকীয় কার্য্যের কিম্বা কোন কোম্পানির নিমিত্তে ভূমির প্রয়োজন হওয়া প্রকাশ করা গেলে পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক কালেক্টর সাহেবকে ভূমি গ্রহণের বিধান করিতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

ভূমির চিহ্ন দিবার ও মাপ করিবার কথা।

নকসার কথা।

৮ ধারা। তাহা হইলে পর (যদি ৪ ধারামতে ভূমির চিহ্ন পূর্ব্বে না দেওয়া গিয়া থাকে তবে) কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমির চিহ্ন দেওয়াইবেন। আর তিনি তাহা মাপ করাইবেন, (এবং যদি পূর্ব্বে নকসা করা না গিয়া থাকে, তবে) তাহার নকসা করাইবেন ইতি।

স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট সম্বাদের কথা।

৯ ধারা। পরে যে ভূমি লইবার কল্পনা থাকে সেই ভূমিতে কিম্বা তাহার নিকট উপযুক্ত নানা স্থানে কালেক্টর সাহেব এই মর্ম্মের প্রকাশ্য নোটিস দেওয়াইবেন যে, গবর্ণমেণ্টের সেই ভূমি অধিকার করিবার কল্পনা আছে, ও সেই ভূমি সংক্রান্ত সকল স্বার্থের বিনিময়ে যে দাওয়া থাকে তাহা তাঁহাকে জ্ঞাত করা যায়।

নোটিসের মর্ম্মের কথা।

সেই নোটিসে তদ্রূপ প্রয়োজনীয় ভূমির বর্ণনা থাকিবে। এবং সেই ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের প্রতি আদেশ হইবে যে ঐ নোটিসের লিখিত সময়ে ও স্থানে তাঁহারা নিজে কিম্বা আপন২ কর্ম্মকারকের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই ভূমিতে আপনাদের স্বার্থের ভাব এবং সেই স্বার্থের নিমিত্তে তাঁহারা যত টাকা দাওয়া করেন তাহা ও সেই দাওয়ার বর্ণনা জ্ঞাত করেন। উক্ত নিরূপিত সময় ঐ নোটিস প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ১৫ দিনের কম হইবে না।

দখিলকারদের নিকট নোটিসের কথা।

ঐ ভূমির দখিলকার থাকিলে কালেক্টর সাহেব তাঁহাকেও ঐ নোটিস দেওয়াইবেন এবং ঐ ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত যে জিলার অন্তর্গত থাকে সেই জেলা নিবাসী যে সকল ব্যক্তিকে স্বার্থযুক্ত কিম্বা তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত বলিয়া জানা যায় কি বোধ হয় তাঁহাদিগকে কিম্বা সেই জিলার মধ্যে তাঁহাদের যে কার্য্যকারকেরা তাঁহাদের জন্যে নোটিস গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আছেন তাঁহাদিগকে ঐ নোটিস দেওয়াইবেন।

তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি অন্যত্র বাস করিলে ও তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকারক না থাকিলে ঐ নোটিস ডাকযোগে তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে ইতি।

নামের ও স্বার্থের বর্ণনা দিবার আজ্ঞা করণের ক্ষমতার কথা।

১০ ধারা। আরো কালেক্টর সাহেব তদ্রূপ কোন ব্যক্তির প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে ঐ ভূমিতে কিম্বা তাহার কোন অংশে সহাধিকারী কি অধীনাধিকারী কি বন্ধক গ্রহীতা কি পাট্টাদার প্রভৃতি বলিয়া অন্য যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাঁহার নাম ও সেই স্বার্থের ভাবের বর্ণনাপত্র এবং ঐ বর্ণনাপত্রের তারিখের পূর্ব্বে যে বৎসর গত হইল সেই বৎসরে তাঁহাদের ঐ স্বার্থপ্রযুক্ত কত খাজানা ও লাভ পাইয়াছেন কি পাইবার যোগ্য হন এই সকল কথা তিনি যতদূর পারেন ততদূর লিখিয়া দেন ইতি।

যাহারদের প্রতি বর্ণনা লিখিবার আদেশ হয় আইনমতে তাহাদের তাহা করিতে বদ্ধ হইবার কথা।

এই ধারা কিম্বা ৯ ধারামতে যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বর্ণনাপত্র লিখিবার কি দিবার আদেশ করা যায়, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭৫ ও ১৭৬ ধারার অর্থমতে তাহা করিতে আইনমতে বদ্ধ আছেন জ্ঞান হইবে ইতি।

মূল্যের ও দাওয়ার অনুসন্ধানের কথা।

মূল্য ও বিনিময়ের দাওয়ার অনুসন্ধানের কথা।

টাকা দিবার প্রসঙ্গের কথা।

১১ ধারা। উক্ত নিরূপিত দিবসে কালেক্টর সাহেব সরাসরীমতে ভূমির মূল্যের অনুসন্ধান লইয়া তদর্থে তাঁহার বিবেচনায় যত টাকা দেওয়া উচিত তাহা নির্ণয় করিয়া স্বার্থযুক্ত যে ব্যক্তিরা ঐ নোটিস অনুসারে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে সেই টাকা দিবার প্রসঙ্গ করিবেন।

সাক্ষিদিগকে আহ্বান করিবার ক্ষমতার কথা।

তদ্রূপ অনুসন্ধান লইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন অনুসারে সাক্ষিদিগকে ও লেখ্য যে প্রকারে উপস্থিত

করাণ যাইতে পারে, কালেক্টর সাহেব ও যতদূর পারেন, ততদূর সেই প্রকারে ও সেই নিয়মমতে সাক্ষিদিগকে আহ্বান করিয়া উপস্থিত করাইতে ও লেখা আনাইতে পারিবেন ইতি।

অনুসন্ধান কার্য্য গৌণে হইবার কথা।

১২ ধারা। নোটিসমতে কোন দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কিম্বা কালেক্টর সাহেব সময়ে সময়ে অন্য কারণে সেই অনুসন্ধানের কার্য্য গৌণ করা বিহিত বোধ করিলে আপনার নিরূপিত কোন দিন পর্য্যন্ত গৌণ করিতে পারিবেন ইতি।

যে যে বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে ও যে যে বিষয়ের উপেক্ষা হইতে পারে তাহার কথা।

১৩ ধারা। মূল্যাদির টাকা নিরূপণ করণার্থে কালেক্টর সাহেব ২৪ ধারার লিখিত সকল বিষয়ে মনোযোগ করিবেন ও ২৫ ধারার লিখিত বিষয়ে মনোযোগ করিবেন না ইতি।

কালেক্টর সাহেবের মীমাংসার কথা।

মূল্যাদির বিষয়ে মতের একতা হইলে আজ্ঞার কথা।

১৪ ধারা। মূল্যাদির যত টাকা ধরিতে হইবে এই বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ও স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের ঐক্য হইলে কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের সেই টাকা পাইবার মীমাংসাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া রাখিবার ও প্রমাণ স্বরূপ হইবার কথা।

ঐ মীমাংসাপত্র কালেক্টর সাহেবের কার্য্যালয়ের কাগজপত্রের মধ্যে গাঁথা যাইবে, এবং ভূমির মূল্য নিরূপণের ও তদর্থে যত টাকা ধরা গেল তদ্বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ও স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ মীমাংসাপত্রই সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ইতি।

দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের ও স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের ঐক্য না হইলে সমর্পণের কথা।

১৫ ধারা। অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত নিরূপিত প্রথম দিবসে কিম্বা গৌণে অন্য যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে অনুসন্ধানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে।

যদি কোন দাওয়াদার উপস্থিত না হয়,

কিম্বা আদালতের দ্বারা দাওয়ার ভাবের অধিক অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য যদি কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয়,

কিম্বা কালেক্টর সাহেব যাঁহাদিগকে স্বার্থযুক্ত জ্ঞান করেন এমত অন্যতর ব্যক্তি যদি উপস্থিত না হয়,

কিম্বা স্বার্থযুক্ত যে ব্যক্তিরা নোটিস অনুসারে উপস্থিত হন মূল্যাদি-বিষয়ে

টাকা ধরিতে হয় এই বিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে যদি কালেক্টর সাহেবের মতের ঐক্য না হয়,

অথবা সেই অনুসন্ধান করণ সময়ে যদি পরস্পর বিপরীত দাওয়াদার দুই কি ততধিক ব্যক্তির মধ্যে ভূমির অধিকার কিম্বা তৎসম্পর্কীয় কোন স্বত্ব কিম্বা ভূমি গত স্বার্থ বিষয়ে কোন বিবাদ হইয়া থাকে।

তবে কালেকটর সাহেব নিম্নলিখিত প্রকারে আদালতের নির্ণয়ার্থে সেই বিষয় সমর্পণ করিবেন ইতি।

অধিকার করণের কথা।

অধিকার করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা। কালেকটর সাহেব ১৪ ধারামতে মীমাংসা করিলে পর, কিম্বা ১৫ ধারামতে আদালতে অর্পণ করিলে পর ভূমির অধিকার করিতে পারিবেন। তদবধি সেই ভূমি সকল দায় হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

অত্যাবশ্যক স্থলে অধিকার করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭ ধারা। অত্যাবশ্যক স্থলে রাজকীয় কার্য্যের কিম্বা কোন কোম্পানির নিমিত্তে খিল কি কৃষিযোগ্য ভূমি গ্রহণ করিতে হইলে কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইয়া, পূর্ব্বোক্তমতে অর্পণ হইবার আজ্ঞা মীমাংসা করিলে বা না করিলেও ৯ ধারার প্রথম প্রকরণের উল্লিখিত নোটিস প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত হইলে ঐ ভূমির অধিকার করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে সে ভূমি সকল দায় হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

সেই ভূমিতে ফসল ও বৃক্ষাদি থাকিলে কালেক্টর সাহেব স্বার্থযুক্ত সকল ব্যক্তিকে বিনিময়ের টাকা দিতে প্রসঙ্গ করিবেন। সেই প্রসঙ্গ গ্রাহ্য না হইলে এই আইনের বিধানমতে ভূমির মূল্যাদির মীমাংসা করণ সময়ে ঐ ফসলের ও বৃক্ষাদির মূল্য ধরা যাইবে ইতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অর্পণ ও তৎসংক্রান্ত কার্য্য প্রণালীর কথা।

আদালতে অর্পণ করিলে কালেক্টর সাহেবের বর্ণনার কথা।

১৮ ধারা। কালেক্টর সাহেব ১৫ ধারামতে বিবাদ অর্পণ করিলে আদালতের জ্ঞানার্থে স্বীয় স্বাক্ষরক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়ের বর্ণনা লিখিবেন।

(ক)। যে ভূমি লওয়া প্রয়োজন তাহা যে স্থানে থাকে ও তাহার যে পরিমাণ।

(খ)। তিনি যে ব্যক্তিদিগকে ঐ ভূমির স্বার্থযুক্ত বলিয়া জানিবার কারণ জানেন তাঁহাদের নাম।

(গ)। ৫ ও ১০ কিম্বা ইহার একত্র ধারামতে হানি পূরণের যত টাকা মীমাংসা হইয়া দেও। যায় কি দিবার প্রসঙ্গ হয়, অথবা ১১ ধারামতে ভূমির বিনিময়ে যত টাকা দিবার প্রসঙ্গ হইয়াছে অথবা ৯ ধারার উল্লিখিত নোটিস অনুসারে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে, কালেক্টর সাহেব স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যত টাকা দিতে সম্মত হন।

(ঘ) যেহেতুতে তত টাকা দেওয়া স্থির করা যায় ইতি।

নোটিস দেওয়াইবার কথা।

১৯ ধারা। তাহা হইলে পর আদালত উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির নামে এই মর্ম্মের নোটিস দেওয়াইবেন, যথা তিনি যদি ৯ ধারামতে দাওয়া না করিয়া থাকেন, তবে উক্ত যে ভূমিতে প্রয়োজন আছে সেই ভূমিগত স্বার্থের বিনিময়ে কত টাকা চাহেন ইহা ঐ নোটিসের লিখিত দিনে কি তৎপূর্ব্বে আদালতে জ্ঞাত করেন।

আদালত কালেক্টর সাহেবের এবং উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নামে আরো এই মর্ম্মের নোটিস দেওয়াইবেন, যথা ঐ বিনিময়ের টাকা নির্ণয়করণে জজ সাহেবের সাহায্য করণার্থে তাঁহারা ঐ নোটিসের লিখিত দিনে কি তৎপূর্ব্বে উপযুক্ত দুই জন আসেসরকে নিযুক্ত করেন। (এক জনকে কালেক্টর সাহেব, অন্য জনকে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিরা নিযুক্ত করিবেন)।

৯ ধারার লিখিত নোটিসমতে কোন দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে, যে ভূমিতে প্রয়োজন থাকে আদালত সেই ভূমিগত কিম্বা তন্নিকট কোন প্রকাশ্য স্থানে এই মর্ম্মের নোটিস লাগাইয়া। দিবেন যথা। ঐ ভূমিতে যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহারা নোটিসের লিখিত তারিখে কি তৎপূর্ব্বে আ-

দালতে উপস্থিত হইয়া ভূমিগত আপনং স্বার্থের ভাব ও তদ্বিনিময়ে যত টাকা দাওয়া করেন তাহা ও তদ্বিশেষ কথা জানাইবেন ও উপযুক্ত আসেসরকে মনোনীত করিবেন। না করিলে আদালত ঐ টাকা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি।

আসেসরকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একতর আসেসর নিযুক্ত না হইলে জজ সাহেব তৎস্থানে আসেসর নিযুক্ত করিবেন ইতি।

মূল্য নির্ণয়ের কথা।

২১ ধারা। আসেসরেরা নিযুক্ত হইলেই জজ সাহেব ও আসেসরেরা বিনিময়ের টাকা নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি।

নূতন আসেসরের কথা।

২২ ধারা। উক্ত টাকা নিরূপণ হইবার পূর্ব্বে আসেসরদের মধ্যে কোন জন মরিলে কিম্বা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিলে, কিম্বা কর্ম্ম করিতে অস্বীকার কি ত্রুটি করিলে কি অক্ষম হইলে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন তিনি তৎস্থানে উপযুক্ত অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন,

যে আসেসর মরেন কিম্বা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহেন কি করিতে অস্বীকার কি ত্রুটি করেন কিম্বা অক্ষম হন তিনি যদি জজ সাহেবের নিযুক্ত লোক হন,

কিম্বা একতর পক্ষের নিযুক্ত আসেসর হইলে আদালত হইতে অন্য আসেসরকে নিযুক্ত করিবার নোটিস পাইলে পর যদি সাত দিন পর্য্যন্ত ঐ পক্ষ অন্য আসেসরকে নিযুক্ত না করেন,

তবে জজ সাহেব তাহার স্থানে উপযুক্ত অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

নূতন আসেসরের ক্ষমতার কথা।

আসেসরের মরণকালে কিম্বা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হওন কি কর্ম্ম করিতে অস্বীকার কি ত্রুটি করণ কিম্বা অক্ষম হওন সময়ে তাঁহার যেং ক্ষমতা ছিল তৎস্থানে নিযুক্ত আসেসরের প্রতিও সেইং ক্ষমতা বর্ত্তিবে ইতি।

মুক্তদ্বার আদালতে কার্য্য হইবার কথা।

২৩ ধারা। ২১ ধারামতে যে সকল কার্য্য করা যায় তাহা মুক্তদ্বার আদালতে করা যাইবে। ও যে সকল ব্যক্তি কোন দেওয়ানী আদালতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে স্বত্ববান হন তাঁহারা উক্ত বিচার কালে উপস্থিত হইয়া পক্ষসমর্থন ও কার্য্যানুষ্ঠান করিতে কিম্বা বিষয়বিশেষে উপস্থিত হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইবেন ইতি।

বিনিময়ের টাকা নিরূপণে যেং বিষয় বিবেচ্য তাহার কথা।

২৪ ধারা। এই আইনমতে যে ভূমি গ্রহণ করা যায় তাহার বিনিময়ে কত টাকা দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে জজ সাহেব ও আসেসরেরা এই এই বিষয়ের বিবেচনা করিবেন; যথা—

প্রথম। ঐ বিনিময়ের টাকা নিরূপণ সময়ে ভূমির বাজার দর।

দ্বিতীয়। ঐ বিনিময়ের টাকা নিরূপণ কালে, স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির অন্য ভূমি হইতে উক্ত ভূমির পৃথক করণ প্রযুক্ত তাঁহার হানি হইলে কত হানি হয়।

তৃতীয়। ঐ বিনিময়ের টাকা নিরূপণ সময়ে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির ভূমি গ্রহণ করাতে তাঁহার প্রকারান্তরে স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির হানি কিম্বা উপার্জ্জনের বিঘ্ন হইলে কত হানি হয়।

চতুর্থ। ঐ ভূমি গ্রহণ করা প্রযুক্ত বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাঁহার যুক্তিযুক্ত নৈমিত্তিক কত খরচ হয় ইতি।

বিনিময়ের টাকা নিরূপণে যে বিষয় উপেক্ষ্য তাহার কথা।

২৫ ধারা। কিন্তু জজ সাহেব ও আসেসরেরা এই এই বিষয়ের বিবেচনা করিবেন না। যথা—

প্রথম। ভূমি গ্রহণ করিবার কারণের প্রবলতা।

দ্বিতীয়। স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির ঐ গৃহীত ভূমি ত্যাগ করিবার অনিচ্ছা।

তৃতীয়। ইহাতে তাঁহার যে ক্ষতি হয় সাধারণ ব্যক্তিকর্ত্তৃক সেই ক্ষতি হইলে, যদি তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে না পারিত, তবে সেই ক্ষতি।

চতুর্থ। বিনিময়ের টাকা নিরূপণ করিলে পর ঐ গৃহীত ভূমি যে কার্য্যে ব্যবহার হইবে, তদ্দ্বারা কি তৎপ্রযুক্ত যে হানি হইবার সম্ভাবনা সেই হানি।

পঞ্চম। ভূমি গ্রহণ করা গেলে পর যে কার্য্যে ব্যবহার হইবে তদ্দ্বারা ঐ গৃহীত ভূমির যে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা তাহা।

ষষ্ঠ। গৃহীত ভূমি যে কার্য্যে ব্যবহার হইবে তদ্দ্বারা স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির অন্য ভূমির যে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা তাহা।

সপ্তম। এই আইনমতে বিনিময়ের যে টাকা নিরূপণ হইবে তাহা বাড়াইবার কল্পনায় ঐ ভূমিতে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে কিম্বা তাহার যে সৌষ্ঠব করা গিয়াছে কি আরম্ভ কি সাধন হইয়াছে তাহা ইতি।

বিনিময়ের টাকা নিরূপণ করিবার বিধি।

২৬ ধারা। স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি ৯ ধারার কিম্বা ১৯ ধারার উল্লিখিত কোন নোটিস অনুসারে বিনিময়ের টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দাওয়া করিলে, তাঁহার সেই নির্দ্দিষ্ট

টাকার অধিক কিম্বা কালেক্টর সাহেব ১১ ধারামতে যত টাকা দিবার প্রসঙ্গ করেন তাহার ন্যূন পাইবার আজ্ঞা হইবে না।

স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি দাওয়ার টাকা নির্দ্দিষ্ট করিতে অসম্মত হইলে, কিম্বা যথোচিত কারণভিন্ন ঐ দাওয়ার টাকা নির্দ্দিষ্ট না করিলে যত টাকা দিবার প্রসঙ্গ হয় তাহার ন্যূন তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে অধিক কখন দেওয়া যাইবে না। উক্ত কারণ যথোচিত কি না ইহা জজ সাহেব স্থির করিবেন।

স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি যদি যথোচিত কারণে ঐ দাওয়া না করিয়া থাকেন, তবে যত টাকা প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহার ন্যূন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে না অধিক দেওয়া যাইতে পারিবে। ঐ কারণ যথোচিত কি না ইহা জজ সাহেব স্থির করিবেন।

এই আইনমতে বিনিময়ের কত টাকা নিরূপণ করিতে হইবে এই বিষয়ে আসেসরের মত জ্ঞাত করিবার পূর্ব্বে তিনি যে ভাষা বুঝেন এই ধারার ও ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার বিধান সেই ভাষায় তাঁহার নিকট পাঠ করিতে হইবে ইতি।

আসেসরদের মত লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

২৭ ধারা। প্রত্যেক আসেসরের মত প্রকাশ্যরূপে প্রকাশ করা যাইবে ও জজ সাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

আইনঘটিত বিষয়ে অনৈক্যের কথা।

২৮ ধারা। আইনঘটিত কোন বিষয়ের কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ রীতির কি আচারের বিষয়ে জজ সাহেবের ও আসেসরদের কিম্বা তাঁহারদের একতর ব্যক্তির মতের অনৈক্য হইলে, জজ সাহেবের মত প্রবল হইবে ও তাহার উপর আপীল নাই ইতি।

বিনিময়ের টাকা বিষয়ে ঐক্যের কথা।

২৯ ধারা। বিনিময়ের কত টাকা দিতে হইবে এই বিষয়ে জজ সাহেবের এবং এক কি দুই জন আসেসরের একমত হইলে তাঁহার দের তদ্বিষয়ের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে ইতি।

বিনিময়ের টাকা বিষয়ে মতের অনৈক্যের কথা।

৩০ ধারা। বিনিময়ের কত টাকা দিতে হইবে এই বিষয়ে জজ সাহেবের ও দুই জন আসেসরের ভিন্ন ভিন্ন মত হইলে জজ সাহেবের নিষ্পত্তি প্রবল হইবে। কিন্তু ৩৫ ধারাতে যে আপীলের অনুমতি হইল তাহা হইতে পারিবে ইতি।

আসেসরদের ফীর কথা।

৩১ ধারা। এই আইনমতে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারক ভিন্ন যে প্রত্যেক আসেসর নিযুক্ত হন, জজ সাহেব তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্তে যত টাকা ফী নির্দ্ধার্য্য করেন তিনি তাহা পাইবেন কিন্তু পাঁচ শত টাকার অধিক নয়।

ঐ ফী সেই কার্য্যের খরচের মধ্যে ধরিতে হইবে ইতি।

আদালতের আজ্ঞাক্রমে কার্য্য হইলে তাহার খরচের কথা।

৩২ ধারা। এই অধ্যায়মতে আদালতের আজ্ঞাক্রমে যে সকল কার্য্য করা যায় প্রথমে কালেক্টর সাহেব তাহার খরচ দিবেন ইতি।

মূল্য গ্রাহকের খরচ দিতে হইবার কথা।

৩৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব যত টাকার প্রসঙ্গ করিলেন যদি তাহার অধিক না দেওয়া নির্ণয় হয়, তবে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মত সকল কার্য্যের খরচ দিবেন।

অধিক টাকা দেওয়া নির্ণয় হইলে, কালেক্টর সাহেব ঐ খরচ দিবেন ইতি।

মীমাংসা লিখিবার কথা।

৩৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে মীমাংসা করা যায় তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে। জজ সাহেব এবং যে আসেসরেরা কিম্বা আসেসর তাহাতে সম্মত হন, তাঁহারা কি তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। ২৫ ধারার প্রথম প্রকরণে যত টাকার মীমাংসা হয়, এবং ঐ ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণমতে টাকার মীমাংসা হইলে কত করিয়া নিরূপণ হইল ও উক্ত প্রত্যেক স্থলে টাকা দেওনের হেতু ঐ মীমাংসাপত্রে লিখিতে হইবে।

যত টাকা খরচ লাগে তাহাও লিখিবার কথা।

এই অধ্যায়মত কার্য্যে কত টাকা খরচ লাগিয়াছে ও কাহাদের কত করিয়া দিতে হইবে ঐ মীমাংসাপত্রে ইহাও লিখিতে হইবে।

খরচ আদায়ের কথা।

স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির কোন খরচা দিতে হইলে, যদি ৪২ ধারামতে কাটিয়া না লওয়া যায়, তবে খরচা যেন মোকদ্দমায় খরচা ও মীমাংসা যেন সেই মোকদ্দমার ডিক্রী এই জ্ঞানে ঐ খরচ আদায় হইতে পারিবে ইতি।

বিনিময়ের টাকা বিষয়ে জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।

৩৫ ধারা। বিনিময়ের কত টাকা দিতে হইবে এই বিষয়ে যদি দুই জন আসেসরের মতের সঙ্গে জজ সাহেবের মতের ঐক্য না হয়, তবে তিনি নিষ্পত্তি জানাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব কিম্বা বিষয়বিশেষে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি সেই নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিতে পারিবেন। কিন্তু যে জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তিনিই জিলার জজ হইলে, কিম্বা তিনি পাঁচ সহস্র টাকার অধিক দিবার প্রস্তাব করিলে, হাইকোর্টে আপীল হইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে মোকদ্দমায় নিয়মিত আপীল যে সময়ের মধ্যে ও যে প্রকারে করিবার বিধান আছে এই ধারামত প্রত্যেক আপীলও সেই সময়ের মধ্যে সেই প্রকারে করিতে হইবে ইতি।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন খাটিবার কথা।

৩৬ ধারা। আদালতের সম্মুখে যে সকল কার্য্য করা যায় তাহার প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নিম্নলিখিত বিধান যেপর্য্যন্ত বর্ত্তিতে পারে বর্ত্তিবে। বিশেষতঃ

(ক) কোন পক্ষের মধ্যে অন্য লোককে সংযোগ করিবার বিধান।

(খ) কার্য্য স্থগিত করিয়া দিনান্তর নিরূপণ করিবার বিধান।

(গ) উভয় পক্ষীয় কোন ব্যক্তির মরণ ও বিবাহ ও দেউলিয়া কি যোত্রহীন হওন বিষয়ক বিধান।

(ঘ) সাক্ষিদিগকে আহ্বান করিবার ও তাহাদের উপস্থিত হইবার বিধান।

(ঙ) উভয় পক্ষের ও সাক্ষিদের পরীক্ষা গ্রহণবিষয়ক বিধান।

(চ) লেখ্য উপস্থিত করণবিষয়ক বিধান।

(ছ) অনুপস্থিত সাক্ষিদের পরীক্ষা গ্রহণার্থ এবং স্থানবিশেষে গমনপূর্ব্বক অনুসন্ধান করণার্থ কমিসনের বিধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিনিময়ের টাকা বণ্টন হইবার বিধি।

বণ্টনের হার নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৩৭ ধারা। স্বার্থযুক্ত অনেক ব্যক্তি থাকিলে, এবং তাঁহারা বিনিময়ের টাকা কত করিয়া পাইবেন, এই বিষয়ে যদি সকলের এক মত হয়, তবে কে কত পাইবেন, মীমাংসাপত্রে ইহার বিশেষ কথা নির্দ্দিষ্ট হইবে। ও সেই বণ্টন ঠিক হইয়াছে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ মীমাংসাপত্র ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ইতি।

বণ্টন বিষয়ে বিবাদের কথা।

৩৮ ধারা, ১৪ ধারামতে বিনিময়ের টাকা নির্দ্ধার্য্য হইলে ঐ টাকার কিম্বা তদংশের কত কাহাকে দিতে হইবে যদি এই বিষয় লইয়া বিবাদ হয়, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত সেই বিবাদ অর্পণ করিবেন ইতি।

অংশ নির্ণয়ের কথা।

৩৯ ধারা। বিনিময়ের টাকা আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধার্য্য হইলে, এবং তাহার বণ্টন বিষয়ে কোন বিবাদ হইলে, কিম্বা ৩৮ ধারামতে বিবাদ আদালতে অর্পণ করা গেলে, স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিরা সেই টাকা কত করিয়া পাইবেন জজ সাহেব একক বসিয়া ইহা নির্ণয় করিবেন।

ঐ নিষ্পত্তির উপর হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু যে জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তিনি জিলার জজ না হইলে প্রথমে জিলার জজ সাহেবের নিকট আপীল হইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান আইনমতে মোকদ্দমার নিয়মিত আপীল যে সময়ের মধ্যে যে প্রকারে করা যাইতে পারে এই ধারামত প্রত্যেক আপীল সেই সময়ের মধ্যে সেই প্রকারে করা যাইতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

টাকা দেওনের বিধি।

বিনিময়ের টাকা কাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।

৪০ ধারা। কালেক্টর সাহেব মীমাংসাপত্রানুসারে ঐ পত্রলিখিত ব্যক্তিদিগকে বিনিময়ের টাকা দিবেন। কিম্বা ৩৯ ধারামতে আপীল হইলে ঐ আপীলের নিষ্পত্তিমতে দিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু এই আইনমতে বিনিময়ের যত টাকা মীমাংসা হইল তাহার সমুদয় কি কোন অংশ একি ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে, আইনমতে সেই টাকা পাইবার অধিকারী অন্য ব্যক্তির নিকট এই আইনের কোন কথাক্রমে তাহার দাতার বৈলক্ষণ্য হইবে না ইতি।

কালেক্টর সাহেবের মীমাংসা হইলে টাকা দিবার কথা।

৪১ ধারা। বিনিময়ের টাকা ১৪ ধারামতে নির্দ্ধার্য্য হইল, ও স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছা থাকিলে, কালেক্টর সাহেব ঐ মীমাংসা করণ সময়েই ঐ বিনিময়ের টাকা দিয়া ভূমি অধিকার করিতে পারিবেন।

তৎক্ষণাৎ অধিকার করিবার প্রয়োজন না থাকিলে কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমির দখিলকারদের সঙ্গে নিয়ম করিয়া ভূমির অধিকার করিবার প্রয়োজন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই নিয়মমতে ভূমি সেই দখিলকারদের দখলে থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

বাজার দরের উপর শতকরা কতক টাকা দিবার কথা।

৪২ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধ্যায়মতে বিনিময়ের যত টাকা দেওয়া নির্দ্ধার্য্য হয়, কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমি গ্রহণের আবশ্যক ভাব বিবেচনায়।

২৪ ধারার উল্লিখিত বাজারদরের উপর শত করা পঞ্চদশ টাকা দিবেন।

সুদসমেত টাকা দিবার কথা।

অধিকার করণ সময়েই বিনিময়ের টাকা না দেওয়া গেলে, কালেক্টর সাহেব সেই নির্দ্ধারিত টাকা ও তদুপরি শতকরা উক্ত টাকা ও এবং অধিকার করণসময়াবধি সেই মূল্যের ও শতকরা সেই টাকার উপর বৎসর শত করা ৬ টাকার হিসাবে সুদ দিবেন।

কিন্তু স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির স্থানে কালেক্টর সাহেবের কিছু খরচ পাওনা থাকিলে, তাহা সেই টাকা ও শতকরা সেই টাকা হইতে কাটিয়া লওয়া যাইবে ইতি।

মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারিলে টাকা দিবার সময়ের কথা।

কিন্তু এই আইনের তৃতীয় কি চতুর্থ অধ্যায়মতে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিলে, ঐ নিষ্পত্তির উপর আপীল করিবার সময় অতিবাহিত হইয়াও তাহার উপর আপীল উপস্থিত না করা গেলে কালেক্টর সাহেব বিনিময়ের টাকা কিম্বা শত করা উক্ত টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ দিবেন, নতুবা তদ্রূপ আপীল হইলে নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত দিবেন না ইতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমির কিয়ৎকাল অধিকার করণের বিধি।

খিল কি কৃষিযোগ্য ভূমির কিয়ৎকাল অধিকার করণের কথা।

৪৩ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যের কিম্বা কোন কোম্পানির নিমিত্তে খিল কি কৃষিযোগ্য ভূমির কিয়ৎকাল অধিকার ও ব্যবহার করা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন দৃষ্ট হইলে, এই আইনের সপ্তম অধ্যায়ের বিধানাধীনে ঐ গবর্ণমেণ্ট কালেক্টর সাহেবকে ঐ ভূমির অধিকার ও ব্যবহার করিবার আদেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু অধিকার করণের সময়াবধি তিন বৎসরের অনধিক যত কাল বিহিত বোধ করেন অধিকার করিবেন।

তাহা হইলে যে কার্য্যের নিমিত্তে ঐ ভূমির অধিকার করা প্রয়োজন কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমির স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সেই কার্য্যের নোটিস লিখিয়া জানাইবেন, এবং উক্ত কালের নিমিত্ত ঐ ভূমির অধিকার ও ব্যবহারের জন্য ও তাহা হইতে কোন সামগ্রী লইতে হইলে তজ্জন্য আপনার ও তাঁহাদের মধ্যে বিনিময় স্বরূপ যত টাকা দিবার নিয়ম লিখিয়া করেন, মোটে কিম্বা মাসে২ কিম্বা অন্য কিছুমতে তত টাকা দিবেন।

বিনিময়ের টাকা বিষয়ে মতের ঐক্য না হওয়ার কথা।

ঐ বিনিময়ের কত টাকা উপযুক্ত এই বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ও স্বার্থযুক্ত ঐ ব্যক্তিদের মতের ঐক্য না হইলে, কালেক্টর সাহেব আদালতের শেষ আজ্ঞার নিমিত্ত সেই বিবাদ অর্পণ করিবেন ইতি।

ভূমিপ্রবেশ করিয়া অধিকার করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৪ ধারা। কালেক্টর সাহেব ঐ বিনিময়ের টাকা দিলে,

কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিলে,

কিম্বা ৪৩ ধারামতে অর্পণ করিলে,

ভূমি প্রবেশ করিয়া অধিকার করিতে এবং উক্ত নোটিসের লিখিত নিয়মানুসারে তাহার ব্যবহার করিতে কিম্বা ব্যবহার হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন,

ভূমি ফিরিয়া দেওনের কথা।

সময়াবসান হইলে নিয়মপত্রে যাহার বিধান হয় নাই ভূমির এমত কোন হানি হইলে, কালেক্টর সাহেব স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সেই হানি পূরণ দিয়া কিম্বা দিবার প্রসঙ্গ করিয়া ঐ স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ঐ ভূমি ফিরিয়া দিবেন।

পরন্তু ঐ সময় আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভূমি যে কার্য্যে ব্যবহার হইত যদি চিরকাল সেই কর্ম্মের অযোগ্য হয়, তবে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের প্রার্থনা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় কার্য্যের কিম্বা কোন কোম্পানির নিমিত্ত ভূমির চিরকাল প্রয়োজন হওয়ার ন্যায়, এই আইন অনুসারে ঐ ভূমি গ্রহণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি।

ভূমির অবস্থা বিষয়ে মতের অনৈক্যের কথা।

৪৫ ধারা। উক্ত সময়াবসান হইলে ভূমির যে অবস্থা থাকে তদ্বিষয়ে কিম্বা উক্ত নিয়মপত্রসম্পর্কীয় কোন বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ও স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের মতের অনৈক্য হইলে কালেক্টর সাহেব আদালতের শেষ আজ্ঞার নিমিত্ত ঐ বিবাদ সমর্পণ করিবেন। ঐ বিবাদ কিম্বা ৪৩ ধারামত বিবাদ অর্পণ হইলে জজ সাহেব একক উপবিষ্ট হইয়া ঐ অর্পিত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

সপ্তম অধ্যায়।

কোম্পানির নিমিত্ত ভূমি গ্রহণের কথা।

ভূমিতে গিয়া কোম্পানির তাহা মাপাদি করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৬ ধারা। কোন কোম্পানি স্বীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব এতৎপক্ষে সময়েং যে বিধি করেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই বিধির বশতায় ঐ কোম্পানির কোন কার্য্যকারককে ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৪ ও ৫ ধারার অর্থ করণের বিধি।

তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে ঐ ৪ ধারা গত "উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত" এই কথার পরিবর্ত্তে "ঐ কোম্পানির কার্য্যের নিমিত্ত" এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারার অর্থ করিতে হইবে। এবং ৫ ধারা গত "কার্য্যকারক" শব্দের পর "কোম্পানির এই শব্দ থাকার ন্যায় ঐ ধারার অর্থ করিতে হইবে ইতি।

ভূমি গ্রহণ বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতির কথা।
ও নিয়মপত্র করিবার কথা।

৪৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমতি না দিলে এবং কোম্পানি নিম্নলিখিত নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না করিলে কোন কোম্পানির নিমিত্তে ভূমি গ্রহণার্থ ৬ অবধি ৪৫ পর্য্যন্ত ধারার বিধান প্রবল করা যাইবে না ইতি।

পূর্ব্বানুসন্ধানের কথা।

৪৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত বিধানমতে অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত কথা হৃদ্বোধমতে না জানিলে উক্ত অনুমতি দেওয়া যাইবেনা।

(১) কোন বিষয় রচনা করণার্থ ঐ ভূমির প্রয়োজন।

(২) ঐ বিষয় দ্বারা সর্ব্বসাধারণের উপকার হওয়া সম্ভাবনা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন ও যে সময় ও স্থান নিরূপণ করেন ঐ কার্য্যকারককর্ত্তৃক সেই সময়ে ও স্থানে সেই অনুসন্ধান করা যাইবে।

দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনে সাক্ষিদিগকে আহ্বান করিয়া উপস্থিত করাইবার ও লেখ্য আনাইবার যে উপায় ও বিধান থাকে উক্ত কার্য্যকারক সেই উপায় ও সাধ্যমতে সেই প্রকারে সাক্ষিদিগকে আহ্বান করিয়া উপস্থিত করাইতে ও লেখ্য আনাইতে পারিবেন ইতি।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেটসেক্রেটারী সাহেবের সহিত নিয়মের কথা।

৪৯ ধারা। উক্ত কার্য্যকারক স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ অনুসন্ধানের ফল

রিপোর্ট করিবেন, তাহাতে কোন বিষয় রচনা করিবার নিমিত্ত প্রস্তাবিত ভূমি গ্রহণ করা প্রয়োজন ও সেই বিষয় দ্বারা সর্ব্বসাধারণের উপকার সম্ভাবনা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এমত হৃদ্বোধ হইলে, ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে এতৎপক্ষে যে বিধি করেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ কোম্পানিকে সেই বিধির বশতায় ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেবের সঙ্গে নিয়ম করিতে আজ্ঞা করিবেন তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হৃদ্বোধমতে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকিবে বিশেষতঃ

১। গবর্ণমেণ্টকে ভূমি গ্রহণের খরচ দেওনের।

২। দেওয়া গেলে কোম্পানির প্রতি সেই ভূমি হস্তান্তর করণের।

৩। কোম্পানি যে নিয়মে ঐ ভূমি ভোগ করিবেন তদ্বিষয়ের।

৪। যে সময়ের মধ্যে ও যে নিয়মানুসারে বিষয়ের রচনা ও কার্য্য চালান হইবে তদ্বিষয়ের।

৫। সাধারণ লোক যে নিয়মানুসারে ঐ কার্য্যের ব্যবহার করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ের ইতি।

নিয়মপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

৫০ ধারা। তদ্রূপ প্রত্যেক নিয়মপত্র স্বাক্ষর করা গেলে পর সাধ্যমতে ত্বরায় ইণ্ডিয়া গেজেটে এবং স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং সাধারণ লোক যে নিয়মানুসারে ঐ বিষয়ের ব্যবহার করিতে পারিবেন এতৎ সম্পর্কে ঐ নিয়মপত্র এই আইনের একাংশ হওনের ন্যায় প্রবল হইতে পারিবে ইতি।

অষ্টম অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

নোটিস দেওনের কথা।

৫১ ধারা। এই আইনমত নোটিস দিবার এই বিধি। ৪ ধারামত নোটিস হইলে সেই নোটিসের উল্লিখিত কার্য্যকারক তাহার প্রতি লিপিতে স্বাক্ষর করিয়া এবং অন্য নোটিস হইলে কালেক্টর সাহেব কিম্বা জজ সাহেব দ্বারা কি তাঁহার আজ্ঞাক্রমে প্রতিলিপি স্বাক্ষরিত হইয়া কোন ব্যক্তিকে দিতে কিম্বা তাঁহাকে দেখাইতে হইবে।

নোটিসে যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে, হইতে পারিলে তাহাকেই তাহা দিতে হইবে।

সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে তাঁহার পরিবারগত বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ তাঁহার সঙ্গে বাস করে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে। তদ্রূপ বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষকে না পাওয়া গেলে ঐ নোটিসের লিখিত ব্যক্তি সামান্যতঃ যে ঘরে বাস করে কিম্বা কর্ম্ম চালায় সেই ঘরের বহির্দ্বারে ঐ প্রতিলিপি লাগাইয়া দিলে তাহা দেওয়া গেল জ্ঞান হইবে ইতি।

মাপাদি করিবার বাধা ও মাটিতে কাটা আইল ভরাট করণের ও ভূমির চিহ্ন নষ্ট করণের কথা।

৫২ ধারা। ৪ কি ৮ ধারায় যে যে কার্য্য করিবার অনুমতি আছে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই কার্য্য করিবার বাধা দিলে, কিম্বা ৪ ধারামত যে আইল কি চিহ্ন দেওয়া যায় কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা ভরাট কি নষ্ট কি হানি করিলে কি উঠাইয়া দিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে প্রমাণ হইলে তাহার এক মাসের অনধিক কোন কালের কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

বলপূর্ব্বক ভূমি গ্রহণ করিবার কথা।

৫৩। ধারা। এই আইনমত ভূমি গ্রহণ সময়ে কালেক্টর সাহেবের প্রতিবন্ধকতা কি বাধা করা গেলে তিনি মাজিষ্ট্রেট হইলে আপনার প্রতি বলপূর্ব্বক ঐ ভূমি সমর্পণ করাইতে পারিবেন। আপনি মাজিষ্ট্রেট না হইলে তিনি মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিবেন, কিম্বা কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই নগরে পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন। তাহা হইলে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা বিষয়বিশেষে সেই কমিশ্যনর সাহেব বলপূর্ব্বক কালেক্টর সাহেবের প্রতি ভূমি সমর্পণ করাইবেন ইতি।

ভূমি গ্রহণকার্য্য সাধন করিতে গবর্ণমেণ্টের বদ্ধ না থাকার কথা।

৫৪ ধারা। পূর্ব্বোক্ত নানা বিধানানুসারে মীমাংসা না হইলে কিম্বা বিবাদ অর্পণ না হইলে গবর্ণমেণ্ট কোন ভূমি গ্রহণকার্য্য সমাপ্তি পর্য্যন্ত চালাইতে আবদ্ধ আছেন, ৪৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন এই আইনের কোন কথায় এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

ভূমি গ্রহণ কার্য্য সাধন না হইলে ক্ষতিপূরণের কথা।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি ভূমি গ্রহণ কার্য্য সমাপ্তিপর্য্যন্ত চালাইতে অনিচ্ছুক হন, তবে ৪ কি ৮ ধারামত ঐ ভূমির কোন হানি হইলে ও ৫ ধারামত তাহার মূল্য না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব সেই হানি পূরণের টাকা নির্ণয় করিয়া হানিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দিবেন ইতি।

ঘরের কি কোঠার অংশ মাত্র লইতে না পারিবার কথা।

৫৫ ধারা। ঘরের কি কারখানার কি কোঠার কোন ভাগ লওনের প্রয়োজন

থাকাতে সম্পূর্ণ ঘর কি কারখানা কি কোঠা লওয়া যায় স্বামির এমত ইচ্ছা থাকিলে অংশ মাত্র লওনের জন্য এই আইনের বিধান প্রবল করা যাইবে না ইতি।

নগর সৌষ্ঠবার্থ সমাজের কি কোম্পানির দ্বারা কালেক্টরের খরচ দিবার কথা।

৫৬ ধারা। ভূমি গ্রহণার্থ এই আইনের বিধান কোন নগর সৌষ্ঠব করণার্থ সমাজের কিম্বা কোন কোম্পানির অর্থব্যয়ে প্রবল করা গেলে, কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমি গ্রহণে যে টাকা খরচ করিলেন তাহা ঐ সমাজের টাকা হইতে কিম্বা ঐ কোম্পানির ফিরিয়া দিতে হইবে ইতি।

ইষ্টাম্পের মাশুল ও রসুম না লাগিবার কথা।

৫৭ ধারা। এই আইন দ্বারা যে মীমাংসাপত্র কি নিয়মপত্র করা যায় তাহার উপর ইষ্টাম্পের মাশুল লাগিবে না। এবং কোন ব্যক্তি সেই মীমাংসাপত্র কিম্বা নিয়মপত্রক্রমে দাওয়া করিলে তাহার প্রতিলিপির রসুম দিতে হইবে না ইতি।

এই আইনমত মীমাংসা অন্যথা করিবার মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৫৮ ধারা। এই আইনমত মীমাংসা অন্যথা করিবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

আইনমত কার্য্য হেতুক মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।

এই আইনমত কোন কার্য্যপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য উপস্থিত করিবার মনস্থ থাকিলে ঐ ব্যক্তিকে এক মাস থাকিতে সেই মনস্থের ও তদ্ধেতুর নোটিস লিখিয়া জানাইতে হইবে। তাহা না করিলে, কিম্বা হানি পূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রসঙ্গ হইলে, কিম্বা মোকদ্দমার কি মোকদ্দমাঘটিত অন্য কার্য্যের হেতুর উদ্ভব হইবার পর তিন মাস গত হইলে, তদ্রূপ মোকদ্দমার কি মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের আরম্ভ কি প্রচলন হইতে পারিবে না ইতি।

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৯ ধারা। এই আইন প্রবল করণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকারকদের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার নিমিত্ত এই আইনের সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে এবং সময়ে সময়ে তদ্রূপ প্রণীত বিধি পরিবর্ত্তন কিম্বা নূতন বিধি করিতে সক্ষম আছেন।

ঐ বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব উক্ত সকল বিধি ও পরিবর্ত্তিত বিধি ও নূতন বিধি অনুমোদন করিলে তাহা স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। তাহা হইলে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত আইন।

রাজস্বের বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইন।

বর্ত্তমান কালে ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত বন্দোবস্ত ১৮২২ সালের ৭ আইনের বিধান মতে হইয়া থাকে। এই আইন আদৌ বারানসী ও জেলা কটক এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নিমিত্তই প্রচলিত হয় পরে ১৮২৫ সালের ৯ আইন দ্বারা বাঙ্গলা বেহার ও উড়িষ্যা দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল ব্যতিরেকে অপরাপর সকল ভূমির প্রতি প্রয়োগার্হ হইয়াছে এবং সরকারী খাস ও খরিদা ভূমি ও নূতন চর সকলের ও সুন্দর বনের বন্দোবস্ত একণে উক্ত ৭ আইনের বিধান অনুসারে হইয়াথাকে। এই আইনের হেতুবাদে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ভূমির রাজস্ব সমতা পূর্ব্বক পরিমিত পরিমাণে ধার্য্য হইলে সরকার এবং প্রজাবর্গ উভয়েরই পক্ষে উপকার জনক হয়, এই হেতু রাজস্ব সংক্রান্ত হাকিমগণ এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং কোন ভূমির বন্দোবস্ত কালে তাহাতে তাঁহার জমা অতিরিক্ত পরিমাণ ধার্য হইয়া প্রজার ক্লেশ কর নাহয় তাহার প্রতি মনোযোগী হইবেন। এই আইনের কএকটি স্থূল মর্ম্ম এই স্থলে সংক্ষেপে প্রকটিত হইল। যথা, বন্দোবস্ত করিবার সময় একং টি গ্রাম ধরিয়া তাহার কত জমী ও কি উৎপন্ন তাহা নিরূপণ করণানন্তর তাহার জমা ধার্য্য করিতে হইবে, এবং সেই জমা কয় কিস্তে দিতে হইবে তাহাও স্থির করিতে হইবে। অপর জমীর জোত ও স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত যে সকল রীতি প্রচলিত আছে ও সেই জমীতে কোন্২ ব্যক্তির অধিকার ও তাহাদিগের কি প্রকার স্বত্ব এই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া নিরূপণ করিতে হইবে। আর প্রত্যেক প্রকার ফসলের বিঘা প্রতি কি নিরিখ, তাহা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে ধার্য্য করিতে হইবে। যে স্থলে এক জমীতে ভিন্ন২ ব্যক্তির ভিন্ন২ প্রকারের স্বত্ব আছে সেস্থলে কোন্ ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহা কালেক্টর সাহেব স্থির করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তির মোকররী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার অধিকার আছে তাহার সহিত সেই বন্দোবস্ত অবশ্যই করিতে হইবে, যাহাতে তাহার সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] কোন আপত্তি করা যাইবে না। এ

স্থলে ভূম্যধিকারীকে মালিকানা দিতে হয় সে স্থলে সেই মালিকানা খাজানার উপর শত করা পাঁচ টাকার কম এবং দশ টাকার অধিক হইবে না। এই নিয়মের অন্যথা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইতে হইবে।

যে কাল ব্যাপিয়া কালেক্টর সাহেব কোন মহালের বন্দোবস্ত করিবেন অর্থাৎ যে তারিখে বন্দোবস্ত করিবার এংলা জারি হয় এবং যে তারিখে বন্দোবস্ত চূড়ান্ত মতে মঞ্জুর হয়, তাহার মধ্যে জমির দখল বেদখল বিষয়ক সকল বিবাদ তিনি মীমাংসা ও নিষ্পত্তি করেন। তিনি উভয় বিবাদির মধ্যে একজনকে দখল দিতে পারেন অথবা বিরোধীয় জমী ক্রোক রাখিতে পারেন কিন্তু যে ব্যক্তি দখিলকার আছে তাহাকে বেদখল করিতে পারিবেন না।

যাহারা কালেক্টরের বিচারে অসন্তুষ্ট হইবে তাহারা হয় রেবেনিউ সংক্রান্ত উচ্চ হাকিমের কাছে আপীল করিতে পারে নয় দেওয়ানী আদালতে নূতন নালিশ করিতে পারে।

ভূমিতে যে সকল ব্যক্তি দখীলকার তাহাদিগের কাহার কি পর্য্যন্ত স্বত্ব তাহা কালেক্টর স্থির করিয়া দিবেন; কিন্তু, ইহাতে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইবে সে দেওয়ানী নালিশ করিতে পারিবে, কিন্তু ভূমির উপর যে জমা ধার্য্য হইবে অথবা কালেক্টর যে প্রকারে ভূমির বিভাগ করিয়া দিবেন তাহার প্রতি দেওয়ানী আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

বন্দোবস্ত সময়ে কালেক্টর সাহেব, খাজানা সম্বন্ধীয় সমুদায় নালিশ শুনিতে পারেন।

বন্দোবস্ত কালীন কালেক্টর সাহেব যে সকল বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল কমিসনর সাহেবের কাছে হইবে; এবং যদি কেহ সেইবিষয়েরই জন্য দেওয়ানী নালিশ করিতে চাহে, তবে সে নালিশ তিন বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে (১৮৪৮ সালের ১৩ আইন দেখ)।

ইং ১৮২২ সালের ৭ আইন।

১ ধারা। দত্ত ও জয়করা দেশ সকলের ও জিলা কটক ও পরগণা পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় অন্য২ মহালের ভূমির জমার বন্দোবস্ত যেং মূল দাঁড়ামুৎসারে ইহার পরে করা যাইবে তাহা স্পষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং বন্দোবস্ত করণের কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণের ভার প্রাপ্ত কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা ও কার্য্যোপদেশ বিশেষ করিয়া নিরূপণ করি-

বার এবং বিশেষ কোন২ প্রকার বাহিরেকে ঐ সকল দেশের ভূমির হালের পাট্টাদি আর পাঁচ বৎসর মিযাদ পর্য্যন্ত বহাল রাখনের এবং ঐ সকল দেশের মধ্যগত ভূমিতে কিম্বা তাহার খাজানায় কিম্বা উৎপন্নে যে নানা প্রকার লোক বর্গের যে২ অধিকার আছে ও যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহার বেওরা নিরূপণের ও স্থির করণের ও বহীতে লিখনের নিমিত্ত এবং ভূমির কিম্বা ভূমির খাজানা ও উৎপন্নের বিষয়ে কোন২ মোকদ্দমা ও দাওয়া উপস্থিত হইলে মালগুজারী তহসীলের ভারা ক্রান্ত সাহেব দিগকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ জজের ন্যায় ক্ষমতার্পণ করিবার নিমিত্ত এ আইন শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ৮ ই আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ২৫ শ্রাবণ জারী করিলেন ইতি।

যে হেতু দত্ত দেশের মধ্যগত ভূমির জমার হাল বন্দোবস্তের মিযাদ ফসলী হাল সালের শেষে পূরা হইবে, এবং সেই কারণে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ যে মূল দাঁড়া ও নিয়মানুসারে ইহার পর নির্দ্ধার্য্য হইবে তাহা এবং ইহার পর যে২ বন্দোবস্ত করা যাইবে কি তাহা পুনর্দ্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণ যাইবে তাহা করা যাওনের প্রকার স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করা এবং তাহার বিষয়ে আইন নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক হইল এবং যে হেতু পরিমিত রাজস্বের নির্দ্ধার্য্য করা যেমন সরকারের পক্ষে বাস্তব গুণদায়ক সেইমত প্রজাদিগের পক্ষে ও গুণদায়ক বোধ হইল, অতএব সরকারের বাঞ্ছা এবং অভি প্রায় এই যে, হালের বন্দোবস্ত পুনর্দ্দৃষ্টি পূর্ব্বকশুধরণে মালগুজারী তহসীলের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবেরা জমার সামান্য বৃদ্ধি এবং অতিশয় বৃদ্ধির নিমিত্ত যত্ন না করিয়া বরং যাহাতে সরকারের রাজস্বের তলব সকলের প্রতি সমভাবে হয় তাহাতে এবং যে২ ব্যক্তিরা ভূমির অধিকারী হয কিম্বা তাহা ভোগদখলিকার কি তাহাতে কৃষি ইত্যাদি করে কিম্বা তাহার উৎপন্ন সংগ্রহ কি বিক্রয় করে অথবা ভূমির নিমিত্ত কি ভূমির উৎপন্নের নিমিত্ত যে খাজানা কিম্বা রাজস্ব দেয় হয় তাহা তহসীল করে কি বিশেষ কোন কর্ম্মে দেয, কিম্বা যে জনেরা কোন গ্রাম কি মহালের কোন স্থানে বাস করে কিম্বা স্বত্বাধিকার রাখে অথবা তাহা দখল করে সেই জনদের নিমিত্ত কিম্বা তাহাদিগের স্থানে কোন রাজস্ব কি মাথট কি আবওয়ার যে লোকেরা লয় কি দেয় সেই সকল লোকের স্বত্ব এবং উপস্বত্ব ও লভ্য ও অধিকারের বেওরা নিরূপণ করিতে এবং স্থির করিতে ও বহীতে লিখিতে যত্ন করেন এবং যেহেতু শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই২ অভিপ্রায়ে ও মনস্থে ইহা উচিত ও কর্ত্তব্য বোধ

জানিয়াছেন যে, নীচের লিখিতব্য বিশেষ কোন কোন প্রকারব্যতিরিক্ত কোন মহালের বন্দোবস্তকারী জমীদার কিম্বা অন্য যে কোন লোক ঐ মহালের চিরকা- কালের স্বত্বাধিকারী কি দখিলকার রূপে স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা যে পর্য্যন্ত সরকারের জমা পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণের অথই যে যে ভাবগতিকে ঐ জমার ঐ সংখ্যা নিরূপণ করা যাইবে সাবধান পূর্ব্বক তাহার বিলক্ষণ বিবেচনা করণের এবং ভূমি সম্বন্ধীয় সকল ব্যক্তিদের যে যে স্বত্ব এবং উপস্বত্ব থাকে তাহা যত্ন পূর্ব্বক স্থির করণের সহিত নূতন বন্দোবস্ত না করা যায়, বহাল থাকে এবং যেহেতু ঐ ঐ মূল তালুক জিলা কটক ও পরগণা পটাসপুর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালে যাহার বন্দোবস্তের মিয়াদ আমলী হাল সালের শেষে পূরা হইবে, তাহাতে সম্পর্ক আছে, এবং যে হেতু জেলা গোরক্ষপূর ও চাকলা আজেমগড় ও পরগণা পাটনপুর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালের বন্দোবস্ত অবিলম্বে করণের নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগ করা উচিত বোধ হইল এবং যে হেতু জয় করা দেশে ও জিলা বুন্দেলখণ্ডে লেওয়া পাট্টা দিবার মিয়াদ বাকী থাকিতে ঐ ঐ দেশ ও জিলার বন্দোবস্ত পুনর্ব্বার দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণের নিমিত্ত উদ্যোগ করাও উচিত বোধ হইল এবং যে হেতু সরকারের এই মনস্থ যে কালেক্টর সাহেবেরা যে সময়ে বন্দোবস্ত করেন কিম্বা উপরের লিখন মত কোন অনুসন্ধান করেন সেই সময়ে তাঁহারা যাহা যাহা করেন ও বহিতে লিখেন যে পর্য্যন্ত ঐ করা কর্ম্ম ও বহীতে লেখা কথা দাঁড়ামত মঞ্জুর না করা যায় কিম্বা জাবেতামত চওলা নালিশে সম্পূর্ণ বিবেচনা পূর্ব্বক যে নিষ্পত্তি হয়, তদ্দ্বারা ঐ কালেক্টর সাহেবের করা কার্য্য কিম্বা বহির লিখিত কথা ভ্রান্তিযুক্ত কিম্বা অসম্পূর্ণ জানা না যায় সে পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়া সকল দরখাস্ত ও দাওয়া ও মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কালেক্টর সাহেবের করা ঐ কার্য্য ও বহির লিখিত কথা অনুসারে করা যায় এবং যেহেতু পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান করণের ও তাহা করণে যে যে বিবাদ জন্মে কি জানা যায় তাহার নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অর্পণ করা গিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া জানান ও বিবরিয়া লেখা আবশ্যক এবং যেহেতু ইহাও উপযুক্ত বোধ হইল যে কোন কোন বিষয়ে মালগুজারী তহসীলের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের প্রতি উপরের লিখিতমত দাওয়া ও মোকদ্দমা ও দরখাস্ত জনের ন্যায় গ্রহণ ও শ্রবণ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করণের ক্ষমতা অর্পণ করা যায় এবং যেহেতু তাবৎ মালগুজারেরা কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিরা সরকারের রাজস্ব আদায় করিবার কৌলকরারী করণের নিমিত্ত গ্রাহ্য হইয়াছে তাহারা এবং জায়গীরদার ও অন্য লাখেরাজদার

ভূমির কার্য্যকারক হওয়াতে যে লোকেরা সরকারের ট্রেজরীতে কোন অংশ দেওনের দায়ী না হইয়া সরকারের ভূমির খাজানা কিম্বা রাজস্ব তহসীল করে তাহারা যে ক্ষমতা ও অধিকার রাখে কি তদনুসারে কার্য্য করে তাহার বিষয়ে সরকারের যে বিবেচনা ও অভিপ্রায় তাহা বিবরিয়া জানান, ও তাহার অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া লেখা উপযুক্ত বোধ হইল, এবং যে জমীদারী ও পাট্টাদারী কিম্বা ভাইয়াচারা রূপে কোন দখল করা যায় সেই জমীদারীর যে যে অংশিরা সরকারের সহিত কৌল করার করণে অগ্রাহ্য হইল না, তাহাদিগকে সদর মালগুজারদিগের দৌরাত্ম হইতে রক্ষা করিবার এবং যে মোট হইতে সরকারের মালগুজারী দেওয়া উচিত হয় তাহা অপহরণ করা কিম্বা অনুচিত কার্য্যে খরচ করার বিরুদ্ধ ফল হইতে মালগুজারদারদিগকে রক্ষা করিবার কারণ বিশেষরূপে ঐ ক্ষমতা ও অধিকারের বেওরা লেখা আবশ্যক বোধ হইল অতএব উপর যে সকল হেতু ও অভিপ্রায় বিশেষ করিয়া লেখা গেল, তাহা সিদ্ধ হওনের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিতমত দাড়া সকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল, এবং তাহা দখল ও জব্দ করা দেশ সকলের ও জিলা কটকের ও পরগণা পটাসপুরের ও তাহার সম্পর্কীয় মহালাতের সর্ব্বত্র ঐ সকল দাড়া জারী হওনের তারিখ অবধি জারী ও চলন হইবে ইতি।

২ ধারা। ১ প্রকরণ। ইহার পর যে যে স্থান বর্জ্জিত করা যাইবে, তাহা ব্যতিরেকে দখল দেশ সকলে যে জমীদার কি অন্য ব্যক্তিকে সে যে মহালের মালগুজারী আদায় করিবার বৌলকরার করিয়াছে সেই মহালের সর্ব্বকালের স্বত্বাধিকারী কি দখিলকার স্বীকার করিয়া তাহার সহিত সেই মহালের ভূমির জমার যে হাল বন্দোবস্ত করা গিয়াছে সেই বন্দোবস্ত ইহার পরে যে যে নিয়ম লেখা যাইবে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া ফসলী ১২৩৩ সালের শেষ পর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবে ইতি।

২ প্রকরণ। জেলা কটকের ভূমির জমার হাল বন্দোবস্ত উপরের লিখিত যে সকল লোকের সহিত করা গিয়াছে, ঐ বন্দোবস্ত উপরের উক্ত মতে এবং উপরের লিখিত নিয়ম সকলে দৃষ্টি রাখিয়া আমলী ১২৩৩ সালের শেষ পর্য্যন্ত বহাল রাখা হইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। দখল ও জব্দকরা দেশের বোর্ড কমিশনর সাহেবেরা এবং কটক জিলার কমিশনর সাহেব শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে আপন আপন অধিকারের তাবৎ জেলা সকলে এই অর্থে ইস্তাহার জারী দেওয়াইয়াছেন যে সরকারের মনস্থ এই যে হালের পাট্টাদি উপরের

লিখিত মত আর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বহাল থাকে, এবং পূর্ব্বোক্ত যে সকল জমীদার ও অন্য অন্য ব্যক্তিরা আপনাদিগের করা কৌলকরার আর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বহাল রাখিতে অসম্মত হয়, তাহাদিগের এবিষয়ের সম্বাদ জেলার কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবে। এই আইন দ্বারা ঐ ইস্তাহারনামা ও প্রবল করা যাইতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত যে সকল জমীদার ও অন্য অন্য ব্যক্তি ঐ ইস্তাহার নামার লিখিত হুকুম মতে তাহার উক্ত মিয়াদের মধ্যে ঐ সম্বাদ না দেয় হালসালে তাহাদিগের যে মালগুজারী দাতব্য সেই মালগুজারী তাহাদিগের আগামী পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ যেখানে যেমন হয় ১২৩৪ ফসলীর কিম্বা ১২৩৪ আমলীর শেষপর্য্যন্ত বৎসর বৎসর দিতে হইবে ইতি।

৪ প্রকরণ। জিলা গোরক্ষপুর ও আজিমগড় এই ধারার উপরের উক্ত প্রকরণ সকলের লিখিত হুকুমের বহির্ভূত। ঐ ঐ জেলায় পূর্ব্বোক্ত জমীদার ও অন্য অন্য ব্যক্তিরা যে যে মহালের মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিয়াছে ঐ ঐ মহালের বন্দোবস্ত মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা যত্নক্রমে পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণের আরম্ভ করিতে যাবৎ প্রস্তুত না হন তাবৎ তাহারা হাল সালে যে জমা তাহাদিগের দাতব্য তাহার দায়ী হইয়া সন সন ঐ ঐ মহাল দখল করিতে পারিবে, এবং ঐ জমীদারেরাও অন্য অন্য ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে আপনাদিগের পাট্টাদি বহাল রাখনের নিমিত্ত তত্তদ্দেশীয় মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সহিত যে যে কৌলকরার করিয়াছে কি করিবে, সে সকল এই প্রকরণ দ্বারা প্রবল হইবে ইতি।

৫ প্রকরণ। ঐ মত পরগণা পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় মহালাতে পূর্ব্বোক্ত যে জমীদার এবং অন্য অন্য ব্যক্তিরা যে যে মহালের নিমিত্ত যে যে কৌলকরার করিয়াছে যে পর্য্যন্ত তাহারদিগের ঐ ঐ মহালের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইতে না পারে তাবৎ তাহারা উপরের প্রকরণের উক্তমত সন২ সেই সেই মহাল দখল করিতে পারিবে ইতি।

৬ প্রকরণ। এই প্রকরণে ইহাও জানান যাইতেছে এবং সাধারণ নিয়ম স্বরূপ হুকুম করা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত যে, কোন জমীদার কিম্বা অন্য মালগুজার কোন মহালের নিমিত্ত সরকারে যে মালগুজারী দাতব্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সরকারের সহিত কৌলকরার করিয়াছে কিম্বা ইহার পরে করিবে, সেই জমীদার কি অন্য ব্যক্তি যদি ঐ কৌলকরারের মিয়াদ পুরা হইলেপর, মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের বাধা না করণ প্রযুক্ত, সেই মহালের কর্তৃত্ব করিতে থাকে, এবং ঐ কৌলকরারের মিয়াদগত হইলে পর কোন জমী কি

কোন সনের নিমিত্ত ঐ মহালের কৃষিকার্য্য কি কর্তৃত্ব কিম্বা জমার বন্দোবস্ত অথবা রাজস্বের নির্দ্ধার্য্য কি তহসীল করণ বিষয়ে কোন কার্য্য করে কিম্বা করায়, তবে অন্য প্রকারে বিশেষ রূপে উভয় সম্মতি হওন ব্যতিরেকে ঐ পূর্ব্বোক্ত জমিদার কিম্বা অন্য মালগুজার গুজস্তা সনে যে মালগুজারি তাহার দাতব্য ছিল, ঐ সনের নিমিত্ত সেই মালগুজারীর দায়ী হইবে। ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যে বোর্ডের কিম্বা কমিসনর সাহেবের অধীন থাকেন সেই বোর্ডের কি কমিসনর সাহেবের সম্মতি লইয়া কোন বন্দোবস্তের মিয়াদ পুরা হইবার পূর্ব্বে ছয় মাসের অধিক না হয়, এমন কোন সময়ে পূর্ব্বোক্ত জমিদার কিম্বা মালগুজারদিগকে জানাইবার নিমিত্ত হুকুম দিতে পারেন যে, তাহারা আগামী সনের নিমিত্ত আপন২ করা কোলকরার বহাল রাখিতে সম্মত কি না এবং ঐ জমিদারেরা কি অন্য মালগুজারেরা যদি তাহা করিতে আপনাদিগের অসম্মতি তৎক্ষণে না জানায় তবে বোধ করা যাইবে যে, তাহারা হালের জমাতে আপনাদিগের পাট্টাদি বহাল রাখিতে সম্মত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত মত সন সন ঐ মতই যে জমিদার কি অন্য মালগুজারেরা সন২ ভূমি দখল করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাদিগকে যদি সেই কালেক্টর কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ সনের আরম্ভে কি আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ জমা পুনর্ব্বৃদ্ধি পূর্ব্বক মুধরণে আপনার মনস্থ না জানান তবে বিশেষ রূপে অন্য প্রকার হুকুম না হইলে ঐ জমিদার কিম্বা অন্য মালগুজারেরা কোন সনের নিমিত্ত বেশী মালগুজারীর দায়ী হইবে না ইতি।

৩ ধারা। যেং মহাল এক্ষণে ইজারা বিলিতে আছে তাহার বিষয়ে এইং হুকুম করা যাইতেছে যে, হালের পাট্টাদির মিয়াদ গত হইলে শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সিল হইতে যে মিয়াদ নিরূপণ করিবেন, সেই মিয়াদে ঐং মহালের বন্দোবস্ত করা যাইবে, ও যে জমিদারেরা কি অন্য ব্যক্তিরা সেই মহালে সর্ব্ব কালের স্বত্ব রাখে, তাহারা যদি তাহার উপযুক্ত মালগুজারী আদায় করিবার কোলকরার করিতে সম্মত হয়, তবে অন্য লোক অপেক্ষা সেই জন গ্রাহ্য হইবে, ও এ হুকুম করা যাইতেছে যে, ঐ প্রকার মহাল ইজারা দেওয়া গেলে ইজারদারকে যে পাট্টাদি দেওয়া যায় তাহার মিয়াদ ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হইবে না, ও যেং জমিদারী এক্ষণে খাস তহসিলের আছে উপরের লিখিত হুকুম সকল তাহাতেও খাটিবে, ঐ মত ও জমিদার ও ভূমির অন্য অধিকারীরা আপনাদিগের হালের করা কোলকরার বহাল রাখিতে কিম্বা উপযুক্ত

জমার মুচেন কৌলকরার করিতে অসম্মত হইলে মালগুজারী তহশীলের ভারপ্রাপ্ত সাহেবেরা শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সিলের হুকুমমত ১২ বারো বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে সেই ভূমি ইজারা দিতে পারেন কি ঐ পূর্ব্বোক্ত মিয়াদে কিম্বা তদপেক্ষা কম যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয়, এমত মিয়াদের কারণ সেই ভূমি আপনাদিগের কর্তৃত্বাধীন আমিনা দ্বারা খাস তহশীলে রাখিতে পারেন। এ হুকুমও করা যাইতেছে যে, যে কোন রাজা কিম্বা জমিদার কি তালুকদার কিম্বা অন্য ব্যক্তি কোন মহাল কি মহালাংশের কায়েম কৌলকরার করিয়া থাকে, কিম্বা করিবার দরখাস্ত করিয়া থাকে, সেই মহাল সেই জনের কর্তৃত্বে রাখায় কিম্বা তাহা তাহার হাতে সমর্পণ করায় দেশের শান্তির ব্যাঘাত হওনের কিম্বা আর কোন অতিশয় হানি হওনের আশঙ্কা আছে মালগুজারী তহশীলের ভারপ্রাপ্ত সাহেবদিগের ইহা বোধ হইলে, সেই সকল বিষয়ের সংবাদ শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সিলে দিতে হইবে এবং ঐ শ্রীযুক্তের হুজুর কৌন্সিলের হুকুমে উপরের উক্ত মিয়াদ হইতে অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় সেই মিয়াদে ঐ কি ঐ২ মহাল খাস তহশীলে রাখিতে কিম্বা ইজারা দিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৬ ধারা। বিশেষতঃ লোকদিগকে সরকারের মালগুজারী আদায় করিবার জোত জমার করিতে গ্রাহ্য করণে কোন প্রকারে সরকারের অভিপ্রায় নহে যে কাহারো স্বত্বের কি উপস্বত্বের হানি হয়, কিম্বা সদর মালগুজারেরা যে ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিয়াছে সেই ভূমিতে তাহাদিগের যে২ স্বত্ব থাকে সরকারের রাজস্বের পরিমাণের নিরূপণ হওয়াতে ঐ২ স্বত্ব দ্বারা কিম্বা স্বয়ং সরকারের যে স্বত্ব পূর্ব্বে ছিল তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেই স্বত্ব তাহাদিগকে অর্পণ করণ দ্বারা তাহাদের পর যের অধিক লভ্যোদয় হইয়াছে. তদ্ব্যতিরেকে কিম্বা সরকারের রাজস্ব নির্ব্বিঘ্নে পাইবার নিমিত্ত বিশেষ আইন দ্বারা সদর মালগুজারদিগকে প্রজাদিগের জমাজাত ক্রোক করণের কিম্বা ফলক্রমে অন্য প্রকারে তাহাদিগের স্থানে খাজানা উসুল করণের ক্ষমতা দিবার যে প্রয়োজন হইয়াছিল, তদ্ব্যতিরেকে ঐ সদর মালগুজারদিগকে পূর্ব্বের স্বত্ব হইতে কিছু অধিক দেওয়াবার বরং সরকারের অতিশয় বাঞ্ছা এবং সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের অতি কর্ত্তব্য যে, প্রত্যেক জনের যে স্বত্ব ও উপস্বত্ব আইনানুসারে হইয়াছে কি হওনের সম্ভাবনা আছে তাহা তাহাদিগের প্রত্যেকের মঙ্গলে নির্ব্বিঘ্নে রাখে; এই মূল অভিপ্রায়ের অনুসারে এই প্রকারক্রমে জানান যাইতেছে ও হুকুম করা যাইতেছে যে মফঃসলের পাট্টাদির নিয়ম বান্ধিবার কারণে যে হুকুম করা গিয়াছে তাহার মধ্যে

কিম্বা হাল বন্দোবস্তের নিয়ম সকল মধ্যে কোন কথার অভিপ্রায় এমত নয় যে, তাহাতে সদর মালগুজারদের ও তাহাদের প্রজাদের পরস্পর ন্যায্য অধিকারের বিবেচনার ও নিষ্পত্তি করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবের ঐ কর্ম্ম করণের ব্যাঘাত হয়, ও ঐ বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি কিম্বা হুকুম হওন হেতু জমার মাফ কি কমি পাওনের কোন দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না; কিন্তু কোন জমিদার কিম্বা মালগুজার যে মহালে অধিকার রাখে কি তাহা দখল করে, সে তাহাতে যে মুনাফা পাইত ঐ নিষ্পত্তিতে কি হুকুমে যদি তাহার অনেক ক্ষতি হয়, তবে সেই জমিদার কি মালগুজার সেই মহালের কৌলকরার আলীতে পারে, এবং তাহা হইলে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা সেই মহালের নূতন বন্দোবস্ত করিবেন ইতি।

৫ ধারা। প্রথম প্রকরণ। যে জমিদারেরা কি মালগুজারেরা আপনাদের অধিকার ভুক্ত কিম্বা দাওয়া করা মহালের কর্তৃত্ব হইতে বেদখল হইয়া থাকে, মালিকানা কিম্বা নানকার রূপে তাহাদের ঐ মহালের বাবৎ যে প্রাপ্তির বিষয়ে চলিত আইনে যে হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা, এই প্রকরণ দ্বারা রদ হইল ইতি।

দ্বিতীয় প্রকরণ। ইজারায় কি খাস তহসীলে থাকা ভূমির অধিকারীরা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা কিম্বা তাঁহাদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব লোকেরা যে মত নিরূপণ করেন, সেই মত মালিকানা চলিত আইনে তাহার প্রতিবন্ধক কোন কথা লেখা থাকিলেও পাইবে, ও যে কোন জমিদারির জমা অনেক অংশি সাধারণ ক্রমে আদায় করে, সে অংশিরা সম্মিলিত দখিলকার রূপে কিম্বা আর কোন রূপেইবা সেই ভূমি ভোগ করুক, তাহাদের পরস্পর অংশানুসারে ঐ মালিকানার অংশ করিয়া দেওয়া যাইবে, এবং ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কোন মহালের অধিকারিকে কিম্বা অধিকারিদিগকে যে মালিকানা দেওয়া যায় তাহা ঐ মহালে শুদ্ধ উৎপন্ন যত সরকারে পাওয়া যায়, তাহার উপর শতকরা পাঁচ টাকার কম* ও শ্রীযুত গবর্নর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুম ব্যতিরেকে দশ টাকার বেশী হইবে না, এবং এ হুকুম ও করা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত অধিকারিরা এ সরকার ভিন্ন অন্য সরকার হইতে যে নানকার পাইয়াছিল, কিম্বা তাহাদিগের অধিকারিত্ব প্রযুক্ত আর যে কিছু পাইয়াছিল, তাহার বদলে যদি কোন ভূমির উপস্বত্ব কিম্বা উৎপন্ন পাইতে থাকে, তবে এই প্রকরণানুসারে তাহারা যে মালিকানা পাইবে, তাহা হইতে ঐ উপস্বত্ব ইত্যাদি বাদ দেওয়া

* মালিকানা ১২ বৎসরের মধ্যে দাবি না করিলে তমাদি হইয়া যাইবে।
১৮৭১। ৯ আইন। দ্বিতীয় তালিকা। ১৩২ ধারা।

যাইবে, ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, কোন মহাল সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারা বিলিতে থাকন সময়ে যে জমিদারেরা সেই মহালের মধ্যগত আপনাদের ভূমি আপনাদের ভোগদখলে রাখে অর্থাৎ যে জমিদারেরা আপনাদের ভূমির কৃষিকার্য্য করে কি পাট্টাদি দ্বারা অন্যকে জোত করিতে দেয় এবং সরকারের ইজারদারের কি কার্য্যকারকের নিকট রাজস্ব দাখিল করে, তাহাদের প্রতি এই প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবে না; এবং সরকারের বিশেষ হুকুম না হইলে যে কোন মালগুজার কিম্বা জমিদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কি দখিলকার ঐ ইজারা দেওয়া কিম্বা খাসতহসীলে রাখা ভূমির প্রজাদের নিকট হইতে নিজে কিম্বা অন্য দ্বারা কিছু পায় তাহাদের প্রতি ও খাটিবে না; ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, যে মালগুজারেরা যে জমিদারির মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার পূর্ব্বে করিয়াছিল, তাহাদের নাম পূর্ব্ব বন্দোবস্তের বহীতে জমিদার কি তালুকদার ইত্যাদি রূপে লেখা গিয়া থাকিলেও, যদি ঐ ভূমির প্রকৃত অধিকারী না হয়, কিম্বা ঐ ভূমির কেবল এক অংশের অধিকারী হয়, তবে জমিদারির জমার উপর, উপরের উক্ত প্রাপ্তির অঙ্ক পাইবে না; কিন্তু, তাহারা যে ভূমিতে প্রকৃত স্বত্বাধিকার রাখিয়াও তাহা আপনাদের দখলে রাখে না, তাহার কারণ যে মালিকানা পাইতে পারে, তাহার সহিত তাহাদের ঐ জমিদারির কর্ত্তৃত্বপদের বদলে সরকার যাহা দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন, তাহা পাইবে; এবং যে ভূমিতে যে কোন সদর মালগুজারের স্বত্বাধিকারিত্ব, সেই ভূমির দখিলকারেরা স্বীকার করে না, সেই মালগুজার যে পর্য্যন্ত কোন আদালতে জাবেতামতে নালিশ করণ দ্বারা কিম্বা বোর্ডের সম্মতি যাহাতে হয়, এমত অন্য প্রকারে, আপনার তাহাতে স্বত্বাধিকার রাখনের প্রমাণ না দেয়, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহাকে কোন মালিকানা দেওয়া যাইবে না, কিন্তু, এমত হইলে ঐ মালগুজারের তৎকালের ভরণপোষণার্থ বোর্ডের সাহেবদের লিখন ক্রমে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল হইতে তদর্থে যাহা দেওয়া উপযুক্ত বুঝিয়া হুকুম দেন, এমত ভরণপোষণ তাহাকে দিতে হইবে ইতি।

তৃতীয় প্রকরণ। ইহাও জানান যাইতেছে যে, যদি কোন জমিদার কি সদর মালগুজার কালেক্টর সাহেবের কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবের নিকট হইতে সেই জমিদার কি সদর মালগুজার যত জমা দিতে সম্মত হয়, তাহা জানাইবার নিমিত্ত হুকুম পাইয়া তাহা জানাইয়া থাকে, তবে সেই জমিদার কিম্বা সদর মালগুজার জমা যত দিতে আপন সম্মতি জানায়, সেই জমার উপর মালিকানা পাইবে, ও শেষে সরকারে যে জমার নির্দ্ধার্য্য হয়, তাহার উপর পাইবে

না, ও তাহার সম্মত জমায় বন্দোবস্ত হইলে, মালগুজারী তহসীলের ভারপ্রাপ্ত সাহেবেরা ঐ মোট জমার উপর কিম্বা ঐ জমিদার কি সদর মালগুজার সেই জমিদারিতে যে স্বত্বাধিকার রাখে, তাহার পরিমাণানুসারে ঐ জমার কোন অংশের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার অধিক না হয়, এমত পরিমাণে ঐ মালিকানার হিসাব করিতে পারিবেন; ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, যদি কোন জমিদার কি সদর মালগুজার পূর্ব্বোক্তমতে আপন সম্মতি জানাইতে কসুর করে, তবে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন সাহেব যে সনে তাহা জানাইবার হুকুম দিয়া থাকেন, তাহার পূর্ব্ব সনে সরকার ঐ মহাল হইতে শুদ্ধ রাজস্ব যত পাইয়া থাকেন, তাহার সংখ্যার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার কম ও ১০ দশ টাকার বেশী না হয়, এমত পরিমাণে তাহার মালিকানার হিসাব করা যাইবে ইতি।

৩ ধারা। ১ প্রকরণ। এই আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে ভূমির জমার বিষয়ে হালের করা কৌলকরার বহাল রাখা গেলে, বোর্ড কমিশনর সাহেব লোকের সম্মতিতে কালেক্টর সাহেবেরা হালের পাট্টাদি বহাল রাখা গেলেও, তাহার মিয়াদ মধ্যে কোন সময়ে সেই ভূমির বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণের আরম্ভ করিতে পারিবেন, এবং সেই ভূমির পরিমাণ ও তাহার উৎপন্ন এবং তাহার যে জমা তলব করা ওয়াজিবী, তাহার পরিমাণ নিশ্চয় ও নিরূপণ করণের নিমিত্ত এবং সেই ভূমির কৃষিকারকবর্গের অধিকার ও স্বত্ব ও উপস্বত্ব ও বিষয় জানিতে পাইবার ও তাহা বহীতে লিখিবার নিমিত্ত যে যে কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহা করিতে পারিবেন; এবং তাহাদের যে ক্ষমতাও হুকুমৎ এক্ষণে আছে, কিম্বা ইহার পরে হইবে, যে জমিদারদিগের নির্দ্ধারিত জমা পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণের যোগ্য, তাহাদিগের ঐ জমার বন্দোবস্ত ঐ ক্ষমতা ও হুকুমৎ দ্বারা করিতে পারিবেন ইতি।

২ প্রকরণ। গ্রামে গ্রামে ও মহালের ঐ বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরা যাইবে, এবং শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে বোর্ডের সাহেবেরা যত মহালের বন্দোবস্ত শুধরণের হুকুম করেন, প্রতি বৎসর তত মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরা যাইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। এই আইনের ২ ধারার হুকুমানুসারে কোন ভূমির মালগুজারী আদায়ের বিষয়ে, হালের করা কৌলকরার যে মিয়াদ পর্য্যন্ত বহাল রাখা যায়, তাহার বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরা যাইবে, সেই মিয়াদ পূরা না হওন পর্য্যন্ত সরকারের তলবী জমার কিছু কমীবেশী হইবে না, কিন্তু শেষ বার যে বন্দোবস্ত করা যায়, তাহার রোবকারী কিম্বা বহীতে বিশেষ করিয়া সেই গ্রাম কিম্বা ভূমি

লেখা থাকে, কৌশকরায়ে তাহা ব্যতিরেকে আর কিছু লেখা যায় নাই, ইহা জ্ঞান করিতে হইবে, এবং কোন মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণে যদি ইহা জানা যায় যে, সেই মহালের বন্দোবস্ত কালে স্পষ্ট কোন ভ্রান্তি হইয়াছে, কি কোন ভূমি ছাপান রহিয়াছে, তবে বোর্ডের সাহেবদের হুকুমের অধীনতায় কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা থাকিবে যে, ঐ কালেক্টর সাহেব যে মতে যে ক্ষমতাক্রমে বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের জমার নির্দ্ধার্য্য করেন, সেই মতে ও সেই ক্ষমতাক্রমে মালগুজারী তহসীলের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবদের অগোচর রাখা ঐ ভূমির আলাহিদা জমা মোকবর করেন। ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, এই ধারার কিম্বা ইহার পূর্ব্বের কোন ধারার কোন কথার অভিপ্রায় এমত নয় যে, মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবরা বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের জমার বিবেচনা ও নিরূপণ করণ সময়ে যে হুকুম দিতে ও তাহার মত কার্য্য করাইতে ক্ষমতা রাখেন, হাল বন্দোবস্ত যে মিয়াদ পর্য্যন্ত বহাল রাখা যায়, সেই মিয়াদ পর্য্যন্ত কোন মহাল সম্বন্ধীয় কোন লোকের কিম্বা লোকবর্গের তাহাতে রাখা কোন অধিকার কি স্বত্ববিষয়ে তাঁহাদিগের সেইমত হুকুম দেওন ও তাহার মত কার্য্য করাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবে ইতি।

৪ প্রকরণ। ঐ মত জয়করা দেশ সকলে ও জেলা বুন্দেলখণ্ডে কালেক্টর সাহেবদের ক্ষমতা আছে যে, তাঁহারা হালের পাট্টার মিয়াদ গত না হইতে এই ধারার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকরণ সকলের হুকুমানুসারে ঐ সকল দেশের ও জেলার বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণ আরম্ভ করিতে পারেন ইতি।

৭ ধারা। ১ প্রকরণ। দত্ত দেশের কি জেলা কটকের কোন কালেক্টর সাহেব উপরের ধারার হুকুমানুসারে কোন মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণ সমাপ্ত করিয়া, বোর্ড কমিশনর সাহেবদের ও সরকারের হুকুমের অধীনতায় ঐ ভূমির অধিকারিরা তাহার উপযুক্ত রাজস্ব দিতে স্বীকার করিলে, ঐ অধিকারিদিগকে শ্রীযুত গবরনর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল হইতে ফসলী কি আমলী ১২৩৩ সালের পর, যে অধিক মিয়াদের হুকুম দেন, সেই মিয়াদে নূতন পাট্টা দিতে পারিবেন ইতি

২ প্রকরণ। ফসলী ১২৩৩ সালের পরে যে সাল* পর্য্যন্ত উপরের উক্ত নূতন পাট্টাদির মিয়াদ হইবে, সেই মিয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারের রাজস্ব উত্তর কালে বেশী হওনের বিশেষ ভার গতিক থাকন ব্যতিরেকে, বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণ সময়ে ভূমির এখনকার উৎপন্ন ও ঐ ভূমিতে উৎপন্ন যত হইতে পারে ইহার নিরূপণানুসারে জমার নির্দ্ধার্য্য করা যাইবে, ও ইহাও জানান যাইতেছে যে,

* ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২ ধারা দেখ।

যদি ইহা স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, যে জমিদারেরা এবং অন্য ব্যক্তিরা সরকারের জমার পরিমাণ নিরূপণ হওন যে মুনাফা ঠাহবে, তাহার ভাগী হওনের যোগ্য সেই জমিদারদের ঐ মুনাফা হালের জমার পাঁচ অংশের এক অংশ হইতে অধিক হইবে, তবে যে জমার নির্দ্ধার্য্য করা যাইবে, তাহা হালের জমার অধিক হইবে না: এবং জমা বেশী তলব করিতে হইলে, সেই জমার নিরূপণ এই মতে করা যাইবে যে, জমিদার এবং অন্য ব্যক্তিদের যে জনের নিজের কি অন্যের বাবৎ যত জমা সরকারে দাতব্য হয়, তাহার সংখ্যার উপর শতকরা ২০ কুড়ি টাকা করিয়া তাহারা মুনাফা পাইতে পাবে, ও অতি স্পষ্টরূপে অত্যাবশ্যক জানানা গেলে, হালের জমার কিছু কমীকরা যাইবে না ইতি।

৩ প্রকরণ। পুনর্দ্দৃষ্টি পূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরাতে যেং পাট্টা দেওয়া যায় সেইং পাট্টা তাহাতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বন্দোবস্তের রোবকারীতে বিশেষ করিয়া যেং ভূমি লেখা থাকে, তাহার নিমিত্ত যে জমা দিতে হইবে, মিয়াদ পাট্টার পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত মালগুজারদিগকে বন্দোবস্তের সময়ে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা ভ্রান্তি শুধরা যাইবায় যাহা হইতে পাবে তাহা ব্যতিরেকে, ঐ জমা অপেক্ষা বেশী দেওন হইতে বাচায়, অতএব যে জমিদারেরা এবং অন্য ব্যক্তিরা মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করে, তাহারা যেং মহালের বাবত কৌলকরার করে সেই সেইং মহালের বকেয়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ ও যথার্থ সম্বাদ তাহাদিগের দিতে হইবে ইতি।

৪ প্রকরণ। ঐ মত জমা করা দেশে এবং জেলা বুন্দেলখণ্ডে উপরের প্রকরণে দত্ত দেশের বিষয়ে যে নিষেধও হুকুম ও নিয়ম লেখা গিয়াছে, তাহা রক্ষা করিয়া কালেক্টর সাহেবেরা হাল বন্দোবস্তের মিয়াদ ভিন্ন, অন্য কএক বৎসর মিয়াদে নূতন পাট্টা দিতে পারিবেন ইতি।

৫ প্রকরণ। যে কোন জমিদারের কি অন্য সদর মালগুজারের জমিদারির বন্দোবস্ত উপরের লিখিত হুকুমানুসারে পুনর্দ্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরা যায়, যদি সেই জমিদার কি সদর মালগুজার হালের পাট্টাদির মিয়াদের অতিরিক্ত অন্য মিয়াদের নিমিত্ত মালগুজারী আদায় করিবার উপযুক্ত কৌলকরার করিতে সম্মত না হয়, কিম্বা ঐ পুনর্দ্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের পর যদি মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা আর কোন ভাব ও গতিক প্রযুক্ত উপযুক্ত বুঝেন যে, হালের পাট্টাদির মিয়াদ পুরানা হওন পর্য্যন্ত কোন মহালের মালগুজারী আদায় করণের নিমিত্ত নূতন পাট্টা ইত্যাদি দেওনের বিলম্ব করা উচিত, তবে তাঁহারা তাহা করিতে পারিবেন; এবং তাহা হইলে যেং মহালের বন্দোবস্তের মিয়াদ হাল সালে পূরা হইবে, সেইং

মিয়াদ বিষয়ে এই আইনের ৩ ধারায় যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে সেই সকল হুকুম ঐ ঐ পাট্টাদির মিয়াদ পূরা হইলে ঐ ঐ মহালে খাটিবে ইতি।

৩ প্রকরণ। জেলা গোরক্ষপুরের ও চাকলা আজিমগড়ের ও পরগণা পটাস-পুরের ও তৎসম্পর্কীয় মহালাতের মধ্যে যে সকল মহাল আছে সেই সকল মহালের নূতন বন্দোবস্ত করণ সময় ক্রমেং উপস্থিত হইলে, কিম্বা তাহা করা উপযুক্ত ইহা জানান গেলে, ঐ ঐ হুকুম ঐ সকল মহালে খাটিবে ইতি।

৮ ধারা। কোন মহালের মধ্যগত কিম্বা নিকটবর্ত্তী গয়রআবাদী ভূমি যদি এমত অতিবিস্তার থাকে যে, তাহাতে পশুচারণ কিম্বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্ম্মের নিমিত্ত যত ভূমির প্রয়োজন হয়, তদপেক্ষা তাহা অতিশয় অতিরিক্ত, তবে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা সেই ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে যাহারা সম্মত হয়, তাহাদিগকে সর্ব্বকালের নিমিত্ত কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল হইতে যে মিয়াদের হুকুম দেন, সেই মিয়াদে ঐ ভূমির পাট্টাদিতে পারেন, এবং ঐ মত পাট্টা দেওয়া ঐ ভূমির স্বত্বাধিকার রাখনের প্রমাণ, যে জমিদার কি অন্য ব্যক্তিরা দিতে পারে, তাহারা ঐ গয়র আবাদী ভূমিতে যে সকল দাওয়া করে, তাহার বদলেও প্রতিবন্ধকতার নিমিত্ত এবং সেই দেশের দস্তুরমত তাহারা ঐ ভূমিতে যে স্বত্ব কি উপস্বত্বের অধিকারী বোধ হয়, তাহার পরিবর্ত্তে ঐ ভূমির পাট্টাদার লোকদের সরকারের রাজস্ব যত দাতব্য হয়, তাহার উপর শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া পাইবে ইতি।

৯ ধারা * ১ প্রকরণ। কালেক্টর সাহেবদের ও তাহাদের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে, ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত-করণ কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণ সময়ে, সেই ভূমির নিরূপণ এবং সেই ভূমির পরিমাণ ও উৎপন্ন অনুসন্ধানের সহিত কৃষিকারকবর্গের অর্থাৎ যে সকল লোকেরা ভূমিতে কি ভূমির উৎপন্নে কোন প্রকারে সম্পর্ক রাখে, তাহাদিগের পাট্টাদির এবং অধিকারের ও স্বত্বের ও উপস্বত্বের ও লভ্যের প্রকারের বেওরা যত জানা যাইতে পারে, তাহা নিশ্চয় করিয়া তাহা বহিতে লিখেন; অতএব ঐ সাহেবদের রোবকারীর বহিতে ভূমির পাট্টাদির প্রকার সম্পর্কীয় সেইং স্থানে যেং রীতি ও ব্যবহার থাকে তাহা, এবং যাহারা ভূমিতে ভোগদখল ও স্বত্ব রাখে, কিম্বা সেই ভূমিতে কি তাহার খাজানায় মৌকরী কিম্বা হস্তান্তর করণ যোগ্য অধিকার রাখে, সেই সকল লোকের নাম যথাসাধ্য বিশেষ রূপে লিখিতে হইবে, এবং তাহাতে ভোগদখল এবং স্বত্বের ভিন্নং প্রকার প্রভেদ

* ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ২ ধারা ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৩ ধারা দেখ॥

করিতে এবং এক ভূমিতে অনেক লোকের ভিন্ন২ প্রকার কি পরিমাণ স্বত্ব থাকিলে, বিশেষরূপে সেই২ স্বত্বের প্রকারের যাথার্থ্য এবং পরিমাণ প্রভেদ যত্ন পূর্ব্বক লিখিতে হইবে, ও পটীদারী কিম্বা ভাইয়াচার ইত্যাদি গ্রাম হইলে, ঐ বহীতে তাহার অংশী সকলের নাম বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। কেবল পটী ও থোক ও বহরী ইত্যাদি অংশের প্রধান অংশির নাম নয়; বরং যথাদায় প্রত্যেকে যত জন ভূমি দখল করে, ও তাহার উৎপন্ন বিক্রয়াদি করে, কিম্বা তাহার অধিকারীর মত কি সেই ভূমিতে যে এক কিম্বা অনেক জন অধিকার রাখে, ও তাহার উৎপন্ন বিক্রয়াদি করে, কি সাধারণরূপে তাহার খাজানা লয়, তাহাদের মোক্তাবের মত ভূমি দখল ও তাহার উৎপন্ন বিক্রয়াদি করে, তাহাদের নাম বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে; এবং সেই অংশাংশিতে লাভের সাধারণ মূল যদি থাকে তবে, সেই লাভের অংশকরণ নিমিত্ত ঐ অংশিরা যে দাভাস্থির করিয়াছে, তাহারা বেওরা এবং সরকারের জমার ও গ্রামসরঞ্জামীর মধ্যে প্রত্যেক অংশির যত করিয়া দিতে হইবে তাহার নিরূপণের বেওরা, এবং যে অংশী সরকারের সহিত কৌলকরার করিয়া থাকে, সেই অংশী কিম্বা মধ্যবর্ত্তী পটীদারেরা ও বহরী দারেরা কৃষি কারকদের স্থান হইতে যেরূপে খাজানা তহসীল করে, তাহার বেওরা বিশেষ করিয়া ঐ বহীতে লিখিতে হইবে; এবং যে কৃষকেরা তথায় বাস করে ও ভূমিতে হস্তান্তর করণ যোগ্য স্বত্ব রাখে, তাহারা ঐ ভূমিতে দখলকরণের মৌরসী অধিকার রাখে বা না রাখে প্রত্যেক প্রকার ভূমির এবং প্রত্যেক প্রকার উৎপন্ন ভূমির ফী বিঘায় যত করিয়া খাজানা দেয়, তাহা এবং কনকুত ও বাঁটা ইত্যাদি কৌলকরার দ্বারা যে ভূমির কৃষিকার্য্য করাযায়, তাহার সদর মালগুজার কি অন্য অধ্যক্ষ এবং কৃষকেরা পরস্পর যে২ অংশ পায়, তাহা এবং মালগুজার কি গ্রামের অধ্যক্ষ কিম্বা আর কেহ প্রজা দেয় স্থানে আবওয়াব বলিয়া বৎসর২ যাহা তহসীল করে, কিম্বা আর কিছু বলিয়া কখন যে উপরাক্ত টাকা লয়, বিশেষ করিয়া তাহাও ঐ বহীতে লিখিতে হইবে; এবং গ্রামের পাটওয়ারীদের ও চৌকিদার লোকের নাম এবং তাহারা যে মাহিয়ানা পায়, তাহার সংখ্যা এবং প্রকার ও তাহাতে লিখিতে হইবে; এবং সমস্ত লাখেরাজ ভূমির এবং তাহার সনন্দাদির প্রকারের বেওরা সাবধান পূর্ব্বক ঐ বহীতে লিখিতে হইবে; ও ঐ২ সকল বিষয়ে যে সকল বেওরা পাওয়া যায়, তাহা এই মত বিলি করিয়া বহীতে লেখা যাইবে, যে তাহার মধ্যে কোন কথা কোন আদালতের সাহেবের দেখিবার আবশ্যক হইলে

তাহা দেখিবা মাত্র পাইতে পারেন, কেননা এমত বোধ হইতেছে এবং প্রকাশ করা যাইতেছে যে, ইহার পর জমিদারেরা প্রজাদের স্থানে যাহা তহসীল করিবে, তাহার বিষয়ে উপস্থিত হওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা যাইবে, সেই সেই নিষ্পত্তি খাজানার যে সংখ্যা এবং তাহা আদায় করণ যে প্রকার বন্দোবস্তের সময়ে স্থির ও নিশ্চয় করা গিয়াছে এবং কালেক্টর সাহেবের রোবকারিতে লেখাগিয়াছে, সেই সংখ্যা ও প্রকার যে পর্য্যন্ত পরস্পর সম্মতিক্রমে কিম্বা জাবেতা মতে নালিশ করণে পূর্ব বিবেচনা হওন দ্বারা মতান্তর করা না যায়, সেই পর্য্যন্ত তদনুসারে হইবে, এবং যে সমস্ত আবওয়াব কিম্বা উপরাক্ত লওয়ার কথা সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্য করণ সময়ে কহা না গিয়াছে, এবং সরকারের হুকুমে তাহা সম্মত না হইয়াছে, এবং হিসাবের মধ্যে না আসিয়াছে তাহা এক্ষণে কিম্বা ইহার পরে বিশেষ রূপে সরকারের হুকুম সম্মত হওন ব্যতিরেকে লওয়া, সরকারের আইন ও হুকুমের বিরুদ্ধ বোধ করিতে হইবে ইতি।

২ প্রকরণ। ইহাও জানান যাইতেছে যে, কালেক্টর সাহেবেরা এবং পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা বোর্ড কমিসনর সাহেব লোকের হুকুমের অধীনতায় মফঃসলী জমিদারেরা ও প্রজারা এবং ভূমির অন্য অধিকারিরা কি দখিলকারেরা যে ভূমিতে অধিকার রাখে, কি তাহা দখল করে, সেই ভূমির নিমিত্ত তাহাদিগের যত মালগুজারী দিতে হইবে, তাহার সংখ্যা এবং ভূমি দখল করণে যেং নিয়ম থাকে তাহা সমস্ত বেওরা করিয়া লিখিয়া ঐ মফঃসলী জমিদার ও প্রজালোককে কিম্বা ভূমির অন্য অধিকারী দিগকে কিম্বা দখিলকার লোককে ঐ ভূমির পাট্টা দিতে পারিবেন, এবং এই প্রকারে দেওয়া সমস্ত পাট্টার প্রসঙ্গ কালেক্টরীর বন্দোবস্তের রোবকারীর মধ্যে লেখাইবেন ইতি।

৩ প্রকরণ। ইহাও জানান যাইতেছে যে, কোন জেলায় এক সময়ে অনেক পাট্টার মিয়াদ পুরা হওন প্রযুক্ত, কি আর কোন বিশেষ কারণ প্রযুক্ত, সরকারের রাজস্বের হানি না হওন নিমিত্ত উপরে বিশেষ করিয়া যে সকল বিষয় লেখা গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা পুরা নাহইতে কোন জমিদার কি মালগুজার কিম্বা ইজারদারের স্থানে কৌলকরার লওনের প্রয়োজন যদি হয়, তবে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা পূর্ব্বের চলিত রীতিমতে কৌলকরার লেখাইয়া লইবার হুকুম দিয়া শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ঐ বিষয়ের সম্বাদ দিবেন, কিন্তু এই মতে যে কৌলকরার লেখাইয়া লওয়া যায়, তাহার মিয়াদ পাঁচ সনের অধিক

হইবে না এবং এই আইনের ২ ধারার হুকুমানুসারে যেং মহালের পাট্টাদি অন্য মিয়াদ পর্য্যন্ত বহাল রাখা গিয়াছে, সেই সেই মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণ বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে, ঐ সকল হুকুম যে যে মহালের নিমিত্ত ঐ কৌলকরার লেখাইয়া লওয়া যাইবে, সেই সেই মহালেও সেই মতে খাটিবে ইতি।

১০ ধারা। ১ প্রকরণ। যদি কোন মহালেকি তাহার উৎপন্ন কি খাজানার অনেক জনের মৌরসী ও হস্তান্তরকরণযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বত্ব থাকে, ও তদ্দ্বারা যে লাভ হয়, তাহাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়, তবে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ঐ সকল অধিকারিদের মধ্যে যে জন সরকারের মালগুজারী আদায়ের কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্ত মঞ্জুর হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে ও হুকুম দিতে পারিবেন; ও ইহা হইলে অবশিষ্ট অধিকারিদের স্বত্ব রক্ষা হওনের নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় করিতে হইবে; ও এই আইনে ইহাও জানান যাইতেছে এবং হুকুম করা যাইতেছে যে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কোন মহালের ইস্তমরারী কিম্বা মিয়াদী বন্দোবস্ত মঞ্জুর করণ সময়ে, সেই মহালের ভূমিতে কিম্বা সেই মহালের ভূমির খাজানা কিম্বা উৎপন্নে ভিন্ন২ যে লোকেরা স্বত্ব রাখে, সরকারের রাজস্বের পরিমাণ নিরূপণে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে, কি মুনাফা ঠাহরে, তাহা তাহাদের মধ্যে যে যে প্রকারেও যে যে পরিমাণে বিভাগ করা যাইবে, তাহারও নির্ণয় করিতে ও হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

২ প্রকরণ। যে কোন মহাল এক কিম্বা তাহাহইতে অধিক সদর মালগুজারদের তালুক কি জমিদারী ইত্যাদিরূপে এপর্য্যন্ত জানা যাইতেছে, সেই মহালের মধ্যে কোন ভূমিতে সদর মালগুজার কি মালগুজারদের তাবে অন্য কোন জনেরা অধিকার কি ভোগদখল রাখিলে, ও তাহাতে মৌরসী এবং হস্তান্তরকরণযোগ্য স্বত্ব কিম্বা নিরূপিত খাজানা কি নিরূপিত মূল দাঁড়ানুসারে যে খাজানা নিরূপণ হইতে পারে, তাহা দিয়া দখলকরণের মৌরসী অধিকার রাখিলে, সরকারের মালগুজারী জমিদার কিম্বা তালুকদার অথবা মৌরসী অন্য কোন মধ্যবর্ত্তী মালগুজারের স্থানে তহসীল করা যাউক, কি সেই মহাল ইজারা দেওয়া গিয়া থাকুক, অথবা খাসতহসীলে বা থাকুক, যদি ঐ সদর মালগুজারের সরকারের মালগুজারী আদায় করণ নিমিত্ত কৌলকরার লিখিয়া দিবার অধিকার সাব্যস্ত রাখা যায়, এবং সামান্যতঃ সরকারের ও

ভূমির অধিকারিদের কিম্বা মৌরসী দখিলকারদের মধ্যবর্ত্তী মালগুজারের পাট্টাদি বহাল রাখা যায় তবে, যে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারকসাহেব ঐ মহালের উপর যে জমা নির্দ্ধার্য্য করা যাইবে তাহা নির্দ্ধার্য্য করণের ভার রাখেন, সেই সাহেব প্রথমতঃ বোর্ডের সাহেবদের হুকুম লইয়া এবং পূর্ব্বোক্ত ভূম্যধিকারিরা কি দখিলকারেরা যে যে ভূমি দখল করে তাহাদের প্রত্যেক অধিকারী কি দখিলকারের সহিত ঐ বোর্ডের সাহেবদের হুকুম ও অনুমতির তাবে থাকিয়া, সেই সেই ভূমির মফঃস্বল বন্দোবস্ত করিতে এবং ঐ ভূম্যধিকারিরা কি দখিলকারেরা যে যে নিয়মক্রমে ভূমি ভোগদখল করিবে, ঐ দখল সদর মালগুজারের তাবে কিম্বা সরকারের খাস তহসীলের ইজারদার কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারকের তাবে থাকিয়াই বা করুক, সেই সেই নিয়মের বেওরা লিখিয়া ঐ ভূম্যধিকারী কি দখিলকারদিগকে পাট্টা দিতে পারিবেন; এবং তাহা হইলে যদি ঐ মধ্যবর্ত্তী মৌরসী মাল গুজারের স্থানে ঐ মহালের বাবৎ সরকারের মালগুজারী আদায় করণের কৌলকরার লিখিয়া লওয়া যায়, তবে ঐ মফঃসল বন্দোবস্ত বোর্ডের সাহেবদের সম্মত হইলে তাহার বেওরা সদর মালগুজারকে যে পাট্টাদি দেওয়া যাইবে, তাহার পৃষ্ঠে লেখা যাইবে, কিম্বা তাহার স্থানে যে কৌলকরার লিখিয়া দেওয়া যাইবে, তাহার বেওরার শামিলে ঐ বেওরা লেখা যাইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। দুইজন কিম্বা তাহা হইতে অধিক জন কোন গ্রামে কি মহালে কি ভূমির অন্য কিসমতে কিম্বা কোন গ্রাম কি মহাল কি ভূমির খাজনা কি উৎপন্নে কিম্বা ঐ গ্রাম কি মহাল কি ভূমির কি খাজানার কি উৎপন্নের কোন অংশে সাধারণ স্বত্বাধিকার রাখিলে ঐ জনদের স্বত্ব পরিমাণে সমান হউক বা না হউক, তাহার প্রকার এক হইলে এবং আবহমানের রীতিমত যে জনদের অবশ্য কর্ত্তব্য বর্ত্তমান কিম্বা ঘটনীয় কার্য্য সাধারণ হয়, তাহারা কোন মহাল কি গ্রাম কি ভূমি কি উৎপন্ন কি খাজানায় ঐ স্বত্বাধিকার পৃথকরূপে রাখিলে, কালেক্টরসাহেব কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব, বোর্ডেরসাহেবদের ও শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুম ও অনুমতির অধীনতায় ঐ সমস্ত লোকের সহিত কিম্বা তাহাদের মধ্যের অধিক জনের সহিত, অথবা ঐ জনদের কি তাহাদের মধ্যের অধিক জনের মোকরর করা মোক্তারের সহিত এজমালী বন্দোবস্ত করিতে পারেন, কিম্বা অংশিসকলের মত লইয়া ও ঐ মহালের মধ্যগত গ্রাম কি গ্রাম সকলের আবহ মানের রীতি রক্ষা করিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন কি তাহাহইতে

অধিক জনকে সদর মালগুজারের মত ঐ মহালের কর্ত্তৃত্ব করিতে স্বীকার করণ নিমিত্ত পসন্দ করিতে পাবেন ইতি।

৪ প্রকরণ। কোন গ্রাম কি মহাল কি ভূমির অন্য কিস্‌মতের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বোক্ত মত সাধারণরূপে স্বত্বাধিকার রাখে, তাহাদের সহিত ঐ গ্রাম কি মহাল কি কিস্‌মতের নিমিত্ত এজমালী বন্দোবস্ত করা স্থির হইলে, কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেব ঐ বন্দোবস্ত করিতে ভার প্রাপ্ত হন, সেই সাহেব, ঐ গ্রাম কি মহাল কি কিস্‌মতের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে আপনার মনস্থের কথা লিখিত এক ইস্তাহার লটকাইয়া তাহা প্রচার করিবেন, এবং পূর্ব্বোক্ত মত যে যে লোক ঐ মহাল ইত্যাদিতে স্বত্বাধিকার রাখে, তাহাদিগকে হুকুম দিবেন যে, উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে নিরূপিত স্থানে ও কালে তাহারা স্বয়ং কিম্বা তাহাদের উপযুক্তরূপে মোকরর করা মোক্তার হাজির হইয়া ঐ গ্রাম কি ভূমির উপর যে জমা নির্দ্ধার্য্য করণের কথা হয়, সেই জমা তাহারা স্বীকার করে কি না করে ইহা জানায় ইতি।

৫ প্রকরণ। উপরের লিখন মত তলব হওয়া জনদের মধ্যে কোন জন কি কি জনেরা যদি স্বয়ং কি মোক্তার দ্বারা হাজির হইতে অস্বীকার কিম্বা গাফিলী কি কসুর করে তবে, যে জনেরা হাজির হয়, তাহারা কি তাহাদের মধ্যে অধিক জনেরা ঐ জমা স্বীকার কি অস্বীকার করা ইহার যাহা নিশ্চয় করে, তাহাতে ঐ গরহাজির থাকা জনদের স্বীকার কি অস্বীকার বোধ করা যাইবে, এবং বিশেষ রূপে অন্য প্রকার হুকুম না হইলে তাহার কিম্বা তাহাদের স্বত্ব ও ভূমি সরকারের রাজস্বের দায়ী হইবে, এবং ঐ বন্দোবস্তের নির্দ্ধারিত মালগুজারীর কিছু বাকী পড়িলে তাহা আদায় নিমিত্ত নীলাম করণের যোগ্য হইবে।

৬ প্রকরণ। যদি অংশিদের মধ্যে কোন জন কি জনেরা হাজির হইয়া যে জমা নির্দ্ধার্য্য করণের কথা হয়, তাহা স্বীকার না করে, তবে হাজির থাকা অন্য অংশিদের সহিত বন্দোবস্ত করা গেলে, ঐ অস্বীকার করা অংশিরা ঐ মহাল সরকারের ইজারা বিলিতে কি খাসতহশীলে থাকিলে তাহারা যে স্বত্ব ও মুনাফার অধিকারী হইত, সেই স্বত্ব ও মুনাফা তাহাদের ভোগদখলে থাকিবে; এবং যে যে ভূমিতে ঐ রূপ অধিকার ও মুনাফার সংঘটন হয়, যদি সেই সেই ভূমি অন্য অংশিদের কৌলকরারের মধ্যে লিখিত হয়, তবে সেই অংশিরা সেই ভূমির বিষয়ে সরকারের মালগুজারী আদায় করণের ইজারদার বোধ হইবে। এবং যে ভূমির অধিকারীরা তাহার মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার লিখিয়া দিতে স্বীকার না করে, সেই ভূমিতে সাধারণ যে যে হুকুম সম্পর্ক রাখে, সেই সেই

হুকুমানুসারে নিরূপিত ও উভয় সম্মত মিয়াদযুক্ত পাট্টা। দ্বারা ঐ ভূমি দখল করিবে ইতি।

৭ প্রকরণ। যে কোন মহাল কিম্বা মহালের অংশ পত্তনিদারী কিম্বা ছাইমাচারইত্যাদিরূপে অনেক অধিকারির নিজ জোতে থাকে, ঐ মহাল কি মহালের অংশ ইজারা দেওয়া কি খাসতহশীলে রাখা গেলে, ঐ মহাল কিম্বা মহালের অংশ মধ্যে তাহারা নিজে যে ভূমি দখল ও যোত করে, তাহার নিমিত্ত যে খাজনা ঐ মহাল কিম্বা মহালের অংশের অধিকারিদের স্থানে তহশীলকরণের যোগ্য হয়, তাহার হারের নিরূপণ তথাকার কি তথাকার লাগাও গ্রামসকলে ঐ মত ভূমির নিমিত্ত তথাকার যে প্রজা ও বাসিন্দা লোকেরা ঐ ভূমিতে মৌরসী ও হস্তান্তরকরণযোগ্য অধিকার না রাখে, তাহারা যে হারে খাজনা দেয়, সেই হারে হইবে, এবং সরকার হইতে যেরূপ নিরূপণ হয়, সেইমত মালিকানা কি অন্য যে কোন রূপ প্রাপ্তি শতকরা ৫ পাঁচ টাকার কম না হয় তাহার নিমিত্ত ঐ খাজানা হইতে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা কারখা বাদ দেওয়া যাইবে ইতি।

৮ প্রকরণ। উপরের লিখিত ঐ প্রকার মহালের বন্দোবস্ত সদর মালগুজারের মত সরকারের মালগুজারীর সরবরাহ করণ ও তাহ তহসীলকরণ ও তাহার হিসাব দেওন নিমিত্ত বাছনি করা এক কি তাহাহইতে অধিক অংশির সহিত স্থির করা গেলে, বিশেষরূপে হুকুম হওয়া বিনা ব্যতিরেক সদর মালগুজারদের ত্রুটিপ্রযুক্ত কৌলকবার লিখিয়া না দেওয়া অংশিদের স্বত্বের প্রতি সরকারের মালগুজারীর দায় থাকিবে না, ও ঐ অংশিরা উপযুক্তরূপে যত দিন বিভক্ত না হয় তাবৎ, পূর্ব্ব হইতে যে হারে এবং যে প্রকারে সদর মালগুজারকে খাজনা কিম্বা মালগুজারী দিয়া আসিয়াছে, সরকারের রাজস্বের পরিমাণ নিরূপণ হওয়াতে খাজনার যে অবশিষ্ট থাকে কি মুনাফা ঠাহরে, তাহা বিভাগকরণ বিষয়ে সরকার হইতে যে হুকুম হয়, তাহাতে কিম্বা সদর মালগুজারের প্রজাদের স্থানে যে খাজানা কি মালগুজারী তহশীল করিতে হয়, তাহা তহশীলকরণ নিমিত্ত প্রজাদের প্রতি সদর মালগুজারদিগকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিবার অর্থে, যে যে হুকুম এক্ষণে চলিত আছে, কি ইহার পরে করা যাইবে, সেই সেই হুকুমে ঐ হার ও প্রকারের মতান্তর হওন ব্যতিরেকে, সেই হারে ও প্রকারে খাজানা কি মালগুজারী দিতে থাকিয়া পেটাও অধিকারিদের মত আপনাদের ভূমি দখল করিবে, ও সদর মালগুজার হইবার নিমিত্ত যে জনেরা পসন্দ হয়, তাহাদের শিরে যে যে নিয়মের জবাবদিহি দিবার দায় থাকিবে তাহা এবং যে যে নিয়মে তাহারা

ঐ কর্তৃত্বপদ রাখিবে তাহা, ঐ বন্দোবস্ত মঞ্জুরকরণ সময়ে কিম্বা তাহার পর বিশেষরূপে জানান যাইবে, এবং পেটাও অধিকারিরা যে যে নিয়ম ও নিরূপণক্রমে আলাহিদা কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবে, সেই সেই নিয়ম ও নিরূপণ ও ঐ মত জানান যাইবে ইতি।

৯ প্রকরণ। ইহাও জানান যাইতেছে যে, কোন মহালের ভূমির ভিন্ন ভিন্ন কিস্‌মতে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী সমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে কি অধিকার কি ভোগদখল রাখিলে, বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা তাহার প্রত্যেক অধিকারী কি অধিকারী সমূহ যে যে ভূমিতে অধিকার রাখে, কি ভোগদখল করে, সেই সেই ভূমির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দিতে পারিবেন, এবং প্রত্যেকে যে যে কিস্‌-মতের ভিন্ন ভিন্ন বন্দোবস্ত করা যায়, সেই সেই কিস্‌মতের উপর যে যে রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করা যায়, তাহার দায় ঐ ঐ কিস্‌মতই হইবে; ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, কোন সাধারণ ভূমিতে যে যে অংশিরা অধিকার রাখে, কি পূর্ব্বোক্ত মত সাধারণ নিয়মের অধীনতায় পৃথকরূপে অধিকার রাখে, সেই সেই অংশিরা কিম্বা তাহাদের কোন অংশী কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে সাহেব বন্দোবস্ত করিতে কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে ক্ষমতা রাখেন, সেই সাহেবের নিকট ঐ সাধারণ ভূমিতে আপন আপন অংশ সকলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অধিকার রাখিবার নিমিত্ত কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবার কারণ যদি দরখাস্ত করে তবে, ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব বোর্ডের সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবলোকের তাবে থাকেন, সেই সাহেবদের সম্মতি লইয়া ঐ ভিন্ন ভিন্ন অংশিদের ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বানুসারে ঐ ভূমির বিভাগ করিতে পারিবেন, এবং তাহাদের প্রত্যেকের সহিত কিম্বা তাহাদের মধ্যে যত জন ভিন্ন ভিন্ন কৌলকরার লিখিয়া দিতে চাহে, তাহাদের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন ইতি।

১০ প্রকরণ। কোন ভূম্যধিকারিরা ঐ ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার লিখিয়া দেওন বিষয়ে অগ্রাহ্য হইলে কালেক্টরসাহেব সাবধানপূর্ব্বক ইহা প্রচার করিবেন যে, সেই মহালে যেসকল লোকের স্বত্বাধিকার থাকে, তাহারা বন্দোবস্তের রোবকারীতে আপনাদের নাম এবং প্রত্যেক জনের যে জমা দাতব্য তাহার সংখ্যা ও হার লেখাইতে পারিবে ইতি।

১১ ধারা। উপরের যে রেজিষ্টরী করিবার হুকুম লেখা গিয়াছে, তাহা করণে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে, প্রকৃতার্থে যাহার যেরূপ অধিকার থাকে,

তাহাই মূল জ্ঞান করিয়া, সেই মতই লেখান, এবং তাঁহার বহীতে যে যে বিষয় লেখা যায়, তাহার প্রত্যেক বিষয় যে যে প্রমাণে লেখা গিয়াছে, তাহার স্বরূপ কথা যত্নপূর্ব্বক লেখাইবেন ; ও উপরের উক্ত মূল দাড়ানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা কোন ভূমির বন্দোবস্তকরণ কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণ সময়ে কি কোন মহালের বেওরার এবং তাহা দখলকরণের পাট্টা ইত্যাদি নিদর্শনপত্রের প্রকারের বিবরণের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া, যাহারা প্রকৃতার্থে ভূমি ভোগদখল করিতেছে কি অধিকারিত্ব প্রযুক্ত ভূমির খাজানা লইতেছে তাহাদিগকে তাহার মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্ত গাহাকরণ কি তাহাদের নাম সরকারী বহীতে লিখন দ্বারা পূর্ব্বে করা বন্দোবস্তের ভ্রান্তি ও কর্ত্তব্যের অকরণ শুধরিতে পারিবেন, এবং তাহা করিতে হইলে কালেক্টর সাহেব রোবকারী করিয়া আপন করা কার্য্যের হেতু সকল বেওরা করিয়া জানাইবেন।

১২ ধারা *। ১ প্রকরণ। পট্টাদারী কি ভাইয়াচারি ইত্যাদি রূপে ভূমি দখল করণের পাট্টা ইত্যাদি নিদর্শনপত্র দ্বারা ভোগদখল হওয়া মহালের মধ্যগত ভিন্নভিন্ন পট্টী ও বহরী কি ভূমির অন্য কিস্মতের প্রত্যেক অধিকারীর এবং প্রত্যেক অধিকারিসমূহের সরকারের জমা এবং গ্রামসরঞ্জামী যে পরিমাণে দাতব্য হয়, তাহা আবাদ হওয়া সমুদয় ভূমির মধ্যে প্রত্যেক অধিকারী কি অধিকারিসমূহের দখলে যত যত ভূমি থাকে, তাহা জরীব করণানুসারে পূর্ব্বে নিরূপণ করা গিয়া থাকিলে, এবং সেই হেতু সেই দেশের দস্তুরমত নিরূপিত সময়ে তাহা শুধরণের যোগ্য হইলে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে সাহেব বন্দোবস্ত করেন, কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন, সেই সাহেবের যদি পাটওয়ারিদের কাগজ দৃষ্টিকরণ দ্বারা কি আর কোন প্রকারে নিশ্চয় বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্ত কোন অধিকারী কি অধিকারিসমূহ সরকারের জমা ও গ্রামসরঞ্জামী পূর্ব্ব হইতে যাহা দিতেছে, তাহা তাহার কি তাহাদের উপযুক্ত দাতব্য হইতে অতি অধিক, তবে প্রথমতঃ বোর্ডের সম্মতি লইয়া ঐ সাহেব, উপরের লিখিত মূলদাঁড়া এবং সরকারের জমার পরিমাণ নিরূপণে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে, কি মুনাফা ঠাহরে, তাহা বিভাগ বিষয়ে সরকার হইতে যে হুকুম হইয়া থাকে, তাহাও দৃষ্টি করিয়া সরকারের রাজস্ব ও গ্রামসরঞ্জামী প্রত্যেকের শিরে যত করিয়া উপযুক্ত হয় তাহার নূতন বিভাগ করাইতে পারিবেন ; ও কানুনগোকে এবং অন্য যে জন কি জনদের নিযুক্ত করা উপযুক্ত বুঝেন, তাহাদিগকেও ঐ কর্ম্মের ভার দিতে পারিবেন ; এবং

* ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২ ধারা দেখ।

ঐব্যক্তির কি ব্যক্তিদের নিষ্পত্ত্যনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন প্রকারে উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হয়, তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জনদের সরকারের জমা যত করিয়া দিতে হইবে, তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন ইতি।

২ প্রকরণ। ঐ মত ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিরা তাহাদের দখলের ভূমির জমা যত করিয়া দাতব্য হইয়া থাকে, সময়ে সময়ে তাহার সংখ্যা শুধরা যাওন মাত্রের অধিকার না রাখিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নামে যত যত ভূমি লেখা গিয়া থাকে তাহা দৃষ্টে, সময় শিরে ঐ গ্রামের মধ্যগত ভূমির নূতন বিভাগ হওনেরও অধিকার রাখিলে, কালেক্টর সাহেব উপরের লিখিত হুকুমমত ভূমির নূতন বিভাগ করাইতে ও তাহার জমার সংখ্যা শুধরাইতে পারিবেন; এবং ঐ সময় শেষে করা ভূমির বিভাগ ও জমার হারাহারি যে সময় হইতে চলিবে, তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন; এবং তাহা করণের মধ্যে যে জনের যে রাজস্ব দাতব্য, তাহার বিষয়ে উপস্থিত দাওয়া সকলের নিষ্পত্তি যাহা ন্যায্য বোধ হয়, তদনুরূপ করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ প্রকার কোন বিভাগ কি শুধরণ যে পর্য্যন্ত বোর্ড কমিসনর সাহেবদের কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোক দ্বারা মঞ্জুর না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা চূড়ান্ত হইবে না, ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, যে দস্তুর অনুসারে ঐ ভূমি বিভাগ করা গিয়া থাকে, ঐ জনদের মধ্যে যদি কেহ কহে যে, এমত দস্তুর নয় এবং কালেক্টর সাহেব যে ভূমি তাহার স্থান হইতে লইয়া অন্য কোন জনকে দিয়া থাকেন, সেই ভূমিতে পুনর্ব্বার দখল পাইবার নিমিত্ত দাওয়া করে, কি ঐ মহালের সম্বন্ধীয় কোন লোক তাহার মধ্যগত যে কোন ভূমির নূতন বিভাগের হুকুম দিতে কালেক্টর সাহেব অস্বীকার করিয়া থাকেন, ঐ নূতন বিভাগে যে ফলোদয় হইতে পারে, তাহার অধিকারী হওনের দাওয়া করে, তবে যে জনকে কি জনদিগকে ঐ ভূমি দেওয়া গিয়া থাকে, কি যে জন কি জনেরা ঐ বিভাগ হওনের প্রতিকূলাচরণ করে, কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি ন্যায্য বটে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ জনদের নামে জাবেতামতে জিলার আদালতে নালিশ* করিতে পারে, কিন্তু যদি ঐ দস্তুর থাকা স্বীকার করা যায় কি নিশ্চয় হয়, তবে আদালতের সাহেবেরা ঐ ভূমির বিভাগ কি জমার শুধরণের যাথার্থ্যে আপত্তি করিতে পারিবেন না; এবং কোন ভূমির বিভাগ বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, তাহা যদি কোন সময়ে আদালতে অগ্রাহ্য হয়, তবে ঐ আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিপত্রে ঐ

* এই নালিশ কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তারিখ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে (১৮৩৮ সালের ১৩ আইন দেখ)।

জনদের স্বত্বের বিবরণ এবং নিরূপণ যেমত লেখা যায়, তাহাতে ও পাট্টাদির নিয়মে এবং সরকারী জমার পরিমাণ নিরূপণে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে কি মুনাফা ঠাহরে, তাহা বিভাগ বিষয়ে সরকার হইতে সামান্য কি বিশেষ যে হুকুম হয়, তাহাতেও দৃষ্টি রাখিয়া মালগুজারী তহসীলের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবদের ঐ জমা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক স্থির করা কর্ত্তব্য ইতি।

১৩ ধারা। কালেক্টর সাহেবেরা এবং কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা এই আইন কি অন্য কোন আইন দ্বারা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে, যাহাতে ভোগদখলের হানি হয়, এমত কোন কার্য্য করিবেন না, কিন্তু, যে জনেরা ভোগবান দখিলকার না হইয়া আপনাদিগকে ভোগ দখলের অধিকারী জ্ঞান করে, তাহারা এবিষয়ের দাওয়া জাবেতামতে আদালতে উপস্থিত করিতে চাহিলে কালেক্টরসাহেব তাহার বাধা করিবেন না ইতি।

১৪ ধারা *। ১ প্রকরণ। যে কোন জন ভূমি দখল করে, তাহার পাট্টা ইত্যাদি নিদর্শনপত্রের প্রকারের বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, কালেক্টর সাহেব বন্দোবস্ত করেন কি তাহা পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক স্থির করেন তাহা বন্দোবস্তের কারবারীতে লিখিবার নিমিত্ত কাছারির বৈঠকে পূর্ব্বে ঐ দখিলকারের বেখ্যাতি ছিল, তাহা তাহার স্বত্বের প্রকারের প্রমাণের এক সাধনমাত্র জ্ঞান করিয়া, কিন্তু ঐ জনের সন্তোষের নিমিত্ত অন্য যে কোন অনুসন্ধান করা যায়, তাহার বেওরা সহিত, আপনার নিষ্পত্তির মূলকারণের বিস্তারিত করিয়া ঐ দখিলকার বস্তুতঃ যে স্বত্বের অধিকার রাখে, তাহার প্রকার এবং পরিমাণ জানাইবেন, ও ঐ মত পট্টাদার ও ভাইয়াচার ইত্যাদি পাট্টাদি নিদর্শনপত্র দ্বারা ভোগদখল করা কোন কোন গ্রামের মধ্যগত ভূমির কোন অংশের স্বত্বের পরিমাণ বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ঐ অংশ যদি ঐ গ্রামের কি ঐ ঐ গ্রামের কোন অংশের বাস্তব দখিলকার হয়, কিম্বা ঐ ভূমিতে যে সাধারণ মুনাফা হয়, বস্তুতঃ তাহার অংশ পাইতে থাকে, তবে কালেক্টর সাহেব প্রথমতঃ তাহার নিষ্পত্তি করিয়া তাহার কথা আপন বন্দোবস্তের রোবকারীতে লেখাইয়া তদনুসারে কার্য্য করাইতে পারিবেন; ও তাহাতে যে জন আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে, সে লোক তাহা ন্যায় কি অন্যায় ইহা জানিবার নিমিত্ত জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে চাহিলে তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবেন না, কিন্তু ইহার লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নয় যে, কোন ভূমির কিস্মতের উপর নির্দ্ধার্য্য করা মোট জমার কি হারাহারিমত তাহার অংশের বিষয়ে কি সাধারণ মহালের বিশেষ কোন অংশের

---

* ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৩ ধারা দেখ।

দখিলকারের বিভাগের সময়ে যত ও যে প্রকার ভূমি দিতে হইবে, তাহার বিষয়ে যা কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আদালতের সাহেবদের ক্ষমতা আছে ইতি।

২। প্রকরণ। উপর প্রকরণের এ অভিপ্রায় নয় যে, কালেক্টর সাহেবেরা অন্য প্রকারকরণের হুকুম পাওনব্যতিরেকে, কোন দাওয়াদার সাধারণ মুনাফার মধ্যে যে রকম অংশ এপর্য্যন্ত পাইয়া আসিতেছে, তাহা বেশী হইবার নিমিত্ত কি ঐ গ্রাম কি ঐ ঐ গ্রামের যে অংশ এ পর্য্যন্ত দখল করিয়া আসিতেছে, তাহার রকম বেশী হইবার নিমিত্ত যে দাওয়া করে, তাহা গ্রাহ্য করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা আছে ইতি।

৩ প্রকরণ। উপর লিখিত উক্ত ক্ষমতাক্রমে কালেক্টরসাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন, তাহা যদি বোর্ডের সাহেবদের কি শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে মওকুফ কি রদ না হয়, তবে ঐ নিষ্পত্তি দ্বারা যে অধিকার হইয়া থাকে তাহা অযথার্থ, ইহা জাবেতামতে নালিশ হওন পূর্ব্বক বিচার দ্বারা জানা না গেলে, ঐ নিষ্পত্তি আদালতের সাহেবেরা বহাল রাখিবেন; এবং ইহার লিখিত কোন কথার তাৎপর্য্য এমত নয় যে, কোন মহালের কি মহালের অংশের উপর যে জমা নির্দ্ধার্য্য করা যাইবে, তাহার কি কোন মহালের মধ্যগত যত ও যে প্রকার ভূমি তাহা বিভাগের সময়ে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশিদিগকে দেওয়া যাইবে, তাহারও বিষয়ে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন, তাহাতে হাত দিতে আদালতের সাহেবদের ক্ষমতা আছে ইতি।

৪ প্রকরণ। যে কোন কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব কোন মহালের বন্দোবস্ত করেন, কি তাহা পুনর্ব্বার দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন, সেই সাহেবের নিকট যদি কেহ এমত দাওয়া করে যে, আমি এই মহালের মধ্যে অমুক ভূমি কি বাটী ইত্যাদি কি ফসল কি ফলকরার বাগান অথবা পশুচারণের ভূমি কি মৎস্যধরণের জলাশয় কি কূপ কি জলের সোঁতা কি পুষ্করিণী কি অন্য কোন জলাশয় কি পূর্ব্বোক্ত ঐ ভূমি কি বাটী ইত্যাদির খাজানা কি উৎপন্ন কি তাহাতে যে মুনাফা হয়, তাহা হইতে অন্যায়ক্রমে বেদখল হইয়াছি, কি তাহা দখল করণে অন্য জন হইতে ক্লেশ পাইতেছি, তবে কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব তাহার তজবীজ করিতে পারিবেন; এবং যদি বোধ হয় যে, ঐ ফরিয়াদী যে সনে ঐ ফরিয়াদ করিয়াছে, তাহার পূর্ব্ব সনে ঐ ভূম্যাদিতে দখিলকার ছিল, এবং তদ্ভিন্ন যদি ইহা বোধ হয় যে, ঐ ফরিয়াদী বলক্রমে কি

অন্যায়মতে বেদখল হইয়াছে, কি ক্লেশ পাইয়াছে, তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে ঐ ভূম্যাদিতে পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে কি তাহার দখল বহাল রাখিতে পারিবেন; ও আপনার করা নিষ্পত্তির যে যে হেতু থাকে, তাহা রোবকারীতে লেখাইবেন, এবং তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদী, তাহার ন্যায় কি অন্যায় ইহা জানিবার নিমিত্ত আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিতে পারিবে, ও ঐ মত কোন কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব, যে মহালের বন্দোবস্ত করিতে কি তাহা পুনর্দ্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে থাকেন, সেই মহালের মধ্যের ভূমি কি বাটী ইত্যাদি দখলের বিষয়ে এমত কোন বিবাদ আছে যে, তাহার নিষ্পত্তি প্রয়োজন আছে, ইহা ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব যদি জানিতে পারেন, তবে ঐ সাহেব তাহা যাহার দখলে থাকন উপযুক্ত, তাহার দখলে রাখিবার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন; ও যদি তাহার অধিকারিত্বের বিষয়ে আর কোন বিবাদ উপস্থিত থাকে, তবে তাহার নিষ্পত্তি জাবেতামতে আদালতে নালিশ হওন দ্বারা হইতে দিবেন ইতি।

৫ প্রকরণ। যে জমিদার কি তাবে পাট্টাদার সেই ইজারদার কি রাইয়ৎ হউক, পাট্টা ইত্যাদি বিশেষ নিদর্শন দ্বারা কি আবহমান ভোগদখল দ্বারা দখলের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই জমিদার কি পাট্টাদার পূর্ব্ব সনে তাহার দখল এবং আবাদ করা ভূমি হইতে অন্যায়মতে বেদখল হইলে, কি ঐ বেদখল হওয়া ব্যক্তি পূর্ব্ব সনে ঐ মত কোন ভূমির যে খাজানা কিম্বা মুনাফা পাইয়াছে, তাহা ত্যাগ কি পরিত্যাগ যাহাতে হয়, আদালতের এমত কোন হুকুম, কি ঐ বেদখল হওয়া ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন ক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকে তাহা হইতে অন্যায়ক্রমে বেদখল হইলে, উপরের লিখিত হুকুম তাহার বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবে, কিন্তু, দখলের দাওয়াদার ব্যক্তি যদি তাহা দখলের ইস্তাফা দিয়া থাকে, তবে ঐ ইস্তাফা বলক্রমে কি ভয় দর্শাইয়া লওয়া গিয়াছে, ইহা কোন আদালতের বিচার দ্বারা নিশ্চয় না হইলে, ঐ পূর্ব্বোক্ত হুকুম তাহাতে খাটিবে না, এবং যে সনে দাওয়া উপস্থিত করা যায়, তাহার পূর্ব্ব-সন আরম্ভের পূর্ব্বের ঐ দাওয়াদার ঐ দখল ছাড়া হইলে কি ছাড়িলে তাহাতে ও খাটিবে না ইতি।

১৫ ধারা। পূর্ব্বের অধিপতিদের কি তাহাদের সরকারের কোন আমলা কি অন্য কার্য্যকারকের দেওয়া সনন্দাদি দ্বারা ভোগ দখল করা কি ভোগদখলে আছে, ইহা কহাবাজেয়াপ্তী কোন মহালের ভূমি তাহা সকর কি নিষ্করই বা হউক তাহার বন্দোবস্ত করণে কালেক্টর সাহেবের কি বন্দোবস্তকারী অন্য সাহেবের ক্ষমতা আছে

যে, চলিত আইনের লিখিত কোন কথা ইহার প্রতিবন্ধক হইলেও, ঐ সাহেব ঐ মহালের মধ্যের ভূমির কি তাহার খাজানা কি উৎপন্নের বিষয়ে উপস্থিত হওয়া সমস্ত দাওয়া শ্রবণ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন; এবং বোর্ড রেবিনিউর কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের আজ্ঞা ও অনুমতিক্রমে ঐ মহালায় অন্য অন্য হইতে যে জনের অধিকার ন্যায্য বোধ হয়, সেই জনকে ঐ মহাল দখল দেওয়ান, ও তাহার বন্দোবস্ত তাহার সহিত করেন; এবং তাহার অন্য অন্য দাওদারদিগকে জাবেতামতে জিলার আদালতে কি প্রবিন্সল কোর্টে নালিশ* করিয়া আপনাদের দাওয়া সাব্যস্তকরণের ব্যাঘাত করিবেন না, ও এই ধারানুসারে মালগুজারী তহশীলের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবদিগ হইতে যে সকল নিষ্পত্তি হয়, তাহার উপর দাওয়ার বস্তুর মূল্যানুসারে জাবেতামতে ঐ আদালতে নালিশ হইলে ঐ নালিশী আরজী সম্যক প্রকার শুনা ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পর, তাহা গুধরা কি রদ কি মতান্তর করা যাইতে পারিবে, ও তাহা নহিলে করা যাইতে পারিবে না, ও স্বয়ং ভূম্যধিকারিদিগের কি তাহাদের মোক্তারদের দত্ত সনন্দাদি দ্বারা যে ভূমি নিষ্করকপে ভোগ- দখল করা যায় সে ভূমির সহিত উপরের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবে না; ও সামান্যতঃ ঐ ভূমির দখিলকারেরা তাহার উপযুক্ত রাজস্ব দিবার কৌলকরার লিখিয়া দিতে সম্মত হইলে, তাহাদের সহিত ঐ ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবে ইতি।

১৬ ধারা। লাখেরাজ বাজেয়াপ্তী কোন মহালের বন্দোবস্ত কি কার্য্যের গতিকে খেরাজী কোন মহালের পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত করিতে হইলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল হইতে ঐ মহালের বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভার প্রাপ্ত কালেক্টর সাহেবকে এমত বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারিবেন যে, ঐ মহালের মধ্যগত ভূমির স্বত্বাধিকার ও দখল ও তাহার খাজানা কি উৎপন্নের বিষয়ে যে সকল দাওয়া উপস্থিত হয়, তাহা শ্রবণ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি পূর্ব্বোক্তমতে করেন, এবং বোর্ডের হুকুম ও অনুমতিক্রমে এবং তদতিরিক্ত ও জেলার আদালতে কি প্রবিন্সাল কোর্টে জাবেতামতে নালিশ হইলে, তথায় যে নিষ্পত্তি হয়, তদনুসারে ঐ ভূমিতে অন্য হইতে যাহার অধিকার প্রবল বোধ হয়, তাহাকে সেই ভূম্যাদিতে দখল দেওয়ান; ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্তমত বিশেষ ক্ষমতা কোন কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া গেলে, যে মহালে ঐ সাহেবের প্রাপ্ত ক্ষমতা চলিবে, সেই মহালের মধ্যে ঘোষণা দ্বারা সরকার হইতে দেওয়া ঐ হুকুম প্রচার করা

* বার ধারার নিম্নের টীকা দেখ।

যাইবে, এবং কালেক্টর সাহেবদের ও বোর্ডের সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে, ঐ ঘোষণা দেওয়া যাওনের হুকুম তদনুসারে কোন কালেক্টর সাহেব যে কোন নিষ্পত্তি করেন, তাহা ঐ ঘোষণা না দেওয়া যাওনের আপত্তিতে তাহার অনুসন্ধান নিরবচ্ছিন্ন সম্পূর্ণরূপে করা যাওন ব্যতিরেকে, কোন আদালতে রদ করা যাইবে না ইতি।

১৭ ধারা। যে কালেক্টর সাহেবেরা কি অন্য কার্য্য-কারক সাহেবেরা কোন পরগণা কি মৌজা কি তথাকার ভূমির অন্য কিসমতের বন্দোবস্ত করণের কি পুনর্দ্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভার প্রাপ্ত হন, সেই সাহেবেরা ঐ পরগণা কি মৌজা কি তথাকার ভূমি সম্বন্ধীয় অন্য কিসমতের মধ্যে কি আশপাশে তথাকার পূর্ব্বাধিপতির কি তাঁহার সরকারের কোন আমলা অথবা অন্য কর্ম্মকর্ত্তার দত্ত মোহরযুক্ত সনন্দ ইত্যাদি দ্বারা লাখেরাজরূপে কি মোকররী জমায় দখলকরা ভূমির মধ্যগত কোন ভূমিতে অধিকার রাখনের দাওয়া কোন লোক কি লোকেরা উপস্থিত করিলে, ঐ দাওয়া গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং যদি ঐ সাহেবদের ইহা বোধ হয় যে, ঐ ফরিয়াদীরা ঐ ভূমিতে কি তাহার খাজানা কি উৎপন্নে মৌরসী ও হস্তান্তরকরণযোগ্য স্বত্বাধিকার রাখে, কি তাহা পাইবার যোগ্য বটে, তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব পূর্ব্বে সরকারের অনুমতি লইয়া শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে যে মিয়াদের হুকুম হয়, সেই মিয়াদে ঐ লাখেরাজদার কি মোকররিদারের নিমিত্ত তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐ লাখেরাজদার কি মোকররীদারের ভাবে থাকিয়া তাহারা যে যে নিয়মে আপনাদের ভূমি ভোগদখল করিবে, তাহার বেওরা লিখিয়া ঐ প্রত্যেক অধিকারিকে পাট্টা দিতে পারিবেন, এবং ঐ অধিকারিরা আপনাদের ভূমিদখল ও কর্ত্তৃত্ব রক্ষিত হইলে, কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড কমিসনরের হুকুমের অধীনতায় ঐ লাখেরাজদারেরা কি মোকররীদারেরা তাহাদিগকে মালিকানা কি অধিকার সম্বন্ধীয় অন্য লাভ যাহা দিবে, তাহার পরিমাণ নিরূপণ ও হুকুম করিতে পারিবেন; কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ লোকদের মধ্যে কোন জন, ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইলে, সে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিয়া তাহার মোকদ্দমা করিতে পারে, কিন্তু অধিকারিদের সহিত কালেক্টর সাহেব যে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, তাহার নিয়মের কি ঐ লোকদের নিমিত্ত নিরূপণ হওয়া মালিকানা পরিমাণের বিষয়ে আদালতের সাহেবেরা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

১৮ ধারা। কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি কাহার কর্ত্তব্য, এমত সন্দেহ জন্মিলে বোর্ডের এবং শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমের অধীনতায় তাহার নিশ্চয় করণের কর্ত্তৃত্ব কালেক্টর সাহেব রাখিবেন, কি আয়েতাযতে আদালতে নালিশ হওন পূর্ব্বক অধিকারের বিষয়ে নিষ্পত্তি হওন ব্যতিরেকে, আদালতের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবের দেওয়া দখলের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবেন না ইতি।

১৯ ধারা*। ১ প্রকরণ। যে কালেক্টর সাহেব যে বোর্ডের অধীন থাকেন তিনি উপরের উক্ত অনুসন্ধান করণ কি উপরের লিখিত নালিশ শ্রবণ ও তাহার বিচারকরণ সময়ে, ঐ বোর্ডের হুকুমক্রমে তাঁহারা যে মহালের বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, ঐ মহালের মধ্যগত কি তাহার নিকটবর্ত্তী ভূমির সদর মালগুজারদিগকে এবং ঐ ভূমির অন্য অধিকারীদি দখিলকার কি কর্ত্তৃত্বকারী অথবা কৃষিকারক লোকদিগকে কি যে যে লোক তাহার উৎপন্ন সংগ্রহ কি বিক্রয়াদি করে তাহাদিগকে কি ঐ ভূমিহইতে যে কোন খাজানা কি রাজস্ব উৎপন্ন হয়, তাহা যে জন তহসীল করে কি ভোগ করে কি তাহার বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব রাখে তাহাদিগকে, এবং ঐ লোকদের হইতে ঐ ভূমির কর্ত্তৃত্ব কৃষিকার্য্য কি তাহার খাজানা কি রাজস্ব কি উৎপন্ন তহসীল করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হওয়া গোমস্তা কি অন্য কর্ম্মকারিদিগকে হাজির হইয়া ঐ ভূমির ও তাহার উৎপন্ন ও খাজানা ও রাজস্ব বাবৎ যে সকল হিসাব কি অন্য কাগজপত্র তাহারা আপনার স্থানে রাখে তাহা, দাখিল করিয়াদিবার নিমিত্ত হুকুম দিতে পারেন, এবং ঐ দাখিল করা হিসাবের সত্যতার নিমিত্ত কি ঐ সাহেবের সম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে কি ঐ ভূমি কি মহালের উৎপন্ন কি খাজানা কি রাজস্ব বিষয়ে কি ঐ ভূমির কি তাহার উৎপন্ন কি খাজানা কি রাজস্বসম্পর্কীয় অধিকার ও স্বত্ব বিষয়ে তাহাদিগকে দিব্য করাইয়া কি তাহাদের স্থানে হলফনামা লইয়া জবানবন্দী লইতে পারেন; কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে, যে জন ভয়ে কি অনুগ্রহ পাইবার কি কিছু ফলোদয় হইবার আশায় কি অন্য কোন জনের সহিত মিলিয়া কারসাজী করা লাভের প্রত্যাশা করে, সে জন ব্যতিরেকে যে জন সত্যের অপলাপ করিয়া কি মিথ্যাকথা কহিয়া তৎপথে কিছু লাভ করিতে চাহে,

---

*যে স্থলে কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কালেক্টরের তলব মতে হাজির না হয়, কি দলীলাদি দাখিল না করে, সে স্থলে ১৮৪৮ সালের ২০ আইনমতে কালেক্টর সাহেব তাহার প্রতিদিন ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ স্থলে কমিসনরকে না জানাইয়া সমুদায়ে ৫০০ টাকার অধিক জরিমানা করিতে পারেন না।

সে জনকে করাইয়া কি তাঁহার স্থানে হলফনামা লেখাইয়া জোর করিয়া কেহ কোন জিজ্ঞাসার উত্তর লইতে পারিবে না ইতি।

২ প্রকরণ। ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১১ ধারায় ঐ ধারানুসারে হাজির হইয়া হিসাবের কাগজপত্র দাখিল করিবার নিমিত্ত যাহাদের তলব হয় তাহাদের প্রতি তলবচিঠি জারী করিবার বিষয়ে যে যে হুকুম লেখা গিয়াছে, এই আইনানুসারে কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যে যে তলবচিঠী জারী করেন, তাহার সহিত ঐ ঐ হুকুম সম্পর্ক রাখিবে, ও ঐ মত যে সকল পাটওয়ারী কি গোমস্তা কি অন্য লোকেরা যে ভূমির বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান করণের হুকুম হইয়া থাকে, সেই ভূমির হিসাবের কাগজপত্র রাখে, এবং পূর্ব্বোক্তমত তলব হইয়া তাহাদের স্থানে তলবকরা কোন হিসাবের, কাগজ দিতে কি তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গাফিলী করে কি তাহা না দেয়, কি দিব্য করিয়া কি হলফনামা দিয়া জিজ্ঞাসার পর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কি যে হিসাবের কাগজ দাখিল করিবার নিমিত্ত তলব করা যায়, ঐ হিসাবের কাগজপত্রের তবদীল করে, কি নূতন বানায়, কি মিথ্যা করে, কি ছাটে সেই সকল লোকের সহিত ঐ আইনের ১২ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবে, ও আরও হুকুম করা যাইতেছে যে, ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা আপনাদের নিকট উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা সকলে যে যে ক্ষমতা ও হুকুমমত রাখেন, ভূমির মালগুজারী বন্দোবস্ত করণ কি এই আইনে যে অনুসন্ধান করণের কথা বিশেষ রূপে লেখা যায়, তাহা করণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা সেই সকল ক্ষমতা ও হুকুমমত রাখিবেন, এবং যে সকল লোক পূর্ব্বোক্ত কোন কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব দ্বারা তলব করা যায়, কি এই আইনের হুকুমানুসারে পাঠান তলব চিঠী জারী করণের প্রতিবন্ধক হয়, কি হুকুম পাইয়া দিব্য করিতে কি হলফনামায় দস্তখৎ করিতে অসম্মত হয়, অথবা দিব্য করিয়া কি দিব্যের বদলে হলফনামা লিখিয়া দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, কি নিজে কি অন্য দ্বারা অন্যজনকে দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায়, এই সকল লোকের প্রতি ঐ পূর্ব্বোক্ত আইনের ১৩ ধারার ৩ প্রকরণ ও ১৪ ও ১৯ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

২০ ধারা*। ১ম প্রকরণ। এই আইনের ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯

---

* এই ধারার যে যে অংশে বেশী খাজানা তলব করা, অন্যায়রূপে খাজানা গ্রহণ করা, পাট্টা কি কবজ না দিবার বা গোমস্তার নিকট হইতে টাকা ফেরত পাইবার জন্য নালিশের বিষয়ে বিধান করা হইয়াছে তাহা ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ১ ধারা দ্বারা রদ হইয়াছে। ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৩ ধারা দেখ।

ধারায় যে যে ক্ষমতার কথা বিশেষ করিয়া লেখা গিয়াছে, যে কালেক্টর সাহেবেরা ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত করণ কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভার প্রাপ্ত হন, সামান্যতঃ তাঁহারা সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন, এবং তাহারা যে পরগণার ঐ ঐ কার্য্য করিতে থাকেন, তাহার শামিল সমস্ত ভূমিতে তাঁহাদের ঐ ক্ষমতা বর্ত্তিবে। কিন্তু শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হজুর কৌন্সিলে সময়ে সময়ে যেপ্রকারে এবং যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত বুঝেন তদনুসারে জিলায় প্রচার করিবার নিমিত্ত হজুর কৌন্সিল হইতে দেওয়া হুকুম দ্বারা বন্দোবস্তকারী কালেক্টর সাহেবদের এবং অন্য কার্য্যকারক সাহেবদের ক্ষমতাচরণের সীমার হ্রাস করিতে পারিবেন। ঐ মত, সময়ে সময়ে যেমত উপযুক্ত বুঝা যায় সেই মত, পূর্ব্বোক্ত কালেক্টর সাহেবেরা ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত করণ কি তাহা পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণের ভার প্রাপ্ত না হইলেও শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হজুর কৌন্সিল হইতে ঐ কালেক্টর সাহেবদের এমন বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারেন যে, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ধারা সকলের লিখনমত যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই সকল কি তাহার মধ্যে কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের করা নিষ্পত্তি উপরের লিখনমত, জাবেতামতে আদালতে নালিশ করণ দ্বারা, হওয়া নিষ্পত্তিতে রদ বহাল হইতে পারিবে; এবং জমিদারেরা কি তালুকদারেরা কি অন্য সদর মালগুজারেরা কি ভূমির ইজারদারেরা কি তাহাদের মোক্তার অন্য কোন জন খাজানার নিমিত্ত মফঃস্বলী তালুকদার কি জমিদার কি মালগুজার কি রাইয়ত কি যে খ্যাতিতে খ্যাত হউক এমত আর কোন পেটাও লোকের উপর যে নালিশ করে তাহা, এবং রাইয়ত কি আর কোন পেটাও প্রজা ভূম্যাধিকারীদের কি ইজারদারদের কি তাহাদের মোক্তার কি স্থলাভিষিক্তদের নামে দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া বিক্রয় করণ কি অন্য কোন প্রকারে উপযুক্ত হইতে বেশী খাজানা কি অযথার্থরূপে খাজানা লওন বাবৎ যে নালিশ করে তাহা, এবং ভূম্যধিকারিদের আর ভূমির ইজারদার কি কোন প্রকার পেটাও প্রজারদের কি তাহাদের জামিনদের কি ভূমি সম্পর্কীয় কর্ম্মে কি ভূমির খাজনা তহসীল কি দাখিল করণে তাহাদের নিযুক্তকরা কোন মোক্তার কি অন্য জনদের মধ্যে হিসাব রফা হওন বিষয়ে হওয়া বিবাদের যে নালিশ হয় তাহা, এবং সকর কি নিকর ভূমির কি ফলকর, বনকর এবং জলকর এই নামে খ্যাত ফলের বাগান, পশুচারণের ভূমি ও মৎস্য ধরণের জলাশয়ের খাজানা তলব কি তহসীল কি দাখিল করণ বিষয়ে কি রদকরা সায়েরের মধ্যগত নহে ভূমিরখাজানা সম্পর্কীয় এমত অন্য

কোন খাসদাদের বিষয়ে, এবং আইনানুসারে যে যে পাট্টা অবশ্য দিতে হয়, তাহা না দেওন কি খাজানা পাইয়া তাহার দাখিলা না দেওন, এবং সামান্যতঃ আইনের ও উপরের উক্ত বিষয়সকলে দেশের আদ্যোপান্ত যে রীতি আছে তাহার অন্যমত আচরণকরণ এবং জমিদারদের কি ইজারদারদের আর কোন খ্যাততে খ্যাত তাহাদের পেটাও প্রজাদের মধ্যে ভুমির খাজানা ও ভাগ দখল বিষয়ে যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তৎসম্পর্কীয় লেখা পড়ার ব্যতিক্রম করণ বিষয়ে যে যে নালিশ উপস্থিত হয়, সামান্যতঃ কি সময় বিশেষে যে মত নিরূপণ হয়, তদনুসারে ঐ সকল নালিশ গ্রাহ্য করিতে ও সাবাসরী মতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ শ্রীযুত যেমন উপযুক্ত বুঝেন তেমন ক্ষমতা কালেক্টর সাহেবদিগকে দিতে পারেন ইতি।

২ প্রকরণ। শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হজুর কৌন্সিল হইতে যেমন হুকুম দেন তদনুসারে উপরের লিখিত ঐ সকল কার্য্যকরণের ভারে অমুক কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত হইলেন, ইহাও তাঁহার অধিকারের সরহদ্দ ঘোষণাক্রমে তাহার অধিকারে জানান যাইবে এবং তাহা জানান গেলে পর ঐ কালেক্টর সাহেবের নিরূপিত সরহদ্দ মধ্যের ভুমির কি খাজানার কি উৎপন্নের কি ঐ সরহদ্দ ভুক্ত হওয়া ভুমির বিষয়ে সবাসরি বিচার নিমিত্ত যে সকল নালিশ, মোকদ্দমা, দরখাস্ত এবং ফরিয়াদ কোন সদর মালগুজার কি জমিদার কি তালুকদার কি ইজারদার কি রাইয়ত অথবা ভুমির অন্য দখিলকার কি পেটাও প্রজা জিলা কি সহরের আদালতে উপস্থিত করে, তাহা উপস্থিত হইবা মাত্র বিচারের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠান যাইবে এবং ঐ সময়ে সবাসরী বিচারের নিমিত্ত যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে, তাহাও ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠান যাইবে, ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, উপরের নিয়মমতে যে যে মোকদ্দমা কি ফরিয়াদ গ্রাহ্য করিতে কালেক্টর সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হয়, সেই সেই মোকদ্দমা কি ফরিয়াদ করণিয়া প্রথমেই তাহা ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করিতে পারে, এবং উপরের লিখিত মত যে বিশেষ ক্ষমতা কোন কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যায়, তাহারও বন্দোবস্ত করণ বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরা যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন, সেই ক্ষমতার শেষ ও নিবৃত্তি যে সময়ে হইবে, তাহার নিরূপণ শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম দ্বারা হইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। উপর প্রকরণ সকলের বেওরা করিয়া লেখা কোন নালিশ কি দরখাস্ত, তাহার বিবাদ হওনাবধি একবৎসরের মধ্যে উপস্থিত না করা গেলে,

তাহা এই আইনানুসারে কোন কালেক্‌টর সাহেবের নিকট গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

২১ ধারা *। মালগুজারী ইত্যাদি বিষয়ে সরাসরী বিচার নিমিত্ত যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার বিষয়ে আদালতের কার্য্যে নিয়ম করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে যে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে, এবং জিলা ও সহরের জজসাহেবেরা ঐ ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে যে যে ক্ষমতা ও হুকুমের ব্যাপার করেন, ও করিতে পারেন, কালেক্টর সাহেবেরা ঐ ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ঐ ক্ষমতা ও হুকুম রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন; ও এই আইনানুসারে অন্য যে যে মোকদ্দমা কালেক্‌টর সাহেবদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহাতে আসামীকে কি অন্য যাহার প্রতি দাওয়া দরপেশ হয়, তাহাকে হাজির করাইতে হইলে, সামান্যতঃ এক এৎলানামা তাহাতে ঐ মোকদ্দমার সকল বেওরা এবং কালেক্‌টরসাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচার নিমিত্ত যে কাল ও স্থান নিরূপণ করেন, সেই কালে ও স্থানে আসামী কি ঐ অন্য ব্যক্তি স্বয়ং কি তাহার মোক্তার হাজির হইবার হুকুম লেখা গিয়া আসামী কি ঐ অন্য ব্যক্তির নিকট পাঠান যাইবে, ও যদি উপরের লিখিত বেওরাক্রমে লেখা এৎলানামা দেওয়া যাওনের পর, কোন আসামী ইত্যাদি হাজির হইতে কসুর করে, কি নাজির কি যে লোককে ঐ এৎলানামা পৌঁছাইবার নিমিত্ত পাঠান গিয়াছিল সেই লোক আসিয়া কহে যে, অতি যত্নপূর্ব্বক ঐ আসামী কি আসামীদিগকে তালাশ করিয়াও পাওয়া গেল না, তবে এক ইস্তাহারনামা তাহাতে তাহা জারীকরণের তারিখ অবধি ১৫ দিবসের পর ঐ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা যাইবে, এবং ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে কোন জন কি জনেরা পূর্ব্বোক্ত এৎলানামা পৌঁছাইয়া দেওনের পর হাজির হইতে কসুর করে, কি ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওন পর্য্যন্ত গরহাজির থাকে, ঐ জন কি জনেরা সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্ত হাজির হইলে, ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিক্রমে তাহার কি তাহাদের যাহা হইত, ইহাতেও তাহাই হইবে, এই সকল কথা লিখিয়া ঐ আসামী ইত্যাদির বসতবাটী কি তাহার নিকট লটকান যাইবে ইতি।

২২ ধারা। এই ধারা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১ ধারা ক্রমে রদ হইয়াছে।

২৩ ধারা। ১ প্রকরণ। এই প্রকরণ দ্বারা জানান ও হুকুম করা যাইতেছে যে, এই আইন কি, অন্য যে কোন আইন দ্বারা ভূমির মালগুজারীর

*১৮৫৯ সালের দশ আইন দেখ।

কালেক্টরসাহেবেরা জজেরক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, এই কি ঐ অন্য আইন দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্পণকরা ক্ষমতার প্রভাবে ঐ কালেক্টরসাহেবদের নিকট উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা সকলে সাক্ষিদিগকে তলব করিবার ও তাহাদের জবানবন্দী লইবার বিষয়ে, ও মিথ্যাসাক্ষ্যদেওন, ও হুকুমের বিপরীতাচরণ করণ ও হুকুম তুচ্ছকরণ অপরাধের বিষয়ে, এবং ঐ সকল মোকদ্দমা সম্পর্কীয় ঐ ঐ রূপ অন্য সকল অপরাধের শাস্তির হুকুম দিবার বিষয়ে, ঐ কালেক্টর ইত্যাদি সাহেবের কাছারী কি দপ্তরখানা ঐ সময়ে আদালত স্বরূপে জানা ও বোধ করা যাইবে ইতি।

২ প্রকরণ। ইহাও জানান যাইতেছে যে, এই আইনের ১১ ও ১২ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে, সেই ক্ষমতাক্রমে তাঁহারা কোন মকদ্দমায় নিষ্পত্তির হুকুম দিলে, যদি উভয়ের কোন পক্ষ তাহাতে অসম্মত হইয়া জাবেতা মতে আদালতে তাহার নালিশ উপস্থিত করে তবে, সেই নালিশ দেওয়ানী আদালতে সারাসরীরূপে হওয়া নিষ্পত্তির উপর জাবেতামতে হওয়া আপীলের ন্যায় বোধ করা যাইবে, অতএব এমত মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের কি সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব বাদী কি প্রতিবাদী হওন প্রয়োজন নাই ইতি।

৩ প্রকরণ। * এই আইন দ্বারা ভূমির মালগুজারী তহসীলের, কালেক্টর সাহেবদিগকে এ ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে, এই আইনের লিখানুসারে সংখ্যা নিরূপিত কতক টাকা কি খরচা অথবা ক্ষতিরপূণ দেওয়াইতে হইবার অর্থে কালেক্টর সাহেব যে যে নিষ্পত্তি করেন, তাহাতে মালগুজারী বাকী আদায় করণের কারণ যেরূপ করা যায়, সেইরূপ যে কালেক্টর সাহেব ঐ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, সেই সাহেব ঐ টাকা যাহার পাইবার অর্থে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, তাহার নিমিত্ত উসুল করিবেন, কিন্তু সরাসরী বিচার পূর্ব্বক কোন জনের পাইবার অর্থে যে নিষ্পত্তি করা যায় ঐ নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার নিমিত্ত ঐ সাহেব কোন ভূমি কি বাটী কি অন্য স্থাবর বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবেন না, ও ভূমি কি বাটী কি জলের শোঁতা ইত্যাদি ভোগ দখলের বিষয়ে যদি কোন নিষ্পত্তি হয় তবে, তাহা অবজ্ঞা কি তাহার বিপরীতাচরণ হইলে, যে কালেক্টর সাহেব ঐ নিষ্পত্তি করেন, সেই সাহেব আদালতের সাহেবেরা নীলামের খরীদারদিগকে খরিদা

* ১৮৩৫ সালের ৮ আইন মত বাকী খাজানার ডিক্রীজারিতে জমি নিলাম করিবার ক্ষমতা যাহা দেওয়ানী আদালতের ছিল, তাহা কালেক্টরের প্রতি অর্পিত হইয়াছে।

বস্তুতে দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত আইনানুসারে যেমত ও যে ক্ষমতাচরণ করেন, সেইমতে ও সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ ভূমি ইত্যাদি দখল দেওয়াইতে পাবেন, এবং জিলা কি সহরের আদালতের সাহেব কালেক্টর সাহেবের ঐ ক্ষমতাচরণ করণে সহায়তা করিবেন, এবং ঐ ক্ষমতাক্রমে কালেক্টরসাহেবেরা যে কোন হুকুম করেন, ঐ হুকুম আদালতের সাহেবেরা নিজে করিলে যেমত করিতেন, সেই মত করিয়া ঐ হুকুমের কার্য্য করাইবেন; এবং কালেক্টর সাহেবেরা আবশ্যক কি উপযুক্ত বুঝিলে, যে জনকে ঐ ভূম্যাদিতে দখল দিবার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, সেই জনকে তাহার ভোগদখল করণে স্থির রাখিবার নিমিত্ত এক কি তাহা হইতে অধিক পেয়াদা কি মৃধা অথবা সওয়ার ইত্যাদি রাখিতে পাবেন ইতি।

২৩ ধারা। ১ প্রকরণ। কোন কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেব পূর্ব্বোক্ত মত বন্দোবস্ত করণ কি তাহা পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক শুধরণের পূর্ব্বে, জমিদার কি ইজারাদারের আমল দখলে কি সরকারের খাসতহসীলে থাকা কোন গ্রাম কি মহাল, এই আইনে বন্দোবস্ত করণ বিষয়ে যেমত হুকুম লেখা গিয়াছে, সেই হুকুমমতে ঐ বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত ঐ কালেক্টর কি অন্য সাহেব যে সকল বিষয় অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে হুকুম কি ক্ষমতা পাইয়া থাকেন, সেই সকল বিষয় অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার নিমিত্ত ঐ গ্রামে কি মহালে কোন তহসীলদার কি কানুনগো কি আমীন কি মোহররী কিম্বা অন্য কোন কার্য্য কারককে পাঠাইতে পাবেন, ও উপরের লিখিত মত দেশীয় যে কোন কার্য্যকারককে পাঠান যায়, সেই কার্য্যকারক পাটওয়ারী কি গোমস্তা কি অন্য যে কোন লোক ঐ গ্রাম কি মহালের হিসাবের কাগজ পত্র রাখে, তাহা দিগকে ইংরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৫ ধারা অনুসারে নিযুক্ত করা কার্য্য কারকারকদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, ঐ ক্ষমতাক্রমে ও সেই মতে তলব করিবার ও তাহাদের জবানবন্দী লইবার ক্ষমতাপন্ন হইবে, এবং কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব হুকুম দিলে, ঐ তহসীলদার কি অন্য জন যে গ্রাম কি মহালে পাঠান যায়, ঐ গ্রাম কি মহাল জরিপ করিতে এবং কোন মোকদ্দমা কি প্রধান কি রায়ত কি তথাকার নিবাসী অন্য কোন জনকে তলব করিতে এবং ঐ গ্রাম কি মহালের সরহদ্দ নিরূপণ করিতে এবং তাহার মধ্যগত ভূমি ও তাহাতে যে যে স্বত্ব কি উপস্বত্ব থাকে, তাহার বিষয়ের সমস্ত বেওরা জানাইবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবে ও কোন জন একগুঁয়ামী করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত কোন কার্য্যকা-

লককে কোন বেওরা জানাইতে যদি অসম্মত হয় তবে, ঐ বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের হৃত্বোধজনক প্রমাণ পাওয়াগেলে, পাটওয়ারীদের হাজির হইতে ও সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওন বিষয়ে যে দণ্ডের হুকুম করা গিয়াছে, সেই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

২ প্রকরণ। আরও হুকুম করা যাইতেছে যে, যে কোন জন বল ক্রমে কি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কোন কালেক্টর কি তহসীলের ভারাক্রান্ত অন্য কোন সাহেব নিকট হইতে আইন মত হওয়া নিষ্পত্তিপত্র কি অনুমতি কি হুকুমের মত কার্য্য করণের ব্যাঘাত কি বিপরীতাচরণ করে, সেই জন চলিত আইনানুসারে ঐ মত কর্ম্মের নিমিত্ত যে দণ্ড নিরূপণ করা গিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত ২০০ দুইশত টাকার অধিক না হয়, এমত মিয়াদে দেওয়ানী জেল খানায় কয়েদ রাখনের যোগ্য হইবে, ও কালেক্টর সাহেব কাছারীতে বসিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ দণ্ডের কি শাস্তির হুকুম দিবেন, ও তাহাতে রোবকারীতে লেখাইবেন, এবং ঐ সাহেব যে বোর্ডের অধীন হন, সেই বোর্ড তৎক্ষণে ঐ হুকুম দেওনের রিপোর্ট পাঠাইবেন ইতি।

৩ প্রকরণ। আরও হুকুম করা যাইতেছে যে, কোন কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব কাছারীতে বসিয়া যে নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন ঐ নিষ্পত্তি কি হুকুম মত কার্য্য হওনের ভাল মন্দ জওয়াব দিবার দায়ী ঐ হুকুমদাতা কি তাঁহার মত কার্য্য করণিয়াকে জ্ঞান করিয়া পুলিশের সমস্ত কার্য্যকারকেরা ঐ বিষয়ে তাহার সহায়তা ও উপকার করিবে, এবং কালেক্টর সাহেব কি তহসীল ভার প্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব কাছারীতে বসিয়া যে নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন, তাহার মত কার্য্য করণের কোন বিপরীতাচণ কি ব্যাঘাত কি তাহার উপক্রম করণ প্রযুক্ত যদি কোন ঝগরা কি হাঙ্গামা উপস্থিত হয় তবে, যে জনেরা ঐ নিষ্পত্তিপত্র কি হুকুমের মত কার্য্য হওনে বিপরীতাচরণ কি ব্যাঘাত করে, তাহারা ঐ ঝগরা কি হাঙ্গামা করণের নিমিত্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে, ও মালগুজারী তহসীলের কার্য্য ভারাক্রান্তদের নামে তাহার নালিশ হইতে পারিবে না ইতি।

২৫ ধারা। যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ভার মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদের প্রতি আছে, সে সকল মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আসামী যে কোন মোক্তার কি উকীল কি আপনার স্থলাভিষিক্ত যে কোন লোককে আপনার তরফ হইতে কার্য্যের সওয়াল জওয়াব করিবার কারণ নিযুক্ত করা উপযুক্ত বুঝে, সেই মোক্তার কি উকীল কি স্থলাষিক্ত জনকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত

করিয়া নিযুক্ত করিতে পারে, ও ঐ মোক্তার কি উকীলের মেহা°ন্তানার ধার্য্য তাহাদের উভয় সম্মতি ক্রমে হইবে; কিন্তু কালেক্টর সাহেব ঐ মোক্তারের হাজির থাকা ও কার্য্যকরার দৃষ্টে যাহা উপযুক্ত বুঝেন, তাহা হইতে অধিক মেহ°নতানা যে ব্যক্তির পরাজয়ে নিষ্পত্তিকরা যায়, তাহা দিতে হইবে না। ইতি।

২৬ ধারা। ঐ সকল মোকদ্দমায় ফরিয়াদী ও আসামীর দাখিল করা আরজী ও জওয়াব ব্যতিরেকে আর কোন সওয়াল জওযাবের প্রয়োজন হইবেনা, কিন্তু যদি কোন সময়ে ফরিয়াদীকি আসামী শুধরা আরজী কি শুধরা জওয়াব কি বিবরণ জ্ঞাপক আর কিছু লিখিয়া দিতে চাহে, তবে তাহা গ্রাহ্য হইবে।

২৭ ধারা। ঐ সকল মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা যাহাই হউক, তাহার সম্পর্কীয় মোক্তারনামা ও ওকালতনামা ও সওয়াল ও জওযাব এবং নিষ্পত্তিপত্র ৷৹ আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা যাইবে, এবং ঐ সকল মোকদ্দমায় যে যে কাগজ দরপেশ করা যায়, তাহার কি ফরিয়াদী কি আসামী, যে সাক্ষী তলব করাইতে চাহে, তাহার তলব বাবৎ কিছু ফিস লওয়া যাইবে না। এবং ঐ ঐ কাগজ দাখিল করিবারকি ঐ ঐ সাক্ষী তলব করিবার দরখাস্ত, ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখা যাইবার আবশ্যক নাই ইতি।

২৮ ধারা। যদি সরকারী কোন কাছারী কি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর অন্য কোন স্থানে, এবং ফরিয়াদী ও আসামীর কি তাহাদের নিযুক্তকরা মোক্তার কি উকীল হাজির হইলে তাহাদের সাক্ষাতে করা হয়, তবে কালেক্টরসাহেবেরা আপন জিলার মধ্যে, যে কোন স্থানে যান কি বাস করেন, সেই স্থানেই মোকদ্দমা সকল শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

২৯ ধারা। ১ প্রকরণ। ঐ সকল মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবদের হইতে, যে নিষ্পত্তি হয়, তাহার উপর বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদের নিকট আপীল হইতে পারিবে। ও ঐ আপীলকারক আপন ইচ্ছামত কালেক্টর সাহেবের কি ঐ বোর্ডের সাহেবদের নিকট ঐ আপীলের দরখাস্ত দিতে পারিবে। ও ঐ দরখাস্ত ২৲ দুই টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প-কাগজে লেখা যাইবে। কিন্তু, ঐ আপীলের দরখাস্ত, দিতে গৌণ হইবার বিশিষ্ট হেতু, বোর্ডের সাহেবদের গোচর ও মঞ্জুর হওন ব্যতিরেকে ঐ নিষ্পত্তির তারিখ হইতে তিন* মাসের পরে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ও ইহাও জানান যাইতেছে যে,

* এক মাসের পর ১৮৬৮। ৩। ১।

সামান্যতঃ বোর্ডের সাহেবদের আপীল হওয়া ঐ ঐ মোকদ্দমার বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্তকরণের আবশ্যক নাই। বরং কালেক্টর সাহেবের করা শেষ রোবকারী দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া যে সকল মোকদ্দমায় তাহারা ঐ কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তি, অন্যায়মতে কি ভ্রান্তিক্রমে কি সন্দেহযুক্ত হওন কি ঐ মোকদ্দমায় ঐ কালেক্টর সাহেব যে যে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা আইনের অন্য মত কি অসম্পূর্ণ হওনের কোন কারণ না পান, সেই সেই মোকদ্দমার আপীল আর কোন অনুসন্ধান ও বিবেচনাকরণ ব্যতিরেকে ডিসমিস করিতে পারেন; ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, কালেকটর সাহেব গরহাজির হওন কি অন্য ত্রুটিকরণ প্রযুক্ত মোকদ্দমা বিষয়ের যাথার্থ্যের অনুসন্ধান করণ ব্যতিরেকে তাহা ডিসমিস করিলে বোর্ডের সাহেবেরা তাহার পুনর্ব্বার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার হুকুম ঐ কালেকটর সাহেবকে দিতে পারেন, এবং উপযুক্ত হেতু থাকন ব্যতিরেকে কালেকটর সাহেব কোন মোকদ্দমা তদন্ত কি নিষ্পত্তি করিতে তাচ্ছল্য কি বিলম্ব করিলে, বোর্ডের সাহেবেরা আপনাদের হুকুমক্রমে ঐ কালেকটর সাহেবকে দিয়া অবিলম্বে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত ও নিষ্পত্তি করাইতে পারিবেন ইতি।

২ প্রকরণ। ঐ ঐ আপীলের মোকদ্দমায় আপালের দরখাস্ত ব্যতিরেকে আর কোন সওয়াল জওয়াবের আবশ্যক নাই এবং যে কাগজ প্রথমে দাখিল হইয়া থাকে, তাহার কি বোর্ডের সাহেবেরা অন্য যে লিখিত নিদর্শন তলব করা উপযুক্ত বুঝেন, তাহার কোন ফিস্ লওয়া যাইবে না ইতি।

৩ প্রকরণ। ঐ ফরিয়াদী কি আসামী প্রথমে ঐ মোকদ্দমায় যে মোক্তার কি উকীলদিগকে তাহার সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিল, ঐ মোক্তার কি উকীলদিগকে ঐ ঐ মোকদ্দমার আপীলের কালে নিযুক্ত করা যদি উপযুক্ত বুঝ তবে, তাহাদের স্থানে সে নিমিত্ত নূতন কোন মোক্তারনামা কি ওকালতনামা তলবকরা যাইবে না ইতি।

৪ প্রকরণ। আসামীকে ঐ আপীল হওনের এত্তেলানামা দিতে হইবে; কিন্তু তাহাকে স্বয়ং কি উকীল দ্বারা হাজির হইবার হুকুম হইবে না, এবং ঐ আসামী গরহাজির হইলেও, হাজির হইলে যেমত করা যাইত, সেই মত ঐ মোকদ্দমার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার আপীলের নিষ্পত্তি করা যাইবে ইতি।

৫ প্রকরণ। কালেকটর সাহেবদের সরাসরী বিচারপূর্ব্বক করা নিষ্পত্তির বিষয়ে বোর্ডের সাহেবদের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে; ও তাহার রোবকারী পারসী ভাষায় ২, টাকা মূল্যের ষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

৬ প্রকরণ। যে কোন জন কালেক্টর সাহেবের কি বোর্ডের সাহেবদের সরাসরীমতে করা বিচার ও নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া, তাহা অপেক্ষা পূর্ণরূপে ও রীতিমতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার ইচ্ছা করে, সেই জন্য জিলার আদালতে কি তাহার মত কি তাহা হইতে বড় আর যে কোন আদালতে সে মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে, সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা বিষয়ের যথার্থ জানা যাইবার কারণ জাবেতামতে নালিশ করিতে পারে, এবং তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তি যদি বোর্ডে মতান্তর কি রদ করা না গিয়া থাকে তবে, তাহার উপর জাবেতামতে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইলেও ঐ কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তির মত কার্য্য হইবে ইতি।

৩০ ধারা। এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা যে সকল নালিশ ও দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন, যে লোকেরা ঐ নালিশ ও দাওয়ার বিষয় রাখিয়াও কালেক্টর সাহেবের কাছারীর সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি চাহে না, তাহারা ন্যায় ও বিচার বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুমানুসারে ঐ সকল নালিশ কি দাওয়া তথাকার মুন্সেফের আদালতে কি জেলা কি সহরের আদালতে অথবা তথাকার প্রবিন্সেল কোর্টে ইহা যে আদালতের বিচার যোগ্য হয়, সেই আদালতে প্রথমেই জাবেতামতে দরপেশ করিতে পারিবে।

৩১ ধারা। ১ প্রকরণ। কোন কালেক্টর সাহেবের সরাসরী বিচার পূর্ব্বক করা নিষ্পত্তি মতান্তর কি রদ করিবার নিমিত্ত আদালতে যখন জাবেতামত নালিশ দরপেশ হয়, তখন ঐ আদালত হইতে ঐ সরাসরী বিচার সম্পর্কীয় সমস্ত কাগজ তলবের হুকুম হইবে, ও ঐকাগজ ঐ মোকদ্দমার মিছিলের শামিলে রাখা যাইবে ইতি। সালিঃ ১২ ডিসেম্বর ১৮৩৪ দৃঃ।

২ প্রকরণ *। ইহাও জানান যাইতেছে যে, ঐ মত কোন মোকদ্দমা কোন রেজেষ্টর কি সদরআমীন কি মুন্সেফের বিচার যোগ্য ও তাহাদের নিকট সমর্পণেরও যোগ্য হইবে না; এবং এই আইনের হুকুমানুসারে কালেক্টর কিম্বা তহসীলের ভারাক্রান্ত অন্য সাহেবের করা নিষ্পত্তি এবং বোরকারী তাহা বোর্ডে

---

৩১ ধারার যেবিধান দ্বারা কালেক্টরের সরাসরী নিষ্পত্তির বিপক্ষে কোন নালিশ সদর আমীন কি মুন্সেফ শুনিতে না পারিবার কথা আছে তাহা, ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ২ ধারা ক্রমে রদ হইয়াছে।

কি জেলার কি তাহার তুল্য কি তাহা অপেক্ষা বড় অন্য কোন আদালতে জাবেতামতে নালিশ হইয়া রদ কি মত্তাস্তর না হইলে, তাহা কোন রেজেষ্টর সাহেব কি সদর আমীন কি মুন্সেফ আপনাদের নিকট উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার বিচার করণে উল্লংঘন করিতে পারিবেন না।

৩২ ধারা। কালেক্টর সাহেবদের নিকট যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, কি উপস্থিত থাকে, বোর্ডের সাহেবদের হুকুমানুসারে নিরূপিত সময়ে ঐ সাহেবদের ঐ বোর্ডে তাহার রেওয়া লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, এবং বোর্ডের সাহেব লোক শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে সময়ে সময়ে যেমত হুকুম করেন, সেই মত ঐ সকল রেওয়ার সংক্ষেপ কথা লিখিয়া, এবং যে সকল মোকদ্দমা তাঁহাদের নিকট আপীল হইয়া তাহার নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে, তাহারও রেওয়া শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন ইতি।

৩৩ ধারা*। ১ প্রকরণ। আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবদের এবং কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের বিচার যোগ্য হয়, এবং ভূমির কি তাহার পাট্টাদির কি তাহাতে যে যে স্বত্ব থাকে, তাহার বিষয়ে যে কোন মোকদ্দমা কি বিবাদ উপস্থিত করা যায়, তাহার উভয় পক্ষ যদি নালিশ দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হওয়াতে সম্মত হয়, তবে ঐ সাহেবেরা ঐ ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে সালিশে সমর্পণ করিতে পারিবেন; এবং সালিশ দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইল তাহার মতাচরণ করাইতে পারিবেন; ও এই প্রকরণানুসারে সালিশের বিচার মোকদ্দমা সমর্পণ বিষয়ে এবং ঐ ঐ মোকদ্দমায় তাহারা যে যে কর্ম্ম করিবে, তাহার বিষয় ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনে ও তদনুরূপ অন্য অন্য আইনে এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনে যে যে হুকুম লেখা গিয়াছে, তাহা যে পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সে পর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেব আপন কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন; এবং সাক্ষিদিগকে তলব করিবার ও তাহাদের জবানবন্দী লইবার এবং তাহাদিগকে দিব্য করাইবার বিষয়ে সালিশদিগকে ঐ ঐ আইনে লিখিত ক্ষমতার্পণ করিতে পারেন; এবং আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ হওয়া ক্ষমতাক্রমে ঐ ক্ষমতাপন্ন সালিশদের করা হুকুমের মতাচরণ করাইতে পারিবেন, ও সালিশদিগকে সমর্পণ করা মোকদ্দমায় যে সকল নিষ্পত্তি হয়, তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকট মঞ্জুর হইলে, আদালতের হুকুমের মত প্রবল হইবে এবং ঘুষ ইত্যাদি লওন কি স্পষ্ট পক্ষপাত করণ কি সালি-

* সালিসী বিষয়ক নিয়ম ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৫ হইতে ১০ ধারা পর্য্যন্ত দেখ।

শীতে সমর্পণ হওয়া মোকদ্দমার উভয় পক্ষে সালিশদিগকে যে ক্ষমতা ও ভার অর্পণ করিয়া থাকে, তাহা অতিক্রম করণ অপবাদরূপ হেতু ব্যতিরেকে সালিশ-দের করা নিষ্পত্তি রদ কি মতান্তর হওয়ার যোগ্য হইবে না; এবং ঐ অপবাদের হেতু জিলা কি সহরের আদালতে কি তাহা হইতে বড় অন্য যে আদালতে তাহার মোকদ্দমা বিচারযোগ্য হয়, সেই আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।*

২ প্রকরণ। সালিশদের নিকট বিচারার্থ কোন মোকদ্দমা সমর্পণ করণ কালে কালেক্টর সাহেব আপন রোবকারী ও উভয় বিবাদির দস্তখত করণীয় সালিসনামায় ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে যে বিষয় নিষ্পত্ত্যর্থে তাহাদিগকে সমর্পণ করা যায়, তাহার বেওরা বিশেষরূপে লেখাইবেন, এবং সালিশদের প্রথম করা নিষ্পত্তি যদি তাহাদের নিকট সমর্পণ করা সকল বিষয়ব্যাপক না হয়, কি আর কোন প্রকারে অসম্পূর্ণ হয় তবে, কালেক্টর সাহেব তাহাদের প্রতি ঐ নিষ্পত্তি সম্পূর্ণরূপ করিবার হুকুম দিয়া ঐ মোকদ্দমা তাহাদের নিকট পুনর্ব্বার সমর্পণ করিতে পারেন ইতি।

৩ প্রকরণ। উপরের লিখিত হুকুমানুসারে যে কোন মোকদ্দমা সালিশদিগকে সমর্পণ করা যায়, চলিত আইন মধ্যে বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও পরগণার কানুনগোদিগকে ও তহসিলদারদিগকে সালিশ নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

৩৪ ধারা। ১ প্রকরণ, যদি কালেক্টর সাহেব কি ভূমি ও বাটী ইত্যাদি বেদখল কি দখলের প্রতিবন্ধকতা করণের দাওয়ার বিষয়ে এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবদের যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া সমাচারে কি অন্য কোন প্রকারে ইহা জানিতে পারেন যে, তাঁহার অধিকারের সীমার মধ্যে কোন ভূমি কি বাটী ইত্যাদি কি ফসল কি ফলের বাগান কি পশুচারণের ভূমি কি মৎস্য ধরণের জলাশয় কি কূপ কি জলের সোঁতা ইত্যাদি কি পুষ্করিণী কি খোদা খাত ইত্যাদি বিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহাতে হাঙ্গামা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে ঐ কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিবাদের উভয় পক্ষকে নিরূপিত সময়ে ও স্থানে স্বয়ং কি মোক্তার দ্বারা হাজির হইতে হুকুম দিতে পারিবেন, এবং ঐ উভয় বিবাদির কি তাহাদের মোক্তারদের কি তাহা-দের মধ্যে যে যে জন হাজির হয়, তাহাদের সাক্ষাৎকার ঐ বিবাদ বিষয়ে অনু-সন্ধান ও তদন্ত করণান্তর কি উপরের লিখিতমত সালিশদের স্থানে তাহা সমর্পণ করণানন্তর ঐ উভয় বিবাদির মধ্যে কোন জন তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ে নালিশ দর-

* সালিশী বিষয়ক নিয়ম ১৮৭৩ সালের ৯ আইনের ৫ হইতে ১০ ধারা পর্য্যন্ত দেখ।

পেশ করিলে যেমত করিতেন, সেমত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ; ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, ঐ ভূমি ইত্যাদির, পূর্ব্ব উচিত ভোগদখলের নির্ণয় হইতে না পারিলে, কালেক্টর সাহের বোর্ডের হুকুমে অধীনতায় তাহার স্বত্বাধিকারের নির্ণয় করিতে ও তাহা উভয় পক্ষের এক পক্ষের দখলে রাখিতে পারেন, ও অন্য পক্ষ ঐ নিষ্পত্তির বিরাধে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিতে পারে ; কিন্তু কোন কালেক্টর সাহেব ঐ ভূম্যাদি ভোগদখলের অনুসন্ধান সাবধানপূর্ব্বক করণ ব্যতিরেকে ঐ প্রকার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না, ও বোর্ডের সাহেবেরা এ বিষয় বিলক্ষণ মনো যোগ রাখিবেন যে, ঐ অনুসন্ধান করা যায়, ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, ঐঐ প্রকার হইলে কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্ত বিবাদের ভূমি ও বাটী ইত্যাদি ক্রোক করিতে ও তাহার কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত কোন জনকে নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং ভূম্যাদির বাবৎ খাজানা কি উৎপন্ন কি তাহাতে সরকারের যে রাজস্ব পাওনা থাকে, তাহাও তাহার কার্য্যের কর্ত্তৃত্বের খরচ আদায় হওন বাদে অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা ঐ বিবাদের বিষয় উভয় পক্ষের এক পক্ষের দখলে রাখা পর্য্যন্ত আমানত রাখিতে পারিবেন।

২ প্রকরণ ‡। যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ভূমি কি বাটী ইত্যাদির কি ফসল কি জলের সোঁতা ইত্যাদির বিষয়ে এমন কোন বিবাদ যাহাতে হাঙ্গামা হইতে পারে, কি অন্য কোন হেতুতে এমত বোধ হয় যে, ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি শীঘ্র করা আবশ্যক, তাহার বাবৎ কোন মোকদ্দমা কি নালিশ কি আরজী উপস্থিত হয় তবে, কালেক্টর সাহেব ঐ ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা রাখিলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট কি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কালেক্টর সাহেবকে তাহা জানাইবেন, এবং কালেক্টর সাহেব তখন উপরের লিখিত হুকুমমত ঐ ঐ মোকদ্দমা বিষয় অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ও ইহাও জানান যাইতেছে যে, বলক্রমে বেদখল কি দখলের ব্যাঘাতকরণ বিষয় সকলে, কালেক্টর সাহেব ঐ ঐ মোকদ্দমায় প্রথমতঃ আপিন যাহা করিয়া থাকেন তাহার, এবং তাহার শেষ নিষ্পত্তির রোবকারির নকল ম্যাজিষ্ট্রেট কি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রে সাহেবের নিকট অবশ্য পাঠাইবেন ইতি।

৩ প্রকরণ। ঐ ঐ মত মোকদ্দমা সকল উপস্থিত হইলে, যেমত দেওয়ানী আদালতের সাহেবদের নিমিত্ত হুকুম আছে, সেমত কালেক্টর সাহেব তাহার উভয় পক্ষকে ঐ ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে সালিশদের নিকট সমর্পণ করিতে উপযুক্ত যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্তি লওয়াইবেন ইতি।

---

‡ ১৮২৮ সালের ৪ আইনের ২ ধারার ৪ প্রকরণ দেখ।

৩৫ ধারা। বোর্ড রেবেনিউর কি বোর্ড কমিসনর এই ২ই শব্দ এই আইনে কি আর কোন আইনে যে যে স্থানে লেখা যায়, সেই সেই স্থানে ঐ ঐ শব্দে কোন বোর্ডের কি কমিটির কি কমিসনর সাহেবেরা এবং ঐ বোর্ডের কি কমিটির কি কমিসনর সাহেবদের মধ্যে যে কোন সাহেব শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সিলের হুকুমমত বোর্ড রেবেনিউর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, সেই সাহেব বিশেষরূপে অন্য প্রকার কহন এবং হুকুমকরণ ব্যতিরেকে বোধ করা যাইবে; ও ঐ মত এই আইন কি আর যে কোন আইনে কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণ কি তাহাদিগকে ক্ষমতার্পণ অর্থে যে সকল হুকুম লেখা যায়, সেই সকল হুকুম শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সিল হইতে অন্য যে সাহেবেরা কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্ন লিখিত আইন ১৮৮১ সালের ৯ই এপ্রেল তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮১ সালের ১৩শে মে তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮১ সালের ৪ আইন।

"বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন" সংশোধনার্থ আইন।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন সংশোধন করা বিহিত, অতএব নিম্ন লিখিত বিধান করা গেল।

আইনের সংক্ষেপ নাম, অর্থকরণ ও আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশীয় আবকারী আইন সংশোধন বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

এই আইন বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইনের সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে, এবং ইহা যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমোদন সহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩৪ ধারা রহিত করিবার কথা।

২ ধারা। বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইনের ৩৪ ধারা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

৪ ধারার সংশোধন।

৩ ধারা। ৪ ধারায় "আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য" এই শব্দের লক্ষণের পর নিম্ন লিখিত কথাগুলি দিতে হইবে। যথা,—

ব্রিটিষ ভারবর্ষের সীমার বহিঃস্থ কোন স্থানে যে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয়, কি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে স্থানে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হইলে উহার উপর আবকারী মাসুল আদায় করা হয় না, সেই স্থানে যে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয়, "ভিন্নদেশীয় আবকারী মাসুল-যোগ্য দ্রব্য" বলিলে তাহা বুঝাইবে।

৯ ধারার সংশোধন।

৪ ধারা। ৯ ধারার শেষ প্রকরণে "উঠাইয়া ৭ ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানায় সেই প্রকারের মদিরা চোয়াইবার অনুমতি দিতে পারিবেন" এই এই কথার পরিবর্ত্তে "উঠাইয়া দিতে পারিবেন, এবং কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ৭ ধারামত স্থাপিত ভাটীখানায় দেশীয় নিয়মমত উগ্র শরাব চোয়াইবার লাইসেন্স যে দিতে পারিবেন না, এই ধারার কিম্বা ৭ ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ বুঝিতে হইবে না।" এইং কথা দিতে হইবে।

১৭ ধারার পর নুতন ধারা দিবার কথা।

৫ ধারা। ১৭ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটী দিতে হইবে।—

ভিন্নদেশীয় আবকারী মাসুলযোগ্য কোনং দ্রব্য সম্বন্ধীয় নিষেধের কথা।

"১৭ ক ধারা। যে উগ্র ও শাজলা শরাব সমুদ্রপথে আমদানী করা যায় ও কেবল ব্যক্তি বিশেষের ভোগ ও ব্যবহারের নিমিত্ত রাখা হয়, বিক্রয়ের নিমিত্ত নয়, তদ্ভিন্ন কোন ভিন্নদেশীয় আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য সম্বন্ধে, বোর্ড স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে,

"(১) ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট জিলায় বা ভূখণ্ডে কোন পরিমাণে উক্ত ভিন্ন দেশীয় মাসুলযোগ্য দ্রব্য নিকটে রাখা একেবারে নিষিদ্ধ, কিম্বা

"(২) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ঐ দ্রব্য নিকটে রাখা যাইবে না। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের, কিম্বা এতদর্থে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের প্রদত্ত লাইসেন্সের বলে ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক দ্রব্য রাখা যাইতে

পারিবে। বোর্ড সময়ে সময়ে বিহিত বোধ করিলে ঐ লাইসেন্সের নিমিত্ত যে ফী বা মাসুল দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

১৯ ধারার সংশোধন।

৬ ধারা। ১৯ ধারায় "ব্রিটনীয ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভারতবর্ষের কোন স্থানে" এই কথার পর "কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে স্থানে উগ্র শরাব চোযান গেলে উহার উপর আবকারী মাসুল আদায করা হয না সেই স্থানে" এই এই কথা দিতে হইবে।

৫৮ ধারার সংশোধন।

৭ ধারা। ৫৮ ধারায "বিক্রয করিতে" এই কথাটী উঠাইযা দিতে হইবে, এবং উক্ত ধারার শেষ প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, যথা

"তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য (১৭ ধারার বিধান সত্ত্বেও) পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।"

৬১ ধারার সংশোধন।

৮ ধারা। ৬১ ধারার দ্বিতীয প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত প্রকরণটী দিতে হইবে; "কোন ব্যক্তি বিক্রয করণের অভিপ্রায ভিন্ন নিজ ভোগ ও ব্যবহারের জন্য সমুদ্র পথে আমদানী করা উগ্র শরাব নিকটে রাখিলে, তাঁহার প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১৭ধারার কোন কথা বর্ত্তে না।

৬১ ধারার পর নুতন ধারা দিবার কথা।

৯ ধারা। ৬১ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটী দিতে হইবে।

নিষেধ না মানিযা কেহ ভিন্নদেশীয আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য নিকটে রাখিয়াছে দৃষ্ট হইলে দণ্ডের কথা।

"৬১ ক ধারা। কোন ব্যক্তি ১৭ক ধারামতে প্রচারিত জ্ঞাপনপত্র না মানিয়া-ভিন্নদেশীয আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিকটে রাখিযাছে কি উক্ত জ্ঞাপন পত্রে কোন আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্যের যে পরিমাণ রাখিবার অনুমতি আছে তদধিক রাখিযাছে, দৃষ্ট হইলে, তাহার ৫০০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।"

৭৫ ধারার সংশোধন।

১০ ধারা। ৭৫ ধারার প্রথম প্রকরণে "তাহাও ক্রোক ও জব্দ করিতে পারিবেন" এইং কথার পরিবর্ত্তে "তাহা ক্রোক করিতে পারিবেন ও তাহা জব্দ হইবার যোগ্য হইবে" এই কথা দিতে হইবে।

৮২ ধারার সংশোধন।

১১ ধারা। ৮২ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটী দিতে হইবে, যথা,

এই আইনের বিধান হইতে আবকারী মাশুল যোগ্য দ্রব্য মুক্ত করিতে পারিবার কথা।

"স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে এই আইনের সমুদয় বা কোন বিধান হইতে কোন আবকারী মাশুলযোগ্য দ্রব্য কি ভিন্ন দেশীয় আবকারী মাশুলযোগ্য দ্রব্য মুক্ত করিতে পারিবেন এবং সময়ে ঐরূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপ মুক্তকরণের আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।"

সম্পূর্ণ।

ইংরেজী ১৮২৫ সালের ৯ নবম আইন।*

ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন দ্বারা যে ফলোদয় হইয়াছে, তাহার আধিক্য হওন এবং মালগুজারেরা ভূমির মালগুজারী আদায় করিতে ত্রুটী করিলে, ভূমি নিরূপিত মিয়াদী পাট্টা দ্বারা ইজারা দিতে কি নিরূপিত কয়েক বৎসরের নিমিত্ত খাস তহসীলে রাখিতে রাজস্বের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে ক্ষমতা দিবার এবং ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের লিখিত হুকুম শুধরিবার ও তাহার অতিরিক্ত কিছু কিছু নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং চলিত আইনের লিখিত অন্য অন্য কথা শুধরিবার নিমিত্ত এ আইন শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সিলে ইংরেজী ১৮২৫ সালের তারিখ ৫ই মে মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৩২ সালের ২৪শে বৈশাখ জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা। যেহেতু ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুম, দত্ত এবং জয়করা দেশ সকল ও জিলা কটক ও পরগণা পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় মহালত ব্যতিরেকে অন্যত্র চলে না, এবং যেহেতু কলিকাতা রাজধানীর তাবে অন্যান্য জিলার মধ্যে এমত অনেক মহাল ও ভূমিখণ্ড আছে যে, তাহার ইস্তমরারী বন্দোবস্ত এপর্য্যন্ত হয় নাই এবং দত্ত ও জয়করা দেশসকলে রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা যেমন ক্ষমতা রাখেন, সেইমত ক্ষমতা ঐ ঐ মহাল ও ভূমিখণ্ডে রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল, এবং যেহেতু নিষ্কররূপে কি বিশেষ সনদ দ্বারা মোকররী জমা দিয়া দখলে রাখা ভূমির বিষয়ে যে যে হুকুম ঐ আইনে লেখা গিয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই, রাজধানীর তাবে দেশ সকলের মধ্যগত ঐ ঐ প্রকার দখলে রাখা ভূমির সহিত তুল্যরূপ সম্পর্ক রাখে, এবং আবেতামতে আদালতে আপীল হইয়া হওয়া নিষ্পত্তির অধীনতায়, কোন কোন মোকদ্দমা সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত ঐ আইনে

---

* ১৮২২ সালের ৭ আইনের ১২ ধারার ২ প্রকরণের নিম্নে যে টীকা আছে তাহা দেখ।

বিশেষ করিয়া লিখিত ক্ষমতানুসারে কখন কখন পূর্ব্ব দেশের রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে কার্য্য করিবার হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইল। এবং যেহেতু, যে যে জিলায় ইস্তমরারীরূপে ভুমির জমা মোকরর হয় নাই, সেই সেই জিলার মালগুজারীর বাকী আদায় করিবার নিমিত্ত, উপর্য্যুপরি ভুমি নিলাম করা আবশ্যক হইয়া, বাকীদারদের ভুমি, নিরূপিত মিয়াদী পাট্টা দ্বারা ইজারা দিতে, কি রাইয়ৎওয়ারী অর্থাৎ প্রজাদের সনাজাত বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত, ঐ ভুমি খাস তহসীলে রাখা উপযুক্ত বোধ হইলে, তাহা করিবার নিমিত্ত রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ করা আবশ্যক এবং উপযুক্ত বোধ হইল; এবং যেহেতু, ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের লিখিত হুকুম দ্বারা ও তাহার অতিরিক্ত আর কিছু নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক বোধ হইল, এবং যেহেতু ইংরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৯ ধারায় সায়েরাতের মাসুল তহসীল করণ নিষেধের, যে যে হুকুম লেখা গিয়াছে, ঐ ঐ হুকুম মালগুজারেরা এবং অন্য ব্যক্তিরা যে সেওয়ায়ী মাসুল তহসীল করে, তাহার কোন কোন বিষয়ের সহিত এবং তাহারা আদ্যোপান্ত দস্তুর মত তত্তৎ স্থানের কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে যে মাসুল লয়, এবং তাহা মৌকুফ করিলে কাহার কাহার হানি হয়, ঐ ঐ মাসুলের সহিত সম্পর্ক রাখে বোধ হইল, এবং সরকারের অনুমতি পূর্ব্বক ঐ ঐ মাসুল বহাল রাখণের হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা উপযুক্ত বোধ হইল, অতএব নীচের লিখিত হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল। এবং এই আইন জারী হওনের তারিখ অবধি ঐ সকল হুকুম ফোর্ট উইলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবে ইতি।

২ ধারা। ১ প্রকরণ। ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের এবং তাহার পর যে তেত্রিশ ধারা আছে, ঐ সকল ধারার লিখিত হুকুম, এই ধারাক্রমে যে সকল জমিদারীর ইস্তমরারী বন্দোবস্ত, ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে ও ১৭৯৫ সালের ২ ও ২২ আইনের লিখিত হুকুম; যে পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে সম্পর্ক রাখে, তদনুসারে হইয়াছে। তদ্ব্যতিরেকে নিষ্করূপে কি বিশেষ সনদ দ্বারা কম জমায় দখল করা জায়গীর ও মোকররীরূপে এবং অন্য অন্যরূপে দখল করা ভুমি শুদ্ধ, সমস্ত ভুমির সহিত সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

২ প্রকরণ। যে সকল জমিদারী একণে খাসতহসীলে রাখা গিয়াছে কি ইহার পরে রাখা যাইবে, সে সকল জমিদারী, যে পর্য্যন্ত ঐরূপ রাখা যায়, সে পর্য্যন্ত উপরের লিখিত হুকুম, ঐ সকল জমিদারীর সহিত সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

৩ প্রকরণ। বন্দোবস্তের সময়ে যে সকল মহালের জমা মোকরর করা গিয়াছে, ঐ ঐ মহালের মধ্যগত বিশেষ করিয়া লেখা পরগণা কি মৌজা কি মালগুজারী তহসীল করণার্থে হওয়া অন্য কোন ভূমি খণ্ডের বহির্ভূত ভূমির সহিত অর্থাৎ সুন্দরবনের এবং ভাগলপুরের নিকটস্থ পাহাড়িয়া ভূমির এবং অন্য বিস্তারিত জঙ্গলা এবং আরণ্য ভূমির সহিত এবং ঐ ঐ জঙ্গল কি অরণ্যের নিকটস্থ সকল জমিদারীর সহিতও উপরোক্ত হুকুম সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

৩ ধারা। শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এ ক্ষমতা রাখেন যে, সুবে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা এবং বারানস দেশের কোন কালেক্টর সাহেবকে কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেবকে ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২০ ধারার বিশেষ করিয়া লেখা ক্ষমতা, ঐ ধারার ২ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত প্রকারে সময়ে সময়ে যে সরহদ্দের মধ্যে উপযুক্ত বোধ হয়, সেই সেই সরহদ্দের মধ্যে অর্পণ করেন, এবং ঐ আইনের ২১ ধারার এবং তাহার পর যে ১৪ ধারা আছে, তাহারও লিখিত হুকুম, ঐ কালেক্টর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের তাঁবে ঐ মত বাধা, পরগণা এবং তত্তৎস্থানীয় অন্য অন্য ভূমিখণ্ডের সহিত সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

৪ ধারা। যে যে জমিদারীর জমা, ইস্তমরারীরূপে মোকরর করা গিয়াছে, এমন জমিদারী ব্যতিরেকে, যে কোন মহালের নিমিত্ত তাহার স্বত্বাধিকারিদের কি স্বত্বাধিকারিস্বরূপ বহীতে নাম লেখা জনদের স্থানে কবুলিয়ৎ লওয়া গিয়াছে, এমত এমত মহালের মালগুজারী বাকী পড়িল এবং ঐ মালগুজারী দিতে হইবার তারিখাবধি এক মাসের মধ্যে মালগুজারেরা ঐ বাকী আদায় করিতে ত্রুটি করিলে, ঐ জমিদারী নীলাম করিবার কোন প্রতিবন্ধক আছে বোধ হইলে, এবং ঐ বাকী আদায় হইবার প্রকারান্তর না থাকিলে, কালেক্টরসাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেব, বোর্ডের সাহেবদের অনুমতি লইয়া শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুকুমের অধীনতায় মালগুজারদের পাওয়া পাট্টা, ও দেওয়া পাট্টা, ও কবুলিয়ৎ রদ করিতে এবং ১৫ বৎসরের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ, ঐ শ্রীযুত কৌন্সেলের বৈঠকে নিরূপণ করেন, সেই মিয়াদের নিমিত্ত ঐ মহাল ইজারা দিতে কি ঐ মত মিয়াদে ঐ মহাল খাস তহসীলে রাখিতে ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু ঐ নীলামের কোন প্রতিবন্ধক থাকা না থাকার কি বাকী আদায় হইবার প্রকারান্তর থাকা না থাকার বিষয়ে রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে; ও মহাল ইজারা বিলিতে কি খাস তহসীলে রাখা গেলে, তাহার মালগুজারেরা যে জমা দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছিল, তাহা হইতে যদি

অধিক টাকা, ঐ মহাল হইতে উৎপন্ন হয়, তবে ঐ মহালে যত বাকী পড়িয়া থাকে, যাহা কি তাহার যে কোন অংশ আদায় করিবার অর্থে, ইজারদার আল্লাহিয়া একরার লিখিয়া দিয়াছে, তাহা কি যাহা আর কোন প্রকারে পাওয়া না গিয়াছে, তাহা প্রথমতঃ ঐ অধিক টাকা হইতে আদায় হইবে, ও অবশিষ্ট টাকা হইতে ঐ মালগুজারেরা শ্রীযুত গবর্নর জেনেরল বাহাদুর যেমত হুকুম দেন সেই মত তাহাদের পাট্টা ও কবুলিয়তে লিখিত মিয়াদের শেষ সনের সদর জমা অনুসারে তাহার উপর শতকরা ৫৲ টাকার কম ও ১৫৲ টাকার অধিক না হয়, এমত পরিমাণে মালিকানা পাইবে ইতি।

৫ ধারা *। ১ প্রকরণ। ইংরাজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ২২ এবং ৩০ ধারার লিখিত কথা শুধরিবার কারণ, নীচের লিখিত হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ প্রকরণ। ইংরাজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখিত মত, বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত যখন কোন কালেক্টর কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব কোন মহালে যাইতে উদ্যত হন, তখন ঐ সাহেব ঐ মহালে কি ঐ মহালে অনেক গ্রাম থাকিলে সেই সেই গ্রামে, সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লটকান ইস্তাহার নামা দ্বারা ঐ মহালের কি তাহার কোন অংশের ভূমি, যে গ্রামের কি যে যে গ্রামের মধ্যে কি তাহার লাগাও থাকে, ঐ কি ঐ ঐ গ্রামে যে সকল লোকেরা নিষ্করূপে কি মোকররী জমা দিয়া ভূমি দখল করে, তাহারা নিজে কি তাহাদের উকীল ঐ ইস্তাহার নামার লিখিত তারিখ হইতে এক মাসের কম না হয়, এমত উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে কালেক্টর সাহেব, ঐ মহালের মধ্যে যে স্থানে আপন কাছারী করা পছন্দ করেন, সেই স্থানে হাজির হইবার, এবং ঐ সাহেব যে পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকেন, সেই পর্য্যন্ত প্রতি দিন, যে সকল সনদ কি অন্য নিদর্শনপত্র দ্বারা তাহারা ঐ ভূমি দখল করে, কি ঐ ভূমি নিষ্করূপে কি মোকররী জমা দিয়া দখল করিবার দাওয়া করিয়াছে কি করিবে, তাহা শুদ্ধা এবং আপন আপন দাওয়া প্রবল করিবার নিমিত্ত অন্য যে কোন প্রমাণ রাখে, তাহার সহিত হাজির থাকিবার হুকুম প্রচার করিতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।

৩ প্রকরণ। উপর প্রকরণে লিখিত হুকুমানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা কোন মহালের বন্দোবস্ত করিবার সময় কি তাহার পূর্ব্বে ঐ মহালের কি তাহার কোন অংশের ভূমি যে গ্রাম কি যে যে গ্রামের মধ্যে কি তাহার লাগাও থাকে, ঐ কি ঐ ঐ গ্রামের সমস্ত ভূমি সকর কি

* ১৮২৮ সালের ৯ আইনের ২ ধারা এবং ১০ ধারার ৩ প্রকরণ দেখ।

নিষ্কর হউক, বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের নিকট এত্তলা না করিয়া জব্দীপ করিতে কি করাইতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।

৪ প্রকরণ। কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে কোন মহালের বিষয়ে পূর্ব্বোক্তমত ইস্তাহারনামা জারী করিয়া থাকেন, ঐ মহালের বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিয়া, যে লোকেরা নিষ্কররূপে কি মোকররী জমা দিয়া ভূমি দখল করে, তাহাদের দাওয়া শুনিতে ও তাহাদের পূর্ব্বোক্ত সনন্দাদি অন্যান্য নিদর্শনপত্র, কি তাহার মধ্যে কোন পত্র দেখিতে মনস্থ করিয়া, ঐ লোকদের হাজির হইবার নিমিত্ত ইস্তাহারনামায়, যে মিয়াদের নিরূপণ লেখা গিয়াছে, সেই মিয়াদ পূরা হইলে, ঐ ঐ বিষয়ের কি তাহার কোন বিষয়ের নিমিত্ত যে দিন কাছারী করিতে মনস্থ করেন, তাহার পূর্ব্ব দিনে আপন কাছারীতে কি ঐ মহালের মধ্যে সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ইস্তাহারনামা দেওন দ্বারা আপন ঐ মনস্থের কথা জানাইবেন ইতি।

৫ প্রকরণ। পূর্ব্বোক্তমত নিষ্কররূপে কি মোকররী জমায় ভূমি দখিলকার কোন জন উপরোক্তমত ইস্তাহারনামা দেওয়া গেলে পর, স্বয়ং হাজির হইতে কি উকীল হাজির করিতে ক্রটী করিলে, কালেক্টর সাহেব ঐ জনের হাজির হওন ব্যতিরেকে, ঐ জনের ঐ ভূমি নিষ্কররূপে দখল করণ অধিকারের বিচার করিতে এবং ঐ ভূমি অগ্রাহ্য অধিকার দ্বারা দখল করা যাইতেছে বোধ হইলে, বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের সম্মতি লইয়া তাহা বাজেযাপ্ত করিতে ক্ষমতা রাখিবেন এবং যে কোন জন পূর্ব্বমত ক্রটী করে, কি ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের লিখিতমত জওয়াব দিবার হুকুম পাইয়া হাজির হইয়া তাহা দিতে ক্রটী করে, সে জন ঐ আইনের ২২ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে আপন ভূমি বাজেযাপ্ত হওনের ও তাহার উপর জমা মোকরর হওনের বাধা করিতে পারিবে না, কিন্তু আরও হুকুম করা যাইতেছে যে, ইংরেজী ১৮১৯সালের ২ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম ঐ ঐ প্রকার লোকদের এবং ঐ আইনানুসারে কি এই আইনে ইহার পূর্ব্বের লিখিত হুকুমানুসারে তলব হইয়া হাজির হওয়া লোকদেরও সহিত সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

৬ প্রকরণ। যে কালেক্টর সাহেবে কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা পূর্ব্বোক্তমত বন্দোবস্ত করেন, ঐ সাহেবদের ক্ষমতা আছে যে, ঐ বন্দোবস্তের কার্য্যকরণ সময়ে নীচের লিখিত শুবরণের সহিত ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১৫ ধারায় এবং তাহার পর যত ধারা আছে, তাহার লিখিত হুকুমানুসারে ঐ নিষ্কররূপে কি মোকররী জমায় ভূমি দখল করণিয়া জনদের দাওয়ার বিচার সমাপ্ত

করেন, অথবা ঐ ঐ প্রকার অধিকার দ্বারা দখল করা ভূমির ঠিকানা এবং ঐ ভূমি দখিলকারকদের উপস্থিত করা নিদর্শনপত্রের বিষয়ে সরকারী বহীতে যাহা লিখা থাকে, তাহার নিশ্চয় মাত্র করিয়া ঐ মোকদ্দমার আর আর বিচার করিতে উত্তর কালে কোন সময় পর্য্যন্ত বিলম্ব করেন, ও কোন কালেক্টর সাহেব কি অন্য কর্ম্মচারী সাহেব পূর্ব্বোক্ত মত কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে বিলম্ব করিলে ঐ সাহেব ঐ বিচার যে কালে ও যে স্থানে করিবেন, সেই কাল ও সেই স্থান ঐ জনকে এতদ্রূপে জানাইবেন, কি কোন অবস্থা প্রযুক্ত তাহা করিতে না পারিলে, ঐ বিচার করিতে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইবার এক মাস পূর্ব্বে ঐ জনকে হাজির হইতে সংবাদ দিবেন, ও ঐ মত সংবাদ পাইলে যদি কোন জন হাজির হইতে ত্রুটি করে তবে, কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব তাহার হাজির হওন ব্যতিরেকে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে এবং বোর্ডের সম্মতি লইয়া ঐ ভূমি বাজেয়াপ্ত ও তাহার উপর জমা-মোকরর করিতে ক্ষমতা রাখেন ইতি।

৭ প্রকরণ। যে কালেক্টর সাহেবেরা কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা বন্দোবস্ত করণ সময়ে নিষ্কর ভূমির দাওয়ার বিচার করিবার উপক্রম করেন, তাঁহারা ঐ ভূমি দখলকারকেরা হাজির হইয়া আপন আপন ভূমি জমা মোকরর হওনের যোগ্য হওয়া অস্বীকার করিলে, ইহার পর, লিখিত শুধরাণের সহিত ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১৫ ধারার এবং তাহার পর যত ধারা আছে, তাহার লিখিত হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেন।

৮ প্রকরণ। ইহার পর যাহা লেখা যাইবে তাহা ব্যতিরেকে, কোন কালেক্টর সাহেব, ভূমি দখলকারীরা আপন আপন ভূমি জমা মোকরর হওনের যোগ্য হওয়া স্বীকার করিলেও বোর্ড রেবেনিউর সাহেব লোকের সম্মতি বিনা কোন ভূমি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন না; কিন্তু ঐ স্বীকার উপযুক্তরূপে সপ্রমাণ হওয়ার সুতরাং আর কোন বিচার করণের আবশ্যক না থাকিলে বোর্ড রেবেনিউর সাহেব-দের এ ক্ষমতা আছে যে, ঐ ভূমি বেতনের পরিবর্ত্তে গ্রামের চাকর কি জমিদারী চাকরের দখলে থাকা যে চাকরাণ সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে বাজেয়াপ্ত না হইতে পারে, তাহা না হইলে, বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা তৎক্ষণে তাহার উপর জমা মোকরর করিবার হুকুম দিতে পারেন; ও আরও হুকুম করা যাইতেছে যে, নিষ্কররূপে দখল করা ভূমিবাজেয়াপ্ত করণে তাহার দখিলকারদের অতিশয় ক্লেশ হইবে, ইহা বোর্ডের সাহেবদের বোধ হইলে ঐ সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বদা তাহার রিপোর্ট শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সলে পাঠান ইতি।

৯ প্রকরণ। ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ১ প্রকরণের এবং

২৫ এবং ২৮ ধারার লিখিত হুকুম ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের এবং এই আইনের হুকুমানুসারে কালেক্টর সাহেবদের বিচার করা সমস্ত মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

১০ প্রকরণ। রাজস্বের কার্য্যভারপ্রাপ্ত সাহেবদের নিকট নিষ্কররূপে দখল করা ভূমির উপর জমা মোকরর করিবার দাওয়াদার, কালেক্টর কি সরকারের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের উপস্থিত করা মোকদ্দমায় যে সকল রোবকারী হয়, ও যে সকল কাগজপত্র দাখিল হয়, তাহার নিমিত্ত ষ্ট্যাম্প কাগজের আবশ্যক নাই; কিন্তু ঐ রাজস্বের কার্য্যভারপ্রাপ্ত সাহেবেরা চলিত আইনানুসারে অন্য যে সকল মোকদ্দমা জজের মত ক্ষমতাচরণ করেন, সে সকল মোকদ্দমায় যে মত ক্ষমতা রাখেন, সেই মত ঐ উপরোক্ত মোকদ্দমা ও সাক্ষিদিগকে উপযুক্ত খরচ দেবার ও সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায় করিবার নিমিত্ত আইনানুসারে যেমন করিতে হয়, সেই মত করণ। ঐ খরচ এবং আপনাদের হুকুম করা অন্যান্য খরচের টাকা উসুল করিবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন ইতি।

১১ প্রকরণ। নিষ্কররূপে ভূমি দখলকারের দাওয়াদার লোকেরা যে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকট ঐ দাওয়া উপস্থিত করা যায়, সেই সাহেবের নিকট আপনাদের নালিশের আরজীর সহিত যে সকল সনন্দ এবং অন্য নিদর্শনপত্র আপনাদের ঐ দাওয়ার মূল কারণ জ্ঞান করে, সে সকল সনন্দ ও নিদর্শনপত্র দাখিল করিবে, এবং নিষ্কর ভূমির রেজিষ্টরীর বিষয় যে যে হুকুম চলিত আছে, ঐ হুকুমানুসারে যে যে রেখো লেখা কর্ত্তব্য তাহা এবং আপনাদের দাওয়ার যে যে মূলকারণ থাকে তাহার সম্পূর্ণ বেওরাও ঐ আরজীতে লিখিবে, ও ঐ দাওয়া যদি কেবল সরকারের প্রাপ্য টাকার সহিত সম্পর্ক রাখে তবে, কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতে ঐ প্রকার মোকদ্দমা শুনা যাওনের নিমিত্ত যে যে প্রকার লেখা লিখাছে সেই সেই প্রকারে ঐ মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত যে দিবস নিরূপণ করিবেন, তাহার ৮ দিন পূর্ব্বে ঐ দাওয়াদারকে সংবাদ দিয়া বিলম্বে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন, ও যদি ঐ দাওয়া সরকার সহযোগে কোন এক ব্যক্তির নামে কি কোন ব্যক্তির নামে উপস্থিত হয় তবে, কালেক্টর সাহেব প্রতিবাদী অন্য ব্যক্তির নিকট এক সংবাদপত্র পাঠাইবেন; ও ঐ সংবাদপত্রে দাওয়াদার দাওয়ার সকল বেওরা, এবং ঐ প্রতিবাদীকে স্বয়ং কি তাহার মোকরর করা উকীল এক মাসের মধ্যে ঐ দাওয়া অযথার্থ প্রমাণ হওনার্থ যে যে কাগজপত্র কি অন্য প্রমাণ দিতে বাঞ্ছা করে, তাহার সহিত হাজির হইবার হুকুমও লেখা যাইবে, এবং ঐ প্রতিবাদী হাজির হইলে কালেক্টর সাহেব তাহাকে দাওয়া-

কারের দাওয়ার আরজী এবং ঐ আরজীতে যে যে নিদর্শনপত্রের কথা লেখা থাকে ঐ ঐ পত্রও দেখিতে ও বিবেচনা করিতে দিয়া হুকুম দিবেন যে, ঐ দাওয়ার প্রতিকূল যে যে কথা উপস্থিত করিতে চাহে, তাহা সাত দিনের মধ্যে বিশেষ করিয়া লিখিয়া উপস্থিত করে; এবং তাহা হইলে আরজী ও জওয়াব ব্যতিরেকে উভয় পক্ষের আর কোন সওয়াল জওয়াব কদাচ তলব করা যাইবে না; কিন্তু ঐ দাওয়ার যথার্থ স্পষ্টরূপ জানিবার নিমিত্ত অন্য যে যে সওয়াল জওয়াবের আবশ্যক বোধ হয়, কালেক্টর সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিতে ও বহীতে লেখাইতে পারেন, ও কালেক্টর সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমা শুনা যাইবার নিমিত্ত যে দিন নিরূপণ করেন, তাহার আট দিন পূর্ব্বে উভয় পক্ষকে সমাচার দিয়া প্রতিবাদীর জওয়াব দাখিল হইলে পর, যত শীঘ্র পারেন, তত শীঘ্র তাহার বিচার করিতে উদ্যত হইবেন; কিন্তু আরও হুকুম করা যাইতেছে যে, উভয় পক্ষ কি উপযুক্তরূপ হওয়া তাহাদের স্থলাভিষিক্ত লোকেরা মোকদ্দমার রোবকারীর সহিত এক নথীতে রাখা যাইবার আরজী কি একরারনামা দ্বারা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি তৎক্ষণাৎ করা যাইবার মনস্থ কি স্বীকার জানাইলে, ঐ মোকদ্দমার মূলকারণ সরকারের তরফ হইতে হওয়া দাওয়া হউক অথবা অন্য কোন ব্যক্তির করা নালিশই বা হউক, এবং কালেক্টর সাহেবের ঐ মোকদ্দমার করা কর্ম্ম ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুমানুসারে হইয়া থাকুক, কি এই আইন কি ঐ বিষয়ের অন্য কোন আইনের অনুসারেই বা হইয়া থাকুক, কালেক্টর সাহেব কোন তলবচিঠি কি সংবাদপত্র পাঠান ব্যতিরেকে তৎক্ষণে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।

১২ প্রকরণ। কোন কালেক্টর কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবের যদি ইহা বোধ হয় যে, অমুক ভূমিখণ্ড সরকারের, এবং তাহার যথার্থ অধিকারী আর কেহ নাই তবে, আপন কাছারীতে ও জিলার আদালতের কাছারীতে এবং যে কানুনগো কি মুন্সেফ কি যে থানাদারের সরহদ্দের মধ্যে কি আশপাশে ঐ ভূমি থাকে, তাহাদের কাছারীতে লটকান ইস্তাহারনামা দ্বারা ঐ ভূমির সকল দাওয়াদারদিগকে এহুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন যে, তাহারা ঐ ইস্তাহারনামার তারিখ হইতে ছয় সপ্তাহের কম না হয়, বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের নিরূপিত এমন উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে তাঁহার নিকট হাজির হয়; এবং ঐ ঐ দাওয়াদারেরা উপস্থিত হইলে ভূমি জমা মোকররর হওনের যোগ্য হওয়া না হওয়ার বিষয় বিবেচনা হওনার্থ নির্দ্দিষ্ট ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুম এই আইন দ্বারা যেমন যেমন শুধরা যাইবে, তদনুসারে তাহাদের দাওয়াও বিচার করিতে আরম্ভ

করিবেন; ও আরও জানান যাইতেছে যে, যদি কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারী সাহেব এই নিষ্পত্তি করেন যে, ঐ দাওয়াদারদের মধ্যে কোন জন ঐ ভূমির যথার্থ দখিলকার নহে, এবং তাঁহার করা ঐ নিষ্পত্তি বোর্ডের সাহেবলোকের হজুরে যথার্থ বোধ ও মঞ্জুর হয় তবে, যাবৎ জাবেতামতে করা নালিশে আদালত হইতে ঐ ভূমি কোন জনের নিজের স্বত্বাধিকার সাব্যস্ত হওনের ডিক্রী না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ ভূমি সরকারের কর্ত্তৃত্বে থাকিবে, ও আরও জানান যাইতেছে যে, ঐপ্রকার মোকদ্দমা সকল কালেক্টরসাহেবের নিকট দাওয়াদার হওয়া জনের মধ্যে কোন একজন দ্বারা যদি আদালতে উপস্থিত হয় তবে, তাহা বোর্ডের সাহেবলোক ঐ কালেক্টর আদি কর্ম্মকারী সাহেবের করা নিষ্পত্তি মঞ্জুরকরণের তারিখ হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যে উপস্থিত না হইলে সে মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে, এবং ঐ নালিশকারী জনের ঐ মোকদ্দমার সমস্ত খরচা দিতে হইবে; এবং এমত এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণে যেমন যেমন লেখা গিয়াছে, বিনা ত্রুটিতে সেই সেই মত কার্য্য করা যাইবে, এবং কোনজন কালেক্টর সাহেবের সংবাদপত্রানুসারে তাঁহার নিকট হাজির হইতে ত্রুটি করিলে, ও আপনি ঐ হাজির হইতে না পারনের বিশিষ্ট ও প্রত্যয়যোগ্য কারণ জানাইতে না পারিলে, এবং বোর্ডের সাহেবদের করা নিষ্পত্তির সংবাদ পাওনের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে আদালতে নালিশ করিবার অনুমতি পাইবার অর্থে দরখাস্ত না করিলে, ঐ জনের নালিশ গ্রাহ্য হইবে না; ও আরও জানান যাইতেছে যে, যদি কোন ফরিয়াদী নালিশ করিতে অনুমতি পাওনের পর, ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপন দাওয়ার নালিশ আদালতে উপস্থিত না করে তবে, তাহার দাওয়া ডিস্মিস হইবে, ও মোকদ্দমার খরচা তাহাকে দিতে হইবে ইতি।

৬ ধারা। শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত ক্ষমতা রাখেন যে, কৌন্সেলের হুকুম দ্বারা কোন মহালের সরহদ্দের মধ্যে তথাকার কোন বিষয়ের অনুসন্ধানার্থে প্রেরিত কোন কালেক্টর কি অন্য কর্ম্মকারী সাহেবকে ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখনানুসারে বন্দোবস্তকারী কালেক্টর সাহেবকে পূর্ব্ব হুকুম দ্বারা যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে, তাহার তুল্য ক্ষমতা ঐ মহালের কি তাহার কোন অংশে, ভূমি যে গ্রামের কি যে যে গ্রামের মধ্যে কি লাগাও থাকে, ঐ গ্রামে যে সকল ভূমি নিষ্করক্রপে দখল করা যায়, তাহার বিষয়ে এবং ঐ প্রকার ভূমির বিষয়ে যে সকল দাওয়া উপস্থিত হয়, তাহার বিচার নিমিত্ত অর্পণ করেন; এবং উপরোক্ত মত ঐ ঐ দাওয়ার যথার্থ জাননের ও তাহা বহীতে লিখনের কি তাহার বিচার করণের নিমিত্ত সময়ে সময়ে কালেক্টর সাহেব-

দিগকে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগকে নিযুক্ত করিতেও ক্ষমতা রাখেন ইতি।

৭ ধারা। ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুমানুসারে যে সকল গ্রামের ও মহালের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহার মধ্যগত নিষ্করূপে দখল করা সকল ভূমির বেওরা ঐ বন্দোবস্তকারী কালেক্টর কি অন্য কর্ম্মকারী সাহেবের রোবকারীর বহীতে সম্পূর্ণরূপে লিখিতে হইবে ইতি।

৮ ধারা। ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের কি চলিত অন্য কোন আইনের লিখিত কোন কথায় ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৩১ আইনের ১১ ধারার যে যে হুকুম এবং বারাণস ও জয়করা দেশ সকলের সম্পর্কীয় তদনুযায়ী আইনের অন্য যে যে হুকুম ঐ ঐ আইনে বিশেষ করিয়া লেখা তারিখের পর, আইনবিরুদ্ধ করা দানের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই হুকুমের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, ও হয় এমন বোধ করা যাইবে না; এবং যে কোন কোন ভূমি এক্ষণে নিষ্কররূপে দখল করা যাইতেছে, ঐ ঐ ভূমি উপরের প্রস্তাবিত তারিখে কি তাহার পর কর সম্পর্কীয় ছিল, এবং তাহার পর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সলের হুকুম দ্বারা রাজস্ব দেওন হইতে বহির্ভূত হয় নাই, কি জাবেতামতে হওয়া নালিশে কোন আদালত হইতে হওয়া ডিক্রী দ্বারা রাজস্ব দেওন হইতে বর্জ্জিত হয় নাই, ইহা যদি রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদের প্রত্যয়জনক প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় জানা যায় তবে, ঐ রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদের ক্ষমতা থাকিবে যে, যে কোন জমিদার কি তালুকদার কি অন্য মালগুজারের সহিত ইস্তমরারী বন্দোবস্ত করা গিয়াছে, ঐ ঐ ভূমির রাজস্বে তাহাদের অধিকার হওন ব্যতিরেকে ঐ ঐ ভূমি তৎক্ষণে বাজেয়াপ্ত করেন ও তাহার উপর সরকারের জমা মোকরর করেন, এবং ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২২ ধারার লিখিত হুকুম ঐ ঐ প্রকার বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবে না ইতি।

৯ ধারা। এই ধারাক্রমে ইহা জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে, পূর্ব্বের দস্তুরমত মালগুজারদের এবং অন্য লোকদের দ্বারা সেওয়ায়ী নামে কি অন্য কোন বাবনবে যে যে টাকা তহসীল হয়, এবং তাহা কালেক্টর সাহেবদের কি তাঁহাদের উপরিস্থ রাজস্বের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবদের সম্মতি হয়, ঐ ঐ টাকা যদি দ্রব্যজাত কি বাণিজ্যের যোগ্য বস্তু, একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওনের উপর কি রপ্তানী কি আমদানী হওনের উপর লওনের মাসুলস্বরূপ কি বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ আর কোন মাসুল না হয় তবে, তাহার কোন বিষয়ের সহিত সায়েরের মাসুল মৌকুফ হওনের বিষয়ে যে যে হুকুম চলিত আছে তাহা, এবং ইংরেজী

১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৯ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবে না; কিন্তু ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার বিশেষ করিয়া লিখিত হুকুমমতে কোন গ্রামে কি মহালে বন্দোবস্ত করা যাওনের পর, পূর্ব্বোক্ত হুকুম ও নিয়ম ঐ ধারাক্রমে বিশেষরূপে মঞ্জুর না হওয়া সকল বাবমবেব সহিত সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

ইংরেজী ১৮৩৩ সালের ৯ নবম আইন।

ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন এবং ১৮২৮ সালের ৪ আইনের কতক কতক মতান্তর করিবার এবং উপরে লিখিত ২ আইনের হুকুমক্রমে রেবেনিউর যে কার্য্যকারক সাহেবেরা বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন তাঁহাদের বিবেচনীয় নানা বিষয় খাতিরজমারূপে অতি ত্বরায় নিষ্পত্তি পাইবার এবং গ্রামের হিসাব অগ্রে দাখিল করিবার এবং রেবেনিউ সম্পর্কীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দিবার এবং মালিকানার দাওয়ার বিষয় ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার প্রকৃতার্থ জানাইবার নিমিত্ত এ আইন শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮৩৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ৫ই ভাদ্রে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতু ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৮ সালের ৪ আইনের কতক কতক হুকুম মতান্তরকরণের এবং ঐ আইনক্রমে রেবেনিউ সম্পর্কীয় কার্য্যকারক সাহেবদের বিবেচনীয় নানা বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা খাতিরজমারূপে অতি ত্বরায় নিষ্পত্তি পাইবার উপায় করণের এবং মালিকানার বিষয় ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার হুকুমের অর্থ স্পষ্টরূপে জানাইবার অত্যাবশ্যক বোধ হইল, এবং যেহেতু গ্রামের হিসাব নিতান্ত দাখিল করণের অগ্রে এবং ঐ হিসাব যাহাদের দেখিবার আবশ্যক হয়, তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহা দেখিতে পায়, এমত কোন উপায় স্থির করণের আবশ্যক হইল, এবং যেহেতু রেবেনিউ অর্থাৎ রাজস্ব সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যে ভারতবর্ষীয় বিশিষ্ট ভদ্র লোকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করণের আবশ্যক বোধ হইল, একারণ নীচের লিখিত হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং ঐ ঐ হুকুম এ আইন জারী হওনের তারিখ অবধি জারী ও চলন হইবে।

২ ধারা। ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের যে যে ভাগে হুকুম আছে অথবা অর্থ করণ দ্বারা লোকদের বোধ হইয়াছে যে, যে কোন মহালের উপর যে

জরাখাওয়া কাছারি, তাহা ঐ মহালের উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা ও মূল্য নির্ণয় করিয়া অথবা উৎপন্ন করণের খরচা ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সংখ্যা খেতাইয়া ধার্য্য করা যাইবে তাহা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা। উপরের লিখিত আইনের যে ভাগে হুকুম আছে, অথবা অর্থ করণ দ্বারা লোকদের বোধ হইয়াছে যে, প্রজাদের যে কোন বিরোধী মিজ বিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করিতে হয়, তাহা সরকারী রাজস্বের দাওয়া নির্ণয় ও নিষ্পত্তি করণের সঙ্গেই কর্ত্তব্য, তাহা রদ হইল; ইহার পর উপরোক্ত বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি যে ক্রমে হইবে, শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।

৪ ধারা। ইংরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১, ২ ও ৩ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

৫ ধারা। ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৩ ধারার অতিরিক্ত এক্ষণে হুকুম হইতেছে যে, ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুম ক্রমে যে কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকিলে, যদি ঐ সাহেবদের এমত বোধ হয় যে, ইহার নিষ্পত্তি সালিশদের দ্বারা যথার্থ হইবে তবে, ঐ কালেক্টর প্রভৃতি সাহেব কর্ত্তৃত্বকারী রেবেনিউর সাহেবদের হুকুমক্রমে যত দিবসের মধ্যে সালিশদের করা নিষ্পত্তি উভয় বিবাদির দাখিল করিতে হইবে, এমত এক মিয়াদ নিরূপণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন ইতি।

৬ ধারা। তাহা হইলে যদি উভয় বিবাদী ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সালিশের করা নিষ্পত্তি দাখিল করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করে, তবে কালেক্টর বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করণ অর্থে তিন বা পাঁচ অপক্ষপাতি এবং উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে পঞ্চাইতরূপে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের হাতে ঐ বিষয় সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

৭ ধারা। উভয় বিবাদির কথা ও সাক্ষ্য শুনিয়া অথবা উভয় বিবাদির মধ্যে কোন এক জন সাক্ষ্য ইত্যাদি না দিয়া গরহাজির থাকিলে, কেবল হাজির থাকা ব্যক্তির কথা ও সাক্ষ্য শুনিয়া পঞ্চাইত আপনাদের মত জানাইবেন, এবং অধিকাংশ ব্যক্তির করা মতানুসারে ডিক্রী লেখা যাইবে, কর্ত্তৃত্বকারী রেবেনিউর সাহেব সময়ক্রমে এই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কর্ম্মকারক অথবা পঞ্চাইত যেরূপে ব নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার হুকুম, তাহাদের উপদেশের নিমিত্ত যেমত উচিত করেন, সেইমত নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।

৮ ধারা। এই প্রকার নিষ্পত্তি হওয়া বিষয়ের উপর কোন আপীল হইলে, তাহা শুনা যাইবে না; এবং ঐ নিষ্পত্তি তৎক্ষণাৎ জারী হইয়া বহাল থাকিবে, কিন্তু কমিসনর সাহেব বিশেষ কারণ প্রযুক্ত ঐ বিষয় অন্য পঞ্চাইতের হাতে বিবেচনার্থে সোপর্দ্দ করা উচিত বোধ করিলে, ঐ নিষ্পত্তি জারী হইবে না, যদি সদর বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা ঐ বিষয়ের হুকুম দেন ইতি।

৯ ধারা। উপরোক্ত হুকুমানুসারে যাহার নিষ্পত্তি হয়, তাহা অন্যথা করণার্থ যদি কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে, খরচা সমেত ঐ ঐ মোকদ্দমা ননস্যুট হইবে ইতি।

১০ ধারা। ঐ প্রকার নির্দ্দিষ্ট হুকুমক্রমে যে সালিশেরা নিযুক্ত হন, তাঁহাদের ফয়সলা দৃষ্টে ডিক্রী দ্বারা ক্ষতি হওয়া সম্পত্তি পুনরায় পাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের নামে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অথবা একত্র কোন আদালতে নালিশ উপস্থিত হইলে, খরচা সমেত ঐ মোকদ্দমা ননস্যুট হইবে ইতি।

১১ ধারা।* এক্ষণে জানান যাইতেছে যে, মালিকানা বিষয়ে ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারায় যে হুকুম আছে, তাহা ঐ হুকুমজারী হওনের তারিখের পর হওয়া বিষয়ের উপর এবং কেবল ঐ আইনানুসারে হওয়া বন্দোবস্তের উপর এবং ঐ বন্দোবস্তের সমাপ্তির পর যাহারা পলায়ন করে, কেবল তাহাদের উপর খাটিবে এমত অভিপ্রায় ছিল।

১২ ধারা। পুনশ্চ হুকুম করা যাইতেছে যে, গ্রামের যে হিসাব ইহার পূর্ব্ব দাঁড়ানুসারে রাখিবার হুকুম হইয়াছিল, অথবা উত্তরকালে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের নির্দ্দিষ্ট করা দাঁড়ানুসারে রাখিবার হুকুম হইবে, তাহার দুই নকল প্রস্তুত করা যাইবে, এক নকল পাটওয়ারিদের কাছারীতে থাকিবে, দ্বিতীয় নকল জমিদারী বা ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে থাকিবে, এবং যে যে স্থানে কানুনগো নিযুক্ত আছেন, সেই সেই স্থানে তাহার তৃতীয় নকল করিয়া ঐ কাছারীতে থাকিবে ইতি।

১৩ ধারা। উপরের লিখিতমত পরগণা ও জিলার কাছারীতে যে হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হুকুম আছে, তাহা চলিত হুকুমানুসারে ছয় ছয় মাসান্তর দাখিল না হইয়া বোর্ডের সাহেবেরা যে যে প্রকারে ও যে যে সময়ে দাখিল করিতে হুকুম করিবেন, তদনুসারে দাখিল করিতে হইবে, এবং ঐ ভূমি সম্পর্কীয় যে কোন ব্যক্তি ঐ সকল স্বচ্ছন্দে দেখিতে ও তজবীজ করিতে পারিবেন ইতি।

১৪ ধারা। যে কোন জমিদার কি ইজারদার বা অন্য কোন প্রকার

* ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১ ধারা দেখ।

ভূম্যধিকারী এই আইন জারীহওনের পর, উপরের লিখিত হুকুমানুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করেন, তিনি পাট্টা কি ইজারার লিখিত নিয়মমতাচরণ না করণ অথবা অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত রাইয়ত বা অন্য প্রকার ভূমি দখলিকার ব্যক্তিকে ভূমি হইতে বেদখল করিতে পারিবেন না; অথবা কোন রাইয়ত বা দখিলকার ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবেন না; অথবা বাকী খাজনার নিমিত্ত বা বন্দোবস্তের মতাচরণ না করণ নিমিত্ত তাহার নামে কোন আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন না ইতি।

১৫ ধারা। উপরের লিখিত হুকুম মতাচরণ না করিয়া যে কোন জমিদার বা ইজারাদার কি অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী উপরের লিখিত কোন প্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিলে, খরচা সমেত ঐ মোকদ্দমা নামঞ্জুর হইবে; যদি তিনি কোন রাইয়ত বা অন্য প্রকার কোন দখিলকার ব্যক্তিকে ভূমি হইতে বেদখল অথবা তাহাদের সম্পত্তি ক্রোক করেন, তবে যে আদালত দ্বারা সেই ভূমি বা সম্পত্তি রাইয়তকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, সেই আদালতে ঐ বেআইনী কার্য্যের নিমিত্ত যে জরিমানা উচিত বোধ হয়, সেই জরিমানা ঐ জমিদারের দিতে হইবে ইতি।

১৬ ধারা। কোন রেবেনিউ এলাকার মধ্যে ডেপুটীকালেক্টর নিযুক্ত করিতে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা রাখেন, এবং নীচের লিখনক্রমে ঐ ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা ধার্য্য হইবে ইতি।

১৭ ধারা। ঐ ডেপুটী কালেক্টরী পদে এদেশীয় যে কোন জাতী বা ধর্ম্মাবলম্বী হউন, সকলেই নিযুক্ত হইতে পারেন, যাহারা ঐ কার্য্যের নিমিত্ত বাছনী করা যাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল হইতে নিযুক্ত হইবেন, এবং চলিত দাঁড়ানুসারে সরকার হইতে কমিসন অর্থাৎ সনন্দ পাইবেন; এবং ঐ সনন্দে রেবেনিউ ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটরি সাহেবের দস্তখত থাকিবে ইতি।

১৮ ধারা। ডেপুটীকালেক্টরেরা যে মাহিয়ানা পাইবেন, শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন; এবং সময়ে সময়ে যেমত তাঁহাদের আচার ব্যবহারানুসারে উপযুক্ত বোধ হইবে, সেই মত মাহিয়ানার বৃদ্ধিও হইতে পারিবে ইতি।

১৯ ধারা। যাঁহারা এই আইনানুসারে ডেপুটীকালেক্টরী পদে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা ঐ পদে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে, সরকারী রাজস্বের সমস্ত তহ-

* † ১৮৪১ সালের ১০ আইনের ১ ধারা দেখ।

শীলদারদের ইংরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ২৭ ধারায় যে শপথ করিতে হুকুম আছে, তদনুসারে এক শুক্তিপত্র যে জিলায় নিযুক্ত হইবেন, ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে লিখিয়া দিবেন ইতি।

২০ ধারা। যে ডেপুটী কালেক্টরেরা এই আইনানুসারে যে কালেক্টরীতে নিযুক্ত হইবেন, সর্ব্ব প্রকারেই ঐ কালেক্টরের অধীনে তাঁহাদের থাকিতে হইবে, এবং ঐ কালেক্টরসাহেব তাঁহাদের প্রতি যে কর্ম্ম করিতে হুকুম দিবেন, তাঁহারা সেই কার্য্য করিবেন ইতি।

২১ ধারা। কালেক্টরসাহেব ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে ইংরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুমত ভূমির বন্দোবস্ত করণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং সরকারের খাসমহালের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে হুকুম দিতে পারেন, এবং সাধারণতঃ কালেক্টরের কর্ত্তব্য অন্য যে কোন কার্য্য, তাহাতে নিযুক্ত করিতেপারিবেন ইতি।

২২ ধারা। এই আইনানুসারে নিযুক্ত হওয়া ডেপুটীকালেক্টরদের কর্ম্ম সমস্ত রোয়দাদ তাঁহাদের নামেই লেখা যাইবে, ও তাহার দায়ী তাঁহারাই হইবে; কিন্তু কালেক্টরসাহেব তাহাতে পুনর্দৃষ্টি এবং তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন, এবং তাহার উপর আপীল দাড়ামত উপস্থিত কার্য্যকারক সাহেবদের নিকট হইতে পারিবে ইতি।

২৩ ধারা। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে, কালেক্টর সাহেব যে কোন কার্য্য ডেপুটী কালেক্টরের হাতে সোপর্দ্দ করেন, তাহা ফিরিয়া লওনের কারণ কমিসানর সাহেবকে জানাইয়া, তাহা যে কোন সময়েই, তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া লইতে পারেন ইতি।

২৪ ধারা। আরো জানা কর্ত্তব্য যে, ডিপুটী কালেক্টরেরা যে যে কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তাহার যে যে নিয়ম কালেক্টরসাহেবেরা স্থির করেন, অথবা তাঁহাদিগকে যে যে কার্য্য বিলিমতে সোপর্দ্দ করেন, রাজস্বের কমিসানর সাহেবরা উচিত বোধ হইলে, তাহার কেরফার করিতে পারেন, কিন্তু সদর বোর্ড রেবেনিউর অথবা সরকারের যে সাধারণ কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা এই সকল বিষয়ে খাটিবে ইতি।

২৫ ধারা। এই আইনানুসারে যে ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইবেন, তিনি কুকর্ম্ম না করিলে, এবং শ্রীযুত গবর্ণরজেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে হুকুম না হইলে, তগীর হইতে পারিবেন না। যখন এমত বোধ হয় যে, কোন ডেপুটী কালেক্টর কর্ম্মে ত্রুটি কি অনৈপুণ্য অথবা ঘুষ ইত্যাদি লওন প্রযুক্ত ঐ পদে থাকনের অনুপযুক্ত, তখন সেই এলাকার কার্য্যকারকসাহেবা সদর বোর্ড রেবেনিউ দ্বারা শ্রীযুত

গবর্ণর-জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সোলে বিবেচনার নিমিত্ত ঐ বিষয়ের এক রিপোর্ট করিবেন, এবং শ্রীযুক্ত হুজুর কৌন্সেলে যেমত যথার্থও উচিত বোধ করিবেন, সেই মত হয়, তাঁহাকে সম্পাত্ করিয়া তাঁহার কার্য্য বিষয়ে পুনর্ব্বার তত্ত্বাবধারণার্থ হুকুম দিবেন, নতুবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তগীর করিতে পারিবেন ইতি।

সম্পূর্ণ।

দ্বীপ ও চরভূমি সংক্রান্ত আইন।

নদী বা সমুদ্র গর্ভে যে নূতন দ্বীপ বা চর উৎপন্ন হয়, তাহার স্বত্বাস্বত্ব ১৮২৫ সালের ১১ আইনের বিধান মতে নির্ণয় হয়।

সামান্যতঃ কোন নদী যদি এক ধার বা কিনারা হইতে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যায় ও তাহাতে সেই কিনারা সংলগ্ন নূতন চরভূমি পয়স্ত হয় তবে, সেই কিনারার ভূমির যিনি অধিকারী তিনিই সেই চরের স্বত্বাধিকারী হইবেন। যদি কোন নদীর দুই পারে দুই ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের মহাল থাকে, আর সেই নদী এক পারের জমি ভাঙ্গিয়া অপর পারের জমির সংলগ্ন নূতন চর পয়স্ত করিতে করিতে ক্রমশঃ সরিয়া যায়, তবে যত দূর পর্য্যন্ত এইমত চর পড়িবে, তাহা সমস্তই লব্ধ পয়স্তি সূত্রে সেই অপর পারের জমিদার প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে যদিও দৃষ্ট হয় যে, সেই নূতন চর প্রথম পারের জমির আসলির স্থানে পয়স্ত হইয়াছে, তথাপি তৎসূত্রে তাহা পূর্ব্ব জমিদারের হইবে না। এই বিধান সদর দেওয়ানী আদালতের আবহমান নজীর সকলে প্রকাশ আছে, আর ১৮৫৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে (কালাচাঁদ ঘোষ বনাম সরকার বাহাদুরের) যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, তাহাতে ধার্য্য হয় যে, সিকস্তি ভূমির স্থলে যদি কোন নূতন দ্বীপ চর পয়স্ত হয়, তবে সিকস্তির পয়স্তি বলিয়া তাহা পূর্ব্বাধিকারী পাইবে না; কিন্তু তাহা সরকারের হইবে। পরন্তু ১৮৬২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে (রমানাথ ঠাকুর বনাম চন্দ্রনাথ চৌধুরির) মোকদ্দমায় চিফ জষ্টিস পিকাক সাহেব এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, ১৮২৫ সালের ১১ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণে "পাওয়া যায়" যে শব্দ আছে, তদ্দ্বারা সিকস্তির পয়স্তি ভূমি বুঝায় না। অতএব কাহার জমি যদি সিকস্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে পয়স্ত হয়, ও তাহা স্পষ্ট নির্ণয় হয় তবে, তাহা অপরের জমির সংলগ্ন হইলেও সাবেক অধিকারীরই হইবে। এই নিষ্পত্তি যদি ন্যায় সঙ্গত ছিল, কিন্তু তাহা দেশাচারের বিপরীত জ্ঞানে অপরাপর বিচারপতিগণ তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং ১৮৬৫ সালের ২৬মে তারিখে (কার্ত্তিকমণি দাসী বনাম রামমোহন

দেবের) মোকদ্দমায় এজলাস কামেল হইয়া ধার্য্য হইল যে, নদী ক্রমশঃ সরিয়া যাওয়ায় যে জমি লক্ত পয়স্ত হয় তাহা, যে মহালের সংলগ্ন হয়, আইনমত তাহারই অধিকারভুক্ত হইবে, সেই জমি কোন্ স্থানে পয়স্ত হইল, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই, সুতরাং সিকস্তি পয়স্তির দাবি লক্ত পয়স্তির দাবি হইতে গুরুতর নহে।

কোন লাখেরাজদারের জমির সংলগ্ন যদি একটি চর পড়ে, তবে তাহা সেই লাখেরাজদেরই হইবে, ও সে সরকার হইতে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিবে; আর যদি কোন মোকররীদার বা অপর কোন প্রজার জোতের সামিল কোন চর পয়স্ত হয় তবে, সেই প্রজা বা মোকররীদার জমিদারের নিকট হইতে সেই চর বন্দোবস্ত করিয়া লইবার অধিকারী হইবে।

দুই জমিদারীর মধ্যস্থিত কোন নদী বা খাল যদি শুষ্ক হইয়া চর পড়ে তবে, সেই চর সমানরূপে উভয় জমিদারেরই ভাগ করিয়া লইতে পারিবেন।

যদি কোন নদীতে চতুর্দ্দিক গভীর জল বেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় অর্থাৎ জজীরা চর পড়ে তবে, সে চর সরকারের সম্পত্তি হইবে, কিন্তু যদি কোন দিকে ডাঙ্গা জমি হইতে হাঁটিয়া সেই চরে যাওয়া যায় তবে, যে স্থান হইতে এই রূপে হাঁটিয়া যাওয়া যায়, তাহারই লক্ত বলিয়া সেই স্থানের ভূস্বামী সেই চরের অধিকারী হইবেন, তাহাতে সরকারের দাওয়া চলিবে না। আর ১৮৪৭ সালের ৯ আইন অনুসারে নদীর ধারের জমি সকল দশ বৎসর অন্তর জরিপ হইবে; এবং এই জরিপে যে সকল নূতন চর পয়স্ত হওয়া জানা যাইবে তাহা কোন জমিদারীর লক্ত হইয়া থাকে তবে, তাহার রীতিমত জমা ধার্য্য হইবে, আর যদি কোন দ্বীপ চর পড়িয়া থাকে তবে, তাহা সরকারী খাস সম্পত্তি বলিয়া লওয়া যাইবে। আর এই আইন সম্বন্ধে হাইকোর্টের যে এক নজীর হইয়াছে তাহাতে এই প্রকার ধার্য্য হইয়াছে যে কোন দ্বীপচরে সরকারের দাবি চলিতে পারে কি না তাহার বিচার সময়ে, সরবে জরীপের সময়ে সেই চরের কি অবস্থা ছিল, তাহাই দেখিতে হইবে। চর পয়স্ত হওন কালে তাহার কি অবস্থা ছিল, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। অর্থাৎ যদি পয়স্ত হওন কালে সেই চর ও আসলি জমার মধ্যস্থ জল গভীর না থাকে, সুতরাং এই প্রযুক্ত আসলি জমির লক্ত থাকে, কিন্তু পরে সরবে জরীপের সময়ে নদীর বেগে সেই জল অতি গভীর হয়, সুতরাং কোন দিক হইতে সেই চরে হাঁটিয়া পার হওয়া না যায়, তবে সরকারের দাওয়া বিচারকালে সেই চরের প্রথম অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করা যাইবে না। কিন্তু সরবে জরীপ হইয়া গেলে পর, পুনরায় সরবে না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাহার ১০ বৎসরের মধ্যে সরকার কোন চরে জজীরা সূত্রে দাবি করিতে পারিবেন না। জি, পি, ওয়াইজ সাহেব বনাম আমীরন্নিসা

খাতুন নাম্নীর মোকদ্দমা যাহা ১১৭৫ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে নিষ্পত্তি হয়, তাহাতে উপরোক্ত নিষ্পত্তি প্রকাশ হইয়াছে।

ইংরেজী ১৮২৫ সালের ১১ একাদশ আইন *।

চরের কি কোন নদী কি সমুদ্র স্থানত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায়, সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি যে যে হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে, সেই সেই হুকুম প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এ আইন শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮২৫ সালের তারিখ ২৬শে মে মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৩২ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা। কোর্ট উইলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর হুকুমের তাবে দেশ সকলে যে যে প্রধান নদ নদী বহে, তাহা পুনঃ পুনঃ স্থান ছাড়া হওয়ায় এবং ঐ নদ নদীর মধ্যগত বালি ও মাটি স্থানান্তর যাইয়া জমায়, চর কি ক্ষুদ্র দ্বীপ ঐ নদ নদীর মধ্যস্থানে কি তাহার কোন কূলের নিকট উৎপন্ন হয়, এবং নদ নদীর এক পারের অনেক ভূমি ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যাইয়া ঐ সময়ে কি তাহার পর কোন বৎসরে অন্যান্য পারে ভরাট হয়, ও কখন কখন বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণদিগের ও দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণের সমুদ্র তীরেও ঐ প্রকার চর পড়ে, ও ভূমি ও ভাঙ্গন ধরে, ও জল সরিয়া যায়, ও উপরোক্ত মত যে যে ভূমি নদ নদী কি সমুদ্র হইতে পাওয়া যায়, কখন কখন ঐ ঐ ভূমির নিমিত্ত বিবাদ বিরোধ জন্মে, এবং ঐ ঐ স্থানের দস্তুর ও ব্যবহারানুসারে ঐ ঐ বিষয়ের সহিত যে যে নিয়ম সম্পর্ক রাখে, যাহা স্থির আছে, তথাপি ঐ ঐ নিয়ম সর্ব্বত্র প্রকাশ না হওয়ায়, আদালতের সাহেবদের উপরের লিখিতমত পাওয়া চর কি অন্য ভূমির দাওয়াদার জনদের স্বত্ব নিরূপণ করা অতি দুষ্কর হয়, ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এই বিষয়ে মুসলমানের শরার ও হিন্দুলোকের শাস্ত্রের মত জানিবার নিমিত্ত, আপনাদের আদালতে মৌলবী ও পণ্ডিতদের স্থানে ফতওয়া ও ব্যবস্থা তলব করিয়াছিলেন, এবং ঐ তলবমত ঐ মৌলবী ও পণ্ডিতেরা যে ফতওয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাও চর পড়ায়, কি নদ নদী কি সমুদ্রের জল স্থানান্তর হওয়ায়, পাওয়া ভূমির স্বত্বমূলক দাওয়ার সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমা সকলে ঐ আদালতের সাহেবেরা যে যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাও দৃষ্টি ও বিবেচনা করণ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল হইতে সকল লোকদিগকে জানাইবার ও আদালতের

* ১৮৪৮ সালের ৩১ আইন ও ১৮৪৭ সালের ৯ আইন দেখ।

সাহেবদের কার্য্যোপদেশ নিমিত্ত নীচের লিখিত হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট করিলেন; এবং এই আইন জারী হওনের তারিখ হইতে ঐ সকল হুকুম ফোর্ট উইলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবে ইতি।

২ ধারা। কোন নদ নদীর তীর ভাঙ্গনে ভাঙ্গায়, কি তাহার জল স্থানান্তর হওয়ায়, যে ভূমির বিয়োগ কি সংযোগ হয়, তাহার এতাবত্তা সিকস্ত ও পয়স্তের বিষয়ে এমন স্পষ্ট ও নিরূপিত দস্তুর ও ব্যবহার যদি থাকে যে, তদনুসারে নিকটবর্ত্তী দুই কি ততোধিক জমিদারীর মধ্যবর্ত্তী কোন নদ কি নদী সময়ে সময়ে ঐ নদ কি নদীর এক পারের ভূমির বিয়োগ ও অন্য পারে সংযোগ হওন দ্বারা যেমন অবস্থা কেন না হউক, ঐ ঐ নদ কি নদী নিত্য ঐ ঐ জমিদারীর সীমা হয় তবে, যে যে জমিদারের জমিদারীর সহিত ঐ প্রকার দস্তুর সম্পর্ক রাখে, ঐ ঐ জমিদারদের চর পড়া ইত্যাদি ভূমির বিষয়ে যে সকল দাওয়া ও বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার নিষ্পত্তি ঐ স্থির থাকা দস্তুরমতে হইবে ইতি।

৩ ধারা। কোন স্থানে উপরের লিখিত ধারার উক্ত দস্তুর না থাকিলে ইহার পরের ধারায় যে যে সামান্য হুকুম লেখা যাইবে, সেই সেই হুকুম নদ কি নদীতে কি সমুদ্রে চর পড়ায় কি তাহার জল স্থানান্তর হওয়ায় যে ভূমি পাওয়া যায়, তাহার বিষয়ে উপস্থিত হওয়া সকল দাওয়া ও বিবাদের নিষ্পত্তি করণ বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

৪ ধারা। ১ প্রকরণ। নদ কি নদীর কি সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়ায় যে ভূমি ক্রমে ক্রমে পাওয়া যায়, ঐ ভূমি যে জমিদারের জমিদারীর কি অন্য প্রধান দখিলকারের কি তাহাদের পেটায় যে কোন জনেরা ভূমি দখল করে, তাহাদের কি কোন প্রকার প্রজাদের ভূমির লাগাও হয়, সেই জমিদার ইত্যাদির জমিদারীর কি ভূমির সামিলে থাকিয়া ঐ জমিদারী কি ভূমির ভূমি বর্দ্ধক হইবে; কিন্তু এ প্রকারে যত ভূমি বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ পাওয়া যায়, তাহা যে জমিদারী কি ভূমিতে সংলগ্ন হয়, সেই জমিদারী কি ভূমির দখিলকারের ঐ জমিদারী কি ভূমিতে যে স্বত্বাধিকার পূর্ব্বাবধি আছে, তাহার অতিরিক্ত কোন স্বত্বাধিকার ঐ নূতন বৃদ্ধি হওয়া ভূমিতে ঐ দখিলকারের হইবে না, এবং ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের কি চলিত আর কোন আইনের হুকুমানুসারে সরকারের রাজস্বের নিমিত্ত যে জমা ঐ নূতন বৃদ্ধি হওয়া ভূমির উপর নিরূপণ হওনের যোগ্য হয়, সেই জমা দিতে ঐ দখিলকার কোন প্রকারে বর্জ্জিত হইবে না, এবং ঐ বৃদ্ধি হওয়া ভূমি যদি কোন প্রধান দখিলকারের পেটাও কোন দখিলকারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয় তবে, ঐ পেটাও দখিলকার কি বিনা নিরূপিত মালগুজারী দেওয়া মৌরসী ইস্তমরারী

জমা খারিজ হউক, অথবা আপন করা বন্দোবস্ত দ্বারা কি অন্যোপায় দ্বারা হউক আপন দখলের ভূমি সংলগ্ন হওয়া ঐ চর ইত্যাদি ভূমির নিমিত্ত বেশী জমা দেওনের যোগ্য অন্য কোন সেটাও প্রকাশ হউক, ঐ প্রজা বেশী যত জমা দেওন যোগ্য হয়, তাহা দেওন হইতে কোন প্রকারে বঞ্চিত হইবে না।

২ প্রকরণ। কোন নদী যদি আপন বহন স্থান ত্যাগ করিয়া, কোন জমিদারীতে তাহার ভূমি ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গন ব্যতিরেকে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া ঐ জমিদারীর ভূমি দুই খণ্ড করে, কি তাহার স্রোতের বেগ অতিশয় হওন প্রযুক্ত স্থানান্তর দিয়া বেগবতী হওনে কোন জমিদারীর ভূমির কোন ভারি খণ্ড তদ্ভাবলোপ করা বিনা, ও ঐ খণ্ড ঐ জমিদারীর ভূমি, ইহা চিনা যাইবার প্রতিবন্ধকতা করণ ব্যতিরেকে পৃথক করিয়া অন্য জমিদারীর ভূমিতে সংলগ্ন করে, তবে ঐ ভূমি স্পষ্টরূপে চিনা গেলে, তাহাতে তাহার আগের অধিকারীর স্বত্ব থাকিবে।

৩ প্রকরণ*। বড় এবং নৌকা গমনাগমনের যোগ্য যে কোন নদ কি নদীতে কোন ব্যক্তির স্বত্বাধিকার নাই, এমত নদ কি নদী কি সমুদ্রে কোন চর কি দ্বীপ উৎপন্ন হইলে, ঐ চর কি দ্বীপের ও নদ কি নদী কি সমুদ্র তটের মধ্যে মনুষ্য হাঁটিয়া পার না হইতে পারিবার মত গভীর জল যদি থাকে তবে, সে চর কি দ্বীপ আবহমান কালের দস্তুরমত সরকারের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে; কিন্তু যদি বৎসরের মধ্যে কোন সময় ঐ চর কি দ্বীপের এবং তটের মধ্যবর্ত্তী, ঐ জল হাঁটিয়া পার হওনের উপযুক্ত হয়, তবে যে জনের কি জনদের জমিদারীর অতি নিকট ঐ চর কি দ্বীপ হইয়া থাকে, ঐ চর কি দ্বীপ সেই জন কি জনদের ঐ জমিদারীর শামিল হইবা ঐ জমিদারীর ভূমির ঐক্য হইবে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে চর ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়া বিষয়ে এই ধারার ১ প্রকরণে যে যে হুকুম লেখা গিয়াছে, সেই সেই হুকুম ঐ চর কি দ্বীপের সহিত সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

৪ প্রকরণ। যে ক্ষুদ্র ও অগভীর জল নদীতে মৎস্য ধরিবার জলকরের স্বত্ব-শুদ্ধ পূর্ব্বে কোন কোন জনের স্বত্বাধিকার মঞ্জুর হইয়া ছিল, ঐ নদীতে যে কোন চরাদি উৎপন্ন হয়, ঐ চরাদি এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত হুকুমের অধীন হইবা, পূর্ব্বমত ঐ ঐ জনের অধিকারভুক্ত থাকিবে ইতি।

৫ প্রকরণ। আর কোন প্রকার হইলে অর্থাৎ কোন নদ কি নদী কি সমুদ্রের জল স্থানান্তর হওয়াতে, উৎপন্ন হওয়া যে কোন চরাদির সহিত এই আইনের লিখিত হুকুম বিশেষরূপে সম্পর্ক না রাখে, এমন চরাদির বিশেষ কোন দাওয়া কি বিবাদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, আদালতের সাহেবেরা ঐ দাওয়া ও বিবা-

* ১৮৪৭ সালের ৯ আইনের ৭ ধারা দেখ।

দের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণে, ঐ স্থানের আবহমান কালের দস্তুর বিষয়ে যে উত্তম উত্তম প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা দৃষ্টি করিয়া কি এমত কোন দস্তুর না থাকিলে, যথার্থ্য ও ন্যায় দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

৫ ধারা। এই আইনের লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নয় যে, কোন ব্যক্তি নৌকা গমনাগমন যোগ্য কোন নদীর জলের অন্তর্গত ভূমি আক্রমণ করিলে তাহার দোষ হইবে না। কি জিলা কি সহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের অথবা নৌকা গমনাগমনের প্রতিবন্ধক ও বাধা দূর করিবার নিমিত্ত সরকার হইতে অন্য যে সাহেবেরা উপযুক্তরূপে নিযুক্ত হন, ঐ সাহেবদের নদ কি নদী দিয়া নির্ব্বিঘ্ন এবং দস্তুরমত নৌকাগমনাগমন হওনের বাধা যে বস্তু বোধ হয়, তাহা কি ঐ ঐ নদীর তীরস্থ যে কোন দ্রব্য গুনটানিবার কি অন্য উপায় করিবার প্রতিবন্ধক হইয়া নৌকাগমনাগমনের বাধা জন্মায়; তাহাও দূর করিবার আটক হইবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের ৯ আইন।

এই আইন ১৮৪৭ সালের ৮ মে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে জারী হইল।

বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে সমুদ্র অথবা নদী সিকস্ত অথবা পৈবস্ত দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণ বিষয়ক আইন।

১ ধারা। ইহাতে হুকুম হইল যে, সমুদ্র কি নদী সিকস্ত কি পৈবস্ত দ্বারা প্রাপ্ত ভূমি রাজস্বের যোগ্যতা বিষয়ে কি সেই ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্ব বিষয়ে বিচার করিবার জন্য, বাঙ্গালা দেশের চলিত আইনের যে যে ভাগ দ্বারা আদালত স্থাপন হইয়াছে, এবং কার্য্যের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই ভাগ এই আইন জারী হওন তারিখ অবধি বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশে রহিত হইবে, এবং উক্ত তারিখে ঐ ঐ দেশের মধ্যে কালেক্টর সাহেবদের ও ডেপুটী কালেক্টরদের নিকট উপস্থিত উক্ত বিষয়ের সমস্ত মোকদ্দমার অগৌণে রহিত হইবে। এবং উক্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণ কি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণ জন্য, কেবল এই আইনের বিধানমত কার্য্য করা যাইবে ইতি।

২ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে, এই আইন মধ্যে উড়িষ্যা দেশে

এই কথা কেবল উড়িষ্যা দেশের যে অংশ বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেন্টের অধীন আছে, সেই অংশই বুঝাইবে ইতি।

৩ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে, উক্ত দেশের যে সকল জিলায় কি জিলার অংশে রাজস্ব সম্পর্কীয় জরীপ সম্পন্ন হইয়া গবর্ণমেন্টের মঞ্জুর হইয়াছে, কি উত্তরকালে সম্পন্ন হয়, এবং মঞ্জুর হয়, সেই জরীপ মঞ্জুর হওনের পর দশ বৎসর অতীত হইলে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ঐ সকল দেশে পূর্ব্ব জরীপ হওনের তারিখের পর নদী তীরস্থ ও সমুদ্র তটস্থ ভূমির যে যে মতান্তর হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করণার্থ সময়ে সময়ে নূতন জরীপ করিতে এবং উক্ত নূতন জরীপ অনুসারে নূতন নকসা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে, নীচের লিখিত জিলার ও জিলার অংশের রাজস্ব সম্পর্কীয় জরীপ নীচের লিখিত তারিখে মঞ্জুর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে, অর্থাৎ জিলা চাটগাঁ ১৮৩২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখ। জিলা বেহার ১৮৪৪ সালের ৯ নবেম্বর তারিখ। জিলা পাটনা ১৮৪৪ সালের ২২ জুন তারিখ। জিলা সাহাবাদ ১৮৪৬ সালের ২৮ নবেম্বর তারিখ। জিলা সারণ ১৮৪৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখ। জিলা মুঙ্গেরের পরগণা ফরকায়া ১৮৪৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখ। কটক প্রদেশের উত্তর অংশ ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখ। কটক প্রদেশের মধ্যম অংশ ১৮৪৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখ। কটক প্রদেশের দক্ষিণাংশ ১৮৪২ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখ। হিজলী ও তমলুক ভিন্ন জিলা মেদিনীপুর ১৮৪৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখ। জিলা মেদিনীপুরের হিজলী ও তমলুক ১৮৪২ সালের ৫ অক্টোবর তারিখ। জিলা কাছাড় ১৮৪৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখ। জৈণ্টিয়া এবং জিলা ছিলটের পরগণা চাপঘাট ও ইছামতী ও ইতিশ্যামনগর ও তরপ ১৮৪৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখ। জিলা গোয়ালপাড়া ১৮৪২ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখ। জিলা লক্ষ্মীপুর ১৮৪৫ সালের ২০ নবেম্বর তারিখ। জিলা শিবপুর ১৮৪৩ সালের ৮ মে তারিখ। এবং উত্তর কালে যে সকল জিলায় কি জিলার অংশের রাজস্ব সম্পর্কীয় জরীপ হয়, তাহার জরীপ মঞ্জুর হওনের যে যে তারিখ কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয়, সেই তারিখ তাহার মঞ্জুর হওনের তারিখ বোধ হইবে ইতি।

৫ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে, এইমত নূতন নকসা দেখিয়া যখন স্থানীয় রাজস্ব কার্য্যকারকদের এমত বোধ হয় যে, যে মহালের রাজস্ব একেবারে সরকারে দাখিল হয়, এমত মহালের ভূমি সিকস্ত হইয়াছে, অথবা লুপ্ত হইয়াছে, তখন তাঁহারা অশেষে সমস্ত মহালের মফঃসল জমানুসারে সিকস্ত ভূমির মফঃসল

জমা যত হয়, তাহার হিসাব করিয়া সমুদয় মহালের সদর জমানুসারে সিকস্ত ভূমির সদর জমা যত হয়, তাহা মিনাহা দিবেন ; কিন্তু সমুদয় মহালের কি লুপ্ত ভূমির মফঃসল জমা যদি ঐ স্থানের রাজস্ব কার্য্যকারকেরা তদ্বোধমতে নিরূপণ করিতে না পারেন তবে, ঐ স্থানের রাজস্ব কার্য্যকারকেরা সমুদয় মহালের মোট ভূমির যত ভূমি সিকস্ত হইয়াছে, তাহার হিসাব করিয়া সেই হিসাব অনুসারে সদর জমা হইতে জমা মিনাহা দিবেন। এবং ঐ রূপে জমা মিনাহা দেওন এবং তাহার কারণের রিপোর্ট সদর বোর্ড রেবেনিউ সাহেবদের বিজ্ঞাপন ও হুকুম নিমিত্ত, স্থানীয় রাজস্ব কার্য্যকারকেরা তৎক্ষণাৎ তথায় পাঠাইবেন, এবং তদ্বিষয়ে সদর বোর্ডের সাহেবদের হুকুম চূড়ান্ত হইবে ইতি।

৬ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে, উক্ত নূতন নক্সা দেখিয়া যখন নানা স্থানের রাজস্ব কার্য্যকারকদের এমত বোধ হয় যে, সরকারে একেবারে রাজস্ব দেওনি মহালের কোন ভূমি পৈবস্ত হইয়াছে, তখন চরের রাজস্ব ধার্য্যকরণার্থ যে বিধি চলন আছে তদনুসারে তাঁহারা সরকারের নিমিত্ত সেই পৈবস্ত ভূমির উপর অযোগে কর বসাইবেন, এবং তাঁহারা আপনাদের কার্য্যের রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ সদর বোর্ড রেবেনিউর নিকট পাঠাইবেন, এবং তদ্বিষয়ে ঐ বোর্ডের সাহেবদের হুকুম চূড়ান্ত হইবে ইতি।

৭ ধারা। ১৮৬৮ সালের ৪ আইনের ১ ধারা দ্বারা রদ হইয়াছে।

৮ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে, চরের ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করণ বিষয়ে কি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণ বিষয়ে যে মোকদ্দমা স্পেসিয়াল কমিস্যনর সাহেবদের নিকট আপীল হইয়াছে অথবা সেই প্রকার যে যে মোকদ্দমা অবশ্যই বাজেয়াপ্তী আদালতে নিষ্পত্তি হই। এই আইন জারী হওন তারিখের সময়ে পূর্ব্বের চলিত আইনানুসারে স্পেসিয়াল কমিস্যনর সাহেবদের আদালতে আপীল হওনের যোগ্য আছে, সেই সেই প্রকার মোকদ্দমা বিষয় এই আইনের লিখিত কোন কথা দ্বারা কিছু অন্যথা হইবে না ; এবং এই আইন জারী না হইলে যেরূপ হইত, সেইরূপ ঐ সকল মোকদ্দমা চলিবে ইতি।

৯ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দ্বীপের মালিকী স্বত্ব বিষয় ছাড়া এই আইন দ্বারা দত্ত ক্ষমতানুসারে যাথার্থ্যমত যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার বিষয়ে সরকারের কি সরকারের কোন কার্য্য কারকের নামে কোন আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা হইবে না ইতি।

সম্পূর্ণ।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত পশ্চাৎ লিখিত আইন উক্ত মানাবর ১৮৬৮ সালের ৮ই জুন তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন, মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবও ঐ মাসের ২৬ তারিখে তৎপ্রতি স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করায়, তাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৬৮ সালের ৪ আইন।

১৮৪৭ সালের ৯ আইনের (অর্থাৎ বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে সমুদ্র অথবা নদী সিকস্ত অথবা পয়স্ত দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণ বিষয়ী আইনের) বিধান সংশোধন করিবার আইন।

[হেতুবাদ।]

১৮৪৭ সালের ৯ আইনের বিধান সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু নিম্ন লিখিত বিধান ও আজ্ঞা করা গেল।

[ধারা রহিত করিবার কথা।]

১ ধারা। ১৮৪৭ সালের উক্ত ৯ আইনের ৭ ধারা এতৎক্রমে রহিত করা গেল ইতি।

[চড়ার নিকট যে পলি পড়ে তদ্দ্বারা চড়ার বৃদ্ধি জ্ঞান করিবার কথা।]

২ ধারা। ১৮২৫ সালের বঙ্গদেশীয় ১১ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণের বিধানমতে যখন কোন চড়া গবর্ণমেণ্টের প্রয়োগাধিকারে আইসে, তখন নদীর কি সমুদ্র জলের অপক্রমণ দ্বারা সেই চড়ার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া যে ভূমি লাভ হয়, তাহা ঐ চড়ার বর্দ্ধিতাংশ জ্ঞান হইবে, ও গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছামত প্রয়োগ হইতে পারিবে ইতি।

[নূতন দ্বীপ হইলে তাহার কর ধার্য্য করিবার কথা।]

৩ ধারা। নৌকাগমনীয় কোন বড় নদীতে দ্বীপ হইয়াছে, ও ১৮২৫ সালের বঙ্গদেশীয় ১১ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণমতে তাহা গবর্ণমেণ্টের অধিকার করা উচিত, কোন স্থানের রাজস্বসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ সাহেবেরা ইহা দৃষ্ট করিলে, ঐ কর্তৃপক্ষেরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা অগৌণে অধিকার করিবেন। ও ভূমির কর ধার্য্য করণের যে অবধি প্রচলিত আছে, তদনুসারে ঐ ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করিতে ও

তাহার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বোর্ড রেবেনিউর অনুমোদনার্থ অশৌঘে আপনাদের কার্য্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিবেন। সেই কর ধার্য্য করা বিষয়ে উক্ত বোর্ডের যে আজ্ঞা তাহা চূড়ান্ত হইবে। পরন্ত রাজস্বসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদের পূর্ব্বোক্ত কোন ভূমি অধিকার করণদ্বারা যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে দেওয়ানী আদালতে নিয়মমত মোকদ্দমা করিয়া তিনি ঐ বিষয়ের বিবাদ করিতে পারিবেন ইতি।

[পশ্চাৎমুখ্য ভূমিতে সংযুক্ত হইলেও গবর্ণমেণ্টের স্বত্বের হানি না হইবার কথা।]

৪ ধারা। রাজস্ব সংক্রান্ত স্থানীয় কার্য্যকারকেরা এই আইনের ৩ ধারামত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন চড়া অধিকার করিলে পর, স্থলের ও চড়ার মধ্যে যে জল থাকে তাহাতে ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকা পুরিয়া মানুষের হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য হইলেও তাহা তৎপ্রযুক্ত ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির মধ্যগত জ্ঞান হইবে না ইতি।

[চড়ার উপর দিয়া পথ করিবার প্রার্থনা করণের ক্ষমতার কথা।]

৫ ধারা। গবর্ণমেণ্ট এই আইনের ৩ ধারাক্রমে চড়ার অধিকার গ্রহণ করিলে পর, যদি তাহা স্থলে সংযুক্ত হয়, তবে ঐ দ্বীপ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে থাকা সময়ে নদীতীরস্থ যে ভূমিতে সংযুক্ত হয়, সেই ভূমির কোন অংশে যাঁহার স্বামিত্ব কি সম্পর্ক থাকে, তিনি সেই দ্বীপে গোপথ ও পথ ও বর্ত্ম করিবার উদ্যোগ করণার্থ কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা প্রস্তুত করিবার খরচের অর্দ্ধেক প্রার্থক, অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট দিবেন ইতি।

[পথ প্রার্থকের টাকা গচ্ছিত করিবার ও পথ প্রস্তুত করিবার কথা।]

৬ ধারা। তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব যত টাকা যথোচিত বোধ করেন, প্রার্থককে তত টাকা গচ্ছিত করিতে আদেশ করিবেন। তাহা করা গেলে পর, যে ভূমির সহিত দ্বীপ সংযুক্ত হইয়াছে, সেই ভূমি হইতে দ্বীপের উপর দিয়া নদীতে কি সমুদ্রে যাইবার জন্য কালেক্টর সাহেব যে গোপথ ও পথ ও বর্ত্ম আবশ্যক বোধ করেন, ঐ দ্বীপে চিহ্নাদি দিয়া তাহা প্রস্তুত করাইবেন ইতি।

[পথের খরচ যেরূপে শোধ হইবে তাহার কথা]

৭ ধারা। প্রত্যেক স্থলে উক্ত গোপথ ও পথ বর্ত্মের চিহ্নাদি দিয়া প্রস্তুত করণার্থ যত টাকা লাগে, গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থক তাহার অর্দ্ধেকের দায়ী, ও তাহা দিবেন। এই ধারার বিধানমত প্রার্থকের স্থানে টাকা পাওনা থাকিলে, প্রার্থক পূর্ব্বোক্ত যে টাকা গচ্ছিত করিয়াছেন, কালেক্টর সাহেব তাহা হইতে সেই টাকা কাটিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি।

[পথ সাধারণ হইবার কথা]

৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমত চিহ্নাদি দেওনপূর্ব্বক যে গোপথ কি পথ কি বর্ত্ম প্রস্তুত করা যায়, তাহা রাজপথ জ্ঞান হইবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

ইংরেজী ১৮৫৮ সালের ৩১ আইন।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে পয়বস্তী জমির বন্দোবস্ত করিবার অধিক বিধান করিবার আইন।

সরকারের কোন খেরাজী মহাল পয়বস্তী জমি দ্বারা বাড়িলে, ঐ জমির বন্দোবস্ত যে প্রকার নিয়মমতে করিতে হয়, তাহার সন্দেহ দূর করিবার জন্য ঐ প্রকার জমির বন্দোবস্ত করিবার কোন বিধি করা উচিত। এই কারণ নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল ইতি।

১। ধারা। যদি সরকারের খেরাজী কোন মহালের সামিলে কিছু জমি পয়বস্তী হইয়া জমা দিবার যোগ্য হয় তবে, রাজস্ব কার্য্যকারক সাহেবদের ও মালিকের ও মালিকদের পরস্পর সম্মতি হইলে, ঐ পয়বস্তী জমির জমা আসল মহালের জমা বাড়াইতে ধার্য্য হইতে পারিবে। তাহা হইলে ঐ আসল মহালের পয়বস্তী জমির মালগুজারী মোটে দিবার নূতন বন্দোবস্ত করা যাইবে, ও কালেক্টর সাহেবের তৌজী হইতে ঐ আসল মহালের সাবেক জমা উঠাইয়া ঐ মোট জমা লিখিতে হইবে, যদি মালিক কি মালিকেরা সেই প্রকারের বন্দোবস্তে আপত্তি করে, কি আসল মহালে যে মিয়াদের বন্দোবস্ত আছে, ঐ পয়বস্তী জমির সেই মিয়াদের বন্দোবস্ত করা উচিত নয়, রাজস্ব কার্য্যকারক সাহেবেরা যদি এমত বোধ করেন তবে, পৃথক মহাল বলিয়া ঐ পয়বস্তী জমির পৃথক জমা বসাইতে হইবে, ও তাহার পৃথক বন্দোবস্ত হইবে, ও সেই আলাহিদা বন্দোবস্ত আসল মহালের মালিকের কি মালিকদের সঙ্গে হইলে, কি তাহার ঐ বন্দোবস্ত গ্রাহ্য না করা প্রযুক্ত ঐ জমি ইজারা দেওয়া গেল ও, তাহা সেই কাল অবধি সর্ব্বপ্রকারে আসল মহালের পৃথক ও স্বতন্ত্র মহাল বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও পৃথক মহাল বলিয়া তাহার সম্পর্কে কার্য্য হইবে। আসল মহালে, মহালের যদি ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তবে ঐ পৃথক বন্দোবস্তও ইস্তমরারী হইতে পারিবে ইতি।

২ ধারা। ১৮২৫ সালের ১১ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণের বিধিমতে

কোন পয়বস্তী জমিতে কোন পেটাও প্রজার যে স্বত্ব থাকে, ইহার পূর্ব্বের ধারার কোন কথায় কিছু খর্ব্ব হইবে না। সেই জমির বন্দোবস্ত পৃথক করা গেলে, কি তাহা আসল মহালের সামিলে ধরা গেলেও, ঐ জমির বন্দোবস্ত যে কার্য্যকারকেরা করেন, তাহাদের এই কর্ত্তব্য যে, ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখিত বিধিমত সেই প্রকারের সকল স্বত্বের সন্ধান লইয়া রিকার্ড করেন। ও আসল মহালের কোন পেটাও তালুকের স্বত্ব যে লোকের কি লোকদের থাকে, তাহাদের ঐ পয়বস্তী জমির জন্য অধিক কিছু জমা দিতে হইবে কি না, ও কত দিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন। উক্ত আইনের বিধান এই আইন মত বন্দোবস্তের উপর যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত খাটিবে ইতি।

৩ ধারা। কোন পয়স্তী জমির পৃথক বন্দোবস্ত যদি ইহার আগে করা গিয়া থাকে, তবে এই আইন জারী হইবার পর করা গেলে তাহা যেমন দৃঢ় ও সফল হইত, তেমন এই ধারার লিখিত সকল কার্য্যের নিমিত্ত দৃঢ় ও সফল হইবে, কিন্তু এই আইন জারী হইবার আগে কোন আদালতের নিষ্পত্তি ক্রমে কি অন্য প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি কিছু স্বত্ব পাইতে থাকে তবে, এই আইনের কোন কথায় তাহার হানি হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

সম্পূর্ণ।

১৮৭৯ সালের ৮ আইন।

বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আইন।

হেতুবাদ।

বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

ব্যাপ্তি।

১ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন সমস্ত প্রদেশে এই আইন বর্ত্তিবে।

আইনের কার্য্যারম্ভ।

এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমোদনসহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন রহিত হইল।

২ ধারা। ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন (অর্থাৎ খাজানাবৃদ্ধি করণ সম্পর্কে বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতা নির্ণয় ও তৎসীমা নিরূপণ করণার্থ আইন) এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

"বন্দোবস্তী কার্য্যকারক"

৩ ধারা। এই আইনে "বন্দোবস্তী কার্য্যকারক" শব্দে জিলার রাজস্ববিষয়ক বিচারাধিপত্যভারপ্রাপ্ত কালেক্টর সাহেব কি কোন কার্য্যকারককে বুঝাইবে, এবং ভূমির রাজস্বের কোন বন্দোবস্ত সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও কার্য্যানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব কি উক্ত কার্য্যকারক যে আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর কি ডেপুটী কালেক্টর কি সব ডেপুটী কালেক্টরকে অনুমতি দেন, এবং উক্তরূপ কোন বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদিগকেও বুঝাইবে।

"পেটাও প্রজা"।

জমিদার ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট ও রাইয়তের মধ্যে থাকিয়া যে কেহ পুরুষানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য মধ্যবর্ত্তী ভূসম্পর্ক ভোগ করেন, "পেটাও প্রজা" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

কোন কোন আইন দ্বারা বন্দোবস্তী কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে না।

৪ ধারা। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারায়, কি ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ও ১৪ ও ১৭ ধারায়, কি ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৩ ও ১৫ ও ১৮ ধারায় যে কোন কথা থাকুক না কেন, তাহাতে ১৮২২ সালের ৭ আইনানুযায়ী কি ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত নিয়মিত করিবার নিমিত্ত তৎকালে অন্য যে আইন বলবৎ থাকে, তদনুযায়ী বন্দোবস্তী কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

খাজানা রাজস্ববিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত হারানুযায়ী হইবে।

৫ ধারা। সময়ে সময়ে এতদর্থে শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া রাজস্ববিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন বন্দোবস্তী কার্য্যে অবলম্বন জন্য, যে যে সাধারণ হারের অনুমতি করেন বা পরে অনুমোদন করেন, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, তদনুসারে উক্ত বন্দোবস্তী কার্য্যে প্রত্যেক রাইয়তের নিকট প্রাপ্য বলিয়া খাজানা লিপিবদ্ধ করা যাইবে

খাজানা বৃদ্ধি করিবার হেতু

৬ ধারা। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোন রাইয়ত পূর্ব্বে যে খাজানা দিত, তাহার নিকট তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা প্রাপ্য বলিয়া বন্দোবস্তী কার্য্যকারক পশ্চাল্লিখিত এক কি একাধিক হেতুতে লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন, নতুবা নয়, যথা,

(১)। উক্তরূপ লিপিবদ্ধ উচ্চতর খাজানা যে হারে ধরা গিয়াছে, সেই হার চতুস্পার্শ্বস্থ সেই প্রকারের ও তত্তুল্য অবস্থার ভূমির জন্য সেই শ্রেণীর রাইয়তেরা যে চলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, তদপেক্ষা অধিক নয়।

(২)। শেষবার রাইযতের খাজানা ধার্য্য হইবার পর, রাইয়তের পরিশ্রম কি ব্যয় ভিন্ন, ভূমির যে পরিমাণে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, খাজানা বৃদ্ধি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে করা যায় নাই।

(৩)। শেষবার রাইযতের খাজানা ধার্য্য হইবার পর, রাইযতের পরিশ্রম কি ব্যয় ভিন্ন, ভূমির উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইযাছে, এবং শেষবার খাজানা ধার্য্য হইবার সময়ে বা তৎসমীপবর্ত্তী কালে শস্যের যে প্রকৃত মূল্য চলিত ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান বন্দোবস্ত সময়ে বা তৎসমীপবর্ত্তী কালে সেই শস্যের প্রকৃত মূল্যের যে অনুপাত লক্ষিত হয়, শেষবার রাইযতের যে খাজানা ধার্য্য হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান উচ্চতর খাজানার উচ্চতর অনুপাত নয়।

(৪)। ভূমির শেষ পূর্ব্ব বন্দোবস্তের পর, রাইযতের পরিশ্রম কি ব্যয় ভিন্ন, ভূমির উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইযাছে, এবং উক্ত পূর্ব্ব বন্দোবস্ত সময়ে বা তৎসমীপবর্ত্তী কালে শস্যের যে প্রকৃত মূল্য ছিল বলিযা ঐ বন্দোবস্তের কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ দেখা যায়, কি লিপিবদ্ধ না থাকিলে অন্যরূপে নির্ণীত হয়, ওবন্দোবস্তী কার্য্যকারক কর্ত্তৃক শংসিতমতে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান বন্দোবস্ত সময়ে বা তৎসমীপবর্ত্তী কালে সেই শস্যের প্রকৃত মূল্যের যে অনুপাত লক্ষিত হয়, পূর্ব্ব বন্দোবস্ত সময়ের হারানুসারে সেই প্রকারের ও সেই পরিমাণের ভূমির যে খাজানা হইত তাহার সহিত বর্ত্তমান উচ্চতর খাজানার উচ্চতর অনুপাত নয়।

(৫)। পূর্ব্বে রাইয়ত যত ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিত, মাপ দ্বারা প্রমাণ হইযাছে যে, তদপেক্ষা অধিক ভূমি ভোগ করিতেছে।

প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ খাজানা ধার্য্য করিবার বিধি।

৭ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিধি মত পেটাও প্রজার নিকট প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ খাজানা ধার্য্য হইবে,

(ক)। বন্দোবস্তি কার্য্যকারক পেটাও প্রজারূপে ভোগকারী কোন ব্যক্তিকে দেখিলে, প্রথমতঃ স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন যে, উক্তরূপ ভোগকৃত পেটাও ভূসম্পর্ক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সিদ্ধ কি না।

(খ)। বন্দোবস্তি কার্য্যকারক ঐ পেটাও ভূসম্পর্ক তদ্রূপ সিদ্ধ স্থির করিলে, তন্মধ্যে যে যে অধীন পেটাও প্রজা ও রাইযতের জোত পড়ে, তাহাদের নিকট প্রাপ্য বলিয়া মোট যত খাজানা লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইতে শতকরা

অংশ টাকা বাদ দিলে যে টাকা হয়, কোন স্থলে উক্ত পেটাও প্রজার নিকট প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ খাজানা তদপেক্ষা উচ্চতর হইবে না।

(গ)। ঐ পেটাও ভূসম্পর্ক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সিদ্ধ নয়, বন্দোবস্তি কার্য্যকারক এইরূপ স্থির করিলে, ভূমির রাজস্বের দাওয়া নিরূপণার্থ তৎকালে গবর্ণমেণ্টের যে আদেশ চলিত থাকে, তদনুসারে ঐ পেটাও ভূসম্পর্কের অন্তর্গত ভূমির উপর ভূমির রাজস্ব বলিয়া যত টাকা দাওয়া করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ তাহা নির্ণয় করিবেন, এবং ঐ ভূসম্পর্কের প্রকৃতি ও অবস্থা বিবেচনায় যত টাকা উপযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত বোধ হয়, তত টাকার পরিমাণে উক্ত পেটাও প্রজার দেয় খাজানা লিপিবদ্ধ করিবেন। ঐ টাকা ভূমির রাজস্ব বলিয়া যাহা দাওয়া করা যাইতে পারে, তাহার কম হইবে না, অথবা ঐ ভূসম্পর্কের মধ্যে যে সকল অধীন পেটাও প্রজা ও রাইয়তের যোত পরে তাহারা তাঁহাকে মোট যত খাজানা দিবে বলিয়া লিপিবদ্ধ থাকে, তদপেক্ষা অধিক হইবে না।

খাজানা যত দূর বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিত তদপেক্ষা অল্প খাজানা প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮ ধারা। এই আইন মতে কোন পেটাও প্রজা কি রাইয়তের খাজানা যতদূর বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিত, তদপেক্ষা অল্প খাজানা উক্ত পেটাও প্রজা কি রায়তের নিকট প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করা গেলে, ইহাও লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে যে, এই আইনমত নিয়মিতরূপে যতটাকা দেয় বলিয়া বন্দোবস্তি কার্য্যকারক নির্ণয় করেন, যাবৎ তত টাকা পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি না হয়, বন্দোবস্তি কার্য্যকারক যে যে তারিখ নির্দ্ধারিত করেন, সেই সেই তারিখ অবধি সময়ে সময়ে উক্ত পেটাও প্রজা কি রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

বর্দ্ধিত খাজনার নোটিস জারী করিবার কথা।

৯ ধারা। কোন পেটাও প্রজা কি রাইয়ত পূর্ব্বে যে খাজানা দিত, তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা তাহার নিকট প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করা গেলে, বন্দোবস্তি কার্য্যকারক জমাবন্দির নকল কি তদুদ্ধৃত অংশ প্রচার করিবেন, এবং তাহাতে প্রত্যেক পেটাও প্রজা কি রাইয়তের দেয় বলিয়া লিপিবদ্ধ খাজানার এবং রাইয়ত হইলে এই আইনের ৬ ধারার যে কি যে সকল প্রকরণ মতে খাজানা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারও নির্দ্দেশ করিবেন।

ঐ জমাবন্দীর কিম্বা কালেক্টর সাহেব তাহার যে উদ্ধৃতাংশ উচিত বোধ করেন, সেই উদ্ধৃতাংশের এক কেতা নকল জমাবন্দী যে গ্রাম সম্পর্কীয় হয়, তাহার মাল কাছারীতে কি ঐ গ্রামের অন্য কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া, এবং উক্ত নকল কি উদ্ধৃতাংশ তদ্রূপে লাগাইয়া দেওয়া গিয়াছে, এবং বন্দো-

বস্তি কার্য্যকারকের কার্য্যালয়ে জমাবন্দী দেখা যাইতে পারে. উক্তগ্রামে এইরূপ ঢেঁড়রা দিয়া ঘোষণা করিয়া, আইনমত তদ্রূপ প্রচার করা যাইতে পারিবে।

খাজানা প্রতিবাদ করিবার মোকদ্দমা।

১০ ধারা। এই আইনক্রমে কোন পেটাও প্রজা কি রাইয়তের নিকট প্রাপ্য বলিয়া যে খাজানা লিপিবদ্ধ করা যায়, তৎপ্রদানরূপ দায়ের প্রতিবাদার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া যদি উক্ত পেটাও প্রজা কি রাইয়ত সপ্রমাণ করিতে না পারে যে, এই আইনের বিধানমতে উক্ত খাজানা ধার্য্য করা হয় নাই, তাহা হইলে তাহার ঐ খাজানা দিতে হইবে।

কিন্তু এই ধারামত মোকদ্দমায় ৭ ধারার (গ) প্রকরণে বর্ণিত পেটাও প্রজার খাজানা নিরূপণার্থ আদালতের স্বীয় বিবেচনামতে কার্য্য করিবার যে ক্ষমতা থাকিতেছে, উক্ত (গ) প্রকরণের কি এই ধারার কোন কথায় সেই ক্ষমতার সীমা নির্ণীত করা হইতেছে, এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

যে ভূমি লইয়া মোকদ্দমা হয়, সেই ভূমি কি তাহার কোন অংশ যে গ্রামের অন্তর্গত, সেই গ্রামে জমাবন্দী কি পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃতাংশ প্রচারিত হইবার পর, চারিমাস মধ্যে উপস্থিত করা না গেলে, উক্তরূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ খাজানার প্রতিবাদার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১ ধারা। এই আইনমত প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ খাজানার প্রতিবাদার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত যদি উক্ত খাজানা পরিবর্ত্তিত কি রহিত করেন, তাহা হইলে এই আইনক্রমে বাদীর দেয় খাজানা ধার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং আদালতের ধার্য্য হারে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, যেরূপ খরচা উচিত বোধ করেন, তৎসহ প্রতিবাদীর অনুকূলে ডিক্রী করিবেন।

খাজানা বৃদ্ধি যে সময়ে কার্য্যকর হইবে।

১২ ধারা। যে জিলায় যে সন চলিত থাকে, সেই জিলায় সেই সনের প্রথম ছয়মাস মধ্যে ৯ ধারাক্রমে খাজানা বৃদ্ধির নোটিস জারী করা গেলে, যে বৎসর উক্ত নোটিস জারী করা যায়, সেই বৎসরের প্রারম্ভ অবধি উক্ত খাজানা বৃদ্ধি কার্য্যকর হইবে, স্থলান্তরে পর বৎসরের প্রারম্ভ অবধি কার্য্যকর হইবে।

খাজানা দশ বৎসর পর্য্যন্ত বা বন্দোবস্তের মিয়াদ শেষ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৩ ধারা। খাজানা এই আইনক্রমে প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করা গেলে, অথবা পূর্ব্বোক্ত কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে ধার্য্য করা গেলে, বন্দোবস্ত

কার্য্যকর হইবার তারিখ অবধি যাবৎ দশ বৎসর গত না হয়, অথবা বন্দোবস্তের মিয়াদ না ফুরায় (ইহামধ্যে যেটীই প্রথম ঘটুক না কেন,) অর খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

আইন বর্ত্তিবার কথা।

১৪ ধারা। ১৮২২ সালের ৭ আইনমত যে সকল বন্দোবস্তী কার্য্য ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন প্রচলিত হইবার পরে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, অথবা তৎপক্ষে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের স্থানে সময়ে সময়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজস্ব বিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষদের দ্বারা ইহার পর দৃঢ়ীকৃত কি অনুমোদিত হইবে, উক্ত আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই হউক কি পরেই হউক ঐ কার্য্যের আরম্ভ হইলে তাহার প্রতি এই আইনের বিধান বর্ত্তিবে।

সম্পূর্ণ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইন।

যে সকল লোক বাদসাহী পুরস্কার দানছাড়া অন্য নিষ্কর ভূমির উপর কর-শূন্যমতে আপনাদের ভোগদখল রহিবার দাওয়া রাখে, সে সকল লোকের স্বত্বের মোকদ্দমা বিচারের পদ্ধতি যুক্তে আদালতের ডিক্রীক্রমে কি সরকারের হুকুমে ঐ ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হওয়া উচিত স্থির হইলে, সেই রাজস্বের পরিমাণ নির্ণায়ক বিধান সহিত ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১ ডিসেম্বরে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার লিখিত মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্ত করণান্তে সেই আইনের বিধান সকল পুনরায় জারি করার আইন শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১লা মে জারী করিলেন।

এদেশের প্রাচীন রীতি ক্রমে প্রত্যেক বিঘা ভূমির উৎপন্নের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ স্থান বিশেষের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে হয় নগদ মুদ্রায়, না হয় সামগ্রীতে রাজস্ব স্বরূপ সরকারের স্বত্ব বলিয়া নিদ্ধারিত আছে, তাহা কোন প্রকারে লোপ ও নষ্ট হইতে পারে না, যদি কাল ক্রমের অধিপতি সেই বস্তুকে কালনিয়মে কি চিরকালের মতে কাহাকেও পুরস্কার দান না করেন অথবা কোন ভূম্যধিকারির ভূমির সরকারী রাজস্ব এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার প্রতি সীমা রাখিয়া তাহা আদায় হইলে, সেই ভূমির উৎপন্ন অবশেষ সেই অধিকারীর প্রতি ন্যস্ত না করেন। অতএব সেই নিয়ম সত্বে ইহাই বিহিত ছিল যে, যে কালে ভূম্যাধিকারিদের কেহ আপন ভূমির কিছু অংশ নিষ্করক্রমে অন্যকে দান করিত, তাহা হাকিমের হুজুরে অসিদ্ধ ও না মঞ্জুর হইত, তাহার কারণ এই যে, কালক্রমের অধিপতির বিনা অনুমতিতে এরূপ হইলে সরকারের স্বত্ব নষ্ট হয়। আর দেখা যাইতেছে যে যদি ভূম্যধিকারিরা স্বেচ্ছাক্রমে স্ব স্ব ভূমি নিষ্কররূপে দান করিলে সে দান হাকিমের হুজুরে সিদ্ধ হইত, তবে সরকারের রাজস্ব কালে কালে ক্রমশঃ হ্রাস পাইত। শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পুর্ব্বকালে ভূম্যধিকারিদের দ্বারা ও সরকারের কার্য্যকারক যাঁহারা তহসীল করে ছিলেন, তাহাদের মারফতে পুণ্য ক্রিয়ার ব্যয়ে কি খয়রাৎ দানের নামে অনেক ভূমিদান হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহার অল্পই ভূমির উৎপন্ন পুণ্য ক্রিয়ার ব্যয়ে ও খয়রাৎ দানে আসিতেছে ও তাহার অনেক ভূমিই হয় দান প্রাপ্ত ব্যক্তির অর্থাৎ গৃহীতার নিজের লাভের নিমিত্ত, না হয়, গোপন ও ব্যবধানে তাহার উৎপন্ন দাতার ভোগে আসিয়া চলবিচল হইয়াছে, অথবা ভূম্যধিকারির টাকার প্রয়োজন হেতু বিক্রয় হইয়াছে, অতএব দেশাধিপতি শ্রীযুত

কোম্পানী বাহাদুরের সরকার নবাবী আমলে যে দাঁড়া চলন ছিল, তদৃষ্টে পুনরায় এমত হুকুম করিয়াছেন যে, নিষ্কর সকল ভূমির মধ্যে যত ভূমিদান ঐ কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইলে পর সরকারের বিনা অনুমতিতে হইয়া থাকে, তাহা অসিদ্ধ হইবে, কিন্তু মানরক্ষা ও অনুগ্রহ প্রকাশের মনস্থে একত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল যে, যে কোন ভূমি কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে নিষ্করক্রমে দান হইয়াছে ও গৃহীতারাও সে ভূমিতে ভোগবান আছে, এই প্রকার ভূমি সমস্তই তাহার নিদর্শনী লিখনের পাঠক্রমে কি সেই ভূমির রকম ও নাম করণ দৃষ্টে যে কোন মতে তাহার দাতার মনস্থ দানের প্রতি জানা যায়, সেই মতেই স্থিরতর ও বহাল থাকে। কিন্তু জানিবে যে, কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার সময়ে ও তাহার পরেও নিষ্কর ভূমির বহী লেখা যায় নাই, এই হেতু ভূম্যধিকারী ও ইজারাদারদের অনেকেই এবং সরকারের যে কর্ম্মকর্ত্তারা কখন২ ভূম্যধিকারিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত করগ্রহণ অর্থাৎ মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত স্থানে স্থানে তহশীলদারীতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের অনেকেও বিস্তর ভূমি অন্যান্যের নামে কি আপনাদের কুটুম্ব অথবা সহবাসিদের নামে নিষ্করক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার উৎপন্ন ফলিতার্থ আপনারা ভোগ করিতেছে এবং সে ভূমির সনন্দপত্রেও কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বের তারিখ লেখাইয়াছে, কি সেই ভূমি জমিদারী দপ্তরে নিষ্করক্রমে এমতে লেখাইত যে, তাহার দান কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে হইয়াছে এমন জ্ঞান হয়, এবং সেই ভূম্যধিকারী প্রভৃতি, কেহ এমত ভূমিও অন্য অন্য লোককে দান করিয়া তাহার দান পত্রে উক্ত কালের পূর্ব্ব তারিখ না লেখাইলে ইহার দোষ সেই গৃহীতার শিরে বর্ত্তে, এই নিমিত্ত যদি কখন তাহার স্বত্বাধিকারে কিছু ক্ষতি হয়, তবে, সে আপনি যেরূপে পাবে, সে রূপেই সে ভূমিতে ভোগদখল স্থির রাখে। অতএব শ্রীযুত গবর্ণর বাহাদুর কৌন্সেলে দেশাধিপতির বিনা অনুমতিতে ও দেশের দাঁড়ার ব্যতিক্রমে এমত দান হওয়াতে সরকারের স্বত্বাধিকারে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ফিরাইয়া লওন, এবং সে নিষ্কর ভূমির নিয়মিত কাল গত হইয়াছে, তাহাও বাজেয়াপ্তকরা সমস্ত সঙ্গত ক্রিয়ার মধ্যে জানিয়াছেন আর সরকারের বিনাহুকুমে যে ভূমির দান হইয়াছে, তাহার রাজস্বে ভূম্যধিকারিদের কিছু স্বত্ব নাই এবং তাহারা নিষ্করক্রমে যে ভূমি লোকদের দান করিয়াছে, তাহাও বাজেয়াপ্তকরণ তাহাদের উপযুক্ত হয় না, এই হেতু যে ঐ দুই রূপেই সে ভূমি সরকারে অথবা তাবদাদের সামিলে গণ্য যায় না; অতএব উপরের লিখিত সকল মর্ম্মদৃষ্টে ১০ দশসনী বন্দোবস্তের কালে এই দাঁড়াই ধার্য্য হইল যে;

সদরের মালগুজার যে কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারাদারের ভূমির মধ্যে যত নিষ্কর ভূমি থাকে, তাহার দান সিদ্ধক্রমে হইয়া থাকে কি না হইয়া থাকে, তথাচ সেই ভূম্যধিকারী কি ইজারাদারের ভূমির জমা সেই সকল নিষ্কর ভূমির বাহির জান হইবে, এপ্রযুক্ত সেই দাঁড়াও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩৬ ধারানুসারে নূতনক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইল, ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম ধারা ঘটিত ৭ সপ্তম দফার যে তৃতীয় প্রবোধ বিধানে মোকররী জমার মতের নিদর্শন আছে, তাহাতে স্পষ্ট ও পরিষ্কার লেখা আছে এই পাঠে যে এদেশীয় লোকদের ভোগ দখলে যে ভূমি নিষ্করে আছে, তাহার মধ্যে যাহা সনন্দ পত্রানুসারে অসিদ্ধ ও গরমাতবর রূপে কাহারো দখলে থাকন প্রমাণ হয়, তাহার উপর যত রাজস্ব ধার্য্যকরণ শ্রীযুত গবর্নর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলে উচিত জানেন তাহাই করিবেন, কিন্তু যে নিষ্কর ভূমির দান অসিদ্ধক্রমে হইয়াছে, তাহা বাজাপ্তকরণ যদ্যপি ঐ শ্রীযুতের হুজুরের বাসনা ও মঞ্জুর আছে, তথাপি যাহারা পরিপক্ক ও মাতবর নিদর্শনী লিখনানুসারে নিষ্কর ভূমি রাখে, তাহাদের স্বত্বাধিকারে তাহাদের ভোগদখলের স্থৈর্য্যার্থে নিয়তই সরণ আছেন, এবং তদ্ভিন্ন ঐ শ্রীযুতের যথেষ্ট স্পৃহা আছে যে, ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে আইনবিরুদ্ধে যে, নিষ্কর ভূমি দান হইয়া থাকে, তাহা বাজেয়াপ্ত হওনে তাহার ভোগবানদের বিস্তর ক্লেশকর না হয়, এ কারণ ঐ শ্রীযুত নিষ্কর-ভোগিদের স্বত্বাধিকার বিচারে কিছু অন্যায় ও অত্যাচার না হইতে পারিবার জন্য এমত নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে, নিষ্করভোগিরা আপনাদের ভূমির বেওরাকৈফি-য়ত এই আইন অনুসারে সরকারের কার্য্যকারদিগকে দিবে, সরকারের পক্ষে নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের স্বত্বাধিকারের বিচার ও নিষ্পত্তি পায়, এবং যাবৎ সেই নিষ্কর ভোগিদের স্বত্বাধি-কার আদালতের বিচার ও ডিক্রী ক্রমে অসাব্যস্ত প্রমাণ না হয়, তাবৎ তাহাদের নিষ্কর ভূমির উপর সরকারের রাজস্ব ধার্য্য না হয়, অতএব উপরের লিখিত সকল মর্ম্মদৃষ্টে যে ভূমির দান আইন বিরুদ্ধে হইয়াছে, তাহা বাজেয়াপ্ত অনায়াসে হইবার জন্য এবং এমত সকল দান হইবায় উত্তরকাল বুঝিয়া সরকারের মোক-ররী জমার স্থিরতা যাহা ভূম্যধিকারিদের উপর চিরকালের জন্য ধার্য্য হইল, তাহার ক্ষতি হইতে পারে, ইহার আটকের নিমিত্ত এবং এক এক জিলার মোতালক নিষ্কর ভূমির বহীও তৈয়ার হইয়া সরকারের এবং সকল জিলার কালেক্টর সাহেবদের নিকটও সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিবার কারণ নীচের লিখিত কয়েক ধারার বিধান সকল ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা ডিসেম্বরের নির্দ্দিষ্ট

আইনের নিদর্শনে তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে ও শোধনে নির্দ্দিষ্ট হইল, ইতি।

ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। শ্রীযুক্ত কোম্পানী ইংরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখ ইংরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বে, যে নিষ্কর ভূমির দান হইয়া থাকে, সে ভূমির দাতা যে হউক, ও তাহার নিদর্শন লিপি থাকুক কি না থাকুক, সে সকল ভূমিতে যদি সেই দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ গৃহীতা ফলিতার্থে ঐ তারিখের পূর্ব্বে সেই ভূমিতে দখল পাইয়া থাকে, ও ঐ তারিখহইতে কখন সে ভূমির উপর কি সরকারের হুকুমে কি সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে রাজস্ব ধার্য্য না হইয়া থাকে, তবে সেই দান পূর্ব্বমত স্থিরতর ও বহাল রহিবে। কিন্তু যদি আদালতে প্রমাণ হয় যে, সেই গৃহীতা ঐ তারিখের পূর্ব্বে সে ভূমিতে দখল পায় নাই, অথবা দখল পাইয়াছিল পর, সে ভূমির রাজস্ব সরকারের হুকুমে কি সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে ধার্য্য হইয়াছে, তবে সে ভূমি পূর্ব্বমত বহাল রহিবে না।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। এইক্ষণ যে কোন ভূমির উপর সরকারের রাজস্ব ধার্য্য আছে, তাহা পূর্ব্বমত নিষ্করক্রমে স্থির ও বহাল রাখিবার দাওয়ার মোকদ্দমায় যদি কেহ এমত কথা বলিয়া নালিশ করে যে, এই ভূমির দান কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বে হইয়াছিল, ও যে আদালতে আদৌ তাহার বিচার হয়, কি যে কোন আদালতে তাহার আপীল হয়, তথায় যদি প্রমাণ হয় যে, সেই গৃহীতা সেই ভূমিতে ঐ তারিখের পূর্ব্বে নিষ্করে ভোগবান ছিল, কিন্তু ঐ তারিখের পর সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে, ও তাহাতে সরকারের রাজস্ব ধার্য্যকরণে সেই কার্য্যকারকের শক্তি থাকিবার বিষয়ে আদালতের জজসাহেবের চিত্তে কিছু সন্দেহ হয় তবে, এমত স্থলে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে, এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি স্থগিত রাখিয়া তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের হুজুরে লিখেন, ঐ শ্রীযুক্ত তাহাতে সেই কার্য্য কর্ত্তার শক্তি থাকিবার কি না থাকিবার বিষয়ে যে মত সমাধা করেন, তদনুসারে সেই সাহেব সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হন, কিন্তু যে সকল ভূমির মোকদ্দমায় ফরিয়াদী আদালতে নালিশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব ১২ দ্বাদশ বৎসর হইতে সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্ব ধার্য্য থাকে, সে সকল ভূমির প্রতি নিষ্করের দাওয়া শ্রাব্য হইবে না, যদি ফরিয়াদী ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার লিখন ক্রমে সেই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে আদালতে আপন দাওয়া উপস্থিত ও জারী না করিবার বিশিষ্ট হেতু না কহিতে পারে।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। শ্রীযুক্ত কোম্পানী ইংরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার

পূর্ব্বকালে করশূন্যমতে দান হওয়া যে ভূমির উপর এইক্ষণে রাজস্ব ধার্য্য আছে, সে ভূমির মোকদ্দমায় যদি সে ভূমির সনন্দপত্রে তাহা নিষ্করক্রমে বহাল থাকিবার নিয়মকাল কেবল সেই গৃহীতার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত লেখা থাকে, কি তাহার সনন্দে এমত কোন নিদর্শন না থাকে, অথবা তাহার সনন্দ পাওয়া না যায়, কি সে ভূমির সনন্দ কখন না প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সে ভূমির রকম ও নামকরণদৃষ্টে এমত প্রমাণ হয় যে, তাহা সাব্যস্ত ও বহাল রাখণ এদেশের প্রাচীন দাঁড়ামত কেবল সেই গৃহীতার জীবদ্দশাপর্য্যন্তই সীমা আছে, তবে এরূপে উপরের লিখিত দুই প্রকরণক্রমে জজসাহেবদের প্রতি এমন হুকুম না জানা যায় যে, সেই গৃহীতার নামছাড়া অন্যের নামে এমত ভূমি নিষ্করক্রমে সাব্যস্ত ও বহালের ডিক্রী করেন।

৪ চতুর্থ প্রকরণ। শ্রীযুক্ত কোম্পানী ইংরেজবাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বকালে যে নিষ্কর ভূমির দান হইয়াছে, সে ভূমির সনন্দপত্রে যদি তাহা বহাল রহিবার নিয়মকাল কেবল গৃহীতার জীবদ্দশাপর্য্যন্ত লেখা থাকে, কি সে ভূমির সনন্দে এমত নিয়ম লেখা না থাকে, অথবা সেই সনন্দ পাওয়া না যায়, কি সে ভূমির সনন্দ কখন না প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সে ভূমির রকম ও নামকরণ দৃষ্টে এমত প্রমাণ হয় যে, তাহা নিষ্করক্রমে বহাল রাখণ এ দেশের প্রাচীন দাঁড়ামত কেবল সেই গৃহীতার জীবদ্দশাপর্য্যন্তই সীমা ছিল, তবে এরূপে সে ভূমিব মোকদ্দমায় যে কেহ সংপ্রতি সে ভূমিতে ভোগবান থাকে, তাহার মরণানন্তর সে ভূমিতে নিষ্করক্রমে তাহার উত্তরাধিকারীর ভোগদখলের স্বত্বাধিকার জানা যাইবে না। আর যদি সেই নিষ্কর ভূমির সনন্দে এমত লেখা না থাকে যে, সে ভূমি মৌরসী অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগের, তবে একপেও যে যে কালে জজসাহেবদের নিকট সে ভূমির রকম ও নামকরণ দৃষ্টে এমত প্রমাণ হয় যে, সেভূমি দেশাচারক্রমে মৌরসী ভূমির ন্যায় নয়, তবে, সে ভূমিতে সম্প্রতি যে কেহ ভোগবান থাকে, তাহার মরণানন্তর সে ভূমিতে তাহার উত্তরাধিকারির ভোগদখলের স্বত্বাধিকার বোধ হইবে না। এই ধারানুসারে যে নিষ্কর ভূমি মৌরসী প্রমাণ হয়, তাহার মোকদ্দমায় সংপ্রতি সে ভূমিতে যে কেহ ভোগবান থাকে, তাহার মরণানন্তর যদি বিচারে সাব্যস্ত হয় যে, শ্রীযুক্ত কোম্পানীবাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে একজন কি জন কয়েকে সেই ভূমিতে উত্তর উত্তর ভোগবান হইয়াছিল, তবে বরং কোন জজ সাহেব তাহার রাজস্ব ধার্য্যার্থ ডিক্রী করিলেও শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনা হুকুমে সে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইবে না, এমত গতিকে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে, সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের হুজুর পাঠান, ইহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তব্য থাকিবে যে, সেই

ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করণ কি নিষ্কর ক্রমে তাহা বহাল রাখণের অর্থে যাহা উচিত জানেন, তাহাই হুকুম করেন।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—শ্রীযুক্ত কোম্পানী ইংরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে যে কোন নিষ্কর ভূমির দান গৃহীতার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত কাল নিয়মে হইয়াছে, সে ভূমি যদি উপরের প্রকরণানুসারে মৌরসী প্রমাণ না হয়, তবে এইক্ষণে তাহাতে যে কেহ ভোগবান থাকে, তাহার প্রতি হুকুম থাকিবে না যে, আপন পরমায়ুর বাকী কালের অতিরিক্ত নিয়মে সে ভূমি বিক্রয় কি মতান্তরে অন্যকে দেয়, কি বন্ধক রাখে, এই হুকুমের ব্যতিক্রমে এমত ভূমির চল বিচল অর্থাৎ দান বিক্রয়, কি বন্ধক হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু জানিবে যে, যদি সেই ভূমি মৌরসী হইবার অর্থে সরকার কি সরকারের যে কোন কার্য্যকারক তাহা হওযাইবার কর্ত্তৃত্ব রাখিতেন, তাহার স্থান হইতে হুকুম হইয়া থাকে তবে, এরূপে সে ভূমির এইক্ষণের বৃত্তিভোগী অধিকারির মরণানন্তরও সে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইবে না; বরং এমত ভূমি উপরের লিখিত প্রকরণ ও এই প্রকরণের লিখিত সকল দাঁড়ার বাহির জ্ঞান হইবে, যদি কোন দেওয়ানী আদালতে এমন সন্দেহ হয় যে, সেই কার্য্যকারক সেই ভূমি মৌরসী হওযাইবার কর্ত্তৃত্ব রাখিতেন কি না, তবে সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে, সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি স্থগিত রাখিয়া তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের হুজুরে লিখেন, ঐ শ্রীযুক্ত সরকারের সেই কার্য্যকারক সে কর্ত্তৃত্ব রাখিবার কি না রাখিবার বিষয়ে যেমত হুকুম করেন, তদনুসারে সেই জজ সাহেব সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হন ইতি।

৩ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ।—ইংরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পর ও ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১ লা ডিসেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১১৯৭ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১১৯৮ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ মোতাবেক বিলায়তী ১১৯৮ সালের ১৮ অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে যে কোন নিষ্কর ভূমি দান হইয়াছে, ও তাহার মঞ্জুরী সরকারে কি সরকারের যে কোন কার্য্যকারক মঞ্জুরীর কর্ত্তৃত্ব রাখিতেন, তাঁহার নিকট না হইয়া থাকে, তবে এপ্রকার দান সমস্তই অসিদ্ধ হইবে।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি উপর প্রকরণের লিখিত ভূমির দানের মঞ্জুরীর অর্থে সরকারের কোন কার্য্যকারকের কর্ত্তৃত্বের প্রতি কোন দেওয়ানী আদালতে সন্দেহ হয়, তবে সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে, সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি স্থগিত রাখিয়া তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে লিখেন, ঐ শ্রীযুক্ত তাহাতে সেই কার্য্যকারক কর্ত্তৃত্ব রাখিবার কি না রাখিবার

বিষয়ে যেমত হুকুম করেন, তদনুসারে সেই জজ সাহেব তাহার নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হন।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বিদিত আছে যে, পূর্ব্বকালে মফঃসল জিলা সকলের কৌন্সেলী সাহেবদিগকে যে ভূমির উৎপন্ন সম্বৎসরে ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয়, এমত ভূমি নিষ্করক্রমে দানের কর্তৃত্ব সরকার হইতে অর্পণ হইয়াছিল, অতএব যে নিষ্কর ভূমি দান সুবে বাঙ্গলায় বাঙ্গালা ১১৭৮ সাল ও সুবে বেহারে ও সুবে উড়িষ্যায় ১১৭৯ সাল ফসলী ও বিলায়তীর পূর্ব্বে সেই মফঃসল জিলাসকলের কৌন্সেলী সাহেবদের মোহর ও দস্তখতী সনন্দানুসারে হইয়া থাকে, তাহাতে এই ৩ তৃতীয় ধারার ১ প্রথম প্রকরণ মতে এমত জ্ঞান না হয় যে, সে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইতে পারে।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—১০ দশ বিঘার অধিক না হয়, এমত যে নিষ্কর ভূমির দান সুবে বাঙ্গলায় ১১৭৮ সাল বাঙ্গালা ও সুবে বেহারে ও সুবে উড়িষ্যায় ১১৭৯ সাল ফসলী ও বিলায়তীর পূর্ব্বে হইয়াছে ও তাহার উৎপন্ন নিতান্ত দেবমন্দিরের ব্যয়জন্য কি ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণ অথবা অন্য অন্য পুণ্য ক্রিয়া ও খয়রাৎ দানের নিমিত্ত ব্যয় হইতেছে, তাহাতে এই ৩ তৃতীয় ধারার ১ প্রথম প্রকরণ অনুসারে এমত জ্ঞান না হয় যে, সে ভূমি গৃহীতার জীবদ্দশাপর্য্যন্ত নিয়মে থাকে, কি না থাকে, তথাপি সে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইতে পারে, বরং যে নিষ্কর ভূমি ১০ বিঘার অধিক না হয়, ও তাহার দান শ্রীযুক্ত কোম্পানী ইংরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে, ও তাহার উৎপন্ন অদ্যাবধি পুণ্যক্রিয়া ও খয়রাৎ দানে ব্যয় হইতেছে, এমত সকল নিষ্কর ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইবে না ইতি।

৪ ধারা। ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে যে নিষ্কর ভূমির দান হইয়াছে, তাহার সম্পর্কীয় যে সকল মর্ম্ম এই আইনে লেখা আছে, তাহার এলাকা ও পরিসীমা কেবল এই বিষয়ের প্রতি আছে যে, সেই ভূমি রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য কি না, অতএব যে কালে এই আইন অনুসারে সেই ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হয়, সে কালে যদি সেই ভূমির স্বত্বাধিকার অর্থে দাতা ও গৃহীতা কি তাহাদের উত্তরাধিকারিদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে সে বিরোধ তাঁহাদের নিজের বিরোধের ন্যায় জ্ঞান হইয়া অন্য অন্য বিবাদের মত দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি পাইবে, এবং সেই গৃহীতা কি অপর যে কেহ এইরূপে সে ভূমিতে ভোগবান থাকে, তাহার ভোগের নিবৃত্ত অর্থাৎ বেদখলী যাবৎ ডিক্রীক্রমে না হয়, তাবৎ তাহাকে সেই ভূমির অধিকারী জানা যিবা তাহার প্রতি সে ভূমির স্বত্বাধিকার ১০০ একশত বিঘার ন্যূন কি অধিক ভূমি হইলে, তাহার যে

সকল মর্ম্ম ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ ও ২০ বিংশতি ধারায় লেখা আছে, তদৃষ্টে সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারের ন্যায় অর্শিবে, ও তাহার ভূমির উপর সরকারের যত রাজস্ব ধার্য্য হয়, তাহাতে কর্ত্তব্য যে, সে ভূমি হুজুরী থাকিলে সরকারের সহিত ও ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমির সামিল রহিলে, সেই অধিকারির সঙ্গে এবং ইজারাদারের ইজারায় সামিলে থাকিলে, সেই ইজারাদারের সহিত আর সরকারের খাসতহসীলে রহিলে সরকারের কার্য্যকারকদের সঙ্গে সেই নির্দ্ধারিত রাজস্ব করারদাদ ১০ দশসনী বন্দোবস্ত আইন মতে করে, আর যদি সেই ব্যক্তি আদালতের ডিক্রীক্রমে বেদখল হয়, তবে সে ভূমির উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হয় তাহা, এই ধারার উপরের লিখিত দাঁড়ানুসারে তাহার এইক্ষণ বৃত্তিভোগী অধিকারির দেওয়া সঙ্গত হইবে।

৫ ধারা। পূর্ব্বের চলিত দাঁড়াক্রমে দানপ্রাপ্ত ভূমি হইতে বৃত্তিভোগী নিশ্চয় বেদখল না হইয়া সেই ভূমিতে তাহার স্বত্বাধিকার স্থির থাকিয়া ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখনানুসারে সে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য হইয়া তাহার দিনপাতের নিমিত্ত বিলক্ষণ এক ডৌল হইবে, এতদনুসারে যদি সেই ভূমির দান বাঙ্গলা ১১৭৮ সাল কি ফসলী অথবা বিলায়তী ১১৭৯ সালের পূর্ব্বে হইয়া থাকে তবে, সে ভূমি তাহার বৃত্তিভোগির ভোগ দখলে রহিয়া পশ্চাৎ যেমত প্রস্তাব হইতেছে, সেইমত তাহার রাজস্ব অন্য সকল ভূমির রাজস্বের অর্দ্ধেক হারে; আর যদি সেই ভূমির দান ঐ সনের পর হইয়া থাকে, তবে তাহার রাজস্ব অন্য সকল ভূমির রাজস্ব যে হার ১০ দশসনী বন্দোবস্ত আইনের অনুযায়ে ধার্য্য আছে, সেই হারে নির্দ্ধার্য্য হইবে ইতি।

৬ ধারা। ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে যে ভূমির দান নিষ্করক্রমে এক যোগে এক গ্রামে কি অনেক গ্রামে হইয়া থাকে, সে ভূমি যে পরগণায় আছে, সেই পরগণার চলন মাপ অনুসারে যদি ১০০ একশত বিঘার অধিক না হয়, তবে ৮ অষ্টম ধারাক্রমে সে ভূমির উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হয়, সে রাজস্ব ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে যে ভূম্যধিকারির ভূমিতে কি মফঃসলী তালুকদারের তালুকের মধ্যে সে ভূমি থাকে, তাহার স্বত্ব অর্থাৎ হক হইবে, এবং সেই ভূম্যধিকারী কি মফঃসলী তালুকদার আপন শিরের মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যে করারদাদ করিয়া থাকে, সে করারদাদ যাবৎ বহাল থাকিবে, তাবৎ সেই ভূমির উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হয়, তাহার কারণ সেই অধিকারী কি তালুকদার স্থানে কিছু বেশী তলব হইবে না, আর যদি সেই নিষ্কর ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য

হইবার কালে সেই অধিকারভূমি কি মফঃসলী তালুক খাস তহশীলে থাকে, তবে যাবৎ সেই অধিকার ভূমি কি মফঃসলী তালুকের বন্দোবস্ত তাহার অধিকারী অথবা ইজারদারের সহিত না হয়, তাবৎ সেই নিষ্কর ভূমির রাজস্ব যাহাকে সেই অধিকার ভূমি কি মফঃসলী তালুকের রাজস্ব অর্শে, তাহাকেই অর্শিবে; আর উপরের লিখিত যে নিষ্কর ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হয, সে ভূমি মফঃসলী সকল তালুকের ন্যায় জ্ঞান হইবে ইতি।

৭ ধারা। ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহেলা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে যে ভূমি এক গ্রাম কি অনেক গ্রামে নিষ্কর ক্রমে একযোগে দান হইয়া থাকে, সে ভূমি যে পরগণায় আছে, সেই পরগণার চলন মাপের মুখে যদি ১০০ একশত বিঘার অধিক হয়, তবে সে ভূমির উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হয়, তাহা সরকারের প্রাপ্তব্য হক হইবে, আর এই ধারার লিখিত যে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হয়, সে ভূমি হুজুরী সকল তালুকের ন্যায় জানা যাইবে ইতি।

৮ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ।—৭ সপ্তম ধারার লিখিত ভূমির রাজস্বের সংখ্যা নীচের লিখিত দাঁড়াক্রমে ধার্য্য হইবে।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সুবে বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ১১৭৮ সাল এবং সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায় ফসলী ও বিলাযতী ১১৭৯ সালের পূর্ব্বে যদি ভূমির দান নিষ্করক্রমে হইয়া থাকে, তবে সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের সংখ্যা তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন যাহা, সেই পরগণার মোতালক অন্য ভূমির রাজস্ব অনুসারে হয়, তাহার অর্দ্ধেক হারে ধার্য্য হইবে; আর যদি সেই ভূমির কিছু পতিত থাকে, তবে তাহার বৃত্তিভোগী অধিকারিকে হুকুম হইবে যে, সে তাহার আবাদে মনোযোগী হইয়া, তাহার রাজস্ব শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের অনুমত্যনুসারে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা যে রসদের নিরূপণ করণ উচিত জানেন, তদনুসারে দিতে থাকে, ও সেই অধিকারির ঐ ভূমির উৎপন্ন, সেই ভূমির বিবেচনা ও তহকীক ক্রমে ও মাপ দ্বারা জানা যাইবে, আর সে ভূমির উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হয, তাহা ভূম্যধিকারী যদি স্বীকার করে, তবে সেই তহকীক ও মাপ খরচের অর্দ্ধেক সেই অধিকারির শিরে, এবং অর্দ্ধেক সরকারের জিম্মা পড়িবে, কিন্তু যদি এরূপে তাহার উৎপন্ন জ্ঞাত হওন কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য না হয়, তবে সে সাহেব বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের বিহিত বিধানক্রমে যেরূপ তাহার উৎপন্ন জ্ঞাত হওন উচিত জানেন, সেই রূপে কার্য্য হইবে, আর সেই ভূমির উপর সরকারের যে রাজস্ব ধার্য্য হয, তাহা যদি সেই ভূমির অধিকারী স্বীকার না করে, তবে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের দাঁড়াক্রমে

সে ভূমি ইজারদারের ইজারায় কি খাসতহসীলে রাখা যাইবে, যদি স্বীকার করে, তবে পশ্চাৎ সেই রাজস্বের চলবিচল ও ফেরফার না হইয়া সেই রাজস্ব জমাতেই সে ভূমি তাঁহার এবং তাহার উত্তরাধিকারিআদিক্রমের ভোগদখলে মোকররী মতে রহিবে।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সুবে বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ১১৭৮ সাল এবং সুবেবেহার ও সুবে উড়িষ্যায় ফসলী ও বিলায়তী ১১৭৯ সালের পর, যদি ভূমির দান নিষ্কর-ক্রমে হইয়া থাকে, তবে সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্ব ধার্য্য ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের করসম্পর্কীয় অধিকার ভূমির বন্দোবস্তের অর্থে যে সকল দাঁড়া লেখা আছে, তদনুসারেই হইবে; এবং সে ভূমির উৎপন্ন ও উপরের ধারার লিখনানুসারে জানা যাইবে, ও তাহার রাজস্ব ও উপরের ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে আদায় হইবে; আর যদি সে ভূমির বৃত্তিভোগী অধিকারী নির্দ্ধারিত রাজস্ব স্বীকার না করে, তবে সে ভূমি ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনমতে ইজার-দারের ইজারায় কি খাসতহসীলে থাকিবে, যদি স্বীকার করে, তবে সে রাজস্ব ফেরফার না হইয়া সে ভূমি সেই রাজস্ব জমায় তাহা এবং তাহার উত্তরাধিকারী আদিক্রমের ভোগদখলে মোকররী মতে রহিবে ইতি।

৯ ধারা। ৬ ষষ্ঠ ধারায় যে সকল ব্যবস্থা লেখা আছে, সে সকল ব্যবস্থা যে সকল মর্ম্মের নীচে লেখা গেল, তদ্ভিন্ন ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত ভূমির প্রতিও চলিবে; সেই মর্ম্মের বেওরা এই যে, যে কোন ভূমির অধিকারী কি ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কি সরকারের আমলাকে সে ভূমির রাজস্ব অর্থে, সেই ব্যক্তি সে ভূমির জরীপ ও গয়রহের খরচ তাহার গৃহীতার স্থানে না চাহিয়া সে ভূমির উৎপন্ন জ্ঞাত হইয়া তাহার হিসাব কালেক্টর সাহেবের দৃষ্টিকারণ দিবে সেই সাহেব সেই ভূমির জমা মোকররীমতে ধার্য্য করিয়া তাহাতে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের মঞ্জুরীর নিমিত্ত সেই সাহেবদিগকে সংবাদ দিবেন, সেই সাহেবেরা তাহা কমী ও বেশী করিবার কর্ত্তা রহিবেন, আর যদি সেই ভূমির বৃত্তিভোগী অধিকারী নির্দ্ধারিত জমা কবুল করে, তবে সে ভূমি মফঃসলী তালু-কের মতে তাহার এবং তাহার উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে মোকররী মতে রহিবে ইতি।

১০ ধারা। ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পর শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম ছাড়া ১০০ একশত বিঘার ন্যূন কি অধিক যে ভূমি দান নিষ্করক্রমে হইয়া থাকে, কি হয়, তাহা অসিদ্ধ হইবে; ও এমত ভূমিতে যতকাল ভোগ দখল হইয়া থাকে, সে কালকে সে ভূমিতে অথবা তাহার

রাজস্বে কাহারো অধিকারিত্ব স্বত্বের নিদর্শন জ্ঞান করা যাইবে না; আর সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা এবং যে সকল লোক সেই ভূমি কি মফঃসলী তালুক তাহার অধিকারিদের স্থানে কি অন্যের নিকট অথবা সরকার হইতে ইজারা লইয়া থাকে তাহারা, আর সরকারে কার্য্যকারক যাঁহারা সরকারের খাসতহসীলের অধিকার ভূমি কি মফঃসলী তালুকের তহসীলে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা ক্ষমতা রাখেন, বরং ঐ সকল লোকের প্রতি হুকুম আছে যে, সেই নিষ্কর ভূমির রাজস্ব পরগণার সরেমাফিক তহসীল করেন, এবং আদালতে উপস্থিত করণও সরকারের কোন কার্য্যকারককে কি পূর্ব্বে কি পরে সংবাদ দেওন ব্যতিরেকেও সেই গৃহীতাকে সেই ভূমির অধিকারিত্ব স্বত্ব হইতে বেদখল করিয়া সে ভূমি যে অধিকার ভূমিতে কি মফঃসলী তালুকের মধ্যে থাকে, তাহার সামিল করান, আর যে কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার সে ভূমি বাজেয়াপ্ত করে, তাহার স্থানে সে, যে করারদাদমতে আপন অধিকার ভূমি কি মফঃসলী তালুক অথবা ইজারার সরবরাহ করে, সে করারদাদ যাবৎ বহাল থাকিবে, তাবৎ সে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ জন্য কিছু বেশী লওয়া যাইবে না; আর সকল অযোগ্য অধিকারিদের ভূমির ও সাধারণ ভূমির সরবরাহ কারেরাও শক্তি রাখে, বরং তাহাদের প্রতি হুকুম আছে যে, জমিদারীওগয়রহ ভূমির অধিকারিদের এই ধারা ক্রমে যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতানুসারে সেই অধিকারিদের পক্ষে কার্য্য করে ইতি।

১১ ধারা। ভূমির যে অধিকারী ও ইজারদার এবং মফঃসলী তালুকদার আপনাদের জমিদারী ওগয়রহ অধিকার কি ইজারার ভূমি অথবা মফঃসলী তালুকের মধ্যে ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত নিষ্কর ভূমির রাজস্ব দাওয়া রাখে, তাহাদের কর্ত্তব্য যে, সেই দাওয়া দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করে, ইহাতে যে ভূমির অধিকারী কি ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কি অন্য যে কেহ আদালতের ডিক্রী না পাইয়া এমত ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য করে, তাহার নামে সেই ভূমির বৃত্তিভোগী আপন ক্ষতির দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারে। যদি কোন ভূম্যধিকারীর অধিকার ভূমি কি মফঃসলী তালুক খাস তহসীলে থাকে, তবে ঐ ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত ভূমির রাজস্ব দাওয়ার ক্ষমতা সে অধিকার ভূমি মফঃসলী তালুকের মালগুজারী যাহাকে অর্শে, তাহার প্রতি রহিবে। আর যদি সেই অধিকারির অধিকার ভূমি কি সেই মফঃসলী তালুকদারের তালুক সরকারের খাস তহসীলে থাকে, তবে সেই নিষ্কর ভূমির রাজস্ব দাওয়া করিতে কালেক্টর সাহেবের এতমামে সেই

খাস তহসীলের অধিকার ভূমি ও মফঃসলী তালুকের তহসীলদার কি সরকারের অন্য কার্য্যকারক শক্তি রাখিবে ইতি।

১২ ধারা হইতে ১৪ ধারা পর্য্যন্ত ১৮০৯ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ অনুসারে রহিত ও রদ হইয়াছে।

১৫ ধারা। যে কালে কেহ নিষ্করক্রমে ভূমি বহাল থাকিবার অর্থে সরকারের নামে আদালতে নালিশ করে, সে কালে তাহার জওয়াব দেওয়া কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য হইবে, এবং সেই দাওয়া ও অন্য যে সকল দাওয়া উপস্থিত করিবার জন্য বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের নিকট হইতে কালেক্টর সাহেবদের হুকুম যায়, তাহার সওয়াল ও জওয়াব কালেক্টর সাহেবদের একমাত্র সরকারের উকীলের মারফতে করিতে হইবে। আর যদি সরকারের বিপক্ষের হকে আদালতের ডিক্রী হয়, ও কালেক্টর সাহেব সে ডিক্রীতে সম্মত না হন, তবে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৩০ ধারা ও অন্য অন্য ধারার লিখিত যে সকল দাঁড়া মালগুজারী বাকীর প্রসঙ্গে টাকা চাহিবার ও লইবার দাওয়ার মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবদের নামে আদালতে উপস্থিত হইলে ফরিয়াদীর হকে তাহার ডিক্রী হইলে তাহার প্রতি দীপ্রমান আছে, সেই সকল দাঁড়া এমত মোকদ্দমার প্রতিও বহাল হইবে, কিন্তু ইহাই ছাড়া হইবে যে, এমত মোকদ্দমার খরচা তাহা আদালতে উপস্থিত হইবাবধি সরকার হইতে দেওয়া যাইবে। আর এই যে, যদি জিলার আদালতে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর, বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করিবার নিমিত্ত অনুমতি না করেন, কি মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল নিষ্পত্তি পাইলে, এবং সেই আপীলে প্রথম ডিক্রী মঞ্জুর হইলে পর, সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করিবার জন্য হুকুম না দেন, তবে এই দুই রূপে ঐ বোর্ডের সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হুকুম না পাঠাইবার হেতু শ্রীযুত গবর্নর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে লিখেন, ঐ শ্রীযুত সে মোকদ্দমার আপীল করিবার কি না করিবার অর্থে যাহা উচিত জানেন তাহার হুকুম করিবেন ইতি।

১৬ ধারা। এই ধারা ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ দ্বারা রদ হইয়াছে।

১৭ ধারা। যদি মোকদ্দমার বিচারক্রমে আদালতের জজ সাহেব জানেন যে, যে কোন নিষ্কর ভূমি দানের সনদে ইংরাজী ১৭৯০ সালের ১ লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বের তারিখ লেখা থাকে, সে সনন্দ কৃত্রিম কি সেই সনন্দে গৃহীতার

নাম লোপ হইয়া অন্যের নাম লেখা গিয়া থাকে, অথবা আসল সনন্দে যে নাম ছিল না তাহা তাহাতে দাখিল হইয়া থাকে, কি সে ভূমিদানের নামকরণ লোপ অথবা পরিবর্ত্ত ও তেরফার হইয়া থাকে, কি সেই ভূমিদানের তারিখের পূর্ব্ব তারিখ লেখা গিয়া থাকে, তবে আদালতে এই রূপে ডিক্রী হইবে যে, সে ভূমি সেই সনন্দানুসারে নিষ্করক্রমে স্থিরতর ও বহাল রহিবে না, এমতে সেই ডিক্রীক্রমে সে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইবে ইতি।

১৮ ধারা। যে কেহ উপরের ধারার লিখিত প্রকারে শঠতা ও দাগাবাজী করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কি তাহার প্রবৃত্ততায় সহায়তা করিয়া থাকে, এমত সকল মোকদ্দমায় যদি জজ সাহেব বুঝেন যে, সে ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিতের যোগ্য, তবে সে মোকদ্দমার বিচার দায়ের ও সাব্যেরের আদালতে হইবার কারণ সে ব্যক্তি হয় কয়েদে না হয় জামিনীতে রহিবে ইতি।

১৯ ধারা। এই ধারা ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ দ্বারা রদ হইয়াছে।

২০ ধারা। যে নিষ্কর ভূমি সনন্দানুসারে কি তাহার দানের প্রকারে মৌরসী আছে ও তাহা এই আইন মতে বহালের যোগ্য হয়, কি নিষ্করক্রমে তাহার বহালী সরকারের হুকুমে কি সরকারের যে কার্য্যকারক এমত ভূমি বহাল রাখিবার ক্ষমতা রাখিতেন, তাঁহার হুকুমে হইয়া থাকে, অথবা উত্তরকাল হয়, এ প্রকার ভূমির চলবিচল ও খারিজ দাখিল বিক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য মতেইবা হউক সিদ্ধ হইবে; আর যে বিক্রয় কি দানক্রমে অথবা পূর্ব্ব বৃত্তিভোগীর মরণানন্তর সে ভূমিতে দখল পায়, তাহার কর্ত্তব্য যে, সে ভূমিতে দখল পাইবার তারিখ হইতে ৬ ছয় মাসের মধ্যে তাহা আপন নামে কালেক্টর সাহেবের দপ্তরে লেখাব; কিন্তু জানিবে যে, এপ্রকার যে ভূমি বিক্রয় হয়, তাহার ক্ষতি খতরা ক্রয়কর্ত্তার শিরে থাকিবে, এতাবতা যদি পশ্চাৎ প্রমাণ হয় যে,সে ভূমি মৌরসী নহে, কি নিষ্করক্রমে তাহার বহালী সরকারের হুকুমে অথবা সরকারের যে কার্য্যকারক এমত ভূমি বহাল রাখিবার ক্ষমতা রাখিতেন, তাঁহার হুকুমে না হইয়া থাকে, তবে সে ভূমির দাখিল খারিজে এই আইনের লিখনানুসারে সে ভূমির রাজস্ব ধার্য্যের নিষেধ জানা যাইবে না ইতি।

২১ ধারা ও ২২ ধারা ১৮৭৬ সনের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

২৩ ধারা। বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, এই আইন পাইলে পর মোকররী মিয়াদি পাঁচসনী বহী তৈয়ার কারণ নক্সা দুরস্ত করিয়া তাহার নকল

সকল জেলার কালেক্টর সাহেবদের নিকট পাঠান, আর কালেক্টর সাহেবদের উচিত যে, সেই নক্সা অনুসারে ঐ বহী তৈয়ার করান ইতি।

২৪ ধারা। ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে নিষ্করক্রমে যে ভূমি দান হইয়াছে, সেই দান যদি সাময়িক দেশাধিপতির হুকুমক্রমে কি মঞ্জুরীতে অথবা অন্যের কর্তৃত্বক্রমে হইয়া থাকে, তবে সে ভূমি ১০০ এক শত বিঘার ন্যূন কি অতিরিক্ত হউক, তাহাতে যাহারা ভোগ দখল রাখে, তাহারা ২৩ চতুর্ব্বিংশতি ধারার লিখিত ইস্তাহার নামার তারিখ হইতে এক বৎসরের অবকাশ অর্থাৎ মিয়াদ পাইবে, এই হেতু যে, ঐ নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে নীচের লিখনানুসারে আপনাদের ভোগ দখলের নিষ্কর ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া কালেক্টর সাহেবদের নিকট দেয় ইতি।

২৫ ধারা। উপরের ধারার লিখিত হুকুম সকল পূর্ব্বে জ্ঞাত হয় নাই এমত ওজর ও আপত্তি কেহ না করিতে পারিবার কারণ, প্রতি জেলার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে, এই আইন পাইলে নীচের লিখিত পাঠক্রমে আপন মোহর ও দস্তখতে এক ইস্তাহারনামা সুবে বাঙ্গলা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় এবং সুবে বেহারে পারসী ভাষায় ও নাগরী অক্ষর ও হিন্দী ভাষায় লেখাইয়া আপন জেলার, সদর মালগুজার এক এক ভূমির অধিকারী ও ইজারাদারের সদর কাছারীতে এবং সরকারের খাস তহসীলের সকল মহালের তহসীলদারদের কাছারীতেও লটকাইয়া দেওয়ান, আর যদি ভূম্যধিকারী ও ইজারাদারদের অধিকার ও ইজারা ভূমি ও খাস তহসীলের মহালাৎ দুই কি ততোধিক পরগণা দরোবস্তের অথবা পরগণা সকলের কিসমতের সামিল থাকে, তবে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে, সেই ইস্তাহারনামা সেই এক এক পরগণা কি এক এক কিসমতের সদর কাছারীতে লটকাইয়া দেওয়ান, আর কর্ত্তব্য যে, সেই ইস্তাহারনামার রসিদ তাহা লটকানের তারিখ নির্দ্দিষ্টে সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারাদার ও তহসীলদারদের স্থানে লেখাইয়া লন যে, ইহাতে সেই সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারাদার ও তহসীলদারদের মোতালিক কাছারীতে সেই ইস্তাহারনামা তাহার লিখিত তারিখ হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত লটকান থাকিবার জওয়াব দিবার দায় তাহাদের শিরে থাকে। ইস্তাহারনামার পাঠ এই যে, ইংরেজী ১৭৯০ সালের তারিখ ১লা ডিসেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১১৯৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১১৯৮ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ মোতাবেক বিলায়তী ১১৯৮ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে সাময়িক দেশাধিপতির কি সরকারের কোন কার্য্যকারকের কৃত দান দ্বারা অথবা মঞ্জুরীতে অমুক গ্রাম কি অমুক অমুক গ্রামের সামিল

অমুক অমুক গ্রাম অথবা অমুক অমুক গ্রামের মধ্যের মাফিক জরেজমানের মাপের ১০০ একশত বিঘার ন্যূন কি অধিক ব্রহ্মোত্তর ও বিষ্ণুপ্রীতি আদি যে ভূমি নিষ্কর হইয়া থাকে, তাহার সমস্ত ভোগবানদের ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ উনবিংশতি আইনমতে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা এই ইস্তাহারনামার তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে নীচের লিখনানুসারে আপনাদের নিষ্কর ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লেখাইয়া দেয়, ইহাতে যদি এমত ভূমির ভোগবান-দের কেহ আপনি হাজির হইয়া কি মাতব্বর ২ দুই জন সাক্ষীর প্রমাণী ওকা-লতনামাক্রমে আপন পক্ষে জনেক উকীল নিযুক্ত করিয়া তাহা দ্বারা ঐ কৈফিয়ৎ না লেখাইয়া দেয়, তবে এ গতিকে যেরূপ আদালতের ডিক্রী হওয়াতে এ প্রকার ভূমির রাজস্ব ধার্য্য হইত, সেইরূপেই তাহার ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইবে, কিন্তু এইক্ষণে যে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য আছে, তাহা নিষ্করক্রমে বহাল রাখিবার দাওয়া যাহারা রাখে, তাহাদের কর্ত্তব্য নয় যে, সে ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া দেয়।

কৈফিয়তের বেওরা।

ভূমি ব্রহ্মোত্তর কি বিষ্ণুপ্রীতি আদি সংজ্ঞার যাহা থাকে তাহার নাম।

ভূমি দাতার নাম।

ভূমি গৃহীতার নাম।

ভূমির এইক্ষণ ভোগবানের নাম ও সে ব্যক্তি গৃহীতা না হইলে গৃহীতার সহিত সে কি সম্পর্ক রাখে, এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কি বিক্রয় অথবা অন্য যেরূপে ভূমি দখল পাইয়াছে।

ভূমি দানের নিদর্শনী লিখন থাকিলে সেই লিখনের তারিখ ও তাহা না থাকিলে সে ভূমি দানের তারিখ।

যে গ্রাম কি গ্রাম সকলের সামিলে অথবা যে গ্রাম কি গ্রাম সকলের মধ্যে ভূমি থাকে তাহার নাম।

মাপের মুখে ভূমির সংখ্যা সমেত যে গ্রাম কি গ্রাম সকলের সামিল সেই ভূমি থাকে, তাহার প্রাপস্তোর পরিমাণ।

যে পরগণা কি পরগণা সকলের মধ্যে ভূমি থাকে, তাহার নাম।

ভূমির আসল সনন্দের কি অন্য নিদর্শনী লিখনের নকল।

২৬ ধারা। যদি নিষ্কর ভূমির ভোগবানদের কেহ আপন ভূমির কৈফিয়ৎ যথাসাধ্য উপরের ধারার লিখিত বেওরাক্রমে ইস্তাহার নামার লিখিত কাল নিয়মের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে লেখাইয়া না দেয়, তবে তাহার ভূমির উপর

আদালতের ডিক্রী হইলে যে রূপে রাজস্ব ধার্য্য হইত, সেই রূপেই রাজস্ব ধার্য্য হইবে, * আর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে, যদি সেই ভূমি ১০০ বিঘার অধিক হয়; তবে তাহার রাজস্ব ধার্য্য যেমত নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই মতেই করেন; যদি সেই ভূমি ১০০ একশত বিঘার ন্যূন হয়, তবে ৬ ষষ্ট ধারা অনুসারে তাহার রাজস্বের স্বত্ববান্ ভূম্যধিকারী প্রভৃতি যে কেহ হয়, সেই ব্যক্তিই সেই ধারার লিখনক্রমে তাহার রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করিবেন; কিন্তু শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে, যদ্য প্রকার ভূমি ভোগবান্ নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সেই কৈফিয়ত না দিবার বিশিষ্ট হেতু কহিতে পারে, তবে সেই ভোগবানকে হুকুম দেন যে, সে সেই কৈফিয়ৎ সেই নির্দ্ধারিত কাল গতেও দেয়, আর বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা যে কালে বুঝেন যে, নিষ্কর ভূমির ভোগবানদের যে কেহ সেই কৈফিয়ৎ নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে না দেয় সে লোক এমত যোগ্য যে, তাহার ভূমির কৈফিয়ৎ বহীতে দাখিল হয়, সে কালে ঐ বোর্ডের সাহেবেদের কর্ত্তব্য যে, তাহা লিখিয়া ঐ শ্রীযুক্তের হজুরে পাঠান ইতি।

২৭ ধারা। নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া দিবার যে কাল নির্দ্ধারিত আছে, সেই কালের মধ্যে যে ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল না হয়, সে ভূমির কৈফিয়ৎ সেই নির্দ্ধারিত কাল গতে লেখাইয়া লইবার কারণ শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম না হইলে সে ভূমি নিষ্করক্রমে বহাল রাখিবার দাওয়া মিথ্যা হইবে; এবং সে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য যে রূপ ২৬ ষড়্‌বিংশতি ধারায় লেখা আছে সেইরূপেই ধার্য্য হইবে ইতি।

২৮ ধারা। জানিতে হইবে যে, এই আইনের হুকুমমত কাহার নামে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া লইবাতেই সে ভূমির অধিকারিত্বের মালিকিয়তের প্রতি কি তাহা নিষ্কর ক্রমে রাখিবার অর্থে সে লোকের স্বত্বাধিকারের উপর সরকারের মঞ্জুর জ্ঞান হইবে না; বরং সরকারের বহীতে সে ভূমির কৈফিয়ৎ লেখা গেলে, অন্যের সাধ্য আছে যে, সে ভূমির অধিকারিত্বের দাওয়ারাখিলে তদর্থে তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে, আর যদি বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা সরকারের বহীতে সে ভূমির কৈফিয়ৎ লেখা গেলে বুঝেন যে, সে ভূমি রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য, তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদের হুকুমক্রমে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে, সে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন ইতি।

---

* ১৮১০ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা দেখ।

২৯ ধারা হইতে ৩৪ ধারা পর্য্যন্ত ১৮৭৬ সনের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

৩৫ ধারা। যে সময়ে কোন জিলায় উপরের লিখিত হুকুম মতে কোন মহাল খারিজ হইবার বিষয় হয়, সে কালে সে জিলার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে, সেই মহালের মধ্যে নিষ্কর ভূমির যে কৈফিয়ৎ মোকররী-মিয়াদী গত পাঁচ সনা বন্দী ও বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীতে দাখিল থাকে, তাহার নকল আপন জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকট এবং যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক তাঁহার জিলা হয়, তথাকার সাহেবদের স্থানেও পাঠান, এবং যে জিলায় সেই মহাল দাখিল হয়, তথাকার কালেক্টর সাহেবের উচিত যে, উপরের ধারাক্রমে নিষ্করভূমির যে সকল কৈফিয়তের নকল তাঁহার নিকট পঁহুছে, তাহার নকল আপন জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকট এবং যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক তাঁহার জিলা হয়, তথাকার সাহেবদের স্থানেও পাঠান, আর যে যে আদালতের জজ সাহেবদের মোতালক জিলা হইতে সেই মহাল খারিজ হয়, সেই সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, এ সকল কৈফিয়তের নকল পাইলেই সে মহাল খারিজ হইবার নিমিত্ত তাঁহাদের আদালতের উপস্থিত যে সকল মোকদ্দমা অন্য আদালতের মোতালক হয়, সে সকল মোকদ্দমার কাগজপত্র সমস্তই সেই অন্য আদালতের জজ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং তাহার সমাচার লিখন দ্বারা সে সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদিকে দেওয়ান ইতি।

৩৬ ধারা হইতে ৪১ ধারা পর্য্যন্ত ১৮৭৬ সনের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

৪২ ধারা ও ৪৩ ধারার যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই সে অংশ ১৮৭৬ সনের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

৪৪ ধারা হইতে ৪৬ ধারা পর্য্যন্ত ১৮৭৬ সনের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

৪৭ ধারা। শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বের গ্রহীতার বর্ত্তমানী কটের যে নিষ্কর ভূমি কাহারো হস্তবশ থাকে, কি তাহার উপর যদি কেহ দাওয়া রাখে, তবে এমত ভূমি সম্বন্ধে যে সকল রীতি এই আইনে লেখা আছে, সে সকল রীতি সেই তারিখের পূর্ব্বে যে নিষ্কর ভূমির দান কিছু কাল নিয়ম ক্রমে হইয়া থাকে, তাহার প্রতি চলিবে ইতি।

৪৮ ধারা। ইহার পূর্ব্বে সুবে বাঙ্গালায় বাজে জমীনের দপ্তরের মোক্তারকার যে সাহেবেরা মোবর্ব্বর ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি অর্পিত কর্ত্তৃত্ব দ্বারা যে নিষ্কর ভূমির দান কি তাহা মঞ্জুর হইয়া থাকে, তাহাতে এ আইনানুসারে এমত বোধ না হয় যে, সে ভূমি রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য হইতে পারে ইতি।

৪৯ ধারা। জায়গীর ও আলতমগা ও মদদমাস ও আয়মা ও গয়রহ যে সকল নিষ্কর ভূমি বাদশাহী পুরস্কার নামে খ্যাত ও বাদশাহী সনদানুসারে কাহারও ভোগ দখলে থাকে, এমত ভূমি সম্বন্ধে এই আইনের লিখিত রীতি না জানা যায়, তদর্থে যে সকল রীতি ধার্য্য হইয়াছে, তাহা ইংরেজী ১৭৯৩ সালে ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ আইনে লেখা আছে ইতি। *

সম্পূর্ণ।

---

* ১৮০০ সালের ৮ আইনের ১১, ১২ ও ১৫ ধারা দ্বারা এ আইনের কিয়দংশ রদ হইয়াছে।

ইংরেজী ১৮৯৩ সাল ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ আইন।*

যে সকল লোক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপালক বাদশাহের সনন্দানুসারে আল্‌তমগা ও জায়গিরাদি নিষ্কর ভূমি ভোগের দাওয়া রাখে, তাহাদের স্বত্বাধিকার বিচারের রীতির এবং তাহার যে যে ভূমি যতকাল বহাল থাকিবে তাহার নিরূপণ এবং যে যে ভূমির নিয়মিত কাল গত হয়, কি যে যে ভূমির পুরস্কার দান অসিদ্ধ জানা যায়, তাহার রাজস্ব সংখ্যার নিদর্শনে ইংরেজী ১৭৮৮ সালের ২৩শে এপ্রিলে ও তাহার পর অন্যান্য তারিখে যে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার লিখিত মর্ম বিশেষের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত হইবার আইন শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ লা মে মোতাবেক বাঙ্গালা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখে জারী করিলেন

এদেশের প্রাচীন রীতি ও চলনমত এক এক বিঘা ভূমির উৎপন্ন সমুদয়ের মধ্যে যে নির্দ্ধারিত এক এক অংশ সরকারের স্বত্ব ও হক্ নির্দ্ধারিত আছে, তাহা সাময়িক দেশাধিপতির কাল নিয়মে অথবা সর্ব্বকালের নিমিত্ত কাহাকেও দানকরণ ব্যতিরেকে কোনরূপে নষ্ট ও লোপ হইতে পারে না, অতএব ঐ রীতি ও চলনানুযায়ী সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে ইহাই আবশ্যক ছিল যে ভূমির উৎপন্ন মধ্যে যাহা সরকারের স্বত্ব নিরূপিত আছে, তাহার দান সরকারের বিনা হুকুমে হওন অসিদ্ধ হইল এই হেতু যদি লোকেরা এপ্রকার দানের বিষয়ে হুকুম পাইত, তবে সরকারের মালগুজারী কালে কালেই অল্প হইত, আর এদেশের পূর্ব্বাধিপতির পূর্ব্বকালে সরকারের স্বত্ব মনুষ্যদের প্রতি চাকরীর অর্থে কি পুণ্য ক্রিয়ার ব্যয়ের নিমিত্ত অথবা খয়রাৎ কি ফৌজদের রাখিবার জন্য ও অন্যান্য কারণে দান হইল আর দেশাধিপতি শ্রীযুত কোম্পানী ইংরেজ বাহাদুর এ প্রকার যাবতীয় দানের মধ্যে যে দান মৌরসী অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগের মতে এবং কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আমলের পূর্ব্বে হইত, তাহা যদি ঐ দেওয়ানী আমলের পূর্ব্বে লব্ধ পুরস্কার ব্যক্তি কি তাহার উত্তরাধিকারিরা দখল পাইত, তবে সেই লব্ধ পুরস্কার অথবা তাহার উত্তরাধিকারিদের প্রতি পূর্ব্বানুসারে স্থির ও বহাল রাখিতেন, কিন্তু যে দান কেবল লব্ধ পুরস্কারের বর্ত্তমানের উপর হইয়াছে, তাহা সেই লব্ধ পুরস্কারের মরণানন্তর বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য জানা গিয়াছে। কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আমল হইবার সময়ে এবং তাহার পরেও উপরের লিখিত ভূমির দপ্তরের কিছুই বিলি হয় নাই এতাবতা দেখা যায়

---

* ১৮০০ সালের ৮ আইনের ১১, ১২ ও ১৫ ধারা দ্বারা এ আইনের কিয়দংশ রদ হইয়াছে।

নাই, এককারণ সরকারের বিনা হুকুমে অনেক লোকেই নকল কৃত্রিম সনন্দ ও পূর্ব্বের তারিখ লেখা সনন্দানুসারে পুরস্কার লব্ধ ভূমিতে আপনাদের জোর দখল রাখিয়াছে, এবং যে ভূমির দান কেবল লব্ধ পুরস্কারের বর্ত্তমান কটে হইয়াছে, তাহাও সেই লব্ধ পুরস্কারের মরণানন্তর দখল পাইয়াছে, শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলে যে ভূমি দান অসিদ্ধানুসারে হইয়াছে তাহার উৎপন্নে সরকারের যে স্বত্ব আছে, তাহা বাজেয়াপ্ত করণ এবং যে ভূমি দানের নিরূপিত কাল গত হইয়াছে তাহার রাজস্ব ও ফিরিয়া লওন সমস্ত সঙ্গত ক্রিয়ার মধ্যে জানেন, আর যে ভূমি দান সরকারের হুকুমমতে হয় নাই, তাহার রাজস্বে ভূম্যধিকারির কিছু স্বত্ব নাই এবং অসিদ্ধক্রমে যে ভূমি কাহারও ভোগে আসিয়া থাকে তাহাও বাজেয়াপ্ত করিতে তাহাদের ক্ষমতা নাই, এই হেতু যে, ঐ দুই প্রকার ভূমি সরকারের জমাতে ধরা যায় নাই, অতএব উপরের লিখিত সমস্ত মর্ম্ম বিবেচিয়া দশসালা বন্দোবস্ত কালে এই রীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সদর মালগুজারী কোন ভূম্যধিকারির ভূমির মধ্যে যত নিষ্কর ভূমি থাকে, তাহার দান সিদ্ধক্রমে হইয়া থাকে কি না হইয়া থাকে, তথাচ সেই অধিকারির ভূমির জমা এই সকল নিষ্কর ভূমির রাজস্বের বাহির জানা যাইবে, অতএব ঐ রীতিও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩৬ ধারানুসারে নূতন ক্রমে নির্দ্ধারিত হইয়া এবং ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম ধারার যে তৃতীয় প্রকরণ মোকররী জমার বন্দোবস্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতেও স্পষ্ট ও পরিষ্কার এই পাঠে লেখা আছে যে, নিষ্কররূপে যে ভূমি এদেশী লোকদের ভোগদখলে আছে, তাহার মধ্যে যাহা সনন্দানুসারে অসিদ্ধ ও গরমাতবররূপে কাহারও ভোগদখলে থাকন জানা যায়, তাহার উপর যে রাজস্ব ধার্য্য করা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলে উচিত জানেন, তাহাই করিবেন, কিন্তু যদি সাং অসিদ্ধ ও গরমাতবররূপে কোন ভূমি লোকদের ভোগ দখলে থাকে, তাহার উৎপন্নে সরকারের যে স্বত্ব, তাহা বাজেয়াপ্ত করণ শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের বাঞ্ছা ও মঞ্জুর, তথাচ যাহারা সিদ্ধ ও মাতবররূপে নিষ্কর ভূমি হস্তবশ রাখে, যে ভূমিতে তাহাদের ভোগদখল অটলতার বিষয়ে অনুগ্রাহক রহিতেছেন, এককারণ এবং এপ্রকার ভূমি ভোগিদের স্বত্ব বিবেচনা ও তজবীজকাতে কিছু দৌরাত্ম্য ও অকৌশল না হইতে পারিবার জন্য ঐ শ্রীযুত এমত নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে, নিষ্কর ভূমি ভোগিরা আপনাদের ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ সরকারের কার্য্যকারকদের এই আইনের বিধানানুসারে লিখিয়া দিলে সরকারের পক্ষে এমত ভূমির রাজস্ব বাজেয়াপ্তের দাওয়া আদালতে উপস্থিত হইলে তথায় তাহাদের স্বত্বের

মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি পায়, ও যাবৎ ঐ নিষ্কর ভূমি ভোগিদের স্বত্ব আদালতের বিচার ও নিষ্পত্তিক্রমে অসিদ্ধ ও গরমাত্তবর না জানা যায়, তাবৎ সে ভূমি বাজেয়াপ্ত না হয়, অতএব উপরের লিখিত মর্ম্ম বুঝিয়া সরকারের বিনা হুকুমে যে ভূমিদান অসিদ্ধ ও গরমাত্তবরক্রমে নিশ্চয় হইয়া থাকে, তাহার বাজেয়াপ্তী অনায়াসে হইবার জন্য এবং উত্তরকালেও এপ্রকার দান হইবার পথরোধ হইবার নিমিত্ত এবং শ্রীযুত ক্ষিতিপালক বাদশাহী পুরস্কার দানক্রমে যে নিষ্কর ভূমি লোকেরা হস্তবশ রাখে, তাহার কারণ ও এক এক জিলার মোতালকের বহী প্রস্তুত ও তৈয়ার হইয়া সরকারে এবং সকল জিলার কালেক্টর সাহেবদের নিকটে ও নিরন্তর রহিবার অর্থে ইংরেজী ১৭৮৮ সালের ২৩ এপ্রিল ও তাহার পর অন্য তারিখের নির্দ্দিষ্ট আইন নিদর্শনে নীচের লিখিত যে কএক রীতি আছে তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত হইয়া নির্দ্ধারিত হইল ইতি।

২ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। আলতমগা ও জায়গীর ও আয়মা ও মদদমাশ ও গয়রহ বাদশাহী পুরস্কার নিষ্কর যে ভূমির দান শ্রীযুত ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখ ইংরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বে হইয়া থাকে, সে ভূমি যদি লব্ধপুরস্কার ব্যক্তি ঐ তারিখের পূর্ব্বে দখল পাইয়া থাকে এবং ঐ তারিখ হইতেও সে ভূমি, কি সরকারের হুকুমে কি সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে বাজেয়াপ্ত না হইয়া থাকে, তবে সে ভূমি পূর্ব্বমত সাব্যস্ত ও বহাল রহিবে কিন্তু যদি আদালতে প্রমাণ হয় যে, সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তি ঐ তারিখের পূর্ব্বে সে ভূমিতে দখল পায় নাই কি দখল পাইয়াছিল পর, সরকার কি সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে সে ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তবে একতে তাহা সাব্যস্ত ও বহাল রহিবে না।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। এইক্ষণ যে কোন ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত আছে, তাহা নিষ্কর রাখিবার কারণ যদি কেহ এমত করিয়া দাওয়া করে যে, এ ভূমি বাদশাহী দানের এবং কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হওয়ার তারিখের পূর্ব্বে দান হইয়াছিল, তবে যে আদালতে তাহার আদালতে বিচার হয় কি যে আদালতে তাহার আপীল হয়, তথায় যদি প্রমাণ হয় যে, লব্ধপুরস্কার ব্যক্তি সেই ভূমি ঐ তারিখের পূর্ব্বে নিষ্করে ভোগ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ তারিখের পর সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে ঐ ভূমির রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে, তবে এরূপ সন্দেহ জন্মিলে, সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে, ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি মবেস্থুবে রাখিয়া তাহার রেওয়া লিখিয়, শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান, ঐ শ্রীযুত সেই রাজস্ব ধার্য্যকরণ সেই কার্য্যকারকের কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কি না থাকিবার বিষয়ে

যাহা নিষ্পত্তি করিবেন। তদনুসারে সেই সাহেব ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু ফরিয়াদের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ব দ্বাদশ বৎসর হইতে যে ভূমি বাজেআপ্তী ও জমাভুক্ত হইয়া থাকে, তাহার মোকদ্দমায় সে ভূমির প্রতি নিষ্করের দাওয়া জিলা কি সহরের দেওয়ানী আদালতে শুনা যাইবে না, যদি ফরিয়াদী সেই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে আদালতে আপন দাওয়া উপস্থিত করিয়া তাহার নিষ্পত্তি না করাইবার বিশিষ্ট হেতু ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার লিখনানুসারে না জানাইতে পারে।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। এইক্ষণে যে কোন ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত আছে, তাহা নিষ্কর রাখিবার কারণ কেহ এমত করিয়া দাওয়া করে যে, এভূমি বাদশাহী দানের এবং কোম্পানী বাহাদুর দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে দান হইয়াছিল, তবে যদি সে ভূমির সনন্দে কেবল লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির যাবজ্জীবন নিষ্কররূপে সে ভূমি ভোগদখলে রহিবার কালনিয়ম লেখা থাকে, কি তাহার সনন্দে সেমত কালনিয়ম লেখা না থাকে, অথবা সে ভূমির সনন্দ না রহে, কিন্তু সে ভূমিদানের নাম প্রকরণ বিবেচনায় জানা যায় যে, এদেশের প্রাচীন রীতিমত নিষ্কররূপে তাহার বহাল রাখন কেবল সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির জীবনাবধি সীমা আছে, তবে একপে উপরের লিখিত দুই প্রকরণানুসারে জজসাহেবের প্রতি এমত হুকুম বোধ না হয় যে, সেই ব্যক্তির নাম ব্যতিরেকে অন্যের নামে নিষ্করক্রমে এপ্রকার ভূমি বহালের ডিক্রী করেন।

৪ চতুর্থ প্রকরণ। বাদশাহী পুরস্কার দানের জায়গীরাদি যে ভূমি কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে দান হইয়াছে, তাহার মোকদ্দমায় যদি সে ভূমির সনন্দে কেবল সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির যাবজ্জীবন নিষ্করক্রমে সে ভূমি ভোগদখলে রহিবার কালনিয়ম লেখা থাকে, কি তাহার সনন্দে সেমত কালনিয়ম না থাকে অথবা সে ভূমির সনন্দ না রহে, কিন্তু সে ভূমিদানের নাম প্রকরণ বিবেচনায় জানা যায় যে, এদেশের প্রাচীন রীতিমতে নিষ্করক্রমে তাহার বহাল রাখন কেবল সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির জীবনাবধি সীমা ছিল, তবে একপে যে কেহ এইক্ষণে সে ভূমি ভোগ করে তাহার মৃত্যু হইলে পর, সে ভূমিতে নিষ্করক্রমে তাহার উত্তরাধিকারির ভোগের স্বত্বাধিকার রহিবে না।

৫ পঞ্চম প্রকরণ। জায়গীরাদি বাদশাহী পুরস্কার দানের যে ভূমি কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির যাবজ্জীবন কটে দান হইয়াছে ও উপরের ধারানুসারে তাহা মৌরসী অর্থাৎ উত্তরাধিকারির ভোগ না হইতে পারে, সে ভূমি যদি একণে সেই ব্যক্তির ভোগদখলে রহে তবে, তাহার

প্রতি হুকুম থাকিবে না যে, সে ভূমি আপন পরমায়ুর শেষকালাপেক্ষা অধিক কালের নিয়মে অন্য কাহাকেও বিক্রয় কি প্রকারান্তরে দেয়, অথবা বন্ধক রাখে, যদি এই আজ্ঞা উল্লঙ্ঘিয়া এমত ভূমি অন্যকে দেয় কি বন্ধক রাখে তবে তাহা অসিদ্ধ হইবে ইতি।

৩। ধারা ১ প্রথম প্রকরণ। ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পর সরকারের হুকুমে কি অন্য কাহার কর্ত্তৃত্ব দ্বারা ব্যতিরেকে বাদশাহী দান নামে যে ভূমিদান হইয়া থাকে, তাহার স্থৈর্য্য ও মঞ্জুরী যদি সরকারে কি সরকারের যে কোন কার্য্যকর্ত্তা যাহা মঞ্জুরের ক্ষমতা রাখিতেন, তাঁহার নিকট না হইয়া থাকে, তবে এ প্রকার যাবদীয় প্রাপ্তদান অসিদ্ধ হইবে।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। যদি সরকারের কার্য্যকারক কাহার কর্ত্তৃত্বের মঞ্জুরীতে উপরের লিখিত ভূমিদানের প্রতি কিছু সন্দেহ কোন আদালতে হয় তবে, সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে, সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি স্থগিত রাখিয়া তাহার কেওবা লিখিয়া শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান, ঐ শ্রীযুত সেই কার্য্যকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব তাহাকে রাখিবার কি না রাখিবার বিষয়ে যেমত হুকুম করেন তদনুসারে সেই জজসাহেব নিষ্পত্তি করেন ইতি।

৪ ধারা। জানিবে যে, বাদশাহী নিষ্কর ভূমির সম্পর্কে যে সকল মর্ম্ম এই আইনে লেখা আছে, তাহার এলাকা ও পরিসীমা কেবল এই বিষয়ের প্রতিই আছে যে, যথার্থই তাহার কর গ্রহণে ও সেই কর স্থির রাখণ সরকারের স্বত্বাধিকার আছে কি না, অতএব সেই ভূমির অধিকারিত্বের অর্থে যে কিছু বিরোধ ও দাওয়া উপস্থিত হয় সে বিরোধ উভয় বিবাদির আপোসী বিরোধের ন্যায় গিয়া অন্য বিবাদের মতে দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হইবে ইতি।

৫ ধারা। যে কালে কোন জায়গীর কি প্রকারান্তরে লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির বর্ত্তমানের কটের বাদসাহী নিষ্কর কোন ভূমি সরকারে বাজেয়াপ্তের যোগ্য হয়, সে কালে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে অবিলম্বেই সেই ভূমির রাজস্ব সরকারে আটক করিয়া তাহার কেওয়া লিখিয়া বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের নিকট পাঠান, ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে ভূমি বাজেয়াপ্ত কারণ শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিহিত বিধান লইবেন ইতি।

৬ ধারা। যে কালে বাদসাহী দানের নিষ্কর ভূমি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা যায়, কি তাহার দানের নিয়মিত কাল গতে অথবা অন্যমতে সরকারে দাখিল হয়, সে কালে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের লিখিত দশসনী বন্দোবস্তের রীতিক্রমে মোকররী মতে সে ভূমির জমার ধার্য্য হইবে, এবং সে ভূমি যাহার

স্বত্বাধিকারের হয়, তাহার সহিত সে ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবে; আর যদি সে লোক সেই জমা কবুল না করে তবে, সে ভূমি ঐ ৮ অষ্টম আইনের লিখনানুসারে ইজারদারের ইজারায় কি সরকারের খাস তহশীলে রাখা যাইবে ইতি।

৭ ধারা হইতে ৯ ধারা পর্য্যন্ত ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ দ্বারা রদ হইয়াছে।

১০ ধারা। যে কেহ বাদশাহী পুরস্কার দান কহিয়া ভূমি নিষ্কর রাখিবার কারণ দাওয়া রাখে, তাহার কর্ত্তব্য যে, এমত সকল মোকদ্দমায় সরকারকে আসামী জ্ঞান হইবার কারণ তাঁহার নামে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি আইনের মতে অন্যান্য লোকে যেরূপ বাদসাহী না দেওয়া পুরস্কার নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়ায় আদালতে নালিশ করে, সেই মত সরকারের নামে নালিশ করে, ইহাতে সরকারের পক্ষ হইতে সে দাওয়ার জওয়াব দেওয়ার ভার কালেক্টর সাহেবের প্রতি হইবে, এবং সে দাওয়া ও অন্য যে সকল দাওয়া উপস্থিত করণার্থ বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের দ্বারা কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম করা যায়, তাহারও সওয়াল ও জওয়াব কালেক্টর সাহেবের এই নামে সরকারের উকীল মারফতে করা যাইবে। আর যদি সরকারের দাওয়া সমুদয় কি দাওয়ার মধ্যে কিছু অসঙ্গত ঠাহরিয়া আদালতে ডিক্রী হয়, কি কালেক্টর সাহেব আদালতের ডিক্রীতে কোন প্রকারে মনস্ত না হন, তবে মালগুজারীর বাকী বলিয়া টাকা চাহন ও দণ্ডনের দাওয়ার যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নামে আদালতে উপস্থিত হইয়া ফরিয়াদীর হকে তাহার ডিক্রী হয়, সে সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৩০ ত্রিংশৎ ধারার ও অন্যান্য ধারায় লিখিত যে সকল রীতি দায়িমান আছে, সেই সকল রীতি এ প্রকার মোকদ্দমা সম্বন্ধেও খাটিবে, কিন্তু ইহাই ছাড়া যে, এ প্রকার সকল মোকদ্দমার খরচা তাহা আদালতে উপস্থিত হওয়াবধি সরকার হইতে দেওয়া যাইবে। আর এই যে, সে মোকদ্দমা জিলার দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি পাওনের পর, যদি বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতে তাহার আপীলের অর্থে অনুমতি না করেন, কি সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্ত্যন্তে তথায় প্রথম ডিক্রী গ্রাহ্য ও মঞ্জুর হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করণ বিষয়ে না হুকুম দেন, তবে এই দুই রূপে ঐ বোর্ডের সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, সে মোকদ্দমার আপীলের অনুমতি না পাঠাইবার হেতু শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে লিখেন, ঐ শ্রীযুত সে মোকদ্দমার আপীল করণ কি না করণ বিষয়ে যাহা উচিত জানেন তাহাই করিবেন ইতি।

১১ ধারা। এই ধারা ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ দ্বারা রদ হইয়াছে।

১২ ধারা। যদি কোন নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমার বিচারে জজ সাহেবের বোধ হয় যে, তাহার সনন্দ কৃত্রিম, কি সে সনন্দে সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির নাম লোপ করিয়া অন্যের নাম লেখা গিয়াছে, অথবা প্রকৃত সনন্দে যে নাম ছিল না তাহা তাহাতে দাখিল হইয়াছে, কি সেই পুরস্কার দানের নাম অথবা তাহার কট লোপ কি পরিবর্ত্ত হইয়াছে, অথবা তাহার সনন্দের তারিখ ফিরান গিয়াছে, কি সেই ভূমির পুরস্কার দানের বাস্তবিক পূর্ব্ব তারিখ লেখা গিয়াছে, তবে তাহাতে এইরূপে ডিক্রী হইবে যে সে ভূমির পুরস্কার দান অসিদ্ধ ইতি

১৩ ধারা। যে কেহ উপরের লিখিত ধারার প্রকারে প্রবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কি তাহার প্রবঞ্চনায় সহকারী হইয়া থাকে ও এমত সকল মোকদ্দমায় যদি জজ সাহেব জ্ঞান করেন যে, সে লোক ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইবার যোগ্য, তবে সে মোকদ্দমার বিচার দায়ের ও সাহেবের আদালতে হইবার কারণ মোকদ্দমার মর্ম্ম বুঝিয়া সে লোককে হয় কয়েদ না হয় জামিনীতে রাখা যাইবে ইতি।

১৪ ধারা। এই ধারা ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ দ্বারা রদ হইয়াছে।

১৫ ধারা। আলতমগা ও আয়মা ও মদদমাশের ভূমি সমস্ত মৌরসী বোধ হইবে, অতএব এ প্রকার ভূমি এবং অন্য নিষ্কর যে ভূমি তাহার সনন্দানুসারে কি কোন প্রকারে মৌরসী আছে, ও তাহা এই আইন মতে সাব্যস্ত ও বহালের যোগ্য হয়, কি তাহার বহালী সরকারের হুকুমে কি সরকারের যে কার্য্যকারক এ প্রকার ভূমি বহালের কর্ত্তৃত্ব রাখিতেন, তাঁহার হুকুমে হইয়া থাকে, অথবা হয়, তবে এ প্রকার ভূমির হস্তান্তর হওন কি বিক্রয় কি দানক্রমে কি মতান্তরে সিদ্ধ হইবে, ও যে কেহ সে ভূমি যেরূপে পায়, তাহার কর্ত্তব্য যে, ভূমি আপনি পাইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে কালেক্টরী দপ্তরে আপন নামে লেখায়, কিন্তু জানিবে যে, এ প্রকার যে ভূমি বিক্রয় হয়, তাহার ক্ষতি ক্রয়কর্ত্তার শিরে রহিবে, অর্থাৎ যদি পশ্চাৎ প্রমাণ ও তহকীক করা যায় যে, সে ভূমি মৌরসী নহে কি তাহার বহালী সরকারের হুকুমে অথবা সরকারের যে কার্য্যকর্ত্তা এপ্রকার ভূমির বহালীর কর্ত্তৃত্ব রাখিতেন তাঁহার হুকুমে হয় নাই, তবে একপে সে ভূমির হস্তান্তর হওন এই আইন অনুসারে তাহার রাজস্ব ধার্য্যের প্রতিবন্ধক হইবে না। আর সমস্ত জায়গীর লব্ধপুরস্কার ব্যক্তি জীবনাবধি কটে হওয়া, হইয়া অন্য যে ভূমি দান-

প্রাপ্ত ব্যক্তির বর্ত্তমানের কট্টে আছে, তদ্ব্যায়ে সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির ময়।নিস্তর মৌতুক হইবে যদি তাহার সম্বন্ধে কোন মতান্তর লেখা না থাকে ইতি।

১৬, ১৭ ও ১৮ ধারা ১৮৭৬ সালের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

১৯ ধারা। যে সকল লোক এইক্ষণে বাদসাহী পুরস্কারের নামে নিষ্করভূমি হস্তবশ রাখে, তাহারা সেই ভূমি তৎকালীন প্রধান অধিপতি কি অন্যের কর্ত্তৃত্বে দত্ত কি সাব্যস্ত ও মঞ্জুর হইয়া থাকুক, ২০ বিংশতি ধারার লিখিত ইস্তাহারনামার লেখা তারিখ হইতে এক বৎসরের মিয়াদ পাইবে, এই হেতু যে, ঐ মিয়াদের মধ্যে আপনাদের ভোগদখলের ঐ ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া কালেক্টর সাহেবদের নিকট দেয় ইতি।

২০ ধারা। উপর ধারার লিখিত দেওয়া সংবাদ না পাইবার আপত্তি ও ওজর কাহারও না থাকিবার কারণ যে কালেক্টর সাহেবের জিলায় আল্‌তমগা ও জায়গীর ও আয়মা ও মদদমাশ ও গয়রহ বাদসাহী পুরস্কারনামে খ্যাত ভূমি রহে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে, এই আইন পাইলেই নীচের লিখিত পাঠক্রমে এক ইস্তাহারনামা সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায়, ও সুবে বেহারে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখাইয়া তাহাতে আপন মোহর ও দস্তখত করিয়া ঐ ভূমির ভোগবান্ ব্যক্তিদের সদর কাছারীতে লটকাইয়া দেওয়ান, আর কর্ত্তব্য যে, তাহার রসীদ তাহা লটকান যাইবার তারিখ এবং সেই ভোগবান ব্যক্তির সদর কাছারীতে সেই ইস্তাহারনামা এক বৎসর পর্য্যন্ত লটকান থাকিবার দায় সেই ভোগবান্ ব্যক্তির শিরে বর্ত্তিবার নিদর্শনে সেই ভোগবান কি তাহার ভূমির এতমামদারের স্থানে লেখাইয়া লন। ঐ ইস্তাহারনামার পাঠ এই যে, অমুক জিলার মধ্যে আল্‌তমগা ও জায়গীর ও আয়মা ও মদদমাস ও গয়রহ বাদসাহী পুরস্কার নামে খ্যাত নিষ্কর ভূমির যে ভোগবান দর ঐ ভূমি তৎকালীন প্রধান অধিপতির স্থান হইতে কি অন্য কর্ত্তৃত্বে পুরস্কার কি সাব্যস্ত ও মঞ্জুর রাখা গিয়া থাকে, সেই সকল ভোগবানকে হুকুম হইয়াছে যে, তাহারা এই ইস্তাহারনামার তারিখ হইতে এক বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে আপনাদের নিষ্কর ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ নীচের লিখনানুসারে লিখিয়া কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দেয়, যদি এ প্রকার ভূমির ভোগবানদের কেহ আপনি হাজির হইয়া কি কাহাকেও একার্য্যের নিমিত্ত ঠাহরিয়া দুই জন মাতবর সাক্ষির দস্তখতী ওকালতনামাক্রমে আপন পক্ষে উকীল নিযুক্ত করিয়া তাহা দ্বারা সেই বেওরা কৈফিয়ৎ লেখাইয়া না দেয় তবে, তাহার ভূমি বাজেয়াপ্তের যোগ্য হইবে, এবং যে প্রকার অন্য ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য আছে, সেই প্রকার সে ভূমির উপরও সরকারের রাজস্বের নির্দ্ধারণ

হইবে ; কিন্তু এইরূপ যে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য আছে সে ভূমি নিষ্করূপে দখলে থাকন বিষয়ে যে সকল লোক দাওয়া রাখে, তাহাদের কর্ত্তব্য নয় যে, এ প্রকার ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া দেয় ইতি।

বেওরা। আল্‌তমগা কি জায়গীর ও গয়রহ যে ভূমি থাকে তাহার নাম।

পুরস্কারদাতার নাম।

লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির নাম।

এইক্ষণে ভোগবানের নাম এবং সে ব্যক্তি লব্ধপুরস্কার না হইলে পুরস্কার লব্ধ ব্যক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিলে সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির সহিত যে সম্পর্ক রাখে, তাহা আর উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে কি বিক্রয়ানুসারে অথবা যে কোন মতান্তরে সে ভূমিতে দখল পাইয়াছে তাহা।

ভূমি পুরস্কারদানের তারিখ।

দত্ত মহাল কি গ্রাম কি ভূমির কিম্বা যে মহাল কি গ্রাম অথবা তদ্ভিন্ন স্থানের সামিলে দত্ত ভূমি থাকে তাহার নাম।

যে যে মহাল কি গ্রাম অথবা তদ্ভিন্ন স্থানের সামিলে সে ভূমি থাকে, তথাকার জমিদার কি অন্যাধিকারী অথবা তদ্ভিন্ন যে কেহ লব্ধপুরস্কার হয়, সেই জমিদার কি অন্যাধিকারী অথবা তদ্ভিন্ন ব্যক্তির নাম।

যে যে মহাল কি গ্রাম অথবা তদ্ভিন্ন স্থানের সামিলে সেই ভূমি থাকে, মাপের মুখে সে ভূমি যত হয় তাহা।

যে যে পরগণায় সে ভূমি থাকে তাহার নাম।

সেই ভূমির সনন্দের নকল কি অন্য নিদর্শন লিপির নকল

২১ ধারা। যদি কোন নিষ্কর ভূমির ভোগবান আপন ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ যথাসাধ্য উপরের ধারার লিখিত বেওরাক্রমে ইস্তাহারনামার লেখা মিয়াদ মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে লেখাইয়া না দেয় তবে তাহার ভূমি বাজেয়াপ্তের যোগ্য হইবে; এবং সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্ব নির্দ্ধারণ হইবে, কিন্তু শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে, যদি এপ্রকার ভূমির ভোগবান নির্দ্ধারিত মিয়াদ মধ্যে ঐ কৈফিয়ৎ না দাখিল করিতে পারিবার বিশিষ্ট হেতু কহে, তবে সেই ভোগবানকে হুকুম দেন যে,সে সেই কৈফিয়ত সেই মিয়াদ গতে দাখিল করে, আর যে কালে নিষ্কর ভূমির ভোগবানদের কেহ নির্দ্ধারিত মিয়াদ মধ্যে ঐ কৈফিয়ৎ না দেয়, সে কালে যদি বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা জানেন যে, সে লোকের ভূমির কৈফিয়ত বদ্যপি দাখিল হইবার যোগ্য, তবে ঐ সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, তাহা শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে লিখেন ইতি।

২২ ধারা। নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া দিবার বিষয়ে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে, সেই মিয়াদ মধ্যে যে ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল না হয়, তাহার কৈফিয়ত সেই মিয়াদগতে লেখাইয়া লইবার অর্থে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুম না হইলে সেই মিয়াদ গেলে পর এপ্রকার ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবে, এবং দশসনী বন্দোবস্তের রীতিমত সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্ব ধার্য্য হইবে ইতি।

২৩ ধারা। জানিতে হইবে যে, এই আইনের হুকুমানুসারে কাহারও নামে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ত লিখিয়া লইলে, কি ভূমির সে অধিকারিত্বে কি সে ভূমির পুরস্কার সিদ্ধ থাকিবার বিষয়ে সে লোকের স্বত্বাধিকারের উপর সরকারের মঞ্জুরী জ্ঞান হইবে না; বরং সরকারের বহীতে ভূমির কৈফিয়ত লেখা গেলে অন্যের সাধ্য আছে যে, সেই ভূমির অধিকারত্ব দাওয়ায় তাহার নামে আদালতে নালিশ করে; আর যদি বোর্ড রেবেনিউর সাহেবরা জানেন যে, সে ভূমির পুরস্কার দান অসিদ্ধ, তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদের হুকুম পাইলে কালেক্টর সাহেবের শক্তি আছে যে, সে ভূমি বাজেয়াপ্ত করিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন ইতি।

২৪ ধারা ১৮৭৬ সনের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

২৫ ধারা। কর্ত্তব্য যে, মোকররী-মিয়াদী দ্বিতীয় বহী সন বাঙ্গালা কি ফসলী অথবা বিলায়তী যে জিলায় যে সন চলন থাকে, সেই জিলায় তথাকার চলন ১২০৭ সালের প্রথমে লেখা যায়, এবং সেই বহীতে দ্বিতীয় নম্বর লেখা যায়, আর মোকররী-মিয়াদী অন্য সকল বহী পাঁচ পাঁচ সন ব্যাজে সনের প্রথমে লেখা যায়, এবং কর্ত্তব্য যে, সে সকল বহীর উপর বিলিক্রমে নম্বর দাগ করা যায় ইতি।

২৬ ধারা হইতে ২৯ ধারা পর্য্যন্ত ১৮৭৬ সনের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

৩০ ধারা। যে কালে কোন জিলার কোন মহাল খারিজ হইবার উপক্রম হয়, সে কালে সে জিলার কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মহাল মধ্যের বাদসাহী নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ যাহা গুজস্তা মোকররী মিয়াদী বহীতে ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী বহীতে দাখিল থাকে, তাহার নকল আপন জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকট এবং যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক তাঁহার জিলা হয়, তথাকার সাহেবদের স্থানেও পাঠান; আর যে জেলায় সে মহাল দাখিল হয় সে জিলার কালেক্টর সাহেব কর্ত্তব্য যে, উপরের ধারানুসারে বাদসাহী নিষ্কর ভূমির কৈফিয়তের যে সকল নকল তাঁহার নিকট পৌঁছে, তাহার নকল আপন জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকট এবং যে এলাকার

মফঃসল আপীলআদালতের মোতালক তাঁহার জিলা হয়, তথাকার সাহেবদের স্থানেও পাঠান্; আর যে সকল আদালতের সাহেবদের আদালতের মোতালক জিলা হইতে সে মহাল খারিজ হয়, সে সকল আদালতের সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, সেই নকল পাইলেই তাঁহাদের আদালতে উপস্থিত যে যে মোকদ্দমা সেই মহাল খারিজ হইবার কারণে অন্য আদালতের মোতালক হয়, সেই আদালতের সাহেবের নিকট সেই সেই মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র পাঠান্, ও তাহার সমাচার লিখন দ্বারা সেই সেই মোকদ্দমার উভয় বিবাদিকে দেওয়ান্ ইতি।

৩১ ধারা হইতে ৩৩ ধারা পর্য্যন্ত ১৮৭৬ সনের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

৩৪ ধারা। মুজমিলনবীসেরা ইংরেজী বহীর তুলনায় যে সকল বহী আপনাদের নিকট রাখে, তাহাতে যে কালে কিছু ভুল কি অশুদ্ধ অথবা না দুরস্তী হয়, সে কালে তাহারাও তাহার শোধন, যেরূপে ইংরেজী বহীর সকল অশুদ্ধ শোধনার্থ কালেক্টর সাহেবদের হুকুম আছে, সেইরূপে করে, কিন্তু দবমিযানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী ভূমির বহীতে যে স্থানে সেই ভুল কি অশুদ্ধের প্রসঙ্গ লেখা যায়, তথায় কর্ত্তব্য যে, মুজমিলনবীসের দস্তখৎ ছাড়া কালেক্টর সাহেবেরও দস্তখৎ হয়, ইতি।

৩৫, ৩৬, ও ৩৯ ধারার অবশিষ্টাংশ এবং ৩৭, ৩৮, ও ৪০, ও ৪১ ধারা ১৮৭৬ সনের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

৪২ ধারা। যে ভূমি বাদসাহী পুরস্কার নামে খ্যাত না হয় ও কাহারো হস্তে নিষ্করক্রূপে রহে, এমত ভূমি সম্পর্কীয় এ আইন জানা না যায়, তদর্থে যে সকল রীতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ উনবিংশতি আইনে লেখা আছে ইতি।

সম্পূর্ণ।

ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ দ্বিতীয় আইন।

গরমাতবর ও বাতিল সনদানুসারে যে যে ভূমি লোকদের ভোগ দখলে আছে, তাহার খাজানা বাজেযাপ্ত হওনার্থ এক্ষণে যে যে আইন চলন আছে, তাহার কথা শুধরিবার ও যে যে ভূমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, তাহার সীমাসরহদ্দের সামিল নয়, যে সকল ভূমি, তাহার উপর খাজানা মোকরর করিয়া সরকারের হক অর্থাৎ স্বত্ব নিরূপণ করিবার নিমিত্ত এ আইন শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮১৯ সালের তারিখ ১২ই ফেব্রুয়ারি মোতাবেক বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ২রা ফাল্গুন জারী করিলেন।

১ ধারা। যে সকল ভূমি গরমাতবর ও বাতিল সনদানুসারে লোকদের ভোগ দখলে আছে, তাহার খাজানা বাজেযাপ্ত বিষয়ে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনে যে যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই দাঁড়া যদি তাহার কোন কোন দাঁড়া কখন কখন রদ করা ও শুধরা গিয়াছে, তথাপি সরকারের ওয়াজিবী হক্ বজায় রাখণ ও রক্ষা পাওনার্থ অনুপযুক্ত বোধ হইল, কিন্তু ঐ ঐ দাঁড়া এখনও কলিকাতার হুকুমের তাবে কয়েক জিলায় জারী ও চলন আছে, ও আর আর জিলায় তাহার বদলে যে যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কোন কোন প্রকারে অনুপযুক্ত বোধ হইল, ও সরকারের কার্য্যকারক লোকদের ও লোক সকলের তাৎপর্য্যার্থের অনামত বোধ না হয়, এ নিমিত্ত দশসালা বন্দোবস্ত কালে ভূম্যধিকারিদের সহিত যে সকল ভূমির বাবৎ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার সীমাসরহদ্দের সামিল যে ভূমি হয় নাই, এবং উপরের লিখিত সময়ের পর যে সকল ভূমির আলাহিদা বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও নয়, এবং যে সকল ভূমি মাতবর সনদানুসারে লোকদের ভোগ দখলে আছে, তাহারও মধ্যে নয়, যে সমস্ত ভূমিতে রাজস্ব মোকরর করণে সরকারের হক ও অধিকার থাকন বয়ান করা আবশ্যক হইল, এবং যে সকল ভূমি বাবৎ ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হইয়াছে, ঐ ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হইতে সাফ ও স্পষ্ট খারিজ থাকা মহালে সেওয়ায় যে সকল ভূমির উপর তাহার বাবৎ ঐ বন্দোবস্ত হওন সময় চাতুরী কি ভুলচুক হইয়া থাকন হেতু অথবা অন্য হেতু প্রযুক্ত বেশী খাজানার দাওয়া করা হইতে সরকার ক্ষান্ত হইলেন, ইহা বিবরণ করিয়া লেখা এবং লোকদের কিছুমাত্র স্বত্ব লোপ না হয় অথচ সরকারের মাল ওয়াজিবী বহাল থাকে ও রক্ষা পায় এই অর্থে সমান ও সামঞ্জস্য উপায় খাজানা মোকরর করণ যোগ্য ভূমি সকলে তাহা মোকরর করিবার উপযুক্ত দাঁড়া সম্বলিত নিরূপণ ও নির্দ্দিষ্ট

করা উচিত বোধ হইল, একারণ শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে, এই আইন জারী হওন তারিখ হইতে কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা। ১ প্রকরণ। ইংরেজী ১৮১১ সালের ৮ আইন ও ১৮১৩ সালের ৫ আইন ও ১৮১৭ সালের ১১ আইন ও ২৩ আইন দ্বারা রদ হইল ইতি।

২ প্রকরণ। এবং ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৯ ধারার ও ১৭৯৩ সালের ৩৭ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১৪ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ৪১ আইনের ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৬ ও ১৯ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ৪২ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১৪ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৩১ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১৪ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৩৬ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১৪ ধারার লিখিত কথা এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

৩ ধারা। ১ প্রকরণ। এই প্রকরণানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে, যে সকল ভূমি দশসালা বন্দোবস্ত সময়ে ভূম্যধিকারিদের সহিত যে কোন পরগণার কি মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের বাবৎ দশসালা বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার সীমা সরহদ্দের সামিল হয় নাই, এবং উপরের লিখিত সময় হইতে যে সকল ভূমির আলাহিদা বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহারও সামিল নয়, এবং যে সকল ভূমি সময়ের কর্ত্তা ব্যক্তির মঞ্জুর করা দানক্রমে ও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের ও তাহার মতানুযায়ী অন্য যে যে আইন পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার নিরূপণ করিয়া লেখা সঙ্গত ও মোতবর সনদানুসারে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্করুরূপে লোকদের ভোগ দখলে আছে, তাহার মধ্যেও নয়, সে সমস্ত ভূমি যে সকল মহালের বাবৎ কোন বন্দোবস্ত সরকারের সহিত হয় নাই, সেই সকল মহালের যত খাজানা মোকরর করণ যোগ্য হইবে, ও এমত এমত ভূমিতে তাহা ১০০ এক শত বিঘা হইতে বেশী কি কমী বা হউক, যে খাজানা মোকরর হইবে, তাহা সরকারের রাজস্ব বোধ হইবে, কিন্তু উপরের লিখিত দাঁড়া যে জমিদার কি তালুকদার কি ভূমির অন্য অধিকারিদের সহিত ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাদের জমিদারী ও তালুকের মধ্যের সুবে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যায় হইলে, ১০০ এক শত বিঘা পর্য্যন্ত ও বারাণসদেশে হইলে, ৫০ পঞ্চাশ বিঘা পর্য্যন্ত লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমির উপর যে খাজানা মোকরর হয়, তাহা ঐ ভূমি তাহারা অসঙ্গত সনদানুসারে নিজ দখলে রাখিয়া থাকিলে ও তাহারাই পাইতে পারিবার যে নিয়ম হইয়াছে, তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবে না ইতি।

২ প্রকরণ। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে, উপরের লিখিত হুকুম সুন্দরবনের যে সকল ভূমি উপরের লিখিত প্রকারে আবাদ হইয়াছে তাহার, ও দশসালা বন্দোবস্তের সময় হইতে নদ কি নদীতে, যে সকল দ্বীপ ও চর পড়িয়াছে তাহার ও মোটে যে সকল ভূমি উপরের লিখিত সময় হইতে সিকস্তী ও পয়স্তীতে এতাবতা সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়ায় কি নদ কি নদী এক দিক হইতে অন্য দিক দিয়া বহিবায় অথবা নদ কি নদীর কিনারার জমি ক্রমে ক্রমে ভরাট পুরাট হওয়ায়, হইয়া থাকে, তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

৩ প্রকরণ। আরও জানান যাইতেছে যে, উপরের লিখিত হুকুম, যে সকল ভূমি মোকররী বন্দোবস্ত সময়ে, কালেক্টর সাহেবের হুজুর হইতে পাওয়া, বিশেষ পাট্টানুসারে জিলা চব্বিশ পরগণা ও যশোহরের মধ্যের পতিত আবাদী ও জঙ্গলবুরী নামে খ্যাত, ও উপরের লিখিত সময়ে মালগুজার মোকরর না হওয়া তালুকের মত যে সকল তালুক, লোকদের ভোগ দখলে আছে, তাহার সরহদ্দের সামিল হইয়াছে, সে সকল ভূমিরও সহিত সম্পর্ক রাখিবে, ও ঐ সকল ভূমি আসল পাট্টাদারের কি তাহার ওয়ারিসের দখল কবজে থাকিলে, ঐ পাট্টার লিখিত সরহদ্দের সামিল হওয়া ভূমির মোকররী খাজানা বিষয়ে, যে সকল নিয়ম পাট্টায় লেখা থাকে, তাহা বহাল ও বরকরার থাকিবে ইতি।

৪ ধারা। এই ধারানুসারে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের নিরূপিত ও ১৭৯৫ সালের ৪১ ও ৪২ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩১ ও ৩৬ আইনের ও ১৮০৫ সালের ৮ ও ১২ আইনের লিখিত রীতি লাখেরাজরূপে ভূমি রাখণার্থ, হওয়া দানের কি মোকররী মতে কি অন্য যে প্রকারে সরকারের ওয়াজিবী রাজস্ব তলবের বাধা থাকে, সে প্রকারে ভূমি রাখণার্থ দাওয়া সকলের মাতবরী নিরূপণ বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবে, কিন্তু উপরের লিখিত হুকুমে এমত বোধ না হয় যে, উপরের লিখিতমত মাতবর দানক্রমে কি ইজারামতে লোকদের দখলে যে সকল ভূমি আছে, তাহার রাজস্ব বিষয়ে ইংরেজী ১৭৯৩সালের ৮ আইনে যে যে রীতি লেখা গিয়াছে তাহার কিছু ফেরফার হইল, এবং ইহাও বোধ না হয় যে, উপরের লিখিত হুকুমানুসারে ইংরাজী ১৮১৫ সালের ১ আইনের লিখিত যে সকল কথা ও হুকুম মত ঐ সকল ভূমিতে গৃহীতার মরণের পর খাজানা মোকরর হইতে পারে, তাহার কিছু ফেরফার হইল ইতি।

৫ ধারা *। ১ প্রকরণ। সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবকে ঐ কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার্পণ হইয়া থাকে,

* ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা ও ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারা দেখ।

সেই সাহেব তাঁহার ক্ষমতায় তাবে এলাকা অর্থাৎ অধিকারের কোন কোন ভূমি তাহা অসঙ্গত ও গরমাতবর সনদানুসারে কি গরওয়াজিবী ক্ষমার লোকদের দখলে থাকন হেতু এই আইনের ৩ ধারায় বিবরিয়া লেখা রীতি দৃষ্টে, খাজানা মোকরর করণ যোগ্য জানিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে, বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি ঐ সাহেবদের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবদিগকে অর্পণ হইয়া থাকে, তাঁহাদের হুজুরে এ বিষয়ের এৎলা দেন ও যদি ঐ বোর্ডের সাহেবদের এ বিষয়ের তহকীক ও তনূকী করা বিহিত বোধ হয়, তবে তাঁহাদের আবশ্যক যে, কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে নীচের লিখিত প্রকারে তাহার তহকীক করিবার হুকুম দেন ইতি।

২ প্রকরণ। বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের হুকুম পাইলে পর, কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক যে, যে ব্যক্তির দখলে উপরের লিখিত ভূমি থাকে, তাহাকে এত্তালামনামা দ্বারা আপন হুজুরে তলব করেন, ও ঐ এত্তালামনামায় ঐ ভূমিতে সরকারের দাওয়ার কথা ও ঐ ব্যক্তি স্বয়ং কি তাহার উকীল এক মাস মিয়াদ মধ্যে কালেক্টর সাহেবের হুজুরে হাজির হইবার, ও যে সকল সনদ কি অন্যান্য দস্তাবেজানুসারে ঐ ভূমি নিষ্করকপে তাহার ভোগ দখলে আছে, কি তাহা লাখেরাজ হওনের দাওয়া কি মোকররী জমায় তাহাতে হক রাখণের দাওয়া হইয়াছে, কি হইতে পারে, সে সমস্ত সনদ ও দস্তাবেজ দরপেশ করিবার হুকুম লেখা যাইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। যদি ঐ ব্যক্তির মোক্তারনামানুসারে তাহার কর্ম্মে আঞ্জাম করিবার নিমিত্ত হওয়া মোক্তার সদর মোকামে হাজির থাকে, তবে ঐ মোক্তারের স্থানে ঐ এত্তালামনামা তাহার লিখিত মজমুন আপন মওক্কেলকে জানাইবার নিমিত্ত দেওয়া যাইবে, ও সেই মোক্তার ঐ রসিদ ও ঐ এত্তালামনামা কালেক্টরীর নাজিরের চাপরাসী কি প্যাদার মারফৎ তাহার মওক্কেলের উপর জারীহওনের মতে দিতে চাহিলে ঐ মোক্তার ঐ এত্তালামনামার পিঠে তাহার রসিদ আপন দস্তখত সহিত তাহা জারী হওনের প্রমাণ থাকিবার নিমিত্ত লিখিয়া দিবে ইতি।

৪ প্রকরণ। যদি ঐ ব্যক্তির এমত মোক্তার সদর মোকামে হাজির না থাকে, কি হাজির থাকিয়া এত্তালামনামার মজমুন আপন মওক্কেলকে জানাইবার নিমিত্ত তাহা লইতে না চায়, ও ঐ ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের এলাকা অর্থাৎ অধিকারে বাস করিতে থাকে, তবে ঐ এত্তালামনামা কালেক্টর সাহেবের নাজিরের মারফতে এক জন চাপরাসী কি প্যাদাকে দিয়া তাহার নিকট পঁহুছাইয়া দেওয়া

যাইবে, ও ঐ প্যাদার, ঐ ব্যক্তির স্থলে তাহা পাওনের রসীদ তলব করিতে হইবে, ও যদি ঐ ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তবে তাহার মোক্তার কি অন্য যে ব্যক্তি সে উপস্থিত না থাকা সময়ে কর্ম্মের আঞ্জাম করে, তাহার স্থানে রসিদ তলব করা যাইবে, ও যদি ঐ ব্যক্তি অন্য অধিকারের কালেক্টর সাহেবের অধিকারে এ জাবতা যে অধিকারে তাহার যে ভূমিতে সরকারের খাজানা মোকরর হইতে পারে তাহা না থাকে, তথায় বাস করিতে থাকে, তবে ঐ এয়ালাম নামা ঐ ব্যক্তি যে জিলায় বাস করিতে থাকে, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহা উপরের লিখনমতে জারী হইবার নিমিত্ত পাঠান যাইবে, ও যদি ঐ ব্যক্তি ঐ ভূমি যে কালেক্টর সাহেবের অধিকারে থাকে তাঁহার অধিকারে এবং ভিন্ন অধিকারের কালেক্টর সাহেবের অধিকারেও না থাকে, তবে ঐ এয়ালামনামা তাহার যে কার্য্যকারক কি সরবরাহকারের প্রতি ঐ ভূমির কার্য্যের ভার থাকে, তাহার উপর জারী হইবে ইতি।

৫ প্রকরণ। যদি কোন ব্যক্তি কি তাহার যে কার্য্যকারকের প্রতি ঐ ভূমির কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার থাকে, সে উপরের লিখিত প্রকারে প্যাদা তাহার নিকট এয়ালামনামা লইয়া গেলে, তাহার রসিদ দিতে না চায়, তবে ঐ এয়ালামনামা ঐ ব্যক্তিকে কি তাহার কার্য্যকারককে দেওয়াই তাহা জারী হওনের উপযুক্ত প্রমাণ বোধ হইবে; কিন্তু এমতে ঐ ভূমি কি তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের বাসিন্দা দুই জনের সাক্ষ্য দ্বারা এয়ালামনামা পঁহুছাইয়া দেওন সাবুদ করিতে হইবে ইতি।

৬ প্রকরণ। কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক যে, উপরের লিখিত হুকুমানুসার কোন ব্যক্তিকে তলব করিতে হইলে ঐ এয়ালামনামায় একথা লেখাইবেন যে, যদি ঐ ব্যক্তি এই ধারার ২ প্রকরণের লিখিত প্রকার কোন সনন্দ কি দস্তাবেজ নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে দরপেশ না করে, তবে তাহা উত্তরকালে হাজির হইয়া তাহা দরপেশ না করিবার বিশিষ্ট হেতু জাহির করা ব্যতিরেকে লওয়া যাইবে না ইতি।

৬ ধারা*। ১ প্রকরণ। যদি উপরের লিখিত ভূমি রাখনিয়া যে ব্যক্তির প্রতি উপরোক্ত ধারার লিখিতমত এয়ালামনামা জারী হইয়া থাকে, সে রূপোষ হয়, কি অনেক তালাস করিয়া না পাওয়া যায়, অথবা আপনার বাটীর মধ্যে কি অন্যের বাটীর ভিতরে লুকাইয়া থাকে, কি কোন স্থানে পলাইয়া যায়, যাহাতে এয়ালামনামা জারী না হইতে পারে, তবে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি ঐ সাহেবের ভার থাকে, তাঁহার আবশ্যক যে, নাজিরের উপরের লিখিত কথা সম্বলিত রিটর্ণ পাইলে পর, ইস্তাহারনামা আপন কাছারীর

* ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা দেখ।

লোকদের দৃষ্টি হওনের স্থানে লটকাইয়া দেওয়ান, ও ঐ ইস্তাহারনামা সুবে বাঙ্গালা ও কটক জিলা সহিত সুবে উড়িষ্যার পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারও বারাণসদেশে ও দত্ত ও জয় করা দেশে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখা যাইবে, ও ঐ ইস্তাহারনামা পূর্ব্বের এয়ালামনামার হুবহু মজমুন এবং একথা লেখা যাইবে যে,যদি ঐ ব্যক্তি ইস্তাহারনামা জারী হওনের তারিখ হইতে ১৫ পনর দিবসের মধ্যে হাজির না হয়, তবে কালেক্টর সাহেব পুনরায় খবর দেওন ও তাহার হাজির হওন ও জওয়াবদেহীকরণ বিনা ভূমির এক তরফা তজবিজ ও তহকীক করিবেন, ও কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকে, তাঁহার আবশ্যক যে, ঐ ভূমি রাখণিয়া ব্যক্তির বাস করণের বাটীর সদর দরজায় কি ঐ ভূমির আশপাশের সদর গ্রামের মধ্যে লোক সকলের দৃষ্টি হওনের স্থানে ঐ ইস্তাহারনামার নকল চপ্টাইয়া দিবার অর্থে নাজিরের নামে হুকুমনামা দেন ইতি।

২ প্রকরণ। ঐ নাজিরের কর্ত্তব্য যে, কালেক্টর সাহেবের হুকুমনামামত কার্য্য করিয়া ঐ হুকুমনামার পিঠে ঐ ইস্তাহারনামা কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে লট্কান গিয়াছে, তাহা লিখিয়া ঐ হুকুমনামা ফিরিয়া সিরিস্তায় দাখিল করে, ও কর্ত্তব্য যে, ঐ হুকুমনামা তাহার পিঠের লেখা কথাশুদ্ধা কালেক্টর সাহেবের ঐ ভূমির করা তহকীকের রোয়দাদের সামিলে রাখা যায়, যদি ঐ ব্যক্তি কি অন্য যে ব্যক্তির উপর এয়ালামনামা হইয়া থাকে, সে নিরূপিত দিনে হাজির না হয় কি হাজির হইয়া জওয়াব দিতে না চায়, তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে, সে ব্যক্তি হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে ও দস্তাবেজ দরপেশ করিলে যেমত মোকদ্দমার তহকীক করিতেন, সেইমত এ প্রকারের মোকদ্দমার তহকীক করেন ইতি।

৭ ধারা। যে যে প্রকারে এই আইনের ৩ ধারার লিখিতমত কোন ভূমি সরকারের খাজানা মোকরর করণ যোগ্য বোধ হয়, সে সে প্রকারে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহার আবশ্যক যে, দশসালা বন্দোবস্ত সময়ে ঐ ভূমি কি প্রকার ছিল, ইহার পুরা তহকীক ও তনকী করেন, ও সিকস্তী ও পয়স্তি মত হইলে, তাহা সিকস্ত ও পয়স্ত হওনের তারিখ নিরূপণ করেন ইতি।

৮ ধারা *। কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের হুজুর হইতে উপরের লিখিত ভূমির তহকীক করিবার অনুমতি পাইলে, তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে যে, ঐ সাহেবদের

* ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা দেখ।

মঞ্জুরিতে ঐ ভূমি এবং ঐ ভূমি যে জমিদারীর মোতালক হয়, সে জমিদারী জরীপ ও মাপ করেন ইতি।

৯ ধারা। উপরের লিখিত প্রকারে কালেক্টর সাহেবকে অনুমতি আছে যে, এমত ভূমির মোতালক কি ঐ ভূমি যে জমিদারীর সামিল হয, সে জমিদারীর মোতালক হিসাবী কাগজপত্র যে পাটওয়ারী কি গোমস্তা কি অন্য ব্যক্তির স্থানে থাকে, তাহাকে আপন হুজুরে তলব করিয়া ঐ ভূমির কি জমিদারীর মোতালক হিসাবী কাগজপত্র আনিয়া দিবার হুকুম দিতেও এমত হিসাবী কাগজপত্রের কি ঐ হিসাবী কাগজপত্রের মোতালক কি ভূমির কি জমিদারীর মোতালক অন্যান্য বিষয়ের সত্যতা নিমিত্ত ইংরাজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নিরূপিত মত হলফ করাইয়া তাহার জবানবন্দী করিয়া লইতে পারিবেন ইতি।

১০ ধারা *। এবং কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে, উপরের লিখিত প্রকারে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের মঞ্জুরীতে যে ব্যক্তি আপনাকে খাজানা মোকরর করিতে হইবার ভূমির মালিক কি ইজারদার কহে, কি যে ব্যক্তি আপনাকে ঐ ভূমি যে জমিদারীর সামিল, সেই জমিদারীর মালিক কি ইজারদার কহে, সেই ব্যক্তির স্বয়ং কি তাহার মোক্তারের ঐ ভূমির কি জমিদারীর হিসাবী কাগজপত্র সমেত এক সপ্তাহ হইতে কম না হয়, এমত উপযুক্ত মিয়াদ মধ্যে হাজির হইবার হুকুম দেন ইতি।

১১ ধারা *। ১ প্রকরণ যদি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা রাখেন, তিনি উপরের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত আপন নিকট কোন ভূমির মালিক কি তাহার ইজারদার কি কোন পাটওয়ারী কি গোমস্তা অথবা অন্য ব্যক্তির হাজির হওয়া উচিত জানেন, তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে, যেমত তলব নিমিত্ত তাহার হাজির হওয়া আবশ্যক তাহার কথা লিখিয়া দস্তখত ও মোহরযুক্তে এক এত্তালানামা তাহাদের উপর জারী করেন, ও ঐ এত্তালানামাতে ইহাও লিখিতে হইবে যে, এমত মিয়াদ মধ্যে অমুক অমুক কাগজ সমেত আপনি হাজির হন ইতি।

২ প্রকরণ। মালগুজারীর বাকী টাকা উসুল করিবার নিমিত্ত হুকুমনামা জারী করণ মত অর্থে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারাতে যে যে হুকুম লেখা আছে, এই আইনের ৯ ও ১০ ধারাতে কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা রাখেন, তিনি যে সকল হুকুমনামা পাঠান, তাহা জারী হওনে সেই সেই হুকুম সম্পর্ক রাখিবে, কিন্তু যে প্যাদার মারফত যাহার

* ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা দেখ।

উপর হুকুমনামা জারী হয়, তাহার স্থানে সেই প্যাদা রোজ পাইবার অর্থে উপরের লিখিত আইনের ৩ ধারায় যে হুকুম লেখা যায়, তাহা সম্পর্ক রাখিবে না ইতি।

১২ ধারা। যে কোন পাটওয়ারী কি গোমস্তা কি অন্য ব্যক্তির স্থানে ভূমির মোতালক হিসাবী কাগজ থাকে, এই আইনের ৯ ও ১১ ধারার লিখিতমত কালেক্টর সাহেবের হুজুরে তাহার তলব হইয়া গাফিলী কি ইচ্ছাক্রমে তলব হওনমতে আপন আসল হিসাবী কাগজ ঐ সাহেবের হুজুরে দরপেশ না করে, কি উপরের লিখিত যদি সে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের হুজুরে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তলব হইলে, হাজির হইয়া হলফ করিয়া ভূমির হিসাবী কাগজ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওনে গরজের নিমিত্ত ও জানিয়া শুনিয়া যথার্থের অন্যমত কহে, কি ঐ ভূমির মোতালক কি ঐ ভূমি যে জমিদারীর সামিল হয়, সেই জমিদারীর মোতালক হিসাবী কাগজ ফেরফার করে, কি গরজের নিমিত্ত আপন তরফ হইতে তাহাতে কিছু কমী ও বেশী করিয়া লিখে, তবে তাহার প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত ইংরাজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৫ ও ২৬ ও ২৭ ধারার প্রত্যেক ধারায় যে শাস্তি ও দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে, সে সেই শাস্তি ও দণ্ডের যোগ্য হইবে ইতি।

১৩ ধারা *। ১ প্রকরণ। বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারদের হুজুর হইতে কোন কালেক্টর সাহেবের নামে যে কোন ভূমির এই আইনের ৭ ধারায় নিরূপণ করিবা লেখা বিষয়ের তহকীক করিবার হুকুম নামা হয়, সেই ভূমি দখল করণিয়া ব্যক্তি যদি তাহার মোতালক হিসাবী কাগজ কালেক্টর সাহেবের হুকুমনামার নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে দরপেশ না করে, কি তাহা দরপেশ করিতে না চায়, তবে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারা ঐ ভূমি ক্রোক করিবার ও সরকারের স্বত্বাধিকারে থাকা অন্যান্য ভূমির তহসীল যে মতে হয়, সেই মতে সরকারের তরফ হইতে তাহার তহসীল নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে মোকরর করিবার হুকুম দিতে পারিবেন; কিন্তু জানান যাইতেছে যে, উপরের লিখিত প্রকারে কালেক্টর সাহেবের ইহাও আবশ্যক যে, ঐ ভূমি দখল করণিয়ার তাহা ভোগ দখল করণের স্বত্বের পূরা তহকীক করিয়া ঐ বিষয়ে আপনকরা রোয়দাদীর সমস্ত কাগজ ঐ সাহেবদের হুজুরে পাঠাইয়া দেন, ঐ সাহেবেরা ঐ ভূমি সরকারের খাজানা মোকরর হওন যোগ্য হওয়া কি না হওয়ার বিষয়ে তজবীজ ও তহকীক করিয়া যে হয় হুকুম দিবেন ইতি।

---

* ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা দেখ।

২ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে, এই আইনের লিখিত হুকুম মত যে কোন ভূমিতে খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকরর হয়, তাহার দখিলকার যদি মাল-গুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদের করা নিষ্পত্তির দোষ গুণ জানিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দাখিল করা হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ সেওয়ায় কোন হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করে, তবে তাহা প্রমাণের ন্যায় বোধ হইবে না, এবং ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে তাহার কিছু মাতবরী হইবে না, কিন্তু যদি ঐ দখিলকার তাহার দরপেশ না করিবার বিশিষ্ট হেতু বিবরিয়া কহে, কি কালেক্টর সাহেবের তলবের জওয়াবে ঐ হেতু দেখাইয়া দেওয়া সাবুদ করে, তবে হইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে, যদি কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কালেক্টর সাহেবের কি কমিসনর সাহেবের হুজুরে আপনি হাজির হইতে গাফিলী কি অস্বীকার করে, কি ঐ ঐ সাহেবের করা হুকুমনামার নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে আপন তরফ হইতে সরবরাহকার কি মোক্তার হাজির করিতে অথবা তলব হওয়া হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দরপেশ করিতে কসুর কি অস্বীকার করে, ও এমত গাফিলী কি অস্বীকার করণের বিশিষ্ট হেতু বলিতে না পারে, তবে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের ক্ষমতা থাকিবে যে, যাবৎ তাহারা কালেক্টর সাহেবের হুকুম আমলে না আনে, তাবৎ মোকদ্দমার ভাব ও তাহাদের পদ ও শক্তি দৃষ্টে দররোজ যত জরিমানা উপযুক্ত বুঝেন, তাহা দিবার হুকুম তাহাদের উপর দিয়া তাহার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সলে লিখিয়া পাঠান ও ঐ শ্রীযুতের হুজুরে ঐ জরিমানা মঞ্জুর হইলে, সরকারের বাকী টাকা উসুলকরণের মত ঐ জরিমানা উসুল করা যাইবে ইতি।

১৪ ধারা। যদি বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের হুজুর হইতে এই আইনানুসারে তাঁহাদের হওয়া ক্ষমতাক্রমে কালেক্টর সাহেবের কি কমিসনর সাহেবের নামে কোন ভূমি ক্রোক কি মাপ করিবার হুকুম নামা যায় ও ঐ ভূমির অধিকারী কি অন্য ব্যক্তি তাহা ক্রোক কি মাপকরণে কিছু প্রতিবন্ধকতা করায় কি করে কি এই আইনের ৯ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা কোন হিসাব দরপেশ করিবার কি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত কোন পাটওয়ারী কি গোমস্তা কি অন্য ব্যক্তির হাজির হওন বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের কি কমিসনর সাহেবের করা হুকুমনামামত কার্য্যকরণে নিজে দুর্দামী করে, কি অন্য দ্বারা করায়, তবে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য

যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের আবশ্যক যে, ঐ কসুর সাবুদ হইলে, জমিদার কি অন্য ব্যক্তির উপর তাহার কসুরের ভাব ও তাহার পদ ও শক্তি দৃষ্টে যত টাকা জরিমানা উপযুক্ত বুঝেন, তাহা দিবার হুকুম দেন, ও তাহা সরকারের বাকী টাকা উসুল করণের মত উসুল করান, ও যদি জরিমানা টাকার সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক হয়, তবে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুরে পাঠাইবেন ও ঐ শ্রীযুতের হুজুর হইতে সাং ঐ জরিমানার টাকা উসুল করিবার কিছু অনুমতি না আইসে তাবৎ তাহা উসুলকরণের কিছু তদ্বীর না করেন ইতি।

১৫ ধারা *। যে ব্যক্তির ভূমিতে খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকরর করা মনস্থ হয়, সে যদি এত্তালামনামা কি সমনের লিখিত হুকুমমত কালেক্টর সাহেবের হুজুরে হাজির হইয়া আপন দস্তাবেজ ও পাট্টা দরপেশ করে, তবে কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক যে, তাহা লইয়া তাহা পাওনের কথা সম্বলিত রসিদ তাহাকে দেন, ও তাহা দৃষ্টিকরণের পর, সেই ব্যক্তিকে তাহার ভূমি যে যে হেতুতে খাজানা মোকরর হওন যোগ্য বোধ হয়, তাহা সম্বলিত এক কৈফিয়ৎ তাঁহার মতে যে যে দস্তাবেজ তাহার হেতু হয়, সাদা কাগজে সে সমস্ত দস্তাবেজের নকল সহিত দেন, ও ঐ ব্যক্তিকে হুকুম দিবেন যে, সাত দিনের মধ্যে তাহার জওয়াব লিখিয়া দাখিল করে ইতি।

১৬ ধারা। কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে সাহেব ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন, তাহার আবশ্যক যে, উপরের লিখিত ভূমি ভোগ দখিলকার কোন জমিদার অথবা অন্য ব্যক্তির তরফ হইতে ঐ ভূমি তাহার লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্করক্সপে রাখনের দাওয়া সাবুদ করিবার কি যে জমিদারির বাবত মোকররী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই জমিদারির সামিল ঐ ভূমি, ইহা সাবুদ করিবার নিমিত্ত যে সকল দস্তাবেজ দরপেশ হয়, তাহার প্রত্যেক দস্তাবেজে নম্বর ও নিশানি ও তাহা দরপেশ হওনের তারিখের দরজ ও আপন আপন দস্তখৎ করেন, ও ঐ সকল দস্তাবেজ তাঁহার হুজুরে দরপেশ হইয়াছিল কি না, এই সন্দেহ না থাকিবার নিমিত্ত প্রত্যেক দস্তাবেজের নম্বর ও দরপেশ হওনের তারিখ আপনকার রোবকারীতে লিখিবেন ও ঐ সাহেবের ইহাও আবশ্যক যে, নিষ্পত্তির কোন হুকুম দেওনের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে ইহা জ্ঞাত করান যে, যদি কোন হিসাবী কাগজ কি অন্য কোন প্রকারে দস্তাবেজ তাঁহার হুজুরে দরপেশ না করিয়া থাকে, ও তাহা দরপেশ না করিবার মাতবর হেতু

---

* ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৫ ধারা দেখ।

বযান করিতে না পারে, তবে উত্তরকালে তাহা বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের হুজুরে কি আদালতের সাহেবদের হুজুরে মঞ্জুর করণ যোগ্য হইবে না, ও এ বিষয়ের জিগির আপন রোবকারীতেও লেখেন ইতি।

১৭ ধারা। ঐ ব্যক্তির জওয়াব দাখিল হইলে পর, কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক যে, তাহার ভূমিতে খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকররকরণ বিষয়ে সরকারের হক্ সাবুদ হইবার নিমিত্ত যে যে সাক্ষির সাক্ষ্যের আবশ্যক জানেন, তাহাদের নামে এবং ঐ ব্যক্তি আপন হকের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত যে যে সাক্ষির হাজির হওনের বাসনা রাখে, তাহাদেরও নামে সপীনা জারী করেন, ও ঐ সকল সাক্ষি হাজির হইলে পর, তাহাদের জবানবন্দী যে মত আদালতে করিয়া লওয়া যায়, সেই মতও ঐ ব্যক্তির কি তাহার মোক্তারের সাক্ষাৎ করিয়া লওয়া যাইবে ইতি।

১৮ ধারা। কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক যে, ঐ ব্যক্তির দাখিল করা সমস্ত দস্তাবেজ বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখেন, ও তাঁহার বিবেচনায় যে সকল দস্তাবেজ অনুসারে ঐ ভূমি রাজস্ব মোকবর হওনের যোগ্য হয়, সে সমস্ত দস্তাবেজও দেখিতে ঐ ব্যক্তিকে অনুমতি করেন ইতি।

১৯ ধারা। ১ প্রকরণ। জানান হইতেছে যে, এই প্রকরণানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগকে কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে, এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা তাঁহাদের হুজুরে দরপেশ হয়, সে সমস্ত মোকদ্দমা ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার ও ১৮০৩ সালের ১ আইনের ২ ধারার লিখিত যে হুকুমের মতানুযায়ী দত্ত ও জয়করা দেশের বাবৎ ইংরেজী ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত হুকুম, সে সকল হুকুমমতে সাক্ষিদের নামে সপীনা জারী করিতে, ও তাহাদিগকে হলফ করাইতে কি হলফের বদলে তাহাদের স্থানে হলফনামা লেখাইয়া লইতে পারিবেন, ও যদি কোন সাক্ষি হলফ করিতে না চায়, তবে তাহাকে এমত এমত প্রকারে একণে যে যে আইন চলন আছে, তাহার লিখিত হুকুমমতে কয়েদ থাকিবার নিমিত্ত জিলা কি সহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকট পাঠান যাইবে ইতি।

২ প্রকরণ। যদি কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহার হুজুরে এই আইনের লিখিত হুকুমমত তাঁহার হুজুরে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে হাজির হইয়া হলফ করিয়া কি হলফনামা লিখিয়া ও তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া দাওয়ার

বিষয়ের বাবৎ সাক্ষ্য দেওনেজানিয়া শুনিয়া যথার্থের অন্যমত কহে, তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা হলফকরণিয়াদের মধ্যে জানা যাইবে, ও তাহার অপরাধ সাবুদ হইলে, এমত অপরাধের নিমিত্ত চলিত আইনে যে শাস্তি নিরূপণ হইয়াছে, সেই শাস্তি পাইতে পারিবে, ও যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অন্য ব্যক্তির মিথ্যা হলফকরণের হেতু হয়, তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা হলফকরণ প্রবৃত্তি দেওনিয়াদের মধ্যে জানা গিয়া এমত অপরাধের নিমিত্ত ঐ আইনে যে শাস্তি নিরূপণ হইয়াছে, সেই শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে, যে লোকেরা কালেক্টর সাহেবদের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের হুজুর হইতে এই আইনমত তাঁহাদের হুজুরে দরপেশ হওয়া কোন মোকদ্দমার তজবীজ কালে জারী হওয়া হুকুমনামা লিখিত হুকুম আমলে না আনে, তাহারা এই আইনের ১৪ ধারার নিরূপিত দণ্ড দেওয়ায়, কালেক্টর সাহেবের হুকুম না মানন নিমিত্ত ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনে ও ১৭৯৫ সালের ৮ আইনে ও ১৮০৩ সালের ২৭ আইনে যে দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে সে দণ্ডেরও যোগ্য হইবে ইতি।

২০ ধারা। কালেক্টরসাহেবদের আবশ্যক যে, তাঁহাদের তজবীজ করা সারা হইলে পর, উপরের লিখিত ভূমি সরকারের খাজানা মোকরর হওনের যোগ্য বটে কি না, ইহাতে আপনার যমত স্থির হয়, তাহার কথা সম্বলিত এক রোবকারী তাঁহার মত স্থির হওন হেতুর তফসীল সমেত লিখিয়া বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের হুজুরে পাঠাইয়া দেন, ও ভূমি রাখণিয়াকে ঐ রোবকারীর নকল সাদাকাগজে দিয়া তাহার এৎলাও ঐ সাহেবদের হুজুরে দেন ইতি।

২১ ধারা। ১ প্রকরণ বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন তাঁহাদের, কালেক্টসাহেবের রোবকারী দেখিয়া আর যে যে সাক্ষির সাক্ষ্য আবশ্যক হয়, তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনা করণের পর, আবশ্যক হইবে যে, কাছারিতে লটকান যাওয়া এশ্তালামনামার নিরূপিত দিবসে ও কালেক্টরসাহেবেরা আপন আপন করা রোবকারীর নকল ভূমি রাখণিয়াকে দেওনের তারিখ হইতে ছয় সপ্তাহ মধ্যে ও আপন আপন হক সাবুদ করিবার নিমিত্ত যাহা যাহা জাহির করিতে চাহে, সে সকল এজাহার শুনিয়া পর, মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হুকুম দেন, ও পারসী ভাষায় আপন করা রোবকারীতে আপন আপন মতের কথা লিখেন ও ঐ ভূমি রাখণিয়া যদি ঐ রোবকারীর নকল লইতে চাহে, তবে তাহাকে তাহার নকল দেন ইতি।

২ প্রকরণ। যে সকল রোবকারী লিখিতে উপরে কালেক্টরসাহেবদের ও বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের প্রতি হুকুম লেখাগেল, সে সকল রোবকারীতে প্রত্যেক মোকদ্দমার আলাহিদা আলাহিদা কৈফিয়ত অর্থাৎ বেওরা ও যে যে হুকুমপ্রভৃতি হুকুম হয়, তাহার জিগির ও যে যে সাক্ষির জবানবন্দী করিয়া লওয়া গিয়া থাকে, তাহারদের নাম ও প্রত্যেক মোকাদ্দমার তজবীজের কালে যে সকল দস্তাবেজ পড়া গিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক দস্তাবেজের জিগির লেখা যাইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। যদি বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদিগের হুজুর হইতে ভূমি সরকারের খাজানা মোকররকরণ যোগ্য না হওনের হুকুম হয়, তবে সেই হুকুম চূড়ান্ত বোধ হইবে; কিন্তু যদি আদালতের জজ সাহেব এমত বোঝেন যে, প্রথমতঃ যে তহকীক হইয়াছিল তাহাতে কিছু সাজস ও কারসাজী হইয়াছে তবে হইবে না ইতি।

৪ প্রকরণ। যদি ঐ সাহেবদের হুজুর হইতে ঐ ভূমি সরকারের রাজস্ব মোকরর করণ যোগ্য হওনের হুকুম হয়, তবে কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে, যে ব্যক্তির ভূমি বিষয়ে এমত হুকুম হয়, তাহাকে কি তাহার উকীলকে ঐ হুকুম জানান, ও সেই ভূমির সীমা নিরূপণ করিয়া এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত রীতি দৃষ্টে তাহার উপর রাজস্ব সংখ্যা মোকরর করেন, ও ঐ ভূমির বাবৎ যে যে বেওরা পাওয়া যায়, তাহার তহকীক করেন ইতি।

২২ ধারা *। ১ প্রকরণ যদি ঐ ভূমি রাখনিয়া ব্যক্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদের দেওয়া হুকুম জ্ঞাত হওন তারিখ হইতে পনর দিবস মিয়াদ মধ্যে কালেক্টর সাহেবের হুজুরে তাহার ভূমিতে শেষে যত টাকা জমা মোকরর হয়, তাহা ঐ তারিখ হইতে সালিয়ানা শতকরা ১২ বার টাকা হিসাবে সুদ সমেত দিবার অর্থে মাতবর জামিনী দেন, এবং জামিনানামা দাখিল করণ তারিখ হইতে দশ দিন মধ্যে যে আদালতে তাহার তজবীজ হইতে পারে, সেই আদালতে, ও যদি আদালত বন্ধ থাকে, ও ঐ মিয়াদের মধ্যে না খোলে, তবে তাহা খুলিলে পর তিন দিনের মধ্যে নালিশ করিবে এমত এক্‌রারনামা করে, তবে কালেক্টরসাহেব ঐ ভূমি রাখনিয়ার তাহা দখল করণে কিছু বাধা জন্মাইবেন না, ও এবিষয়ের এত্তেলা বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের হুজুরে দিবেন, ও ঐ জামিনী কত টাকার হইবে ইহা জানা যাইবার নিমিত্ত এমত এমত প্রকারে ঐ ভূমি রাখনিয়ার কর্তব্য যে, তহসীলের হিসাবী সমস্ত কাগজ কালেক্টরসাহেবের হুজুরে দরপেশ করে ইতি।

* ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৫ ও ৮ ধারা এবং ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১০ ধারা দেখ।

২ প্রকরণ। যদি ঐ রাখনিয়া ব্যক্তি তাহার ভূমিতে উত্তরকালে যত টাকা জমা মোকরর হয়, তাহার কতক দিবার নিমিত্ত জামিনী দিতে রাজী হয়, তবে সে এমত জামিনী উপরের লিখিত নিয়ম মত কার্য্য করণের করারে দিতে পারিবে; এমত প্রকারে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে, বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের দেওয়া হুকুম মত ঐ ভূমি খাস তহসীলে রাখেন, কি বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের হুজুর হইতে যে মিয়াদ মোকরর হয়, সেই মিয়াদে ইজারা দেন ও ঐ ভূমি রাখনিয়াকে সে যে আন্দাজের নিমিত্ত মাতবর জামীন দিতে রাজি হইয়া থাকে, সেই আন্দাজ টাকা ঐ ভূমির তহসীল করা টাকা হইতে দেন ইতি।

৩ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে, যদি কালেক্টরসাহেব ভূমি রাখনিয়া যে জামিনী দিতে রাজি হয়, তাহা মঞ্জুর না করেন, ও তাহা কার্য্যের উপযুক্ত হওন বিষয়ে আদালতের জজ সাহেব ঐ জামিনী মঞ্জুর করিবার অর্থে কালেক্টর সাহেবের নামে হুকুমনামা দিতে পারিবেন, কিন্তু জামিনের শিরে যাহা দওনের জওয়াব দিবার দায় থাকিবে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ কেবল কালেক্টরসাহেবের হুজুর হইতে বোর্ডের সাহেবদের কর্তৃত্বক্রমে হইবে ইতি।

৪ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে, ঐ ভূমি রাখনিয়ার স্থানে যে জামিননামা লইতে হয়, তাহা ও টাকার যে সংখ্যা লেখা যাইবে, তাহা ঐ ভূমিতে সালিয়ানা যত জমা মোকরর হইতে পারে, তাহা হইতে কি তাহা রাখনিয়া এক বৎসরে যত টাকা পাইয়া থাকে, তাহার সুদ সমেত সংখ্যা হইতে অধিক হইবে না, কিন্তু যদি ভূমি রাখনিয়ার আদালতে করা নালিশ, তাহার বোর্ডের সাহেবদের হুকুম জানানের তারিখ হইতে এক বৎসর পূর্ণ হওনের পরেও উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি না পায়, তবে কালেক্টর সাহেব ভূমি রাখনিয়ার স্থানে ঐ আন্দাজ টাকার নিমিত্ত অন্য জামিনী তলব করিতে পারিবেন ইতি।

৫ প্রকরণ। মোকররী রূপে লোকদের ভোগদখলে থাকা ভূমির নিমিত্ত যাহারা জামিন দিয়া আদালতের নালিশ করিবার মনস্থ রাখে তাহারা মোকররী জমা যত টাকা হয়, তাহাই ক্রমিক দিবে, ও আর যত টাকা রাজস্ব উত্তরকালে ঐ ভূমিতে মোকরর হইবে তাহার নিমিত্ত জামিন দিবে ইতি।

২৩ ধারা।* যদি ভূমির রাখনিয়া তলব হওয়া জামিন না দেয়, কি তাহা দেওনের পর নালিশ না করে, তবে কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক যে, আর বিলম্ব না করিয়া ভূমিতে রাজস্ব মোকরর করেন ইতি।

* ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১৫ ধারা দেখ।

২০ ধারা।*। ১ প্রকরণ। যে সকল ব্যক্তির ভূমিতে তাহাদের জামিন না দেওন হেতু কি নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে নালিশ নাকরণ প্রযুক্ত রাজস্ব মোকরর হয়, তাহারা তথাপি তাহাদের বোর্ডের সাহেব দর নিষ্পত্তির হুকুম ওয়াকিফ হওনের তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে কোন সময়ে নালিশ উপস্থিত করিতে পারিবে; কিন্তু ঐ মিয়াদ গত হইয়া গেলে, ঐ সাহেবদের দেওয়া হুকুম চূড়ান্ত বোধ হইবে, ও যদি তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ মিয়াদ মধ্যে নালিশ না করিতে পারিবার অল্পবয়স্কতা কি দেশে না থাকাদি বিশিষ্ট হেতু জাহির করিতে পারে, তবেএক্ষণকার চলিত আইন মতে যে কাল বিলম্ব অন্যান্য দাওয়া উপস্থিত হওনের প্রতিবন্ধক হয়, তাহা ব্যতিরিক্ত আর কোন কাল বিলম্ব উপরের লিখিত দাওয়া দরপেশ হওনের প্রতিবন্ধক হইবে না ইতি।

২ প্রকরণ। যে যে প্রকারে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারা ইংরেজী ১৮১১ সালের ৮ আইনের ও ১৮১৩ সালের ৫ আইনের ও ১৮১৭ সালের ১১ ও ২৩ আইনানুসারে তাঁহাদের প্রতি অর্পণ হওয়া ক্ষমতাত্রমে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তের হুকুম দিয়া থাকেন, তাহাতে যাহাদের ভূমিতে খাজানা মোকরর হইয়া থাকে, তাহারা যদি ঐ সাহেবদের করানিষ্পত্তি হুকুম যথার্থ কি অযথার্থ, ইহা তজবীজের নিমিত্ত উপরের লিখিত আইনের নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে নালিশ না করার বিশিষ্ট হেতু জানাইতে পারে, তবে এক্ষণকার চলিত আইনমতে যে কাল বিলম্ব, লোকদের পরস্পর দাওয়া দরপেশকরণের প্রতিবন্ধক হয়, কেবল সেই কাল বিলম্ব উপরের লিখিত প্রকার দাওয়া দরপেশ করণের ও প্রতিবন্ধক হইবে ইতি।

২১ ধারা †। যে ভূমিতে রাজস্ব মোকরর করা মনস্থ হয়, তাহার সালিয়ানা উৎপন্ন যদি শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া সরবরাহ কারির খরচ ও বাকী এগার হিস্যার এক হিস্যা মালিকানাবাদে মোকররীমতে লোকদের ভোগদখলে থাকা ভূমির ন্যায় যত টাকা রাজস্ব ভূমিরাখণিয়ার দিতে হইবে, তাহা সমেত ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয়, তবে তাহার বাবৎ যে নালিশ উপর ধারার লিখন মত হইতে পারে, তাহা ঐ ভূমি যে জিলার অধিকারে থাকে, সেই জিলার আদালতে শুনা ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইবে, ও যদি সালিয়ানা উৎপন্ন উপরের লিখিত হিসাবে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা হইতে অধিক হয়, তবে যে নালিশ উপস্থিত হয়, তাহা প্রথমেই ঐ ভূমির অধিকার দৃষ্টে কোর্ট আপীল আদালতে শুনা ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইবে ইতি।

* ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১০ ধারা দেখ।

† ১৮৩৭ সালের ২৫ আইন ও ১৮৪৪ সালের ৯ আইন দেখ।

২৬ ধারা *। ১ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে, উপরের লিখিত হুকুমমত যে সকল মোকদ্দমা জিল্লা ও সহরের আদালতে উপস্থিত হয়, সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত রেজিষ্টারসাহেবদের সোপর্দ্দ করা যাইবে না, কেবল জজসাহেবদের হুজুরে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে, ও ঐ সকল মোকদ্দমা জজ সাহেবদের করা নিষ্পত্তির উপর কোর্ট আপীল আদালতে কেবল তাহার খাস আপীল হইতে পারিবে, ও এমত এমত প্রকারে প্রথমতঃ কোর্ট আপীলের সাহেবদের বিচারযোগ্য মোকদ্দমা তাঁহাদের করা নিষ্পত্তির উপর সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল হইতে পারিবে; কিন্তু উপরের লিখিত নিয়ম যে সকল মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা পাঁচ হাজার পৌণ্ড হইতে অধিক হওন প্রযুক্ত তাহার সদর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে, তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবে না ইতি।

২ প্রকরণ। ইংরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত কথা উপরের লিখিত প্রকার আপীলের মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবে না. কিন্তু এই আইনের লিখিত দাঁড়ামত খাস আপীলের যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদের কি কোর্ট আপীলের সাহেবদের আবশ্যক হইবে যে, যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয়, সেই নিষ্পত্তি দৃষ্টি ও বিবেচনা করণের অতিরিক্ত বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন তাঁহাদের করা চূড়ান্ত রোবকারী আপনারা দৃষ্টি ও বিবেচনা করে, ও যদি ঐ সকল কাগজ বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখনের পর, জিল্লার আদালতের নিষ্পত্তি কি কোর্ট আপীল আদালতের নিষ্পত্তি অন্যায় কি অযথার্থ কি সন্দেহযুক্ত বোধ হয়, কি যদি রোবকারীতে এক্ষণকার চলিত আইনের অন্য মত কথা পাওয়া যায়, অথবা মোকদ্দমার রোয়দাদ পুরা বোধ না হয়, ডিক্রীর মজমুন অনুসারে কি অন্য কোন মতে আপীল রূপে অন্য তজবীজ হইবার বিশিষ্ট হেতু পাওয়া যায়, তবে ঐ সকল প্রকারে খাস আপীল মঞ্জুর হইতে পারিবে ইতি।

২৭ ধারা। বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের হুজুর হইতে যাহাদের ভূমিতে রাজস্ব মোকরর করিবার হুকুম হয়, তাহারা যদি ঐ হুকুম যথার্থ কি অযথার্থ ইহার তজবীজ হওন নিমিত্ত আইনের ২২ ধারার লিখনমত নালিশ করে, তবে

---

* ১৮২৫ সালের ১৪ আইনের ৬ ধারা দেখ। তাহাতে প্রভিন্সিয়াল কোর্টের বিষয়ে যাহা উল্লেখ আছে তাহা ১৮৩৩ সালে ২ আইনের দ্বারা উঠিয়া গিয়াছে।

তাহাদের নালিশের আরজী ১ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্পকাগজে লেখা যাইবে, ও যদি সরকারের হক হওনের ফয়সলা হয়, তবে অন্যান্য নালিশ উপস্থিত করণ সময়ে এক্ষাকার চলিত দাঁড়ামত রসুমের বদলে ইষ্টাম্প কাগজের যত টাকা মূল্য দিতে হয়, সেই মত তত টাকা ঐ সকল লোকের দিতে হইবে, কিন্তু আদালতের সাহেবেরা নালিশ উপস্থিত করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকনের হুকুম দেওন মত দিতে হইবে না ইতি।

২৮ ধারা *। ১ প্রকরণ। যদি কোন লেখা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শন পত্র তাহা দরপেশকরণিয়া দিল্লীর কোন বাদসাহের ফরমান কি পূর্ব্ব কালে এই রাজধানীর তাবে দেশ ও সুবার মধ্যে কোন স্থানে যে কোন উজীর কি নওয়াব কি রাজা কি সময়ের অধিপতি প্রভুত্ব ও হুকুম পাইতেন, তাঁহার দেওয়া সনদ কি পরওয়ানা কি দানের অন্য নিদর্শন পত্র বলিয়া দরপেশ করে, তবে সরকারের মালগুজারী তহশীলের কার্য্যভারপ্রাপ্ত যে সাহেবদের এবং যে যে আদালতের সাহেবদের হুজুরে এমত দস্তাবেজ দরপেশ হয়, তাঁহাদের আবশ্যক হইবে যে, সিরিস্তার অনুসন্ধান ও জীবদ্দশায় থাকা সাক্ষিদের স্থানে জিজ্ঞাসাকরণানুসারে তাহার সত্যতার তহকীক করেন যে, তদ্দ্বারা তাহার মাতবরী কি গরমাতবরী জানাযায়, ও ঐ সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, কোন প্রকারের ঐ সকল দস্তাবেজের উপরে করা থাকা মোহর ও অন্য চিহ্নে বিশ্বাস করিয়া তাহার মাতবরীর অন্য যে যে প্রমাণ ও দলীলের নিরূপণ থাকে, তাহা লওন বিনা মঞ্জুর না করেন ইতি।

২ প্রকরণ। উপরের লিখিত প্রকারে যে কোন দস্তাবেজ কোন আদালতে দরপেশ হয়, তাহা ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ৪১ ও ৪২ আইনের ও ১৮০০ সালের ৮ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩১ ও ৩ আইনের ও ১৮০৮ সালের ৭ আইনের লিখিত দাঁড়ামত তাহার রেজিষ্টরীহওয়া সাবুদ না হইলে, ও রেজিষ্টরী না হইয়া থাকিলে তাহা না হওনের বিশিষ্ট হেতু জাহির না করিলে, মঞ্জুর ও মোকদ্দমার রোয়দাদে দাখিল ও কিছু প্রত্যয় করণ যোগ্য হইবে না ইতি।

২৯ ধারা। যদি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তাঁহার যে কোন ভূমির বদলে ইংরেজী ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ও ১৮১৭ সালের ৬ আইনের বিবরিয়া লেখা প্রকারের বৃত্তি মোকরর হইয়াছে, সেই ব্যক্তির ঐ ভূমির দখলের আমূলের মাতবরীতে সন্দেহ হয়, তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে, বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ

* ১৮২৫ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারা দেখ।

সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের অনুমতি লইয়া এই আইনানুসারে যে মত লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি দখল করা সঙ্গত হওয়া না হওয়ার তহকীক করেন, সেইমত দখল সঙ্গত ও মাতবর হওয়া না হওয়ারও তহকীক করেন, যদি বোর্ডের সাহেবদের বিবেচনায় ঐ ভো দখল অসঙ্গত ঠাহরে, তবে তাঁহাদের ক্ষমতা থাকিবে যে, ঐ ভূমির বদলে যত টাকা বৃত্তি মোকরর হইয়া থাকে, তাহা বাজেয়াপ্ত হওনের হুকুম দেন, কিন্তু যেমত লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমির উপর খাজানা অর্থাৎ রাজ মোকরর করিবার নিমিত্ত ঐ সাহেবদের দেওয়া হুকুমের উপর আদালতে আপীল হইতে পারে, সেমত ঐ সাহেবদের দেওয়া এমত এমত হুকুমের উপর আপীল হইবে, কিন্তু সরকারের মাল গুজারী তহসীলের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদের কোন প্রকারে ক্ষমতা থাকিবে না যে, শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের দেওয়া হুকুমমতে উপরের লিখিত প্রকারের যে কোন বৃত্তি কোন ব্যক্তি ১২ দ্বাদশ বৎসর কি তাহা হইতে অধিক বৎসর হইতে বরাবর অর্থাৎ ক্রমক পাইয়া আসিতেছে, তাহা বাজেয়াপ্ত করেন ইতি।

৩ ধারা *। ১ প্রকরণ †। জানান যাইতেছে যে, আদালতে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর কোন ভূমির খাজানার দাওয়ায় ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি তালুকদারদের তরফ হইতে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সে সমস্ত মোকদ্দমা এবং আর যেযে মোকদ্দমা লোকেরা লাখেরাজরূপে ভূমি রাখিবার দাওয়ায় দরপেশ করে, সে সমস্ত মোকদ্দমা প্রথমরূপে উপস্থিত হইবামাত্র তজবীজ করিবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহার নিকট সোপর্দ্দ করা যাইবে, ও যে যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার কি তালুকদার আপন আপন জমিদারী কি তালুক কি ইজারার সরহদ্দ মধ্যের লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর কোন ভূমির খাজানা পাওনের হকদার আপনাদিগকে বলে, আর যে সকল লোক উপরের লিখিতমত লাখেরাজরূপে ভূমি রাখিবার দাওয়া রাখে, তাহাদের আপন আপন দাওয়া প্রথমরূপে কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরপেশ করিতে ক্ষমতা থাকিবে, ও এমত এমত প্রকারে যে ফরিয়াদী আপন দাওয়া ঐ কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরপেশ করিবে, তাহার আবশ্যক যে, আপন আরজীতে আপন দাওয়ার তফসীল অর্থাৎ বেওরা ও যে যে হেতুতে দাওয়া করে তাহার কথা যেমত আদালতে দরপেশ করিতে হইবার নালিশের আরজীতে

---

* ১৮২৫ সনের ২ আইনের ৫ ধারা ও বঙ্গদেশীয় কৌন্সেলের ১৮৬২ সালের ৭ আইনের ১ ধারা দেখ।

† এই ধারা অনুসারে যে সকল নালিশ দেওয়ানী আদালতে হয়, তাহার বিচার দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে হইবে।

লেখা যায়, সেই মতে লিখে, ও ঐ আরজী আদালতে উপস্থিত করিবার মোকদ্দমার নালিশের আরজীর নিমিত্ত নিরূপণ হওয়া মূল্যের ষ্ট্যাম্পকাগজে লেখা যাইবে ইতি।

২ প্রকরণ। কালেক্টর সাহেবের হুজুরে কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি তালুকদারের তরফ হইতে আপন জমিদারীর কোন লাখেরাজ ভূমির খাজানা পাওনের দাওয়া সম্বলিত উপরের লিখিত আরজী দাখিল হইলে কি আদালতের সাহেবের হুজুর হইতে এমত আরজী কালেক্টর সাহেবকে সোপর্দ্দ হইলে, ঐ কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক যে, আসামীর দাওয়ার সংক্ষেপ বেওরা ও আসামীর স্বয়ং কি তাহার উকীল এক মাস মিয়াদ মধ্যে হাজির হইবার এবং যে যে সনদ কি অন্যান্য দস্তাবেজানুসারে লাখেরাজরূপে ভূমি তাহার ভোগদখলে থাকে, কি ঐরূপে তাহা রাখিবার দাওয়া রাখে, কি রাখিয়া থাকে, তাহা সমস্ত দরপেশ করিবার তাকীদ সম্বলিত এত্তালানামা পাঠান ইতি।

৩ প্রকরণ। ঐ এত্তালানামায় আসামী হাজির হইয়া আপন দস্তাবেজ কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরপেশ করিলে, কালেক্টর সাহেব ফরিয়াদীকে তাহা দেখিতে অনুমতি করিয়া তাহাকে হুকুম দেন যে, ঐ সকল দস্তাবেজ দৃষ্টে আসামীর ভোগদখল সত্য না হওনের ও সে হেতু তাহার ভূমি খাজানা মোকরর করিবার যোগ্য বুঝা যাওনের শরেওয়ার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লিখিয়া তাহার ঐ ভূমির খাজানা পাওনের দাওয়ার বুনিয়াদ যে সকল দস্তাবেজ হয়, সে সমস্ত দস্তাবেজ সমেত সাত রোজ মধ্যে দাখিল করে।

৪ প্রকরণ। ফরিয়াদী আপন কৈফিয়ৎ ও দস্তাবেজ দাখিল করিলে কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমার তজবীজ করিবেন, ও ভূমির নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে সাহেব ঐ সাহেবের উপর খাজানা মোকরর করিবার অর্থে সরকারের তরফ হইতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমায় যেমত আপন ক্ষমতার কার্য্য করেন সেইমত ঐ মোকদ্দমায় ও আপন পাওয়া ক্ষমতা ক্রমে নিষ্পত্তির হুকুম দিবেন ও লেখাইবেন ইতি।

৫ প্রকরণ। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে, জিলা ও সহরের আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার তজবীজের কালে সাক্ষী তলবের নিমিত্ত ও দস্তাবেজ দাখিলকরণ সময়ে ইষ্ট্যাম্পকাগজ দাখিলকরণ বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ার মধ্যে যাহা সম্পর্ক রাখে, ঐ সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদিদেরও সহিত সম্পর্ক রাখিবে।

৬ প্রকরণ। যে সকল মোকদ্দমায় সরকার ফরিয়াদী কি আসামী না থাকেন, তাহা প্রথমরূপে কোন আদালতে উপস্থিত হইয়া কালেক্টর সাহেবকে সোপর্দ্দ

হইলে ঐ কালেক্টর সাহেব আপনার তহকীক করা সারা হইলে পর, মোকদ্দমার রোয়দাদ তাহার মোতালক সমস্ত দস্তাবেজ ও আপন মতের কথা সম্বলিত রোবকারী সমেত এই আইনের ২০ ও ২১ ধারার লিখনমতে যে আদালতের সাহেব ঐ কালেক্টর সাহেবকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট পাঠাইবেন, ও আদালতের সাহেবের আবশ্যক হইবে যে, অন্যান্য যে সাক্ষ্য কি দলীলের আবশ্যক বুঝেন, তাহা লইয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, কিন্তু যে কোন সনদ কি হিসাবী কাগজ অথবা যে কোন প্রকার দস্তাবেজ কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরপেশ না হইয়া থাকে, ও তাহা দরপেশ না করিবার বিশিষ্ট হেতু না জাহির করে, আদালতের সাহেব তাহা মঞ্জুর করিবেন না ইতি।

৭ প্রকরণ। যে সকল মোকদ্দমার প্রথমরূপে কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরপেশ হয়, তাহাতে যদি ফরিয়াদী আসামীর উভয় পক্ষের এক পক্ষ ঐ কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তিতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয়, তবে সে এক টাকা মূল্যের ষ্টাম্প কাগজে লেখা দরখাস্ত দ্বারা কি জিলা কি সহরের জজ সাহেবের হুজুরে মোকদ্দমার আপীল করিতে পারিবে, ও জানা কর্ত্তব্য যে এমত আপীলের দরখাস্ত কালেক্টর সাহেব নিষ্পত্তিকরণের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে দেওন বিনা কি তাহাতে বিলম্ব হইলে তাহার বিশিষ্ট হেতু দর্শাইবিনা কহন বিনা মঞ্জুর হইবে না ইতি।

৮ প্রকরণ। ঐ দরখাস্ত দাখিল হইলে পর জজসাহেবের আবশ্যক যে, কালেক্টর সাহেবের নামে তাঁহার করা রোবকারী ও মোকদ্দমার রোয়দাদ তাহার মোতালক সমস্ত দস্তাবেজ সমেত পাঠাইবার হুকুম করেন, ও যে মতে ঐ জজসাহেব প্রথমরূপে মোকদ্দমার নালিশ তাঁহার হুজুরে দরপেশ হইয়া কালেক্টর সাহেবকে সোপর্দ্দ হইলে পর তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন, সেই মত ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ইতি।

৯ প্রকরণ। যে সকল মোকদ্দমায় সরকার আসামী থাকেন, কি যে ভূমির খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকরর করিবার নালিশ হইয়া থাকে, তাহা গবর্ণমেন্টের দাবী উঠাইবার যোগ্য ভূমির মধ্যে হয়, সে সকল মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে, আপনার তহকীক করা সারা হইলে পর, তাহার কথা সম্বলিত রোবকারী বোর্ড রেবেনিউর সাহেবের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের হুজুরে ঐ সাহেবদের নিষ্পত্তির হুকুম হইবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দেন, ও এমত সমস্ত প্রকারে যদি মোকদ্দমা তজবীজ করিবার নিমিত্ত আদালতের সাহেবের হুজুর হইতে কালেক্টর সাহেবকে সোপর্দ্দ হয়, তবে কালেক্টর

সাহেব বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের করা নিষ্পত্তির হুকুম যাবৎ না আইসে, তাবৎ আপনার রিটর্ণ আদালতের সাহেবের হুজুরে পাঠান ও মুলতবী রাখিতে পারিবেন, ও যদি এমত মোকদ্দমার নালিশ প্রথমরূপে কালেক্টর সাহেবের হুজুরে হইয়া থাকে, তবে যাবৎ ঐ সাহেবদের নিষ্পত্তির হুকুম না আইসে, তাবৎ আদালতের সাহেবেরা এমত মোকদ্দমায় হাত দিতে পারিবেন না ও এমত সমস্ত প্রকারে বোর্ডের সাহেবদের করা হুকুম রোবকারীতে লেখা গিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ সাহেব তাহা উভয় বিবাদিকে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত পাঠান যাইবে যে সকল প্রকারে মোকদ্দমার নালিশ প্রথমরূপে কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরপেশ হইয়া থাকে, তাহাতে উভয় পক্ষের যে পক্ষ বোর্ডের সাহেবদের করা নিষ্পত্তির হুকুমে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় সে ঐ মোকদ্দমার তজবীজ যে আদালতের সাহেবের হুজুরে হইতে পারে তথা তাহার আপীল করিতে পারিবে, কিন্তু জানান যাইতেছে যে, ঐ আপীলের দরখাস্ত আপীলান্ট কি তাহার উকীল বোর্ডের সাহেবদের হুকুম ওয়াকিফহওনের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ও তাহার পর হাজির থাকনমতে যে তারিখে বোর্ডের সাহেবদের হুকুম সম্বলিত রোবকারী কালেক্টর সাহেবের তরফ হইতে মোকদ্দমার বাদাদের সামিলে রাখা যায়, সেই তারিখ হইতে তিন মাস মিয়াদ মধ্যে দাখিল করিতে হইবে ইতি।

১০ প্রকরণ। যদি ঐ ব্যক্তি উপরের নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে আপীল না করে, ও তাহা করিতে বিলম্ব হওনের বিশিষ্ট হেতু না জাহির করে তবে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদের ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের করা হুকুম চূড়ান্ত বোধ হইবে, ও যে ব্যক্তির হক হওনার্থে এমত হুকুম হয়, সেব্যক্তি দরখাস্ত করিলে আদালতের সাহেবদের তাঁহারা যেমন আদালতের ডিক্রী জাবেতামতে জারী করেন, সেই মত বোর্ডের সাহেবদের করা এমত হুকুম জারী করিতে হইবে ইতি।

১১ প্রকরণ। যে সকল মোকদ্দমায় মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদের হুজুর হইতে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমির খাজানা বাজেয়াপ্ত করিবার হকথাকনের হুকুম, কি যে ভূমিতে পূর্ব্বে খাজানা মোকরর হইয়াছে, তাহা লাখেরাজরূপে দখলপাওনের হুকুম হয়, তাহাতে ঐ সকল হুকুমের উপর আপীল করিলে ও তাহা মঞ্জুর হইলে ও আদালতের সাহেবদের ঐ ঐ হুকুম জারী করিতে হইবে। কিন্তু যদি আপীলান্ট বিবাদের ভূমির ওয়াশীলাতের টাকা দিবার মাতবর জমিনী দেয়, তবে করিবেন না ইতি।

১২ প্রকরণ *। উপরের লিখিত প্রকারের যে কোন মোকদ্দমা প্রথমরূপে আদালতের সাহেবের হুজুরে কি কালেক্টর সাহেবের হুজুরেই বা দরপেশ হইয়া থাকে তাহা সরকারের মালগুজারীর তহশীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদের দেওয়া হুকুমের উপর আপীলহওন মতে আদালতের সাহেবের হুজুর হইতে নিষ্পত্তির হুকুম হয়, কেবল তাহার খাস আপীল কোর্ট আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতের যে সকল মোকদ্দমা দাওয়ার সংখ্যা দৃষ্টে বিলাতে আপীলের যোগ্য হয়, তাহা ছাড়া হইতে পারিবে, ও উপরের লিখিত প্রকার সমস্ত আপীলের সহিত এই আইনের ২৬ ধারার লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

৩১ ধারা। ১ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত কোন হুকুমানুসারে দশসালা বন্দোবস্ত সময়ে যে সকল জমিদারীর মোকররী বন্দোবস্ত তাহার নির্দ্ধারিত সীমা সম্বন্ধের সামিল সমস্ত জঙ্গলা ও পতিত জমির প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরে ঐ সময় হইতে যে সকল জমি আবাদ হইয়াছে কি উত্তর কালে আবাদ হইবে সে সকল জমিদারের অধিকারিদের কিছুমাত্র স্বত্ব লোপ ও নষ্ট হইবে না ও যেহেতু ঐ বন্দোবস্তের নিয়ম মধ্যে এমত নিয়ম হইয়াছে যে, উপরের লিখিত ভূমি আবাদ হওনে যাহা মুনাফা হয়, তাহা অধিকারিরাই পাইবে ও দাওয়া করা সমস্ত মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে, এই আইনের লিখিত হুকুম মতে যে সকল ভূমিতে খাজানা এতাবতা রাজস্ব মোকরর হয়, সে সকল ভূমি দশসালা বন্দোবস্ত হওন সময়ে মোকররী ও ইস্তমরারীরূপে বন্দোবস্ত হওয়া ভূমির সীমাসম্বন্ধের সামিল হইয়াছিল কি না, ইহার তজবীজ করেন, ও অধিকন্তু ঐ সাহেবদিগকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে, যদি তাঁহারা তজবীজ করিয়া নিশ্চয় বুঝেন যে যথার্থই দাওয়ার ভূমি উপরের লিখিত সময়ে যে জমিদারী মোকররী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই জমিদারীর সামিল হইয়াছিল, তথাপি এই আইনের লিখনমত ঐ ভূমির উপর খাজানা এতাবতা রাজস্ব মোকরর হইয়াছে, তবে মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদের দেওয়া হুকুম রদ করিতে পারিবেন, অতএব যদি সরকারের মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা কোন সাহেব মোকররী বন্দোবস্তানুসারে জমিদার প্রভৃতি ভূমাধিকারীদের যে সকল কায়েমী হক অর্থাৎ স্থায়ী স্বত্ব হইয়াছে, তাহার অন্যমতাচরণ করেন, কি ঐ সকল হকে হাত দেন তবে তাহারা তৎক্ষণাৎ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপন আপন হক বুঝিয়া লইতে পারিবে ইতি।

২ প্রকরণ। এই প্রকারণানুসারে এমত হুকুম হইল ও জানান যাইতেছে যে,

* এই ধারামতে যে আপীল হয় তাহা ১৮৪১ সালের ৮ আইন মতে করিতে হইবে

লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি ও খাসাদারী ভূমির ন্যায় দশসালা বন্দোবস্ত হইতে খারিজ থাকা ভূমি সেওবায় দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হওয়া ভূমির সামিল হওয়া ভূমির উপর বেশী খাজানা এতাবতা রাজস্ব মোকরর করণার্থে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদের তরফ হইতে যে সকল দাওয়া দরপেশ হয়, তাহা ঐ বন্দোবস্তহওন সময়ে কিছু চুক কি ভুল কি কারসাজী হইয়া থাকন নিমিত্ত কি অন্য কোন জন্য হইলেও অসম্মত ও বাতিল বোধ হইবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

ইংরেজী ১৮২৫ সালের ১৪ আইন।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সিলের অধীনতায় রাজস্ব কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা নিষ্করস্বরূপে ভূমি ভোগদখল করণ বহাল রাখণ বিষয়ে যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা রাখেন, তাহা জানাইবার ও এদেশ ইংরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকার হওনের পূর্ব্বে নানা স্থানের কর্তৃত্বকারি জনদের দানের প্রবলতা ও দৃঢ়তা নিশ্চয় করণে যে মূল দাঁড়ানুসারে বিচার করা যাইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং নিষ্করস্বরূপে ভোগ দখল করা ভূমির বিষয়ে চলিত যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা গোবিন্দরাও কর্তৃক ইংরেজ বাহাদুরের সরকারকে দত্ত ও ১৮১৮ সালের ২ আইনের লিখনানুসারে জিলা বুন্দেলখণ্ডের মধ্যগত করা ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখাইবার নিমিত্ত এ আইন শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮২৫ সালের তারিখ ১৪ই জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৩২ সালের ৩১ আষাঢ় জারী করিলেন ইতি।

যেহেতু শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের অধীন রাজস্ব কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা নিষ্করস্বরূপে ভূমি ভোগ দখল করণ বহাল রাখণ বিষয়ে যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা রাখেন, তাহার বিষয়ে এমত সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, তাহা ভঞ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং এদেশে ইংরেজ বাহাদুর সরকারের অধিকার হওনের পূর্ব্বে নানা স্থানের কর্তৃত্বকারি জনদের করা দানের প্রবলতা ও দৃঢ়তা নিশ্চয় করণে যে মূল দাঁড়ানুসারে বিচার করা যাইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য, এবং নিষ্করস্বরূপে ভোগদখল করা ভূমির বিষয়ে চলিত যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা গোবিন্দরাও কর্তৃক ইংরেজ বাহাদুরের সরকারকে দত্ত ও ১৮১৮ সালের ২ আইনের নিয়মানুসারে জিলা বুন্দেলখণ্ডের মধ্যগত করা ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখণ আবশ্যক হইল, এবং যেহেতু ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২৬ ধারার ১ প্রকরণে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ঐ আইনানুসারে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের নিষ্পত্তি মোকদ্দমার উপর কেবল বিশেষ আপীল মফঃসল আদালতে হইতে পারিবে, এবং ঐ মত সভাস্থ ইংলণ্ডের রাজাধিরাজের নিকট অবশেষে আপীল হওনের যোগ্য মোকদ্দমা ব্যতিরেকে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার আপীল কেবল বিশেষ হেতু প্রযুক্ত সদর দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবে; এবং উচিত বোধ হইল যে, উপরের লিখিত কথার তাৎপর্য্য যে মোকদ্দমায় আদালতের সাহেবদের নিষ্পত্তি বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের নিষ্পত্তির প্রতিকূল হয়, এমত মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক না রাখে,

কিন্তু এমত মোকদ্দমার আপীল জাবেতামতে হয়, অতএব ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ এবং ৩৭ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ৪১ ও ৪২ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩১ ও ৩৮ আইনের লিখিত কথার এবং নিষ্কর ভূমির বিষয়ে ১৮০৫ সালের ৮ ও ১২ আইনের ও ১৮১৯ সালের ২ আইনের লিখিত যে যে কথা সম্পর্ক রাখে তাহার অতিরিক্ত এবং তাহা শুধরণার্থ নীচের লিখিত হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং এই আইন জারী হওনের তারিখ অবধি ঐ সকল হুকুম ফোর্ট উইলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশ সকলে প্রবল হইবে ইতি।

২ ধারা। এই ধারাক্রমে জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে, লাখেরাজ রূপে অর্থাৎ যাবজ্জীবন কি সর্ব্বকাল সরকারের জমা দেওন ব্যতিরেকে ভূমি ভোগদখল করিতে দেওন এবং ঐ প্রকার ভোগদখল বহাল রাখনের ক্ষমতা আদালতে জাবেতা মতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া বিচার পূর্ব্বক হওয়া নিষ্পত্তি দ্বারা যেমন হউক, তাহা ব্যতিরেকে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে আদ্যোপান্ত আছে, এবং কলিকাতা রাজধানীর তাবে কোন দেশের মধ্যগত ভূমি পূর্ব্বোক্ত মতে ভোগদখল করিতে দান করণ কি তাহা বহাল রাখণ নিমিত্ত ঐ দেশ ইংরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত হওনের পর করা কোন ক্রিয়া কি হুকুম কি নিষ্পত্তি তাহা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে হওন কি ঐ শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলের হুকুম মত হওন কি সরকার হইতে এমত এমত ভোগদখল করিতে দিতে ও বহাল রাখিতে বিশেষ রূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক সাহেবের নিকট হইতে হওন কি এমত দান বহাল রাখণের হুকুম দিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে জাবেতামতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া বিচার পূর্ব্বক নিষ্পত্তি হওন অথবা ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২ ধারার লিখনক্রমে রদ হওয়া ইংরেজী ১৮১১ সালের ৮ আইন চলিত থাকন সময়ে তদনুসারে এবং ঐ আইন রদ হওনের পর ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুমানুসারে কি অন্য যে কোন আইনানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিষ্করকপে ভূমি ভোগ দখল করণ বিষয় সম্পর্কীয় সামান্য হুকুমানুসারে ভূমি কর শূন্য হওন বিষয়ে করা দাওয়ার পূর্ণ বিবেচনা ও অনুসন্ধান করণের পর, পূর্ব্ব বিচারের সময়ে কপট চক্রান্ত হওনের প্রমাণ কোন আদালতে হওন ব্যতিরেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির হুকুম দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদনুসারে ঐ জের মত কর্ম্মকারী কোন বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের দ্বারা হওন ব্যতিরেকে প্রবল হইবে না; আরও হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে উপরের লিখিত নিয়মানুসারে জাবেতামতে কোন আদালতে

মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া বিচার পূর্ব্বক হওয়া নিষ্পত্তিতে যাহা হয়, তাহা ব্যতিরেকে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর অর্থাৎ শ্রীযুত গবর্ণরের স্থানাভিষিক্ত সাহেবের এবং দত্ত ও জয় করা দেশে বোর্ড কমিসনর সাহেবদের ও বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবলোকের করা যে কোন প্রতিজ্ঞা কি হুকুম দ্বারা সরকারের নিষ্কর ভূমির উপর জমা মোকরর করার কর্ত্তৃত্বের হানি করা গিয়া থাকে, কি উত্তরকাল পর্য্যন্ত যবেষ্ছবে রাখা গিয়া থাকে, সে প্রতিজ্ঞা কি হুকুমমত সরকারের হানি হইবে না; এবং তাহাতে ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের কি অপ্রবল দানক্রমে নিষ্কররূপে ভোগদখল করা ভূমি বাজেযাপ্ত বিষযে অন্য যে কোন আইন চলন আছে, তাহার হুকুমানুসারে সরকারের প্রাপ্য টাকা পাইবার নিমিত্ত মালগুজারীর কার্য্যকারক সাহেবদের যথোচিত কার্য্য করিবার প্রতিবন্ধক হইবে না ইতি।

৩ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। এদেশ ইংরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা রাজধানীর তাবে কোন দেশের কর্ত্তৃত্বকারী জনদের করা দানের প্রবলতা ও দৃঢ়তার নিশ্চয় করণে নীচের লিখিত মূল দাঁড়ানুসারে বিচার করা যাইবে ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। নীচে যে তারিখ লেখা যাইবে, সেই সেই তারিখ এবং তাহার পর হইতে যে ভূমি নির্ব্বিঘ্নে ভোগদখল হইয়া আসিতেছে, সে ভূমির ভোগদখল ঐ ভূমির দান করা যাওন কি তাহার ভোগদখল বহাল রাখা যাওনের নিদর্শনী সনদ পত্রাদি না থাকিলেও প্রবল বোধ করা যাইবে; এবং ঐ ভূমির ভোগদখলের প্রকার ও নাম দ্বারা স্পষ্টরূপে ইহা জানা যায় যে, দেশের প্রাচীন রীত্যনুসারে ঐ ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগ্য, তবে তাহা উত্তরাধিকারিগামী হইবে, উপরোক্ত ঐ ঐ তারিখ এই এই যে, ঐ ভূমি সুবে বাঙ্গালা কি বেহার কি কটক ব্যতিরেকে উড়িষ্যার মধ্যগত হইলে, ইংরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট। ও জিল্লা কটক ও পরগণা পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় মাহালতের মধ্যগত হইলে ইংরেজী ১৭৯১ সালের ১৪ অক্টোবর। ও বানারস দেশের মধ্যগত হইলে ইংরেজী ১৭৭৫ সালের ১লা জুলাই। ও ইংরেজী ১৮৮০ সালের নবেম্বর মাসে শ্রীযুত নবাব উজীরের দত্তদেশ সকলের মধ্য গত হইলে ইংরেজী ১৭৭৯ সালের ১০ই নবেম্বর ও ইংরেজী ১৮০৩ সালের ১৬ ও ৩০ ডিসেম্বরের লিখিত নিয়ম পত্রানুসারে শ্রীযুত দওলৎ রাও সিন্ধিয়ার ও শ্রীমান পেশোয়ার দত্ত কোন দেশের মধ্যগত হইলে ইংরেজী ১৭৯২ সালের ১ জানুয়ারি। ও ইংরেজী ১৮১৭ সালের ১ নবেম্বর শ্রীযুত নানা গোবিন্দ রাও কর্ত্তৃক দত্ত খাণ্ডা পরগণা কি

অন্য কোন দেশেরমধ্যগত হইলে ইংরেজী ১৮০৫ সালের ১ নবেম্বর। কিন্তু হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে, যে কোন জাযগীরদার কি অন্য কোন জন কতক কালের নিমিত্ত কি কোন নিয়মযুক্ত নিষ্করররূপে ভূমি ভোগদখল করিতে পাইয়া উপরের লিখিত কোন তারিখে তাহা ভোগদখল করিতে বহিয়া থাকে, যদি স্পষ্ট জানা যায় যে, ঐ ভোগদখলের অধিকার ঐ জাযগাদার কি অন্য ব্যক্তি হইতে পাওয়া গিয়াছে, তবে ঐ প্রকার পরম্পরা ভোগদখলে উপরোক্ত হুকুম সম্পর্ক রাখিবে না, ও ঐ প্রকার পরম্পরা ভোগদখল হইলে ঐ প্রকার ভোগদখল করা ভূমি মুখ্য ভোগদখলের নিয়মযুক্ত হইবে, এবং তাহা বাজেযাপ্তের যোগ্য হইলে সুতরাং ইহাও বাজেযাপ্তের যোগ্য হইবে ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। উপর প্রকরণের লিখিত ভোগদখলের এবং ভূমির ভোগবান আসল গৃহীতা না হইলে তাহা পুরুষানুক্রমে ভোগ্য হওয়া প্রমাণ দেওনের ভার, নিষ্কর ভূমি ভোগদখল করণের কি তাহা পুনর্ব্বার ভোগদখল করিতে পাওনের দাওয়াদারের শিরে থাকিবে; কেননা মূল দাঁড়া এই যে রাজস্ব-কারী প্রত্যেক বিঘা ভূমির উৎপন্ন মধ্যে নিরূপিত কোন অংশ তাহা হস্তান্তর করণ কি ত্যাগকরণ কি কোন কারণ প্রযুক্ত ভূমিতে থাকা আপন স্বত্ব অন্যকে অর্পণ করণ ব্যতিরেকে পাওনের অধিকারী, এবং ঐ হস্তান্তরকরণাদি তিন প্রকার ক্রিয়ার ফলের দাওয়া যাহারা করে, তাহাদের প্রতি ঐ দাওয়ার বিষয়ে তাহাদের স্বত্ব হওনের প্রমাণ দিবার ভার থাকিবে ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ। আর ও হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে, দ্বিতীয় প্রকরণে উক্ত তারিখের পূর্ব্বে কোন ভূমি এক কি ততোধিক পুরুষ পরম্পরা ভোগদখল করা গিয়া থাকিলেও ঐ ভোগদখলে ঐ ভূমি পৈতৃক, ইহা স্পষ্ট জানা যাওন ব্যতিরেকে কি শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে এমত এম বিষয়ে যাহা যাহা লিখিয়া পাঠান কর্ত্তব্য, তাহা পাঠাইবার নিমিত্ত যে যে হুকুম চলিত আছে, তদনুসারে ঐ শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলে তাহা পাঠাইবার তথায় পৈতৃক স্বত্ব গ্রাহ্য হওন ব্যতিরেকে পৈতৃক স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে না।

৫ পঞ্চম প্রকরণ। দিল্লীর বাদশাহ এবং বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার সুবেদার এবং ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪২ আইনে ও ১৮০৩ সালের ৩৬ আইনে ও ১৮০৫ সালের ৮ ও ১২ আইনে বিশেষরূপে যে যে কর্ত্তৃত্বকারীর প্রস্তাব করা গিয়াছে, সেই সেই কর্ত্তৃত্বকারী ব্যতিরেকে এবং সম্বৎ ১৮ ২ সাল মোতাবেক ইংরেজী ১৭৩০ সালে মহারাষ্ট্রীয়দের জয়করণের পূর্ব্বে রাজা চতুরসাল ও তাহার পুরুষের অধিকৃত ও পরে ঐ সালে তদধিকার প্রাপ্ত শ্রীমান পেশওয়া মহাশয়ের অধিকৃত

দেশ ভিন্ন শ্রীযুত নানা গোবিন্দ রাও কর্তৃক দত্ত অন্য দেশ বিষয়ে ঐ ঐ আইনের প্রস্তাবিত কর্তৃত্বকারী ব্যতিরেকে কোন অধিপতি কি অন্য জন এই রাজধানীর তাবে দেশ সকলের কোন দেশের প্রভুত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি স্বরূপ কোন আদালতে এবং রাজস্ব কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদের নিকট গ্রাহ্য হইবে না; ও কোন প্রকারে উপরের লিখিত মত তৎকালের প্রভুত্ববিশিষ্ট জন ব্যতিরেকে অন্য জন করা কি বহাল রাখা দানপত্র যদি উপস্থিত করা যায়, এবং তাহাতে আদালতের সাহেবদের কি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবদের বিবেচনায় ইহা বোধ হয়, ঐ দানপত্র উপস্থিত করিবার দাওয়া অমূলক, তবে আদালতের সাহেবেরা কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে সাহেবদের নিকট ঐ বিষয় উপস্থিত হয়, তাঁহারা ঐ বিষয়ে কোন নিষ্পত্তিকরণের পূর্ব্বে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ঐ বিষয়ের বেওরা লিখিয়া পাঠাইবেন, এবং ঐ শ্রীযুতের করা নিষ্পত্ত্যনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৬ষ্ঠ প্রকরণ। দিল্লীর বাদসাহদের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন কর্তৃত্বকারিদের করা কি বহাল রাখা দান প্রবল হওনের নিয়ম নীচে লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম। দত্ত ভূমি যে দেশের মধ্যগত হয় তাহা দান করণের কি তাহার দান বহাল রাখণের কর্ত্তা যে সময়ে ঐ দেশের অধিপতি ছিলেন ও প্রভুত্ব করিতেন, সেই সময়ে ঐ দান করা যাওন কি তাহা বহাল রাখা যাওন।

২ দ্বিতীয়। ঐ দত্ত ভূমির গ্রহীতা ঐ সময় মধ্যে বাস্তব ঐ দত্ত ভূমিতে ভোগদখল পাইয়া থাকন।

৩ তৃতীয়। ঐ দেশ ইংরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত হওনের পূর্ব্বে তৎকালে অধিপতির হুকুম দ্বারা কি তাহার কর্ম্মকারী জন দ্বারা ঐ ভূমি বাজেয়াপ্ত না হওন কি বাজেয়াপ্ত হইলে তাহা বাজেয়াপ্ত করণ কর্ত্তব তাহা করণের ক্ষমতা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে স্পষ্টরূপে নামঞ্জুর করণ ইতি।

৭ সপ্তম প্রকরণ। এই আইনে লিখিত সকল প্রয়োজনসাধন লিখিতে, এই রাজধানীর তাবে দেশ সকল এই রাজধানী ভুক্ত হওনের যে যে তারিখ নীচে লেখা যাইতেছে, তাহাতে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অর্থাৎ সুবে বাঙ্গলা ও বেহার ও জিলা কটক ব্যতিরেকে উড়িষ্যার নিমিত্ত ইংরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট বাণারস দেশের নিমিত্ত ইঙ্গরেজী ১৭৭৫ সালের ১ জুলাই। শ্রীযুত নবাব উজীর দত্ত দেশ সকলের নিমিত্ত ইংরেজী ১৮০১ সালের ১ জানুয়ারি শ্রীযুত দওলৎরাও সিন্ধিয়া ও শ্রীমান পেশোয়া মহাশয় দত্ত দেশ সকলের

নিমিত্ত ইংরেজী ১৮০৩ সালের ১ জানুয়ারি। জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় মহালের নিমিত্ত ইংরেজী ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর শ্রীযুত নানা গোবিন্দ রাও কর্তৃক দত্ত পরগণা খাণ্ডা ও অন্য দেশের নিমিত্ত ইংরেজী ১৮১৭ সালের ১ নবেম্বর ইতি।

৮ অষ্টম প্রকরণ। এই ধারার ২ প্রকরণের লিখিত মত বহুকালাবধি ভোগদখল করা ভূমি ব্যতিরেকে যে ভূমির প্রভুত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক দান হইয়া থাকে, কি বহাল রাখা না গিয়াথাকে ঐ দানের প্রবলতা হওনের নিয়ম নীচে লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম। শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে বিশেষরূপে যে জনকে ঐ দান কারণের কি তাহা বহাল রাখনের ক্ষমতাপন্ন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ঐ প্রকার ক্ষমতাপন্ন জন দ্বারা দান করা যাওন কি বহাল রাখা যাওন।

২ দ্বিতীয়। গৃহীতার বস্তুত ঐ দত্ত ভূমিতে ভোগদখল হওন এবং ঐ ভূমির খাজানা। তাহার পরে তাহা বাজাপ্ত করণের ক্ষমতাপন্ন কোন জন দ্বারা বাজেপ্ত না হওন ইতি

৯ নবম প্রকরণ। আর হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত কোন দেশ ইংরেজ বাহাদুরের সরকারে অধিকৃত হওনের পূর্ব্বে ঐ দেশের মধ্যগত নিষ্করূপে ভোগ দখল করা ভূমি বাজেয়াপ্ত হইলে, যে কর্ম্মচারী দ্বারা কি তাঁহার হুকুম দ্বারা তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া থাকে, ঐ কর্ম্মচারির তাহা বাজেয়াপ্ত করণ ক্ষমতা থাকা না থাকা নিশ্চয় করণ আবশ্যক হইলে, তাহা করণের কর্তৃত্ব শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সলে থাকিবে। আরও জানান যাইতেছে যে, প্রভুত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তির অধীন কোন কর্ম্মচারী জন করা দান কি তাহা বহাল রাখা প্রবল হওন বিষয়ে কি ঐ প্রকার কোন কর্ম্মকারী জনের বাজেয়াপ্ত করণের ন্যায় ফল বিষয়ে যে সকল জিজ্ঞাসার উত্তর আইনে বিশেষ করিয়া না লিখা গিয়াছে, ও কোন মোকদ্দমার কি অনুসন্ধানী বিষয়ের নিষ্পত্তি করণার্থে তাহার আবশ্যক হয়, সেই সকল জিজ্ঞাসা ঐ কর্ম্মচারী জনের ক্ষমতা পূর্ব্বে শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলে নিশ্চয় নাহইয়া থাকিলে, আদালতের সাহেবদের কি ঐ অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রাপ্ত অনুসন্ধানকারী অন্য সাহেব শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে ইতি।

৪ ধারা। এই আইনের লিখিত কোন হুকুমের তাৎপর্য্য এমত নয় যে, ঐ হুকুম ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ৪১ আইনের ও

১৮০৩ সালের ৩১ আইনের ও ১৮০৫ সালের ১২ আইনের লিখিত দেবার্চ্চনের কি পরোপকারের নিমিত্ত দত্ত ১০ বিঘার অনূর্দ্ধ ভূমির সম্পর্ক রাখে ইতি।

৫ ধারা। এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে যে নিষ্পত্তি কোন আদালতে এই আইনের রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদের ক্ষমতার যে সীমানিরূপণ করা গিয়াছে, তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া এই আইনের লিখিত মূল দাঁড়ার বিপরীতে করা গিয়াছে, সেই সেই নিষ্পত্তি যে যে আদালতে করা গিয়া থাকে, ঐ ঐ নিষ্পত্তি করা যাওনের পর বহুকাল গত হইলে, সেই সেই আদালতে পুনর্ব্বিচার করণ যোগ্য হইবে, এবং বিষয় বিশেষে তাহার উপর জাবেতামতে আপীল কি খাস আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু আবশ্যক যে, ঐ পুনর্ব্বিচার কি আপীলের দরখাস্ত এই আইন জারী হওনের পর একবৎসর মধ্যে আইনের লিখিত মতে উপযুক্ত আদালতে দেওয়া যায়, যদি ঐ একবৎসর অতীতে দেওয়া যায়, তবে বিলম্বের বিশিষ্ট ও প্রত্যয়জনক হেতু জানাইতে হইবে ও আর হুকুম করা যাইতেছে যে, ঐ নিষ্পত্তি যদি মফঃসল আপীল আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে করা গিয়া থাকে, তবে ঐ ঐ আদালতের সাহেবদের মধ্যে বহুতরসাহেবদের একমত্য আছে যে, ঐ পূর্ব্বের কথা নিষ্পত্তি করা যাওন সময়ে ঐ নিষ্পত্তি যে সাহেব করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত ঐ সাহেবেরা একবাক্য ছিলেন বা না ছিলেন, পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমার দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে ও তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, কেন না ইংরেজী ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার লিখিত কথা এই ধারার লিখনক্রমে বিশেষ বাক্যস্বরূপ হওন প্রযুক্ত ঐ বিচারের সহিত সম্পর্ক রাখিবে না জানান গেল ইতি।

৬ ধারা *। ইংরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২৬ ধারালিখিত কথা শুধরণ নিমিত্ত এই ধারা এমন নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে, ঐ উপরের লিখিত আইনের হুকুমানুসারে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবলোকের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদের কথা নিষ্পত্তি কোন জিলার আদালতের সাহেবেরা রদ কি মতান্তর করিলে মফঃসল আপীল আদালতে তাহার উপর জাবেতামতে আপীল হইতে পারিবে, ও ঐ মত কোন মফঃস্বল আপীল আদালতে প্রথম বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, যদি ঐ আদালতের নিষ্পত্তিতে বোর্ড রেবেনিউর কি পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপন্ন সাহেবদের নিষ্পত্তি রদ কি মতান্তর হয়, তবে ঐ মোকদ্দমার বিষয় ইংরেজী ৫০০০ পাঁচ হাজার পৌণ্ডের কম হইলেও জাবেতামত তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবে, কিন্তু

* ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১০ ধারার ৪ প্রকরণ দেখ।

উপরের ধারার লিখিত হুকুম জিলার আদালতের কি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যে যে মোকদ্দমায় বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদের করা নিষ্পত্তি বহাল রাখেন, ঐ ঐ মোকদ্দমার সহিত এখনও সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

১৭৯৩ সালের ১ আইন।

ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ্চে যে যে বিশেষ বিষয় ইস্তাহারনামাক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১লা মে মোতাবেক বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১শে বৈশাখ, ফসলী ১২০০ সালের ৬ই বৈশাখ, বিলাতী ১২০০ সালের ২১শে বৈশাখ, সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ই বৈশাখ ও হিজরী ১২০৭ সালের ১৯শে রমজানে আইনের মতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া জারী করিলেন।

শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুর হইতে সুবে বেহার, বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার মোতালক কর সম্পর্কীয় সমস্ত ভূমির স্থির রাজস্ব অর্থাৎ মোকররী জমা ধার্য্য যুক্তে যে যে বিশেষ বিষয়, সমস্ত জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদের কারণ ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ্চের ইস্তাহার নামাক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সেই ইস্তাহারনামার তারিখ হইতে এইক্ষণে আইন মতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া নীচের লিখনানুসারে চলন ও জারী হইবে ইতি।

২ ধারা। ইস্তাহারনামার প্রথম দফা। সুবেজাৎ বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার মোতালক কর সম্পর্কীয় সমস্ত ভূমির ১০ দশ সন। বন্দোবস্তের নিমিত্ত যে সকল আইন ইংরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ও ২১শে নবেম্বর এবং ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে ভূম্যধিকারি-দিগকে জানান যাইতেছে যে, যে সকল অধিকারী ঐ সকল আইন মত আপনা-দের ভূমির বন্দোবস্ত স্বয়ং কি আপনাদের পক্ষের লোকদের দ্বারা সরকারে করিবে, তাহাদের ভূমির যে মোকররি জমা ধার্য্য ঐ বন্দোবস্ত কালে হইবে, তাহা বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদের মঞ্জুর হইলে দশ সনের পরও অস্থির ও ফেরফার না হইয়া চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে ইতি।

৩ ধারা। ইস্তাহারনামার দ্বিতীয় দফা। সম্প্রতি বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব-দের হুজুর হইতে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল মারকুইস কর্ণওয়ালিস বাহাদুরের প্রতি এমত কর্ত্তৃত্ব অর্পিল যে সুবেজাত বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার মোতালক সমস্ত জমিদার ও হুজুরি তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগকে এই সমাচার দেন যে, দশসনী বন্দোবস্তের আইন হায়ের মত তাহাদের ভূমির যে মোকররি জমা ধার্য্য হইয়াছে কি হয়, তাহা চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে ইতি।

৪ ধারা। ইস্তাহারনামার তৃতীয় দফা। সম্প্রতি ঐ শ্রীযুক্ত উপরের লিখিত কর্ত্তৃত্বক্রমে সমস্ত জমিদার ও হুজুরি তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী যাহাদের

নিজের সহিত কি স্বপক্ষ লোকদের সঙ্গে ঐ সকল আইন মত তাহাদের ভূমির বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে এই সমাচার দিতেছেন যে, সরকারের সহিত তাহাদের ভূমির উপর দশসনী বন্দোবস্ত ক্রমে যে মোকররী জমা ধার্য্য হইয়াছে, তাহা ঐ বন্দোবস্তের মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মকাল গতেও, অস্থির ও ফেরফার না হইয়া সেই জমাযই সে ভূমি তাহাদের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে ইতি।

৫ ধারা। ইস্তাহারনামার ৪র্থ দফা। যে যে জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারির ভূমির উপর উপরের প্রস্তাবিত সকল আইন মত সরকার হইতে মোকররী জমা ধার্য্য হইয়া তাহাদের অস্বীকার ও নাকবুলের নিমিত্ত যে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে আসিয়া কি তাহা সরকার হইতে অন্যান্য লোককে ইজারা দেওয়া গিয়া থাকে, তাহার মধ্যে যাহাদের ভূমি সরকারের খাস তহসীলে আসিয়া থাকে, তাহাদিগকে ঐ শ্রীযুত জানাইতেছেন যে, ঐ সকল আইন মত সেই ভূমির উপর যে মোকররী জমা ধার্য্য হইয়াছে কি হয়, সে জমা যদি তাহারা স্বীকার ও কবুল করে, তবে পুনর্ব্বার সে ভূমি তাহাদের হস্তগত হইয়া পরেও সে জমার অস্থিরতা ও ফেরফার না হইয়া সেই জমাই তাহাদের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল থাকিবে। আর যাহাদের ভূমি ইজারাদারদের ইজারায় থাকে তাহাদিগকেও জানাইতেছেন যে, সেই ইজারার মিয়াদ গত হইয়া পর্যন্ত ইজারাদারেরা স্বেচ্ছাক্রমে সেই ইজারা হইতে হস্ত উঠাইয়া সে ভূমি সেই ভূম্যধিকারিদিগকে ছাড়িয়া না দিলে, এবং ঐ শ্রীযুতের হজুরেও মঞ্জুর না হইলে, সে ভূমিতে সেই ভূম্যধিকারিরা আমল পাইবে না, কিন্তু সেই ইজারার মিয়াদ গেলে যদি সেই ভূম্যধিকারিগণ তাহাদের ভূমির যে মোকররী জমা ধার্য্য হইয়া থাকে কি হয়, তাহা স্বীকার ও কবুল করে, তবে সে ভূমি তাহাদের হস্তগত হইয়া পরেও সে জমার অস্থিরতা ও ফেরফার না হইয়া সেই জমাযই তাহাদের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে ইতি।

৬ ধারা। ইস্তাহারনামার পঞ্চম দফা। সরকারের খাসের যে ভূমি আছে ও পশ্চাৎ যে ভূমি খাস হয়, সে ভূমি যদি অন্য লোককে দেওয়া যায়, তবে দিবার কালে সে ভূমির উপর যে মোকররী জমা ধার্য্য হয়, সেই জমাই সে ভূমি সেই লোকের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে ইতি।

৭ ধারা। ইস্তাহারনামার ষষ্ঠ দফা। সমস্ত জমিদার ও হজুরি তালুকদার

প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ বরং সুবেজাৎ বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা নিবাসী সমস্ত লোকে জানিত যে, অদ্যাবধি কখন ভূমির জমা মোকররী মতে ধার্য্য হয় নাই, তম্মাৎ এ দেশের পূর্ব্বের হাকিমেরা প্রাচীন দাঁড়া ও চলন ক্রমে কখন কখন ভূম্যধিকারিদের স্থানে বেশী তলব করিয়া তাহা, উসুলের কারণ মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তাহাদের ভূমির উৎপন্ন নিশ্চয় ও তহকীক করাইয়াছেন, এবং সময় বিশেষে তাহাদিগকে সে ভূমি হইতেও উত্যক্ত ও বেদখল করিয়া সে ভূমি অন্যান্য লোককে ইজারা দিয়াছেন, কি তাহার প্রজাদের স্থানে খাজানা উসুল কারণ মফঃস্বলে সাজাওল পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা এমত সকল দাঁড়াকে দেশের পত্তন আবাদ ব্যাঘাত জনক ও অনিষ্টের মূল অনুমান করিয়া এ দেশের যাবতীয় লোকের কল্যাণ ও কুশলের হেতুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে উপরের প্রস্তাবিত আপনাদের কৃত পরিষ্কার মর্ম্ম জন্মাইবার জন্য হুকুম প্রচার করিলেন। অতএব সমস্ত জমিদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী যাহাদের ভূমির বন্দোবস্ত সরকারের সহিত হইয়াছে কি হয়, তাহারা নিশ্চয় জানিবে যে, তাহাদের ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য বিষয়ে বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদের হুজুর হইতে যে হুকুম হইয়াছে, তাহা পরিবর্ত্ত ও ফেরফার করিতে বিলাত হইতে যে সকল সাহেবকে এ দেশের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ও তাহার বন্দোবস্তের ভার অর্পিত হয়, তাহাদের কেহ কোন প্রকার সাধ্য রাখিবেন না।

শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলে এই অভিপ্রায় রাখেন যে, সমস্ত ভূম্যধিকারী আপনাদের ভূমির মোকররী জমা ধার্য্যের ফলকে অতি সুন্দর জ্ঞান করিয়া আপনাদের ভূমির উৎপন্ন বৃদ্ধির নিমিত্ত যত চেষ্টা ও তরদ্দুত করিবে, তাহা তাহাদের লাভ ও মুনফায় তরে পাইবে, এবং ঐ উৎপন্ন বৃদ্ধি প্রযুক্ত তাহাদের ও তাহাদের উত্তরাধিকারী ও ওয়ারিসানের স্থানে কস্মিনকালে কিছু বেশী তলব সরকারে হইবে না।

যদ্যপ্যাৎ নিজ ভূম্যধিকারিদের এই কর্ত্তব্য যে, সরকারের মালগুজারি বিনা শৈথিল্য ও গাফিলাতে সময় শিরে দেয়, এবং ধর্ম্মত বিচলিত ও বিস্তর লোভী এবং কর্কশ না হইয়া আপনাদের পেটার সমস্ত তালুকদার ও প্রজাবর্গ সম্বন্ধে ভদ্রদায়ক ও স্নেহকারক হয়, কিন্তু এক্ষণের হুকুমে ভূম্যধিকরিদের সম্পর্কে যে সকল লাভ বর্ত্তিবে, তদ্দৃষ্টে পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়ক্রমে উপরের লিখিত কর্ত্তব্য সাধনে যত্নশীল হওয়া সম্প্রতি তাহাদের উচিত হয়, অতএব ঐ শ্রীযুক্ত অভিপ্রায় রাখেন যে, ভূম্যধিকারিগণ ঐ মর্ম্মের সঙ্কলন করা কেবল আপনাদের নিজের প্রতিই পরিসীমা না জানিয়া তাহাদের নিয়োজিত যে সকল ব্যক্তি তাহাদের পেটার

তালুকদার ও প্রজাবর্গ স্থানে খাজানা উসুল কারণ মফঃসলে যায়, তাহাদিগকেও যথেষ্ট অনুযোগ ও তাকীদ করে যে, তদনুসারে সর্ব্বতোভাবে ঐ মর্ম্মের সঙ্কলন করিতে তাহারা মনোযোগী হয়। এতদ্ভিন্ন ভূম্যধিকারী প্রভৃতি উপরের লিখিত ব্যবস্থায় বিচলিত না হইয়া অবাধে সরকারের মালগুজারি সর্ব্বক্ষণ বিনা শৈথিল্যে ও গাফিলীতে দিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে ঐ শ্রীযুত এমত জানাইতেছেন যে, উত্তর কাল অনাবৃষ্টি কি অতি বৃষ্টি অর্থাৎ শুকা কি হাজা অথবা ঋতুসংঘটিত অন্যোৎপাতে সরকারের মালগুজারি মৌকুফ কি মাফের বিষয়ের দরখাস্ত শুনা যাইবে না। বরং জমিদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী যাহাদের ভূমির বন্দোবস্ত উপরের প্রস্তাবিত আইন মতে সরকারে হইয়াছে কি হয়, তাহাদের কেহ অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারী ও ওয়ারিসানের কোন ব্যক্তি সরকারের মালগুজারি সময় শীরে দিতে ত্রুটী করে, তবে সেই বাকির জন্য হয় তাহার সমস্ত ভূমি, না হয় সে ভূমির কিয়দংশ, সেই বাকী আদায়ের কারণ নিতান্তই নীলামে বিক্রয় করা যাইবে ইহার অন্যথা কদাচিৎ হইবে না ইতি।

৮ ধারা। ইস্তাহারনামার ৭ম দফা। শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলে উপরের লিখিত মর্ম্মাধীন কাহারও কিছু সন্দেহ না জন্মিতে পারিবার কারণ আবশ্যক জানিতেছেন যে, সমস্ত জমিদার ও হুজুরি তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের নীচের লিখনানুসারে জ্ঞাত করান্।

১ প্রথম এই যে। হাকিমের উচিত যে, ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতঃ দুঃস্থ ও গরিবদের রক্ষা নিত্য করেন, অতএব ঐ শ্রীযুত সকল মফঃসলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাষিলোকদের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করা উচিত জানিবেন, সে কালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিবেন, কিন্তু এমত সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে কোন প্রকারে জমিদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদের শিরে যে মোকররী জমা ধার্য্য রহে, তাহা দিবার বিষয়ে তাহাদের কিছু আপত্তিও ওজর হইবে না।

২ দ্বিতীয় এই যে। শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুম মতে ইংরেজী ১৭৯০ সালের ২৮ শে জুলাই সায়েরের দান যগাৎ অর্থাৎ হাসিল মাসুল উঠিয়া গিয়াছে, ও সে হেতু ভূম্যধিকারিদের যে ক্ষতি ও লোকসান হইয়াছিল, তাহার এওজ সরকার হইতে তাহাদিগকেও দেওয়া গিয়াছে। অতএব এক্ষণে ঐ শ্রীযুত সকল লোককে এই জানাইতেছেন যে, যদি উত্তর কাল সায়েরের হাসিল মাসুল পূর্ব্বের মত ধার্য্য হয় কি মতান্তরে হাসিল মাসুল লওন উচিত জানা গিয়া ধার্য্য হইলে, তাহা উসুলের নিমিত্ত সরকারের তরফ লোক নিযুক্ত হয়, তবে

ঐ সকল হাসিল মাসুলে ভূম্যধিকারিদের কিছু স্বত্বাধিকার থাকিবে না, ও সে জন্য আপনাদের শিরের মোকররী জমাযও কিছু কমি পাইবে না।

৩ তৃতীয় এই যে। যে ভূমি নিষ্কর অর্থাৎ লাখেরাজী মতে এদেশি লোকদের ভোগ দখলে আছে, তাহার মধ্যে যাহা সনন্দানুসারে অসিদ্ধও গরমাতবর কাহারও ভোগ দখলে থাকা প্রমাণ ও তহকিক হয়, তাহার উপর যে জমার ধার্য্য করা ঐ শ্রীযুত উচিত জানেন তাহাই করিবেন, ও সে জমা কেবল সরকারের স্বত্বও হক হইবে, তাহার কোন অংশ ভূম্যধিকারিদিগকে অর্শিবে না।

৪ চতুর্থ এই যে। যে ভূম্যধিকারিদের শিরে উপরের লিখিত দফাওয়ারি ধারা ক্রমে যে মোকররী জমা ধার্য্য হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে কিছু নগদ ও ভূমিতে থানাদারি ওগয়রহর আখরাজাতে বন্দোবস্তের সময় মিনাহ পাইয়াছে, তাহা তাহাদের অধিকার হইতে খারিজ ও আলাহিদা জানা যায়। এক্ষণে ঐ শ্রীযুত প্রজাবর্গের রক্ষণ ও নেখাবাণির কার্য্য ভূম্যধিকারিদের হস্ত ছাড়া করিয়া ঐ কার্য্যে অন্যান্য লোককে প্রবৃত্ত করিলেন, অতএব ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে, ঐ মিনাহ হওয়া নগদ ও ভূমি সমস্ত কি উহার মধ্যে যে কিছু সরকারে বাজেয়াপ্ত করা উচিত জানেন, তাহা করেন। এবং ঐ শ্রীযুত জানাইতেছেন যে, এমত বাজেয়াপ্তি ভূম্যাদির যে উৎপন্ন সরকারে তহসীল হইবে, তাহা সমস্তই পুলিসের যাবতীয় খরচ অর্থাৎ থানাদারীর আখরাজাতে আসিবে, অন্য খরচে লাগিবে না। এবং সকল কালেক্টর সাহেবকেই হুকুম হইবে যে, ঐ বাজেয়াপ্তি ভূম্যাদি ভূম্যধিকারিদের ভূমির জমার সামিল না করিয়া তাহা আলাহিদা তহসীল করেন।

৫ পঞ্চম এই যে। এই আইনের লিখিত মর্ম্মক্রমে কাহারও এমত বোধ না হয় যে, যে সকল লোক ইংরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে নির্দ্দিষ্ট অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারিদের বিষয়ক আইনের প্রথম ধারানুসারে অনুপযুক্ত ঠাহরিয়া আপনাদের ভূমিতে অনধিকারী ও বিএখতিয়ার থাকে, তাহাদের ভূমির উপর ১০ দশসনী বন্দোবস্ত আইন মত যে মোকররী জমা ধার্য্য হইয়াছে, কি হয়, সেই অনধিকার কালে তাহা বাকী পড়িলে, সে বাকীর কারণ তাহাদের ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবে। কিন্তু ইহা জানিতে হইবে যে, যে কালে ইংরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ই জুলাইর নির্দ্দিষ্ট আইনের প্রথম ধারাক্রমে ভূম্যধিকারিদের অনুপযুক্ততা গিয়া উপযুক্ত হইবায় কি ঐ আইন পরিবর্ত্তন অথবা স্থগিত ও মৌকুফের জন্য যে কালে ঐ শ্রীযুতের হুজুর হইতে আপনাদের ভূমির অধিকার ও কর্তৃত্ব পায়, সেই অধিকার কাল ইস্তক তাহাদের

ভূমির উপর নির্দ্ধারিত মোকররী জমার বাকীর কারণ তাহাদের ভূমি নীলামে বিক্রয় হইতে পারিবে, যে মতে উপযুক্ত অধিকারিদের ভূমির উপর মোকররী জমার ধার্য্য হইলে তাহার বাকীর নিমিত্ত তাহাদের ভূমি, এবং ইংরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাইর আইনের প্রথম ধারার লিখনানুসারে অনুপযুক্ত হইবার গতিক ছাড়া, যে সকল ভূমির অধিকারী আজন্ম রোগী কি জন্মিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আপনাদের ভূমির সরবরাহের অযোগ্য হয়, তাহাদের নিজের সহিত কি তাহাদের পক্ষের লোকদের সঙ্গে দশ সনী বন্দোবস্তের মতে তাহাদের ভূমির মোকররী জমা ধার্য্য হইয়া থাকিলে, তাহা বাকী জন্য যে মতে তাহাদের ভূমি নীলামে বিক্রয় হয়, সেই মতে উক্ত ভূমি বিক্রয় হইবে ইতি।

৯ ধারা। ইস্তাহার নামার অষ্টম দফা। ভূম্যধিকারীরা এই ক্ষণের সকল আইন মত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনাহুকুমে আপনাদের ভূমি অন্যকে অর্পণ করিতে পারে কি না, এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ঐ শ্রীযুত সমস্ত জমিদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগকে জানাইতেছেন যে, ঐ হুজুরের হুকুম না হইলেও সমস্ত জমিদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদের ক্ষমতা আছে যে, আপনাদের ভূমি সমুদয় কি কিঞ্চিৎ চাহে বিক্রয় কি দান করে অথবা প্রকারান্তরে অন্যকে দিতে পারে ও এমত বিক্রয় ও দানাদি মুসলমানজাতির মধ্যে সরাবমতে ও হিন্দুজাতির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে হইলে ও এইক্ষণ ও উত্তরকালের আইন সমূহের ব্যতিক্রমে না হইলে সাব্যস্ত ও মঞ্জুর থাকিবে ইতি।

১০ ধারা। ইস্তাহারনামার নবম দফা। যে ভূমির বন্দোবস্ত মোকররী জমা ধার্য্যক্রমে সরকারে হইয়াছে কি হয়, সে ভূমি তাহার অধিকারির এক মহালে অথবা পৃথক পৃথক মহাল নির্দ্দিষ্টেই বা রহিয়া তাহার মোটে এক মালগুজারি হয়, কি এক তাহতে মহাল মহাল মোকররী জমার প্রভেদ অর্থাৎ তফসিল থাকিলে যদি কালক্রমে সে ভূমি সমুদয় তাহার অধিকারির স্বেচ্ছায় অথবা নিলামে বিক্রয় হয়, তবে সে ভূমির মধ্যের পত্তন আবাদ হইবার যোগ্য পতিত ভূম্যাদি ছাড়া তৎকালে উশুল ও হাসিল ভূম্যাদির উৎপন্ন ধরিয়া তাহাতে সরঞ্জামী বাদ দিয়া বাকীর সহিত সেই মোকররী জমার মিলন করিলে তাহার মর্ম্ম ও ফলবোধ হইতে পারিবে, ও সে ভূমি একের অধিকার হইতে অন্যের হস্তগত হইলেও সে ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য থাকে, তাহার ফেরফার হইতে পারিবে না, কিন্তু এমত ভূমি হিস্যাওয়ারীতে এতাবতা অংশক্রমে স্বেচ্ছায় কি নিলামে বিক্রয় কি দান হইলে অথবা সাধারণ থাকিয়া অংশিদের সহিত অংশ হইতে লাগিলে

তাহার একএক অংশের মোকররী জমার ধার্য্য যে দাঁড়ায় করা যাইবে, তাহা প্রকাশ-করা এই হেতু উচিত যে, ইহার মোকররী জমা ধার্য্যের নিমিত্ত দাঁড়া স্থির না হইলে উপরের লিখিত কালক্রমে অর্থাৎ বিক্রয়াদি হইবার সময় সেই এক এক অংশের মর্ম্মের অন্ত ও ফলের নিরূপণ কিছুই না হইয়া মোকররী জমার ধার্য্য হওয়ানুসারে যে ফল বোধ আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে লাভ হইতে পারিবে না, অতএব যে সকল দাঁড়ার উপরের লিখিত কালক্রমে মোকররী জমার ধার্য্য হইবে তাহা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলে নীচের লিখনানুসারে নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

আদৌ এই যে, জমিদার কি হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদের যাহার ভূমির বন্দোবস্ত ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইন মতে সরকারে হইয়াছে কি হয়, সে ভূমি সরকারে মালগুজারীর নিমিত্ত ঐ শ্রীযুতের হুজুরের হুকুমে কি কারণান্তরে আদালতের ডিক্রীমতে অংশক্রমে নিলামে বিক্রয় হইলে, সে কালে তাহার একএক অংশের মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবে যে, সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার নির্দ্ধারিত মোকররী জমা সেই উৎপন্নের যে অংশ হয়, তদনুসারে সেই এক এক অংশের উৎপন্নক্রমে সেই এক এক অংশের মোকররী জমা ধার্য্য ও মিলন করা যাইবে; ও সে কারণে সেই সমুদয় ভূমির উৎপন্ন এইক্ষণের ও উত্তর-কালের আইন হায়ের লিখিত দাঁড়াক্রমে বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবে, এবং সেই এক এক অংশের ভূমি সেই জমাতেই তাহার খরিদারের উত্তরাধিকারী আদি-ক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে।

২ দ্বিতীয় এই যে। যদি জমিদার কি হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারি-দের কাহারও ভূমির কিঞ্চিৎ অংশ অর্থাৎ কিসমৎ সরকারের মালগুজারী বাকীর নিমিত্ত ঐ শ্রীযুতের হুজুরের হুকুমে কি কারণান্তরে আদালতের ডিক্রীমতে নিলামে বিক্রয় হয়, তবে সে কিসমৎ মোটে একত্র বিক্রয় হইলে সে কালে তাহার মোকররী জমা ধার্য্য এইরূপে হইবে যে, সেই ভূম্যধিকারির সমুদয় ভূমির তৎকালে উৎপন্ন-ক্রমে তাহার মোকররী জমা সেই উৎপন্নের যে অংশ হয়, সেই অনুপাতে সেই কিসমতের তৎকালের উৎপন্নক্রমে সেই কিসমতের মোকররী জমা ধার্য্য ও মিলন করা যাইবে। আর যদি সেই কিসমত অংশক্রমে বিক্রয় হয়, তবে সে কালে তাহার এক এক অংশের মোকররী জমা ধার্য্য এইরূপে হইবে যে, ভূম্যধিকারির সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমা সেই উৎপন্নের যে অংশ হয়, সেই অনুপাতে সেই কিসমতের সকল অংশের তৎকালের উৎপন্নক্রমে সেই কিসমতের সকল অংশের মোকররী জমার ধার্য্য ও মিলন করা যাইবে। আর সেই

ভূম্যধিকারির ভূমির কিসমত মোটে একত্র কি অংশক্রমে বিক্রয় হইলে তাহার মোকররী জমা ধার্য্যের কারণ সেই ভূম্যধিকারির সমুদায় ভূমির তৎকালের উৎপন্ন এইক্ষণ ও উত্তরকালের আইন হাবের লিখিত দাঁড়াক্রমেই বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবে, এবং সেই খরিদা ভূমি সেই জমাযই সেই খরিদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে। এমতে ভূম্যধিকারির ভূমির কিসমত বিক্রয় হইলে পর, তাহার অবশিষ্ট যে ভূমি থাকে, তাহার মোকররী জমাযই সেই অবশিষ্ট ভূমি সেই ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে।

৩ তৃতীয় এই যে। যে কালে জমিদার কি হুজুরি তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদের কেহ আপনার সমুদয় ভূমি অংশক্রমে দুই কি অধিক জনকে বিক্রয় অথবা দান করে, কি মতান্তরে দেয়, অথবা আপন ভূমির কোন অংশ মোটে এক জনকে কি সাধারণক্রমে জন কয়েককে বিক্রয় অথবা দান করে কি মতান্তরে দেয়, সে কালে সেই এক এক অংশের মোকররী জমা ধার্য্য এই রূপে হইবে যে, সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমা সেই উৎপন্নের যে অংশ হয়, সেই অনুপাতে সেই এক এক অংশ ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমা ধার্য্য ও মিল করা যাইবে, ও তজ্জন্য সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্ন এইক্ষণের ও উত্তর কালের আইন সকলের লিখিত দাঁড়াক্রমে বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবে, এবং সেই এক এক অংশের ভূমি যাহার যাহার হস্তগত হয়, সে ভূমি সেই জমাযই তাহার তাহার উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে। এমতে ভূম্যধিকারী আপন ভূমির কোন কিসমৎ মোটে এক জনকে অথবা সাধারণক্রমে জন কয়েককে বিক্রয় কি দান করিলে অথবা মতান্তরে দিলে পর, সেই ভূম্যধিকারির অবশিষ্ট যে ভূমি থাকে, তাহা মোকররী জমাযই সেই অবশিষ্ট ভূমি সেই ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে।

৪ চতুর্থ এই যে। যে ভূমির বন্দোবস্ত মোকররী জমা ধার্য্যক্রমে সরকারে হইয়াছে কি হয়, সে ভূমির অধিকারী যদি সাধারণক্রমে এক সামিলে দুই কি অধিক জন থাকে অথবা সে ভূমি আদৌ এক জনের অধিকারে রহিয়া পশ্চাৎ দুই কি অধিক জনের সাধারণ হয়, তবে সে ভূমি তাহার অংশিদের মধ্যে অংশ হইলে, সেই এক এক অংশের মোকররী জমা ধার্য্য এই রূপে হইবে যে, সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমা সেই উৎপন্নের যে অংশ হয় সেই অনুপাতে সেই এক এক অংশ ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী

জমা ধার্য্য ও মিল করা যাইবে, ও তজ্জন্য সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্ন হওনের ও উত্তর কালের আইন সকলের লিখিত দাঁড়াক্রমে বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবে, এবং সেই এক এক অংশের ভূমি সেই জমায়ই এক এক অংশির উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে ইতি।

১১ ধারা। ইস্তাহারনামার ১০ দশম দফা যে কালের জমিদার কি হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি কোন ভূম্যধিকারির ভূমি সরকারের খাস তহসীলে অথবা ইজারাদারের ইজারা থাকিয়া নীলামে বিক্রয় হয়, কি সেই অধিকারির স্বত্বাধিকার হইতে অন্যের হস্তে যায়, অথবা সে ভূমি সাধারণ থাকিয়া অংশিদের সহিত অংশ হয়, এমত ভূমির মোকররী জমা ধার্য্যার্থ নীচের লিখনানুসারে কয়েক নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল।

আদৌ এই যে, ভূম্যধিকারির স্থানে তাহার ভূমির মোকররী জমা দশসনী বন্দোবস্ত আইন মতে তলব হইয়া তাহার অস্বীকার ও না কবুল নিমিত্ত যে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কি ইজারাদারের ইজারায় রহিয়া থাকে, সে ভূমি যদি আদালতের ডিক্রীক্রমে সমুদয় অথবা অংশক্রমে কি সে ভূমির কিছু কিসমত মোটে অথবা অংশক্রমে নীলামে বিক্রয় হয়, তবে ভূমি খাস তহসীলে থাকিলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের হুজুর হইতে তাহার উপর যে মোকররী জমা ধার্য্য হয়, সেই জমা নির্দ্দিষ্টেই বিক্রয় হইবে; ও সেই জমায়ই সে ভূমি সেই খরিদদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে; ও যে ভূমি বিক্রয় কালে ইজারদারের ইজারায় থাকে, সে ভূমি সমুদায় কি অংশক্রমে বিক্রয় হইতে লাগিলে নীচের লিখিত মতানুসারে বিক্রয় হইবে। তাহার বেওরা এই যে, সেই ভূমি বিক্রয়ের সময় হইতে সেই ইজারাদারের ইজারার মিয়াদের বাকী যে কাল থাকে, সেই কালের অধিকারীত্ব স্বত্ব এতাবতা মালিকানা হক্ যাহা পূর্ব্বাধিকারিকে অর্শিত, সেই মিয়াদ যাবৎ গত না হয়, তাবৎ সেই মালিকানা হক্ সেই ভূমির খরিদদার পাইবে। ইহাতে সেই খরিদদারের কর্ত্তব্য যে, সেই ভূমি নীলামের কালে আদৌ একরার করে যে, সেই ইজারার মিয়াদ গেলে ঐ শ্রীযুতের হুজুর হইতে সে ভূমির উপর যে মোকররী জমা ধার্য্য হওন উচিত হয়, সেই জমা কবুল করে। তাহাতে ইজারার মিয়াদের বাকি কালের যে মালিকানা হক্ খরিদদারকে অর্শিবে, তাহার ও ইজারার মিয়াদ গেলে যে মোকররী জমা সেই খরিদদারের দেওয়া সঙ্গত হইবে, ইহার নিরূপণ ও তায়দাদ ভূমি নীলামের সময় জানাইতে হইবে, ও সেই ভূমি সেই জমায়ই সেই খরিদদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবে।

২ দ্বিতীয় এই যে। জমিদার কি হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদের কাহার ও ভূমি সরকারের খাস তসহসীলে কি ইজারদারের ইজারায় থাকিলে অথবা উত্তর কালে আসিলে যদি সেই অধিকারী আপন ভূমি সমুদয় কি অংশক্রমে দুই কি অধিক জনকে অথবা সে ভূমির কিছু কিসমত মোটে কি অংশক্রমে জন কয়েককে বিক্রয় অথবা দান করে, অথবা মতান্তরে অন্যকে দেয়, তবে যাহাদের হস্তে যে ভূমি যায় তাহারা তাহার মালিকানা হক, যাহা পূর্ব্বাধিকারিকে অর্শিত, তাহা সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে থাকিলে, সরকার হইতে ও ইজারায় রহিলে, ইজারদারের স্থান হইতে পাইবে, ও তাহাদের গতিক অর্থাৎ সত্ত্বাসত্ত্ব চতুর্থ ধারার লিখিত লোকদের গতিকের ন্যায় হইবে। এবং তাহাদের ভূমির যে মোকররী জমা ধার্য্য দশসনী বন্দোবস্ত আইন মত হইয়া থাকে, সে জমা তাহারা কবুল না করণপ্রযুক্ত সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কি ইজারদারের ইজারায় থাকন অভিপ্রায় হইলে ঐ চতুর্থ ধারার লিখিত সকল হুকুম তাহাদের প্রতিও প্রয়োগ ও জারী হইবে।

৩ তৃতীয় এই যে। যে ভূমি অংশিদের সহিত সাধারণ থাকে, কি উত্তরকালে সাধারণ হয়, সে ভূমি যদি সরকারের খাস তহসীলে অথবা ইজারদারের ইজারায় রহে তবে, এমতে সে ভূমি তাহার অংশিদের মধ্যে অংশ হইলে সে সকল অংশির গতিক চতুর্থ ধারার লিখিত লোকদের গতিকের ন্যায় হইবে, ও তাহাদের ভূমির যে মোকররী জমা দশসনী বন্দোবস্ত আইন মত তলপ হইয়া থাকে, সে জমা তাহারা কবুল না করণ প্রযুক্তও সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কি ইজারদারের ইজারায় থাকন অভিপ্রায় হইয়া ঐ চতুর্থ ধারার লিখিত সকল হুকুম তাহাদের প্রতিও প্রয়োগ ও জারী হইবে ইতি।

সম্পূর্ণ ।

১৭৯৩ সালের ২ আইন।

হেতুবাদ।

শ্রীযুত কোম্পানী ইংরেজ বাহাদুরের অধিকার বাঙ্গলা দেশীয় বিশিষ্ট মর্য্যাদা ও নানাবিধ দ্রব্যজন্মান ও প্রস্তুত কারণের কারণ যে সকল সামগ্রী চাই, তাহার উৎপত্তি ভূমি হইতে হয়, অতএব বিখ্যাত আছে যে, চাষ কর্ম্মের আধিক্যে মহাজনী দ্রব্যাদি অনেক জন্মে, ও তৎসহযোগে দেশের সম্পত্তি ও বিস্তর হইতে পারে; কিন্তু চাষকর্ম্মের আধিক্যানুসারে এদেশে যে সকল লাভ দর্শে, তাহা কেবল মহাজনী বিষয়েই পর্য্যবসান নহে। এই হেতু যে, এদেশে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুজাতি বিস্তর লোক আছে, তাহাদের ব্যবহারতঃ আহারের তাৎপর্য্য অর্থাৎ দিনপাতের ভরসা ভূমির উৎপত্তি সামগ্রীতেই বর্ত্তে, এবং হিন্দুছাড়া অপর ক্ষুদ্র লোকেও দেশাচার ও অসঙ্গতি কারণ আপনাদের কালহরণের আশা ভূমির উৎপত্তির উপরেই রাখে, এমত দর্শন হইতেছে, মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক কি অতিবৃষ্টিতে জলমগ্ন হাজা হইলে, ভূম্যাজিনিস অর্থাৎ খাদ্য সামগ্রী উৎপত্তির হানি হইলে নিতান্তই দুর্ভিক্ষ হইয়া যাবতীয় চাসী ও শিল্পকার এতাবতা কারীগর লোক যাহাদের শ্রম ও প্রাণপণে বিষয়ী লোকদের বল ও সম্পত্তি লাভ হয়, তাহারা সদা অন্য লোকাপেক্ষা অতিশয় আপদ্‌গ্রস্ত হয়, এবং সমূহ দুঃখ পায়। আর পূর্ব্বদৃষ্টে জানা গেল যে যে কালে দুর্ম্মূল্য হয়, সে কালে দিখিদিক নানা দেশ হইতে খাদ্য সামগ্রীও যথেষ্ট আইসে না, অতএব অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি জন্য সর্ব্বতোভাবে ক্ষতি না হইতে পারিবার উপায় অনেক পুষ্করিণী খাতকরণ, ও পুলবন্দী প্রভৃতি হওন সে নিমিত্ত যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা করণের ক্ষমতা সকল ভূম্যধিকারী ও চাসীলোক রাখে এমত উদ্যোগ হয়, ইহাতে অনেক পুষ্করিণীতে পূর্ব্ব বৃষ্টির যে জল থাকে, তাহাতে অনাবৃষ্টি সময়ে শস্য রক্ষা পায় ও পুলবন্দী হওনের লাভ এই যে, অতি বৃষ্টিতে ধৌনবন্যা হইলে সে জল ভূমিতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নির্ব্বিঘ্নে শস্য জন্মে, যদিস্যাৎ এমত উদ্যোগ করিলেও দেশের মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে অল্প বিস্তর ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু এককালীন সর্ব্বত্র আপদ উপস্থিত না হইলে স্থান বিশেষে শস্যের হানি ও কোন স্থানে শস্যের কল্যাণ দর্শিলে তৎকালে যে স্থানে সুন্দর শস্য জন্মে, তথাকার আমদানীতে আপদগ্রস্থ স্থানের উৎপাতমোচন হইতে পারে, অতএব যে চাষ কর্ম্মের আধিক্যে সর্ব্বত্র সকল সামগ্রী যথেষ্ট জন্মিতে পারে, তাহার কুশল চেষ্টা সকল কর্ম্মের অগ্রে সরকারের কর্ত্তব্য

হইয়াছে। এতদভীষ্ট সিদ্ধার্থ অর্থাৎ চাসক্রিযার আধিক্যাধীন দেশের আবাদ, সে নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগের মূল দুই উদ্যোগ, এক এই যে, ভূম্যধিকারিদের ভূমির অধিকারিত্ব স্বত্ব অর্পণ হইল, দ্বিতীয় এই যে, নিরূপিত রাজস্ব অর্থাৎ মোকররী জমা ধার্য্য করা গেল, এই সুযোগে সকল ভূম্যধিকারির চেষ্টা হইবে যে, আপন আপন ভূমি সুন্দররূপে পত্তন আবাদ করে, ও তদর্থে ব্যয় করিতে নিজের সম্পত্তি না থাকিলেও কর্জ্জ করিতে শক্ত হইবে। ইহার পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিদেরও ভূমির অধিকারিত্ব সত্বের চিহ্ন ছিল না, বরং অদ্যাবধি ভূম্যধিকারিদেরও শক্তি ছিল না যে, আপনাদের যে স্বত্ব রাখে, তাহাও হুজুরের বিনা হুকুমে কাহাকেও দেয অথবা আপনাদের ভূমিলগ্নকে অর্থাৎ ভূমির মাতবরীতে টাকা কর্জ্জ করে, ইহার হেতু এই যে, সরকারের জমা সরকারের মতানুসারে বৎসর বৎসর নতুবা সময়ান্তরে ফেরফারে কমী ও বেশী এইরূপে হইত যে, প্রজাপ্রভৃতি এক এক জনের স্থানে উশ্বিত এক এক বিঘা ভূমির যে রাজস্ব প্রকৃত প্রাপ্য ছিল, সরকারের কার্য্যকারকদের বিবেচনাক্রমে সেই রাজস্ব টাকায় সরঞ্জামি বাদ দিয়া বাকি ১ ভাগ হইয়া তাহার দশ ভাগ সরকারের তলব, এক ভাগ ভূম্যধিকারীর পাওনা হইত। তাহাতে যে ভূম্যধিকারী সে জমার সরবরাহ দিতে স্বীকার না করিত, সে ব্যক্তি আপন ভূমির বিষয় ব্যাপার হইতে উত্ত্যক্ত হইয়া তাহার ভূমি সরকার হইতে কাহারও ইজারা হইত, নতুবা সরকারের খাস তহসীলে আসিয়া অধিকারিত্ব ঐ একাদশাংশ পাইবার যে দাঁড়া ছিল, সেমতে কি সরকার হইতে যাহা ধার্য্য হইত, তদনুসারে ইজারদারের স্থানে অথবা সরকার হইতে সেই ভূম্যধিকারী পাইত, ইহাতে কালক্রমে চাসের আধিক্যে বেশী জমা তলব দেওয়ায় অন্যগুণ দর্শন হয না, বরং ভূম্যধিকারিদের ভূমি তাহাদের ভোগদখলে স্থিরতর ছিল না, একারণ আপনাদের ভূমির পত্তন তরদ্দুদে তাদৃশ বাঞ্ছিত হইত না, এবং ভূমি হইতে যে প্রকৃত লাভ বর্ত্তে, তাহার স্থৈর্য্য ও প্রমাণের নিত্যতা ছিল না, এই হেতু ধনবান ব্যক্তিরা ও ভূমি ক্রয় ও পত্তন আবাদ বিষয়ে আপনাদের ধন ব্যয় করিতে কোন প্রকারে মনস্থ ও ভরসা রাখিত না, উপরে লিখিত যে সকল কু গতিক চাস কর্ম্মের আধিক্য না, হওনার্থ আছে সেই সকল হেতুতে ভূমির মর্য্যাদার লঘুতা ও হানিও দৃষ্ট হইল। অতএব চাস কর্ম্মের আধিক্য জন্য উপরের প্রস্তাবিত সকল উদ্যোগ ছাড়া যে বিষয়ে এই সকল উদ্যোগান্তর ও অবশ্য কর্ত্তব্য হয, যে ভূমির রাজস্ব ও তাহা উসুল বিষয়ে সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদের যে বাদানুবাদ এবং যাবদীয ভূম্যধিকারি ও তাহাদের প্রজাবর্গের ও খাজানা তহসীলের এলাকার অন্যং লোকদের সঙ্গে যে সকল দাওয়া ও

বিরোধের মোকদ্দমা অদ্যাবধি মাল আদালতে উপস্থিত হইতেছে, ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদের প্রতি আছে, তদনুসারে তাঁহারা জজের মত মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন, ও তাঁহাদের কৃত নিষ্পত্তিসমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবেনিউতে ও তথা হইতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুরে মালের কৌন্সেলে হয়; এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত তহসীল কালেক্টর সাহেবদের জিম্মা থাকিলে মালআদালতের সেরে স্তায় দীপ্তিমান এই সকল কারণ দৃষ্টে এইক্ষণে ভূম্যধিকারিদের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হক অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে, তাহা স্থিরতর বিষযে নিতান্তই মন স্থির রাখিবে না, কারণ এই যে, মাল আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা কখন বিরুদ্ধমতে ও কখন যথাক্রমে ও কখন উভয়ের অপ্রত্যক্ষে এতা বতা বিনা হাজিরীতে নিষ্পত্তি হইত, এবং কালেক্টর সাহেবদের তহসীল কার্য্যের নিরবকাশে ও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যবস্থবে থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে, কখন কালেক্টর সাহেব হইতে ভূমির রাজস্ব ও তহসীলের মোকদ্দমায় আইন অন্যথায় হুকুম হইলে অন্যায়গ্রস্তের আশা ভরসার স্থান ছিল না। যে বিপক্ষেতে যে পীড়া পাইয়া থাকে, ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন, তাহাতে যে অন্যায়গ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহার সংশোধন সে কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারের দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবদের হস্তে তহসীল কার্য্যের বাহুল্য জন্য ভূম্যধিকারিদের সহিত তাহাদের তাবের প্রজাবর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না, অতএব চাসের আধিক্যজন্য উচিত যে, উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত্ব ও তৎসংঘটিত সকল স্বত্বের স্থৈর্য্য কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধিপতির কর্ত্তব্য এই যে, ভূম্যধিকারিদের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন, তাহা অন্যথাকরণে শক্তি ত্যাগ করেন, এবং আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্বভার কালেক্টরসাহেবদের প্রতি না থাকে, এবং যে কালে সরকারের পাওনা মালগুজারীর আপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা যে সকল আদালতের জজ সাহেবদের যে প্রকারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয়, সে সকল আদালতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের আইন মত উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে, তাহাতে কোনক্রমে জজ সাহেবদের স্বেচ্ছাময়ের বিষয় না থাকে, এবং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদের ও ভূম্যধিকারি প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন, এবং ইহাও কর্ত্তব্য

যে, কালেক্টর সাহেবেরা আপনাদের অর্পিত যাবৎ কর্ম্মের বিচার ও নিষ্পত্তি বিষয়ে যে শক্তি রাখেন, তাহা না করিতে পারেন, ও করিলে তাহার জওয়াব আদালতে দেন এবং সরকারের ও প্রকৃত প্রাপ্য ছাড়া কাহারও স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কি ঐ হুজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত দ্বারে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমধিকারীদের স্বত্বের অন্যথা কি ভূমির মর্য্যাদার হানি হইতে পারে, তাহা না হইতে পারিয়া অন্যসমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত্ব গুরুতর হইবে, এবং যে চাসের আধিক্য সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয়, তন্নিমিত্ত সকল লোকেই শ্রম ও চেষ্টা যথোচিত করিবে, অতএব ইংরেজী ১৭৮৭ সালের ৮ জুন ও ১৭৮৮ সালের ২৫ এপ্রিল বোর্ড রেবেনউর সাহেবদের ও সকল কালেক্টর সাহেবের মতের বিষয়ে যে সকল আইন ধার্য্য হইয়াছিল, তাহা উপরের লিখিত যাবতীয় দোষ ও সুযোগ উদ্যোগে পরিবর্ত্ত হইয়া নীচের লিখানুসারে নির্দ্ধার্য্য হইল ইতি।

সম্পূর্ণ।

ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমিদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদের সহিত সরকারের মালগুজারীর অর্থে দশসনী বন্দোবস্ত বিষয়ে যে সকল আইন ইংরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ও ২৫শে নবেম্বর এবং ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী ও তাহার পর যে যে তারিখে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলে ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ১লা মে তারিখে জারী করিলেন। *

ইংরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ও ২৫শে নবেম্বর এবং ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারিতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ভূমির জমা ১০ দশসনী বন্দোবস্ত বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার লিখিত অনেক মর্ম্মই ঐ বন্দোবস্ত নিবিস্তা ধার্য্যকালে পরিবর্ত্ত ও ফেরফার হইয়াছিল, একারণ সেই সকল আইন আমূল হইতে সেই পরিবর্ত্তিত মন্ত্রণাযুক্তে লেখা গিয়া পুনর্ব্বার ইংরেজী ১৭৯১ সালের ২৩শে নবেম্বর জারী হইয়াছিল, তাহাতে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আইন মত মালআদালতের এলাকা, যাহা পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবদের এখতিয়ারে ছিল, তাহা সকল জিলা ও সহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগকে অর্পিত হইল, অতএব পুনর্ব্বার সেই আইনের কোন কোন মর্ম্মের পরিবর্ত্তে তাহা ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় আইন অনুসারে আমূল হইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা। সন বাঙ্গালা ও সন ফসলী ও সন বিলায়তীর যে সন যে সুবায় চলন আছে, সেই চলনের ১১৯৭ সালের আরম্ভ হইতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত ভূমির বন্দোবস্ত ১০ দশ সনের মুদ্দতে হইবে ইতি।

৩ ধারা। বন্দোবস্ত কালে সমস্ত ভূম্যধিকারিকে এই সমাচার দেওয়া যাইবে যে, বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদের মঞ্জুরীক্রমে দশ সনের বন্দোবস্তানুসারে মোকররী জমা দশসন মুদ্দত গেলে পরও, চিরকালের নিমিত্ত স্থিরতর ও বহাল রহিবে, যদি ঐ সাহেবদের মঞ্জুরী না হয়, তবে বহাল থাকিবে না ইতি।

৪ ধারা। যে সকল বিধি ও নিষেধ এই আইনে লেখা আছে, তদনুসারে কি জমিদার কি চৌধুরী কি তালুকদার যাবতীয় প্রকৃত ভূম্যধিকারির সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবে ইতি।

---

* এই আইনের কিয়দংশ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৩ ধারা ও ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১ ধারা দ্বারা রদ হইয়াছে।

৫ ধারা।† ১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল তালুকদার আপনাদের তালুকের কর্ত্তা ও প্রকৃত স্বত্বাধিকারী বোধ হইবে, তাহাদের তফসীল নীচে লেখা গেল।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। যে সকল তালুকদার আপনাদের ভূমি উভয় স্বেচ্ছায় অর্থাৎ খোসখরিদ কি নীলামক্রমে খরিদ করিয়া থাকে কি এইরূপে যে সকল জমিদারের নিকট মালগুজারী করে, সেই সকল জমিদারের স্থানে কি অন্য ভূম্যধিকারির স্থানে অথবা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের স্থানে দানক্রমে পাইয়া থাকে, ও সেই দানে সরকারি রাজস্বের কোন হানি না হয় ও ভূম্যধিকারিদের কবালা এতাবতা বিক্রয়পত্র কি দানপত্র অথবা খালিসা শরিফার সনন্দ এ প্রকার যে সকল নিদর্শনলিপি ভূমির স্বত্বাধিকারকরণ যোগ্য হয়, তাহা সেই ভূমির হক দখল করণার্থ হস্তে রাখে।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল তালুকদারের তালুকাতের মালগুজারী এইরূপ যে ভূম্যধিকারির নিকট করা যায়, সেই ভূম্যধিকারী আপন ভূমি অধিকার করিবার পূর্ব্বে কি সে ভূমিতে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের দখিলকার হইবার অগ্রে যদি সে তালুকাৎ হইয়া থাকে।

৪ চতুর্থ প্রকরণ। যে সকল তালুকদারের তালুকাতের মালগুজারী এইরূপ যে ভূম্যধিকারির নিকট করা যায়, সেই ভূম্যধিকারী কি তাহার পূর্ব্ব পুরুষদের কোন অধিকার কখন সেই তালুকাতে না থাকে।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সকল তালুকদারের তালুকাৎ উপরোক্ত প্রকরণ সকলের উল্লিখিত তালুকাতের ন্যায় এবং ক্রয় কি দান অথবা উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে পূর্ব্বাধিকারিদের হস্ত হইতে তাহাদের ভোগদখলে আসিয়া থাকে ইতি।

৬ ধারা। যে সকল তালুকদার এইরূপ আপনাদের ভূমির মালগুজারী অন্য ভূম্যধিকারির মারফতে করে ও তাহাদের সনন্দ সকলে যদি এমত লেখা থাকে যে, আপনাদের তালুকাতের মালগুজারী সেই ভূম্যধিকারির মারফতেই করিতে হইবে, তবে তাহারা পূর্ব্বানুসারে সেই ভূম্যধিকারির মারফতেই আপনাদের তালুকাতের মালগুজারী করিবে ইতি।

৭ ধারা।—যে সকল তালুকদারের তালুকাৎ কোন ভূম্যধিকারির নিদর্শনলিপি কি সনন্দক্রমে নির্দ্দিষ্ট থাকে ও তদনুসারে সেই তালুকাতের কর্ত্তৃত্ব তাহাদিগকে না অর্শে, বরং কেবল তাহার মালগুজারী দিবার মতে কি সেই সকল সনন্দপত্রের লিখিত মতে সেই তালুকাতে তাহাদের ভোগাধিকার মাত্র থাকে, তবে তাহারা কেবল পাট্টাদারের ন্যায় গণ্য হইবে, ভূম্যধিকারিদের ন্যায় জানা যাইবে না।

† ১৮০১ সালের ১ আইনের ১৪ ধারা দেখ।

অতএব সেই তালুকদারেরা তাহাদের তালুকাতের মালগুজারী যদি এইক্ষণ সেই ভূম্যধিকারির নিকট করে, তবে সেই ভূম্যধিকারির ভূমি হইতে সেই তালুকাত খারিজ রাখিবার শক্তি তাহাদের হইবে না ইতি।

৮ ধারা।—জঙ্গলবুরী তালুকের পাট্টা নীচের লিখিত মত হইলে, তালুকদার, যে ভূম্যধিকারির স্থানে সেই পাট্টা পাইয়া থাকে, তাহার স্থান হইতে সেই তালুক খারিজ করিবার শক্তি রাখিবে না। যদি সেই পাট্টা ভূমির জঙ্গলবুরী কি আবাদী কটে থাকে ও তদনুসারে সেই তালুকদার ও তাহাদের ওয়ারিসদিগকে সেই ভূমির চিরকালের কর্তৃত্ব এবং বিক্রয় ও দানের ক্ষমতাও অর্শে এবং কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সে ভূমির মালগুজারী দেওয়াতে ও ক্ষমা থাকে, অর্থাৎ যতকাল নিষ্কর নিয়ম থাকে, তৎকাল কর দিতে হয় না, কিন্তু সেই মিয়াদ গেলে পর, আদৌ যে ভূমি তাহারা আবাদ করে, তাহার মালগুজারী পরগণার শরমাফিক বেশী ও আবওয়াব ও মাথট সমেত আসল জমার ন্যায় তাহাদের দেওয়া সঙ্গত হয়, এবং যাহা নজর ও সেলামী ও রসুমওগয়রহ আপনাদের প্রজালোকের স্থানে পায়, সে সকলের অন্দরেও কিছু কিছু সেই পাট্টানুসারে নির্দ্ধারিত মালগুজারী দেওয়ায় তাহার দেওয়া যথার্থ হয়, ও সেই পাট্টার যদিস্যাৎ ভূমির সীমাসরহদ্দ লেখা থাকে, তথাচ তাহার পরিমাণ যাবৎ আবাদ না হয়, তাবৎ নির্ণয় হয় না ইতি।

৯ ধারা।—তালুকাতের ভূমি সম্পর্কে যে সকল দাঁড়া ৫ম ধারায় লেখা আছে, সেই সকল দাঁড়া যে আয়মা ভূমির উপর জমা মোকররীমতে নির্দ্ধার্য্য ও যাহা খেরাজী আয়মা নামে খ্যাত আছে, তাহার প্রতিও বহাল হইবে, তাহা ঐ পঞ্চম ধারার লিখিত তালুকাতের রকমের বিবেচনা ক্রমে হুকুম হইয়াছে যে, যে খেরাজী আয়মা ভূমির পুরস্কারদান শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকার দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে, কি সেই তারিখের পর টাকা লইয়া ভূম্যধিকারিরা যে সকল আয়মা দান করিয়া থাকে, সে ভূমির আয়মাদারেরা যে ভূম্যধিকারিদিগকে মালগুজারী দেয়, তাহাদের স্থান হইতে খারিজ হইবে, এই হেতু যে সকল তালুকদার আপনাদের তালুকাতের অধিকারী তাহাদের ভূমি খারিজ হইবার অর্থে যে সকল দাঁড়া ধার্য্য আছে, উপরের লিখিত সকল আয়মাও সেই সকল দাঁড়াযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু যে খেরাজী আয়মার পুরস্কার দান নিশ্চয় পতিত ভূমি পত্তন আবাদের কারণ সাব্যস্ত হয়, এমত আয়মা যে ভূমির সামিল আছে, তাহার সামিলেই পূর্ব্বানুসারে রহিল, এই নিমিত্ত জঙ্গলবুরী তালুকাত সম্বন্ধে যে সকল দাঁড়া অষ্টম ধারায় লেখা আছে, সেই সকল দাঁড়ার তলে এমত আয়মাও গিয়াছে ইতি।

১০ ধারা। যে সকল তালুকদার ফলিতার্থে আপনাদের তালুকাতের ভূমির কর্ত্তা আছে ও খারিজ হইবার শক্তি রাখে, তাহারা তাহাদের তালুকাত খারিজ করিবার অর্থে যে সকল হুকুম নির্দ্ধার্য্য আছে, তদনুসারে কার্য্য করিতে নীচের লিখিত বিশেষ বিধান সকল কার্য্য করণের রীতির মত কালেক্টর সাহেবদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

১১ ধারা।—যাবত কোন তালুকদারের তালুক বাহারও স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট আদালতে ডিক্রী না হয়, তাবৎ সেই তালুকদার আপন তালুকের প্রকৃত অধিকারী গণ্য হইবে; অতএব উপরের ধারায় যে সকল হুকুমের প্রস্তাব আছে তাহা জারীকরণার্থে কালেক্টর সাহেবদের কিছু লোকা তাঁহাদের মোতালক ছিল। সকলের তালুকদারদের ভোগদখলের স্বত্বাধিকার তাহাদের তালুকাতে থাকনের বিবেচনা ও তহকীকের প্রতি নাই, কিন্তু ঐ সাহেবেরা কেবল ইহাই বিবেচনা করিবেন যে, যদি তাহাদের তালুকাত এমত হয় যে, ৫ম ও ৯ম ধারার লিখিত দাঁড়া সকলানুসারে তাহাদের খারিজ হইবার অধিকার আছে কি না, এই বিবেচনার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, সেই সকল তালুকদারের স্থানে তাহাদের সনন্দপত্র তলব করিয়া তাহা অবগত হইলে পর, যে তালুকদারকে ঐ সকল ধারার লিখিত বিধানক্রমে তালুকের ভূমির অধিকারী বুঝেন, তাহাকে ভূম্যধিকারির সামিলাত হইতে খারিজ করাইয়া অবশিষ্ট তালুকদারদিগকে ভূম্যধিকারিদের সামিলে পূর্ব্বমতে রাখেন। যদি কোন তালুকদারের নিকট কিছু সনন্দপত্র প্রস্তুত না থাকে, তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই তালুকদারের খারিজ হইবার অধিকার সরাসরীমত তহকীক করিয়া এবং সেই তালুকদার আপন স্বত্বাধিকার প্রমাণার্থে যে সকল নিদর্শন লিখন ও দলীল দর্শায় ও ভূম্যধিকারী তাহার জওয়াবে যে কাগজ পত্র ও দলীল উপস্থিত করে, তাহা সমস্তই জ্ঞাত হইয়া ও শুনিয়া আপন বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে সেই তালুকদার খারিজ হইবার শক্তি রাখে কি না, যথাসাধ্য তাহার নিষ্পত্তি করেন ও তদনুসারে বন্দোবস্ত করেন।

১২ ধারা।—যে সকল তালুকদারের হকে কালেক্টর সাহেবেরা এমত নিষ্পত্তি করেন যে, তাহারা আপনাদের তালুকের ভূমির অধিকারী নহে ও তদনুসারে পূর্ব্বমতে ভূম্যধিকারিদের সামিলাতে থাকে, তাহাতে কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, তাহাদিগকে জানান যে, যদি সে নিষ্পত্তিতে সন্তুষ্ট না হয়, তবে তাহাদের সাধ্য আছে যে, আপনাদের তালুক ভূমির স্বত্বাধিকারের দাওয়ায় ভূম্যধিকারিদের নামে জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে, তাহাতে যদি তাহাদের স্বত্বাধিকার আদালতে প্রমাণ হয়, তাহারা ভূম্যধিকারিদের সামিলাত হইতে খারিজ

হইয়া আপনাদের তালুকাতের মালগুজারী হজুরে করিবে। এবং যে কালে কালেক্টর সাহেবেরা তালুকাত ভূম্যধিকারী হইতে খারিজ করেন, ও সেই ভূম্যধিকারী যদি এমত আপত্তি করে যে, সেই তালুকদারেরা ফলতঃ আপনাদের তালুকের এমত অধিকারী নহে যে, তদনুসারে ঐ ৫ম ও ৬ষ্ঠ ধারাক্রমে খারিজ হয়, তবে ঐ সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, সে কালে তাহাকেও ইহা জানান যে, সেই তালুকাতের কর্ত্তৃত্বের দাও য়া তালুকদারদের নামে আদালতে নালিশ করিতে তাহার ক্ষমতা আছে, তাহাতে যদি তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বত্ব প্রমাণ হয়, তবে সেই তালুকাত পূর্ব্বমতে তাহার ভূমির সামিলে হইবে, অতএব ইহাতে যে কালে যে কোন তালুকের স্বত্বাধিকারের বিষয় বিবাদ জন্মে, সে কালে দেওয়ানী আদালতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের আইন মত বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে। আর সে মোকদ্দমা জিলার আদালত হইতে নিষ্পত্তি পাইলে বিবাদির একের স্বীকার ও নারাজীতে যথা আপীল মফস্বল আপীল আদালতে এবং তথা হইতে সদর দেওয়ানী আদালতে তথাকার যোগ্য মোকদ্দমা হইলে, হইতে পারিবে ইতি

১০ ধারা—যে সকল তালুকদারের খারিজ হইবার বিষয় হুকুম হয়, তাহাদের সাধ্য থাকিবে না যে, আপনাদের তালুকের মালগুজারী পূর্ব্বমত জমিদার কি অন্য ভূম্যধিকারের মারফতে করে ইতি।

১১ ধারা যে সকল তালুকদার ৫ম ও ৬ষ্ঠ ধারানুসারে জমিদার ও অন্য যে ভূম্যধিকারির মারফতে আপনাদের তালুকের মালগুজারী করে, তাহার সামিলাত হইতে খারিজ হয়, তাহাদের কর্ত্তব্য যে, আপনাদের তালুকের মালগুজারী বরাবর কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পহুছাইতে থাকে, কিন্তু যে জিলায় তথাকার তালুকাতের বাহুল্য প্রযুক্ত কি কারণান্তরে এ নিয়ম ক্লেশকর হইতে পারে, তথায় সেই তালুকাতের মালগুজারী তহসিল নিমিত্ত এদেশী লোক তহসিলদার নিযুক্ত হইবে ইতি।

১২ ধারা। যে সকল জমিদার কি অন্য ভূম্যধিকারিদের সামিলাত হইতে তালুকাত খারিজ হয়, তাহার সেই তালুকাতের মালগুজারী উসুল কারণ তহসিলদারিতে নিযুক্ত হইবে না, কিন্তু সর্ব্বদাই অপর কোন ভদ্র ও প্রত্যয়যোগ্য লোককে তহসীলদারী কার্য্য অর্পিত হইবে, ও সেই তহসিলদারের সকল খরচ সরকার হইতে নির্ব্বাহ হইবে ইতি।

১৩ ধারা যে ভূমির পাট্টা মোকররীমত সেই ভূমির অধিকারী ভিন্ন অপর ব্যক্তির নামে হইয়া থাকে, সে পাট্টা যদি সরকার হইতে তাহাদিগকে দেওয়া

গিয়া থাকে, কি সরকারে মঞ্জুর হইয়া থাকে, অথবা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানীর পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তবে সেই সকল মোকররিদারেরা আপনাদের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত সেই ভূমিতে ভোগবান্ রহিবে, এবং তাহারা আপনাদের মোকররী জমার মামুলী সায়েরের মাসুলের যে অঙ্ক বাজেয়াপ্ত কি মৌকুফ হইয়াছে, তাহা মজুরা পাইবে, ও সেই সেই মোকররিদারদের মৃত্যু হইলে পর, সেই ভূমির বন্দোবস্ত সেই ভূমির অধিকারির সহিত এই আইনানুসারে হইবে ইতি।

১৭ ধারা। যে কোন ভূম্যধিকারির নামে মোকররী পাট্টা সরকার হইতে দেওয়া গিয়া থাকে কি সরকার হইতে মঞ্জুর হইয়া থাকে, তাহাও বহাল রহিবে, এবং উপরের ধারার লিখনমত সায়েরের মাসুলের যে অঙ্ক বাজেয়াপ্ত কি মৌকুফ হইয়াছে, তাহা সেই ভূমির মোকররী জমায় মজুরা হইবে, কিন্তু জানিতে হইবে যে, এই ধারা এবং ১৬ ধারার লিখিত দাঁড়া সকলের অস্থিরতা ও স্থিরতা বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদের মঞ্জুরির প্রতি নির্ভর রহিবে ইতি।

১৮ ধারা। যে যে মোকররীদার আপনাদিগের ভোগদখলের ভূম্যধিকারী নহে, কি তাহাদিগের মোকররী সনন্দ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানীর পর হইয়া কখন তাহার মঞ্জুরী শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুর হইতে না লইয়া থাকে, তাহারা সেই মোকররী হইতে বেদখল হইবে এবং সেই ভূমির বন্দোবস্ত এই আইন মত সেই ভূমির অধিকারির সহিত করা যাইবে, কিন্তু এপ্রকার যে সকল মোকররীদার ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক আপনাদিগের মোকররীতে ভোগ দখল রাখিয়া থাকে, তাহারা সেই ভূম্যধিকারীর সহিত হালের যে জমা ধার্য্য হয়, তাহাতে সাবেক মোকররী জমা হইতে যাহা বেশী হইবে, সেই বেশী মামুলী সায়েরের মাসুলের যে অঙ্ক বাজেয়াপ্ত কি মৌকুফ হইয়াছে, তাহার খরচা বাদে যে পাওনা, তাহা সমেত আপনাদিগের জীবদ্দশা শেষপর্য্যন্ত পাইবে। কিন্তু ইহাও বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীর অধীন হইবে ইতি।

১৯ ধারা। যে সকল মোকররীদারের প্রস্তাব ১৮ অষ্টাদশ ধারায় আছে, তাহারা ভূম্যধিকারিদের বশতাপন্ন নহে, অতএব সে মতের মোকররীদার ছাড়া যে সকল ইস্তমরারীদার ভূম্যধিকারিদের স্বেচ্ছা ও অনুমতি ক্রমে আপনাদিগের ভূমিতে ভোগবান থাকিয়া আপনাদের ভূমি পাট্টা কি তাহার অনুসারে সে অধিকারীর স্থান হইতে ভূমিতে দখল পাইয়া থাকে, এমত ইস্তমরারীদারেরা পাট্টাদার তালুকদারদিগের ন্যায় গণ্য হইবে এবং তাহাদের ভূমির বন্দোবস্ত পশ্চাৎ যেমত প্রস্তাব হইতেছে সেই মতে করা যাইবে ইতি।

২০ ধারা। চতুর্থ ধারায় হুকুম আছে যে, যে সকল লোক ভূমির প্রকৃত অধিকারী তাহাদিগের সহিত দশসনি বন্দোবস্ত ধার্য্য করা যাইবে; কিন্তু যে সকল ভূম্যধিকারী সেই হুকুমের বহির্ভূত তাহাদিগের বিবরণ এই যে। আদৌ শ্রীযুতগবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলে যেসকল স্ত্রীলোককে তাহাদের ভূমি তত্ত্বাবধারণ ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের উপযুক্ত জানেন তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোক। দ্বিতীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণ। তৃতীয় যাহারা আত্মহত জ্ঞান। চতুর্থ বাতুল এবং অন্য যে সকল ভূম্যধিকারী শারীরিক দোষ বা অপটুতা প্রযুক্ত অথবা অন্য কোন স্বাভাবিক দোষের নিমিত্ত আপনাদের ভূমির বিষয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব করণে অক্ষম ও যে সকল ভূম্যধিকারীকে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলে দুষ্টতা কি তাহাদিগের স্বাভাবিক কুচরিত্র ও ইন্দ্রিয় দোষ প্রযুক্ত অনুপযুক্ত বোধ করেন। কিন্তু যে সকল লোক জ্ঞানবান ও উপযুক্ত তাহারা যদি উপরের লিখিত অধিকারিদিগের সহিত ভূমির অংশী থাকে তবে, সেই সকল অধিকারী কি তাহাদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগের ক্ষমতা থাকিবে যে, সেই অংশির ঐক্যক্রমে বন্দোবস্তের করারদাদ করিবা পশ্চাৎ যে সকল মর্ম্মের প্রসঙ্গ হইতেছে তদ্দৃষ্টে অনেককে আপনাদিগের ভূমির সরবরাহকারীর নিমিত্ত নিযুক্ত করে ইতি। *

২১ ধারা। ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের লিখনানুসারে যে সকল সরবরাহকার নিযুক্ত হয়, তাহাদের মারফতে উপরের ধারার লিখিত অনুপযুক্ত অধিকারিদের ভূমির সরবরাহকরী কার্য্য হইবে, অতএব সেই আইনে সেই সকল সরবরাহকারী নিযুক্ত করণ এবং সরবরাহ কার্য্য নির্ব্বাহ এবং সেই অধিকারিদের ভরণ পোষণের জন্য নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করণার্থও অনেক বিধান নির্দ্ধারিত আছে ইতি।

২২ ধারা। যে ভূম্যধিকারিরা সরকারের বাকীদার হয় ও বাকী টাকা দিবার সাধ্য না রাখে, তাহারাও ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত হুকুমের বাহির জানা যাইবে, তস্মাৎ এ প্রকার অধিকারিদের সহিত তাহাদের ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবে না, বরং কালেক্টর সাহেবের বিহিত বিবেচনানুসারে তাহাদের ভূমি তিন বৎসর পর্য্যন্ত ইজারদারের ইজারায় কি সরকারের খাস তহশীলে রাখা যাইবে ইতি।

(২৩ ধারা হইতে ২৫ ধারা পর্য্যন্ত ১৮০৫ সালের ১৭ আইনের ২ ধারা দ্বারা রদ হইয়াছে ‡।)

---

* এই ধারার কিয়দংশ ১৭৯৬ সালের ৭ আইনের ২ ধারা দ্বারা রদ হইয়াছে। তাহাতে কুচরিত্র ও দুষ্ট লোকদিগের বিষয়ে এখানে যে নিয়ম আছে তাহা রহিত হইয়াছে।

‡ ১৮০৫ সালের ১৭আইন দ্বারা অবিভক্ত মহালের অধিকারিরা সেই মহালের কর্ত্তৃত্ব আপনারা করিতে পারিবে।

২৬ ধারা।—সাধারণ ভূমির উপর সরকারের যে জমার ধার্য্য হয়, তাহা স্বীকার কি অস্বীকারের বিষয় সেই ভূমির সকল অংশির মধ্যে যাহাদের মন্ত্রণা অনেকের সঙ্গে ঐক্য পায়, তাহাদের মন্ত্রণা ত্রয়োবিংশতি ধারার † লিখিত দাঁড়া দৃষ্টে মাতবর হইবে, কিন্তু সেই ভূমির উপর যে জমা ধার্য্য হয়, তাহাতে যদি সেই অংশিরা স্বীকৃত না হয়, তবে তাহাদের সাধ্য আছে যে, সেই ভূমি অংশ করাইয়া লয়, ও এক এক অংশের জমা পৃথক নির্দ্দিষ্ট করায়, কিন্তু সেই অংশ করাইবার খরচ তাহাদের শিরে রহিবে ইতি।

২৭ ধারা। যদি কোন সাধারণ ভূমির অংশ দুই কি ততোহধিক অধিকারিদের নামে নির্দ্দিষ্ট থাকে কি দুই অথবা ততোহধিক অধিকারিদের সাধারণ কোন ভূমির কিসমত তাহাদের প্রস্থে একের নামে নির্দ্দিষ্ট রহে, কিন্তু প্রত্যেক অংশির কিসমত পার্থক্যক্রমে তাহাদের স্ব স্ব ভোগদখলে কি তাহাদের আপন আপন গোমস্তাদের দখলে থাকে, তবে এক এক কিসমতের বন্দোবস্ত পৃথক পৃথক ভোগদখলকারিদের সহিত হইবে এবং এক এক কিসমতের মালগুজারীর দায় সেই কিসমতের উপরেই পৃথকরূপে রহিবে ইতি।

২৮ ধারা। যদি কোন ভূম্যধিকারির ভূমি বন্ধকে থাকে ও বন্ধক গৃহীতা সে ভূমিতে ভোগবান্ রহে, তবে তাহার বন্দোবস্ত সেই বন্ধক গৃহীতার সহিত করা যাইবে। ও যে কালে সে ভূমির অধিকারী কি বন্ধকী টাকা দেওয়ায় কি আদালতের ডিক্রীক্রমে সেই ভূমিতে ভোগদখল পায়, সে কালে সে ভূমি সেই বন্দোবস্তে তাহার হস্তে রহিবে। যদি সেই বন্ধক গৃহীতা কৃত বন্ধক ভূমিতে দখল না পাইয়া থাকে, তবে সে ভূমির বন্দোবস্ত তাহার অধিকারির সঙ্গে করা যাইবে,

---

† যে কালে কোন ভূমি দুই কি ততোধিক অধিকারিদের সাধারণক্রমে থাকে ও সেই অধিকারিরা সকলে বিংশতি ধারার লিখিত অনুপযুক্ত অধিকারিদের ন্যায় না হয়, সে কালে সে ভূমির বন্দোবস্ত সেই সকল অধিকারির এক যোগের সঙ্গে করা যাইবে, এবং তাহাদের হুকুম হইবে যে, আপনাদের সরবরাহকারির নিমিত্ত অনেক সরবরাহকার এইরূপে যে যাবৎ সে আপন কার্য্যে নিযুক্ত ও কায়েম থাকে, তাবৎ সেই ভূমির সরবরাহকারী তাহার মারফতে হয় ঠাহর করে। সেই সরবরাহ ঠাহরের বিষয় সেই সকল অধিকারির মধ্যে অনেকের ঐক্যক্রমে যে পরামর্শ হয় তাহাই মাতবর হইবে, যদি সেই সরবরাহ ঠাহরের কালে সমস্ত অধিকারী উপস্থিত না থাকে, তবে যাহারা উপস্থিত থাকে, তাহাদের মধ্যে যাহাদের মন্ত্রণা অনেকের সহিত এক হয় তাহাদের ঠাহর মাতবর হইবে, আর যদি সেই অধিকারিরা দুই পক্ষ সমান হইয়া এক এক পক্ষের এক এক মন্ত্রণা হয়, তবে যে অধিকারিদের এলাকা সেই ভূমিতে অধিক থাকে, তাহাদের ঠাহর মাতবর হইবে, যদি তাহাদের এলাকা তুল্য হয়, তবে সে ভূমির সরবরাহকারিরা বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের বিবেচনাক্রমে নিযুক্ত হইবে ইতি।

পশ্চাৎ সেই বন্ধক গৃহীতা যে কালে সেই ভূমিতে দখল পায়, সে কালে সে ভূমি সেই বন্দোবস্তেই তাহার হস্তে থাকিবে ইতি।

২৯ ধারা। যদি কোন ভূমির মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত বিবেচনা ও তহকীকাত ও সকল দপ্তর দৃষ্টিক্রমে বেওরা বোধ না হয় যে, তাহার অধিকারী কোন ব্যক্তি কি তাহার অধিকারী উপস্থিত না থাকে, তবে সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে রহিবে। ইহাতে কর্ত্তব্য যে, এক ইস্তাহারনামা এই নিদর্শনে হয় যে, সেই ভূমির অধিকারী ৬ মাস মধ্যে হাজির হয়, যদি সেই মিয়াদ মধ্যে হাজির না হয়, তবে তাহার পর সে ভূমির বন্দোবস্ত কোন ইজারদারের সহিত দশ বৎসর মুদ্দতে করা যাইবে ও সে ভূমি ইজারা লইবার বিষয় সে ভূমির নিকটবর্ত্তী যে ভূম্যধিকারির ভূমি থাকে তাহার দাব্য রহিবে যে সে জমা কবুল করিবার নিয়মে ও যেসকল নিয়ম কালেক্টর সাহেব ধার্য্য করেন তদনুসারে সে ভূমি ইজারা লয় ইতি।

৩০ ধারা। যদি কোন ভূমির অধিকারিত্ব বিষয়ে বিরোধ হয়, তবে কর্ত্তব্য যে, তাহার বন্দোবস্ত যে অধিকারী সে ভূমিতে দখল রাখে, তাহার সহিত করা যায়, কিন্তু বন্দোবস্ত সময়ে সেই ব্যক্তিকে ইহা জানান যায় যে, সে ভূমির অধিকারীত্বের প্রতি অন্যের দাওয়া হইতে তাহা মুক্ত রহিবে না, বরং পশ্চাৎ সে ভূমিতে যাহার অধিকারিত্ব প্রমাণ হইবে, তাহার ভোগদখলে সে ভূমি রহিবে ইতি।

৩১ ধারা। যদি এমত হয় যে, কোন ভূমির অধিকারিত্ব বিষয়ে কয়েকজন মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া তাহাদের সকলের মধ্যে কাহারও দখল সে ভূমিতে না থাকে, তবে সে সকল লোকের সাধ্য থাকিবে যে, যাবৎ সেই দাওয়া জিলার দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না পায়, তাবৎ সেই ভূমির ব্যাপার নিমিত্ত অনেক সরবরাহকারকে নিযুক্ত করে, যদি তাহার সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত না হয়, তবে সে ভূমি খাস তহসীলে থাকিবে ও তাহার উৎপন্ন মালগুজারী দিয়া পরে যাহা বাকী হইবে, তাহা আমানত রহিবে ইতি।

৩২ ধারা। যদি কোন ভূমির সীমা সরহদ্দ বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত থাকে, তবে তাহার নিষ্পত্তি জিলার দেওয়ানী আদালতে হইবে, ও ইতিমধ্যে উভয়ের যাহার ভোগদখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির বন্দোবস্ত তাহার সহিত পার্থক্যক্রমে করা যাইবে ইতি।

৩৩ ধারা। তিন সুবায় সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্য বিষয়ে সেই এক এক সুবার গতিকের উপর চিহ্নিতকরা যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার বিবরণ ৬৮ ধারা হইতে আরম্ভ আছে আর যে সকল দাঁড়া নীচের লিখিত অন্য অন্য ধারায় লেখা আছে, তাহা তদতিরিক্ত ইতি।

৩৪ ধারা। সকল কাজী ও কানুনগোদের মোশহেরা এবং সরকারের নির্দ্ধারিত অন্য যে প্রকার মোশাহেরা অদ্যাবধি ভূম্যধিকারিদের স্থান হইতে দেওয়া যাইতেছে, সে সকল মোশহেরা উত্তরকালে জমার সামিল হইবা যে সকল হুকুম ও দাঁড়া সেই মোশহেরা দিবার বিষয় ইংরেজী ১৭৯১ সালের ১০ জুন ধার্য্য হইয়া পুনর্ব্বার তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্ত ও শোধনে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের চতুর্ব্বিংশতি আইনানুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদৃষ্টে কালেক্টর সাহেবদের মারফতে দেওয়া যাইবে ইতি।

৩৫ ধারা। যে সকল রসুম ও হাসিল মাসুল ও গয়রহ সায়েরের নামে ডাকে তাহা বাদে সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্য হইবে। কিন্তু সহর কলিকাতার সরহদ্দে যে সকল গঞ্জ ও হাট ও বাজার আছে এবং যে সকল গঞ্জ ও হাট ও বাজারের হাসিল মাসুল শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের হুজুরের ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১১ই জুনের হুকুম মত সেই সকল গঞ্জ ও গয়রহের কর্ত্তা ও ভোগবানদের স্বত্বাধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা উপরের লিখিত হুকুমের বাহির আছে। সেই সকল হুকুম, যে সকল দাঁড়া আবকার অর্থাৎ মদিরাদি মাদক সামগ্রীর মাসুল ও সায়েরের হাসিল বাজেয়াপ্ত বিষয়ে এবং সেই হাসিলের এওজ মত টাকা ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগকে জমায় মুজরা হইয়াছে তাহার অর্থেও ধার্য্য হইয়াছিল, তাহার সহিত মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্ত ও শোধনে ইংরেজী ১৭৯৩সালের ২৭আইন ও ৩৪ আইনানুসারে আদি হইতে নির্দ্ধারিত হইল ইতি

৩৬ ধারা। যে ভূমি নিকর নির্দ্দিষ্ট আছে, সে ভূমির রাজস্ব কি সঙ্গত কি অসঙ্গত রূপে যদি মাপ হইয়া থাকে, তবে তাহার জমা হইতে খারিজ হইয়া সরকারের জমায় ধার্য্য হইবে ইতি।

৩৭ ধারা। ইহা জানিতে হইবে যে, সুবে বেহারের মধ্যের মালিকানা জমী এবং সুবে বাঙ্গলা ও মেদিনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারিদের নিজের নানকার ও খামার ও নিজ জোত ওগয়রহ ভূমি, উপরের লিখিত দাঁড়া সকলের বাহির আছে, এ প্রকার ভূমির প্রতি নীচের কয়েক ধারার লিখিত দাঁড়া সকল নির্দ্ধার্য্য হইল ইতি।

৩৮ ধারা। সুবে বেহারের যে স্থানে জমিদারেরা কি অন্য ভূম্যধিকারিরা আপনাদের ভূমির ব্যাপার কার্য্য ছাড়িয়া থাকে, কি তাহাদের ভূমির সরবরাহকারী কার্য্য অন্যকে সোপর্দ্দ হইয়া থাকে, ও তাহারা যদি তাহার দশমাংশ মালিকানা মতে স্বহস্তে রাখে, তবে সেই দশমাংশ মাজগুজারির ভূমির সামিল হইবে; আর কর্ত্তব্য যে, সেই জমিদার ও গয়রহ আপনাদের সেই মালিকানা ভূমির সমেত

সমুদায় করারদাদ করে; কিন্তু যদি সেই মালিকানা ভূমি শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের হুজুরের কি কালক্রমের সরদার এতাবতা অধিপতির পুরস্কার দান ক্রমে তাহাদের ভোগদখলে থাকে, অথবা এ প্রকার ভূমি বিক্রয় হইয়া থাকে, কি বন্দক হইয়া বন্দকগৃহীতার ভোগ দখলে রহিয়া থাকে, তবে সে ভূমি উপরের লিখিত হুকুম হইতে বাহির হইবে, ও যে মালিকানা ভূমির পুরস্কার দান ঐ শ্রীযুতের হুজুর হইতে কি ঐ শ্রীযুতের হুজুরের মঞ্জুরিতে কি কালক্রমের অধিপতির স্থান হইতে না হইয়া থাকে, সে ভূমির পুরস্কার দান ইংরেজী ১৭৮৮সালের ৮ই আগষ্টের আইন মতে অসিদ্ধ; কিন্তু যদি কোন কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় চিত্তে লয় যে, উপরের লিখিত হুকুম সকল জারী হইবায় কাহারও অতিশয় ক্ষতি হয়, তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে, তাহার বেওরা সমাচার বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদিগকে দেন ইতি।

৩৯ ধারা। সুবে বাঙ্গলা ও সুবে উড়িষ্যায় জমিদারেরা ও হুজুরী তালুকদারেরা ও অন্য ভূম্যধিকারিরা নানকার ও খামার ও নিজ জোত ও গয়রহ যে ভূমি আপনাদের ও আপনাদের পরিবারের ভরণ পোষণ নিমিত্ত ভোগ দখলের তলে রাখে, সে সমস্ত ভূমিও সরকারের মালগুজারির সামিল হইবে; ও দোরবস্তু ভূমির দশসনী জমা নীচের লিখিত মর্ম্ম দৃষ্টে হইবে। সেই মর্ম্মের বেওরা এই যে, যে ভূমির অধিকারিরা আপনাদের ভূমির বন্দোবস্ত করিতে কবুল না করে, তাহাদের কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্ব মত উপরের লিখিত নানকার ও গয়রহ ভূমি ভোগদখলের বিষয়ে এতদনুসারে রহিবে যে, যদি তাহারা বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের নিকট প্রমাণ দর্শায় যে, শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের দেওয়ানী হইবার তারিখ ইংরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্টের পূর্ব্বে সেইরূপে সে ভূমি তাহাদের ভোগ দখলে ছিল, এবং অদ্যাবধিও যে যে কালে তাহাদের মালগুজারির ভূমি খাস তহসিল কি ইজারা হইয়া থাকে, সেই সেই কালেও তাহাদের ভোগদখলে রহিয়াছিল, তবে এমত প্রমাণ হইলে তাহারা সেই নানকার ও গয়রহ ভূমিতে ভোগ দখল রাখিতে পারে; কিন্তু মালিকানা স্বরূপে যাহা ৪৪ ধারাক্রমে বেদখল অধিকারিদের লাভার্থে ধার্য্য আছে, তাহার মধ্যে সেই নানকার ও গয়রহ ভূমির উৎপন্ন যত টাকা হয়, তাহা মিনাহা হইয়া বাকী তাহারা নগদ পাইবে ইতি।

৪০ ধারা। যে সকল তালুকাত পূর্ব্বমত ভূম্যধিকারিদের পেটায় বহাল থাকে, তাহাতেও মালগুজারির ভূমি ও নানকার ও গয়রহ ভূমি উপরের লিখিত সকল দাঁড়াক্রমে এক সামিল হইবে; কিন্তু ইহা তালুকদারদের মালগুজারির বেশীর অভিপ্রায়ে না হইয়া কেবল এই হেতু হইল যে, সেই তালুকাতের উপর

সরকারের যত জমা ধার্য্য আছে, তাহার স্থিত সেই তালুকাতের সমস্ত ভূমির উপর জ্ঞান করিতে হইবে ইতি।

৪১ ধারা। যে যে চাকরানা ভূমি ভূম্যধিকারিদের নিজের আমলা ও চাকরদের ভোগ দখলে মাহিয়ানা তলবের এওজে তনখা রহিয়া থাকে, সে সমস্ত ভূমিও ৩৬ ধারার লিখিত ভূমির বাহির থাকিবে। এক এক জিলার মধ্যের চাকরান সমস্ত ভূমি মালগুজারির ভূমির সামিল হইয়া জমিদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি যে সকল অধিকারির জমিদারী ও গয়রহের মধ্যে সেই ভূমি থাকে, তাহাদের কুল্লাতের মালগুজারির অন্দরে অন্য মালগুজারির ভূমির ন্যায় জানা যাইবে ইতি।

৪২ ধারা। কর্ত্তব্য যে, কি ভূম্যধিকারিদের কি ইজারদারদের সহিত সরকারের জমার সমস্ত করারদাদ সিক্কা টাকার উপর এই নিয়মে হয় যে, তাহারা আপনাদের মালগুজারির টাকা হয় সিক্কা টাকায় দেয়, না হয় যাবৎ এত সিক্কা না জম্মে যে, সিক্কা টাকা সেওয়ায় কোন রকম টাকা সকল দেশে না চলন বিষয়ে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের হুজুরের হুকুম হইতে পারে, তাবৎ আপনাদের অধীনস্থ ইজারদার ও কটকিনাদার ও প্রজাবর্গের স্থানে যে সকল রকম টাকা পায়, তাহার বাট্টা যাহা বাজার চলন থাকে, তাহা বাদে দেয় আর কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, সিক্কা টাকা সেওয়ায় যত টাকা তাঁহাদের খাজানাখানায় দাখিল হয়, তাহার বাট্টার বেওরা আপনাদের হিসাবে লিখেন ইতি। *

৪৩ ধারা। যদি কোন ভূম্যধিকারী আপন ভূমির বন্দোবস্ত যে জমায় ধার্য্য হয়, তাহাতে কবুল না করে, তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে, সেই অধিকারী তাহার যে আপত্তি ও ওজর রাখে, তাহার বেওরা আপন বিবেচিত বিবরণ শুদ্ধ বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের নিকট লিখেন, ঐ বোর্ডের সাহেবেরা বিবেচনান্তে সেই ভূমির যত জমা ধার্য্য করা আবশ্যক জানেন, তাহাই করিবেন, তাহার পরেও সেই জমার কবুল বিষয়ে সেই অধিকারির সম্মতি চাহিয়া যদি সে কবুল না করে, তবে তাহার ভূমি ইজারা কি খাস তহসীল, যাহা ঐ বোর্ডের সাহেবদের মঞ্জুর হয়, তাহাতেই রাখা যাইবে, ও যে ভূমির অধিকারী কবুল না করে, তাহার কর্ত্তব্য যে, আপন না কবুল লিখিয়া দেয় ইতি।

৪৪ ধারা। যে ভূম্যধিকারিদের ভূমি নির্দ্ধারিত জমা কবুল না করণ জন্য ইজারা কি খাস তহসীলে আইসে, তাহার অধিকারিরা ভূমি ইজারা হইলে তাহার সদর জমার উপর কি শতে ১০ দশ টাকা ও ভূমি খাস তহসীলে

* ১৮৩৫ সালের ১৭ আইন দ্বারা কোম্পানির টাকা চলিত হয়; কোম্পানির ১৬ টাকায় সিক্কা ১৫ টাকা হয়। ১৮৩৮ সালাবধি সিক্কা টাকা অচল হয়।

আসিলে যত টাকা তহসীল হয়, তাহার মধ্যে আখরাজাৎ বাদে যত টাকা সরকারের মাল ওয়াজিবী হয়, তাহার উপর ফি শতে ১০৲ দশ টাকা হিসাবে সেই মালিকানা অঙ্ক পাইবে, কিন্তু তাহাদের পরিজনের যে ব্যক্তি সেই মালিকানার স্বত্ববান হয়, সেই ব্যক্তিকে সেই মালিকানার কিছু অংশ অর্পিবে ইতি।

৪৫ ধারা। যে কালে ভূম্যধিকারির ভূমি ইজারা হয়, সে কালে সেই ভূমির ইজারদারের কর্ত্তব্য যে, যদি তাহার করারদাদ মতান্তরে না হইয়া থাকে, তবে যে কিস্তিবন্দী সদর জমা দিবার বিষয়ে ধার্য্য হয়, তদনুসারে সরকারের জমা, সেওয়ায় প্রতিমাসে ১০ দশ টাকা হিসাবে মালিকানা সেই ভূম্যধিকারিকে দিতে থাকে ইতি।

৪৬ ধারা। যদি ইজারদার উপরের ধারার লিখিত হুকুম মত কিস্তি বকিস্তি মালিকানার টাকা দিতে ত্রুটি করে, তবে কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য, যে, সেই মালিকানা মালগুজারীর বাকী টাকা উসুল নিমিত্ত যেরূপ ধার্য্য আছে, সেইরূপ উসুল করেন এই হেতু যে যে ভূম্যধিকারিরা উপরের ধারা সকলের লিখনানুসারে বেদখল হয়, তাহাদের মালিকানা দিবার বিষয়ের জামিন সরকার জানা যাইবে ইতি।

৪৭ ধারা। যে কালে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি তাহার নির্দ্ধারিত জমা কবুল না করণ জন্য খাস তহসীল হয় সেকালে তাহার মালিকানা উপরের ধারা সকলের লিখিত হিসাবে প্রতিমাসে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানা হইতে দেওয়া যাইবে, ও সেই মালিকানা পূর্ব্বে যে মত অর্দ্ধেক টীপক্রমে ও অর্দ্ধেক নগদ টাকায় দেওয়া যাইত, তাহা না হইয়া উত্তরকালে বেবাক নগদ টাকায় দেওয়া যাইবে ইতি।

৪৮ ধারা। ভূমির বন্দোবস্ত জমিদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারিদের সহিত হইয়াছে, অতএব তাহাদের কর্ত্তব্য যে, তাহাদের পেটাও মফঃসলী যে সকল তালুকদার থাকিয়া তাহাদের মারফতে মালগুজারী করে, সে সকল মফঃসলী তালুকদারের সহিত মালগুজারীর করারদাদ সরকারে যে মিয়াদের উপর আপনারা করিয়াছে, সেই মিয়াদের উপর করে, এই নিয়মে যে, তাহারা যে মালগুজারী ওয়াজিবী, সেই মফঃসলী তালুকদারদের স্থানে কি রসদক্রমে কি তদ্ভিন্ন তলব করে, তাহা সেই মফঃসলী তালুকদারেরা কবুল করে, আর জমিদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদের কর্ত্তব্য যে, আপনাদের পেটার মফঃসলী তালুকদারদের সহিত যে করারদাদ করে, তাহার কৈফিয়ৎ

তাহাদের অনাজাতের নাম ও তালুক ও জমার নিদর্শন লিখিয়া সেই করারদাদের তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট দেয় ইতি।

৪৯ ধারা। জানিতে হইবে যে, ১৮ ধারার লিখিত যে মোকররীদারেরা আপনাদের ভূমি দ্বাদশ বৎসরের অধিক কাল মোকররী জমায় রাখিয়া থাকে, তাহাদের স্থানে কিছু জমা বেশী কি সরকারের কার্য্যকারকেরা কি ভূম্যধিকারিরা তলব করিবে না; বরং যে মোকররীদারেরা আপনাদের ভূমি এতদিন পর্য্যন্ত মোকররী জমায় না রাখিয়া থাকে, তথাচ যদি ভূম্যধিকারী তাহাদিগকে এমত করারদাদ লিখিয়া দিয়া থাকে যে, পশ্চাৎ তাহার স্থানে জমাবেশী তলব করিবে না, তবে সে করারদাদ লঙ্ঘন করণ সম্মত হইবে না; কেবল যে জমার করারদাদ হইয়া থাকে তাহাই সেই মোকররীদারের স্থানে তলব করিবে ইতি।

৫০ ধারা। ভূম্যধিকারিদের প্রতি মোকররীদারদের স্থানে জমাবেশী তলব করিবার নিষেধ হুকুম যাহা ৪৯ ধারার শেষভাগে লেখা আছে, সে হুকুম কোন ভূম্যধিকারির ভূমি খাস তহসীলে কি ইজারায় থাকিলে সরকারের কার্য্যকারক কি ইজারদারের প্রতি বহাল থাকিবে না, ইহাতে সরকারের কার্য্যকারক ও ইজারদারেরা সেই মোকররীদারের ভূমির জমা সেই পরগণার নিরিখানুযায়ী ধার্য্য ও তলব করিতে পারিবে ইতি।

৫১ ধারা। মফঃসলী তালুকদারদের স্থানে অন্যায়রূপে টাকা তলব না হইবার কারণ কতিপয় নিয়ম নীচের কয়েক প্রকরণানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোন জমিদার কি অন্য ভূম্যধিকারির উপর সরকারের জমা বেশী তলব ওয়াজিবী হইলেও ইহাতে যদি সেই জমিদার কি অন্য ভূম্যধিকারী পরগণার দস্তুরমাফিক কি তালুকদারের সহিত যে করারদাদ হইয়া থাকে, তাহার নিয়মানুসারে জমা বেশী তলবের শক্তি রাখে, অথবা পূর্ব্বে সেই তালুকের জন্য আপন জমায় কিছু কমী পাইয়াছে, এনিমিত্ত সেই তালুকদারের স্থানে জমা বেশী তলব করিতে পারে, ও সেই তালুকদারের তালুকে তাহা দিবার জায়দাদ থাকে, এমত নহিলে তাহার সাধ্য থাকিবে না যে, আপন পেটার কোন তালুকদারের স্থানে জমা বেশী তলব করে ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকট প্রমাণ হয় যে, কোন জমিদার কি অন্য ভূম্যধিকারী আপন পেটার কোন তালুকদারের স্থানে অসম্মত টাকা লইয়াছে, তবে ইহাতে সেই জজসাহেব

এই রূপে ডিক্রী করেন য, সেই জমিদার কি অন্য ভূম্যধিকারী সেই অসঙ্গত টাকার দ্বিগুণ দণ্ডক্রমে আদালতের খরচা সমেত সেই তালুকদারকে দেয় ইতি।

৫২ ধারা। জমিদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদের সাধ্য আছে যে, আপনাদের অবশিষ্ট ভূমির বন্দোবস্ত যে সকল নিষেধ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে, তদৃষ্টে যেরূপ উচিত জানে করে, কিন্তু কর্ত্তব্য যে, আপনাদের অধীনস্থ ইজারদারদের সহিত যে করারদাদ করে, তাহাতে মালগুজারীর তাযদাদ এবং করারের নির্দ্ধার্য্য স্পষ্ট রূপে থাকে, যদি কোন ভূমির অধিকারী কি ইজারদার কাহারও স্থানে করারদাদ হইতে অধিক কিছু লয়, তবে সেই অধিক টাকা অসঙ্গতের ন্যায় বোধ হইয়া তাহার স্থান হইতে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড স্বরূপ দেওয়ান যাইবে; আর যে সকল নিষেধ হুকুমের প্রস্তাব এই ধারায় হইল, তাহার বেওরা নীচের কয়েক ধারায় লেখা আছে ইতি।

৫৩ ধারা। জমিদার কি হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যাধিকারির সহিত যে কেহ করারদাদ করে, তাহাদের কাহারও পক্ষে ভূমির মালগুজারী তহসীল কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহার কর্ত্তব্য হইবে যে, সেই জমিদার প্রভৃতির দস্তখতী আমলানামা না পাইলে সে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত না হয় ইতি।

৫৪ ধারা। প্রজাদের স্থানে আবওয়াব ও মাথট ইত্যাদি নাম করণে যে টাকা জবর করিয়া লওয়া যায়, তাহা বহু প্রকারে ও অনিশ্চিত থাকায় তাহার নিরূপণ হওয়া দুষ্কর হয়, এবং সেই আবওয়াব ও গয়রহ প্রজাবর্গের অত্যাচারেরও মূলীভূত হইতেছে। অতএব সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারদের কর্ত্তব্য যে, প্রজাদের সম্মতিক্রমে সেই আবওয়াব ও গয়রহের বিবেচনা ও তহকীক করিয়া সে সমস্ত আবওয়াব ও গয়রহ আসল জমাভুক্ত করিয়া এক মোট করে, আর যে সকল জমিদারী ও অন্য যে ভূমি বড় ও প্রশস্ত আছে, তাহার অধিকারিদের কর্ত্তব্য যে, যে সকল পরগণার আবওয়াব ও গয়রহ অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অতিরিক্ত থাকে, তাহা উপরের লিখনানুসারে অগ্রে আসল জমার সহিত মোট করে, আর তাহা করিবার গতিক এমত করে যে, বাঙ্গালা ১১৯৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত সুবে বাঙ্গালায় ও ফসলী ও বিলায়তীর ঐসন আখেরিতক সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায় তাহাদের সম্পর্কীয় সকল ভূমির সে কার্য্য নিষ্পত্তি হয়, আর ঐ মিয়াদ ধার্য্যের হেতু এই যে, সেই সময় মধ্যে সকল পাট্টা দিবার নিয়ম করা হইয়াছে; অতএব ইহার হুকুম পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে ইতি।

৫৫ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী এবং কোন প্রকার ইজারদার ও মফঃসলী তালুকদারের কর্ত্তব্য নয় যে, কিছু নূতন আবওয়াব কি মাথট কোন প্রকারে

প্রজাদের উপর ধার্য্য করে, যদি এমত করে তাহার তিনগুণ দণ্ড ঐ দোষকারির স্থানে লওয়া যাইবে, আর যদি পশ্চাৎ জানা যায় যে, কিছু নূতন আবওয়াব অথবা মাথট ধার্য্য হইয়া কাহারও উসুলে আসিয়াছে তবে, সেই আবওয়াব ওগয়রহ যত দিন ধরিয়া লওয়া গিয়া থাকে, তত দিনের দণ্ড ঐ অনুসারে গৃহীতার স্থান হইতে দেওয়ান হইবে ইতি।

৫৬ ধারা। আশা এবং উদ্দেশে ইহাই জানা যায় যে, কিছুকাল ব্যাজে সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও প্রজাবর্গ ইহাতে আপনাদের লাভ দর্শন করিবে যে, ভূমির মালগুজারীর করারদাদের সকল সময় ভূমির পরিমাণ নির্দ্ধার্য্য করিয়া তাহার উপর জমাও নিরূপণ করা যায়, এবং জোতদারেরা ও চাষিরাও স্বেচ্ছামতে যে চাষ অধিক লাভের তরে জানে, তাহা সেই ভূমিতে করে। আর যে স্থানে এমত দাঁড়া থাকে যে, ভূমি চাষের ফেরফারে তাহার পাট্টার ফেরফার হয়, ও সে ভূমির অধিকারিরা চাগ যে, সেই দাঁড়া সাব্যস্ত থাকে, তবে তাহাদের কর্ত্তব্য যে, ভূমির তায়দাদ ও চাষের রকম ও জমার বেওরা ও যতটাকা জমা তাহার সংখ্যা ও মিয়াদ ধার্য্য এবং এই একরার যে নির্দ্ধারিত মিয়াদ মধ্যে সে ভূমির চাষ পরিবর্ত্তন হইলে, সে ভূমির মালগুজারীর করারদাদ সেই মিয়াদের বাকী মুদ্দতের নিমিত্ত অথবা উভয় স্বেচ্ছায় তাহা হইতে অধিক মুদ্দতের জন্য নূতন ডৌলে হইবে—এই সমস্ত ভূমির পাট্টা সকলে লেখায় ও তদনুসারে সেই ভূমির চাষ উঠিতে লাগিলে মালগুজারী কারণ নূতন পাট্টা উপরের লিখিত মর্ম্ম ও একরার নিদর্শনে করা যায় ইতি।

৫৭ ধারা। ১প্রথম প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে, যে কোন ডৌল ও দাঁড়াক্রমে প্রজাদের মালগুজারী দেওয়া সঙ্গত হয়, তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ বরং নির্দ্ধার্য্য কালে যত টাকা মালগুজারী তাহার সংখ্যা পাট্টা সকলে লেখা যায়।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। যে যে কালে জমার নিরিখের বেওরা ছাড়া তাহার সংখ্যা ধার্য্য না হইতে পারে, সেই সেই কালে কর্ত্তব্য যে, যেমতে যে যে সময়ে চাষের পর ভূমির জমা মাপের মুখে কি তাহার চাষ দৃষ্টে নির্দ্ধার্য্য হয়, অথবা ভূমির জমা তাহার উৎপন্ন শস্যে আদায় হয়, সেই মতে সেই সেই সময়ে মালগুজারী হইবার বেওরা ও একরার যত নগদ ও যত জিনিস এবং অন্য যে সকল কট হউক, তাহা পাট্টা সকলে স্পষ্ট ও পরিষ্কার লেখা যায় ইতি।

৫৮ ধারা। প্রত্যেক জমিদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারের কর্ত্তব্য যে, আপন জমিদারী কি হুজুরী অথবা মফঃসলী তালুকের মফিকক্রমে উপরের লিখিত দাঁড়ামত সকল পাট্টার শরওয়া তৈয়ার

করিয়া তাহাতে কালেক্টর সাহেবের দস্তখতে তাঁহার মঞ্জুরী করাইয়া তাহার নকল জিলার দেওয়ানী আদালতে দাখিল করে, এবং আপনার জমিদারী কি হুজুরী অথবা মফঃসলী তালুক মধ্যের এক এক প্রধান প্রধান কাছারীতেও রাখে, আর এক এক প্রজা দরখাস্তক্রমে সেই সরওয়া মাফিক পাট্টা পাইবে, ও পশ্চাৎ যে কোন পাট্টা সেই শরওয়া ছাড়া তৈয়ার হয়, তাহা মাতবর জ্ঞান হইবে না ইতি।

৫৯ ধারা। কোন প্রজার মালগুজারী দেওয়া সমস্ত নির্দ্দিষ্ট হইলে পর, সেই প্রজার শক্তি আছে যে, ভূম্যধিকারী কি মফঃসলী তালুকদার অথবা ইজারাদার যাহার স্থানে ভূমি লয়, তাহার স্থানে কি তাহার গোমস্তার নিকট সেই ভূমির পাট্টা চায়, যদি সেই ভূম্যধিকারী প্রভৃতি সে পাট্টা দিতে স্বীকার না করে, তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ পূর্ব্বক সেই ভূম্যধিকারী প্রভৃতির স্বীকার না করণের কারণ সেই প্রজার যে খরচ হইয়া থাকে কি ব্যামোহ পাইয়া থাকে, তদনুসারে দণ্ড ভূম্যধিকারী প্রভৃতির উপর হইবে। আর সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারাদারদের প্রতিও হুকুম আছে যে, তাহারা প্রজাদের মালগুজারীর ডৌল ধার্য্য করিলে পর, এক এক খান পাট্টা, হয় আপনারা সেই প্রজা-দিগকে দেয়, না হয় আপনাদের গোমস্তাদের দ্বারা দেওয়ায়। কিন্তু কোন মফঃসলী তালুকদার ও ইজারাদারের সাধ্য হইবে না যে, আপন দখলী ভূমির পাট্টা তাহার অধিকারির বিনানুমতিতে আপন তাহুতের অধিক মুদ্দত জন্য কাহাকেও দেয়; এবং কোন গোমস্তারও ক্ষমতা থাকিবে না যে, ভূম্যধিকারী কি মফঃসলী তালুকদার অথবা অনুপযুক্ত অধিকারিদের ভূমির সরবরাহকার ফলতঃ যে তাহার মনিব হয়, তাহার বিনানুমতিতে কাহাকেও পাট্টা দেয় ইতি।

৬০ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ — ইজারাদার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজাদের যে করারদাদ হাল বন্দোবস্তের পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তাহা যদি শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের কোন আইনের ব্যতিক্রমে না হইয়া থাকে, তবে তাহা গণতাক্রমে কি সে করারদাদ দিবার সাধ্য যাহার না ছিল, তাহার মারফতে হওন প্রমাণ না হইলে সে করারদাদ তাহার মিয়াদ গত পর্য্যন্ত সাব্যস্ত ও বহাল রহিবে।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারাদার এবং তাহাদের কার্য্য-কারকদের সাধ্য থাকিবে না যে, খোদকাস্ত প্রজাদের পাট্টা সকল এমত প্রমাণ নহিলে রদ করে যে, সেই সকল পাট্টা গণতাক্রমে লইয়া থাকে, কি এই আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে সেই প্রজার তিনসনী মালগুজারীতে পরগনার নিরীখবন্দি হইতে কমী হইয়া থাকে, অথবা সেই প্রজারা গণতাক্রমে জমায় কমী করাইয়া থাকে, কি দরোবস্ত পরগনার মাপ তাহার মালগুজারীর হারাহারীর কারণ হইয়া থাকে।

আর জানিতে হইবে যে, এই ধারার লিখিত সকল দাঁড়া সুবে বেহারে চলিবে না ইতি।

৬১ ধারা। সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদারদিগকে উপরের ধারা সকলের লিখিত দাঁড়াক্রমে পাট্টা সকল তৈয়ার করিবার ও তাহা প্রজাদিগকে দিবার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ১১৯৮ সাল, ও সুবে বেহারে ফসলী ১১৯৮ সাল,ও সুবে উড়িষ্যায় বিলায়তী ১১৯৮ সাল আখিরীতক মিয়াদ দেওয়া যাইতেছে, ঐ মিয়াদ গেলে পর কোন কবারদাদ উপরের লিখিত সকল কবারদাদের ব্যতিক্রমে মাতবর জ্ঞান হইবে না। মিয়াদ গেলে পর যদি ভূম্যধিকারী কি মফঃসলী তালুকদার অথবা ইজারাদার কি প্রজা যে কবারদাদে আবওয়াব ও মাথট ও গয়রহ আসল জমাভুক্ত না থাকে, তাহার অনুসারে কিছু দাওয়া করে, তবে সে দাওয়া অগ্রাহ্য এবং আদালতের খরচা সহ তাহার উপর ডিক্রী হইবে ইতি।

(৬২ ধারা। এই ধারা ১৮১২ সালের ১২ আইনের ২ ধারা দ্বারা রদ হইয়াছে *)।

৬৩ ধারা।—প্রথম প্রকরণ।—কর্তব্য যে, প্রত্যেক ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ভূমির যে প্রকার ইজারাদার ও সেই সকলের যে প্রকার গোমস্তারা মালগুজারী তহসীল কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা যে কালে ভূমির যত মালগুজারী তালুকদারের ও ইজারাদারের ও প্রজাদের স্থানে লয়, সে কালে তাহার কবজ লিখিয়া দেয়,আর এক এক কিস্তির টাকা বেবাক আদায় হইলে পরও ফারখতী দেয়, ইহাতে যে কেহ মালগুজারীর টাকা দেয়, সে যদি কবজ না পায়, তবে সেই কবজ দিতে চায় নাই, এমত প্রমাণ জিলার দেওয়ানী আদালতে হইলে পর, যে মালগুজারী টাকার কবজ না পাইয়া থাকে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড আসামী স্থানে হইবে।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন গ্রামের প্রজা জল প্লাবন কি ঋতু সম্বন্ধীয় অন্য কোন উৎপাত নিমিত্ত পলায়, তবে ভূম্যধিকারিদের ও মফঃসলী তালুকদার ও সকল প্রকার ইজারাদার ও ঐ সকলের গোমস্তাদের প্রতি হুকুম থাকিবে না যে, যে সকল প্রজা সে গ্রামে তিষ্ঠিয়া থাকে, তাহাদের স্থানে সেই পলাতক প্রজাদের শিরের মালগুজারী তলব করে ইতি।

৬৪ ধারা। সকল ভূম্যধিকারী ও তালুকদার ও সকল প্রকার ইজারাদারদের কর্তব্য যে, আপনাদের তাবের মালগুজারদারের শিরের মালগুজারীর কিস্তি সকলের

* ১৮১২ সালের ১২ আইনে পাট্টাদারদিগের বিষয়ে বিধান আছে।

ধার্য্য তাহাদের এলাকার ভূমির শস্য কাটিবার ও বিক্রয় করিবার কাল নিদর্শনে করে। ইহার অন্যথা করিলে মালগুজারদের যে ক্ষতি হয়, তাহার জন্য নালিশ সেই অধিকারী প্রভৃতির উপর হইতে পারে ইতি।

৬৫ ধারা। কর্ত্তব্য যে, কোন ভূম্যধিকারী ও মফঃস্বলী তালুকদার এই আইনের লিখিত মর্ম্ম ও মতের ব্যতিক্রমে কোন কবারদাদ এবং কোন কার্য্যও না করে ইতি।

৬৬ ধারা। সদরের মালগুজার সকল জমিদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার এবং ঐ সকলের স্থানে যাহারা ইজারা লইয়া থাকে, তাহার এবং তাহাদের জনাজাতের গোমস্তারা ও কার্য্যকারক ও চাকর ও অনুগত ও প্রজাদের সকলকে নিষেধ আছে যে, জিলার দেওয়ানী আদালত এবং দায়ের ও সায়েরের আদালতের মোতালক এবং ফৌজদারীর সাহেবের এলাকার মোকদ্দমা সকলের কোন মোকদ্দমায় কোন প্রকারে হস্ত না দেয়। যদি ইহাতে অন্যথা করে, তবে যে কোন আদালতের সাহেবের নিকট ইহার নালিশ হইবে, সেই সাহেব যত দণ্ড উচিত জানেন, তাহা সরকারে লইবেন এবং ফরিয়াদীর লোকসানের টাকাও দেওয়াইবেন ইতি।

৬৭ ধারা। প্রথম প্রকরণ। সদরের মালগুজার সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদের কবুলিয়তে লিখিত যে সকল একরার ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে ছাপা ও জারী হওয়া কোন আইন মতে মৌকুফ না হইয়া থাকে, তাহা স্থিরতর ও বহাল জানা যাইবে।

দ্বিতীয় প্রকরণ। যে ভূম্যধিকারিদের ভূমির বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাদের যে কেহ সেই বন্দোবস্ত তারিখ এবং ঐ দশসালী বন্দোবস্ত চিরকাল থাকিবার নিদর্শনে যে ইস্তাহারনামা হই। তাহা ইংরেজী ১৭৯৩ সালের প্রথম আইনে লেখা গিয়াছে, তাহার তারিখ ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ্চ এই উভয় তারিখের মধ্যে আপন ভূমির মাতবরীতে কর্জ্জ লইয়া থাকে তাহা, এবং সে কালে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম জারী ছিল, তদনুসারে আপন ভূমি বিক্রয় কি মতান্তর চল বিচল অর্থাৎ খারিজ দাখিল করিয়া থাকে, এমত বিক্রয় ও খারিজ দাখিল সিদ্ধ হইবে। এবং কোন ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ইংরেজী ১৭৯৭ সালের ৮ই জুনের পর আপন অধিকারের ভূমি কি মফঃস্বলী তালুক নিশ্চয় খারিজ দাখিল করিয়া থাকিলে, এপ্রকার ভূমির খারিজ দাখিল যাহা ঐ তারিখে হওয়া আইন মত বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের বিনানুমতিতে হইবার হুকুম আছে, ও তদনুসারে হইয়া থাকে, তাহা ও মাতবর জানা যাইবে। আর

ইংরেজী ১৭৯০ সালের ২৯শে অক্টোবর হইতে যে ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ঐ বোর্ডের সাহেবদের হুকুম না লইয়া কর্জ্জ লইয়া থাকেন, এপ্রকার কর্জ্জও মাতবর বোধ হইবে।

তৃতীয় প্রকরণ। ইংরেজী ১৭৯১ সালের ২৩শে নবেম্বরে সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের পর ১০ সনী বন্দোবস্তের যে আইন নূতন ডৌলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে হুকুম আছে যে যদি প্রজারা আপনাদের কবালাদাদের মাতবরী বিষয়ে জামিন দিয়া থাকে, ও সেই জামিন মঞ্জুর হইয়া থাকে, তবে ভূম্যধিকারীও ইজারাদারের উচিত হইবে না, যে জামিন না পলাইলে কি পলাইলে তাহার স্থানে অন্য মাতবর জামিন না। দেওনব্যতিরেকে যে প্রজাদের ফসল ক্রোক করে, সে হুকুম ইংরেজী ১৭৯২ সালের ২০শে জুলাইর নির্দ্দিষ্ট আইনক্রমে মৌকুফ হইয়াছিল, তাহার কোন কোন মর্ম্মের পরিবর্ত্তেও সেই সেই আইন আমূল হইতে পরিষ্কার ও দুরস্ত হইয়া ইংরেজী ১৭৯৩ সালের সপ্তদশ আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চতুর্থ প্রকরণ। দশসনী বন্দোবস্তের আদি আইনে হুকুম আছে যে, সকল জমিদারেরা আপনাদের সীমাসরহদ্দ মধ্যে উৎপাত ও আপদ না হইবার বিষয়ে জওয়াব দেওনওয়ালা থাকিবে, এবং এবিষয়ে পশ্চাৎ যে সকল হুকুম হয়, তদনুসারে ও কার্য্য করিবে। সে হুকুম ইংরেজী ১৭৯২ সালের ৭ই ডিসেম্বরের নির্দ্দিষ্ট আইন মত মৌকুফ হইয়াছে, ও সে আইনের মর্ম্ম বিশেষের পরিবর্ত্তে আমূল হইতে দুরস্ত হইয়া ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ত্রয়োবিংশতি আইন নামে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পঞ্চম প্রকরণ। দশসনী বন্দোবস্তের আদি আইনে হুকুম আছে যে, যদি দৈবাৎ কখন কোন স্থানের গতিক ও আহওয়াল এমত দর্শন হয় যে, সে গতিকে সেই আইনের লিখিত মর্ম্মানুসারে কার্য্য করা যায় না, তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে, সেই আইনের মর্ম্মের যাহা ন্যুনাধিককরণ আবশ্যক জানেন, তাহার বেওরা সংবাদ বোর্ড রেবেনিউ সাহেবদিগকে দেন। এইক্ষণেও সেই হুকুম যে ভূমির বন্দোবস্ত অদ্যাবধি হয় নাই, সেই ভূমির বন্দোবস্ত ধার্য্যে চলন ও জারী রহিবে; কিন্তু সেই হুকুম দ্বারা কালেক্টর সাহেবের প্রতি এমত হুকুম জ্ঞান হয় না যে, আদালতের কর্ত্তৃত্ব কিছু আপনার প্রতি রাখেন।

ষষ্ঠ প্রকরণ। উপরের লিখিত আইনে অপর এমত হুকুম জারী হইয়াছিল যে, যদি কালেক্টর সাহেবেরা নিদর্শনী কাগজপত্র প্রস্তুত না থাকায়, কি আবশ্যক সাল বেওরা সংবাদ না পাইবায় অথবা অন্য প্রতিবন্ধকে না পারেন যে,

নির্দ্ধারিত নকসাক্রমে সকল পরগণার বন্দোবস্ত প্রভৃতি সুবার চলিত ১১৯৭ সাল গত হইবার পূর্ব্বে পূর্ণ করিতে না পারেন, তবে তাহাতে কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, তাহার বন্দোবস্ত বন্দোবস্তের প্রথম সনের অব্যবহিত পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের বন্দোবস্তার্থ যে সকল দাঁড়া ইংরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫এ এপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনে নির্ণীত আছে, সেই সকল দাঁড়াক্রমে কেবল এক সনের জন্য করেন ইতি।

নীচের লিখিত কয়েক ধারার হুকুম সকল কেবল সুবে বাঙ্গলার প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে।

৬৮ ধারা। মোটে ভূমির মালগুজারির তায়দাদ ধার্য্যের দাঁড়া এই যে, কালেক্টর সাহেবেরা ভূমির আহওয়ালের কৈফিয়তের যে সকল রেওয়া ও হিসাব বোর্ড রেবেনিউতে দেন, তাহার সহিত গত সনের জমা মিলন হইয়া তদ্দৃষ্টে ঐ বোর্ডের সাহেবগণ যত জমা চাহবেন তত জমাই নির্দ্ধার্য্য হইবে, কিন্তু এ বিষয়ে যে কোন মর্ম্ম বিশেষের বিবেচনা কর্ত্তব্য তাহার রেওয়া নীচের কয়েক ধারায় লেখা আছে ইতি।

৬৯ ধারা। যদি বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের বিবেচনায় আইসে যে, কোন কালেক্টর সাহেবের দেওয়া ভূমির হিসাব দুরস্তও সঙ্গত নয়, ও অধিকন্তু সে ভূমির উৎপন্নের তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক জানেন, ও সেই তত্ত্ব যে হস্তবুদ ও জরিপ করিতে নিষেধ হইয়াছে তাহা না হইলে মিলে, তবে যাবৎ সে তত্ত্ব না মিলে, তাবৎ সে ভূমির দশসনী বন্দোবস্ত স্থগিত রাখা যাইবে ইতি।

৭০ ধারা। শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের হুজুরের বিনা হুকুমে সন হালে গত সনের জমার কমী বহাল রহিবে না ইতি।

৭১ ধারা। যে স্থানে অতুল্যটিত আপদ হওয়ায় যত কাল মিয়াদ জন্য জমায় কমী দেওয়া কর্ত্তব্য হয়, তথায় সেই কমী রসদক্রমে পুনর্ব্বার সরকারে লওয়া যাইবে, কিন্তু সেই রসদের মিয়াদ তিন সনের অধিক হইবে না, ইহাতে যদি বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা উচিত জানেন যে, খারিজা তালুকাত ও এ প্রকার ক্ষুদ্র অন্য মহালায় তিন সনের উপর রসদের মিয়াদ দেওয়া কর্ত্তব্য হইবে, তবে ঐ রসদের মিয়াদ অধিক হইতে পারিবে ইতি।

৭২ ধারা। কর্ত্তব্য যে সুবে বাঙ্গলার ভূমির বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত মোসহেরা ও জমিদারী আমলার মাহিয়ানা ও পুলবন্দী ও কাছারির আখরাজাত ও গয়রহ সকল অঙ্ক ছাড়া যত টাকা দাখিল হইয়া থাকে, তত টাকায় সাধ্যানুসারে ধার্য্য হয়, এই হেতু যে, সরকারের বাঞ্ছা এই যে, সরকারের কার্য্যকর্ত্তাদের মোসহেরা দেওয়ায়

ভূমির রাজস্ব উমুলের মোতালক অন্য সকল খরচ এবং সরকারের মালগুজারি তহসিলের আখরাজাত ভূম্যধিকারিদের স্থান হইতে তাহাদের ভূমির উৎপন্ন মুখে আদায় হয় ইতি।

৭৩ ধারা। কর্ত্তব্য যে ভূম্যধিকারিদের সম্পর্কীয় সকল লোক ও পরিজনের কালহরণের মোসহেরা এতাবৎ ভরণ পোষণের টাকা যাহা অদ্যাবধি পৃথক নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা যে স্থানে নির্দ্ধার্য্য থাকে, তথায় মৌকুফ হইয়া তাহাদের প্রতিপালন সেই অধিকারিদের কর্ত্তব্য হইবে।

৭৪ ধারা। রোজবন্দী ও গয়রহ খয়রাত অঙ্কের ন্যায় জমিদারী যে সকল মোকররী আখরাজাত বহালী থাকে, সে সকল আখরাজাত দেওয়া কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য হইবে, ও ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদের কিছু দখল তাহাতে থাকিবে না, যদি কোন সময়ে কোন বিশিষ্ট কারণে সেই আখরাজাত ভূম্যধিকারী কি ইজারদারদের দ্বারা আদায় হওন উচিত না জানা যায় ইতি।

৭৫ ধারা। ভূমির জমার তায়দাদ ধার্য্যের দাঁড়া ৬৮ ধারায় এমত লেখা আছে যে, কালেক্টর সাহেব ভূমির কৈফিয়তের যে সকল রেওয়া ও হিসাব বোর্ড রেবেনিউতে দেন, ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহার সহিত সেই ভূমির গত সনের জমা মিলাইয়া তদ্দৃষ্টে যত জমা ঠাওরেন, তত জমাই সেই ভূমির উপর ধার্য্য হইবে। অতএব সেই দাঁড়া, যে খারিজী তালুকাতের মালগুজারী অদ্যাবধি সরকারে না হইয়া থাকে, তাহার বিষয়ে বহাল হইতে পারে না। এবং যে ভূমির উৎপন্ন, পূর্ব্বাবধি প্রকৃত প্রস্তাবে জানা গিয়া থাকে, সে ভূমির বিষয়েও সেই দাঁড়া চলিবে না; কিন্তু যে কালে জানা যায়, যে পরগণার মধ্যে সেই ভূম্যাদি থাকে, সেই পরগণার শরে হইতে কম ধার্য্য হইয়াছে, তবে তাহার জমা পরগণার শরমাফিক এইরূপে নির্দ্ধার্য্য হইবে যে, সেই জমা সেওয়ায় যে বেশী হয়, তাহাতে সেই ভূম্যাদির সদর মালগুজারীর উপর ফি শতে দশ টাকা সেই ভূম্যধিকারিদের ও তাহাদের পরিজন লোকের ভরণপোষণ নিমিত্ত তাহাদের হস্তে রহে, কিন্তু জানিবে যে, সেই অধিকারিদের নিজখরচের নানকার ওগয়রহ যে ভূমির উৎপন্ন, সরকার করসম্পর্কীয় ভূমির শামিল হইবার্থে ৩৯ ধারায় হুকুম আছে—সে উৎপন্নেরও হিসাব, উপরের লিখনানুসারে করা যাইবে। আর যে সকল তালুকদারের তালুকাত উপরের লিখিত দাঁড়ানুসারে ছাড়া হয়, তাহাতে যদি তাহারা সেই বেশীর নির্দ্ধার্য্য, তাহাদের তালুকাতের যে করারদাদ পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিদের সহিত হইয়াছে, তাহার একরার ব্যতিক্রমে হওন জানে, ও স্পষ্টতঃ তৎকালে সেই একরার ধার্য্যের সাধ্য সেই ভূম্যধিকারিদের না থাকে, তবে একপে সেই তালুকদারদের

ক্ষমতা হইবে যে, লোকসানের দাওয়ায় সেই ভূম্যধিকারিদের নামে, জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইতি।

৭৬ ধারা। যে সকল খারিজী তালুকাৎ ও অন্য ভূমির মালগুজারী অদ্যাবধি বরাবর সরকারে দাখিল হইতেছে, সে তালুকাৎ ও ভূমি, যদি দ্বাদশ বৎসর হইতে মোকররী জমায় রহিয়া থাকে, তবে তাহা উপরের লিখিত দাঁড়া ছাড়া হইয়া, তাহার দশশনী বন্দোবস্ত সেই সাবেক জমায়ই, সেই তালুকাত ও ভূমির অধিকারির সহিত হইবে, কিন্তু সায়েরের মাহুলের মৌকুফ ও বাজেযাপ্তী অঙ্ক যাহা সম্মত হয়, তাহা সেই জমা হইতে মিনাহা হইবে ইতি।

৭৭ ধারা। যে স্থানে ভূম্যধিকারী ভূমির প্রকৃত উৎপন্ন জানিয়া তাহার জমা ধার্য্য হয়, তথায় সরকারের জমার ফি শতের উপর ১০ দশ টাকা হিসাবে ভূম্যধিকারির ভরণ পোষণ নিমিত্ত সামান্যতঃ নির্দ্ধার্য্য আছে, কিন্তু সকল জমিদারী ও হজুরী তালুকাতের কোন স্থানে জমা যদি এত অল্প হয় যে, তাহার আহওয়াল দৃষ্টে এমত উচিত জানা যায় যে, সেই ভরণ পোষণের অঙ্ক সেই হিসাব হইতে অধিক করিতে হয়, তবে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলে তাহাতে মনোযোগী হইবেন ইতি।

৭৮ ধারা। ৬৮ ধারার লিখিত জমাবন্দী ধার্য্যের দাঁড়া করিবার কারণ, এ বিষয়ে জ্ঞাত হওন আবশ্যক হইবে যে, যে আখরাজাতের প্রস্তাব উপরে হইল, তাহা সরকারের জমা সেওয়ায় ভূম্যধিকারিদের স্থানে আদায় হইতেছে, কি সরকার হইতে দেওয়া যাইতেছে এই হেতু যে, তদনুসারে সেই ভূম্যধিকারিদের জমায় সেই আখরাজাতের অঙ্ক মিনাহ হাকি না, এমত নির্ণয় হইতে পারে ইতি।

৭৯ ধারা। যে সকল স্থানে উপরের ধারার লিখিত আখরাজাৎ সরকারের জমা সেওয়ায় ভূম্যধিকারিদের মারফত দেওয়া গিয়া থাকে, সে অধিকারিদের ভূমির জমায়, সেই আখরাজাৎ মিনাহের হক্তলব অর্থাৎ দাওয়া থাকিবে না, কিন্তু যে বিষয়ে সেই আখরাজাৎ সরকার হইতে দেওয়া গিয়া থাকে, সে বিষয়ে যত দেওয়া গিয়া থাকে, তাহা তাহাদের জমায় মিনাহা হইবে। যদি সেই আখরাজাতের জায়দাদ সাবেক জমা সেওয়ায় না জানা যায়, আর ভূম্যধিকারিদের মোশাহেরা বিষয়ে ইহার প্রতি দৃষ্টি রহে যে, যে স্থানে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি অদ্যাবধি ইজারায় রহিয়া এইক্ষণে তাহার দখলে আসিতেছে, তাহার যে কৈফিয়ৎ ইজারদার পাইত, তাহা এইক্ষণ সেই ভূম্যধিকারিকে অর্পিয়া তাহার মোশাহেরার স্থানে গণ্য হইতে পারিবে ইতি।

৮০ ধারা। যে স্থানে সরকারের জমা ভূমির প্রকৃত উৎপন্ন জানিয়া ধার্য্য হয়,

কর্ত্তব্য যে, তথায় কি মৌজেহায়ী কি পরগণাতী ওগয়রহ, যে প্রকার আথরাজাত থাকে, তাহার মফঃসল বেওরা দৃষ্টে ধার্য্য করা যায়। অতএব কালেক্টর সাহেবের উচিত যে, সেই ভূমির কুল্লাতের জায়দাদের ও সেই জায়দাদ মাফিক যত জমা ঠাহরেন, তাহার বেওরা কৈফিয়তের ফর্দ্দ রেবিনিউতে পাঠান ইতি।

৮১ ধারা। সরকারের জমার তায়দাদ ধার্য্যে, যে যে বিষয় কর্ত্তব্য হয়, তাহাতে উচিত যে, সেই সকল বিষয় বিবরিয়া সরকারের দপ্তরে লেখা যায়, এই হেতু যে, উত্তরকাল তাহা অল্প হইবার দাওয়া ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদের হইতে না হয় ইতি।

নীচের কয়েক দফার লিখিত সকল হুকুম কেবল সুবে বেহারের প্রতি ধার্য্য আছে।

৮২ ধারা। কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, এক এক ভূম্যধিকারির যত জমা, তাহা বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের কৃত নিয়ম ও বিবেচনাক্রমে নির্দ্ধার্য্য করেন, অতএব কালেক্টর সাহেবেরা এক এক ভূমির জমা যে রূপে ধার্য্য করেন, তাহার তায়দাদ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগকে জানান আর কালেক্টর সাহেবদের ক্ষমতা আছে যে, যদি পরামর্শ ও উচিত জানেন, তবে ভূম্যধিকারিদের হুকুম করেন যে, তাহারা আপনাদের ভূমির জমার তায়দাদের বিবরণ সওয়াল দাখিল করে, কিন্তু ভূমির জমার তায়দাদের ধার্য্য প্রায় কালেক্টর সাহেবদের দ্বারা তাঁহাদের মন্ত্রণাক্রমে হওন কর্ত্তব্য হইবে ইতি।

৮৩ ধারা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী এবং ভাবী ভূম্যধিকারী কি ইজারদারদের মধ্যে জমা ধার্য্য ও ভূমির জায়দাদ বুঝিবার কারণ অদ্যাবধি যে সকল দাঁড়া ও দস্তুর চলন ও জারী রহিয়াছে, তাহাতে কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, ভূমির জমা ধার্য্য করিতে সেই সকল দাঁড়া ও দস্তুর দৃষ্টি রাখিতে থাকেন, এবং যে স্থানে কর্ত্তব্য হয় তথায় জমা ধার্য্যার্থ এ বিষয় আপনাদের কার্য্যোপদেশ জানিতে থাকেন। তাহার বেওরা এই যে, ভূমির তিনচারি বৎসরের উৎপন্নক্রমে মধ্যের এক বৎসরের উৎপন্ন বুঝিয়া এতাবতা তিনচারি বৎসরের উৎপন্ন বিবেচিয়া তাহাকে বন্দোবস্তের মূল নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার মধ্যে মালিকানা ও খয়রাৎ অঙ্ক মিনাহা করিয়া, বাকী সরকারের জমা ধার্য্য করেন। আর শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের ইহাতে বিস্তর বিশ্বাস আছে যে, কালেক্টর সাহেবের সেই কার্য্যোদেশে নিতান্ত শুদ্ধ ও সূক্ষ্মডৌলে দৃষ্টি রাখিবেন ও মানিবেন। এবং ঐ সাহেবদের শক্তি আছে যে, কোন ভূমির উৎপন্নে অতিশয় সন্দেহ হইলে তাহা জরীব করেন; কিন্তু এমত সন্দেহ হইলে কর্ত্তব্য যে, তাহার বেওরা বোর্ড রেবেনিউতে সমাচার দেন ও বিনা জরীবে যদি সন্দেহ মিটে তবে জরীব না করেন ইতি।

৮৪ ধারা। যে ভূমির মালগুজারী অদ্যাবধি বরাবর সরকারে দাখিল হয়, সে ভূমি যদি দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত মোকররী জমায় রহিয়া থাকে, তবে উপরের লিখিত দাঁড়া সকলের বাহির জ্ঞান হইয়া তাহার দশসনী বন্দোবস্ত, সেই সাবেক জমায় সেই ভূম্যধিকারিদের সহিত হইবে; কিন্তু সাযেবের মহসুল বাজে-যাপ্তী ও মৌকুফী অঙ্ক যাহা সঙ্গত হয়, তাহা সেই জমায় মিনাহা হইবে ইতি।

৮৫ ধারা। ভূমির যে সদর জমা বাঙ্গালা ১১৯৭ সালে ধার্য্য হইয়াছে, তাহার কমী শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনা হুকুমে হইতে পারে না ইতি।

৮৬ ধারা। কর্ত্তব্য যে, সদর কিস্তিবন্দীর ধার্য্য যাহাতে সরকারের মালগুজারী উসুলের প্রতি হুদোর ও খাতিরজমা হয়, তাহা নজর আন্দাজে না হইয়া যথাসাধ্যে ভূম্যধিকারীরা সরকারের মালগুজারী অতি স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে দিতে পারে, এমত বিবেচনায় হয় ইতি

৮৭ ধারা। কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, উপরের সকল ধারার লিখিত যে সকল দাঁড়াকে কার্য্যের মূল নিয়ম গণিতে পারা যায়, তদনুসারে কার্য্য করিতে ভ্রান্ত না হইয়া আদ্যোপান্ত সকল বিষয়ের বেওরা জ্ঞাত হইয়া করেন। আর এবিষয় প্রার্থনা ও উম্মেদ এই যে, বিশিষ্ট প্রকারে জমার তায়দাদ ধার্য্যের বিষয়ে তাঁহাদের কার্য্যকারিত্ব ও কার্য্যের বেওরা জিজ্ঞাসিলে সুন্দররূপে তাহার বেওরা কহিতে পারেন ইতি।

নীচের কয়েক ধারার লিখিত সকল হুকুম কেবল জিলা মেদিনীপুরের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে।

৮৮ ধারা। যদি কালেক্টর সাহেবেরা নিজে কি লোকদের দ্বারা সমাচার পাইয়া নিশ্চয় ও মাতবর বুঝেন যে, জমিদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারিদের জমা তাহাদের ভূমির স্থিত ও তায়দাদানুসারে ধার্য্য হয় নাই, তবে ঐ সাহেবদের ক্ষমতা আছে যে, আবশ্যকক্রমে এবিষয় ভাল হইবার কারণ সেই ভূমি বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় যাহা কমী ও বেশীকরণ আবশ্যক, তদনুসারে সে ভূমির জমা ধার্য্য করেন ইতি।

৮৯ ধারা। যে যে কালে, বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় কমি হওয়া উচিত, ইহা জানিবার কারণ কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, ওয়াসিলাৎ ও আখরাজাৎ বিবেচনা ও তহকীক করিয়া এবং ঐ দুইকে মিলাইয়া সেই আখরাজাতে যাহা অধিক ঠাহর করেন, তাহা কমি দেন। আর ঐ সাহেবদের উচিত যে, যেকালে কোন জমিদার কি হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী আপন শিরের মালগু-

জারীর নিশার কারণ আপনার কিছু ভূমি কি বস্তুবিক্রয় করিতে পাচার হইয়া থাকে, ইহা আপনারা নিশ্চয় করিয়া জানেন ইতি।

৯০ ধারা। জমিদারেরা ও তালুকদারেরা কখন তলবকরা হিসাবের কাগজ দাখিল করিতে শৈথিল্য ও টালমটাল না করিতে পারিবার ও ইহার তদারকের কারণ কালেক্টর সাহেবদের ক্ষমতা আছে যে, জমিদার ও গয়রহের যে কেহ হিসাব দিতে টালমটাল ও ওজর করে, তাহার উপরে সংকত দণ্ড করিয়া সে বিবরণ বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদিগকে অবগত করান ইতি।

৯১ ধারা। কোন ভূমির উৎপন্ন সংখ্যার বিষয়ে নিতান্ত সন্দেহ হইলে ও সর্ব্বতোভাবে নিশ্চয় না হইলে, কালেক্টর সাহেবদের শক্তি আছে যে, তাহা জানিবার কারণ দরিয়াফত করান কি এ নিমিত্তে ভূমির যে তহকীকাত আবশ্যক জানেন তাহাই করেন ইতি।

৯২ ধারা। কালেক্টর সাহেবদের ক্ষমতা আছে যে, যে কোন ভূমির বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় কমি দেওয়া উচিত হয়, তাহার উৎপন্নের বেওরা উপরের ধারার লিখনানুসারে জ্ঞাত হইয়া কমি দেন। কিন্তু ইহাতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুম আছে যে, এমত কমি দেওয়া কর্ত্তব্য হইলে যাবৎ ইহার বেওরা বোধ না হয়, তাবৎ ঐ সাহেবেরা কমী না দেন, অতএব কর্ত্তব্য যে, ভূমির বন্দোবস্ত ধার্য্য ও অধার্য্য ঐ শ্রীযুতের হুজুরের মঞ্জুরের উপর করা যায় এবং ইহার সমাচার সেই ভূমির অধিকারিকে দেওয়া যায় ইতি।

৯৩ ধারা। পূর্ব্বাবধি জিলা মেদিনীপুরের জমায় যে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার চারি শত সাতত্তর টাকা লোকসানের আন্দাজী হিসাব হইয়াছে পশ্চাৎ সে লোকসানী টাকা ঐ জিলার বাটাবাদে যে সৌদী জমা ষোল লক্ষ চৌরাশী হাজার আট শত আটষট্টি টাকা পাচ আনা এক পাই আছে, তাহার উপর তিন শত তিন টাকা হিসাবে একুনে পঞ্চাশ হাজার পাচ শত ছচল্লিশ টাকা হিসাবে ধরা যাইবে অর্থাৎ কমী হইবে ইতি।

৯৪ ধারা। পুণ্যক্রিয়ার আখরাজাতের যে জমা এইক্ষণ মাফ আছে, তাহাও অতিশয় জ্ঞান হয়, অতএব তাহারও কমী হইবে, কিন্তু সেই কমী কত হইবে, তাহা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে নিশ্চয় হয় নাই, তথাচ ঐ শ্রীযুতের চিত্তে কথন লয় যে, হাল্ল যে টাকা মাফ হয়, তাহাতে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কমী হইতে পারে। এতদ্দৃষ্টে কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্য যে, ভূমির জমার তাগদাদ ধার্য্যে ঐ আখরাজাত উপরের লিখিত আন্দাজ বুঝিয়া কমী করেন, ইহাতে পরগণা কাশীজোড়া ও সাহাপুর ও ময়নাচৌরায় ঐ আখরাজাত অন্যান্য

স্থানাপেক্ষা অধিক আছে ; অতএব উচিত যে, ঐ সকল স্থানে তাহার কমী অতিরিক্ত করেন ইতি।

৯৫ ধারা। সহর মেদিনীপুরের তৈনাৎ পল্টনের খোরাক খরিদের খরচ ও কুচের সময় কাষ্ঠ ও খড়ের খরচ যদ্যপি তথাকার ভূম্যধিকারিদের স্থানে দেওয়ান গিয়া থাকে, তাহা মৌকুফ হইবে ও পশ্চাৎ এমত খরচ তাহাদের জিম্মা হইবে না ইতি।

৯৬ ধারা। কর্ত্তব্য যে, জিলা মেদিনীপুরের ভূমির বন্দোবস্ত জমিদারি আমলার সেবন্দী ও মোশহেরেরা ও পলবন্দী ও কাছারীর আখরাজাত ও গয়রহ যাহা তাহাতে ভুক্ত থাকে, তাহাবাদে যত টাকায় হয় তাহা তই ধরা যায়, এই হেতু যে, সরকারের বাসনা এই যে, সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদের মোশহেরা সরকারের মালগুজারী তহসীলের আখরাজাৎ ছাড়া এবং ভূমির জমা উসুলের মোতালক অন্য সমস্ত আখরাজাত ছাড়া ভূম্যধিকারিদের মারফতে তাহাদের ভূমির উৎপন্ন হইতে আদায় হয় ইতি।

৯৭ ধারা। মোকররী আখরাজাত যাহার বহালী মঞ্জুর পড়ে, যে সকল আখরাজাত রোজবন্দ ও গয়রহ খয়রাতের অঙ্কের নাগ কালেক্টর সাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবে, তাহাতে ভূম্যধিকারিদের কিছু এলাকা থাকিবে না, যদি কোন সময় কিছু হেতুতে সেই আখরাজাত ভূম্যধিকারির মারফতে দেওয়া উচিত না হয় ইতি।

৯৮ ধারা। যে স্থানে ঋতুঘটিত আপদ উপস্থিত হওন প্রযুক্ত কিছুকাল মিয়াদ জন্য জমায় কমী দেওয়া উচিত হয়, তথায় সেই কমী রসদক্রমে পুনরায় সরকারে লওয়া যাইবে, কিন্তু সেই রসদের মিয়াদ তিন বৎসরের অধিক মুদ্দতে হইবে না, যদি খারিজা তালুকাত ও অন্য ক্ষুদ্র মহালতে রসদের মিয়াদ তিন বৎসরের অধিক মুদ্দতে হওন বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা উচিত না জানেন ইতি।

৯৯ ধারা। উচিত যে, সরকারের জমার তায়দাদ ধার্য্যে যে সকল বিষয় কর্ত্তব্য হয়, তাহা সমস্ত বেওরাইয়া সরকারের দপ্তরে লিখা যায়, এই হেতু যে, পশ্চাৎ তাহাতে কমী হইবার দাওয়া ভূমির অধিকারী ও ইজারদারদের হইতে না হয় ইতি।

নীচের কয়েক ধারার লিখিত সকল হুকুম কেবল নিমকপোখ্তানির মহালাতের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে।

১০০ ধারা। নিমকপোখ্তানীর সকল মহালাতের মধ্যে যে যে মহাল নিমকপোখ্তানীর কার্য্য সুন্দররূপে চলন নিমিত্ত ওজন্তা কয়েক সাল খাস-

তহসীলে রাখা গিয়া থাকে, সেই সেই মহালের গতিকের সহিত এই আইনের উপরের ধারা সকলের লিখিত যে যে দাঁড়া ভূম্যধিকারিদের সহিত ভূমির বন্দো-বস্তের মিয়াদ ও তাহার আনওয়ান ধার্য্যের বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সম্পর্ক রাখিবে না; অতএব সেই সেই মহালার্থে এমত নির্দ্ধার্য হইল যে, সেই সেই মহাল পূর্ব্বমতে খাস তহসীল থাকিয়া তাহার বন্দোবস্ত প্রতি সন হইবে, যাবৎ শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর কৌন্সিলের হুজুর হইতে এ বিষয়ে মৌকুফের আইন নির্দ্দিষ্ট না হয় ইতি।

১০১ ধারা। যে সকল কালেক্টর সাহেবের এলাকায় উপরের ধারার লিখিত যে যে মহাল আছে, তাঁহাদিগকে হুকুম হইল যে, সেই সেই মহালের প্রজাদের এই আইনের লিখিত সকল দাঁড়া মতে জিলা মেদিনীপুরে পাট্টা দিবার অর্থে যে মিয়াদ ধার্য্য আছে, সেই মিয়াদ মধ্যে পাট্টা দেন ইতি।

সম্পূর্ণ।

১৮০১ সালের ১ আইন ১৪ ধারা। ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের যে যে হুকুম স্ব স্ব প্রধান তালুকদারেরা জমিদারির পেটা হইতে খারিজের যোগ্য আপনাদের তালুকাত খারিজ করিতে পারিবার নিদর্শনে আছে, সেই সেই হুকুমের মর্ম্মে জানা গেল যে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি আপনার সেমত কোন তালুক দশসনী বন্দোবস্ত কালে খারিজের দরখাস্ত না করিয়া কোন জমিদারির পেটাও রাখিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি এইক্ষণে যে সময়ে দরখাস্ত করে, সেই সময়েই খারিজ হইতে পারে। অতএব নীলামী ভূমির ক্রেতাদের হিতার্থে সেই সেই হুকুম চলিবার কারণ এক মিয়াদের নির্দ্ধার্য্য এমত করা আবশ্যক হয় যে, নীলামী ক্রেতাদের ক্রীত ভূমির মধ্যে পড়িয়া থাকা যে মত কোন তালুক ভূমি সেই মিয়াদের পর নীলামী ক্রেতাদের হস্ত ছাড়া না হইতে পারে। এ প্রযুক্ত এ ধারা ক্রমে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে, স্ব স্ব প্রধান তালুকদারদের যাহার যে তালুক কোন জমিদারির পেটাও থাকে, সে যদি সে তালুককে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫ ধারার কি তদিতর কোন আইনানুসারে খারিজের যোগ্য বুঝে, তবে তাহার কর্ত্তব্য যে, এ আইন জারির তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে আপনার সেই তালুক খারিজের দরখাস্ত সেই তালুক থাকা জিলার কালেক্টর সাহেবের সমীপে দেয়, ও যদি এই নির্দ্ধারিত মিয়াদ মধ্যে তাহা না দেয়, তবে ইহার পর ঐ ৮ আইনা-নুসারে তাহার সে তালুক খারিজ করিবার স্বত্বাধিকার থাকিবে না। আর

বুঝিবেন যে, ইতিমধ্যে যেমত যে তালুকদার খারিজের দরখাস্ত না হয়, সে তালুকের সম্বন্ধে উপরের প্রসঙ্গিত ধারাও ঐ মিয়াদ গতে অকর্ম্মণ্য হইবে এবং তদনন্তর জানা যাইবে যে, সে তালুক সেই জমিদারির পেটার নিতান্ত চিহ্নিত ও তাহা হইতে খারিজের অযোগ্য। কিন্তু এ আইনের মর্ম্ম এই যে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে সে তালুক বিষয়ে সেই তালুকদারের স্বত্বাধিকারের ফের পড়িবে না। এবং এ ধারাক্রমে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে দশসনা বন্দোবস্তের পর যে সকল তালুক নব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার বিষয়ে ঐ আইনের লিখিত খারিজের যোগ্য তালুকাতের সম্পর্কীয় হুকুম চলিবার মনস্থও ছিল, আর ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৯ ধারায় প্রস্তাব আছে যে, জমিদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ সকলেই বিক্রয় কি দানাদি দ্বারা নিজাধিকার ভূমি সকল কি তন্মধ্যে কিছু অংশ হস্তান্তর করিতে পারে, কিন্তু ঐ ১ আইনের ১০ ধারানুসারে হুকুম আছে যে, হস্তান্তরগত ভূমি খারিজ করিতে লাগিলে সে সমাচার কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবে, তাৎপর্য্য এই যে অংশ কিসমত ক্রমে ভূমি হস্তান্তরগত হইলে তাহার এক এক কিসমতের জমার ধার্য্য সেই অধিকার সমুদয়ের জমার তারতম্যানুসারে করিতে হয়, এবং সেই এক কিসমতের অধিকারির নাম ও জমার সংখ্যা সেরিস্তার বহিতে লিখিতে হয়, আর এক এক কিসমতের মালগুজারির কারণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কবুলিয়ত তাহার প্রত্যেক অধিকারির স্থানে লইতে হয় এবং কবুলিয়ত লইবার দিন হইতে সেই এক এক কিসমতের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকারী গণ্য করিতে হয়। কিন্তু কোন কিসমত ভূমি হস্তান্তর হইবার সমাচার যাবত কালেক্টর সাহেবের স্থানে না পহুছে ও সে ভূমি খারিজ না হয়, তাবত সে কিসমতের মালগুজারির বাকীর দায়ে সেই অধিকার সমুদয় যেমত পূর্ব্বে খারিজ না হইলে থাকিত, সেই রূপে নীলামে বিক্রয়ের যোগ্য থাকে। পরে ও এ মর্ম্ম সরকারের কর সম্পর্কীয় ভূমি অংশাংশির এবং তাহার এক এক অংশ কিসমতের জমা ধার্য্যের নিদর্শনী ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারায় স্পষ্ট করিয়া লেখা গিয়াছে। অতএব জমিদারদের কেহ যদি উপরের প্রস্তাবিত আইন ঘোষণা হইলে পর আপন জমিদারির কিছু কিসমত খারিজী তালুকের মতে কি অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিয়া থাকে ও তৎপ্রাপক ব্যক্তি আইনের বিধানুসারে স্বতন্ত্র ক্রমে সে কিসমতের জমা ধার্য্য করাইতে নিশ্চয় ত্রুটী করিয়া থাকে, তবে তাহাতে সরকারের স্বত্ব লোপ না হইতে পারিবার নিমিত্ত সে হস্তান্তর করা অসিদ্ধ হইবে। আর যদি কোন ভূমি এমতে আপোসে হস্তান্তরে গিয়া ও তাহার জমার ধার্য্য স্বতন্ত্র ক্রমে না হইয়া এক অধিকারের পেটায় রহিয়া পশ্চাৎ সেই অধিকারের সঙ্গে সরকারী মালগুজারির

বাকী আদায় বাবৎ নীলামে বিক্রয় হইয়া থাকে, কি হয়, তবে এই অবিবিক্রমে সে ভূমি আপোসে হস্তান্তর হইবার ফল এক কালেই অনর্থক যাইবে। ও জানিবেন যে, এগতিকে হস্তান্তরে চলিত ভূমি যাবত সেরিস্তার বহিতে লেখা না যায় এবং যাবত তাহার জমার ধার্য্য স্বতন্ত্রক্রমে না পড়ে, তাবত সে ভূমি সেই রূপ সাধারণ অধিকারের ন্যায় বর্ত্তব্য হইবে, যে রূপ সাধারণ অধিকারের কোন অংশ কিসমতের মালগুজারির বাকি আদায় জন্য সেই অধিকার সমুদায় নীলামের যোগ্য হয়। কিন্তু বুঝিবেন যে, কোন অধিকারের পেটার থাকা যে সকল তালুক কি সংজ্ঞান্তর ভূমি লিখন পঠনাদি কোন নিদর্শন ক্রমে স্বতন্ত্র অধিকারের তুলনায় খারিজের যোগ্য নহে, তাহার বিষয়ে এ ধারার হুকুম কোন প্রকারে চলিবার দায় বাধে না। সেমত সকল ভূমি ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৬ ধারানুসারে যে বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ ঐ ৪৪ আইনের ২য় তথা ৫ম ধারায় হইয়া তাহার বেওরা স্পষ্ট ক্রমে ইংরেজী ১৭৯৩ সনের ৪ আইনের ৭ ধারার এবং ১৭৯৯ সনের ৭ আইনের ২৯ ধারার ৫ প্রকরণে লেখা গিয়াছে সেই বর্জ্জিত সাব্যস্ত থাকিবে ইতি।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ৩ ধারা। ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ও ১৭৯৪ সালের ৪ আইনানুসারে সমস্ত ভূম্যধিকারিগণ পাট্টার সাওয়াব প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কালেক্টর সাহেবের মঞ্জুরী করাইয়া লইবার ও ঐ আইনের নির্ণীত সরওয়া মতে যে পাট্টা প্রস্তুত না হয়, তাহা মান্যবর বোধ না হইবার হুকুম সম্বলিত যে সকল কথা লিখা গিয়াছে, তাহা এই ধারানুসারে রদ ও বর্হিত হইল। অতএব উত্তর কালে ভূম্যধিকারিদের ক্ষমতা থাকিবে যে, মফসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজা ইত্যাদি আপনাদের পেটার সমস্ত লোককে আপনাদের ও তাহাদিগের উভয় সম্মত ও মনোনীত যে সরওয়া হয়, সেই সরওয়া মত পাট্টা লিখিয়া দিয়া কবুলিয়ত লয়, কিন্তু এই হুকুমানুসারে কোন ভূম্যধিকারিকে তাহার আপন পেটার কাহার প্রতি অঙ্কনির্দ্দিষ্ট না করিয়া আবওয়াব কি মাথট কি আর আর কোনরূপে কিছু নির্দ্ধার্য্য করিতে অনুমতি আছে, ইহা কোন ব্যক্তি না বুঝে, বরং ঐ প্রকার ব্যবসায়ের যে কিছু অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট বিনা যে কোন প্রকারে নিয়মিত হয়, তাহা দেওয়ানী আদালতের বিচারে অন্যসঙ্গত ও বাতিল বোধ হইবে, কিন্তু এমত অসঙ্গত নিয়ম লেখা থাকিলেও অঙ্কনির্দ্দিষ্ট ক্রমে উভয়ের লিখিয়া পড়িয়া দেওয়া খাজানা আদায় করিবার হুকুম দেওয়ানী আদালত হইতে হইবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত আইন।

সপ্তম অধ্যায় *।

ইংরেজী ১৮৫৯ সালের ১১ আইন।

সরকারী মালগুজারীর বাকীর কারণ ভূমির নীলাম সংক্রান্ত বিধি সংশোধনার্থ আইন।

১৮৫৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে গবর্ণর জেনেরল এই আইনে সম্মতি প্রদান করেন।

কটক প্রদেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত কি সরকারের অন্যান্য দাওবার নিমিত্ত জমী নীলাম করিবার আগে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের অনুমতি লইবার রীতি রহিত করা বিহিত, ও কোন মহালের উপর বন্ধকাদিক্রমে কোন লোকের দাওয়া থাকিলে, বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত সে মহালের নীলাম না হইবার কারণ যত টাকা আবশ্যক হয়, তত টাকা যদি সেই লোক দাখিল করে, তবে তাহাকে উপযুক্তরূপে রক্ষা করা ন্যায্য হয়। আর মহালের যে অংশিরা আপনাপন হিস্যার সদর জমা উচিতমতে দিয়া থাকে, তাহাদের অংশ অন্য অংশিদের খাজানা বাকী পড়াতে নীলাম না হয়, এমতে রক্ষা করিবার সহজ উপায় করা বিহিত। আর জমিদারদের, বিশেষতঃ যে জমিদারেরা ভিন্ন স্থানে থাকে, তাহাদের কর্ম্মকারকদের শৈথিল্য কি প্রতারণাপ্রযুক্ত তাহাদের মহালের বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত দৈবাৎ নীলাম না হওয়ার উপায় করা বিহিত। ও বন্দোবস্তের কালাবধি যে মফঃসলী তালুক আছে, তাহা তালুকদারের স্বেচ্ছামতে রেজিষ্টরী করিবার বিধান করা বিহিত। ও যে পেটাও তালুক বন্দোবস্ত সময়ের পরে হইয়া তৎপাট্টা প্রদাতাদের কি তাহাদের স্থলাভিসিক্তদের দ্বারা ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারে না, এমত তালুক যে মহালের অন্তর্গত থাকে, তাহার বাকী মালগুজারী যদি নীলাম দ্বারা আদায় হইতে পারে, তবে নীলাম হইলেও ঐ পেটাও তালুক রেজিষ্টরী হইলে তাহার পাট্টা রহিত হওন দ্বারা ঐ পাট্টাদারদের ক্ষতি না হয়, তাহাদের এমত রক্ষা করা বিহিত। আর সে তালুকের যত খাজানা দেওয়া যাইতেছে, তাহা ঐ মহালের জমা পরিশোধ করিবার উপযুক্ত, ইহা দর্শান গেলে, তাহার বিশেষ রেজিষ্টরী করণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা বিহিত। ইত্যাদি কারণে বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যা

---

* এই অধ্যায়ের অন্তর্গত আইনের ব্যাখ্যা ও সার মর্ম্ম অধ্যায়ের শেষ ভাগে প্রকটিত হইল।

দেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত ভূমি নীলাম করিবার আইন পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করা উচিত হওয়ায় এই এই বিধান হইল।

১ ধারা। কটক প্রভৃতি প্রদেশে সরকারী মালগুজারী জমিদারদের ও ইজারদারের স্থানে আদায় করণের ১৮১৮ সালের ১০ আইন ইহাতে রদ হইল। ও এই আইনজারী হইবার তারিখ অবধি মালগুজারীর বাকী আদায় নিমিত্ত ভূমির নীলামের ১৮৪৫ সালের ১ আইন বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে প্রবল থাকিবে না। কিন্তু ঐ আইনের যে যে কথায় অন্যান্য আইন বদ হইল, সেই সেই কথা বহাল থাকিবে, ও ঐ আইনের ক্ষমতাক্রমে যে কোন নীলাম হইযাছে ও যে নীলামের ইস্তাহার হইযাছে, তাহার সম্পর্কে ও যে যে বাকী মালগুজারী ও অন্যান্য দাওযা আদায হইতে পারে, ও যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল ও যে যে কার্য্য করা গেল, তাহার সম্পর্কে, ঐ আইন রদ হইবে না ইতি।

২ ধারা। যে সন ধরিযা কোন মহালের বন্দোবস্তের ও কিস্তীবন্দীর নিযম হয, সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী অথবা তাহার কতকাংশ সেই সনের তৎপর মাসের প্রথম তারিখ পর্য্যন্ত যদি না দেওয়া গিযা থাকে, তবে ঐ না দেওয়া টাকা মালগুজারীর বাকী জ্ঞান হইবে ইতি।

৩ ধারা। এই আইন জারী হইলে কলিকাতার বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদের অধীনস্থ প্রত্যেক জিলার মধ্যে, সমস্ত বাকী মালগুজারীর, ও যে সকল দাওযা চলিত আইনানুসারে বাকী মালগুজারীর মতে আদায় করিতে হুকুম আছে, সেই সেই দাওয়ার টাকা যে যে তারিখে দাখিল করিতে হইবে, সেই সেই তারিখ কলিকাতার বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা নিরূপণ করিবেন। সেই সেই তারিখ পর্য্যন্ত ঐ টাকা না দেওযা গেলে ঐ ঐ জিলার মধ্যে যে সকল মহালের মালগুজারী বাকী থাকে, তাহা নীলাম হইযা যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবে, তাহাকে বিক্রয় করা যাইবে। কিন্তু এই আইনে অন্য যে বিধি করা যাইতেছে, তাহা বহাল থাকিবে। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ঐ নিরূপিত তারিখের সংবাদ সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন, ও এক এক জিলা সম্পকীয় সেই প্রকারের সংবাদ ঐ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনমতে উপযুক্তরূপে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহার কাছারীতে, এবং জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা (বিষয় বিশেষে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে,) ও মুন্সেফদের কাছারীতে, প্রত্যেক থানায়, সেই জিলার চলিত ভাষায় প্রকাশ করিতে হুকুম দিবেন, ও যে যে তারিখ উক্তরূপে নিরূপণ হয়, সেই সেই তারিখ, উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা উক্ত প্রকারের ইস্তাহার ও এত্তেলা দিয়া, যাবৎ পরিবর্ত্তন না করেন, তাবৎ তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না।

যখন হয় তখন নূতন তারিখ বা তারিখ সকল যে বৎসরে চলন হইবে, সরকারী তাহার পূর্ব্ব বৎসর শেষ হইবার আগে অন্যূন তিন মাস থাকিতে, ঐ ইস্তাহার ও এস্তেলানামা জারী করিতে হইবে ইতি।

৪ ধারা। পরন্তু শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে, বাকীদারদের মহাল নীলাম না করিয়া প্রথমে তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিতে, বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

৫ ধারা। কিন্তু নীচের লিখিত প্রকারের বাকী বা দাওয়া আদায় করিবার জন্য কোন মহাল, ও মহালের কোন অংশ কি সম্পর্ক এই নিয়মমতে কার্য্য না হইলে, নীলাম হইবে না। অর্থাৎ এই আইনের ৩ ধারানুসারে টাকা দিবার যে তারিখ নিরূপণ হয় সেই তারিখের পূর্ব্বে অন্যূন সম্পূর্ণ পনর দিন পর্য্যন্ত, জিলার চলিত ভাষায় এক ইস্তাহারনামা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে কি এই আইনমতে নীলাম করণের উপযুক্তরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে, ও ইস্তাহার হওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে, সেই জজ সাহেবের আদালতে ও যে মহালের কি মহালের যে অংশের ইস্তাহার হয় তাহা যে চৌকীতে থাকে, সেই চৌকীর মুন্সেফের কাছারীতে ও পোলিসের থানায় লটকাইতে হইবে। কি যদি সে মহাল কি তাহার অংশ একের অধিক মুন্সেফের কি পোলিসের থানার এলাকার মধ্যে থাকে, তবে তাহার মধ্যে কোন এক কি অধিক কাছারীতে কি থানায় লটকাইতে হইবে। আরও ঐ ইস্তাহারনামা ঐ মহালের কি তাহার অংশের মালগুজারীর কি মালিকের কাছারীতে, কি ঐ মহালের কি তাহার অংশের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লটকান যাইবে, ও যে পেয়াদা অথবা অন্য যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি ইস্তাহার প্রকাশ হইবার কথা জ্ঞাত করিবে ঐ বাকী টাকা কি দাওয়া যে প্রকারের ও যত হয়, ও শেষ তারিখে ঐ টাকা গ্রাহ্য হইবে, তাহা ঐ ইস্তাহারনামায় লিখিতে হইবে। যে যে প্রকারের বাকীর কি দাওয়ার বাবতে ঐ নিয়ম খাটিবে তাহা এই এই।

প্রথম। চলিত বৎসরের অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরের বাকী ছাড়া অন্য বৎসরের বাকী।

দ্বিতীয়। যে মহালের নীলাম হইবে, তাহা ছাড়া অন্য মহালের বাবৎ বাকী।

তৃতীয়। আদালতের কোন কার্য্যকারকের হুকুমক্রমে যে মহাল ক্রোক হইয়াছে তাহার, কি তদ্রূপ হুকুমমতে কালেক্টর সাহেবের সরবরাহ করা মহালের বাকী।

চতুর্থ। তাগাবী বা পুলবন্দী অথবা ভূমির মালগুজারী না হইয়া অন্য যে কোন

দাওয়া ভূমির বাকী মালগুজারীর ন্যায় আদায় হইতে পারে, তাহার বাবত বাকী ইতি।

৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনানুসারে নীলাম করিতে উচিতমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি এই আইনের ৩ ধারানুসারে টাকা দাখিল করিবার যে শেষ দিবস নিরূপিত হইয়াছে, সেই দিবসের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই জিলার চলিত ভাষায় লিখিত ইস্তাহারনামা প্রকাশ করিবেন, ও আপনার কাছারীতে ও জিলার জজ সাহেবের কাছারীতে লট্কাইবেন। যে যে মহাল বা মহালের যে যে অংশ পূর্ব্বোক্তমতে নীলাম হইবে তাহা, ও যে দিবস ঐ নীলাম আরম্ভ হইবে তাহা ঐ ইস্তাহারে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। ইস্তাহার যে তারিখে ঐ কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে লট্কান যায়, সেই তারিখের পর সম্পূর্ণ ত্রিশ এমত দিনে* ঐ নীলাম আরম্ভ হইবে। ও যে মহালের কি মহালের যে অংশের নীলাম হইবে, তাহার সদর মালগুজারী যদি পাঁচ শত টাকার অধিক হয়, তবে সেই মহালের কি তাহার অংশের নীলাম হইবার ইস্তাহার সরকারী গেজেটে ছাপাইতে হইবে। উক্ত প্রকার নির্দ্দিষ্ট সকল মহাল কি মহালের অংশ নীলামের নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপর দিবস সকলে কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক দ্বারা ও তাঁহার সাক্ষাতে নীলামে ধরা যাইবে, ও যে ব্যক্তি অতি উচ্চ মূল্য ডাকে, তাহাকে বিক্রয় করা যাইবে, কিন্তু এই আইনে অন্য যে বিধান করা যাইতেছে, তাহা বহাল থাকিবে। টাকা দাখিল করিবার উক্ত যে শেষ দিবস নিরূপিত আছে, সেই শেষ দিবসে সূর্য্যাস্তের পরে টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলেও তাহাতে নীলাম হওনের পরে, ঐ নীলামের নিবারণ বা ব্যাঘাত হইবে না ইতি।

৭ ধারা। এই আইনের ৬ ধারামতে যদি কোন মহালের কি মহালের কোন অংশের নীলামের ইস্তাহার হয়, তবে কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক আপনার দপ্তরখানায় ও তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র করিয়া যে মুন্সেফের ও যে যে থানার এলাকা মধ্যে ঐ মহাল কি তাহার অংশ কি তাহার কোন ভাগ থাকে, সেই মুন্সেফের কাছারীতে ও সেই থানায়, এবং ঐ মহালের কি তাহার অংশের মালগুজারীর কি মালিকের কাছারীতে অথবা ঐ মহালের কি তাহার অংশের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক এস্তেহারনামা লট্কাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ এস্তেহা-

* ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ৩ ধারা দেখ।

নামায় ঐ মহালের রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদের প্রতি এই হুকুম হইবে যে, মালগুজারী দেওনের যে দিবস নিরূপিত হইয়াছে, সেই দিবসের পর যত খাজানা দেনা হয়, তাহা তাহারা বাকীদারকে না দেয়, যদি দেয় তবে, তদ্রূপ যত দেয় তাহা মহালে খরিদারের হিসাবে তাহাদের নামে জমা হয় এই স্বত্ব তাহাদের থাকিবে না ইতি।

৮ ধারা। মালগুজারী কমী বা মাফ হইবার যে কোন দাওয়া থাকে, তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হয়, তবে ঐ দাওয়া দ্বারা, অথবা সরকারের বিপক্ষে বাকীদারের কোন বিশেষ যে দাওয়া কি মোকদ্দমার কারণ থাকে বা তাহার বিবেচনায় থাকে, তদ্দ্বারা এই আইনানুসারে নীলাম নিবারণ কি অসিদ্ধ হইবে না, কি অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবে না। ও বাকী মালগুজারী যাহাতে পরিশোধ হইতে পারে বাকীদারের এত টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজর করিলেও এই আইনমতে নীলাম নিবারণ কি অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবে না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের নামে জমা থাকে ও বাকীদার উপযুক্ত সময় মধ্যে দরখাস্ত করিলে পর অথবা এই আইনের ১৫ ধারায় যে লিখিত একরারনামার বিধান হইয়াছে তাহা করা গেলে পর যদি কালেক্টর সাহেব ঐ বাকী মালগুজারী দেওয়ানমতে ঐ টাকা খারিজ দাখিল করিতে ত্রুটি করিয়াছেন অথবা অপ্রচুর কারণে অস্বীকার করিয়াছেন এমত বোধ হয়, তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ কি অসিদ্ধ হইতে পারিবে ইতি।

৯ ধারা। এই আইনের ৩ ধারামতে টাকা দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবসে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ বাকীপড়া মহালের কি মহালের অংশের মালিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে আমানত স্বরূপে ঐ মহালের বাকী মালগুজারীর টাকা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। ও যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ মহালের বাকীদার মালিক ঐ টাকা শোধ না করে, তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত হইবার সময় ঐ বাকীর পরিশোধে জমা হইবে। ঐ আমানতকারী যে ব্যক্তির টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা যায়, সেই ব্যক্তি যদি ঐ বাকীপড়া মহালের কি অংশের কি তাহার কোন ভাগের দখল পাইবার নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ হয়, তবে ঐ আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার বাদী প্রতিবাদিদের স্থানে জামিন লওনের যে বিধি চলন আছে, তাহা বহাল রাখিয়া ঐ মহাল কি তাহার অংশ কি তাহার সেই ভাগ কিছুকালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দখলে দেওয়াইবার হুকুম করিতে পারিবেন। আর ঐ আমানত যে ব্যক্তির টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা হইয়াছে, সে যদ্যপি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ করিতে পারে যে, ঐ মহালে

তাহার যে সম্পর্কীয় বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারে কি ঐ নীলাম হইলে বিঘ্ন বা ক্ষতি হয়, তাহার প্রকৃতভাবে এমত বিশ্বাস আছে, অতএব ঐ সম্পর্ক বজায় রাখিবার নিমিত্ত সে টাকা আমানত করিয়াছিল, তবে সেই ব্যক্তি ঐ আমানতী টাকা আদালতের বিবেচনামতে সুদ সমেত কি সুদ বিনা ঐ মহালের বাকীদার মালিকের স্থানে পাইতে পারিবে। আর ঐ আমানতকারী যে ব্যক্তির টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা হইয়াছে, সে যদি ঐরূপ আদালতে এমত প্রমাণ করে যে, ঐ মহালের কি অংশের কি তাহার কোন ভাগের উপর তাহার রক্ষার জন্য তাহার ঐ টাকা আমানত করা আবশ্যক হইল, তবে সেই প্রকারে যত টাকা জমা হইয়াছে, তাহা ঐ আসল দাওয়ার টাকার উপর চড়াইয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

১০ ধারা। সাধারণরূপে ভোগ এবং এজমালী মহালের একজন লিখিত অংশী গবর্ণমেণ্টের মালগুজারীর যে অংশ আপনি দিতে হয়, তাহা যদি স্বতন্ত্র দিতে চাহে, তবে সে ঐ মর্ম্মের লিখিত দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবকে দিতে পারিবে। ঐ মহালে দরখাস্তকারির যে অংশ থাকে, তাহা সেই দরখাস্তে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। পরে কালেক্টর সাহেব আপনার নিকট করা ঐ দরখাস্তের এক এক কেতা নকল আপনার কাছারীতে ও সেই মহাল কি তাহার কোন অংশ যাঁহাদের এলাকার মধ্যে থাকে, এমত জজ সাহেবের ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের (অথবা বিষয় বিশেষে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের) ও মুন্সেফদের কাছারীতে ও পুলিসের থানায় ও সেই মহালেরই কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিবেন, দরখাস্তের ঐ সকল এস্তেলা প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত যদি লিখিত অন্য কোন অংশী কিছু আপত্তি না করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্তকারির সঙ্গে পৃথক একটা হিসাব আরম্ভ করিবেন ও সেই ব্যক্তি আপন অংশের বাবদ যে সকল টাকা দাখিল করে, তাহা তাহার অংশের হিসাবে পৃথকরূপে জমা করিবেন। কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র হিসাব করিতে আপনার অনুমতি যে তারিখে রিকার্ড করেন, সেই সেই তারিখাবধি দরখাস্তকারির অংশের স্বতন্ত্র দায় আরম্ভ হয়, এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

১১ ধারা। এজমালী মহালের লিখিত অংশির যে অংশ থাকে, তাহা যদি জমিদারির ভূমির বিশেষ খণ্ড হয় ও সেই অংশী গবর্ণমেণ্টের মালগুজারীর আপন অংশ স্বতন্ত্র দিতে চাহে, তবে সে ঐ মর্ম্মের লিখিত দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবকে দিবে। দরখাস্তকারির অংশের মধ্যে যে জমী আছে, তাহাও তাহার পরিসীমা ও পরিমাণ বিশেষ করিয়া সেই দরখাস্তে লিখিতে হইবে ও সেই কাল পর্য্যন্ত ঐ খণ্ডের যত সদর জমা দেওয়া যাইতেছে, তাহার কথা ও ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবে। সেই দরখাস্ত পাইলে পর, ১০ ধারায় এস্তেলা প্রকাশ করিবার যে নিয়ম

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নিয়মমতে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্ত প্রকাশ করাইবেন। তাহা প্রকাশ হইবার কালাবধি ছয় সপ্তাহ মধ্যে যদি ঐ মহালের লিখিত অন্য কোন অংশী কিছু আপত্তি না করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্তকারির সঙ্গে পৃথক হিসাব রাখিবেন, ও সেই ব্যক্তি ঐ অংশের বাবদ যে সকল টাকা দাখিল করে, তাহা তাহার অংশের হিসাবে পৃথকরূপে জমা করিবেন। কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র হিসাব করিতে আপনার অনুমতি যে তারিখে রিকার্ড করেন, সেই তারিখ অবধি দরখাস্তকারির অংশের স্বতন্ত্র দায় আরম্ভ হয় এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

১২ ধারা। সাধারণরূপে কি প্রকারান্তরে যে মহালের অধিকার হয়, দরখাস্তকারী তাহার যে অংশের দাওয়া করে, তাহাতে তাহার কোন স্বত্ব নাই অথবা মহালে যে পর্য্যন্ত কি যে প্রকার সম্পর্কের দাওয়া করে, তাহার সেই পর্য্যন্ত কি সেই প্রকারের সম্পর্ক নয়, অথবা ঐ দরখাস্ত মহালের জমীর কোন বিশেষ খণ্ড লওয়া হইলে দরখাস্তকারির কথামতে যত সদর জমা ঐ জমী খণ্ডের নিমিত্ত দেওয়া যাইতেছে, তাহা ঐ মহালের অন্য অংশিরা তাহার জমা বলিয়া কখন স্বীকার করে নাই, কোন লিখিত মালিক যদি এই এই আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন, ও সেই বিবাদের কথা যাবত দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ তিনি ঐ রোবকারীর কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ইতি।

১৩ ধারা। যখন কালেক্টর সাহেব এক কি অধিক অংশের নিমিত্ত পৃথক হিসাব রাখিবার আজ্ঞা করেন, তখন মহাল বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলাম হইবার যোগ্য হইলে, ঐ পৃথক হিসাবানুসারে মহালের যে এক কি অধিক অংশের কিছু মালগুজারী বাকী থাকে, কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমত অন্য কার্য্যকারক কেবল সেই সেই অংশ প্রথমে নীলাম করিবেন। এমত সকল গতিকে, যে এক কি অধিক অংশের কিছু বাকী পাওনা না থাকে, সেই সেই অংশ ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায়ে সংবাদ এই আইনের ৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট নীলামের ইস্তাহারে লিখিতে হইবে। নীলাম করা ঐ এক কি অধিকাংশ, ও নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া এক কি অধিকাংশ লইয়া, মোটে একই মহাল হইয়া থাকিবে, ও যে এক কি অনেকাংশের নীলাম হয়, তাহার পৃথক যে জমা কি যে যে জমা ধরা আছে, তাহা সেই অংশ হইতে আদায় করা যাইবে ইতি।

১৪ ধারা। উক্ত ১৩ ধারার বিধানমতে কোন নীলাম হইলে যে অংশ নীলামে ধরা যায়, তাহার নিমিত্ত অত্যুচ্চ যে মূল্যের ডাক হয়, তাহা যদি নীলাম হইবার তারিখ পর্য্যন্ত যত বাকী থাকে তাহার সমান না হয়, তবে কালেক্টর সাহেব কি

পূর্ব্বোক্তমত অন্য কার্য্যকারক সাহেব নীলাম স্থগিত করিয়া এই আজ্ঞা করিবেন যে, ঐ অংশের যত বাকী হয় তাহা সমুদয় যদি লিখিত অন্য অংশী কি অংশিরা কি তাহাদের মধ্যে কোন এক কি অধিক জন দশ দিনের মধ্যে সরকারে দিয়া ঐ বাকী পড়া অংশ খরিদ না করে, তবে অন্য দিবসে সম্পূর্ণ মহাল বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলাম হইবে। যদি সেই প্রকারের বাকী দিয়া ঐ অংশ খরিদ করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য কার্য্যকারক এই আইনের ২৮ ও ২৯ ধারায় যে সার্টিফিকেট দিবার ও দখল দেওয়াইবার কথা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা খরিদারকে কি খরিদারদিগকে দিবেন ও দখল দেওয়াইবেন, তাহাতে নীলামে ঐ অংশ খরিদ করিলে ঐ খরিদারের কি খরিদারদের যে স্বত্ব হইত, সেই স্বত্ব থাকিবে। যদি পূর্ব্বোক্তমত দশ দিনের মধ্যে ঐ রূপ খরিদ না করা যায়, তবে এই আইনের ৬ ধারামতে ইস্তাহার যত কাল ও যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হয়, তত কাল ও সেই প্রকারে প্রকাশ হইলে পর সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে ইতি।

১৫ ধারা। যদি মহালের কোন লিখিত মালিক কি অংশিদার কালেক্টর সাহেবের নিকটে নগদ টাকা আমানত রাখে কি গবর্ণমেণ্টের নিদর্শন পত্রের পৃষ্ঠে কালেক্টর সাহেবের নাম লিখিয়া তাহার হুকুমমতে পত্রের টাকা দেনা করিয়া পত্র আমানত করে, ও সম্পূর্ণ মহালের জমার জামিনী স্বরূপ ঐ টাকা কি পত্র গবর্ণমেণ্টে গচ্ছিত করে, ও সেই মহালের কিছু মালগুজারি বাকী হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা কি তাহার যত আবশ্যক হয়, তাহা লইয়া ঐ বাকী শোধ করিবেন, এই মর্ম্মের একরারনামায় দস্তখত করে, তবে এই আইনের ৩ ধারামত মালগুজারি দাখিল করিবার যে শেষ দিন নিরূপণ হয়, সেই দিবস সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে যদি ঐ মহালের কিছু বাকী মালগুজারী দাখিল না করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা কি নিদর্শন পত্র লইয়া কি তাহার যে অংশ কি ঐ পত্রের উপর পাওনা কোন সুদের যে অংশ আবশ্যক হয়, তাহা লইয়া ঐ বাকির পরিশোধ দিবেন। অর্থাৎ কালেক্টর সাহেবের হাতে যে নগদ টাকা থাকে ও সেই নিদর্শনপত্রের উপর যে কিছু সুদ পাওনা হয়, তাহাই তিনি ঐ বাকির শোধে প্রথমে দিবেন, পরে কিছু বাকী থাকিলে তাহার নিমিত্ত ঐ নিদর্শনপত্র বিক্রয় কি হস্তান্তর করিতে পারিবেন। আর সেই কর্ম্মে ব্যয় হইতে পারে ও বাকী পরিশোধের উপযুক্ত পূর্ব্বোক্ত মতের কিছু টাকা কি নিদর্শনপত্র যত কাল থাকে, তত কাল যে মহালের রক্ষার নিমিত্ত তাহা আমানত করা যায়, তাহা মালগুজারির নিমিত্ত নীলাম হইবে না। তদ্রূপে যে সকল টাকা কি নিদর্শনপত্র আমানত করা যায়, তাহা কেবল দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারিমতে ক্রোক হইতে পারিবে, নতুবা নয় ইতি।

১৬ ধারা। উক্ত ১৫ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তি আমানত রাখে, সেই ব্যক্তি কি তাহার স্থলাভিষিক্ত কি তাহার আসৈনি, যখন চাহে, তখনই ঐ আমানত ফিরিয়া লইতে পারিবে ও তাহা জামিনী স্বরূপে স্থাপিবার এক্‌রারনামা বাতিল করিতে পারিবে ইতি।

১৭ ধারা। কোন মহাল কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদের তত্ত্বাবধারণের যে সময়ে থাকে, সেই সময়ে, যে মালগুজারী বাকী পড়ে, তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ মহাল নীলামের যোগ্য হইবে না। ও নিয়মিতরূপে উত্তরাধিকারীত্বক্রমে কোন এক কি অধিক নাবালক যদি কোন মহাল প্রাপ্ত হয় ও সেই মহাল কেবল তাহার কি তাহাদেরই সম্পত্তি ও তাহার কি তাহাদের তাহা প্রাপ্ত হইবার সংবাদ কোর্টওয়ার্ডসকে জ্ঞাত করিবার জন্য কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোর্টওয়ার্ডসের সাহেবগণ ১৮২২ সালের ৬ আইনমতে তাহার তত্ত্বাবধারণের কার্য্য গ্রহণ করেন না এমত স্থলে ঐ নাবালকেরা ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইলে পর, তাহার যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহার নিমিত্ত ঐ নাবালক কি নাবালকেরা কি তাহাদের কোন এক জন বয়ঃপ্রাপ্ত অর্থাৎ ১৮ বৎসর প্রাপ্ত না হইলে নীলাম হইবে না। এবং মালগুজারির কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুম ভিন্ন অন্য প্রকারে যে কোন মহাল ক্রোক করিয়া রাখেন, তাহা যত কাল ক্রোক থাকে তত কাল বাকী মালগুজারির নিমিত্তে নীলামের যোগ্য হইবে না। ও য মহাল আদালতের হুকুম ক্রমে মালগুজারির কার্য্যকারক দ্বারা ক্রোক হইয়া কি সরবরাহ হইয়া থাকে, তাহার ক্রোক থাকন কি সরবরাহ করা সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে, তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে মহালের নীলাম হইবে না ইতি।

১৮ ধারা। মহালের কি মহালের অংশের নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত মত অন্য কার্য্যকারক সাহেব কি মহাল ঐ অংশ নীলাম হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। সেই প্রকারেও মহালের কি মহালের অংশের নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিসনর সাহেব কালেক্টর সাহেবকে কি পূর্ব্বোক্ত মত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ মহাল কি তাহার কোন অংশ নীলাম হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। ও মুক্ত হইবার সেই হুকুম হইলে পর যদি নীলাম হয়, তবে তাহা বেআইনী হইবে। কিন্তু এই ধারাক্রমে এই বিধান হইল, কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত মত অন্যং কার্য্যকারক সাহেব অথবা কমিসনর সাহেব ঐ রূপ মুক্ত করণের কারণ উপযুক্ত মতে এক রোবকারিতে লিখিবেন। আরও নীলাম হইতে

মুক্ত করণের-যে হুকুম কমিশনর সাহেব দেন, তাঁহা কালেক্টর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্তমত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকট পঁহুছনের পূর্ব্বে যদি নীলাম হইয়া, গিয়া থাকে, তবে মুক্ত করণের ঐ হুকুম দ্বারা ঐ নীলাম বেলাই নীহইবে না ইতি।

১৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত মত অন্য কার্য্যকারক সাহেব জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে সামান্যতঃ নীলাম করিবেন। কিন্তু যখন ভূমি সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের পক্ষে উপকারক বোধ হয়, তখন বোর্ড রেবেনিউর সাহেবেরা ঐ কাছারী ভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

২০ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে নীলামের নিরূপিত দিনে যদি কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কারণ প্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন, কি আরম্ভ করিয়া যদ্যপি কোন কারণ প্রযুক্ত তাহা সমাপ্ত করিতে না পারেন, তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্ব নিমিত্ত বন্ধের দিন না হইলে, পর দিন পর্য্যন্ত ঐ নীলাম স্থগিত রাখিবেন। ও স্থগিত করণের কারণ রিকার্ড করিয়া তাহার নকল মালগুজারির কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন, ও ঐ স্থগিত হওনের সমাচারে ইস্তাহার লিখাইয়া আপন কাছারীতে লটকাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং যে পর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা সমাপ্ত করিতে না পারেন, সেই পর্য্যন্ত দিন দিন সেই প্রকার কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু যদি ঐ রূপে নীলাম স্থগিত না হয় ও তাহা রিকার্ড করিয়া রিপোর্ট না করা যায়, তবে উক্ত মতের নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম অবশ্য করিতে হইবে ইতি।

২১ ধারা। এই আইনের ৬ ধারানুসারে নিরূপিত নীলামের দিনে, মহালের নীলাম নম্বর ক্রমে হইবে, অর্থাৎ জিলার কালেক্টরী কাছারীর বর্ত্তমান তৌজিতে কি রেজিষ্টরে, নীলাম হইবার যে মহালের কম নম্বর থাকে, তাহা প্রথমে নীলাম হইবে ও সেই প্রকারে নম্বর মতে ক্রমশঃ সকলের নীলাম হইবে ও ঐ নম্বরের ব্যতিক্রম করিয়া কোন মহালের নীলাম করিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্ত প্রকারের কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা থাকিবে না। কেবল এই আইনের ২২ ধারার বিধানমতে বায়নার টাকা দিবার ত্রুটি হওয়ায় আবশ্যক হইলে করিতে পারিবেন ইতি।

২২ ধারা। মহালের কি মহালের অংশের পূর্ব্বোক্তমতের নীলামে যাহাকে খরিদদার বলিয়া প্রকাশ করা যায়, সেই ব্যক্তিকে এই হুকুম হইবে যে, সে যত টাকা ডাকিয়াছে, তাহার কি শত টাকার উপর পঁচিশ টাকা তৎক্ষণাৎ কি ঐ মহালের

কি অংশের নীলাম শেষ হইবার পর কালেক্‌টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন, তত শীঘ্র করিয়া বায়না স্বরূপে আমানত করে। সেই বায়না নগদ কি বেঙ্গলব্যাঙ্ক নোট কি পোষ্ট বিল কি গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র দ্বারা দাখিল করিতে পারিবে। ঐ রূপ নিদর্শনপত্র দিলে তাহার পিঠে উচিত মতে দস্তখত করিতে হইবে, ও তাহার তৎকালে যে দর বাজারে হয়, সেই দর মতে তাহার মূল্য ধরা যাইবে। ও সেই বায়নার টাকা দিবার কসুর হইলে ঐ মহাল কি অংশ তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরিয়া বিক্রয় হইবে ইতি।

২৩ ধারা। খরিদদারের খরিদ করা মহালের কি মহালের অংশের নীলাম যে দিনে হয়, সেই দিন অবধি ত্রিশ দিনের দিনে সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার খরিদের সমুদায় টাকা দাখিল করিতে হইবে। ঐ নীলামের দিন সেই ত্রিশ দিনের মধ্যে ধরিতে হইবে। যদি ঐ ত্রিংশৎ দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্ব নিমিত্ত বন্ধের দিন হয়, তবে ত্রিংশৎ দিবসের পর প্রথম যে দিবসে কাছারী খোলা হয়, সেই দিবসে সমুদায় টাকা দিতে হইবে। যদি পূর্ব্বোক্ত মত নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে টাকা দিবার ত্রুটী হয়, তবে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইবে, ও ঐ মহালের কি অংশের পুনর্ব্বার নীলাম হইবে, ও ঐ মহালের কি অংশের উপর অথবা পরে তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয়, তাহার কোন অংশের উপর ঐ ত্রুটিকারী খরিদদারের কোন দাওয়া থাকিবে না। ও অবশেষে যে নীলাম সিদ্ধ হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ত্রুটি-কারী ডাকনীয়া যে মূল্য ডাকিয়া ছিল, তাহা হইতে যদি কম মূল্য পাওয়া যায়, তবে যত কম হয়, তাহা তাহার স্থানে আদায় হইবে, অর্থাৎ সরকারী বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কোন নিয়মমতে আদায় হইবে ও যত টাকা কম হয়, তাহা ঐ খরিদের টাকার এক অংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে ও তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে ইহার যে বিধি এই আইনে নির্দ্দিষ্ট করা যাই-তেছে, সেই বিধিমতে কার্য্য হইবে ইতি।

২৪ ধারা। যদি খরিদের টাকা দিবার ত্রুটি হয়, তবে এই আইনের ৬ ধারামত যত কালেরও যে প্রকারের ইস্তাহার করিবার বিধি হইয়াছে, তত কাল পর্য্যন্ত ও সেই প্রকারের ঐ নীলাম পুনশ্চ হইবার ইস্তাহার দিতে হইবে। কিন্তু টাকা দিবার ত্রুটি যে দিনে হয়, সেই দিনের পর পুরা তিন দিন গত না হইলে ঐ ইস্তাহার প্রকাশ হইবে না। মহাল কি অংশ যে বাকির বাবদ প্রথমে নীলাম হইয়াছিল, তাহা ও তৎপরে আর যে কিছু বাকী পাওনা হইয়া থাকে, তাহা যদি সেই মহা-লের কি অংশের মালিক কি তাহার পক্ষে কেহ ঐ তৃতীয় দিবসের সূর্য্যাস্ত হই-বার পূর্ব্বে দাখিল করে কি দাখিল করিবার প্রস্তাব করে, তবে ঐ পুনশ্চ

নীলামের ইস্তাহার জারীকরা স্থগিত থাকিবে। ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত সকল বিধি ঐ পুনশ্চ প্রত্যেক নীলামের উপর খাটিবে। পরন্তু খরিদের টাকা দিবার ক্রটি যদি একবারের অধিক হয়, তবে অতি উচ্চ যে মূল্যের ডাক হইয়াছে, ও অবশেষে যে মূল্যে বিক্রয় হয় এই দুই মূল্যের যত টাকার বিশেষ হয় তত টাকা ঐ বাকীদার ডাকনিয়াদের স্থানে আদায় হইবে, অর্থাৎ ক্রটিকারী যে ডাকনিয়ারা যত টাকা ডাকিয়াছিল, তাহার কম যত টাকা নীলামে পাওয়া যায়, তত টাকা তাহাদের কোন কাহার স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে আদায় হইতে পারিবে ইতি।

২৫ ধারা ১৮৬৮ সালের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

২৬ ধারা। নীলামের উপর আপীল হইলে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া, তখন চূড়ান্ত হুকুম জারী না করিয়া, সেই কথা বোর্ড রেবেনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে দিবেন, ও তাহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিবার পরামর্শ দিতে পারিবেন এমন কোন গতিকে স্থান বিশেষের ঐ গবর্ণমেণ্ট নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন। ও যে যে নিয়ম যথার্থ ও উচিত বোধ হয়, সেই সেই নিয়ম মত ঐ মহাল কি তাঁহার অংশ মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারিবেন ইতি।

২৭ ধারা। যে সকল নীলাম খরীদের টাকা এই আইনের ২৩ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে দেওয়া গিয়াছে ও তাহার উপর আপত্য হয় নাই সেই সকল নীলামের দিন অবধি ৬০ দিনের দিনে দুই প্রহরে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে। ও নীলামের উপর আপীল হইয়া কমিস্যনর সাহেব তাহা ডিসমিস করিলে যদি নীলামের দিবস হইতে ৬০ দিনের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস করেন, তবে ঐ ডিসমিস হইবার তারিখ অবধি ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে, ও যদি ৬০ দিনের কমে ডিসমিস করেন, পূর্ব্বোক্তমতে ৬০ দিনের দিনে দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে ইতি।

২৮ ধারা। কোন নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব, অথবা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্য কারক এই আইনে (এ) চিহ্নিত তপসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠে খরীদারকে অধিকারের সার্টিফিকেট দিবেন। ও তাহার নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি নীলাম হওয়া মহালে কি মহালের অংশে ঐ সার্টিফিকটের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অধিকার হইয়াছে, উক্ত সার্টিফিকেট সকল আদালতে এই বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ জ্ঞান হইবে। ও কালেক্টর সাহেব লিখিত ইস্তাহার দিয়া আপনার কাছারীতে, ও নীলাম করা মহালের কি মহালের অংশের কোন ভাগ যে মুন্সেফদের ও পুলিসের যে থানার এলাকার মধ্যে থাকে, তাঁহাদের কাছারীতে ও

সেই সেই থানায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ খারিজ দাখিল হওনের সংবাদ প্রকাশ করিবেন ইতি

২৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমতে অন্য কার্য্যকারক ঐ খরিদ করা মহাল কি অংশ দখল দেওযাইবার হুকুম এই রূপে করিবেন, অর্থাৎ যদি কোন লোক ঐ মহাল কি অংশ ত্যাগ করিতে স্বীকার নাকরে, তবে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া উপযুক্ত কোন এক কি অধিক স্থানে ঢেঁডরা দিয়া কি রীতিমতে অন্য প্রকারে ঐ সম্পত্তির বাসেন্দাদিগকে ঘোষণা করাইয়া, ও সার্টিফিকেটের এক কেতা নকল খরিদ কর মহালের অংশের মাল কাছারীতে কি প্রকাশ্য কোন স্থানে লটকাইয়া দখল দেওযাইবেন ইতি।

৩০ ধারা। এই আইন মতে খরীদ করিয়া মহালের কি মহালের অংশের মালীক বলিয়া যাহার নামে সার্টিফিকেট দেওয়াযায়, সেই জন মালগুজারী দাখিল করিবার পূর্ব্বোক্ত শেষ তারিখের পর সরকারের মালগুজারীর যে সকল কিস্তীর টাকা পাওনা হয়, তাহার নিমিত্ত দায়ী হইবে ইতি।

৩১ ধারা। কালেক্টর সাহেব ঐ খরিদের টাকা লইয়া, নীলাম করা মহালের কি মহালের অংশের টাকা দাখিল করিবার শেষ তারিখে যত বাকী ছিল, তাহা প্রথমে শোধ করিবেন। পরে ঐ মহালের কি মহালের অংশের দাওয়ার যে সকল টাকা বকেয়া বলিয়া জিলার সরকারী হিসাবের খাতায় লেখা আছে, তাহা শোধ করিবেন। অবশিষ্ট কিছু থাকিলে তাহা ঐ নীলাম করা মহালের কি মহালের অংশের লিখিত মালিকের কি মালিকদের কি তাহাদের উত্তরাধিকারিদের কি স্থলাভিষিক্তদের নিমিত্ত আমানত রাখা যাইবে, সে কি তাহারা তাহা দাওয়া করিয়া রসীদ দিলে তাহাকে কি তাহাদিগকে এই নিয়মমতে দেওয়া যাইবে। অর্থাৎ নীলাম করা মহালে কি মহালের অংশে যদি তাহাদের অংশ সকল পৃথক রূপে রিকার্ড হইয়াছে, তবে সেই রিকার্ড করা সম্পর্কের হারহারিমতে ভাগ করিয়া তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে, কি যদি সেই রূপের অংশ না হইয়াছে, তবে মালিকদের সাধারণ রসীদমতে তাহাদের সকলকে একেবারে মোটে দেওয়া যাইবে। আরও ঐ খরিদের যে কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা সাবেক মালিককে কি মালিকদিগকে দেওয়া যাইবার আগে যদি কোন মহাজন কর্জ্জের পরিশোধে দাওয়া করে, তবে দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা না হইলে, ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দিতে হইবেনা, কি ঐ মালিকের হাত ছাড়া রাখিতে হইবে না ইতি।

৩২ ধারা। যদি কমিশ্যনর সাহেব কি গবর্ণমেণ্ট এই আইনমতে কোন নীলাম

অসিদ্ধ করেন, তবে এই আইনের ২৮ ধারামতে কোন নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হইবার কথার সংবাদ যে প্রকারে দিবার হুকুম হয়, কালেক্টর সাহেব কি পুর্ব্বোক্ত মতের অন্য কার্য্যকারক ঐ অসিদ্ধ হওনের সংবাদ সেই প্রকারে প্রকাশ করিবেন, ও সরকারের চলিত নিদর্শনপত্রের উপর অতি উচ্চ যে হিসাবে সুদ চলে, সেই হিসাবে সুদ সমেত আমানতের ঐ টাকা ও খরিদের বাকী টাকা খরীদারকে অগৌণে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। ও তাহা সরকার হইতে দেওয়া যাইবে, কিন্তু যদি এই আইনের ২৫ কি ২৬ ধারামতে ঐ টাকা মালিকের দিতে হয়, তবে সরকার হইতে দেওয়া যাইবে না। ইতি।

৩৩ ধারা। বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত কি বাকী মালগুজারীর ন্যায় অন্য যে দাওয়ার টাকা আদায় হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত যে কোন নীলাম এই আইন জারী হইবার পরে করা যায়, তাহা বিচার আদালতে অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু এই আইনের বিধানের বিপক্ষমতে নীলাম হইয়াছে বলিয়া অসিদ্ধ হইবেনা, আর সেই হেতু যদি এই আইনের ২৫ ধারামতে কমিসানর সাহেবের নিকটে আপীল হইয়া স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ না করা যায়, তবে সেই হেতুতে ও সেই প্রকারের কোন নীলাম অসিদ্ধ হইবে না। আর এই আইনের ২৭ ধারামতে নীলাম সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত হইবার তারিখ অবধি এক বৎসর মধ্যে যদি নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ নালিশ উপস্থিত না করা যায়, তবে তাহা কোন বিচার আদালতের গ্রাহ্য হইবে না। ও খরিদেরটাকার কোন অংশ গ্রহণ করিলে পর, কোন লোক ঐ নীলাম আইনমতে হয় নাই বলিয়া বিবাদ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই আইন মতে কোন নীলামে যে কার্য্য করাযায় কি যে কার্য্যের চুক হয়, তাহাতে যদি কোন লোক আপনি অন্যায়গ্রস্ত হইয়াছে বোধ করে, তবে যাহার কার্য্যে কিম্বা ত্রুটিতে আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে, তাহার নামে খেসারতের নালিশ করিতে বাধা হয়, এই আইনের কোন কথার এইমত অর্থ করিতে হইবে না ইতি।

৩৪ ধারা। এই আইনমতে যে নীলাম করাযায় তাহা যদি দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীমতে অসিদ্ধ হয় তবে ঐ ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত সেই ডিক্রীর তারিখ অবধি ছয়মাস মধ্যে করিতে হইবে। তাহা না করিলে সেই ডিক্রী যাহার পক্ষে হইয়াছিল, তাহার ঐ ডিক্রী হইতে কিছু উপকার হইবে না। আরও খরীদের অবশিষ্ট কিছু টাকা যদি কোন দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে কোন কাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে, তবে গবর্ণমেণ্টের চলিত নিদর্শনপত্রের সুদ অনুযায়ী যে হারে দেওয়া যাইতেছে, সেই হারে সুদ সমেত ঐ টাকা সেই ডিক্রীদার না দিলে তাহাকে পুনরায় দখল দেওয়াইবার কোন হুকুম জারী হইবে না।

ও তদ্রূপে যে টাকা দিতে হয়, তাহা যদি সেই পক্ষ ঐ চূড়ান্তডিক্রীর তারিখ অবধি ছয় মাস মধ্যে না দেয়, তবে সেই ডিক্রী হইতে তাহার কিছু উপকার হইবে না। ইতি

৩৫ ধারা। যদি কান বিচারাদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীমতে কোন নীলাম অসিদ্ধ হয়, ও সাবেক মালিককে পুনরায় দখল দেওযান যায়, তবে সরকারের চলিত নিদর্শন পত্রের উপর সুদ যে হাতে উক্ত প্রকারে দেওয়া যাইতেছে, সেই হারে সুদ সমেত ঐ খরিদ দর টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে খরীদারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

৩৬ ধারা। যে খরীদারকে সার্টিফিকট দেওয়া গিয়াছে সেই জন ভিন্ন অন্য লোকের নিমিত্ত জমী খরিদ হইয়াছে কিম্বা এক ভাগ উঁহার নিজের নিমিত্ত অন্য ভাগ অন্য লোকের নিমিত্ত, কিন্তু আপোসে করার করিয়া ঐ সার্টিফিকট প্রাপ্ত খরীদারের নাম দেওয়া গিয়াছে, এই হেতুতে যদি সেই সার্টিফিকট প্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে, সেই মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিসমিস হইবে ইতি।

৩৭ ধারা। বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কোন জিলার অন্তর্গত সম্পূর্ণ মহাল যদি ঐ মহালের নিজ বাকীর নিমিত্ত এই আইনমতে নীলাম হয়, তবে বন্দোবস্ত কালের পর তাহার উপর যে সকল দায় বর্ত্তিয়াছে তাহা বিনা খরীদার ঐ মহাল পাইবে ও যেটাও সকল পাট্টা ও জোত অসিদ্ধ ও বাতিল করিতে ও যেটাও পাট্টাদারগণকে শরেজমিনে বেদখল করিতে তাহার স্বত্ব থাকিবে। কিন্তু এই এই পাট্টা বাতিল [illegible] ত পারিবে না, অর্থাৎ।

প্রথম। ইস্তমরারী কি মোকররী যে জমী ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কালাবধি মোকররী খাজানামতে ভোগ হইয়া আসিতেছে সেই জমীর পাট্টা।

দ্বিতীয়। মোকররী খাজানামতে ভোগ না হইয়া যে জমী বন্দোবস্তের কালে ছিল তাহার পাট্টা। পরন্তু সেই প্রকারের জমীর খা[illegible] বৃদ্ধি করিবার যে সময়ে যে বিধি [illegible] থাকে সেই বিধিমতে ঐ জমির খাজানা কদাই বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

তৃতীয়। বন্দোবস্ত কালের পরে যে তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্য জমি নিজ জমীদারের স্থানে ভোগ হইতেছে তাহার পাট্টা, ও কতক বৎসরের মিয়াদে যে ইজারার জমী সেই প্রকারে ভোগ হইতেছে তাহার পাট্টা। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই তালুকাদি ও ইজারা এই আইনের বিধান মতে উপযুক্ত রূপে রেজিষ্টরী করা যায়।

চতুর্থ। যে জমীতে বসত বাটী কি কুঠী কি চিরকালের জন্য ইমারৎ প্রভৃতি গাঁথা গিয়াছে, ও যে জমীতে বাগান কি বিশেষ ফলের বাগান কি পুষ্করিণী কি

কূপ কি খাল কি জলাশয় কি শ্মশান কি গোরস্থান করা গিয়াছে কি যে জমীতে আকর খনন হইয়াছে তাহার পাট্টা ও উক্ত বর্জ্জিত জমীর চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে জমী আইনে তাহার প্রথমে যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছিল, তাহা অনুচিত অর্থাৎ কম ছিল ইহার প্রমাণ যদি পূর্ব্বোক্ত মতের খরীদার করিতে পারে ও উত্তম আবাদী জমীর খাজানার তুল্য মোকররী খাজানামতে সেই জমী বার বৎসরের অধিক কাল যদি ভোগ না হয়, তবে সেই জমীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার যে সময়ে যে বিধি চলন থাকে, সেই বিধিমতে ঐ খরীদার খাজানা বৃদ্ধি করাইবার কার্য্য করিতে পারিবে।

পরন্তু যদি কোন রাইয়তের মোকররী খাজানামতে, কি চলিত আইনানুসারে নির্দ্ধারিত বিধিমতে ধার্য্য করা খাজানামতে দখল করিবার স্বত্ব থাকে, তবে তাহাকে ঐ খরীদার বেদখল করিতে পারে কি ঐরূপ আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ভিন্ন অন্যমতে কি বন্দোবস্ত কালের পর যে সকল পাট্টা প্রভৃতি করা গিয়াছে, তাহা না মানিয়া সাবেক মালিক যে প্রকারে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিত, তদ্ভিন্ন অন্যমতে তদ্রূপ কোন রাইয়তের খাজানা যে বৃদ্ধি করিতে পারে এই ধারার কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবে না। ইতি।

৩৮ ধারা। তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্য যে জমী বন্দোবস্ত কালের পরে হইয়া মহালের নিজ মালিকদের স্থানে ভোগ হইতেছে তাহার ও যে ইজারা কতক বৎসরের মিয়াদে সেই প্রকারে ভোগ হইতেছে তাহার রেজিষ্টরী করণের এই এইবিধি মানিতে হইবে ইতি।

৩৯ ধারা। সাধারণ রেজিষ্টরী ও বিশেষ রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত দুই প্রস্থ রেজিষ্টরী বহী থাকিবে। যদি সাধারণ রেজিষ্টরী হয়, তবে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলাম হইলে সেই তালুকাদি ও ইজারা গবর্ণমেণ্ট ছাড়া নীলামের অন্য খরীদার হইতে রক্ষা পাইবে। যদি বিশেষ রেজিষ্টরী হয় তবে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলাম হইলে সেই তালুকাদি ও ইজারা গবর্ণমেণ্টকে লইয়া নীলামের সকল খরীদার হইতে রক্ষা পাইবে ইতি।

৪০ ধারা। এই আইনের ৩৮ ধারায় যে তালুকদারী কি তদ্রূপ অন্য জমী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার দখলকার যদি সেই জমী রেজিষ্টরী করিতে চাহে, তবে মহাল যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহার দরখাস্ত করিতে হইবে, ও যে প্রকারের রেজিষ্টরী করিতে চাহে তাহা সেই দরখাস্তে লিখিতে হইবে, ও নীচের লিখিত বিশেষ কথা যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়মতে জানা যাইতে পারে সেই পর্য্যন্ত ঐ দরখাস্ত মধ্যে লিখিতে হইবে।

১। তালুক প্রভৃতি যে এক কি অধিক পরগণার মধ্যে থাকে তাহা।

২। তালুক প্রভৃতির পাট্টার প্রকার।

৩। যে এক কি ততোধিক গ্রামের জমী লইয়া সেই তালুকাদি হয়, কি তালুকাদি যে যে গ্রামে আছে তাহার নাম।

৪। তালুকাদিতে কালি করিয়া জমী যত আছে তাহা, ও তাহার সীমা সরহদ্দের বিশেষ কথা।

৫। তালুকাদির সালিয়ানা যত খাজানা দিতে হয়, ও জমা মিয়াদী কি ইস্তমরারী রূপে ধার্য্য হইয়াছে ও তৎপ্রযুক্ত যদি কোন কর্ম্ম করিতে হয় তবে তাহা।

৬। যে দলীলক্রমে তালুকাদি হইয়াছে তাহার তারিখ কি যে তারিখে তালুকাদি করা যায় তাহা।

৭। যে মালিক তালুকাদি করিয়া দিয়াছেন তাহার নাম।

৮। ঐ তালুকাদির প্রথম দখীলকারের নাম।

৯। বর্ত্তমান দখীলকারের নাম, ও আপনি যদি প্রথম দখীলকার না হয়, তবে সে যে প্রকারে, অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে কি দানপত্রক্রমে কি খরীদ করিয়া কি অন্য যে প্রকারে ঐ তালুকাদির অধিকারী হইয়াছে ও সে অন্যদের সঙ্গে কি একা দখল করিতেছে এই কথা।

আরো উক্ত ধারাতে যে ইজারার কথা লেখা হইয়াছে তাহার ইজারদারেরাও ঐ ইজারার রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত সেই মতে করিতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত বিশেষ যে সকল কথা ইজারার উপর খাটিতে পারে তাহা ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবে।

৪১ ধারা যদি সাধারণ রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত দরখাস্ত হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ তালুকাদি কি ইজারা যে মহালে থাকে তাহার লিখিত মালিকদের নামে কি তাহার কি তাহাদের ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের নামে এত্তেলা জারী করিবে ও তাহার সঙ্গে দরখাস্তের এক কেতা নকল দিবেন। ও দরখাস্তের এক এক কেতা নকলের সঙ্গে এক এক এত্তেলা আপনার কাছারীতে ও তালুক প্রভৃতি কি ইজারার জমী যে মহালের সামিল থাকে, সেই মহালের মাল কাছারীতে লটকাইবেন, কি অন্য যে কোন স্থানে লটকাইলে কালেক্টর সাহেবের বিবেচনামতে সেই দরখাস্তের কথা অতি বিস্তারিতরূপে প্রকাশ হইতে পারে, সেই সেই স্থানে লটকাইবেন। তাহাতে এই হুকুম থাকিবে যে, মালিকের কি তদ্বিষয়ে স্বত্ব যুক্ত কোন ব্যক্তির যদি ঐ তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী করণের কি ঐ দরখাস্তের লিখিত কোন কথার প্রতি কিছু আপত্তি থাকে, তবে সেই আপত্তি ঐ এত্তেলা জারী হইবার তারিখাবধি

ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখিয়া দাখিল করে। যদি নিরূপিত কালের মধ্যে কিছু আপত্তি না করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব ও তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী করিবেন। যদি নিরূপিত সময় মধ্যে কোন লিখিত মালিক কি মালিক না হইয়া তাহাতে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত লোক কোন আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ আপত্তিকারির কি তাহার ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের জবানবন্দী লইবেন, ও সেই লোকের আপত্তি করিবার কোন সম্ভাবিত কারণ আছে কালেক্টর সাহেব যদি ইহা দেখিতে পান তবে তিনি ঐ কার্য্য মুলতবী রাখিয়া উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। নতুবা তিনি ঐ দরখাস্তমতে কার্য্য করিবেন। দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি যদি দরখাস্তকারির সপক্ষে হয়, তবে শেষ ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী করিবেন।

৪২ ধারা। যদি বিশেষ রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ইহার পূর্ব্বের ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা জারী ও প্রকাশ করিবেন। সেই নিরূপিত সময়ের মধ্যে যদি কোন আপত্তি না করা যায়, তবে সরকারী মালগুজারী রক্ষা হইবার জন্য কালেক্টর সাহেব যে কোন তদন্ত লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইবার হুকুম করিবেন। ও সেই তালুকাদি কি ইজারা দ্বারা সরকারের মালগুজারীর যে পর্য্যন্ত ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই পর্য্যন্ত ঐ তালুকাদি যে মহালের পেটাও থাকে সেই মহালের সরকারী মালগুজারীর কিছু ভয় নাই ইহা যদি তিনি খাতিরজমামতে জানিতে পান, তবে তিনি সেই কথার রিপোর্ট কমিসানর সাহেবের নিকট করিবেন, তিনিও যদি সেই কথা খাতির জমামতে বুঝেন, তবে দরখাস্তমতে ঐ তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী হইবার আজ্ঞা করিবেন, নতুবা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। সেই নিরূপিত সময় মধ্যে যদি কোন লিখিত মালিক না হইয়া যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন লোক রেজিষ্টরী হইবার আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তিকারির কি তাহার ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের জবানবন্দী লইবেন, ও তাহার আপত্তি করিবার সম্ভাবিত কারণ আছে বটে ইহা যদি কিছু দেখিতে পান, তবে তিনি ঐ কার্য্য মুলতবী রাখিয়া উভয়পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন; নতুবা আপত্তি না হওয়ার মত কার্য্য করিবেন। যদি দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি দরখাস্তকারির সাপক্ষ হয়, তবে শেষ ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব উপরের লিখিত বিধিমতে অর্থাৎ নিরূপিত সময় মধ্যে আপত্তি দাখিল না হইলে যে রূপে করিতে হয় সেই রূপে কার্য্য করিবেন ইতি।

৪৩ ধারা। ৩৭ ধারার বর্ণিত চতুর্থ শ্রেণীতে যে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই

জমির পাট্টা, পাট্টাদারের ইচ্ছামতে রেজিষ্টরী হইতে পারে অর্থাৎ তালুকদারী ও তদ্রূপ অন্যান্য জমী যে প্রকারে ও যে বিধিমতে রেজেষ্টরী হইবার বিধান এই আইনে হইয়াছে সেই প্রকারে ও সেই বিধিমতে রেজেষ্টরী হইতে পারিবে ইতি।

৪৪ ধারা। ৩১ ধারার বর্জ্জিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমী দখিলকারেরা স্বেচ্ছামতে রেজিষ্টরী করিতে পারিবে ও যদি সেই প্রকারে রেজিষ্টরী করা যায়, তবে তাহা কেবল বিশেষ রেজিষ্টরী বহিতে লেখা যাইবে। সেই প্রকারে রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্তের মধ্যে ৪০ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা যে পর্য্যন্ত জানা যাইতে পারে সেই পর্য্যন্ত লিখিত হইবে, ও ৪১ ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে এতেলা বাহির হইয়া জারী হইবে। নিরূপিত সময় মধ্যে লিখিত কোন মালিক কি মালিক না হইয়া যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন লোক যদি কোন আপত্তি না করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ জমী ভোগের নিয়মের সিদ্ধতা খাতিরজমামতে জানিবার নিমিত্ত যে তদন্ত লওয়া আবশ্যক হয় তাহা লইবেন। তাহাতে সেই জমী ভোগের মাতবর বটে ইহা যদি খাতিরজমামতে জানেন, তবে তিনি সেই কথার রিপোর্ট কমিশনর সাহেবের নিকট করেন, আর তিনিও যদি সেই জমির মাতবরীর বিষয়ে খাতির-জমা হন, তবে তাহা বিশেষ রেজিষ্টরীতে লিখিবার আজ্ঞা করিবেন, নতুবা রেজি-ষ্টরী করিবার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। সেই নিরূপিত সময় মধ্যে যদি কোন লিখিত মালিক কি পূর্ব্বোক্ত মতের অন্য ব্যক্তি ঐ জমীর রেজিষ্টরী হইবার আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তিকারির কি তাহার ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের জবানবন্দী লইবেন, ও সেই লোকের আপত্তি করিবার সম্ভাবিত কারণ আছে, ইহা যদি দেখিতে পান, তবে তিনি ঐ কার্য্য মুলতবী রাখিয়া উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন, নতুবা আপত্তি না হইবার মতে কার্য্য করিবেন। দেওয়ানী আদালতে যদি দরখাস্তকারীর পক্ষে ডিক্রী অর্পিত হয়, তবে শেষ ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব নিরূপিত সময় মধ্যে কোন আপত্তি না হইলে কার্য্য করিবার যে বিধি আছে পূর্ব্বোক্ত সেই বিধিমতে কার্য্য করিবেন। পরন্তু এই ধারাতে যে প্রকার জমির কথা লেখা আছে প্রকৃত প্রস্তাবের তদ্রূপ। জমি রক্ষা করিবার জন্য রেজেষ্টরী করা আবশ্যক, এই ধারার কোন কথায় এমত বুঝিতে হইবে না ইতি।

৪৫ ধারা। এই ধারা বঙ্গদেশীয় কৌন্সিলের ১৮৬২ সালের ৩ আইনের ১ ধারা ক্রমে রদ হইয়াছে।

৪৬ ধারা। এই আইনের ৪২ ও ৪৪ ধারামতে যে মাপ কি জরীপ কি সরেজ-মিনে তদারক করা যায়, তাহার নিমিত্ত নিতান্ত যত খরচ লাগে, তাহা ঐ তালুকাদি কি ইজারার রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত যে জন করে তাহার দিতে হইবে, ও এই

বাবতে কালেক্টর সাহেব যত টাকা আগাম দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন, তাহা তিনি ঐ লোককে সময়২ দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

৪৭ ধারা। রাজস্ব কার্য্যকারক সাহেবদিগকে কোন তালুকাদি কি ইজারা বিশেষ রেজেষ্টরে লিখিবার হুকুম করিতে কোন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা নাই। কিন্তু রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবগণ যদি কোন জমী কি ইজারা সেই প্রকারে রেজেষ্টরী করিতে স্বীকার না করে, তবে তৎস্বামীর যে কোন অধিকার থাকে তাহার কিছু মাত্র খর্ব্বতা হইবে না ইতি।

৪৮ ধারা। যদি কোন লোক কোন তালুকাদি কি ইজারা রেজেষ্টরী হওন দ্বারা আপনি ক্ষতি প্রাপ্ত হইয়াছে জ্ঞান করে, তবে সে ঐ রেজেষ্টরী বাতিল করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে কিন্তু ইহাতে মিয়াদের সাধারণ আইন মানিতে হইবে।

৪৯ ধারা। এই আইনমতে তালুক প্রভৃতি ও ইজারা রেজেষ্টরী করিবার কার্য্য নির্ব্বাহ করণে রাজস্বের অধঃস্থ কার্য্যকারক সকল সাহেব আপন আপন উপরিস্থ রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবদের স্থান ও স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে সাধারণ উপদেশ পান, সেই উপদেশ মতে কার্য্য করিবেন, ও পূর্ব্বোক্ত ধারামতে যে সকল হুকুম করা যায় তাহার রীতিমত আপীল হইতে পারিবে। এই আইনের বিধান মতে কোন তালুক প্রভৃতির বিশেষ রেজেষ্টরী হইবার যে হুকুম কমিশনর সাহেব করেন, তাহা সরকারের মালগুজারী উপযুক্ত মতে রক্ষা হয় নাই বলিয়া কি বিষয় বিশেষে ঐ জমার পাট্টা প্রভৃতি গরমিলবিধি প্রযুক্ত রেজেষ্টরী হইবার তারিখ অবধি এক বৎসর মধ্যে কোন সময়ে বোর্ড রেবেনিউর সাহেবগণ কি স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট সংশোধন করিতে পারিবেন ইতি।

৫০ ধারা। বিশেষ রেজেষ্টরের মধ্যে তালুকাদি কি ইজারা রেজেষ্টরী করা যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হইবে। কিন্তু সরকারী মালগুজারী পাইবার মোকদ্দমা করিবার যে মিয়াদ নিরূপণ আছে, সেই মিয়াদের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিলে, যদি সে মোকদ্দমায় এমত ডিক্রী করা যায় যে, ঐ রেজেষ্টরী করণ প্রতারণাক্রমে হইয়াছে ও তাহাতে সরকারের মালগুজারির ক্ষতি হয়, তবে রক্ষা হইবে না। কিন্তু কোন লোক মূল্য দিয়া কোন তালুকাদির কি ইজারার প্রকৃত প্রস্তাবে খরিদদার হইলে তাহার দখলে তালুকাদি কি ইজারা যদি থাকে, তবে তাহা উক্ত প্রকারে প্রতারণা প্রযুক্ত খেলাপ হইবেনা, কিন্তু বিশেষ রেজেষ্টরী করণ সময়ে ঐ জমীর কি ইজারার যত খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হইতে পারে তাহার তত খাজানা দিতে হইবে; সেই খাজানা কালেক্টর সাহেব নিরূপণ করিবেন ইতি।

৫০ ধারা। এই আইনের ৩৭ ধারায় যে যে বর্জ্জিত জমী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর তালুকাদি ও ইজারার বিশেষ রেজেষ্টরী করিবার দরখাস্ত যদি নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে করা যায়, ও তদ্বিষয়ে যদি কালেক্টর সাহেব ৪২ ধারার নির্দ্দিষ্ট মত তদন্ত লওয়ার কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন, তবে সেই তালুক প্রভৃতি যে মহালের অন্তঃপাতী হয়, সেই মহাল বাকী মালগুজারির নিমিত্ত নীলাম হইলে, ঐ তদন্তের কার্য্য যাবৎ চলে, তাবৎ ঐ তালুক প্রভৃতির রক্ষা হইবে, ও সেই দরখাস্তমতে যদি রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবগণ দাওয়াদারের স্বপক্ষে চূড়ান্ত ফয়সলা করেন, তবে উত্তর কালেও রেজেষ্টরী করণ দ্বারা রক্ষা হইবে ইতি।

৫২ ধারা। ইস্তমরারী বন্দোবস্ত না হওয়া জিলায় যদি কোন মহালের বাকীর নিমিত্ত সেই মহালের নীলাম হয়, তাহার উপর যে সকল দায় বর্ত্তিয়াছে তাহা বিনা খরিদদার ঐ মহাল পাইবে, ও বাকিদার কি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি আসল বন্দোবস্তকারীর স্থলাভিষিক্ত না আসৈনী হইয়া যে সকল তালুকাদি করিয়া দিয়াছিল তাহা ও শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই আসল বন্দোবস্তকারী কি তাহার স্থলাভিষিক্তেরা রাইয়ত প্রভৃতিদের সঙ্গে যে সকল করার করিয়াছে বা মঞ্জুর করিয়াছে তাহা, ও আসল বন্দোবস্তকারী আপনার বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যে সকল জমীর পাট্টা বাতিল কি বদল করিতে, কি নূতন করিতে পারিত তাহা বাতিল ও সিদ্ধ করিতে ঐ খরিদদারের ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু যে জমীতে কোন বসত বাড়ী কি কুঠি কি চিরকালের জন্য ইমারত প্রভৃতি করা গিয়াছে, কি যে জমীতে বাগান কি বিশেষ বৃক্ষের বাগান কি পুকুর কি কূপ কি খাল কি ভজনালয় কি শ্মশান কি কবর স্থান করা গিয়াছে, কি যে জমীতে আকর খনন হইয়াছে তাহার পাট্টা কি কবুলীয়ৎ বাতিল করিবে না। ফলতঃ সে জমী যতকাল সেই সেই কার্য্যের নিমিত্ত উচিতমত থাকে ও করারী খাজানা যত কাল দেওয়া গিয়া থাকে, ততকাল ঐ পাট্টা ও কবুলিয়ৎ বলবৎ থাকিবে, কিন্তু বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত জমীর নীলাম হইলে, যে কোন লোকদের পাট্টা কি করার পূর্ব্বোক্তমতে বাতিল হইতে পারে, এমত লোকদের স্থানে সাবেক মালিক যত খাজানা লইতে পারিত, তাহার অধিক খাজানা ঐ নীলামের খরীদার লইতে পারে, এই ধারার কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবে না। কেবল জমীর নিমিত্ত ন্যায্যমতে যত খাজানা লওয়া যাইতে পারে, তাহার অল্প খাজানার হারে নিবার বন্দোবস্ত করিয়া যদি সেই লোকেরা ঐ জমী ভোগ করে, কি পরগণা কি মৌজা কি অন্যস্থান বিশেষের আচারমত সেই লোকদিগকে নূতন হারাহারিমতে খাজানা দিতে কি গবর্ণমেণ্টের আইনমত অন্য

যে টাকা লইবার নিষেধ নাই তাহা দিতে আজ্ঞা হইতে পারে, ইহা যদি প্রমাণ করা যায়, তবে তাহা লইতে পারিবে ইতি।

৫৩ ধারা। বাটওয়ারার মহালের যে অংশিরা আপনাদের অংশ ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ ও ৩৪ ধারামত নীলাম হইতে রক্ষা করিয়াছে, ও যে অংশিদের সঙ্গে কালেক্টর সাহেব এই আইনের ১০ ও ১১ ধারামতে স্বতন্ত্র হিসাব করিয়াছেন সেই অংশী ভিন্ন, লিখিত কি অলিখিত কোন মালিক কি শরীক যে মহালের মালিক কি শরীক হয়, সেই মহাল খরীদ করে, কি সেই মহালের এই আইনমত বাকীর নিমিত্ত নীলাম হইলে পর যদি পুনরায় খরীদ করে কি অন্য প্রকারে তাহার দখল পুনরায় পায়, তবে সেই লোক, ও যে মহাল নিজ বাকী কি দাওয়া ভিন্ন অন্য বাকী কি দাওয়ার নিমিত্ত নীলাম হয়, তাহার খরীদার নীলাম হইবার সময় যে ঐ মহালের উপর যে সকল দায় থাকে, সেই দায় সমেত ঐ মহাল পাইবে ও ঐ মহালের নীলাম হইবার সময়ে পেটাও প্রজাদের কি রাইয়তদিগের উপর সাবেক মালিকের যে কিছু স্বত্ব ছিল না এমত কোন স্বত্ব ঐ খরিদদারও পাইবে না ইতি।

৫৪ ধারা। যদি কোন মহালের এককি অধিক অংশ ১৩ কি ১৪ ধারার বিধান মতে নীলাম হয়, তবে যেজন খরীদ করে সে ঐ অংশের সংযুক্ত সকল দায় সমেত ঐ অংশ পাইবে। ও সাবেক মালিকদিগের যে স্বত্ব ছিল না এমত কোন স্বত্ব পাইবে না ইতি

৫৫ ধারা। মহাল নীলাম হইলে মালগুজারী দাখিল করিবার শেষ তারিখে পেটাও প্রজাদিগের কি রাইয়তদিগের স্থানে বাকীদারের যে কিছু খাজানা পাওনা থাকে, তাহা আদায় করিবার জন্য ঐ শেষ তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে বাকীদার যে কান কার্য্য করিতে পারিত, ঐ শেষ তারিখের পর ও ক্রোক করা ভিন্ন সেই প্রকারে কোন কার্য্য করিয়া ঐ বাকী আদায় করিতে পারিবে ইতি।

৫৬ ধারা। খোলা কাছারীতে কি তৎকালে যে স্থানে কাছারী হয় সেই স্থানে, যে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমত যে কার্য্যকারক এই আইনমত নীলাম চালাইতেছেন, তাঁহার সাক্ষাতে যদি কিছু অবজ্ঞা হয়, তবে তিনি দুই শত টাকা পর্য্যন্ত জরীমানা করিয়া ঐ অবজ্ঞার দণ্ড করিতে পারিবেন, ও যদি সেই টাকা না দেওয়া যায়, তবে অপরাধিকে এক মাস পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হইবার হুকুম করিবেন। ও কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমত অন্য কার্য্যকারক যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অপরাধিকে পাঠান, তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম সফল করিবেন। কিন্তু এই ধারামত যে কোন হুকুম করা যায়, তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিসানর সাহেবের নিকট হইতে পারিবে, ও তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে ইতি।

৫৭ ধারা। এই আইনের ১২ ধারায় যে আমানত করিবার আজ্ঞা আছে, তাহা না করিয়া যদি ডাক বজায় রাখিবার ত্রুটি হয়, তবে তাহা অবজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

* ৫৮ ধারা। কোন মহালের বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যদি সেই মহাল এই আইনমত নীলামে ধরা যায়, ও যদি কেহ না ডাকে, তবে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমত অন্য কার্য্যকারক এক টাকা ডাকিয়া গবর্ণমেণ্টের জন্য মহাল খরীদ করিতে পারিবেন অথবা অতি উচ্চ যে মূল্য ডাকা যায়, তাহাতে যদি সেই বাকী ও তৎপরে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত অন্য যে টাকা পাওনা হয়, তাহা পরিশোধ করিতে না কুলায়, তবে অতি উচ্চ যে মূল্যের ডাক হইয়াছে সেই মূল্যে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমত অন্য কার্য্যকারক ঐ মহাল গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত লইতে কি খরীদ করিতে পারিবেন। ঐ উভয় স্থলে গবর্ণমেণ্ট এই আইনের বিধান মত ঐ সম্পত্তি পাইবেন ইতি।

৫৯ ধারা। এই ধারা ১৮৬২ সালের ৭ আইনের ১ ধারা অনুসারে রদ হইয়াছে।

৬০ ধারা। এই আইনমত কোন মহালের কোন অংশের মাপ কি জরীপ হইলে কি কোন অংশে সরেজমীনে তদারক হইলে ও যে মহাল এই আইনমতে গবর্ণমেণ্টের নিমিত্তে খরিদ করা কি লওয়া যায় সেই মহালে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের বিধান প্রবল থাকিবে ইতি।

৬১ ধারা। এই আইনের অর্থ করণে "কালেক্টর" এই শব্দে ডেপুটী কালেক্টর কি অন্য যে কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে কালেক্টরের কি ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন তিনি গণ্য হন ইতি।

৬২ ধারা। ফোর্টউইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশের যে যে স্থানে ঐ রাজধানীর সাধারণ আইন চলন হইতেছে কি হয়, সেই সেই স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে এই আইন চলন হইবে ইতি।

A চিহ্নিত তপসীল।

আমি নিশ্চিত মতে জানাইতেছি যে অমুক জিলার তৌজিতে লিখিত নীচের নির্দ্দিষ্ট মহাল (কি মহালের অংশ) ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খরীদ করিয়াছে। আর তাহার সেই খরীদ অমুক সালের তারিখ অবধি, অর্থাৎ মালগুজারী দিবার নিরূপিত শেষ তারিখের পর দিবসাবধি প্রবল হইল।

তৌজিতে তাহার নম্বর।

বিশেষ কথা।

মহালের নাম।
সাবেক মালিকের নাম।
সদর জমা।
তৌজিতে পূরা মহালের নম্বর।
পূরা মহালের নাম।
পূরামহালের সদর জমা।
যে অংশের নীলাম হইল তাহার কৈফিয়ৎ।
যে অংশের নীলাম হইল তৌজিতে সেই অংশের বিশেষ নম্বর।
যে অংশের নীলাম হইল তাহার সাবেক মালিকের নাম।
যে অংশের নীলাম হইল তাহার স্বতন্ত্র রূপের মত সদর জমার নিমিত্ত দায়ী হয়।

B চিহ্নিত তপসীল।

রসুম।

পূরা মহালের এক অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করিবার ১০ কি ১১ ধারামত দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য,

যদি সেই অংশের সালিয়ানা জমা ২৫০ টাকার অধিক না হয় তবে ..৲৫, যদি সেই অংশের সালিয়ানা জমা ২৫০ টাকার অধিক হয়, কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয় তবে জমার উপর শতকরা ১০ টাকার হিসাবে।

যদি ঐ অংশের সালিয়ানা জমা ১০০০ টাকার অধিক হয় তবে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ১০ টাকার হিসাবে, ও তাহার ঊর্দ্ধ যত টাকা হয় তাহার উপর শতকরা ২ টাকার হিসাবে।

১৫ ধারামত টাকা কি গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র আমানৎ করিবার দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য যত টাকা আমানত হয়, তাহার ফী শত টাকার উপর ৷৷০ আনার হিসাবে।

সেই প্রকারে যে নিদর্শনপত্র আমানত করা যায়, তাহার যে সুদ কালেক্টর সাহেব উসুল করেন তাহার ফী শত টাকার উপর ৷৷০ আট আনার হিসাবে।

১৬ ধারামত আমানতের টাকা প্রভৃতি ফিরিয়া পাইবার দরখাস্ত দাখিল করিবার নিমিত্ত যত টাকা ফিরিয়া লওয়া যায়, তাহার ফী শত টাকার উপর ৷৷০ আট আনার হিসাবে।

পেটাও তালুকাদির ইজারা রেজিষ্টরী করিবার ৪০ কি ৪৩ কি ৪৪ ধারামত দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য,

যদি পেটাও তালুকাদির মালিয়ানা ৫০০ টাকার অধিক না হয় তবে।

যদি পেটাও আদির মালিয়ানা খাজানা ৫০ টাকার অধিক হয়, ও ১০০০ টাকার অধিক না হয় তবে খাজানার উপর শতকরা ৫ টাকার হিসাবে।

যদি পেটাও তালুকাদির মালিয়ানা খাজানা ১০০০ টাকার অধিক হয়, তবে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত উক্ত হিসাবে ও তাহার অধিক যত টাকা হয় তাহার উপর শতকরা ১ টাকার হিসাবে।

সম্পূর্ণ।

ইংরেজী ১৮৬২ সালের ৩ আইন।

এই আইন বঙ্গদেশীয় কোন্সেলে ধার্য্য হইয়া শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কর্তৃক ১৮৬২ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে পসন্দ হয়।

পেটাও তালুক ও ইজারা রেজেষ্টরী করিতে পারিবার কাল বৃদ্ধি করা ও পূর্ণ মহালের অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব করিবার, ও টাকা কি গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র গচ্ছিত করিবার ও পেটাও তালুক ও ইজারা রেজেষ্টরী করিবার প্রার্থনাপত্রের উপর যে ফীস লওয়া যায়, তাহা পরিবর্ত্তন করা বিহিত, এই কারণে পশ্চাৎ লিখিত বিধান হইয়াছে ইতি

১ ধারা। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৪২ ও ৭৯ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইয়াছে ইতি।

২ ধারা। ১৮৫৯ সালের ১১ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল তালুক ও ইজারা করা গিয়াছে, তাহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৪০ ও ৪৩ ও ৪৪ ধারামতে রেজেষ্টরী করিবার প্রার্থনা এই আইন প্রচলিত হইবার পর তিন বৎসর মধ্যে করিতে হইবে। যে সকল তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইন প্রচলিত হইবার পরে করা গিয়াছে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে বর্ত্তমান থাকে, তাহা রেজেষ্টরী করিবার প্রার্থনা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি তিন মাস মধ্যে করিতে হইবে। এই আইন প্রচলিত হইবার পর যে তালুক করা যায়, তাহা রেজেষ্টরী করিবার প্রার্থনা ঐ তালুক যে দলীলক্রমে করা যায়, সেই দলীলের তারিখাবধি তিন মাস মধ্যে করিতে হইবে ইতি।

৩ ধারা। যে ব্যক্তিরা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ও ১১ ধারামত ১৫ ও ১৬ ধারামত ও ১০ ও ৬১ ও ... ধারামত প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের স্থানে

কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই আইন সংযুক্ত তপসীলের নির্দ্দিষ্ট হিসাবের অনধিক ফীস লইতে পারিবেন। সেই তপসীল এই আইনের এক অংশ স্বরূপ জ্ঞান হইবে। ও উক্ত সকল ধারামত প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে ঐ ফীস না দেওয়া গেলে প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

৪ ধারা। এই আইন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের এক অংশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পাঠ করিতে হইবে ইতি

ফীসের তপসীল।

১। পূর্ণ মহালের এক অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করিবার জন্য ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ কি ১১ ধারামত প্রার্থনাপত্র দেওয়া গেলে যদি সেই অংশের বার্ষিক জমা ১০০০ টাকার অধিক না হয়, তবে জমার শত টাকা প্রতি ১০ টাকার হিসাবে ফীস লাগিবে। যদি সেই অংশের বার্ষিক জমা ১০০০ টাকার অধিক হয় তবে ১০০০ টাকা জমার শত টাকা প্রতি ১ টাকার হিসাবে ও তাহার উর্দ্ধ টাকার শত প্রতি ২ টাকার হিসাবে ফীস লাগিবে ইতি।

২। উক্ত আইনের ৫ ধারাক্রমে টাকা কি গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র গচ্ছিত করিবার প্রার্থনাপত্র দেওয়া গেলে যত টাকা গচ্ছিত হয়, তাহার শত প্রতি অর্দ্ধ টাকা ফীস লাগিবে ইতি।

গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র গচ্ছিত হইলে কালেক্টর সাহেব তাহার যে সুদ আদায় করেন, সেই সুদের শত টাকা প্রতি অর্দ্ধ টাকা ফীস লাগিবে ইতি।

উক্ত আইনের ১৬ ধারাক্রমে গচ্ছিত টাকা উঠাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্র দেওয়া গেলে, যত টাকা উঠাইয়া লওয়া যায়, তাহার শত টাকা প্রতি অর্দ্ধ টাকা ফীস লাগিবে ইতি।

৩। উক্ত আইনের ৩০ কি ৩১ কি ৫৩ ধারামত পেটাও তালুক কি ইজারা রেজেষ্টরী করণের প্রার্থনাপত্র দেওয়া গেলে, যদি সেই পেটাও তালুকের কি ইজারার বার্ষিক খাজানা ১০০০ টাকার অধিক না হয়, তবে ঐ খাজানার শত টাকা প্রতি ৫ টাকা ফীস লাগিবে। যদি সেই পেটাও তালুকের কি ইজারার বার্ষিক খাজানা ১০০০ টাকার অধিক হয়, তবে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত উক্ত হিসাবে ও তদূর্দ্ধ টাকার শত টাকা প্রতি ১০ টাকা ফীস লাগিবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত পশ্চাল্লিখিত আইনে উক্ত সাহেবের ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসের ১৬ই তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন, মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবও আগষ্ট মাসের ১০ই তারিখে তৎপ্রতি স্বীয় সম্মতি জ্ঞাত করিয়াছেন

১৮৬৮ সালের ৭ আইন।

ভূমির বাকী রাজস্ব এবং রাজকীয় যে প্রাপ্য ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে সেই প্রাপ্য আদায় করিবার অধিক বিধান করণার্থ আইন।

[হেতুবাদ।]

ভূমির বাকী রাজস্ব এবং রাজকীয় যে প্রাপ্য টাকা ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে সেই প্রাপ্য আদায় করিবার আইন সংশোধন ও বিস্তৃত করা বিহিত। এই হেতুক নিম্নলিখিতমতে প্রকাশ ও বিধান করা গেল।

[অর্থ করণের ধারা।]

১ ধারা। এই ধারার লিখিত কথার যে অর্থ করা গিয়াছে এই আইনে এবং ১৮৫৯ সালের ১১ আইনে অর্থাৎ (বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত ভূমির নীলাম করিবার আইন পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিবার আইনে) সেই কথার সেই অর্থ থাকিবে।

[" ভূম্যধিকারী।"]

যে প্রজা নিজ গবর্ণমেণ্টের স্থানে কোন মহাল কি ভূমি লইয়া ভোগ করেন, "ভূম্যধিকারী" শব্দে তিনিও গণ্য।

"রাজস্ব।

কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট ভূম্যধিকারির বৎসর২ যে টাকা দিতে হয় এবং তাগাবী বলিয়া কিম্বা বাঁধ কি জলাশয় কি জল-স্রোত করিবার কি সারাইবার জন্য ও প্রকারান্তরে ভূম্যধিকারিদের অধিকৃত ভূমির সৌষ্ঠব করার্থ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অগ্রীম টাকা দেওয়াতে তাঁহাদের স্থানে গবর্ণমেণ্টের যে টাকা পাওনা থাকে "রাজস্ব" শব্দে সেই সকল টাকা গণ্য।

"মহাল।"

সদর মালগুজারী মহালের সাধারণ রেজেষ্টর নামে যে রেজেষ্টরী বহী আছে, সেই রেজেষ্টরে যে ভূমির কি ভূমির যে অংশের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট বৎসর২ কতক টাকা দেওন উপলক্ষে ভূম্যধিকারির নাম লেখা যায়, 'মহাল' শব্দে

সেই ভূমি এবং ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ কি ১১ ধারানুসারে যে ভূমির স্বতন্ত্র হিসাব করা যায়, সেই ভূমিও বুঝায়।

"ভূ সম্পর্ক।"

উপরিভাগে যে মহাল নির্ণয় করা গেল, তদ্ভিন্ন খেরাজী কি লাখেরাজ ভূমিতে ও জল করে যে সম্পর্ক থাকে, ঐ সম্পর্ক যে নিয়মদ্বারা সৃষ্ট হয় যদি সেই নিয়মক্রমে কিম্বা দেশাচারমতে সেই সম্পর্ক হস্তান্তর করা যাইতে পারে, তবে তাহা পুনশ্চ গ্রহণীয় হইলে কি না হইলেও, এবং কোন নিদর্শনপত্রে যে নিয়ম লিখিত হইয়াছে তদনুসারে বাকী করের নিমিত্ত সেই সম্পর্ক বিক্রয় করিবার কি করাইবার স্বত্ব বিশেষ মতে স্থির করা গেলে কি না গেলেও "ভূসম্পর্ক" শব্দে সেই প্রকারের সকল সম্পর্ক গণ্য।

"আধিপত্য।"

কালেক্টর সাহেব যে জিলাতে নিযুক্ত থাকেন, কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক সেই ক্ষমতামতে যে স্থান ব্যাপিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হন, কালেক্টর সাহেবের "আধিপত্য" শব্দে সেই স্থান বুঝায়।

"কালেক্টর।"

যে কোন ব্যক্তি কালেক্টরের ক্ষমতা পান "কালেক্টর" শব্দে তিনিও গণ্য।

[নীলামের বিপক্ষ আপীলের কথা।]

২ ধারা। এই আইন কি ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনানুসারে যে কোন বিক্রয় হয়, রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব তাহার উপর আপীল গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ২৫ ধারামতে গণনা করিয়া নীলামের তারিখাবধি ষষ্টিদিবসে কি তাহার পূর্ব্বে কমিসনর সাহেবের নিকট ঐ আপীল করিতে হইবে, কি সেই প্রকারে গণনা করিয়া নীলামের দিন অবধি পঞ্চচত্বারিংশ দিনে কি তৎপূর্ব্বে কমিসানর সাহেবের নিকট পাঠাইবার জন্য কালেক্টরের নিকটে কি অন্য যে কার্য্যকারক উক্ত আইনমতে নীলাম করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট হন, তাঁহার নিকট আপীল অর্পণ করিতে হইবে। নচেৎ আপীল হইতে পারিবে না। কোন আপীল তদ্রূপে উপস্থিত করা গেলে, এই আইন কি ১৮৫৯ সালের ১১ আইন অনুসারে যে ভূমির কি ভূমির যে অংশের নিলাম হয়, তাহা ঐ ঐ আইনের বিধানানুসারেকরা যায় নাই কমিস্যনর সাহেব যদি ইহা দেখিতে পান, তবে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন। যদি ভূম্যধিকারীর কোন ত্রুটি হেতুক ঐ নীলাম হইয়া থাকে, তবে ক্রেতার যে ক্ষতি হইল, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার সেই ক্ষতিপূরণ

করিবার আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু মূল্যের যে অংশ আমানতকরা যায় কি বাকী হয়, তাহা যতকাল কালেক্টরী কার্য্যালয়ে থাকে, ততকালের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের সিক্যুরিটির যে উচ্চহারে সুদ দেওয়া যায়, তদনুসারে ঐ টাকার যত সুদ হয়, ক্ষতিপূরণের টাকা তদধিক হইবে না। তদ্রূপ স্থলে কমিস্যনরের আজ্ঞা সিদ্ধান্ত হইবে ইতি।

[রাজস্বসংক্রান্ত নীলাম করিবার সময় বৃদ্ধির কথা।]

৩ ধারা। এই আইন যে দিবস প্রচলিত হইবে সেই দিবসাবধি ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৬ ধারাতে "পনের দিনে" পরিবর্ত্তে ত্রিশ দিন পাঠ করিতে হইবে। ও সেই ধারার মধ্যে "ত্রিশ দিনের অধিক" এই যে কথা আছে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, ও সেই ধারার মধ্যে কদাপি ছিল না এই জ্ঞানে ঐ ধারা পাঠ করিতে হইবে ইতি।

[নীলাম সিদ্ধ করণের সময় বিস্তৃত করিবার কথা।]

৪ ধারা। এই আইন যে দিবসে প্রচলিত হয়, সেই দিবসাবধি ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ২৭ ধারার যে যে স্থানে "ত্রিশ দিন" থাকে তাহার পরিবর্ত্তে ষষ্টি দিন পড়িতে হইবে।

[নোটিস দিবার নিয়মের কথা।]

৫ ধারা। এই আইনে কি ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনে যে নোটিস দিবার আজ্ঞা হইল তাহা দিবার নিয়ম এই। যাঁহার নামে নোটিস দেওয়া যায়, কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত সেই নোটিসের এক প্রতিলিপি সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে, কি তিনি রীতিমত যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানে তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষকে দেওয়া যাইবে, যদি সেই প্রকারে দেওয়া যাইতে না পারে, তবে সেই ব্যক্তির নিয়ত কি শেষ জানা বাস স্থানের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ প্রতিলিপি লাগাইতে হইবে, যদি পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকারে দেওয়া যাইতে না পারে, তবে যে কালেক্টর সাহেব নোটিস প্রচার করেন তিনি যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপে দেওয়া যাইবে।

বাকী রাজস্বের কি দাওয়ার নোটিস দেওয়াইবার ক্ষমতার কথা।

৬ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে আজ্ঞা পত্র প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ পত্রের নির্দ্দিষ্ট কোন জিলার সকল কালেক্টরকে এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন যে, কোন ভূম্যধিকারীদের স্থানে বাকী রাজস্ব পাওনা হইলে তিনি বিহিত বোধ করিলে ১৮৫৯ সালে উক্ত ১১ আইনের কি এই আইনের বিধান মতে তাহা আদায় করিবার কার্য্য করণের পূর্ব্বে ঐ আজ্ঞা পত্রে যদ্রূপ

নির্দ্দিষ্ট হইবে, ভূম্যধিকারীদিগকে সেই নোটিস দেওয়াইবেন। উক্ত আজ্ঞা ক্রমে যে ক্ষমতা দেওয়া যায়, তদনুসারে নোটিস দিবার খরচ কি পর্য্যন্ত হইবে, তাহাও সেই আজ্ঞা পত্রে নির্দ্ধারিত থাকিবে। ঐ ভূম্যধিকারীদের স্থানে যে বাকী রাজস্ব প্রাপ্য হয়, ঐ খরচ তাহার উপর চড়াইয়া দেওয়া যাইবে এবং ঐ বাকী রাজস্বের একাংশের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে। বঙ্গ দেশের উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত প্রকারে সময় সময় অন্য আজ্ঞা প্রচার করিয়া সময় সময় পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি মতান্তর কি রহিত করিতে পারিবেন ইতি।

রাইয়তদের নামে যে নোটিস দেওয়া যায় তাহা শাখাখণ্ডের কাছারীতে লাগাইবার কথা।

৭ ধারা। ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৭ ধারাতে যে যে নোটিস লাগাইবার আজ্ঞা হইয়াছে তদতিরিক্ত ঐ নোটিস যে ভূমিসংক্রান্ত হয়, সেই ভূমি কি তাহার কোন অংশ যে শাখাখণ্ডের আধিপত্যে থাকে সেই শাখাখণ্ডের কার্য্যালয়েও লাগাইতে হইবে ইতি।

নোটিস নিয়মিতরূপে দেওয়া গেল সার্টিফিকট ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হওয়ার কথা।

৮ ধারা। কোন ক্রেতাকে ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ২৮ ধারার কিম্বা এই আইনের ১১ধারার বিধান মতে আসম অর্থাৎ অধিকারের সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে, কিম্বা ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনে যে সকল নোটিস দিবার কি লটকাইবার আজ্ঞা হইয়াছে, তাহা দেওয়া গিয়াছে ও লটকান গিয়াছে ক্রেতার পক্ষে এবং তাঁহার পরতন্ত্রে যাঁহারা দাওয়া করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ সার্টিফিকট ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে। এবং ঐ ব্যক্তি যে নীলামে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন সেই নীলাম সংক্রান্ত কার্য্যেতে কোন নোটিস দিবার কি লটকাইবার ত্রুটি হইলে কি কোন কার্য্য ধারামতে ও নিয়মমতে করা না গেলেও সেই ত্রুটি প্রভৃতি দ্বারা ঐ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির অধিকারের কোন দোষ কি বৈকৃত্য হইবে না ইতি।

লাখেরাজ ভূমির বিক্রয় সিদ্ধ হইবার কথা।

৯ ধারা। ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের নির্দ্ধারিত প্রণালীমতে বাকী রাজস্বের কি প্রাপ্য টাকা আদায়ের নিমিত্তে যে লাখেরাজ ভূমি ইতিপূর্ব্বে বিক্রয় হইয়াছে, যে রাজস্বের কি প্রাপ্যের পরিশোধার্থে ঐ বিক্রয় করা গেল, তাহার দায়ী ব্যক্তির নামে ডিক্রী হইয়া সেই ভূমি বিক্রয়ের যে বল ও ফল হইত পূর্ব্বোক্ত লাখেরাজ ভূমি বিক্রয়ের সেই বল ও ফল হইবে।

(কালেক্টরী শব্দের মধ্যে তৌজির লিখিত সমস্ত মহাল ধরিবার কথা।)

১০ ধারা। যে মহালের রাজস্ব যে কালেক্টর সাহেবের সাধারণ রেজেষ্টরে লেখা থাকে, সেই মহালের সমুদায় ভূমি কি তাহার একাংশ অন্য কালেক্টরীর স্থান

সীমার মধ্যবর্ত্তী থাকিলেও এই আইনের এবং ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের কার্য্যোপলক্ষে তাহা পূর্ব্বোক্ত কালেক্টর সাহেবের কালেক্টরীর মধ্যে আছে জ্ঞান হইবে। কিন্তু ভূমি যে মহালের অন্তর্গত সেই মহাল এই ধারার বিধান মতে অন্য কালেক্টর সাহেবের কালেক্টরীর অন্তর্গত জ্ঞান হইলেও যে কালেক্টরীর আধিপত্যের সীমার মধ্যে থাকে সেই কালেক্টরীর অন্তর্গত জ্ঞান হইবে।

ভূসম্পর্ক বিক্রয় করিবার কথা।

১১ ধারা। রাজস্ব দিবার যে শেষ দিন ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে নিরূপণ করা যায়, মহাল ভিন্ন কোন ভূমির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব পাওনা হইলে যদি সেই দিনের পর বাকী থাকে, তবে ঐ রাজস্ব যে কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া গিয়া থাকে, তিনি ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৫ ধারার লিখিত নোটিস লটকাইয়া দিবেন, এবং কোন মহালের রাজস্ব বাকী হইলে তদাদায়ের জন্য ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনে ও তৎক্রমে সেই মহাল বিক্রয় করিবার যে নিয়ম ও বিধান হইয়াছে তদনুসারে ঐ ভূমিও বিক্রয় করাইবেন। এবং তাহা বিক্রয় করণ দ্বারা যে টাকা উৎপন্ন হয়, কালেক্টর সাহেব সেই টাকা লইয়া ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৩১ ধারার বিধানানুসারে কার্য্য করিবেন। এই মাত্র বিশেষ, কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা ভূম্যধিকারীর নিমিত্ত আমানত না রাখিয়া ঐ বিক্রীত ভূমি ভোগার নিমিত্ত আমানত রাখিবেন। এবং সেই বিক্রয় চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইলে, ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ২৮ ধারাতে মহালসংক্রান্ত যে বিধান আছে, উক্ত কালেক্টর সাহেব সেই বিধানানুসারে ঐ ভূমির আগমের সার্টিফিকেট লিখিবেন।

ভূসম্পর্ক নীলাম হইবার ফলের কথা।

১২ ধারা। এই আইনের ১১ ধারার বিধানমতে যে ভূসম্পর্ক বিক্রয় করা যায় তাহা সৃষ্ট হইবার পরে কি বন্দোবস্তের কাল পশ্চাৎ হইয়া থাকে, তবে তাহার পরে ঐ ভূসম্পর্কের প্রতি যে সকল দায় বর্ত্তান গিয়াছে, ক্রেতা তদ্ব্যতীত সেই ভূসম্পর্ক প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি নিম্নলিখিত স্থলভিন্ন অধীন সকল সম্পর্ক রহিত ও ব্যর্থ করিতে পারিবেন এবং সকল পেটাও প্রজাকে তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

প্রথম। চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়াবধি অবধারিত খাজানামতে যে ইস্তমরারী কি মোকররী ভূমি ভোগ হইয়া আসিতেছে তাহা।—

দ্বিতীয়। চিরকালীন বন্দোবস্তের কালে যে ভূসম্পর্ক ছিল, কিন্তু অবধারিত খাজানামতে ভোগ হয় নাই তাহা। কিন্তু তদ্রূপ ভূমির কর বৃদ্ধির যে আইন যে সময়ে প্রচলিত হয় সেই আইনমতে ঐ ভূমির কর বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

তৃতীয়। কিয়ৎকালীন যে বন্দোবস্ত চলিতেছে, সেই বন্দোবস্তের মিযাদের নিমিত্ত অবধারিত খাজানার ভূমি বলিয়া ঐ বন্দোবস্তের কার্য্য দ্বারা যে ভূসম্পর্ক সৃষ্ট কি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা।

চতুর্থ। যে ভূমির উপর বসতবাটী কি কারখানা কিম্বা চিরস্থায়ী অন্য আলয় নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা যাহাতে বাগান কি বৃক্ষবাটীকা কি পুষ্করিণী কি খাল কি ভজনালয় কি শ্মশান কি কবর স্থান করা গিয়াছে সেই ভূমির সম্পর্ক।

[বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতার কথা।]

১৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনের ১১ধারা মতে ভূমি ক্রয় করিলে পূর্ব্ববর্জ্জিত চতুর্থ শ্রেণীর ভূমি প্রথমাবধি অনুপযুক্ত খাজানামতে ভোগ হইয়া আসিতেছে যদি ইহার প্রমাণ করিতে পারেন, এবং উত্তম চষ্য ভূমির যে কর হইয়া থাকে, যদি সেই ভূমি তত্তুল্য নির্দ্ধারিত করে, দ্বাদশ বৎসরের অধিক কাল ভোগ না হয়, তবে ভূমির কর বৃদ্ধির যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে তিনি সেই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

[প্রজার সত্ত্ব রক্ষার কথা।]

১৪ ধারা। কিন্তু যে প্রজা অবধারিত কর দিয়া কিম্বা প্রচলিত আইনের অবধারিত বিধিক্রমে যে কর ধার্য্য হয়, তাহা দিয়া ভোগ স্বত্ব প্রাপ্ত হন, এই আইনের ১১ ধারানুযায়ী পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা তাঁহাকে যে বহিষ্কৃত করিতে পারেন, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সকল আইনে যদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদন্যথায়, এবং বন্দোবস্তের কালের পরে যে সকল করার হইয়া থাকে তাহা না ধরিয়া ভূতপূর্ব্ব ভূম্যধিকারী যদ্রূপ কর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, ক্রেতা তদন্যথায় বৃদ্ধি করিতে যে সক্ষম হন, এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবে না।

১৫ হইতে ২৮ ধারা পর্য্যন্ত ১৮৮০ সনের ৭ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

[কয়েক ধারা রহিত করিবার কথা]।

২৯ ধারা। E চিহ্নিত তফসীলে যে যে আইন লিখিত হইয়াছে ও তাহাতে যে আইনের যে যে অংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সেই তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মতে রহিত করা যাইবে ইতি।

[এই আইনের অর্থের কথা।

৩০ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ১৮৬২ সালের ৩ আইন দ্বারা ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইন যদ্রূপ মতান্তরিত হইয়াছে মতান্তরিত সেই ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের সঙ্গে এই আইন পঠিত হইয়া তাহার অংশ জ্ঞান হইবে।

১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ ধারা লিখিত

A চিহ্নিত তফসীল।

বাকী রাজস্বের কি দাওয়ার যে সার্টিফিকট কালেক্টরী কাছারীতে অর্পণ হইয়াছে তাহা।

খাতকের নাম।	বাসস্থানাদি।	দাওয়ার ভাব।	যত টাকার নম্বর।	সার্টিফিকটের নম্বর

উক্ত শ্রী অমুকের স্থানে গবর্ণমেণ্টের উক্ত এত টাকা পাওনা আছে ইহা নিশ্চয় জানাইলাম।

সাল তাং

অমুক
জিলার কালেক্টর

---

১৯ ধারার উল্লিখিত B চিহ্নিত তফসীল।

দাওয়ার নোটিস।

অমুক জিলার শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব সমীপেষু

খাতকের নাম।	খাতকের বাসাদি।	যে প্রকারের দাওয়া।	যত টাকার দাওয়া।

অমুক হেতুতে উক্ত অমুকের স্থানে এত টাকা পাওনা আছে। ইহা নিশ্চয়ই জ্ঞাত করিলাম সাল তাং

অমুক স্থানের
শ্রীঅমুক।

২১ ধারার উল্লিখিত C চিহ্নিত তফসীল।

অমুক স্থানবাসী শ্রী অমুক সমীপেষু।

(বাকী রাজস্বের কিম্বা বিষয়বিশেষে প্রাপ্য টাকার কারণে) আপনকার স্থানে এত পাওনা হইলে আমি অদ্য বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১৫, কি বিষয়বিশেষে ১৬ কি ১৮ কি ১৯ ধারা মতে আপন কাছারীতে অমুক নম্বরের অমুক সার্টিফিকেট অর্পণ করিয়াছি এবং আইন মতে অযোগে সেই টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইব, আপনার জানিবার নিমিত্ত লিখিয়া দিলাম।

জিলার কালেক্টর

সাল তাং

---

২২ ধারার উল্লিখিত D চিহ্নিত তফসীল।

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে অমুক স্থানবাসী শ্রী অমুকের প্রার্থনা পত্র মিদং।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের ৭ আইনানুসারে এত টাকার জন্যে অমুক নম্বরের সার্টিফিকট অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনকার কাছারীতে অর্পণ করা গিয়াছে।

উক্ত সার্টিফিকট দ্বারা আমি উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি।

নিম্নলিখিত কতিপয় হেতুতে আমি সেই সার্টিফিকট অশুদ্ধ জ্ঞান করি বিশেষতঃ।

আমার বিশ্বাসানুসারে উক্ত সকল হেতু বৃত্তান্তপক্ষে সত্য।

অতএব সেই সার্টিফিকট ব্যর্থ (কি মতান্তর কি পরিবর্ত্ত) করা যায় এই নিবেদন।

২৯ ধারার উল্লিখিত E চিহ্নিত তফসীল।

আইনের তারিখ ও নম্বর।	রহিত হওয়া আইনের নাম।	যে পর্য্যন্ত রহিত হইল।
১৭৮৩ সা ১৪ আ ...	জমীদারদিগের ও মফঃসলী তালুকদারদিগের ভূমির উপর এবং অন্য ভূম্যধিকারিদের ভূমির উপর ও যে ইজারদারেরা নিজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে ইজারা পাইয়া ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের ইজারার উপর যে সরকারী রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাঁহাদের স্থানে সেই রাজস্বের বাকী আদায় করিবার বিধান করণার্থ আইনের ...	৩৪ ধারা।
১৭৯৪ সা. ৩আ. .	কোন২ বিশেষ ভূম্যধিকারি ছাড়া অন্য ভূম্যধিকারিদিগকে মালগুজারীর বাকীর কারণ কয়েদ না করণের ও সেই বাকী যে প্রকারে কালেক্টর সাহেবেরা ও তহসীলদারেরা তলব করিবেন তাহার বিবরণের এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তরফ এদেশীয় আমলারা সরকারের মালগুজারীর টাকা যাহা তসরূপ করে ও যেং কাগজপত্র তাহাদিগের স্থানে রহে তাহা বুঝিয়া লওনের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবদিগের শক্তি অর্পণের এবং সরকারী মালগুজারীর এবং মালগুজারদিগের মালের মোতালক আপোসী আপত্তির নিষ্পত্তি শীঘ্র হওনের বিষয়ে আইন .	১৩ ধারা।
১৭৯৯ সা ৭ আ ...	সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে স্বস্ব ব্যাপ্য প্রজাদির স্থানে রাজস্ব গ্রহণার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা অর্পণের এবং তাহাদিগের অধিকার ভূমির মোকররী মালগুজারী দিতে অবিশিষ্ট হেতুকে বিলম্ব না দর্শিতে পারিবার আর যে অধিকারের মালগুজারীর যত বাকী পড়ে তাহা সাল আখেরীতে সে অধিকার নীলামের মুখে অনায়াসে উন্মূল হইবার আইনের ...	২৩ ধারার ২ ও ৮ প্রকরণ এবং ৫ প্রকরণের যে অংশে বাকীর অবশিষ্ট টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা আছে সেই অংশ ও ২৫ ধারা।
১৮২৯ সা. ১১ আ. ..	বঙ্গ প্রভৃতি দেশে রাজস্বের বাকীর জন্যে ভূমি বিক্রয়ের আইন অপেক্ষাকৃত উত্তম করণার্থ আইনের ...	২৫ ধারা।

পত্তনী তালুক সংক্রান্ত আইন।

চুম্বক।

ইং ১৮১২ সালের পূর্ব্বে জমিদারগণ আপনাদিগের জমীর অপর কোন ব্যক্তিকে ১০ দশ বৎসরের অধিক মিয়াদে পাট্টা করিয়া দিতে পারিত না। পরে উক্ত সনে ৫ আইন দ্বারা এই নিয়ম রহিত হইল। এবং জমীদারগণ ইচ্ছামত মিয়াদে আপনাদিগের জমী অপরকে পাট্টা করিয়া দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। পরে এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়াতে সেই সনের ১৮ আইনে আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইল যে ভূম্যধিকারীরা আপনাদিগের সেচ্ছামত খাজানা ধার্য্য করিতে ও মোকররী পাট্টা দ্বারা আপনাদিগের অধীনে চিরস্থায়ী জোত বা তালুকের সৃষ্টি করিতে পারিবে। এই সকল আইন দ্বারা পত্তনী তালুক সকল যাহা পূর্ব্ব হইতেই সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আইন সিদ্ধ হইল, ও এই প্রকার তালুকের সৃষ্টি বঙ্গদেশে অতি বিস্তারিতরূপে হইতে লাগিল। এই পদ্ধতিক্রমে জমিদার আপন জমিদারিটি চিরকালের জন্য অপর এক ব্যক্তিকে একটী নির্দ্ধারিত খাজানায় পাট্টা করিয়া দেয়, এবং সেই ব্যক্তি জমিদারের স্থলাভিষিক্ত হইয়া তাহার সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, ও জমিদারের ন্যায় প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিয়া জমীদারের প্রাপ্য টাকা দিয়া বক্রী যাহা থাকে তাহা তাহার নিজ লভ্য হয়। আর পত্তনীদার ইচ্ছা করিলে এই প্রকার নিয়মে অপর ব্যক্তিকে দরপত্তনী দিতে পারে, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি আবার সে পত্তনীর সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপে জমিদার ও প্রজা ইহাদের মধ্যবর্ত্তী অনেক গুলি স্বত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

পত্তনীদার আপন পত্তনী তালুক জমিদারের বিনা অনুমতিতে দান বিক্রয় অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারে ও তাহা তাহার দেনার জন্যও বিক্রয় হইতে পারে, আর সে ব্যক্তি সেই তালুক অপরকে পাট্টা করিয়া দিতে পারে। আর যদি এই প্রকার তালুকের খাজানা বাকী পড়ে, তবে তালুকদারের স্বত্ব ধ্বংস না হইয়া তালুক নীলামে বিক্রয় হইবে ও সেই বিক্রয়ে যে টাকা পণস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা হইতে বাকী খাজানা পরিশোধ হইয়া যাহা উদ্বর্ত্ত হইবে, তাহা পত্তনীদার প্রাপ্ত হইবে।

পত্তনীদার আপন পত্তনী তালুক যদি অপরকে হস্তান্তর করে, তবে জমিদার তৎপ্রতি কোন আপত্তি করিতে পারিবে না; কিন্তু নূতন পত্তনীদার জমিদারী

সেরেস্তায় স্বীয় নাম খারিজ দাখিল করিতে বাধ্য হইবে, এবং তজ্জন্য জমীদারকে বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা ২ টাকা করিয়া সেলামি দিতে হইবে। কিন্তু কোন স্থলে সেলামি ১০০ টাকার বেশী হইবে না। আর জমিদার বার্ষিক খাজানার অর্দ্ধাংশের অনুযায়ী জামিনী তলব করিতে পারিবেন। নূতন পত্তনীদার যদি উপরের নিয়মমতে কার্য্য না করে, তবে জমিদার তাহাকে দখল না দিয়া মহালে ক্রোক সাজওয়ান নিযুক্ত করিবেন।

জমিদারগণ অর্থাৎ যাহাদের সহিত সরকার বাহাদুর বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহারা আপনাদিগের অধীনস্থ তালুকের খাজানা বাকী পড়িলে, সেই বাকীর কারণ সেই তালুক নীলাম করাইবার জন্য দরখাস্ত করিবে। পূর্ব্বে এই দরখাস্ত জেলার দেওয়ানী আদালতে করিতে হইত, ও দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নীলাম হইত, কিন্তু ১৮৬১ সালের ১১ আইন দ্বারা এই নিয়ম অন্যথা হইয়াছে। এক্ষণে কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। পত্তনী তালুকের বাকী খাজানার জন্য বৎসরে দুইবার নীলাম হইবে। প্রথম নীলামের জন্য দরখাস্ত ১লা বৈশাখে করিতে হইবে, সেই দরখাস্ত মতে কালেক্টর সাহেব এই মর্ম্মের এক ইস্তাহার দিবেন যে, ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে যদি তালুকের বাকী খাজনা দেওয়া না হয়, তবে সেই তারিখের মধ্যে তালুক নীলাম হইবে। দ্বিতীয় নীলামের দরখাস্ত ১লা কার্ত্তিক করিতে হইবে, এবং তাহাতে ১লা অগ্রহায়ণের মধ্যে যদি বাকী খাজানা আদায় না করা হয়, তবে সেই তারিখে তালুক নীলাম হইবে। নীলাম করাইবার জন্য যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তজ্জন্য জমিদার স্বয়ং দায়ী হইবে। এবং নীলাম অনিয়মিত হইলে যে ব্যক্তি তৎপ্রযুক্ত ক্ষতি গ্রস্ত হইবে, সে সেই নীলাম রহিত করণার্থ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবে। কেবল জমিদারগণ ও অন্যান্য ভূম্যধিকারী যাহাদের সহিত সরকার বাহাদুর বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহারাই আপন অধীনস্থ পত্তনীদারের খাজানা বাকীর জন্য ১৮১৯ সালের ৮ আইনমতে পত্তনী তালুক নীলাম করাইতে পারিবে। পত্তনীদারগণ তাহাদের অধীনস্থ দরপত্তনীর খাজানা আদায় সেরূপে করিতে পারে না, তাহারা ১৮১৯ সালের ১০ আইনমতে বাকী খাজনার কারণ নালিশ করিতে বাধ্য হইবে, ও সেই নালিশে ডিক্রী প্রাপ্ত হইলে সেই ডিক্রী জারী করিয়া দশ আইনের ১০৫ ধারা ও ১৮৬৫ সালের ৮ আইনমতে বাকী পড়া তালুক নীলাম করিতে হইবে। বাকী খাজানার জন্য পত্তনী তালুক নীলাম হইলে বাকীদারের কি তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির কৃত যে সকল দায় বা স্বত্ব সেই তালুকে বর্ত্তিয়া থাকে, তাহা রহিত ও বাতিল হইবে।

কোন পত্তনী তালুক নীলাম হইবার ইস্তাহার হইলে নিরূপিত কালের মধ্যে কোন দরপত্তনীদার বাকী টাকা আদায় করিয়া তালুক রক্ষা করিতে পারিবে, আর সেই টাকা যদি দরপত্তনিদারের দেয় খাজানা হয়, তবে তাহা খাজানা বলিয়া উশুল পড়িবে। কিন্তু যদি দরপত্তনিদারের নিকট খাজানার দরুণ কোন টাকা পাওনা না থাকে, আর সে কেবল তালুক রক্ষার্থে পত্তনীদারের দেয় খাজানা আমানত করে, তবে সেই আমানতী টাকার জন্য সেই পত্তনী আবদ্ধ থাকিবে। আর দরপত্তনীদার দরখাস্ত করিয়া পত্তনী দখল করিয়া লইতে পারিবে; ও যত দিন না পত্তনীদারের লভ্যের অংশ হইতে কি অন্যমতে সেই টাকা পরিশোধ হয়, তত দিন পত্তনীদার তালুক দখল পাইবে না।

পত্তনী তালুক নীলাম হইলে পর বাকী খাজানা পরিশোধ হইয়া যে পাঁফাজিলের টাকা বাকী থাকে, তাহা দরপত্তনীদার কি অপর কোন অধীনস্থ তালুকদার তালুক নীলামহেতু ক্ষতিপূরণার্থে ক্রোক করিতে পারে। এই হেতু কালেক্টর সাহেব একমাসের মধ্যে সেই টাকা কাহাকে দিবেন না, এক মাসের মধ্যে যদি কোন দাওয়া কেহ না করে, তবে বাকীদারকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

১৮১৯ সালের ৮ আইন।

১ ধারা। যে যে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের জমার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, দশসালা বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে সেই সেই জমিদারের ক্ষমতা আছে যে যে আপন জমিদারীর বিলি বন্দোবস্তের নিমিত্ত আপন হিতবোধানুসারে আপনার অধিকারের মহালাৎ মফঃসলী তালুক ওইজারাআদিরূপে দিতে পারে। কিন্তু এক্ষমতা ইচ্ছানুরূপ নহে, বরং ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনে এই নিয়ম লেখা আছে যে, দশসালের অধিক কালের নিমিত্তে জমা মোকরর না করে, ও ঐ ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনে আর এই হুকুম আছে যে, জমিদার আপন জমিদারির বন্দোবস্তের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির সহিত যে কোন করারদাদ করিয়া থাকে, সরকারের বাকীর নিমিত্ত জমিদারী নীলাম হইলে নীলামের তারিখ হইতে সে করারদাদ বাতিল হইবে, কিন্তু ঐ আইনের ২ ধারার লিখিত যে নিয়মে দশসালের অধিককালের নিমিত্ত মোকররী জমাতে তালুক ইত্যাদি দিতে বারণ আছে, তাহা ইংরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারানুসারে রদ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বকালের নিমিত্ত সিদ্ধ হওনেরকথা স্পষ্ট তাহাতে লেখা নাই, ও ঐ সালের ১৮ আইনে ইহা স্পষ্ট লেখা আছে যে, জমিদারের আপন ইচ্ছাক্রমে ইস্তমরারী জমাতে মফঃসলী তালুক ওয়ার-

দেহ দিতে পারে। কিন্তু সরকারের বাকীর নিমিত্ত নীলাম হওনের সময়ে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ও আর আর আইনের লিখিত অন্য হুকুম মতে তাহা অসিদ্ধ হইবে, ও এহুকুম এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বমত জারী আছে, ও ইহাতে বুঝা গেল যে, জমিদারের ইস্তমরারী জমাতে তালুক ইত্যাদী দিতে ঐ আইনমতে ক্ষমতা আছে; ও তাহার পূর্ব্বে দশ সালের অধিক কালের নিমিত্ত মোকররী জমায় তালুক দিতে নিষেধ ছিল, কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও বাঙ্গলার অনেক২ জমিদার এপ্রকার তালুক দিয়া ছিল ও নিষেধ করণের তাৎপর্য্য এই ছিল, যে, সরকারের মালগুজারীতে বিঘ্ন না হয়; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা কোন হানি বোধ হইল না, ইহাতে সরকার তাহা জারী করাতে ক্ষান্ত হইলেন। অতএব ১৮১২ সালে তাহা রদ হইল, কিন্তু তাহা জারী করনে ক্ষান্ত হওন ও রদ করণ মতে ও ১৮১২ সালের ঐ দুই আইনের মধ্যে কোন আইনে ইহার বেওরা স্পষ্ট কিছু লেখা নাই যে, তখনকার রেওয়াজমত হওয়া যে সকল অধিকারের করারদাদের নির্দ্ধার্য্য ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার অন্যমতে এতাবতা ইস্তমরারী ইত্যাদি জমাকে হইয়াছে, সে সকল অধিকার সিদ্ধ বোধ হইবে কি না, ও সেই করারদাদের দস্তাবেজ আদালতে উপস্থিত হইলে ঐ আইনমত তাহা বাতিল কি মাতবর দলীল হইবে, এক্ষণে এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ যে সকল মফঃসলী তালুক ও ইজারা ও গয়রহের জমা ইস্তমরারীরূপে কি দশ সালের অধিক কালের নিমিত্ত জমিদারের তরফ হইতে ১৮১২ সালের পূর্ব্বে এতাবতা তাহা দেওনের নিষেধ ও বাতিল হওনের হুকুম বহাল থাকনের সময়ে মোকরর হইয়াছে, সে সকল তালুক ও ইজারা ও গয়রহ সিদ্ধ ও মঞ্জুর হওনের বেওরা লেখা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় এই যে দশসালা বন্দোবস্তের তাহুতদারেরা আপনাদিগের ইজারা ইত্যাদি দিতে ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া নূতন করারদাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ও প্রথমতঃ তাহা বর্দ্ধমানের রাজার জমিদারীতে প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে অন্য স্থানেও হইতেছে, ও এ অধিকারের প্রকার এই, জমিদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তমরারী জমাতে তালুক দেয় ও তাহার মুনাফা যে ব্যক্তি তাহা লয়, তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারী দিগের পাওনা সর্ব্বকালের নিমিত্ত করিয়া দেয়, ও তালুকদারের স্থানে মালজামিন ও ফেয়ালজামিন লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখে, কেন না যদি তালুকদারকে জামিন দেওন হইতে মাপ করে, তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায়, সে এড়াইতে পারে না, বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এক্ষণকার রেওয়াজ অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল ও তাহার দস্তাবেজে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে যে, বাকী পড়িলে সে নিমিত্ত জমিদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবে ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সংখ্যা যত তত না হয়, তবে যাহা বাকী থাকে, তাহা

তালুকদারের শিরে থাকিবে যে যে নিমিত্ত তাহার মালআমওয়াল বিক্রয় হইতে পারে, ও ঐ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তনী তালুক বলে। ও তাহা লওনিয়া অনেকানেক লোক ঐ সকল নিয়ম ও নির্ব্বন্ধে তাহা অন্যং লোককে দেয়, ও তাহারা দরপত্তনীদার কহলা। দরপত্তনীদার অন্যেরে দেয়, ও ক্রমে এই মত। ও ইহাদিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক মজমুনে হয়, ও এই সকল তালুকের দস্তাবেজ যেখানে লিখে জমিদার বিক্রয় করাইতে পারিবে, বোধ হয় না যে ঐ বিক্রয়ে জমিদারের হক বিক্রয় হয়, কি তাহার তালুকদারের হক্ এতাবতা তালুক ইহাদিগের মধ্যে কাহার হক্ বলা যায়, যে বাকী হইতে অধিক মূল্য পাওয়া যাওন মতে বাকীর উপর বেশী যে টাকা থাকে, তাহা কে পাইতে পারে ইহা জানা যায়। ও ইহাও বুঝা যায় না যে বিক্রয়ের ভাবার্থ নীলাম কি বিক্রয়ের অপর কোন প্রকার ও সরকারের আইনে ও দেশব্যবহারে এমত কোন দাঁড়া ও দস্তুর পাওয়া যায়না যে, তাহাতে দৃষ্টি করিয়া দস্তাবেজ স্পষ্ট লেখা না থাকন হেতু হওয়া দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে এক স্থির মতাবলম্বন করা যায়, এই নিমিত্ত ও বাঙ্গালায় ঐ তালুক হওনের রেওয়াজ অতিশয় হইয়াছে; এমত কোন দাঁড়া পাওয়া যায়না যে আদালতে তদনুরূপ কার্য্য করা যায়। এজন্যে অনেক হানি হইয়াছে একারণ সরকারের আবশ্যক হইল যে,এবিষয়ে এমত বিশেষ আইন নির্দ্দিষ্ট করা যে, তদ্দ্বারা পত্তনিদার পত্তনির করারদাদমতে কোন কোন হকের মালিক হইতে পারে তাহা জানা যায়, এবং তাহাতে ইহা বেওরা করিয়া লেখা যায় যে, পত্তনিদারের অন্যকে দস্তুরমত দরপত্তনী দেওন সিদ্ধ হইবে কি না, এবং দরপত্তনীদার ও তাহার সেটার এলাকাদার জমিদারের সহিত পত্তনীদারের করা সাজস হইতে রক্ষা পাইতে পারিবার ও জমিদারের বাকীর নিমিত্ত নীলাম হওনে জমিদারের স্বত্বলোপ ও হানি না হইতে পারিবার নিমিত্ত কোন উপায় স্থির করা যায়, এবং নীলামের নকশা মোকরর ও তাহা হওনের যে নিয়ম তাহার বিবরণ করাও আবশ্যক বোধ হইল। ও যেহেতু সরকারে মালগুজারী মাহওয়ারী এক নিস্থির বাকীর নিমিত্ত জমীদারদিগের জমিদারী নীলাম হওনের যোগ্য হয়, অতএব যদি জমিদার আপন এলাকার অর্থাৎ অধিকারের করারদাদে আপন বাকীর নিমিত্ত নীলাম হওনের নিয়ম করিয়া থাকে তবে, তাহাকে বৎসরের মধ্যে নীলাম করাইবার ক্ষমতা দেওয়া ও এক্ষণকার দস্তুরমত আখেরী সালে হওনে নির্ভর না থাকা অন্যায় বোধ হইল না। ও ইহা সেই জমিদারের নিমিত্ত যে আপন এলাকার করারদাদে নীলাম হওনের নিয়ম করিয়া থাকে যদ্যপিও সাবেক আইন মতে সাল আখেরীতে বাকীর জন্যে নীলামের নিয়ম করিয়া থাকে, এবং তহনীলের বাবৎ এক্ষণকার আইনে কোন কোন নিয়ম লোকদিগেরচাতুরী ও প্রবঞ্চনা প্রযুক্ত কার্য্যোপযুক্ত

নহে, অতএব চাতুরী না হইতে পাইবার ও সেই সেই নিয়মে বাঞ্ছিত ফলোদয় হইবার নিমিত্ত তাহার তাৎপর্য্য বয়ান ও তাহার কোন কোন নিয়ম শুধারা আবশ্যক বোধ হইল, অতএব এই সকল বিষয় দৃষ্টে নীচের লিখিত নিয়ম শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে তাহা জারী হওনের তারিখ হইতে মেদিনীপুরের সহিত বাঙ্গালার জিলায় জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা। হুকুম হইল যে, যে কোন করারদাদ পাট্টা ও কবুলিয়তের অনুসারে অথবা অন্য নিদর্শনপত্রানুসারে দশ সালের অধিক নিরূপিত মিয়াদে কি সর্ব্বকালের নিমিত্ত জমার ধার্য্য হইয়া সরকারের তাঁহুতদার জমিদার কি অন্য যে ব্যক্তি এমত করারদাদ করিবার ক্ষমতা রাখে, তাহার তরফ হইতে হইয়া এপর্য্যন্ত বহাল থাকে তাহা তাহার নিয়মমত সিদ্ধ হইবে। ও তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারামতে দশ সালের অধিক মিয়াদে তালুকের জমা মোকরর করিয়া দিতে নিষেধ ও এমত করারদাদ বাতিল হইবার হুকুম ছিল, সে সময়ে হইয়া থাকিলে নিদর্শনপত্রে সে সময়ের আইনের নিয়মের অন্যমতে অধিক মিয়াদের কি সর্ব্বকালের নিয়ম লেখা থাকিলেও বহাল রাখা যাইবে। জানা কর্ত্তব্য যে, ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারার হুকুম এই মজমুনে যে, জমিদার আপন জমিদারীর মহালাৎ যে কোন করারদাদে দিয়া থাকে, সরকারের বাকীর নিমিত্ত নীলাম হইলে তাহা নীলামের তারিখ হইতে বাতিল হইবে। এখন পর্য্যন্ত বহাল আছে এই ধারা তাহা প্রতিবন্ধক হইবে না, বরং যে যে এলাকা অর্থাৎ অধিকার ঐ ৪৪ আইনের কি অন্য অন্য আইনের হুকুমের বহির্ভূত নহে, তাহার বিষয়ে জমিদারের করারদাদ সরকারী নীলামের তারিখ হইতে বাতিল হইবে ইতি।

৩ ধারা। ১ প্রকরণ। পত্তনী তালুক নামে যে সকল অধিকারের বয়ান এই আইনের হেতুবাদে লেখা গেল, তাহা তাহার নিদর্শন পত্রের নিয়ম মত সর্ব্বকালে সঙ্গত ও সিদ্ধ জানা যাইবে। ও তাহার নিদর্শন পত্রের লিখিত নিয়মের মধ্যে তাহা উত্তরাধিকারীতে পঁহুছনের নিয়মও সিদ্ধ হইবে, ও ইহাব্যতিরিক্ত হুকুম হইল যে ঐ সকল তালুক তালুকদারের ইচ্ছামতে বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তর হইতে পারিবে, ও দেনার নিমিত্ত আর আর বস্তুর মত বিক্রয়ের যোগ্য হইবে, ও আদালতের ক্রোক ও জব্দের হুকুম যেমত অন্য অন্য স্থাবর বস্তুতে জারী হয় সেই মত ইহাতেও জারী হইবে ইতি।

২ প্রকরণ। পত্তনীদারেরা আপনাদিগের পত্তনী তালুক আপন আপন

হিতবোধক্রমে দরপত্তনী ও ইজারা ইত্যাদিরূপে অন্যকে দিতে পারিবে। ও অন্য অন্য করারদারের ন্যায় তাহাদিগের করা ঐ ঐ করারদাদমত তাহা করনিয়া উভয় পক্ষের ও তাহাদিগের ওয়ারিসানের ও স্বরূপ ব্যক্তিদিগের কার্য্য করিতে হইবে, কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে, তাহাদিগের কোন কৌলকরারে বাকীর নিমিত্ত জমিদারের নীলাম করাইতে পারিবার আটক হইবে না ও ঐ নীলামে পত্তনী তালুক জমিদারের স্থান হইতে যেমত কাহার দখল বিনা পত্তনীদার পাইয়া ছিল, সেই মত নীলামের খরিদারকে পঁহুছিবে; ও পত্তনীদারের তরফ হইতে ঐ তালুকের বিষয়ে যে যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা বাতিল হইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। এই ধারার প্রস্তাবিত এলাকাদারদিগের শিরে বাকী পড়াতে তাহাদিগের এলাকা ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণের হুকুম মতে ইজারা আদি বাতিল হওনের মত বাতিল হইবে না, বরং ঐ এলাকা পত্তনীদারের করারদাদের মধ্যে থাকিয়া জমিদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামে বিক্রয় হইবে, অতএব পণের মধ্যে যত টাকা বাকী হইতে বেশী হয়, তাহা পত্তনীদারের হক হইবে, ও তাহা পাইবার অধিকারী পত্তনীদার, বরং তাহা যে যে বিষয়ে বিলি হইবে তাহার নিরূপণের হুকুম ১৭ ধারায় লেখা যাইবে ইতি।

৪ ধারা। যদি পত্তনীদার হেতুবাদের লিখিত যে সকল নিয়মে আপনি পত্তনী লইয়াছে সেই সকল নিয়মে অন্যকে দরপত্তনী দেয়, তবে লওনীয়া এতাবতা দরপত্তনীদার উপরের ধারার হুকুমে জমিদারের সম্বন্ধে পত্তনীদারের তুল্য হইবে ও তৃতীয় পত্তনী ও চতুর্থ পত্তনী আদিও ঐ মত হইবে ইতি।

৫ ধারা। যেহেতু পত্তনী তালুকের মালিকদিগের উপরের লিখিত মত বিক্রয় ও দানাদি করিবার ক্ষমতা আছে, অতএব যদি ঐ তালুদার তালুক বিক্রয়াদি করে, তবে তাহাতে জমিদারের খারিজ দাখিল করণের প্রতিবন্ধকতা ও আটক করা কর্ত্তব্য নয়, বরং উচিত যে বিক্রয় করণিয়াকে ছাড়িয়া খরিদদারের স্থানে তাহত ও গয়রহ লয়, কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে, যে জমিদারের দাখিল ও খারিজের রসুম লইবার ক্ষমতা যেমত এক্ষণে আছে তাহা থাকিবে, কিন্তু রসুম এই হিসাবে নিরূপিত হইল যে, পত্তনীর অধিকারের সালিয়ানা জমার হিসাবে শতকরা ২৲ টাকা করিয়া রসুম একশত পর্য্যন্ত লইতে পারিবে, ও কোন প্রকারে এক শত টাকা হইতে অধিক লইতে পারিবে না; ও অর্দ্ধেক জমা পর্য্যন্তের মাতবর মালজামিন লইতে পারিবে, কেননা পত্তনী তালুক যে পায়, জমিদার আপন খাতিরজমার নিমিত্ত চাহিলে, তাহা কি তাহার জামিনের মাতবরী আবশ্যকতা আছে ও জানা কর্ত্তব্য যে, আদালতের ডিক্রী জারীর নিমিত্ত

নীলাম হওন মতে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করা দান বিক্রয়ের প্রকরণের উক্ত মত এই ধারার লিখিত রসুম ও মালজামিন লইবার ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু জমিদারের কি বাকীদারের প্রধান পত্তনীদারের আপন আপন বাকীর নিমিত্তে করাণ নীলামের প্রকরণে ঐ নীলামের খরিদারের নাম দাখিল খারিজের রসুম বিনা রেজেষ্টরীতে দাখিল হইবে ও জমিদার রসুম তলব না করিয়া দখল দিবে, কিন্তু মালজামিন লইতে পারিবে ইতি।

৬ ধারা। জমিদারের ক্ষমতা আছে যে, উপরের মোকরর করা রসুম দাখিল না হইলে কি মাতবর মালজামিন না দিলে খারিজ দাখিল করিতে না দেয়, কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে, যদি খরীদার কি অন্য যে ব্যক্তি পায় সে জামিনী উপস্থিত করে ও জমিদার তাহা মঞ্জুর না করে ও খরীদার ইত্যাদি তাহাতে নারাজ হয়, তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে মোৎফরকারূপে দরখাস্ত দিতে পারিবে, যদি আদালতের তজবীজে জমিনী মাতবর ঠাহরে, তবে জমিদারের উপর হুকুম হইবে যে, যে মঞ্জুর দ্বারা বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে দাখিল খারিজ করে, জানা কর্ত্তব্য যে ৫ ধারার ও এই ধারার লিখিত নিয়ম কেবল পত্তনীর সম্যক অধিকার দান বিক্রয়াদিক্রমে হস্তান্তর হওনের সহিত সম্পর্ক রাখে। নিরূপিত জমাতে তাহার কংক বিক্রয় ও দানের সহিত সম্পর্ক রাখিবে না, কেননা জমিদারের জমার তফরিক ও তকসীম জমিদারের বিনানুমতিতে হইতে পারে না ইতি।

৭ ধারা। ডিক্রী জারী বাবতে পত্তনী তালুকের নীলামের খরীদার যদি নীলামে খরীদকারণের তারিখ হইতে একমাস পর্য্যন্ত এই আইনের ৫ ধারার হুকুম-মতে তাহার খরিদা তালুকের দাখিল খারিজকরণের নিমিত্ত জমিদারের কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিকে তাহার জমা দিতে হয় তাহার কাছারীতে না যায়, তবে এক মাসের পরে জমিদার ইত্যাদিরা যাবৎ দাখিল ও খারিজের নিয়ম মতাচরণ না করে, তাবৎ অধিকার ক্রোকে ও দখলে রাখনের কারণ আপন ক্ষমতাক্রমে সরে-জমীনে সাজওয়াল পাঠাইতে পারিবে, এবং যদি জমিদার আপন বাকীর নিমিত্ত এই আইনের নিয়ম মতে পত্তনীর অধিকার নীলাম হইলে জামিনী তলব করে ও যদি নীলামের খরীদদার খরীদের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাহা না দেন, তবে জমিদারের ঐ মত ক্ষমতা আছে যে তাহার খরিদা অধিকার যাবৎ মালজামিন না দেন, তাবৎ ক্রোকে ও দখলে রাখনের কারণ সাজওয়াল পাঠায় ও ক্রোকের কালের উৎপন্ন যত টাকা এই ধারানুসারে পাওয়া যায়, তাহা হইতে খরচ খরচা সামেত জমা মিনাহ দিয়া যত কাটা বেশী থাকে, তাহা খরিদারের নিমিত্ত আমানৎ থাকিবে। ও যদি ক্রোকী আমলের উৎপন্ন টাকা জমা হইতে

কম হয় তবে বাকীর জওয়াব খরীদারের দিতে হইবে ও তাহার এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলাম ইত্যাদি হওনের যোগ্য হইবে, যেমত তাহার দখলে থাকিলে হইত ও এপ্রকারে জমিদার কি অন্য যে ব্যক্তি ক্রোক করিয়া থাকে তাহাই প্রথমতঃ প্রমাণ বোধ করা যাইবে, তহাতে উপারের প্রকরণে সবাসরীতে এই প্রমাণই বিস্তর ইতি।

৮ ধারা *। ১ প্রকরণ। সরকারের তাহুতদার জমিদারদিগের ক্ষমতা আছে যে যে অধিকারের কোলকবালের দস্তাবেজে জমিদারের নীলাম করাইবার ক্ষমতা থাকিবার কথা লেখা থাকে তাহাতে যদি বাকী পড়ে তবে বৎসরের মধ্যে দুইবার নীচের বেওরা করিয়া লেখা তারিখের পশ্চাৎ যে যে নিয়মের কথা লেখা যাইতেছে তদনুসারে নীলামে নিমিত্ত দরখাস্ত করে, ও ঐ ক্ষমতা যে সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারের কবালাতে সনদের নিয়ম ও নিরূপিত বিনা নীলামের ক্ষমতার কথা লেখা থাকে কেবল সেই সকল অধিকারের নিমিত্ত নহে, বরং যে সকল অধিকারের দস্তাবেজে পাট্টেক আইনের মতে সনের আরোপিত হওনের নিয়ম থাকে তাহার নিমিত্তে থাকিবে ইতি।

২ প্রকরণ †। বৈশাখ মাসের ১ লা তারিখে এতাবতা যে সালের বাকীর তলব থাকে তাহা তমাম হওনের পর হাল সালের প্রথম দিবসে জমিদার তালুকদারদিগের কি অন্য যাহাদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের দস্তাবেজে উপর প্রকরণের উক্ত প্রকারের হয়, তাহাদিগের নামে গুদস্তা সনের বাকী তপসীল সম্বলিত এক আরজী জিলার দেওয়ানী আদালতে ও এক আরজী জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট দাখিল করিবে ও ঐ কৈফিয়তের আরজী ঐ ঐ কাছারীতে যেখানে সকলে দেখিতে পায়, সেই স্থানে এই মজমুনের ইস্তাহার সহিত লটকান যায়। যদি সনের আগামী মাস অর্থাৎ জৈষ্ঠের ১ লা তারিখের পূর্ব্বে আদায় না হয়, তবে ঐ তারিখে কৈফিয়তের লিখিত এলাকা ঐ তারিখ পর্য্যন্ত বাকী দাখিল না করণ মতে নীলাম হইবে, কিন্তু যদি ১লা জৈষ্ঠ রবিবার কি পাল পর্ব্বের দিন হয়, তবে তাহার পর যে দিন পর্ব্বের ও রবিবার না হয়, সেই দিন নীলামের নিমিত্ত মোকরর হইবে, ও ঐ মজমুনের দোসরা ইস্তাহার জমিদারী কাছারীতে লটকান যাইবে ও তাহার নকল কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন লাট লাটের কথা লেখা খোলসা মফঃসলে পাঠান যাইবে। যে বাকীদারদিগের কাছারীতে কি তাহাদিগের এলাকার প্রধান কসবা কি মৌজাতে দেওয়া যায়, ও যদি এই সকল নির্ঘন্টের কোন নিয়ম ছাড়া যায়, তবে তাহার জওয়াব জমিদারের দিতে

* ১৮২৪ সালের ১ আইন দেখ।　　† ১৮৫০ সালের ১১ আইন দেখ।

হইবে। ও মফঃসলে পাঠাইবার ইস্তাহার একজন পেয়াদার মারফতে পাঠান যাইবে, ও ঐ পেয়াদার আবশ্যক যে বাকীদারের কি তাহার নায়েবের স্থানে দিয়া তাহার রসীদ লয় ও তাহা যদি না হইতে পারে তবে তাহার আশপাশের তিন জন মাতবর সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে ঐ ইস্তাহার পঁহুছিবার ও জারী হইবার মজমুনে এক লিখন লেখাইয়া লয়, যদি রসীদ কি ঐ লিখন দ্বারা এমত জানা যায় যে, ১৫ই বৈশাখের পূর্ব্বে মফঃসলে পঁহুছিয়াছিল, তবে ঐ দিন নিরূপণ করা দিনে নীলাম করণার্থ মতবর দলীল হইবে, ও যদি আশপাশের নিবাসি লোকেরা তাহা লিখিয়া দিতে ওজর করে, তবে পেয়াদার আবশ্যক যে, নিকটে মুনসেফের কাছারীতে কি মুন্সেফ না থাকিলে থানাদারের কাছারীতে গিয়া ইস্তাহার লইয়া যাওনের ও জারী করণের অর্থে তাহার নিকট হলফ করিয়া এ বিষয়ের সার্টিফিকট তাহারদিগের একের দস্তখৎ ও মোহর লেখাইয়া আনে ইতি।

৩ প্রকরণ। ঐ মত কার্ত্তিক মাসের ১ লা তারিখে জমিদারের কর্ত্তব্য যে, হাল সালের আখিরী আশ্বিন লাগাইতের বাকীর কৈফিয়ৎ সম্বলিত আরজী ঐ দুই কাছারীতে দাখিল করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের ১ লা তারিখে বাকীদারের এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলাম হওনের কথা সম্বলিত ইস্তাহার একথামুক্তে লটকাইয়া দেওয়ায় যে, ইস্তাহারের লিখিত বাকী তামাম আদায় না হইলে, কি ইস্তক বৈশাখ লাগায়ৎ আখিরী কার্ত্তিক মাফিক কিস্তিবন্দী জমিদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাহার চৌথাই বাকী থাকিলে ইস্তাহারের লিখিত তারিখে নীলাম করা যাইবে ইতি।

৯ ধারা ৬। এই আইনমতে দরখাস্ত করিলে পর যে এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলাম হইতে পারে, তাহা তাহার জিলার দেওয়ানী কাছারীতে দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্ট্রার সাহেবের হুজুরে নীলাম হইবে। ও রেজিষ্ট্রার সাহেব উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার স্থানে যিনি থাকেন তাঁহার হুজুরে, নতুবা জজ সাহেবের হুজুরে হইবে। ও নীলামী এলাকা অর্থাৎ অধিকার যে ব্যক্তি মূল্য বেশী কহে তাহাকে দেওয়া যাইবে ও বাকিদার সেওয়ায় জমিদার কি বাকিদারের পেটার এলাকাদার যে হউক, সে নীলামে লইতে পারিবে ও পণের টাকার মধ্যে শতকরা ১৫ পোনের টাকা নীলাম সারা হইবামাত্র নগদ দিতে হইবে, ও যে সাহেবের হুজুরে নীলাম হয় তাহার ক্ষমতা আছে যে, যাহার স্থানে ঐ আন্দাজ টাকা থাকনের কি দুই ঘড়ি পরে দিতে পারিবার প্রত্যয় না হয়, তাহার ডাক না মঞ্জুর করেন; ও শতকরা ১৫ পনের টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গালা বেঙ্কনোট কি কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি দুই ঘড়ির মধ্যে না দিলে ইস্তাহারী লাট পুনরায় ঐ মজলিসে নীলাম করা যাইবে

শতকরা ১৫ টাকা দিয়া ও যদি পণের বাকি টাকা নীলামের অষ্টম দিবসের দুই প্রহর পর্য্যন্ত না দেয়, তবে দুই প্রহরের পরে লোকদিগকে নবম দিবসে এতাবতা তাহার পর দিবস নীলামের নিমিত্ত জমা হইবার কারণ জানাইবার নিমিত্ত জিলার সদর সহরের সদর বাজারে ঢোল ফিরাইয়া ঢেঁড়রা দেওয়া যাইবে, তাহার পরে ঐ লাট নিরূপিত সময়ে বিক্রয় করা যাইবে ও যদিপ্রথম নীলাম হইতে কম মূল্যে বিক্রয় হয়, তবে দ্বিতীয় নীলাম হইতে প্রথম নীলামে যত টাকা বেশী হইয়া থাকে তাহা প্রথম নীলামে খরিদারের দেনা হইবে, ও তাহা ডিক্রী জারীমতে লওয়া যাইবে, ও তাহার দাখিল করা শতকরা ১৫ টাকা পণের টাকার মধ্যে ধরা গিয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে না ইতি।

১০ ধারা। নীলামের সময়ে লট্ কান ইস্তাহার খুলিয়া লইয়া কৈফয়তের লিখিত বিলিমতে লাট সকল নীলামে ধরা যাইবে, ও জমিদারের তরফ হইতে এক ব্যক্তি ইস্তাহারের লিখিত বাকিদার লোকের মহালাতের বাবৎ নীলামের তারিখ লাগাইতের উসুলের কৈফিয়ৎ শুদ্ধ ও মফঃসলে ইস্তাহার জারী হওনের দলীল পেয়াদার আনা রসীদ কি লিখন সমেত হাজির থাকিবে। ও যাবৎ বাকীর কৈফিয়ৎ দেখা না যায় ও সনের বাকী থাকন নিশ্চয় না হয়, এবং যাবৎ ঐ রসীদ কি লিখা পড়া না যায় তাবৎ কোন লাট নীলাম করা যাইবে না। ও উপরের লিখিত যে সকল নিয়মমত আচরণ করা গিয়া থাকে, তাহার কথা আলাহিদা রোবকারীতে লিখিয়া সিরিস্তায় রাখা যাইবে যদি এই আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত প্রকারের নীলাম হয়, তবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত বৈশাখাখাবধি তামাম কার্ত্তিক লাগায়ৎ ছয় মাসের কিস্তির টাকার চৌথাই বটে কি না ইহা বুঝা যাইবার নিমিত্ত বাকিদারের কিস্তিবন্দী ও দরপেশ করিতে হইবে, ও যে সকল দস্তাবেজ দরপেশ করণের হুকুম হইল। তাহা যথার্থ ও প্রকৃত প্রস্তাব হওনের জওয়াব জমিদারের দিতে হইবে। যে সাহেব নীলাম করেন তাঁহার সহিত কোন এলাকা নাই, কিন্তু তাহার মজলিস ভরাপুরা হওনার্থে মনোযোগ না করণের ও গরহাজির হওনের ও এই আইনের নিয়মের অন্যথা করণের জওয়াব দিতে হইবে ইতি

১১ ধারা। ১ প্রকরণ। এই আইনানুসারে জমিদারের বাকীর নিমিত্ত যে যে তালুক নীলাম হয়, সেই সেই তালুক তাহার বিষয় বাকীদারের কি তাহার উত্তরাধিকারীর কি অন্য স্বরূপ ব্যক্তির তরফ হইতে যে যে করারদাদ ও নিয়ম হইয়া থাকে, সে সমস্ত করারদাদ ও নিয়ম ছাড়াইয়া নীলামের খরীদদারকে পঁহুছিবে, কিন্তু যদি জমিদার ঐ বাকীদারকে যে সে করারদাদে কি বিশেষ কোন কৌলকরারের তালুক

দিতে ক্ষমতা দিয়া থাকে ও দস্তাবেজে তাহার কথা স্পষ্ট লেখা থাকে, তবে তাহা বহির্ভূত হইবে না। ও এ বিষয়ে বিশেষ ও স্পষ্ট হুকুম হইল যে, এলাকাদারের কর্য্য কোন বিক্রয় কি দানে কি দেওয়া বন্ধকে কিম্বা কটে বিক্রয় বন্নাতে অথবা অন্য আচরণে তাহার শিরে বাকী পড়িলে এলাকা জমিদার যেরূপে দিয়াছিল, সেইরূপে এতাবতা তাহাতে অন্য কোন জমার দখল থাকন ব্যতিরেকে নীলামের নিমিত্ত জমিদারের হাতে আসিবার আটক ও বাধা হইবে না, কিন্তু যদি নীলাম হইলে তাহা বহাল থাকিবার নিয়ম বন্দোবস্তদারের নিয়মের মধ্যে থাকে এবং নীলামের পরে তাহা বহাল থাকিবার স্পষ্ট অনুমতি জমিদারের স্থানে লইয়া থাকে তবে বহাল থাকিবে ইতি

২ প্রকরণ। এবং বাকীদার ইজারা ও গাঁতের যে সকল পাট্টানুসারে উপরি ব্যক্তিকে আপনার ও চাসী প্রজালোকদের মধ্যগত করিয়া থাকে, সে সমস্ত পাট্টা ও তাহা দিবার ক্ষমতা যাহাকে স্পষ্টরূপে দেওয়া গিয়া থাকনব্যতিরিক্ত নীলাম হওয়াতে বাতিল হইবে, কেননা মত এলাকাদারেরা বাকীদারের যে হক এতাবতা অধিকার তাহার কিছু ও কিঞ্চিদংশ পাইয়াছে ও তদ্ব্যতিরিক্ত জমী দখল করণের ও প্রজালোকের স্থানে তহসীল করণের অধিকারী নহে; ও ঐ অধিকার সম্যক জমার জন্য নীলাম হওয়াতে যায় অতএব ঐ এলাকাদারদের হক যাহা তাহারই হিস্যা সুতরাং যাইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। এই ধারানুসারে তালুকের খরিদার প্রভৃতি যাহারা প্রজালোক ও জমিদারের মধ্যগত তাহারা মৌরসী প্রজালোক কি বহুকালের কি পুরুষানুক্রমের নিবাসী অন্য চাসা লোককে তাহাদের জমী হইতে বেদখল করিতে পারিবে না। এবং বাকীদার কি তাহার স্বরূপ যে ব্যক্তি হয়, সে উপরোক্ত চাসী ও প্রজালোকের সহিত জমা নিশ্চয়ীর যে নিয়ম ও কৌলকবার বিনাচক্রান্ত ও চাতুরিতে করিয়া থাকে, তাহাও বাতিল করিতে পারিবেন না, কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতে নম্বরী নালিশে ইহা সাবুদ হয় যে, পাট্টা দিবার সময় পাট্টাতে লেখা থাকা জমা হইতে অধিক জমা চাসীর শিরে ওয়াজিবী দেনা ছিল, তবে পারিবে ইতি।

১২ ধারা। এই আইনের ১১ ধারাতে যে যথার্থ নীতি ও প্রকৃত দাঁড়া লেখা গেল, তাহা সর্ব্বকালে জমিদারের ওয়াজিবী জমার বাকীর নিমিত্ত হওয়া নীলামের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত তদনুসারে কার্য্য হওনের উপযুক্ত, অতএব ঐ ধারা সাবেক ও হালের নীলামের মোকদ্দমার সহিত ঐ দুই নীলাম যথার্থ ও সঙ্গত হইলে সম্পর্ক রাখিবে, ও সাবেক নীলাম সম্পন্ন হওনের ভাবার্থ এই যে,

রথার যে কালে হইয়া থাকে, তথাকার সেই কালের রীতিমত হইয়া থাকন। জানা কর্ত্তব্য যে, ঐ হুকুমে এক্তারকা নীলামের সময় নিয়ম ও করার ব্যর্থ হওনের হুকুমে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে হওয়া নীলামে খরীদারের বাকীদারের পেটার এলাকাদারদের সহিত করা কৌলকরারের হানি হইবে না। ও ঐ কৌলকরার স্পষ্ট শব্দে হইয়া থাকে, কি উভয়ের করা ব্যবহারে বোধ ও ব্যক্ত হয় দুই তুল্য, ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে পেটার এলাকাদারদের এলাকা অসিদ্ধ হওনার্থে এই আইনে যে হুকুম লেখা যায়, তাহা কেবল জমার বাকীর নিমিত্ত নীলাম হওন মতে সম্পর্ক রাখিবে ও এলাকাদারের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কৃতবিক্রয় ও দানের সহিত ও ডিক্রীজারীর নিমিত্ত হওয়া নীলামের সহিত ও এলাকাদার জমিদারের নিকট ইস্তাফা করণের সহিত সম্পর্ক রাখিবে না কেননা ঐ বিক্রয় ও দানাদি ক্রিয়াতে অধিকার যেরূপে বিক্রয় কি দানকর্ত্তাদি নিয়মকারী ব্যক্তির ছিল, সেইরূপে খরীদার কি গৃহীতাদি লওনিয়ার হস্তগত হয়, ও ইহারা তাহার স্বরূপ ব্যক্তি হয়। অতএব পেটার এলাকাদারেরা যমত বিক্রয়কারাদির নিকট ছিল, খরীদারাদের নিকটেও সেই মত থাকিবেক ইতি।

১৩ ধারা। ১ প্রকরণ। পেটাও তালুকদার প্রধান তালুকদারকে মালগুজারী দিলেও প্রধান তালুকদার জমিদারকে না দিলে ১২ ধারার হুকুমমতে পেটার তালুকদারদের পক্ষে হানি হয়, অতএব পেটার যে যে এলাকাদারেরা নীলামে বিনা কসুরে উদস্ত হয়, তাহাদিগকে নীলাম মৌকুফ করাইবার ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল, একারণ নীচের লিখিত দাঁড়া লেখা যাইতেছে ইতি।

২ প্রকরণ। প্রথম দরজার তালুকদারের এলাকা অর্থাৎ অধিকার জমিদারের বাকীর কারণ নীলামের নিমিত্ত এই আইনের ৮ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখনমত ইস্তাহারের কৈফিয়তে লেখা গেলে, দ্বিতীয় দরজার সমস্ত এলাকাদারেরা কি তাহাদের কোন কোন জন জমিদারের মোক্তারকার নীলামের মজলিসে বাকী যত টাকা জাহির করে, তাহা আমানত রাখিয়া নীলাম মৌকুফ করাইতে পারিবে। ও ঐ মত নীলামের দিবসের পূর্ব্বে তাহাদের প্রথম দরজার তালুকদারের শিরে বাকী থাকনের অনুমান হইলেও সাবধানার্থে আমানত রাখিতে পারিবে, কারণ এই যে, আমানতের টাকার সংখ্যা নীলামের দিবসে জমিদারের তলবী বাকীর সমান সাবুদ হইলে নীলাম মৌকুফ হইবে, ও যদি বেশী হয় তবে যত বেশী হয় তাহা আমানত রাখনিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে ও আমানত রাখা টাকা জমিদারকে দেওয়া যাইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। যদি ঐ আমানত যে ব্যক্তির শিরে তাহার ব্যাপক ব্যক্তির ওয়া-

জিবী থাকে, তাহার তরফ হইতে হয়, তবে বাকীর অর্থে দেওয়া যাওনের জিগির দিয়া দিতে হইবে, কারণ এই যে, যদি ইস্তাহারের লিখিত বাকীদার সেই সালের ও কিস্তির বাকীর দাওয়া তাহার নামে করিয়া থাকে, তবে তত টাকা শোধ পায় এবং তাহার পরে সে নিমিত্ত তাহার নামে আদালতে নালিশ হইলেও তাহা শোধ হয় ইতি।

৪ প্রকরণ। যদি আমানতকারকের শিরে কিছু বাকী না থাকে, তবে তাহার রাখা টাকা আগামী কিস্তিতে নীলাম মৌকুফ হওনের নিমিত্ত কাটিয়া লওয়া যাইবে না, বরং ইস্তাহারের লিখিত এলাকাদার তাহার ঐ টাকার দেনদার বোধ হইবে, ও যে তালুক ঐ টাকা দেওয়াতে নীলাম হইতে বাঁচে, তাহা ঐ দেওয়া টাকাতে বন্ধক হইবে, ও বন্ধক দ্রব্যে বন্ধকী লওনিয়ার যেমত দাওয়া থাকে, সেই মত টাকা দেওনিয়ার দাওয়া ঐ তালুকে থাকিবে, এতাবতা তাহা দখলের দরখাস্ত করিবামাত্র দেওয়ান হইবে যে, আমানতের টাকা তাহার মুনাফা হইতে সে পায়। ও ইস্তাহারের লিখিত বাকীদার যদি তাহার স্থান হইতে তালুক ফিরিয়া লইতে চাহে, তবে তাহার এই দুই কর্ম্মের এক কর্ম্ম করা উচিত যে, হয় আমানতের টাকা আমানতের তারিখ হইতে দখল পাওনের তারিখ পর্য্যন্ত শতকরা বার টাকা হিসাবে সুদ সমেত দেয়, কি নম্বরী নালিশ করিয়া ইহা সাবুদ করে যে, ঐ আমানতের টাকা সুদ সমেত তালুকের মুনাফা হইতে সে পাইয়াছে ইতি।

১৪ ধারা, ১ প্রকরণ। যদি জমিদারের তলবী যে বাকী টাকার নিমিত্ত ইস্তাহার হইয়া থাকে, তাহা নীলামের নিমিত্ত মোকরর হওয়া দিবস পর্য্যন্ত আদায় না হয়, তবে এই আইনের ৯ ও ১ ধারার উক্তমতে নিশ্চয় করা যাইবে কোন প্রকারে উপরের লিখিতমতে তলবী টাকা আমানত হওন ব্যতিরিক্ত মৌকুফ ও বিলম্ব করা যাইবে না। যদি কেহ জমিদারের বাকী স্বীকার না করে, কি অন্য কোন হেতুতে নীলাম সিদ্ধ না হওনের ও তাহা করাইতে জমিদারের ক্ষমতা না থাকনের দাওয়া দরপেশ করিতে চাহে, তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে, আদালতে নম্বরী নালিশ করে, ও তাহার দাওয়া সাবুদ হইলে আদালতের তামাম খরচা ও খেসারত ধরিয়া পাওনের সহিত নীলাম রদ হওনের ডিক্রী হইবে। ও ঐ নীলামে খরীদার দস্তুরমত এই দাওয়াতে আসামী হইবে। ও যদি নীলাম রদ হওনের ডিক্রী হয়, তবে আদালতে হাকিমের এমত সাবধান হওয়া আবশ্যক যে, খরীদারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। যাহা হয় তাহা জমিদারের পক্ষে হয় ইতি।

২ প্রকরণ। এবং যদি তালুকদার জমিদারের ইস্তাহারের কৈফিয়তের লিখন মত পাওনা স্বীকার না করে, তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে, ইস্তাহারের মিয়াদের

মধ্যে সরাসরী তজবীজ হওনের নিমিত্ত দরখাস্ত করে, পরে জমিদারকে অল্প মিয়াদের মধ্যে কবুলিয়ৎ ও বাকী সাবুদ হওনের অন্যান্য দলীল গুজারাইবার হুকুম হইবে যে, হইতে পারিলে সরাসরী মোকদ্দমা নীলামের দিবস উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি করা যায়। ও ঐ নিষ্পত্তিমতে নীলাম হইবে অথবা তাহা হওয়া রহিত হইবে। কিন্তু যদি নীলামের অবধারিত দিবস পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি না হয়, তবে দাওয়া করা লাট বিলিমতে নীলামে ধরা যাইবে, ইহাতে যদি জমিদার কি তাহার স্বরূপ ব্যক্তি ইস্তাহারের লিখিত বাকী লওনের নিমিত্ত জিদ করে, তবে নীলাম মৌকুফ হইবে না, ও তাহার জওয়াব দিবার দায় জমিদারের শিরে থাকিবে, ও তাহার পরে সরাসরী নালিশে তজবীজ করা যাইবে না। কিন্তু যদি বাকীদার তলবী টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গালবেঙ্ক নোট অথবা কোম্পানির কাগজ আমানত করে, তবে হইবে। ও তাহা সেওয়ায় নীলাম রদ হইবার ও তাহাতে হওয়া ক্ষতি ধরিয়া পাইবার নিমিত্ত নম্বরী নালিশকরণ ব্যতিরিক্ত আর কোন উপায় নাই ইতি।

১৫ ধারা। ১ প্রকরণ। এই আইনমতে হওয়া নীলামের খরীদারের স্থানে সমুদয় টাকা আদায় হইবামাত্র ঐ খরীদার নীলামকারক সাহেবের স্থান হইতে টাকার রসীদ সম্বলিত এক সার্টিফিকেট পাইবে। পরে উচিত যে, সেই সার্টিফিকেট সমেত জমিদারের কাছারীতে দাখিল খারিজের নিমিত্ত যায়, ও জামিন তলব হইলে অর্দ্ধেক জমা পর্য্যন্তের জামিন দিতে হইবে, ও জামিন দিলে পর দখলের হুকুমনামা ও এক ইস্তাহার এই মজমুনে পাইবে যে, সমস্ত প্রজা ও অন্যান্যেরা খরীদারের নিকট রুজু হইয়া নীলামের তারিখ হইতে তাহার নিকট মালগুজারী করে এবং জমিদারের আবশ্যক যে, বিক্রয় হওয়া তালুকে যে সকল কাগজ তাহার কাছারীতে মৌজুদ থাকে, তাহা সমস্ত খরিদারকে দেখায়। ও যদি জমিদারের তলবমত জামিন দিলে পর জমিদার আবশ্যকীয় হুকুমনামা দিতে ও দাখিল খারিজ করিতে টালমটাল করে, তবে খরীদার আদালতে এ বিষয়ের নালিশ করিয়া দখলের হুকুমনামা লইয়া নাজিরের মারফতে ডিক্রীজারী করণে যেমন দস্তুর আছে, সেইমতে দখল পাইতে পারিবে, কিন্তু যদি জামিনের মাতবরীর বিষয় জমিদারের আপত্তির নিমিত্ত টালমটাল হয়। তবে এই আইনের ৬ ধারামতে তাহার তদারক করা যাইবে ইতি।

২ প্রকরণ। খরীদার তাহার অধিকারের সরেজমীনে দখল পাইবার নিমিত্ত গেলে যদি বাকীদার কি তাহার পেটার তালুকদারেরা প্রতিবন্ধক হয়, কি প্রতিবন্ধকতার চেষ্টা ও তদ্বিরে থাকে, অথবা তাহার খরীদার এলাকা হইতে তহসীলকরণে ব্যাঘাত জন্মায় তবে খরীদারের ক্ষমতা আছে যে, তৎক্ষণাৎ জিলার দেওয়ানী আদা-

লওনসহায়তা করণার্থে দরখাস্ত করে, ও ঐ আদালত হইতে আদালতের মোহর ও জজ সাহেবের দস্তখতে এক ইস্তাহার এই মজমুনে জারী হইবে যে,যেহেতু দরখাস্তকারক জমিদারের বাকীর নিমিত্ত নীলাম হওয়া এলাকার খরিদার বটে,অতএব বাকীদারের তালুকের সমস্ত হক অর্থাৎ স্বত্ব যেমত ঐ বাকীদার জমিদারের স্থানে পাইয়াছিল, সেই মত তাহা সমুদায় দরখাস্ত কারকের হইয়াছে, ও কাহারও ভাগী হওয়া বিনা মফঃসলের তহসীলের ক্ষমতা তাহারই বটে, ইহাতে যদি প্রজাদিগের মধ্যে কেহ খরীদার কি তাহার মোক্তার ভিন্ন অন্য জনকে এক কপর্দ্দক দেয়, তবে তাহা ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারামতে সরাসরী নালিশে কি রেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের মতে তাহার মালামাল ক্রোক মৌকুফির নিমিত্তে আপন করা দরখাস্তের তজবীজ কি কোন প্রকারে শোধ পাইতে পারিবে না ইতি।

৩ প্রকরণ। ঐ ইস্তাহারনামা জারী হইলেও যদি সাবেক বাকীদার তালুকদার কি তাহার পেটার অন্য এলাকাদারেরা বা খরীদারেরা দখল পাওনের প্রতিবন্ধক হয়, কি কোন প্রকারে কাহারও তরফ হইতে দাঙ্গা হইবার অনুমান হয়, তবে এমত হুকুম আছে যে, ঐ খরীদার সহায়তার দরখাস্ত করিলে পোলিশের কার্য্যকারক লোকেরা কি সরকারের অন্য যে কার্য্যকারক থাকে তাহাদিগ হইতে যে সহায়তা হইতে পারে তাহা করে, ও যদি দাঙ্গা ও হঙ্গামা উপস্থিত হয়, তবে যে ব্যক্তি খরীদারের হক পাওনের প্রতিবন্ধকতা ও বাধা করিয়া থাকে, তাহার জওয়াব তাহাকেই দিতে হইবে ইতি।

১৬ ধারা। এই ধারা ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারার বিধানমতে রদ হইয়াছে।

১৭ ধারা। ১ প্রকরণ এই আইনমত হওয়া নীলামের পণের টাকা যে যে বিষয়ে বিলি হইবে তাহার অর্থে নীচের লিখিত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ প্রকরণ। নীলামের পণের টাকা হইতে শতকরা এক টাকার হিসাবে ঐ কর্ম্মকারি লোকদিগের খরচাদির নিমিত্ত সরকারে লওয়া যাইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। পরে যে বাকীর নিমিত্ত নীলাম হইয়া থাকে, সেই বাকী সুদ সুদ্ধ ও ইস্তাহার লইয়া যাওনিয়ার খরচাদি নীলামের খরচখরচা সমেত বাকী তলব করণিয়াকে দেওয়ান যাইবে কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে, নীলামের পণের টাকা যে সালের বাকীর নিমিত্ত ইস্তাহার ও নীলাম হয়, তাহার পূর্ব্ব সালের বাকী আদায়ে খরচ পড়িবে না, কেননা যে সালে বাকী পড়ে, সেই সালে তাহা তহসীলে করণ নিমিত্ত তদবির ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মত

কার্য্য করা গেলে বাকী থাকে না। ও সময় বহিভূত গেলে দেনা পাওনার ন্যায় হইয়া পড়ে. ও দেনা পাওনা আদায় নিমিত্ত নম্বরি নালিশ অবধারিত আছে ইতি।

৪ প্রকরণ। ঐ বাকী ও খরচখরচা আদায় হইয়া যাহা বেশী থাকে, উচিত যে, তাহা যে সাহেব নীলাম করেন, তিনি কালেক্টরসাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের খাজনাখানায় আমানৎ রাখান। যে বাকীদারের পেটাও তালুকদারদের মধ্যে কেহ কি অন্য যে ব্যক্তি বাকীদারের দানাদিক্রমে মূল্য পাওনযোগ্য হকদার হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি আপন হকের বদলে কিছু দাওয়া করে কি না, ইহা দেখা যায় ইতি।

৫ প্রকরণ। যে কোন ব্যক্তি নীলাম হওয়া বস্তুতে আপন হক অর্থাৎ স্বত্ব আছে জানে, সে নীলামের তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে ঐ নীলামের বস্তুর পরিবর্ত্তে আপন দেওয়া পণের দাওয়া কি আপন হকের খেসারৎ ধরিয়া পাইবার দাওয়া আদালতে নম্বরি নালিশ করিতে পারিবে। যদি আদালতের তজবীজে ঐ ফরিয়াদির হক সাবুদ হয়, তবে তাহার ঐ দ্রব্যের পণের কি মূল্যের কি খেসারতের বদল যাহা ন্যায়মতে ওয়াজিবি হয়, তাহা পাইবার ডিক্রি হইবে। ও যদি আদালতে এ প্রকার দাওয়ার মোকদ্দমা একের অধিক থাকে, তবে যাবৎ সে সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ ডিক্রি পাওনিয়া কোন জনকে কিছু নীলামের পণের টাকা হইতে দেওয়ান যাইবে না, কারণ এই যে, আমানতের টাকা যে যে ডিক্রি হয় তাহার টাকার সম্বন্ধে কম হয় তাহা বুঝা গিয়া যদি ডিক্রির টাকা আমানতের টাকা হইতে অধিক হয়, তবে আমানতের টাকা ডিক্রির উপর হারাহারী হইয়া বিভাগ হইবে, ও ডিক্রির যাহা যাহা বাকী থাকে, তাহার নিমিত্ত কাজা ডিক্রোর ন্যায় ডিক্রি জারী করিয়া বাকীদারের স্থান হইতে দেওয়ান যাইবে ইতি।

৬ প্রকরণ। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে, দ্বিতীয় দরজার তালুকদারদের কোন তালুকদার কি অন্য কোন মূল্য পাওন যোগ্য হকদার যে কবারদারের নিয়মের মধ্যে জমা আদায় করণ এতাবতা দেওনের নিয়ম থাকে, তদনুসারে নীলামে তাহার স্বত্বলোপ হওন হেতুক তাহার এওজ কি বদল নীলামের দিবস পর্য্যন্ত যত টাকা জমা তাহার ওয়াজিবী দেনা ছিল, তাহা দাখিল করিয়া দেওন কি আদালতে আমানৎ করণ সাবুদ করণ ব্যতিরিক্ত কোন প্রকারে পাইতে পারিবে না ইতি।

৭ প্রকরণ। যদি বাকীদারের পেটার কোন এলাকাদার কি অন্য হকদা-

রের তরফ হইতে দুই মাস মধ্যে নীলামের পণের টাকার উপর কোন দাওয়া দরপেশ না হয়, তবে যাহার এলাকা নীলাম হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি আমানৎ থাকা সমুদয় টাকা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়া আমানতের টাকার উপর প্রতিবন্ধকতার দাওয়া না থাকনের কথা লেখা এক সার্টিফিকেট আদালতের মোহর লইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া গিয়া রসিদ দিয়া যত টাকা আমানৎ থাকে, তাহা লইতে পারে। এবং যদি দুই মাসের মধ্যে সমস্ত দাওয়াদারদের দাওয়ার সংখ্যা, আমানতের সংখ্যা কম হয়, তবে সমস্ত দাওয়ার টাকা মোটে যত হয়, তাহা হইতে যত টাকা বেশী থাকে, তাহার নিমিত্তও দস্তুরমত এক সার্টি-ফিকেট লইতে পারে। এবং দ্বিতীয় দরজার তালুকদার কি অন্য হকদারেরা ডিক্রিজারীর সময়ে নীলামের পণের টাকার আমানৎ হইতে আপন পাওনা হিসাব সংখ্যা লেখা সার্টিফিকেট আদালতের মোহরে লইতে ও দস্তুরমতে তাহার লিখিত টাকা পাইতে পারে ইতি।

৮ প্রকরণ। ঐ সকল লোকদের মধ্যে যাহার প্রয়োজন হয়, সে ব্যক্তি আমানৎ থাকা নগদ টাকা সমুদয় কি তাহা হইতে কতক লইয়া তাহার বদলে কোম্পানির কাগজ কি তাহার মত আর যে কাগজে মাসে মাসে সুদ পাওয়া যায়, তাহা দাখিল করিতে পারিবে। ও ঐ কাগজের হিসাব শেষবারে পাওয়া গবর্ণমেণ্ট গেজেটে খবর হওয়া ডিসকোণ্ট প্রভৃতি কমী কি বেশী ধরিয়া করা যাইবে ইতি।

১৮ ও ১৯ ধারা ১৮৫০ সালের ১০ আইনের ১ ধারাদ্বারা রদ হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।

ইংরাজী ১৮২০ সালের ১ আইন।

যদি জমিদারের বাকী তাহার তালুকদারের জিম্মে পড়ে, ও সে নিমিত্ত জমিদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ইংরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হইবার নিমিত্ত এ আইন শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮২০ সালের তারিখ ১১ই জানুয়ারি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ২৮ পৌষ জারী করিলেন ইতি।

যেহেতু ইংরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনে কোন স্থানে ইহা স্পষ্ট লেখা যায় নাই যে, সরকারে মালগুজারী কারক জমিদার যদি ঐ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণের প্রস্তাবিত প্রকারের কোন তালুকে আপন বাকী পড়িলে সে

নিমিত্ত তাহা ঐ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ ভিন্ন অন্য কোন আইনমত নীলাম করাইতে চাহে, তবে ঐ নীলাম ঐ ২ ও ৩ প্রকরণে বৎসরে দুইবার যে যে নীলাম করাইবার অনুমতি আছে, সে নীলামের দস্তুর মত ভরা পূরা মজলিসে হইবে কি না, ও ন্যায় ও বিচারের এবং ঐ আইনের মত এই যে, জমিদারের বাকীর নিমিত্ত ঐ প্রকার তালুকের নীলাম প্রচার ও প্রকাশ্যরূপে হয়, যে তালুকের মালিকের তাহার পণ কমী হওন ইত্যাদি হানি হওনের ধোকা মিটে ও তাহা ঐ সকল নীলাম ঐ আইনের ৮ ধারার নিরূপিত নীলামের মতে সরকারের কার্য্য-কারকদ্বারা না হইলে হইতে পারে না। অতএব নীচের লিখিত দাঁড়া শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে ঐ ৮ আইনের অতিরিক্ত নির্দ্দিষ্ট হইল যে, এই আইন জারী হওনের তারিখ হইতে জিলা মেদিনীপুর সহিত সুবে বাঙ্গালার জিলা সকলে জারি ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা *। ১ প্রকরণ। যদি সরকারে মালগুজারী করণিয়া কোন জমিদার ইংরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণের প্রস্তাবিত প্রকারের কোন তালুক, তালুকদারের শিরে বাকী পড়াতে নীলাম করাইতে ও ইংরেজী ১৮১৯সালের ৮ আইন ভিন্ন অন্য কোন আইনের নিয়মানুসারে সরাসরি তজবীজে নীলাম করাইবার অনুমতি লইতে চাহে, তবে সে নীলাম জমিদার দরখাস্ত করিলে পর জিলা কি সহরের আদালতের রেজেষ্টর সাহেবের অথবা তাঁহার একটিং সাহেবের ও তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ সাহেবের কিম্বা তাঁহার একটিং সাহেবের মারফতে হইবে, ও তাহাতে ইংরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের সমস্ত হুকুম ও নিয়মমতে কার্য্য করা যাইবে ইতি।

২ প্রকরণ। নীলামের পূর্ব্বে ৩০ দিন মিয়াদে ইস্তাহারনামা আদালতের কাছারীতে এবং কালেক্টরীর কাছারীতে লটকান যাইবে ইতি।

৩ প্রকরণ। ইংরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ও ১১ ও ১৩ ও ১৫ ও ১৭ ধারার লিখিত হুকুম ঐ নীলামের সহিত সম্পর্ক রাখিবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

---

* ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারামতে এই ধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তণ হইয়াছে। ১৮৫০ সালের ৩১ আইন ও ১৮৫৩ সালের ৬ আইন দেখ।

ইংরাজী ১৮৬৫ সালের ৮ আইন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সমাজ।

১৮৬৫ সালের ২৭শে মে তারিখে গবর্ণর জেনেরল এই আইনে সম্মতি প্রদান করেন। আগমপত্রের কিম্বা প্রচলিত দেশাচারের বশে যে যে পেটাও তালুক বিক্রয় দ্বারা কি প্রকারান্তরে হস্তান্তরীকৃত হইতে পারে, তৎসম্পর্কীয় বাকী খাজানা আদায় করণোপলক্ষে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের পত্তনী তালুক প্রভৃতি বিক্রয় যোগ্য পেটাও তালুক স্বত্বস্বামীর পাওনা বাকী খাজনার জন্যে যে কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা বিক্রীত হইতে পারে, এই বিষয়ে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারা বর্ণিত হওয়ায় প্রযুক্ত সন্দেহ হইয়াছে ও উক্ত প্রকারের বাকী খাজানা আদায়ের ডিক্রী শোধ করণার্থে পেটাও তালুক বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু পশ্চাৎ লিখিত বিধান প্রচার করা গেল।

১ ধারা। এই আইনে 'কালেক্টর" এই শব্দের প্রয়োগ হইলে সেই শব্দে জিলার কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী যাবতীয় কার্য্যকারককে বুঝাইবে। একবচনান্ত শব্দে এই অর্থের বহুবচনান্ত শব্দ ও বুঝাইবে ইতি।

২ ধারা। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা সংগ্রহের ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৬ ধারা, ও ১৮৩২ সালের ৭ আইন ও ১৮৫৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারা রহিত হইল। তথাপি যে পর্য্যন্ত উদ্ধারার মন্তব্য আইন কি ব্যবস্থা রহিত করা যায় সেই পর্য্যন্ত তাহা রহিত হইল না ইতি।

৩ ধারা। বাকী খাজানার আদায়ার্থে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের পত্তনী তালুক প্রভৃতি বিক্রয় যোগ্য পেটাও তালুক বিক্রয় করিতে হইলে, সেই ভূমি ১৮৫৩ সালের ৬ আইনের নির্দ্দেশানুসারে ভূমির রাজস্ব সম্পর্কীয় যে কালেক্টরের বিচারাধিপত্যের অন্তর্গত, তাহাকে সেই বিক্রয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পেটাও তালুক বিক্রয়ের উপলক্ষে কি সম্পর্কে যে যে কর্ম্ম করা ১৮১৯ সালের ৮ আইনমতে ও ১৮২০ সালের ১ আইন মতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য, তাহা উক্ত কালেক্টরকে নির্ব্বাহ করিতে হইবে ইতি।

৪ ধারা। ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ১০৫ ধারামতে বিক্রয় যোগ্য কোন পেটাও তালুক সম্পর্কীয় বাকী খাজানার ডিক্রী পাওয়া গেলে পর, যদি সেই ধারার বলে ঐ পেটাও তালুকের বিক্রয় হইবার প্রার্থনা করা যায় ও গ্রাহ্য হয়, তবে যে

কালেক্টর সাহেবের আদালতে ঐ ডিক্রী প্রবল করা হইতেছে, তিনি তদবধি আপনার কাছারীতে এবং সেই বিক্রেয় পেটাও তালুকে পরিগৃহীত ভূমি যে জিলার অন্তর্গত, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের ও জজ সাহেবের কাছারীতে সেই পেটাও তালুকের বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়া দিবেন, এবং ঐ ভূমির অন্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে ও সেই ভূমি যে নগরের কি গ্রামের অতি নিকটবর্ত্তী তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানেও সেই বিজ্ঞাপন লটকাইয়া দিবেন। উক্ত বিজ্ঞাপনের এই মর্ম্ম হইবে যে, ডিক্রী যে আদালতে প্রবল করা যাইতেছে, সেই আদালতে উক্ত বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়া দেওন অবধি অন্যূন বিংশতি দিবস অতীত হইলে পর, নিরূপিত বিশেষ তারিখে সেই পেটাও তালুকের বিক্রয় হইবে ইতি।

৫ ধারা। যে মোকদ্দমাক্রমে ডিক্রী দেওয়া গিয়াছিল, তৎসম্পর্কীয় নালিশ পত্রের বাক্য উল্লেখ করিয়া ঐ পেটাও তালুক যে পরগণা প্রভৃতি স্থানীয় বিভাগের যে মহালের যে গ্রামের অন্তর্গত, ও সেই পেটাও তালুকের বার্ষিক যত খাজানা দিতে হয়, ও ডিক্রীর বলে মোট যত টাকা আদায় হইতে পারে, এই সকল কথা সেই বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে ইতি।

৬ ধারা। ডিক্রীর বলে যে টাকা পাওনা আছে তাহা, ও পরিশোধের তারিখ পর্য্যন্ত সুদ, ও মামলা সম্পর্কীয় সকল খরচা যদি বিক্রয় আরম্ভের পূর্ব্বে কোন সময়ে ত্রুটিকারী পেটাও পাট্টাদার কি তাহার পক্ষ অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা কিম্বা সেই পেটাও তালুকের রক্ষায় সম্পর্ক বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি দ্বারা আদালতে দাখিল করা যায়, তবে তাহা বিক্রয় করিতে হইবেনা এবং ত্রুটিকারী পেটাও পাট্টাদার ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি পেটাও তালুকের বিক্রয় স্থগিত রাখিবার আশয়ে যে টাকা দেয়, তাহা আদায় করণ বিষয়ক যে যে বিধান ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারাতে আছে, তাহা এই ধারা মতে দত্ত তাদৃশ সকল টাকার প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

৭ ধারা। মুক্তদ্বার কাছারীতে যে ব্যক্তি নীলামে অত্যধিক ডাকিবে তাহার নিকটে উক্ত পেটাও তালুক বিক্রয় হইবে ইতি।

৮ ধারা। যে ব্যক্তি খরীদার বলিয়া নিশ্চিত হন, তিনি যত টাকা ডাকিয়াছিলেন তাহার শতকরা পঁচিশ টাকা নগদ কি মুদ্রাবৎ চলিত গবর্ণমেণ্ট নোট করিয়া অবিলম্বে দাখিল করিতে বাধিত হইবেন। না করিলে তখনি কি তৎপশ্চাতের প্রথম যে দিনে কাছারী খোলা হইবে সেই দিনে ঐ পেটাও তালুক পুনরায় নীলামে ধরা যাইবে ও বিক্রয় হইবে ইতি।

৯ ধারা। বিক্রয়ের দিবস একদিন বলিয়া গণনা করিলে বিক্রয়ের তারিখ অবধি অষ্টম দিনের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কিম্বা সেই অষ্টম দিন রবিবার কি অন্য

বন্ধের দিন হইলে, সেই অষ্টম দিনের পরে প্রথম যে দিনে কাছারী খোলা যায় সেই দিনে ক্রয়ঘটিত মূল্যের অবশিষ্ট সকল টাকা খরীদারকে দিতে হইবে। যদি তিনি পূর্ব্বোক্ত মতে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে টাকা দিতে ত্রুটি করেন, তবে তিনি যে টাকা দাখিল করিয়াছিলেন তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জব্দ হইবে, এবং সেই পেটাও তালুক পুনরায় বিক্রীত হইবে, তাহাতে সেই ত্রুটিকারী খরীদার তাহার উপর, কিম্বা সেই পেটাও তালুক পশ্চাৎ যে মূল্যে বিক্রয় হইবে, তাহার কোন অংশের উপর দাওয়া করিবার সকল স্বত্ব বর্জ্জিত হইবে। শেষে বিক্রয় হইলে যত টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি ঐ ত্রুটিকারী খরীদারের ডাক পণ অপেক্ষা ন্যূন হয়, তবে যত টাকা ন্যূন হয়, তত টাকা বাকী খাজানার ডিক্রীর শোধার্থ টাকা আদায় করিবার আইনের বলে তাহার স্থানে আদায় হইতে পারিবে ইতি।

১০ ধারা। এই আইনের সকল ধারার যে যে বিধান বিক্রয়ের প্রতি বর্ত্তে তাহা এই আইনমতে কোন খরীদারের ত্রুটিক্রমে প্রয়োজনীয় সকল পুনর্বিক্রয়ের প্রতিও বর্ত্তিবে ইতি।

১১ ধারা। ক্রয়ঘটিত মূল্যের সমস্ত টাকা দেওয়া গেলে পর বিক্রয় নির্ব্বাহকারী কার্য্যকারক এই আইনের শেষ ভাগে সংযুক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠের সার্টিফিকেট খরীদারকে দিবেন ও খরীদার সেই অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করিয়া প্রয়োজনীয় খরচা দাখিল করিলে তাঁহাকে প্রচলিত রীতিমতে সেই পেটাও তালুকের দখল দিতে ও তন্মধ্যে পরিগৃহীত ভূমির চাসকারী লোকদের নিকটে ক্রয়ের সংবাদ প্রকাশ করিতে একজন কার্য্যকারক কি আমীনকে প্রেরণ করিবেন ইতি।

১২ ধারা। যে কার্য্যকারক পেটাও তালুকের বিক্রয় নির্ব্বাহ করেন তিনি সেই বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে উত্তমর্ণ ডিক্রীদারকে সেই ডিক্রী পাইবার আশয়ে তাঁহার কৃত প্রয়োজনীয় খরচা ফিরিয়া দিবেন ও যে ডিক্রী প্রবল করণক্রমে ঐ বিক্রয় হইল তাহা শোধ করণ পূর্ব্বক যদি কোন টাকা অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা আমানত বলিয়া ত্রুটিকারী পেটাও পাট্টাদারের হিসাবে রাখিবেন ইতি।

১৩ ধারা। কোন ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের কোন বিচারাজ্ঞার উপর পনর দিনের মধ্যে আপীল করিলে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবে এবং কোন কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে প্রথমস্থলীয় যে বিচারাজ্ঞা করেন তাহার উপর বিক্রয়ের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল করিলে কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু আইনের অপ্রাসঙ্গিকতা ভিন্ন অথবা মোকদ্দমাক্রমে ডিক্রী হয়, তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির সম্পর্কের হানি আপীল আদালতে বিবেচনামতে যাহা

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কার্য্যপ্রণালীর এমত অপারিপাট্য ভিন্ন অন্য কোন কারণে এই আইনমতের কোন বিচারাজ্ঞা অসিদ্ধ কি অন্যথা করিতে হইবে না ইতি।

১৪ ধারা। এই আইনমতের আপীলক্রমে কোন আজ্ঞা জারী হইলে তাহার উপর স্বত্বমূলক বলিয়া কোন আপীল হইতে পারিবে না। তথাপি কোন কালে ক্টর আপীল শুনিলে কমিশনর সাহেব অথবা কমিশনর সাহেব আপীল শুনিলে রেবেনিউ বোর্ড আপীল ক্রমে প্রচারিত আজ্ঞার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে কোন সময়ে কাগজপত্র সকল তলব করিয়া যেরূপ আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করিবেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

১৫ ধারা। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার মধ্যে কোন ধারার বলে যদি কোন পেটাও তালুকের বিক্রয় অসিদ্ধ করা যায়, তবে এমত খরিদার প্রত্যেক স্থলে আপীল কি পর্য্যালোচনাকারি কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দিষ্টমতে বিশেষতঃ সুদ সমেত কি বিনা সুদে ক্রয় ঘটিত মূল্যের টাকা ফিরিয়া পাইতে স্বত্ববান হইবেন। পূর্ব্বোক্ত আপীল কি পর্য্যালোচনাকারী কর্ত্তৃপক্ষ সেই ক্রয় ঘটিত মূল্য কি সুদ আদায় হইবার যে কোন আজ্ঞা জারী করেন, তাহা বাকী খাজানার আদায়ার্থে বিক্রয় স্থলে প্রচলিত কার্য্যপ্রণালী দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারিবে ইতি।

১৬ ধারা। যখন কোন ব্যক্তি এই আইনমতে বিক্রীত কোন পেটাও তালুক ক্রয় করেন, তখন সেই পেটাও তালুকের পাট্টাদারী কোন ব্যক্তির কি তাঁহার প্রতিনিধিদের কি আসৈনিদের কোন ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন অন্য সকল দায় হইতে মুক্ত অধিকার তাঁহার হইবে, কেবল ঐ পেটাও তালুকের সৃষ্টি যে লিখিত বন্দোবস্ত ক্রমে হইয়াছিল, কি তৎসৃজনকারী ব্যক্তি কি তাহার প্রতিনিধিরা কি আসৈনিরা পশ্চাৎ যে লিখিত অনুমতি দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যদি সেই প্রকারের দায় স্বীকার করিবার স্বত্ব পাট্টাদারকে স্পষ্টাক্ষরে দত্ত হইয়া রাইয়তদিগকে কি বাসেন্দা কি মৌরসী কৃষাণদিগকে বেদখল করিবার স্বত্ব কি সাবেক পেটাও পাট্টাদার কি তাহার প্রতিনিধিরা পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর রাইয়তদের সহিত সরল ভাবে যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা রহিত করিবার স্বত্ব যে ইহার কোন কথা দ্বারা খরিদারকে দেওয়া গেল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ঐ খরিদার খাজানা নিরূপণার্থে নিয়মিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে যদি সেই মোকদ্দমা ক্রমে ইহা সপ্রমাণ হয় যে, সাবেক পাট্টাদার যখন ঐ বন্দোবস্ত করেন, তখন অধিক খাজানা চাহিলে চাহিতে পারিতেন, তাহা হইলে ঐ বন্দোবস্ত রহিত হইতে পারিবে। আর যে সাবেক পাট্টাদারের ত্রুটিক্রমে ঐ পেটাও তালুক বিক্রয় করা আবশ্যক

হইলে তাহারই দ্বারা পেটাও তালুক পুনর্বার ক্রীত হইবার প্রতি এই ধারার কোনই কথা খাটিবে না ইতি।

১৭ ধারা। যে ব্যক্তি এই আইনের বলে বিক্রীত কোন পেটাও তালুক ক্রয় করেন, তাঁহার উচিত যে ক্রয়ের তারিখ অবধি পনর দিনের মধ্যে তিনি জমিদারের কি অন্য ভূম্যধিকারীর বহিতে খরিদার স্বরূপে আপনার নাম রেজিষ্টরী হইবার জন্যে ঐ জমিদারের কি অন্য ভূম্যধিকারির নিকট প্রার্থনা করেন, ওক্রটিকারী পাট্টাদার যে বন্দোবস্ত ও নিয়ম ক্রমে সেই পেটাও তালুক ভোগ করিতেন, সেই বন্দোবস্ত ও নিয়মের অধীন কবুলিয়তে দস্তখত করেন। পনর দিনের মধ্যে তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে ঐ জমিদার কি অন্য ভূম্যধিকারী ১৮৫৯ সালের দশ আইনের ২৩ ধারার প্রকরণের বিধানমতে সেই খরিদারের নামে নালিশ করিতে পারিবেন ইতি।

১৮ ধারা। এই আইন প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ১৮১৯ সালের ৮ আইনমতে যত বিক্রয় হয়, সেই সকলের প্রতি ৩ ধারার বিধান বর্ত্তিবে, ও তদ্রূপ বিক্রয় নির্ব্বাহকারী কার্য্যকারকের বিচারাধিপত্য ছিল না বলিয়া তদ্রূপ বিক্রয় বিষয়ক কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

তফসীল।

আমি প্রমাণ দিতেছি যে ১৮৬৫ সালের ৮ আইন অনুসারে শ্রীযুত অমুক (বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে বর্ণিত) অমুক পেটাও তালুক ক্রয় করিয়াছেন, ও তাঁহার সেই ক্রয় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (টাকা দিবার শেষ দিন বলিয়া যে দিন নিরূপিত হয়, তাহার পর দিনের তারিখ দিতে হইবে) প্রবল হইয়াছে।

অমুক কালেক্টর

সম্পূর্ণ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৮০ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে অনুমোদন করাতে, তাহা ১৮৮০ সালের ২৬শে জুন তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

—— ০)(০)(——

১৮৮০ সালের ৭ আইন।

রাজীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন।

সূচীপত্র।

হেতুবাদ ধারা।

সংক্ষেপনাম ১

ব্যাপ্তি . . . ১

আরম্ভ ১

এই আইনের অর্থকরণের কথা .. . ২

তফসীলের লিখিত আইন গুলি রহিত হইবার কথা . ৩

১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনক্রমে প্রদত্ত সার্টিফিকেট
এই আইনমতে প্রবল করিতে পারিবার কথা . ৩

পরিভাষা ৪

কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক তাহার বাকী রাজস্ব নিমিত্ত বিক্রীত হইলে ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকায় তাহা শোধ না হইলে, বা

ইজারদারের স্থানে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব টাকা দিবার শেষ দিনে দেওয়া না গেলে, জিলার কালেক্টর সাহেবের বাকী টাকার সার্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা ৫

উক্ত সার্টিফিকেট প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবার কথা ৬

সার্টিফিকেটের লিখিত টাকা জমা করিয়া দিলে, ডিক্রীমত খাতকের স্বীয় দায়ের

প্রতিবাদ করণার্থ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা ৬

একবৎসরের মধ্যে তদ্রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে অথবা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে সার্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবার ও সর্ব্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবার কথা ...৬

রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী, সেই ব্যক্তি তাহা না দিলে জিলার কালেক্টর সাহেবের অদত্ত প্রাপ্য টাকার সার্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা ৭

সার্টিফিকেট প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবার কথা ৮

সার্টিফিকেটের প্রতিবাদ করণার্থে ডিক্রীমত খাতকের দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার ও এক বৎসর মধ্যে তদ্রূপ মোকদ্দমা করা না গেলে ও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে, সার্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবার ও সর্ব্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবার কথা ৮

কালেক্টর সাহেব ভিন্ন অন্য কার্য্যকারকের নিকট দেয় রাজকীয় প্রাপ্য বাকী থাকিলে উক্ত কার্য্যকারকের কালেক্টর সাহেবকে নোটিস দিতে পারিবার কথা ৯

কোন কার্য্যকারক ঐ নোটিস দিলে তাহাতে আবেদনপত্রের ন্যায় সমপাঠ ও ইষ্টাম্প সংযোগ করিবার কথা . .. ৯

ঐ নোটিস পাইলে কালেক্টর সাহেবের সার্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা ৯

সার্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গেলে ডিক্রীমত খাতককে নোটিস দিবার, নোটিস জারী করা গেলে, সার্টিফিকেট ক্রমে ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবার কথা ১০

অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে গাঁথিয়া রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি পাঠাইবার ও তাহা গাঁথিয়া রাখা গেলে সার্টিফিকেটক্রমে ঐ জিলার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবার কথা .. ১০

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট লেখা যায় সেই ব্যক্তি স্বীয় অস্থাবর সম্পত্তি লুকাইবার বা স্থানান্তর করিবার বা বিক্রয়াদি করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া কালেক্টর সাহেবের বোধ জন্মিলে কোন সময়ে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবার কথা ১১

যে ব্যক্তির উপর ১০ ধারামতে নোটিস জারী করা যায়, তাঁহার আপত্তির দরখাস্ত দিতে পারিবার কথা ১২

দরখাস্ত শুনিবার দিন ধার্য্য করিবার ও কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তকারির দায় নিরূপণ করিবার ও তদন্তের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন ২ বিধান বর্ত্তিবার কথা ... ১৩

কিরূপে দরখাস্তের খরচা আদায় করা যাইবে তাহার কথা .. ১৪

ডেপুটী কালেক্টর আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর প্রভৃতির প্রতি কালেক্টর সাহেবের দরখাস্ত শুনিবার নিমিত্ত সমর্পণ করিতে পারিবার ও তাঁহাদের কালেক্টর সাহেবের মত ক্ষমতাক্রমে তাহা শুনিবার কথা ১৫

ডেপুটীকালেক্টর আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর প্রভৃতির নিকট হইতে কালেক্টর সাহেবের নিকট ও কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইবার ও জারীকরণ স্থগিত রাখিবার কথা ... ১৬

সংশোধনের ক্ষমতার কথা ১৭

নোটিস দিবার একমাস পরে অথবা আপত্তির দরখাস্তের নিষ্পত্তি হইলে সার্টিফিকেট প্রদান করিতে পারিবার কথা ১৮

টাকার ডিক্রীর ন্যায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধান মতে সার্টিফিকেট প্রবল করিতে পারিবার কথা . . ১৯

উপযুক্ত আদালতে সার্টিফিকেট অসিদ্ধ করা গেলে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারিবার কথা ও উপবিধান . .. ২০

সার্টিফিকেটের রেজিষ্টর কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাখিবার ও আট আনা ফী দিলে তাহা দেখিতে পাইবার কথা ২১

সার্টিফিকেটমত দেনা টাকা দিবার ও তদ্বিষয়ে কালেক্টর সাহেবদের সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবার বিধির কথা . .. ২২

এই আইনমতে কর্ম্ম করিবার সময়ে কালেক্টর ডেপুটি কালেক্টর প্রভৃতি ও রাজকীয় কার্য্যকারক বিচারক হইয়া কার্য্য করিতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা ২৩

এই আইনমতে আপন আপন কর্ম্ম করিবার সময়ে কালেক্টর প্রভৃতি কমিশ্যনরদের ও বোর্ডের তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্বের অধীন হইবার কথা ... ২৪

প্রথম তফসীল।—যে যে আইন রহিত হইল

দ্বিতীয় তফসীল। পাঠ।

কোন কোন রাজকীয় প্রাপ্য আদায়ের আইন সংশোধনার্থ আইন।

হেতুবাদ।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের দাওয়া যোগ্য কোন কোন প্রাপ্য ও ঋণের টাকা আদায় করিবার আইন সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি।

২ ধারা। প্রস্তাবান্তরের কথা থাকিলেও বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে এই আইন সেই সেই দেশের প্রতি বর্ত্তিবে।

আরম্ভ।

এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমোদন সহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে।

এই আইনের অর্থ করণের কথা।

২ ধারা। এই আইনের ভাবের সহিত যতদূর সঙ্গত হয়, এই আইন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের অঙ্গীভূত বলিয়া ইহার অর্থ করিতে হইবে। যে কোন দেনা বা ঋণ বা প্রাপ্যের প্রতি এই আইনের বিধান খাটে, তাহা আদায় করণার্থ এক্ষণে যে কোন আইন বলবৎ আছে, এই আইনক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা সেই আইনক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে, তদ্বিরুদ্ধ বলিয়া নহে।

তফসীলে লিখিত আইনগুলি রহিত হইবার কথা।

৩ ধারা।—এই আইনের প্রচলনাবস্থায়, এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলির যে পরিমাণ ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই পরিমাণ রহিত হইল। কিন্তু এই প্রকারে রহিত হওয়াতে,

(ক) যে কোন আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল তাহার গত কার্য্যের বা তৎক্রমে নিয়মিতরূপে যাহা কিছু করা বা করিতে দেওয়া গিয়াছে তাহার, বা

(খ) যে কোন আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল তৎক্রমে স্বষ্ট কোন দায়ের, কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনক্রমে প্রদত্ত সার্টিফিকেট এই আইনমতে প্রবল করিতে পারিবার কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের যেং বিধান এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল, তৎক্রমে প্রদত্ত প্রত্যেক সার্টিফিকেট এই আইনের বিধানমতে প্রবল করা যাইতে পারিবে।

পরিভাষা।

৪ ধারা। পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তরের প্রয়োজন না হইলে, এই আইনে (কিন্তু ২ ধারার উল্লিখিত অন্য কোন আইনে নহে),

ধারা।

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

কালেক্টর।

"কালেক্টর" শব্দে (ক) বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের নিযমিত আদৌ বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে, কলিকাতার কালেক্টর সাহেবকে এবং (খ) ঐ সীমার বাহিরে জিলার কালেক্টর সাহেবকে অথবা এই আইনমতে কালেক্টরের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিশেষরূপে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে এবং (গ) পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেব কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত যে কোন কার্য্যকারকের প্রতি ক্ষমতার্পণ করেন তাঁহাকে বুঝাইবে।

৫ ধারা। পশ্চাল্লিখিত স্থলে, অর্থাৎ,

কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক তাহার বাকী রাজস্ব নিমিত্ত বিক্রীত হইলেও বিক্রযোৎপন্ন টাকায় তাহা শোধ না হইলে বা

(১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক তাহার বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত বিক্রয়ের খরচ বাদ দিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকার যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে যে বাকী রাজস্ব দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে উক্ত বিক্রযোৎপন্ন টাকার প্রয়োগ হইতে পারে, সেই বাকী রাজস্ব শোধ না হইলে,

ইজারাদারের স্থানে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব টাকা দিবার শেষ দিনে দেওয়া না গেলে।

(২) কোন ইজারদারের দখলে যে মহাল থাকে তন্নিমিত্ত তাঁহার স্থানে যে রাজস্ব বাকী পড়ে তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিবার শেষ দিনে দেওয়া না গেলে,

যত টাকা দিতে বাকী থাকে, কালেক্টর সাহেব এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১ নম্বর পাঠে আপন স্বাক্ষরযুক্ত তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিতে পারিবেন।

উক্ত সার্টিফিকেট প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবার কথা।

৬ ধারা। (ক) এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে ৫ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত প্রত্যেক সার্টিফিকেট, উহা প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে যতদূর হইতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত, দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে, এবং ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ডিক্রীদার বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং ঐ সার্টিফিকেটে খাতক বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে তিনি ডিক্রীমত খাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

সার্টিফিকেটের লিখিত টাকা জমা করিয়া দিলে, ডিক্রীমত খাতকের স্বীয় দায়ের প্রতিবাদ করণার্থ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

(খ) তদ্রূপ ডিক্রীমত খাতকের উপর ১০ ধারার উল্লিখিত নোটীস জারী করা গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে তিনি সার্টিফিকেটের লিখিত বাকী টাকা তাঁহার দেনা নহে বলিয়া উক্ত সার্টিফিকেট রহিত করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত নোটিস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে অথবা ১২ ধারামতে তিনি আপত্তির দরখাস্ত করিয়া থাকিলে, ঐ দরখাস্ত শুনা গিয়া নিষ্পত্তি হইলে পর পনর দিনের মধ্যে, ডিক্রীমত খাতক উক্ত টাকা কালেক্টর সাহেবকে না দিলে, তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে না।

এক বৎসরের মধ্যে তদ্রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে, অথবা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে, সার্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবার ও সর্ব্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবার কথা।

(গ) উক্ত এক বৎসর মিয়াদের মধ্যে তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে, অথবা তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের

বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে উক্ত সার্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবে, এবং সর্ব্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবে।

রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী সেই ব্যক্তি তাহা না দিলে,

৭ ধারা। নিম্নলিখিত রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী সেই ব্যক্তি তাহা না দিলে, অর্থাৎ

(১) যে কোন টাকা রাজস্বের বা ভূরাজস্বের বাকীর ন্যায় অথবা রাজস্বের বা রাজকীয় বা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের বাকী আদায় করিবার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে আদায় করা বা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে বলিয়া প্রচলিত কোন আইনে নির্দ্দেশ থাকে, সেই টাকা,

(২) কোন ইজারদার যে মহালের ইজারা লন, তাহার রাজস্ব সম্বন্ধে ঐ ইজারদারের জামিনদের স্থানে যে কোন টাকা পাওনা হয় সেই টাকা,

(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনের নিম্নলিখিত ধারায়, অর্থাৎ, ১৮৬২ সালের ৮ আইনের ৯ ধারায়, ১৮৭৩ সালের ৬ আইনের ৫০ ধারায়, ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ১ ধারায়, ১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৫৭ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৩ আইনের ৪২, ৭৩ ও ৮৫ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৮২ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৩৮ ধারায়, বা ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৩৬ ধারায়, অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুতগবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রণীত নিম্ন লিখিত আইনের নিম্ন লিখিত ধারায় ও অংশে, অর্থাৎ, আদালতের রসুমবিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৯ G ও ১৯ II ধারায় ও উক্ত আইনের ১ তফসীলের ১২ প্রকরণের মন্তব্যে যে কোন প্রাপ্য, টাকা, ফী, মাহুল, বাকী বা জরিমানা অথবা খরচা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা,

(৪) খালবিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইনের ৮ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তিকে মাসুল ইজারা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, তাঁহার ও তাঁহার জামিনদের বেলা, ঐ ইজারা সম্পর্কীয় যে কোন টাকা পাওনা থাকে তাহা,

(৫) বার্ষিক খাজানা দিবার নিয়মাধীন খেয়াঘাটের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বেলা, ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার বিধানমতে ঐ খাজানার কোন বাকী টাকা নির্ণীত হইয়া তাহার সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে, ঐ টাকা;

(৬) কোন রাইয়তের নিকট কিম্বা ভূমি, চরাণী জমি বনকর, জলকর প্রভৃতিতে যে ব্যক্তির কোন স্বার্থ থাকে, ঐ স্বার্থ হস্তান্তরযোগ্য হউক বা না হউক, সেই ব্যক্তির নিকট ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের যে কোন বাকী রাজস্ব বা খাজানা পাওনা হয় তাহা;

(৭) প্রচলিত আইনের বিধানমতে সামান্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বা রাজস্ব বিষয়ক কর্তৃপক্ষেরা যে কোন সম্পত্তির ভার গ্রহণ বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করেন, সেই সম্পত্তির বেলা, বাকী খাজানা বা খাজানার ন্যায় আদেয় অন্য কোন প্রাপ্য, উহা উক্ত কোর্টের বা কর্তৃপক্ষের প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার অর্পিত হইবার পূর্ব্বেই দেনা হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক, (কিন্তু যিনি খাজানা দিতে দায়ী তিনি বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিতে সম্মত না হইলে, অথবা ঐ হার উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দৃঢ় করা না গেলে, উক্ত বর্দ্ধিত হারমত বাকী খাজানার প্রতি এই প্রকরণের বিধান বর্ত্তিবে না।)

(৮) গবর্ণমেণ্টের রাজকীয় কার্য্যকারকের পাওনা যে টাকা দিতে যে ব্যক্তি-দায়ী সেই টাকা এই আইনের বিধানমতে আদায়করা যাইতে পারিবে, সেই ব্যক্তি নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্র দ্বারা এই বিষয়ে সম্মতি দিলে, ঐ টাকা।

(৯) ইহার পর প্রণীত কোন আইনে যে কোন ফী বা মাশুল বা টাক্স বা অন্য প্রাপ্য এই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে বলিয়া নির্দ্দেশ থাকিবে তাহা,

জিলার কালেক্টর সাহেবের অদত্ত প্রাপ্য টাকার সার্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা

না দিলে, জিলার কালেক্টর সাহেব, এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ২ নম্বর পাঠে, তদ্রূপ যে বাকী টাকা দেওয়া না যায় স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিতে পারিবেন, কিন্তু যৎকালে মিয়াদ-বিষয়ক যে আইন চলিত থাকে তদ্দ্বারা যাহা আদায় করিবার বাধা হয়, তদ্রূপ কোন প্রাপ্য সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন সার্টিফিকেট লেখা যাইবে না।

সার্টিফিকেট প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবার কথা।

৮ ধারা। (ক) এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে ৭ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত প্রত্যেক সার্টিফিকেট, উহা প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে যতদূর হইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত, দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে, উক্ত ৭ ধারার ৭ প্রকরণের উল্লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, এবং উক্ত ৭ প্রকরণের লিখিত স্থলে উল্লিখিত সামান্য ব্যক্তি, অথবা ঐ ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্ত বা কোর্টের অনুপালিত হইলে, উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্কেরা কোর্টের অনুপালিত ব্যক্তি আসন্নবন্ধুর সহযোগে, ডিক্রীদার বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং উল্লিখিত সকল সার্টিফিকেটে খাতক বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা যায় তিনিই ডিক্রীমত খাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

সার্টিফিকেটের প্রতিবাদকরণার্থে ডিক্রীমত খাতকের দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার ও এক বৎসর মধ্যে তদ্রূপ মোকদ্দমা করা না গেলে অথবা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে সার্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবার কথা।

(খ) উক্ত ডিক্রীমত খাতকের উপর ১০ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারি করা গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে তিনি উক্ত সার্টিফিকেটের লিখিত টাকা দিবার দায়ের প্রতিবাদ করণার্থ ও উক্ত সার্টিফিকেট রহিত করণার্থ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত ডিক্রীমত খাতক ১২ ধারা মতে কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া যে কারণে উক্ত সার্টিফিকেট রহিত হইবার দাওয়া করেন তাহা নির্দ্দেশ না করিলে, অথবা যদি উক্ত রূপ দরখাস্ত করিয়া তদ্রূপ কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া থাকেন, তবে তাহা না করিবার বিশেষ হেতু ছিল এই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সন্তোষ জন্মাইতে না পারিলে, উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে না। উক্ত এক বৎসর মিয়াদের মধ্যে তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে, অথবা তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে ঐ সার্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবে, এবং সর্ব্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে।

কিন্তু এই আইনের বিধানমতে নিয়মিত রূপে কোন সার্টিফিকেট লেখা গেলে যদি নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণ লক্ষিত হয় অর্থাৎ,

(১) সার্টিফিকেটে যে টাকা লেখা যায়, যদি সার্টিফিকেট লিখিত হইবার পূর্ব্বে সেই টাকা দেওয়া বা শোধ করা হইয়া থাকে ; বা

(২) যৎকালে যে ব্যবস্থা বা আইন প্রচলিত থাকে তাহার বিধান মতে কোন কালেক্টর বা রাজকীয় কার্য্যকারক জরিমানা করিয়া থাকিলে অথবা কোন খরচের বা খরচার বা ব্যয়ের বা হানিপূরণের বা মাসুলের বা ফীর টাকা দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে, যদি উক্ত কালেক্টরের বা রাজকীয় কার্য্যকারকের আনুষ্ঠানিক কার্য্য উক্ত ব্যবস্থার বা আইনের বিধানের মর্ম্মানুযায়ী না হয় ও তজ্জন্য সার্টিফিকেটমত খাতক উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যগত ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম হেতুক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন ; বা

(৩) (২) প্রকরণের উল্লিখিত স্থল ছাড়া অন্যত্র যদি সার্টিফিকেটে যত টাকা লেখা থাকে সার্টিফিকেটমত খাতকের তত টাকা দেনা না হয় ; বা

(৪) যদি বিচারাধিপত্য ছিল না দেখা যায়, তবে দেওয়ানী আদালত ঐ সার্টিফিকেট রহিত করিতে পারিবেন, অন্যত্র কোন কারণে পারিবেন না।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তর্গত হাইকোর্টের যে নিয়মিত আদৌ বিচারাধিপত্য আছে অথবা কলিকাতার ছোট আদালতের যে বিচারাধিপত্য আছে, তাহার যাহাতে কোন বিঘ্ন হয়, এই উপবিধানের কোন কথার এরূপ অর্থ করিতে হইবে না।

কালেক্টর সাহেব ভিন্ন অন্য কর্য্যকারকের নিকট দেয় রাজকীয় প্রাপ্য বাকী থাকিলে উক্ত কার্য্যকারকের কালেক্টর সাহেবকে নোটিস দিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। (ক) ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী, তিনি তাহা কালেক্টর সাহেব ভিন্ন অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে না দিলে, অথবা উক্ত ধারার ৭ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কোন প্রাপ্য দিতে, যে ব্যক্তি দায়ী তিনি তাহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষকে না দিলে, উক্ত কার্য্যকারক বা কার্য্যাধ্যক্ষ যে জিলায় উক্ত ব্যক্তি বাস করেন বা উক্ত প্রাপ্য টাকা দেয় হয় সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে এই আইনের দ্বিতীয় তফসিলের ৩ নম্বর পাঠে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কিন্তু যৎকালে মিয়াদ বিষয়ক যে আইন চলিত থাকে, তদ্দ্বারা যাহার বাধা হয়, এরূপ কোন প্রাপ্য সম্বন্ধে উক্তরূপ কোন নোটিস দেওয়া যাইবে না।

কোন কার্য্যাধ্যক্ষ ঐ নোটিস দিলে, তাহাতে আবেদনপত্রের ন্যায় সত্য পাঠ ও ইষ্টাম্প সংযোগ করিবার কথা।

(খ) কোন কার্য্যাধ্যক্ষ তদ্রূপ নোটিস দিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের আবেদনপত্রের সত্যপাঠ লিখন সম্বন্ধীয় বিধানমতে ঐ নোটিসে সত্য পাঠ লিখিবেন, এবং উক্ত নোটিসে যত টাকা লেখা থাকে তত্তুল্য টাকা আদায় করণার্থ আবেদনপত্র সম্বন্ধে আদালতের রসুম বিষয়ক প্রচলিত আইনমতে যত টাকার কোর্টফি দিতে হয় তত টাকার কোর্টফি দিতে হইবে।

ঐ নোটিস পাইলে কালেক্টর সাহেবের সার্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা।

(গ) উক্তরূপ নোটিস পাইলে, উক্ত প্রাপ্য যথার্থই আদায় করণ যোগ্য কালেক্টর সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তিনি এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ২ নম্বর পাঠে, যে বাকী টাকা দেওয়া যায় নাই স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিতে পারিবেন।

(ঘ) তদ্রূপ প্রত্যেক সার্টিফিকেটের প্রতি ৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

সার্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গেলে, ডিক্রীমত খাতকের নোটিস দিবার ও নোটিস জারী করা গেলে, সার্টিফিকেটক্রমে ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবার কথা।

১০ ধারা। ৫ কি ৭ কি ৯ ধারার বিধানমতে কোন কালেক্টর সাহেবের আফিসে কোন সার্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গেলে উক্ত কালেক্টর সাহেব ডিক্রীমত খাতককে ঐ সার্টিফিকেটের এক খণ্ড প্রতিলিপি ও এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৪ নম্বর পাঠে একখান নোটিস দিবেন। ঐ নোটিস জারী করা গেলে, উক্ত কালেক্টর সাহেবের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ডিক্রীমত খাতকের যে সকল স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৪ ধারার বিধানমতে ক্রোক করা গেলে যে প্রকারে ও যাদৃশ ফল সহ ঐ সমস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ হইত, ঐ সার্টিফিকেটের বলেও সেই প্রকারে ও তাদৃশ ফল সহ আবদ্ধ হইবে।

অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে গাঁথিয়া রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি পাঠাইবার ও তাহা গাঁথিয়া রাখা গেলে সার্টিফিকেটক্রমে ঐ জিলার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবার কথা।

ঐ সার্টিফিকেটের এক খণ্ড প্রতিলিপি অন্য কোন কালেক্টর সাহেবের আফিসে গাঁথিয়া রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ডাকযোগে পাঠান যাইতে পারিবে, এবং তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে ঐ সার্টিফিকেটক্রমে পূর্ব্বোক্তরূপ নোটিস জারী করা গেলে পর, শেষোক্ত কালেক্টর সাহেবের বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত উক্ত ডিক্রীমত খাতকের সমুদায় সম্পত্তিও উক্তরূপে আবদ্ধ হইবে।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট লেখা যায়, সেই ব্যক্তি স্বীয় অস্থাবর সম্পত্তি লুকাইবে বা স্থানান্তর করিবে বা বিক্রয়াদি করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মিলে কোন সময়ে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবার কথা।

১১ ধারা। ৭ ধারার ৭ প্রকরণের উল্লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য কোন স্থলে, যদি কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মে যে, ৫ কি ৭ কি ৯ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি আপনার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ লুকাইবে কি স্থানান্তর করিবে কি বিক্রয়াদি করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে এবং তন্নিবন্ধন উক্ত সার্টিফিকেটের লিখিত টাকা আদায় করিতে বিলম্ব কি বাধা হইবে, তাহা হইলে তিনি সার্টিফিকেট লিখিবার পর যে কোন সময়ে উক্ত ব্যক্তির সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে প্রকার বিধান আছে তদনুসারে

ও উক্ত আইনের ২৮৬ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ঐ ক্রোক করণ কার্য্য করিতে হইবে। ১২ ধারামতে আপত্তির দরখাস্ত দেওয়া না গেলে, অথবা তদ্রূপ দরখাস্ত দেওয়া গেলেও তাহার শুনানি হইয়া নিষ্পত্তি হইলে, ঐ সার্টিফিকেটের পরিশোধার্থ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

যে ব্যক্তির উপর ১০ ধারামত নোটিস জারী করা যায়, তাঁহার আপত্তির দরখাস্ত দিতে পারিবার কথা।

১২ ধারা। যে কোন ব্যক্তির উপর ১০ ধারামত নোটিস জারী করা যায়, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যে সার্টিফিকেট লিখিয়া গাঁথিয়া রাখা যায় তাহার সমস্ত কি কিয়দংশ টাকা দিতে আপনার দায় অস্বীকার করিলে, ঐ নোটিস জারী হইবার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা যে স্থলে তদ্রূপ নোটিস নিয়মিতরূপে জারী করা যায় নাই, সেই স্থলে উক্ত সার্টিফিকেট প্রবল করিবার কোন পরওয়ানা জারী হইবার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে যে কোন সময়ে যে কালেক্টর সাহেব ঐ সার্টিফিকেট লিখেন তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত দায় অস্বীকারকরণসূচক দরখাস্ত দিতে পারিবেন। ঐ দরখাস্ত এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৫ নম্বর পাঠে বা যতদূর সম্ভব তদ্রূপ পাঠে লিখিতে হইবে।

দরখাস্ত শুনিবার দিন ধার্য্যকরিবার ও কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তকারির দায় নিরূপণ করিবার ও তদন্তের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন২ বিধান বর্ত্তিবার কথা।

১৩ ধারা। উক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্ত শুনিবার দিন ধার্য্য করিবেন, এবং ঐ দিনে অথবা তাহা শুনিবার জন্য পরবর্ত্তি অন্য যে দিন স্থির করা যায়, সেই দিনে ঐ সার্টিফিকেটে যত টাকা লেখা থাকে তৎসমুদয়ের বা তাহার কোন অংশের নিমিত্ত দরখাস্তকারী দায়ী কিনা ইহা নিরূপণ করিবেন ও তদনুসারে উক্ত সার্টিফিকেট রহিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। উক্তরূপ কোন দরখাস্ত শুনিয়া নিষ্পত্তি করণার্থে তদ্রূপ প্রত্যেক কালেক্টর সাহেব সাক্ষিদিগকে সমন দিবার ও উপস্থিত করাইবার ও পরীক্ষা করিবার ও দলীল আনাইবার সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের সমুদয় বা কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন এবং এই সকল বিষয় সম্বন্ধে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে ২ বিধান আছে, এই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকারি কালেক্টর সাহেবের প্রতি সেই সেই বিধান বর্ত্তিবে।

দরখাস্তকারী দরখাস্তের খরচা দিবেন কালেক্টর সাহেবের এরূপ আদেশ করিতে পারিবার কথা।

কিরূপে খরচা আদায় করা যাইবে, তাহার কথা।

১৪ ধারা। দরখাস্তকারী উক্ত দরখাস্তের ও তাহার শুনানীর খরচা দিবেন,

কালেক্টর সাহেবের এরূপ আদেশ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে, এবং যখন কোন দরখাস্তকারী ঐ খরচা দিবেন কালেক্টর সাহেব কোনস্থলে এরূপ আদেশ করিলে, দরখাস্তকারী যদি ডিক্রীমত খাতক হন, ঐ খরচার টাকা সার্টিফিকেটের লিখিত টাকায় যোগ করা যাইবে, এবং তাহা তথায় প্রথমে লেখা থাকিলে যেরূপে আদায় করা যাইত সেইরূপে আদায় করা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কালেক্টর আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর প্রভৃতির প্রতি কালেক্টর সাহেবের দরখাস্ত বুঝিবার নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবার ও তাঁহাদের কালেক্টর সাহেবের মত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার কথা।

১৫ ধারা। জিলার কালেক্টর সাহেব আপনার অধীন কোন ডেপুটী কালেক্টর কি আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের হস্তে ১২ ধারার লিখিত দরখাস্ত সমর্পণ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে উক্ত ডেপুটী কালেক্টর বা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বা অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর ঐ দরখাস্ত শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন উক্ত দরখাস্ত যে কোন ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের হস্তে সমর্পণ করা যায়, তৎপ্রতি ১৩ ও ১৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ডেপুটী কালেক্টর আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর প্রভৃতির নিকট হইতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে ও কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল করিবার ও জারীকার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা।

১৬ ধারা। ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের আজ্ঞার উপর আপীল আজ্ঞা করিবার পর পোনের দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, এবং কালেক্টর সাহেবের মূলআজ্ঞার উপর আপীল আজ্ঞা করিবার পর এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। আপীলী কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিলে (স্থলান্তরে নহে) যাবৎ উক্ত আপীলের নিষ্পত্তি না হয় আজ্ঞা জারী স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

সংশোধনের ক্ষমতার কথা।

১৭ ধারা। কোন ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল করিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু কমিশ্যনর সাহেব কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের আজ্ঞা সংশোধন করিতে পারিবেন।

নোটিস দিবার একমাস পরে অথবা আপত্তির দরখাস্তের নিষ্পত্তি হইলে,
সার্টিফিকেট প্রবল করিবার কথা।

১৮ ধারা। ১০ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারী করিবার পর একমাস গত হইলে, অথবা যদি ১২ ধারার উল্লিখিত দরখাস্ত দেওয়া যায়, তবে ঐ দরখাস্ত শুনা গিয়া নিষ্পত্তি হইলে, ৫ কি ৭ কি ৯ ধারার বিধানমতে লিখিত সার্টিফিকেট প্রবল ও জারী করা যাইতে পারিবে।

টাকার ডিক্রীর ন্যায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের
বিধানমতে সার্টিফিকেট প্রবল করিবার কথা।

১৯ ধারা। টাকার ডিক্রী প্রবল ও জারী করণার্থে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বা যে কোন পন্থা ও উপায় উল্লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সকল বা তাহার কোন পন্থা ও উপায় অবলম্বন করিয়া উক্ত সার্টিফিকেট প্রবল ও জারী করা যাইতে পারিবে, এবং উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনে ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় সম্বন্ধে; ও উক্ত আইনের ৩০৫, ৩২০, ৩২২ ও ৩২৩ ধারার বিধানমতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় ভিন্ন অন্য প্রকারে ডিক্রীর টাকা তুলিবার সম্বন্ধে; ও টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ধৃতকরণ সম্বন্ধে; ও কারাদণ্ড দ্বারা ডিক্রীজারী করণ সম্বন্ধে; ও যোত্রহীন ডিক্রীমত খাতকদের সম্বন্ধে, ও ক্রোককৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত দাওয়ার সম্বন্ধে, ও ডিক্রী জারী করণের বাধা দিবার সম্বন্ধে, ও যে আদালত ডিক্রী দিলেন সেই আদালতের এলাকার বাহিরে ডিক্রীজারী করণ সম্বন্ধে,

যে সকল রীতির ও কার্য্যপ্রণালীর বিধান আছে, উক্ত সার্টিফিকেট প্রবল করণার্থ ও তৎক্রমে প্রাপ্য টাকা আদায় করণার্থ যে জারি করণের পরওয়ানা দেওয়া যায় তাহার প্রতি সেই সকল রীতি ও কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তিবে। প্রভেদ এই যে ঐ আইনে যে২ কর্ম্ম ও ক্ষমতা ও শক্তি আদালতের প্রতি অর্পিত বা প্রদত্ত হইয়াছে, যে কালেক্টর সাহেবের আফিসে ঐ সার্টিফিকেট, অথবা উক্ত আইনের ২২৩ ধারার বিধানমতে জারী করণার্থে প্রেরিত ঐ সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি গাঁথিয়া রাখা যায়, তিনি সেই২ ক্ষমতা ও শক্তিক্রমে সেই২ কর্ম্ম করিবেন। কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে, যোত্রহীন ডিক্রীমত খাতকদের সম্বন্ধীয় বিধান সম্পর্কে না হইলে কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন ডেপুটী কালেক্টর বা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বা অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনর উক্ত রূপ কোন ক্ষমতা ও শক্তিক্রমে তদ্রূপ কোন কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

উপযুক্ত আদালতে সার্টিফিকেট অসিদ্ধ করা গেলে, স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়
অসিদ্ধ হইতে পারিবার কথা।

২০ ধারা। ১৮ ধারার বিধানমতে কোন সার্টিফিকেট জারীকরণক্রমে কোন

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা গেলে, যদি উপযুক্ত আদালতে পরে ঐ সার্টিফিকেট অসিদ্ধ করা যায়, তবে উক্ত আদালত উক্ত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, এবং যে স্থলে তদ্রূপ বিক্রয় অসিদ্ধ করা যায়, সেই স্থলে উক্ত আদালত যেরূপ উচিত বোধ করেন, সুদ সহিত বা সুদ বিনা ক্রয়ের টাকা ক্রেতাকে ফিরাইয়া দিবার আদেশ করিবেন, কিন্তু উক্ত সার্টিফিকেট অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহাতে ক্রেতাকে এক পক্ষ করা বা এক পক্ষ স্বরূপ যোগ করা না গেলে, ঐ বিক্রয় উক্তরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না।

সার্টিফিকেটের রেজিষ্টর কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাখিবার ও আট আনা ফী দিলে তাহা দেখিতে পাইবার কথা।

২১। রেবিনিউ বোর্ড সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন সেই পাঠে কালেক্টর সাহেব আপন আফিসে একখান রেজিষ্টর রাখাইবেন, এবং এই আইনমতে লিখিত যে প্রত্যেক সার্টিফিকেট বা তাহার প্রতিলিপি তাঁহার আফিসে গাঁথিয়া রাখা যায়, তাহার বিশেষ বিবরণ ঐ রেজেষ্টরে লিখাইবেন। যে কয়েক ঘণ্টা আফিস খোলা থাকে সেই সময়ে ঐ রেজিষ্টর কেহ দেখিতে চাহিলে দেখিতে পাইবেন, এবং দেখিবার নিমিত্ত আট আনা ফী অথবা আট আনার অনধিক যে ফী বোর্ড নির্দ্দিষ্ট করেন সেই ফী দিতে হইবে।

সার্টিফিকেটমত দেনা টাকা কিস্তি করিয়া দিতে পারিবার ও কিস্তের টাকা প্রদান রেজেষ্টরে লিখিবার কথা।

২২ ধারা। (ক) যে কালেক্টর সাহেব সার্টিফিকেট লিখেন তিনি আদেশ করিলে সার্টিফিকেটমত দেনা টাকা কিস্তি করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন কিস্তির টাকা দেওয়া গেলে, সেই কথা ২১ ধারার উল্লিখিত রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে।

সমুদায় টাকা পরিশোধ হইলে, পরিশোধের কথা সার্টিফিকেটের উপর ও রেজিষ্টরে কালেক্টর সাহেবের লিখিবার কথা।

(খ) সার্টিফিকেটমত সমুদয় দেনা টাকা দেওয়া ও পরিশোধ করা গেলে, যে কালেক্টর সাহেবের আফিসে ঐ সার্টিফিকেট প্রথমে গাঁথিয়া রাখা যায় তিনি সার্টিফিকেটের উপর টাকা পরিশোধ হইবার কথা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন; এবং ২১ ধারার উল্লিখিত রেজিষ্টরেও ঐ কথা লিখাইবেন।

অন্য যে কালেক্টর সাহেবের আফিসে সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি গাঁথিয়া রাখা গিয়াছে, তাঁহাকে পরিশোধের বিবরণ জানাইবার কথা।

(গ) ঐ সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি অন্য কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকিলে, অথবা কালেক্টর সাহেব ভিন্ন অন্য কোন রাজকীয় কার্য্য-

কারকের স্থানে কি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত কোন কার্য্যাধ্যক্ষের স্থানে নোটিস পাইয়া ৯ ধারার বিধানমতে ঐ সার্টিফিকেট লিখিত হইয়া থাকিলে, ঐ সার্টিফিকেটের কথা সেই অন্য কালেক্টর সাহেবকে বা সেই কার্য্যকারককে বা কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে।

সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যায় তিনি যে টাকা আদায় করেন তাহা সার্টিফিকেটলেখক কালেক্টরের নিকট পাঠাইবার কথা।

(ঘ) যে সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়া তাঁহার আফিসে গাঁথিয়া রাখা যায়, সেই সার্টিফিকেট সম্পর্কীয় কোন টাকা আদায় করিলে বা পাইলে তিনি যে আফিসে ঐ সার্টিফিকেট প্রথমে লিখিত হয় সেই আফিসে ঐ টাকা পাঠাইবেন।

এই আইনমতে কর্ম্ম করিবার সময়ে কালেক্টর, ডেপুটী কালেক্টর আসিষ্টান্ট কমিশনর, অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট কমিশনর ও রাজকীয় কার্য্যকারক বিচারস্বরূপ কার্য্য করিতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

২৩ ধারা। প্রত্যেক কালেক্টর সাহেব ও ডেপুটী কালেক্টর ও আসিষ্টান্ট কমিশনর ও অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট কমিশনর ও ৯ ধারার উল্লিখিত প্রত্যেক রাজকীয় কার্য্যকারক, এই আইনমতে কর্ম্ম করিবার সময়ে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের অভিপ্রায় মত বিচারক স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই আইনমতে আপনং কর্ম্ম করিবার সময়ে কালেক্টর প্রভৃতি কমিশনরদের ও বোর্ডের তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্বের অধীন হইবার কথা।

২৪ ধারা। সমুদয় কালেক্টর সাহেব ও ডেপুটী কালেক্টর ও আসিষ্টান্ট কমিশনর ও অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট কমিশনর, এই আইন মতে আপনং কর্ম্ম করিবার সময়ে, কমিশনরদের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্বের অধীন হইবেন।

প্রথম তফসীল।—৩ ধারা দেখ।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত আইন।	

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৬২ সা ৮ আ	বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অধীনদেশে জমিদারী ডাকের সুনিয়ম করিবার আইন।	৯ ধারা " ও সেই দ্বিগুণ টাকা " অবধি "আদায় হইবে" পর্য্যন্ত।
১৮৭৮ সা ৭ আ	ভূমির বাকী রাজস্ব এবং রাজকীয় যে প্রাপ্য ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে সেই প্রাপ্য আদায় করিবার অধিক বিধান করণার্থ আইন।	১ ধারায় "রাজকীয় প্রাপ্য যে বাকী' এই কথা হইতে আরম্ভ করিয়া ধারার শেষ পর্য্যন্ত। ২ ধারায় "পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে সার্টিফিকেট অনুযায়ী কার্য্য সাধনের বল ও শক্তিক্রমে যে বিক্রয় হইতে পারে তদ্ভিন্ন" এই এই কথা। ৬ ধারায় "কি ব্যক্তিদের" "কি কোন দাওয়ার টাকা" "কিম্বা উক্ত দাবি ব্যক্তিদিগকে" "কি ব্যক্তিদের" "কি অন্য টাকা" "কি অন্য টাকার" এই এই কথা। ১৫, ১৬, ১৭, ৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ ধারা।
১৮৭৩ সা ৬ আ	বাঁধের ও পয়নালার বিধান বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন।	৫০ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা হইতে আরম্ভ করিয়া "বিধানমতে" এই কথা পর্য্যন্ত।
১৮৭৫ সা ১ আ	গবর্ণমেণ্টের মহালের বাকী আদায় করিবার নিমিত্ত আইন।	সমুদয় আইন।
১৮৭৫ সা ৪ আ	বিগত দুর্ভিক্ষ জন্য কার্য্য করণ কালে গবর্ণমেণ্ট যাহা ধার দিলেন তাহার পাওনা টাকা সরাসরী মতে আদায় করণার্থ আইন।	১ ধারায় "বঙ্গদেশীয় ১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "মর্ম্মানুযায়ি" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও ঐ আইনে" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৭৫ সা ৫ আ	ভূমি জরীপ করিবার ও সীমার চিহ্ন দিবার বিধান করণার্থ আইন।	৫৭ ধারার "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "২ ধারামত" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও তদ্রূপে" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।
১৮৭৬ সা ৩ আ	বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন প্রদেশে জল সেচনের বিধান করণার্থ আইন।	৪২ ধারায "ভূমির বাকী রাজস্ব' অবধি "১ ধারার বিধানমত" এই কথা পর্য্যন্ত। ৭৩ ধারায "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "তাহার বিধান মত" এই কথা পর্য্যন্ত। ৮৫ ধারায "১৮৬৮ সালের' এই কথা অবধি "বিধানমতে" এই কথা পর্য্যন্ত।
১৮৭৬ সা ৭ আ	রাজস্বদায়ী ও নিষ্কর ভূমি ও ভূম্যধিকারিদের ও কার্য্যাধ্যক্ষদের নাম রেজিষ্টরী করিবার বিধান করণার্থ আইন।	৮২ ধারায "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "১ ধারামত" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও তদনুসারে" অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।
১৮৭৬ সা ৮ আ	মহাল বণ্টন করিবার সুবিধান করণার্থ আইন।	১৩৮ ধারায "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "১ ধারামত" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও তদনুসারে" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।
১৮৭৮ সা ৭ আ	বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে আবকারী রাজস্ব বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।	৩৬ ধারায "কিম্বা ১৭৬৮ এই কথা অবধি "কার্য্য প্রণালীমতে"এই কথা পর্য্যন্ত।
১৮৭৯ সা ৯ আ	কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইন।	৬৩ ধারা।
	বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা।	

নাম ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৭৯৪ সা ৩ আ	কোনং বিশেষ ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য ভূম্যধিকারিদিগকে মালগুজারীর বাকীর কারণ কয়েদ না করণের এবং সেই বাকী যে প্রকারে তহসীলদারেরা তলব করিবেন তাহার বিবরণের এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তরফ এদেশীয় আমলারা সরকারের মালগুজারীর টাকা যাহা তসরূপ করে ও যেং কাগজপত্র তাহাদিগের স্থানে রহে তাহা বুঝিয়া লওনের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবদিগের শক্তি অর্পণাদির আইন।	১২ ধারা। ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ ধারা যতদূর গবর্ণমেণ্টের টাকা আদায় করণের সহিত সম্পর্ক রাখে, ততদূর।

দ্বিতীয় তপসীল।

১ নম্বর পাঠ (৫ ধারা দেখ)

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্বের যে সার্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা যায়।

সার্টিফিকেটের নম্বর।	খাতকের নাম।	খাতকের ঠিকানা।	যত টাকী রাজস্বের নিমিত্ত সার্টিফিকেট লেখা গেল, এবং যত কালের বাকী	যে মহাল বা জমা-র্জের নিমিত্ত রাজস্ব বাকী পড়ে।

আমি এতদ্বারা এই সার্টিফিকেট দিতেছি যে উক্ত অমুকের স্থানে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের উপরি লিখিত এত টাকা পাওনা আছে।

১৮ সাল তা°

ক, খ,

অমুক জিলার কালেক্টর।

---

২ নম্বর পাঠ (৭ ও ৯ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকার যে সার্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা যায়।

সার্টিফিকেটের নম্বর।	খাতকের নাম।	খাতকের ঠিকানা।	রাজকীয় যত প্রাপ্য নিমিত্ত সার্টিফিকেট লেখা গেল	যে রাজকীয় প্রাপ্য নিমিত্ত এই সার্টিফিকেট লেখা গেল তাহার বিশেষ বিবরণ ; এবং যে রাজকীয় কার্য্যকারকের (বা কার্য্যাধ্যক্ষের ও যে মহালের নিমিত্ত) পাওনা।

আমি এতদ্বারা এই সার্টিফিকেট দিতেছি যে উক্ত অমুকের স্থানে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের (অথবা আসন্নবন্ধু অমুকের

সহযোগে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অনুপালিত অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা শিশু অমুকের) উপরি লিখিত এত টাকা পাওনা আছে।

১৮ সাল তাং ক, খ,

অমুক জেলার কালেক্টর।

---

৩ নম্বর পাঠ (৯ ধারা দেখ।)

প্রাপ্যের নোটিস।

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

খাতকের নাম।	খাতকের ঠিকানা।	রাজকীয় যত প্রাপ্য নিমিত্ত নোটিস দেওয়া গেল।	যে প্রকারের রাজকীয় প্রাপ্য নিমিত্ত এই নোটিস দেওয়া গেল।

উক্ত শ্রীঅমুকের স্থানে এই বিষয় উপলক্ষে উপরি লিখিত এত টাকা পাওনা আছে। অদ্য অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এই সার্টিফিকেট দেওয়া গেল। ক খ

৪ নম্বর পাঠ (১০ ধারা দেখ।)

নোটিস।

শ্রী অমুক (এই খানে ডিক্রীমত খাতকের নাম দিবে)

সমীপেষু।

তোমাকে এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৮০ সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানমতে অদ্য আমি তোমার বিরুদ্ধে অমুক হিসাবে তোমার স্থানে পাওনা এত টাকার সার্টিফিকেট লিখিয়াছি, এবং ঐ সার্টিফিকেট এই আফিসে গাঁথাইয়া রাখা গিয়াছে। যদি তুমি উক্ত টাকা দিতে তোমার দায়িত্ব অস্বীকার কর, উক্ত সার্টিফিকেট কেন জারী করা যাইবে না ত্রিশ দিনের মধ্যে ইহার কারণ দেখাইতে পার, ত্রিশ দিনের মধ্যে তুমি কারণ দেখাইতে ত্রুটি করিলে, অথবা যথোপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, যদি ঐ টাকা এই আফিসে না দাও, তবে উক্ত টাকার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী হইলে যেরূপে হইত সেই রূপে ঐ

সার্টিফিকেট ভারী হইবে। তোমাকে এতদ্বারা নিষেধ করা যাইতেছে যে, যাবৎ উক্ত টাকা দেওয়া না যায়, তাবৎ তোমার স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় বা দান বা বন্ধকদ্বারা বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

উল্লিখিত সার্টিফিকেটের এক খণ্ড প্রতিলিপি এতৎসঙ্গে দেওয়া গেল।

ক, খ,

১৮ সাল তাং

অমুক জিলার কালেক্টর।

---

৫ নম্বর পাঠ (১২ ধারা দেখ।)

শ্রীযুত অমুক জিলার কলেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী অমুক সাং অমুক দরখাস্ত পত্রমিদং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৮০ সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধান মতে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে আপনার আফিসে এত টাকার এত নম্বরের সার্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গিয়াছে।

সসম্ভ্রমে দরখাস্তকারির বক্তব্য এই যে, সে উক্ত টাকা দিতে দায়ী নহে (অথবা, কিয়ৎ পরিমাণ দায় স্বীকার করা গেলে, সে এত টাকার অধিক টাকা দিতে দায়ী নহে।) দায়ী নহে কেন তাহার হেতু নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।—

উপরি লিখিত বৃত্তান্ত দরখাস্তকারির জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

এজন্য সসম্ভ্রমে দরখাস্তকারির প্রার্থনা এই যে উক্ত সার্টিফিকেট অসিদ্ধ (বা পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত) করিতে আজ্ঞা হয়।

ডবলিউ, ই এচ, ফর্সাইথ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

সম্পূর্ণ।

১৮৬৯ সালের ৮ আইন।

ভূম্যধিকারির ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিবার আইন।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসের ২১ তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত মান্যবরের নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করিলেন, এবং ১৮৬৯ সালের অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি হওয়াতে তাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত প্রদেশে ভূম্যধিকারিদের ও প্রজাদের মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

কালেক্টর শব্দের অর্থ।

১ ধারা। এই আইনের অর্থকরণে " কালেক্টর " এই শব্দের মধ্যে শাখা খণ্ডের অধ্যক্ষতার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর কি জিলার কালেক্টর সাহেবের কি শাখা খণ্ডের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কর্ম্মকারী অন্য কার্য্যকারকের যে খ্যাতি হউক তিনিও গণ্য ইতি।

রাইয়তের পাট্টা পাইবার অধিকারের কথা।

২ ধারা। কোন রাইয়তের ভোগ কি চাষ করা ভূমির খাজানা যে ব্যক্তিকে দিতে হয় তাহার স্থানে সেই রাইয়তের পাট্টা পাইবার অধিকার আছে। ঐ পাট্টাতে এইং বিশেষ কথা লিখিতে হইবে যথা,

ভূমির পরিমাণ ও সীমা। ও গবর্ণমেণ্টের জরিপী কার্য্যমতে ক্ষেত্রের নম্বর দেওয়া গেলে প্রত্যেক ক্ষেত্রের নম্বর।

সালিয়ানা যত খাজানা।

যেং কিস্তি করিয়া খাজানা দিতে হইবে।

ও পাট্টার কোন বিশেষ নিয়ম থাকিলে তাহা।

খাজানা নগদ না দিয়া যদি শস্য দিতে হয়, তবে যত শস্য যে সময়ে যে প্রকারে দিতে হইবে এই সকল কথা ইতি।

যে রাইয়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে তাহাদের পাট্টা পাইবার কথা।

৩ ধারা। এই আইন কোন প্রদেশে বর্ত্তে সেই প্রদেশে খাজানার অবধারিত

যে হার ঐ প্রদেশের চিরকালীন বন্দোবস্তের সময় অবধি পরিবর্ত্তন না হইয়া চলিতেছে, সেই হারে যে রাইয়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সেই হারানুসারে পাট্টা পাইবার অধিকার আছে ইতি।

বিংশ বৎসর অবধি খাজানা পরিবর্ত্তন না হইলে যে অনুভব হয় তাহার কথা।

৪ ধারা। উক্ত প্রদেশের মধ্যে কোন রাইয়ত যে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে এই আইনমত মোকদ্দমার আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ খাজানা বিশ বৎসর অবধি পরিবর্ত্তন হয় নাই, মোকদ্দমায় ইহার প্রমাণ হইলে ঐ ভূমি চিরকালীন বন্দোবস্তের সময় অবধি সেই খাজানায় ভোগ হইয়া আসিতেছে এমত অনুভব হইবে, কিন্তু ইহার বিপরীত দর্শান গেলে কি ঐ খাজানা ঐ বন্দোবস্তের সময়ের পর নির্দ্ধার্য্য হইল ইহার প্রমাণ হইলে সেই অনুভব হইবে না ইতি।

যে রাইয়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ না করিয়াও দখল করিবার স্বত্ব পায় তাহাদের পাট্টা পাইবার কথা।

৫ ধারা। যে রাইয়তদের দখল করিবার স্বত্ব থাকে কিন্তু ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার লিখনমতে অবধারিত হারে ভোগ না হয়, তাহাদের উপযুক্ত ও ন্যায় হারানুসারে পাট্টা পাইবার অধিকার আছে। এই বিষয়ের বিবাদ হইলে রাইয়ত পূর্ব্বে যে হারে খাজানা দিত তাহাই উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান হইবে। কিন্তু যদি কোন পক্ষ এই আইনের বিধানমতে মোকদ্দমা করিয়া ইহার বিপরীত দর্শায়, তবে তদ্রূপ জ্ঞান হইবে না ইতি।

রাইয়ত বারো বৎসর অবধি ভূমি চাষ কি ভোগ করিলে তাহার দখল করিবার স্বত্বের কথা।

৬ ধারা। কোন রাইয়ত বারো বৎসর কোন ভূমি চাষ কি ভোগ করিলে, পাট্টাক্রমে বা পাট্টা ভিন্ন ঐ ভূমি ভোগ করিলেও যত কাল ঐ ভূমির খাজানা দিয়া থাকে তত কাল সেই চাষ কি ভোগকরা ভূমিতে তাহার দখলের স্বত্ব থাকিবে। কিন্তু ভূম্যধিকারির কি তালুকদারের খামার কি নিজ জোত কি সেরি জমি মিয়াদি পাট্টাক্রমে কি সালিয়ানা করারে খাজানা করিয়া দেওয়া গেলে তাহার প্রতি এই বিধি খাটিবে না, ও যে রাইয়তের দখল করিবার স্বত্ব থাকে সে যদি কোন মিয়াদে কি সালিয়ানা করারে ভূমি খাজানা করিয়া দেয়, তবে প্রকৃত চাষীর সম্পর্কে ঐ ভূমির উপর এই বিধি খাটিবে না। পিতার কি অন্য ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইয়া রাইয়ত ভোগ করিলে তাহাদের সেই জোত এই ধারার অর্থের মধ্যে ঐ রাইয়তেরই জোত জ্ঞান হইবে ইতি।

করার লিখিয়া দেওয়া গেলে তাহার নিয়ম রক্ষা করিবার কথা।

৭ ধারা। ভূম্যধিকারির ও রাইয়তের মধ্যে যদি লেখা পড়া হইয়া ভূমির চাষ করিবার কোন নিয়ম নিরূপণ হইয়া থাকে, তবে সেই নিয়মপত্রে ইহার পূর্ব্বে

ধারার বিপরীত কোন স্পষ্ট নিয়ম থাকিলে ঐ ধারার কোন কথাতে সেই নিয়মের হানি হইবে না ইতি।

যেং রাইয়তদের দখল করিবার স্বত্ব নাই তাহাদের পাট্টার কথা।

৮ ধারা। যে রাইয়তদের দখল করিবার স্বত্ব নাই তাহাদের খাজানা যে ব্যক্তিকে দিতে হয়, তাহার সঙ্গে খাজানার যে হারের নিয়ম করা যায়, কেবল সেই হারানুসারে তাহাদের পাট্টা পাইবার অধিকার আছে ইতি।

পাট্টা পাইবার মোকদ্দমার বিচার কালে পাট্টার মিয়াদের বিষয়ে অনৈক্য হইলে আদালতের সেই মিয়াদ নিরূপণ করিবার কথা ও উপবিধি।

৯ ধারা। যে রাইয়তের দখল করিবার স্বত্ব থাকে সে পাট্টা পাইবার জন্য মোকদ্দমা করিলে, ঐ পাট্টা যত কালের নিমিত্তে দিতে হইবে, মোকদ্দমার বিচার কালে যদি এই বিষয়ে উভয় পক্ষের এক মত না হয়, তবে ব্যাপার বিবেচনায় যে মিয়াদ ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ হয়, আদালত এমত মিয়াদ নির্দ্ধার্য্য করিবেন; কিন্তু কোন স্থলে দশ বৎসরের অধিক মিয়াদ হইবে না। এবং চিরকালীন বন্দোবস্তের মহাল না হইলে মহালের স্বামী গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যত কালের নিয়ম করিয়াছেন ঐ পাট্টার মিয়াদ তদতিবাহিত হইবে না। আরো প্রতিবাদী ইজারদার কিম্বা ভূমিতে কিয়ৎকালীন সম্পর্ক প্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে, ঐ সম্পর্ক যত কাল বর্ত্তে পাট্টার মিয়াদ তাহার অতিবাহিত হইবে না। যে কৃষকদের দখল করিবার স্বত্ব নাই, তাহাদের পাট্টার মিয়াদ ভূমির খাজানা লইবার স্বত্ববান ব্যক্তির ইচ্ছামতে ধরা যাইবে ইতি।

যাহারা পাট্টা দেয় তাহাদের কবুলিয়ৎ পাইবার অধিকারের কথা।

১০ ধারা। কোন ব্যক্তি যাহাকে পাট্টা দেয় তাহার স্থানে তাহার ঐ পাট্টার নিয়ম অনুযায়ী কবুলিয়ত পাইবার অধিকার আছে। রাইয়তের তদ্রূপ পাট্টা পাইবার অধিকার থাকে, তাহাকে তদ্রূপ পাট্টা দেওয়া গেলে তাহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দিতে হয়, রাইয়তের স্থানে সেই ব্যক্তির কবুলিয়ত পাইবার অধিকার আছে ইতি।

খাজানার অধিক টাকা লইবার কি কবজ না দিবার ক্ষতিপূরণের ও কবজ লিখিবার পাঠের কথা।

১১ ধারা। কোন কোরপা প্রজার কি রাইয়তের পাট্টাতে যত খাজানা লেখা আছে কি এই আইনের বিধানমতে তাহার যত দিতে হয়, যদি বলপূর্ব্বক আবওয়াব বলিয়া কি অন্য কোন ছলে তাহার অধিক লওয়া যায়, ও কোরপা প্রজা কি রাইয়ত কি চাষী খাজানা বলিয়া যে টাকা দিয়াছে যদি তাহাকে সেই টাকার কবজ না দেওয়া যায়, তবে যত টাকা বলপূর্ব্বক লওয়া গেল কি খাজানার যত

টাকা দেওয়া গেল, যে ব্যক্তি খাজানা পাইয়া থাকে তাহার স্থানে প্রজার হানিপূরণ স্বরূপ ঐ টাকার দ্বিগুণ পাইবার অধিকার আছে। যে সালের কি যেং সালের খাজানার কবজ দেওয়া যায়, তাহা বিশেষ করিয়া ঐ কবজে লিখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া লিখিতে স্বীকার না করা, কবজ না দিবার তুল্য জ্ঞান হইবে ইতি।

খাজনা নিষ্পত্তি করিবার জন্যে কি অন্য কোন কারণে ভূম্যধিকারির বল ক্রমে প্রজাকে আনাইতে না পারিবার কথা। এই আইনমতে খাজানাআদায় করিবার কথা।

১২ ধারা। খাজানা নিষ্পত্তি করিবার জন্য কি অন্য কোন কারণে ইহার পূর্ব্বে কোন সময়ে জমিদারদের ও অন্য ভূম্যধিকারিদের প্রজাদিগকে বলক্রমে আনাইবার যে ক্ষমতা ছিল তাহা রহিত করা গেল। এই আইনের বিধানমতে মোকদ্দমা করিয়া কি ক্রোক করণ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের পাওনা খাজানা আদায় করিবার যে উপায়ের অনুমতি হইয়াছে তদ্ভিন্ন তাহাদের প্রতি অন্য উপায়ে বলপূর্ব্বক খাজানা আদায় করিতে নিষেধ আছে ইতি।

প্রজাকে আটক করিয়া খাজানা আদায় করিলে হানিপূরণের কথা।

১৩ ধারা। খাজানা আইনমতে পাওনা হইলে বা না হইলেও যদি কোরপা প্রজাকে কি রাইয়তকে বে আইনীমতে কয়েদ করিয়া কি অন্য কোন প্রকারে আটক রাখিয়া তাহার স্থানে খাজানার টাকা আদায় করা যায়, তবে সেই প্রকারে ভয় জন্মাইয়া টাকা লওয়াতে ঐ প্রজার কি রাইয়তের যত হানি হইল, সেই ক্ষতিপূরণের জন্যে দুই শত টাকার অনধিক যত টাকা উপযুক্ত বোধ হয়, ঐ প্রজা কি রাইয়ত নালিশ করিয়া তত টাকা পাইতে পারিবে। যে ব্যক্তি ভয় দেখাইয়া সেই প্রকারে টাকা লয় আইনমতে তাহার অন্য যে দণ্ড কি অর্থদণ্ড হইতে পারে, এই ধারামতে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা হইলেও তাহার সেই দণ্ডের বাধা কি ব্যতিক্রম হইবে না ইতি।

লেখাপড়া না করিয়া কিম্বা লেখাপড়ার মিয়াদ ফুরাইলেও রাইয়ত দখল করিতে থাকিলে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইবার কথা।

১৪ ধারা। যদি কোন কোরপা প্রজা কি রাইয়ত পাট্টা ভিন্ন ভূমি ভোগ কি চাষ করে কি পাট্টা থাকিলেও যদি পাট্টার মিয়াদ নিরূপণ না হয় কি পাট্টার সময় অতীত হয় কি যে তালুকের কি মহালের অন্তর্গত ভূমি ভোগ কি চাষ করে তাহা বাকী খাজানার কি রাজস্বের নিমিত্তে নীলাম হওয়াতে যদি ঐ পাট্টা রহিত হইয়া নূতন পাট্টা করা না যায়, তবে তৎপূর্ব্ব সালে সেই ভূমির যত খাজানা দিতে হইয়াছিল, ঐ প্রজার তদধিক দিবার দায় হইবে না। কিন্তু তৎপর সালে

তাহার মত খাজানা দিতে হইবে ও যে কারণে খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া হয়, ঐ কোরপা প্রজাকে কি রাইয়তকে এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া দেওয়া গেলে খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। যেং জিলায় কি জিলার যেং অংশে ফসলী সন চলে, সেইং স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসে কি তৎপূর্ব্বে, ও যেং জিলায় কি জিলার যে অংশে বাঙ্গলা সন চলে তথায় পৌষ মাসে কি তৎপূর্ব্বে ঐ নোটিস দিতে হইবে। যে ব্যক্তি খাজানা পাইয়া থাকে সে সাদা কাগজে প্রার্থনা করিলে ভূমি যে কালেক্টর সাহেবের এলাকায় থাকে, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সেই নোটিস কোরপা প্রজার কি রাইয়তের নিজ হাতে দিতে পারিলে দেওয়া যাইবে। কোন কারণে তাহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাহার নিয়ত বাসস্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। ভূমি যে জিলার অন্তর্গত হয়, সেই জিলার মধ্যে তাহার তদ্রূপ বাসস্থান না থাকিলে সেই নোটিস দিবার নিয়ম এই। ঐ ভূমির মালকাছারীতে কি অন্য প্রকাশ্য স্থানে কি গ্রামের চৌকি কি চৌপালে কি ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের অন্য প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

খাজানা বৃদ্ধি হইলে আপত্তি করিবার নিয়মের কথা।

১৫ ধারা। কোন কোরপা প্রজাকে কি রাইয়তকে সেই রূপ নোটিস দেওয়া গেলে, সে অত্যধিক খাজানার দাওয়া হইয়াছে বলিয়া পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে নালিশ করিয়া, অথবা ঐ অধিক খাজানার বাকীর জন্য তাহার নামে মোকদ্দমা হইলে সেই মোকদ্দমার উত্তর করিয়া আপনার উপর ঐ দাওয়ার বিপক্ষতা করিতে পারিবে ইতি।

মফঃসলী তালুকদার প্রভৃতি চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের কালাবধি পরিবর্ত্তন না হইয়া অবধারিত খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিলে খাজানা বৃদ্ধি না হইবার কথা।

১৬ ধারা। এই আইন যে প্রদেশে বর্ত্তে তন্মধ্যে মফঃসলী তালুকদার, কি জমিদারের ও চাষির মধ্যবর্ত্তী অন্য কোন ব্যক্তি ভূমিতে হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা সহিত চিরকালীন সম্পর্ক প্রাপ্ত হইয়া, যদি সিথাদী পাট্টাভিন্ন চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই এমত অবধারিত জমা দিয়া আপন তালুক কি ভূমি ভোগ করিয়া আইসে, তবে ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারাতে কি অন্য কোন আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও তাহার ঐ খাজানার কিছুই বৃদ্ধি হইতে পারিবে না ইতি।

তালুকদারপ্রভৃতির খাজানা বিশ বৎসর অবধি পরিবর্ত্তন না হইলে চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের কালাবধি সেই খাজানাতে ভোগ হওয়া আপাততঃ প্রমাণ হইবার কথা।

১৭ ধারা। উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত কোন তালুক কি অন্য ভূমি যে খাজানা দিয়া ভোগ হইতেছে, তাহা এই আইনমত কোন মোকদ্দমার আরম্ভের পূর্ব্বে বিশ

বৎসর অবধি পরিবর্ত্তন হয় নাই, মোকদ্দমায় এই কথার প্রমাণ হইলে, সেই তালুক কি ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালাবধি সেই খাজানাতে ভোগ হইয়া আসিতেছে এমত অনুভব হইবে। কেবল তাহার বিপরীত কথা দর্শান গেলে কি ঐ বন্দোবস্তের কালের পরে ঐ জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল ইহার প্রমাণ করা গেলে ঐ অনুভব হইবে না ইতি।

দখল করিবার অধিকার প্রাপ্ত প্রজার খাজানা যেং কারণে বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার কথা।

১৮ ধারা। যে প্রজার দখল করিবার স্বত্ব থাকে, সে পূর্ব্বে যে খাজানা দিত কেবল নিম্নলিখিত কারণে তাহার বৃদ্ধি হইতে পারিবে অর্থাৎ—

যে খাজানা দেয় তাহা পার্শ্বস্থ জমির খাজানার কম।

ঐ প্রজা যত খাজানা দেয়, চারিপার্শ্বস্থ সেই প্রকারের ও ফলজনক তত্তুল্য উপাধবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্তে সেই শ্রেণীর প্রজারা অধিক দেয়, এই কারণে,

রাইযতের উদ্যোগ ভিন্ন ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া,

রাইযতের পরিশ্রম কি খরচভিন্ন শস্যের মূল্য কি ভূমির শস্য উৎপন্ন করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে এই কারণে,

রাইযত যত জমির খাজানা দেয় তাহার অধিক দখল করণ।

রাইযত পূর্ব্বে যত জমির খাজানা দিত তাহার মাপ হইয়া প্রমাণ হইল যে অধিক ভূমি ভোগ করিতেছে এই কারণে ইতি।

প্রজা যে স্থলে খাজানা কম করিবার দাওয়া করিতে পারে তাহার কথা।

১৯ ধারা। যে প্রজার দখল করিবার স্বত্ব থাকে, যদি সিকস্তি প্রভৃতি দ্বারা তাহার ভূমি কম হইয়া থাকে, কি রাইযত যাহার বশ্য করিতে পারে নাই এমত কারণে শস্যের মূল্য কি শস্য উৎপন্ন করিবার শক্তি কম হইয়া থাকে, কি পূর্ব্বে যত ভূমির খাজানা দিত ভূমির মাপ হইয়া তাহার কম ভোগ করিতেছে প্রমাণ হয়, তবে পূর্ব্বে যত খাজানা দিত তাহা কম করিবার দাওয়া করিতে পারিবে ইতি।

রাইযতের নোটিস দিয়া ভূমি ছাড়িয়া দিবার কথা।

২০ ধারা। কোন রাইযত যে ভূমি ভোগ কি চাষ করে তাহা ত্যাগ করিতে চাহিলে, যে ব্যক্তি ঐ ভূমির খাজানা পাইয়া থাকে তাহাকে কি তাহার পক্ষে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে সালে ঐ ভূমি ছাড়িবে তাহার পূর্ব্ব ফসলী সন যে জিলায় কি জিলার যে অংশে প্রচলিত হয়, তথায় জ্যৈষ্ঠ মাসে কি তৎপূর্ব্বে ও বাঙ্গলা সন যে জিলায় কি জিলার যে অংশে চলে তথায় পৌষ মাসে কি তৎপূর্ব্বে আপনার সেই ইচ্ছার নোটিস লিখিয়া দিলে ঐ ভূমি ত্যাগ করিতে পারিবে। নোটিস না দিলে ও ভূমি অন্য ব্যক্তিকে খাজানা করিয়া না দেওয়া গেলে সেই

ভূমির খাজানার দাবী থাকিবে। যে ব্যক্তি ঐ ভূমির খাজানা পাইবার অধিকারী সে কি তাহার গোমস্তা ঐ নোটিস গ্রাহ্য করিতে ও তাহা পাইবার রসীদে স্বাক্ষর করিতে স্বীকার না করিলে, ভূমি যে কালেক্টর সাহেবের এলাকায় থাকে রাইয়ত তাঁহার নিকটে সাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে পারিবে। তাহা হইলে তিনি ১৪ ধারার বিধিমতে ঐ ব্যক্তিকে কি তাহার গোমস্তাকে ঐ নোটিস দেওয়াইবেন ইতি।

এই আইনমতে বাকী খাজানা বলিয়া কি জ্ঞান হইবে তাহার কথা।

২১ ধারা। পাট্টা কি কবুলিয়তমতে খাজানার কোন কিস্তি যে দিনে দেনা পড়ে, সেই দিনে কি তাহার পূর্ব্বে না দেওয়া গেলে, কি কিস্তি দিবার সময় নিরূপণ না হইলে অবধারিত আচারমতে যে সময়ে দেনা পড়ে সেই সময়ে কি তাহার পূর্ব্বে না দেওয়া গেলে, তাহা এই আইনমতে বাকী জ্ঞান হইবে, ও লিখিত নিয়ম পত্রে প্রকারান্তরের নিয়ম না থাকিলে ঐ বাকীর উপর বৎসরে শতকরা বারো টাকার হিসাবে সুদ চলিবে ইতি।

বাকীর নিমিত্তে রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারিবার কথা।

২২ ধারা। বাঙ্গলা সনের শেষে অথবা বিষয় বিশেষে ফসলী কি বিলায়তি-সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কোন রাইয়তের খাজানা পাওনা থাকিলে যে ভূমির খাজানা বাকী হয়, তাহা হইতে ঐ রাইয়তকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু রাইয়তের দখলী স্বত্ব থাকিলে কি পাট্টাক্রমে ভূমি ভোগ হইয়া সেই পাট্টার মিয়াদ না ফুরাইলে এই আইনের বিধান মতে ডিক্রী কি হুকুম জারি করণ ভিন্ন, তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে না ইতি।

ইজারদারের টাকা বাকী নির্ণয় হইলে তাহার ইজারা ব্যর্থ হইতে পারিবার কথা ও উপবিধি।

২৩ ধারা। কোন ইজারাদারের অথবা ভূমিতে চিরকালীন কি যাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে এমত সম্পর্ক যাহার না থাকে, এমত অন্য পাট্টাদারের খাজানা বাকী পড়িয়াছে নির্ণয় হইলে, সেই পাট্টাদারের পাট্টা বাতিল হইতে পারিবে, ও সেই পাট্টাদারকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, পরন্তু এই আইনের বিধান-মতে ডিক্রী কি হুকুমজারী করিয়া ঐ পাট্টা বাতিল হইতে ও পাট্টাদারকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, নতুবা নয় ইতি।

খ সমহালের সরবরাহকারদের কি তহসীলদারদের নামে কি তাহাদের দ্বারা মোকদ্দমার কথা।

২৪ ধারা। জমিদার প্রভৃতি যে ব্যক্তিরা ভূমির খাজানা পাইয়া থাকে এই আইনের বিধানমতে তাঁহাদের দ্বারা কি তাহাদের নামে যে সকল মোকদ্দমা

করা যাইতে পারে, খাস মহালের সরবরাহকার কি তহসীলদার দ্বারা কি তাহাদের নামেও করা যাইতে পারিবে। সেই মহাল গবর্ণমেণ্টের কি সাধারণ ব্যক্তির সম্পত্তি হইলেও, পারিবে ইতি।

ভূমি জরীপ ও মাপ করিতে ভূম্যধিকারির স্বত্বের কথা।

২৫ ধারা। মহালের কি তালুকের প্রত্যেক অধিকারির ও অন্য যে ব্যক্তি মহালের কি তালুকের জমা পাইয়া থাকে, তাহার সাধারণ রূপে সেই মহালের কি তালুকের কি তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির জরিপ ও মাপ করাইবার অধিকার আছে। কিন্তু ভূমির দখিলকারদের সঙ্গে স্পষ্ট নিয়ম দ্বারা জরিপ কি মাপ করা নিষিদ্ধ হইলে করিবে না ইতি।

তালুকদারপ্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইলে রেজিষ্টরীর কথা।

২৬ ধারা। মফঃসলী সকল তালুকদারের প্রতি, এবং জমিদারের ও চাষির মধ্যবর্ত্তী যে ব্যক্তিরা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতাসহিত ভূমিতে চিরকালীন সম্পর্ক প্রাপ্ত হয়, তাহাদের প্রতি এই আদেশ হইতেছে যে, ঐ২ তালুক কি ভূমি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় দানাদি দ্বারা হস্তান্তর করা গেলে, জমিদারের সিরিস্তায় কি আপনাদের উপরিস্থ যে প্রজাকে তালুকের কি ভূমির খাজানা দিতে হয়, তাহাদের সিরিস্তায় ঐ হস্তান্তর করণের কথা ও ঐ ভূমিতে উত্তর ভোগিত্বের কথা এবং উত্তরাধিকারিস্থলে উত্তরাধিকারিদের মধ্যে ভূমি বিভাগের কথা রেজেষ্টরী করান। এবং প্রত্যেক জমিদারের ও উক্ত উপরিস্থ প্রজার প্রতি এই আদেশ হইতেছে যে, উক্ত হস্তান্তর কার্য্য সরল ভাবে করা গেলে তাহা এবং উক্ত উত্তরভোগিত্বের ও বিভাগের কথা রেজিষ্টরী করান ও প্রকারান্তরে তাহা সফল করেন। কিন্তু তদ্রূপ কোন ভূসম্পর্কের যে খাজানা দিতে হয়, কোন জমিদারের কি উপরিস্থ প্রজার প্রতি সেই খাজানার বিভাগ বণ্টনের কথা রেজিষ্টরী করাইতে কি তাহা সফল করিতে আজ্ঞা হইবে না। এবং জমিদারের কি উপরিস্থ প্রজার লিখিত অনুমতি না হইলে, উক্ত খাজানার বিভাগ কি বণ্টন সিদ্ধ ও দৃঢ় হইবে না ইতি।

কোন২ মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।

২৭ ধারা। খাজানা কি বিনানুমতির আবওয়ার কি কর বলপূর্ব্বক অন্যায়মতে গ্রহণ হওয়াতে, কি যে খাজানা দেওয় গেল তাহার রসীদ না দেওয়াতে, কি কয়েদ কি প্রকারান্তরে আটক করণ দ্বারা ভয় দর্শাইয়া খাজানা গ্রহণ হওয়াতে, কি অতিরিক্ত খাজানার দাওয়া হওয়াতে হানিপূরণের যে সকল মোকদ্দমা করা যায় এবং বাকী খাজানা না দেওন কি কোন চুক্তির নিয়ম লঙ্ঘন রূপ যে কার্য্য হেতুক প্রজাকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে কি তাহার পাট্টা অসিদ্ধ করা যাইতে

পাঁর, তৎপ্রযুক্ত প্রজাকে উঠাইয়া দিবার কি পাট্টা রহিত করিবার সকল মোকদ্দমা এবং যে ব্যক্তির খাজানা পাইবার অধিকার থাকে তৎকর্তৃক রাইয়তকে কি ইজারদারকে কি প্রজাকে ভূমি কি ইজারা কি ভূসম্পর্ক হইতে বেআইনীমতে উঠাইয়া দেওয়া গেলে, সেই ভূমি প্রভৃতির পুনরায় দখল পাইবার সকল মোকদ্দমা, এবং জমিদার প্রভৃতির প্রতি এই আইন কি অন্য কোন আইনমতে বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করিবার যে ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্য করাতে কি উক্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যছলে যে ক্রিয়া করা যায়, তাহা হইতে যে মোকদ্দমা উপস্থাপন হয়, সেই সকল মোকদ্দমার হেতু হইবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, তৎপরে নয় ইতি।

পাট্টাপ্রভৃতি পাইবার মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।

২৮ ধারা। পাট্টা কি কবুলিয়ত পাইবার ও খাজানার যে হারানুসারে সেই পাট্টা কি কবুলিয়ত দিতে হইবে তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবার মোকদ্দমা ভূমি দখলে থাকিবার কোন সময়ে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।

২৯ ধারা। বাকী খাজানার মোকদ্দমা, বাঙ্গলা সনের বাকীর দাওয়া হইলে সেই সনের শেষ দিন অবধি, কি ফসলী কি বিলায়তী সন হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিন অবধি তিন বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে। পরন্তু পূর্ব্ব সনে যে হারে খাজানা দেওয়া যাইত, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারা মত কি এই আইনের ১৪ ধারামত নোটিস দিলে পর খাজানা বৃদ্ধি হইয়া যদি ঐ অধিক হারে খাজানা পাইবার মোকদ্দমা হয়, ও উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে সেই খাজানা বৃদ্ধি মঞ্জুর না হইয়া থাকে, তবে যে সনের ঐ বর্দ্ধিত খাজানার দাওয়া হয়, বাঙ্গলা সন হইলে তাহার শেষ অবধি, কি ফসলী কি বিলায়তী সন হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ অবধি তিন মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে ইতি।

টাকার কি কাগজপত্রের কি হিসাবের নিমিত্তে গোমস্তাদের নামে মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।

৩০ ধারা। গোমস্তার হাতে যে টাকা কি যে হিসাব কি কাগজ পত্র থাকে তাহা পাইবার মোকদ্দমা তাহার কর্ম্ম থাকিবার কোন সময়ে, কি কর্ম্ম গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু যাহার নালিস করিবার অধিকার থাকে, ঐ গোমস্তা সেই প্রকারের টাকা পাইয়াছে এই কথা প্রতারণাক্রমে তাঁহার কাছে গোপন করা গেলে, কি গোমস্তা কোন প্রতারণায় হিসাব দিলে,

ঐ ব্যক্তি প্রথম যে সময়ে ঐ প্রতারণা জানিতে পাইল, সেই সময় অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ঐ গোমস্তার কর্ম্ম যাইবার পর তিন বৎসরের অধিক কোন সময়ে সেই প্রকারের মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না ইতি।

টাকা গচ্ছিত করার নোটিস দেওয়া গেলে পর ছয় মাসের মধ্যে অধিক বাকীর নিমিত্ত মোকদ্দমার কথা।

৩১ ধারা। এই আইনের কি বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ১৮৬২ সালের ৬ আইনের বিধানমতে খাজানার টাকা গচ্ছিত করা গেলে, গচ্ছিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে যে খাজানা পাওনা ছিল, ঐ গচ্ছিতকারির কি তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের নামে ঐ খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা ১৮৬২ সালের উক্ত ৬ আইনের ৫ ধারার কি এই আইনের ৭৭ ধারার লিখিত নোটিস জারি করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে হইতে পারিবে, নতুবা নয় ইতি।

কোন২ স্থলে নাএব কি গোমস্তাকে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনমত ক্ষমতা প্রাপ্ত মোক্তার জ্ঞান করিবার কথা।

৩২ ধারা। এই আইনের ২৭, ২৮, ২৯, কি ৩০ ধারাতে মোকদ্দমার যে২ হেতুর উল্লেখ হইয়াছে, কোন নাএব কি গোমস্তা আপনার কর্ত্তার স্বাক্ষরিত কোন লিপি দ্বারা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত কোন হেতুমূলক সকল মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনের ১৩ ধারার অর্থমতে ঐ কর্ত্তার স্বীকৃত মোক্তার জ্ঞান হইবে। যে আদালতে উপস্থিত হয়, কি প্রার্থনা করে, কর্ত্তা সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের মধ্যে থাকিলেও এই বিধির বাধা নাই ইতি।

এই আইনমত মোকদ্দমা গ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৩৩ ধারা। এই আইন কোন স্থানে প্রচলিত হওন সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের কি বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ১৮৬২ সালের ৬ আইনের বলে যে সকল মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত যে কার্য্য উপস্থিত থাকে, তদ্ভিন্ন সেই সময়াবধি ঐ স্থানের কালেক্টরি আদালতের সেই সকল মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা রহিত হইবে। সেই সময়াবধি সেই২ স্থানে উক্ত একতর আইন কিম্বা এই আইনমতে উত্থিত কোন হেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিপত্যানুসারে ঐ২ আদালতের বিচার্য্য হইবেইতি।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন অনুসারে কার্য্য হইবার কথা।

৩৪ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত

শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন নামে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের বিধানমতে এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে মন্ত্রিসভাবিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অবিক ও অন্য যেং ব্যবস্থা এইক্ষণে প্রবল আছে কি সময়েং করা যাইবে সেইং ব্যবস্থামতে, এই আইন হইতে উত্থিত হেতুমূলক প্রত্যেক মোকদ্দমার ও তদ্ঘটিত সকল কার্য্যের বিধান হইবে। এবং উক্ত আইনের ও উক্ত অন্য সমস্ত ব্যবস্থার সমস্ত বিধান উক্ত মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

কোনং মোকদ্দমা সম্পর্কীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

৩৫ ধারা। পাট্টা কি কবুলিয়ত পাইবার ও পাট্টা অসিদ্ধ করিবার, এবং খাজানার হার নির্ণয় করিবার মোকদ্দমা, ও খাজানা কি আবওয়াব কি কর বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক লওয়া প্রযুক্ত ও যে কর দেওয়া গেল তাহার রসীদ না দেওয়া প্রযুক্ত, ও ভয় দর্শাইয়া খাজানা লওয়া, ও অধিক খাজানার দাওয়া প্রযুক্ত, ও খাজানা কম করিবার নিমিত্ত, ও বার্কী খাজানার নিমিত্ত, ও ২৭ ধারামতে ভূমির হস্তান্তর করণ কিম্বা উত্তরভোগিত্ব কি বিভাগ রেজেষ্টরি করিয়া অসম্মতি প্রযুক্ত যে মোকদ্দমা হয়, তাহার হেতু যে ভূমি কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয় তাহা পাইবার মোকদ্দমা যে আদালতের গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে ঐং মোকদ্দমার হেতু সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের মধ্যে উত্থিত হইয়াছে জ্ঞান হইবে ও সেই আদালতে উপস্থিত করা যাইবে অন্য আদালতে না। ইতি।

মোকদ্দমার হেতু ভিন্নং আদালতের ক্ষমতাধীন স্থানে উত্থিত হইলে সেই স্থলের বিধান।

৩৬ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত মোকদ্দমার হেতু যে স্থানে উত্থিত হয় ঐ ধারার বিধানমতে সেই স্থান যে ভূমির দ্বারা নির্ণয় করা যায়, সেই ভূমি ভিন্নং আদালতের বিচারাধিপত্যের মধ্যে থাকিলে, ঐ ভূমি পাইবার মোকদ্দমার ন্যায় ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনের ১১ ও ১২ ধারার বিধান সেই মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

ভূমির মাপ হইবার প্রতিবন্ধকতা হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৩৭ ধারা। যে ব্যক্তির ভূমি মাপ করিবার অধিকার থাকে সে তাহা মাপ করিতে মনস্থ করিলে যদি ঐ ভূমির দখিলকার তাহার বাধা দেয়, কি যে ভূমি তদ্রূপে মাপ হইতে পারে কোন কোরপা প্রজা কি রাইয়ত সেই ভূমি ভোগ কি চাষ করিয়া তাহার মাপ করিবার মনস্থের নোটিস পাইলেও যদি উপস্থিত হইয়া সেই ভূমি দেখাইয়া দিতে সম্মত না হয়, তবে যে ব্যক্তি ঐ ভূমি মাপ করিবার অধিকারের দাওয়া করে, ঐ ভূমি পাইবার মোকদ্দমা হইলে যে আদালতের বিচা-

রাধিপত্য থাকিত সেই আদালতে আপনকার সেই ভূমি মাপ করিবার অধিকার স্থাপন করিবার মোকদ্দমা করিতে পারিবেন, ও সেই আদালত ঐ মাপ করিবার অধিকার শ্রবণ করিয়া নির্ণয় করিবেন ও আবশ্যক হইলে ঐ কোরপা প্রজার কি রাইয়তের উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিবেন কিম্বা উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিবেন। কোন কোরপা প্রজার কি রাইয়তের উপস্থিত হইবার আজ্ঞা প্রচার হইলে পর, যদি সে উপস্থিত হইয়া ভূমি দেখাইয়া না দেয় তবে তাহার অনুপস্থানে যে মাপ কিম্বা অন্য যে ক্রিয়া করা যায় তাহা ঠিক নয় বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবে না ইতি।

খাজানার দায়ী কে ইহা নিশ্চিত না হইলে ভূমি মাপ করিবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী কি তালুকদার কি অন্য যে ব্যক্তির মহালের কি ভূমির খাজানা পাইবার অধিকার থাকে সে, ঐ ভূমির কিম্বা তদন্তর্গত কোন অংশের খাজানা দিবার দায়ী কে হয় ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া যদি ঐ মহালের কি তালুকের কিম্বা তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমি মাপ করিতে না পারে, তবে সেই ভূমি পাইবার মোকদ্দমা যে আদালতের বিচারাধিপত্যে থাকিত সেই আদালতে প্রার্থনা করিবে ও আদালতে আবশ্যক খরচা গচ্ছিত করিলে সেই আদালত ঐ ভূমির মাপ হইবার আজ্ঞা করিবেন। ও ঐ ভূমি যে কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি এবং উক্ত প্রকারের গচ্ছিত খরচার টাকা পাঠাইবেন। তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমি মাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা যে ব্যক্তিদের দখলে থাকে ইহা নিশ্চয় করিয়া তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিবেন। অথবা অধিকারী কিম্বা উক্ত অন্য ব্যক্তি বিশেষ প্রার্থনা করিলে কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমির পাট্টা ও পেটাও পাট্টা ও তন্নিমিত্তে যে হারে খাজানা দিতে হয় ও যে ব্যক্তিরা ঐ খাজানার দায়ী ইহা নিরূপণ ও নির্ণয় করিয়া লিখিয়া রাখিবেন। কিন্তু উক্ত অধিকারীর কি অন্য ব্যক্তির প্রার্থনা না হইলে তাহা করিবেন না। কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত অনুসন্ধান করিলেও যদি সেই ভূমি মাপ করাইতে না পারেন, কিম্বা তাহা যে ব্যক্তিদের দখলে থাকে তাহাদের নাম নিরূপণ কি লিপিবদ্ধ করিতে না পারেন, কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে বিশেষ প্রার্থনা করা গেলে কোন২ ব্যক্তি সেই ভূমির কি তাহার কোন অংশের পাট্টা কি পেটাও পাট্টা পাইয়াছে ইহা যদি নিরূপণ করিতে না পারেন, তবে তদ্রূপ কোন স্থলে যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে সেই অনুসন্ধান হইয়াছে সেই ব্যক্তির প্রতি ভূমি বর্জ্জিল কালেক্টর সাহেব এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমির কিম্বা তাহার কোন অংশের দখিলকার বলিয়া কোন ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করিলে পর, কিম্বা ভূমি প্রার্থকের প্রতি বর্জ্জিল

ইহা প্রকাশ করিলে পর যদি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে উপস্থিত না হইবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দর্শাইয়া ন্যায় বিচারের ক্রটী হইয়াছে, এই বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মায়, তবে তিনি যে বিধান ও নিয়ম উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া ন্যায় বিচারানুসারে সেই আজ্ঞা মতান্তর কি রহিত করিতে পারিবেন ইতি।

মাপ হইলে পর যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব সেই মাপ ও লিপিকরণ কার্য্য সমাপ্ত করিলে পর যে আদালতের আজ্ঞামতে ঐ মাপ করা যায় সেই আদালতের সুবিধামতে ত্বরা করিয়া মাপাদির প্রতিলিপি পাঠাইবেন। ঐ আদালত তাহা গ্রহণ করিয়া রিকার্ড করিবেন। এবং ঐ প্রতিলিপি যে আদালতে যে দিনে পাঠান যায়, ঐ আদালত সেই দিনে আজ্ঞা করিলে তাহার উপর যেমন আপীল হইতে পারে, কালেক্টর সাহেবের ৩৮ ধারার বিধানমত প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর তেমনি আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু সেই স্থলভিন্ন ঐ কালেক্টর সাহেব ৩৮ ধারার বিধানমতে যে প্রত্যেক নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে ইতি।

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪০। সাক্ষিদের সাক্ষ্য ও সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করান ও দলীল আনাইয়া দেখান ও সাক্ষিদের পরীক্ষা ও পারিশ্রমিক ও দণ্ডবিষয়ক ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনের ও তৎসংশোধনার্থ আইনের ও বঙ্গদেশস্থ দেওয়ানী আদালতে অন্য যে আইন কি যে২ আইন যৎকালে প্রবল থাকে তাহার বিধান কোন কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে ৩৮ধারামত সকল কার্য্যের প্রতি বর্ত্তিবে। উক্ত সকল কি অন্যতর আইনেও তৎক্রমে আদালতের প্রতি যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যার্থে কালেক্টর সাহেবের সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবে ইতি।

পরগণার দণ্ড লইয়া মাপ করিবার কথা।

৪১ ধারা। এই আইনমতে মাপ করিতে হইলে, ভূমি যে পরগণায় থাকে সেই পরগণার খাটিমানদণ্ড দ্বারা মাপিতে হইবে ইতি।

মোকদ্দমার রেজিষ্টরের কথা।

৪২ ধারা। এই আইনের বিধানমতে উপস্থিত সকল মোকদ্দমা আদালতের বিশেষ রেজিষ্টরী বহীতে লিখিত হইবে ইতি।

বাকী খাজানার মোকদ্দমায় আবেদনপত্র লিখিবার পাঠ।

৪৩ ধারা। ইহার পরে বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে তাহার নালিশের আরজীতে অর্থাৎ আবেদনপত্রে এই২ কথা লিখিতে হইবে, ভূমি যে গ্রামে ও যে মহালে ও যে পরগণায় কিম্বা স্থানবিশেষের অন্য যে খণ্ডে থাকে তাহার নাম। ভূমির বার্ষিক খাজানা। যে বৎসরের নিমিত্তে দাওয়া

হয় তাহার কিছু খাজানা পূর্ব্বে পাওয়া গেলে যত টাকা। যত টাকা বাকী আছে, ও যত কালের বাকী বলিয়া ব্যক্ত হয়। রাইয়তের স্থানে বাকী পাওনা প্রকাশ হইলে ভূমির পরিমাণ ও গবর্ণমেণ্টের জরীপী নক্সার ক্ষেত্রের নম্বর থাকিলে সাধ্যমতে প্রত্যেক ক্ষেত্রের নম্বর আবেদনপত্রে লিখিতে হইবে ইতি।

কোন২ স্থলে বাদীর শতকরা ২৫৲ টাকার অনধিক হানিপূরণ দিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৪ ধারা। ইহার পরে এই আইনের বিধানমতে খাজানার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে প্রতিবাদী যুক্তিমত কি সম্ভাবিত কোন কারণ না থাকিলেও আপনার দেনা টাকা দেয় নাই কি দিতে সম্মত হয় নাই ও মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাদীকে কিম্বা তাহার নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমাস্তাকে সেই টাকা দিবার প্রস্তাব করে নাই, অথবা প্রস্তাব করিলেও বাদী কিম্বা ঐ গোমাস্তা তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার না করাতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সেই টাকা নিম্নলিখিতমতে আদালতে গচ্ছিত করে নাই, আদালত ইহা জানিতে পাইলে বাদীর পক্ষে খাজানার ও খরচার যত টাকা ডিক্রী হয়, তদতিরিক্ত ডিক্রীর নিরূপিত খাজানার উপর শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা বিহিত বোধ করেন, বাদির হানিপূরণস্বরূপ তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। হানিপূরণের আজ্ঞা হইলে সেই টাকা এবং মোকদ্দমা খাজানার ও খরচার যত টাকা ডিক্রী হইল ও তাহা যত কাল না দেওয়া যায় ডিক্রীর তারিখাবধি তত কাল সেই টাকার উপর বৎসর শতকরা ১২৲ টাকার হিসাবে সুদ চলিবে ইতি।

প্রতিবাদীর নামে অনুচিতমতে নালিশ হইলে, দাওয়ার উপর শতকরা ২৫ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার আজ্ঞার কথা।

৪৫ ধারা। ইহার পরে এই আইনের বিধানমতে খাজানার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, বাদী প্রতিবাদির নামে যুক্তিমত ও সম্ভাবিত কারণ না থাকিলেও মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, অথবা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে প্রতিবাদী নিম্নলিখিতমতে আদালতে যত টাকা নিয়মিতরূপে গচ্ছিত করিল আদালত ঐ গচ্ছিত করিবার তারিখে ঐ বাদির কেবল তত টাকা পাওনা নির্ণয় করিলেন আদালত ইহা জানিতে পাইলে, ঐ বাদীর দাওয়ার সমুদয় টাকার উপর শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত বিহিত বোধ করেন প্রতিবাদীর ক্ষতিপূরণস্বরূপ তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐ আদালতে ডিক্রীক্রমে টাকা দিবার আজ্ঞা হইলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারে বাদির স্থানে সেই টাকা এবং আদায় না হওন পর্য্যন্ত তাহার উপর বৎসর শতকরা ১২৲ টাকার হিসাবে সুদ সেই প্রকারে আদায় হইতে পারিবে।

কোরপা প্রজা কি রাইয়ত খাজানা দিবার প্রস্তাব করিলে পর, তাহার নামে নালিশ না হইলেও জমীদারের নিকটে আপনার যাহা দেনা স্বীকার করে তাহা আদালতে গচ্ছিত করিবার কথা।

আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করণ জমীদারকে কিম্বা স্বত্ববান অন্য ব্যক্তিকে দেওয়ার তুল্য হইবার কথা।

৪৬। কোরপা প্রজা কি রাইয়ত যে ভূমি কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি ভোগ কি চাষ করে, জমিদারের নিকট কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ঐ ভূমির খাজানা পাইয়া থাকে, তাহার নিকট যে তারিখে আপনার যত টাকা দেনা জ্ঞান করে সেই ভূম্যাদির খাজানা আদায়ের মালকাছারীতে কি অন্য যে স্থানে নিয়ত খাজানা দেওয়া যায় সেইস্থানে সেই তারিখ পর্য্যন্ত সেই সমস্ত টাকা অর্পণ করিলে, ও তদ্রূপে যে টাকা দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রহণ না করা গেলে, ও তৎক্ষণাৎ সমুদয় টাকা পাইলাম বলিয়া রসীদ না দেওয়া গেলে, সেই পেটাও প্রজার কি রাইয়তের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত না হইলেও, যে আদালতে ঐ খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে সেই কোরপা প্রজা কি রাইয়ত সেই আদালতে জমিদারের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য ব্যক্তির নামে ঐ টাকা জমা করিয়া গচ্ছিত করিতে পারিবে। ঐ কোরপা প্রজার ও রাইয়তের সম্পর্কে, এবং তাহার দ্বারা কিম্বা তাহার অধীনে যে সকল ব্যক্তি দাওয়া করে তাহাদের সম্পর্কে, সেই টাকা গচ্ছিত করা সর্ব্বতোভাবে জমিদারকে কিম্বা ঐ অন্য ব্যক্তিকে দেওয়ার তুল্য হইবে ও তৎকার্য্যের সেই সম্পূর্ণ ফল হইবে ইতি

আদালতে টাকা দিবার ও বাহির করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭ ধারা। ঐ কোরপা প্রজা কি রাইয়ত কিম্বা তাহার মোক্তার প্রার্থনাপত্র লিখিলে, এবং এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলে যে পাঠ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই পাঠে কিম্বা গতিক বিবেচনায় যাবামতে ঐ পাঠানুসারে নির্দ্দেশবাক্য লিখিলে, ঐ আদালতে সেই গচ্ছিত টাকা গ্রাহ্য হইবে ও আদালত আপনার মোহর সহিত ঐ টাকার রসীদ দিবেন যে ব্যক্তি ঐ নির্দ্দেশবাক্য লেখে সে যাহা মিথ্যা জানে কি বোধ করে কিম্বা যাহা সত্য না জানে কি বোধ না করে ঐ নির্দ্দেপত্রে এমত কোন কথা থাকিলে মিথ্যা প্রমাণ দেওন কি সৃষ্ট করণাপরাধের দণ্ডের যে আইন যে সময়ে প্রবল থাকে তদনুসারে সেই ব্যক্তির দণ্ড হইতেপারিবে। আদালত তদ্রূপ গচ্ছিত টাকা পাইলে যাহার নামে জমা হইয়াছে, এই আইনের B চিহ্নিত তফসীলের পাঠে সেই ব্যক্তিকে নোটিস দিবেন। ঐ নোটিস যাহার নামে দেওয়া যায় আদালত তাহাকে কিম্বা তাহার নাএবকে কি গোমস্তাকে কি অন্য প্রতিনিধিকে ঐ নোটিস দেওয়াইলে তাহা দিবার ফী

লাগিবেনা। যদি তদ্রূপ প্রতিনিধি না থাকে, তবে নোটিসের প্রতিলিপি উক্ত আদালত ঘরেলাগাইয়া এবং যে ভূমি সম্পর্কে ঐ টাকা গচ্ছিত করা যায় সেই ভূমির খাজানা আদায়ের মল কাছারীতে কিম্বা খাজানা যে স্থানে নিয়ত দেওয়া গিয়া থাকে সেই স্থানে অন্য প্রতিলিপি লাগাইয়া ঐ নোটিস দেওয়া যাইবে। যাহার নামে দেওয়া যায় সে কিম্বা নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া ঐ গচ্ছিত টাকা প্রার্থণা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

নালিশের পূর্ব্বে যে টাকা দিবার প্রস্তাব হইল নালিশের পরে প্রতিবাদির খরচাভিন্ন সেই টাকা আদালতে গচ্ছিত করিবার কথা।

বাদী মোকদ্দমা চালাইয়া অধিক না পাইলে খরচার কথা।

৪৮ ধারা। প্রতিবাদী বাদির যত টাকা পাওনা জ্ঞান করে যদি ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাদীকে সেই টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া থাকে তবে এই আইনের বিধানমতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও সেই টাকা আদালতে দিতে পারিবে। টাকা দিবার সময় পর্য্যন্ত বাদির যত খরচা হয়, প্রতিবাদির তাহার কোন অংশ দিতে হইবেনা। ও সেই টাকা আদালত হইতে অগৌণে বাদিকে দেওয়া যাইবে। বাদী ঐ টাকা পাইলে পর যদি মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক হয় ও আদালতে যত টাকা গচ্ছিত করা গিয়াছে যদি শেষে তাহার অধিকের ডিক্রী না পায়, তবে ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদির সমস্ত খরচের দায় বাদির শিরে পড়িবে। কিন্তু আদালতে যত টাকা দেওয়া গিয়াছে বাদী যদি শেষে তাহার অধিক পায়, তবে মোকদ্দমার সমস্ত খরচ প্রতিবাদির শিরে পড়িবে ইতি।

পূর্ব্বে টাকা দিবার প্রস্তাব না হইলে প্রতিবাদী যত টাকা দেনা স্বীকার করে তত টাকার উপর খরচা সমেত ঐ টাকা দিবার কথা।

বাদী মোকদ্দমা চালাইলে খরচার কথা।

৪৯ ধারা। এই আইনের বিধানমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে প্রতিবাদী নালিশ হইবার পূর্ব্বে টাকা দিবার প্রস্তাব না করিলেও বাদির যত টাকা পাওনা জ্ঞান করে, আদালতে সেই টাকা দিতে পারিবে ও সেই টাকা দিবার সময় পর্য্যন্ত বাদীর যত টাকা খরচ হইয়াছে তাহাও দিবে। (যত টাকা অর্পণ করা যায় আবশ্যক হইলে আদালত তত টাকা পাইবার আদৌ উপস্থিত মোকদ্দমার খরচার ন্যায় ঐ খরচা নিরূপণ করিবেন।) ও আদালত হইতে সেই টাকা অগৌণে বাদিকে দেওয়া যাইবে। বাদী সেই টাকা পাইলেও যদি মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছা করে ও আদালতে যত টাকা গচ্ছিত করা গেল শেষে যদি তাহার অধিক না পায়, তবে ঐ টাকা গচ্ছিত হইবার পর প্রতিবাদির যত খরচ হয়, তাহা বাদির শিরে পড়িবে। যত টাকা আদালতে গচ্ছিত করা গেল বাদী শেষে তাহার

অধিক পাইলে, যত টাকা ডিক্রী পায় তত টাকার মোকদ্দমা আদৌ উপস্থিত করা গেলে যত খরচা লাগিবে প্রতিবাদির তত খরচা দিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে খরচার যত টাকা আদালতে দিয়াছে তাহা বাদ যাইবে ইতি।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত করিবার পরওয়ানা না হইবার কথা।

৫০ ধারা। মফঃসলী তালুকের কিম্বা অন্য যে ভূমি হস্তান্তর করা যাইতে পারে তাহার বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি ঐ মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়া ঐ ডিক্রী জারীক্রমে সেই ভূমি বিক্রয় হইতে পারে, তবে সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ধৃত করিবার পরওয়ানা বাহির হইবে না ইতি।

ভূমি পাইবার মোকদ্দমায় ওয়াসিলাতের দাওয়া হইবার কথা।

৫১ ধারা। এই আইনের কোন বিধানমতে যে ব্যক্তির ভূমি দখল পাইবার স্বত্ব থাকে, সে আপনার আবেদনপত্রে ভূমির ওয়াসিলাতের দাওয়া ধরিতে পারিবে ইতি।

উঠাইয়া দিবার কিম্বা পাট্টা রহিত করিবার মোকদ্দমার কথা।

৫২ ধারা। রাইয়তের খাজানা না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি তাহাকে উঠাইয়া দিতে কিম্বা তাহার পাট্টা রহিত করিতে ইচ্ছুক হইলে একি মোকদ্দমায় তাহাকে উঠাইয়া দিবার কি পাট্টা রহিত করিবার এবং বাকী আদায়ের নিমিত্তও প্রার্থনা করিতে পারিবে। কিম্বা পূর্ব্বে যে বাকীর ডিক্রী পাইয়া জারী করে নাই তাহাকে উঠাইয়া দিবার কি তাহার পাট্টা রহিত করিবার মোকদ্দমায় ঐ ডিক্রী সেই খাজানার বাকীর প্রমাণ স্বরূপ দেখাইতে পারিবে। রাইয়তকে উঠাইয়া দিবার কিম্বা পাট্টা রহিত করিবার উক্ত সকল মোকদ্দমায় যে ডিক্রী করা যায়, যত টাকার বাকী আছে তাহা সেই ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যদি সেই টাকা ও তাহার উপর সুদ ও মোকদ্দমার খরচা ডিক্রীর তারিখাবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে আদালতে দেওয়া যায়, তবে ডিক্রী জারীর কার্য্য স্থগিত থাকিবে ইতি।

কোন২ মোকদ্দমায় অগৌণে আদালতের ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা হইবার কথা।

৫৩ ধারা। জমিদার কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ভূমির খাজানা পাইয়া থাকে সে দখলের স্বত্বহীন কোন চাষিকে, কিম্বা নিরূপিত মিয়াদের নিমিত্ত ভোগ করিবার অধিকারবিশিষ্ট কোন ইজারাদারের কি অন্য ব্যক্তির পাট্টার কি অধিকারের সময় গত হইলে পর তাহাকে, কিম্বা কোন গোমস্তার গোমস্তাগিরি শেষ হইলে পর ঐ গোমস্তাকে উঠাইয়া দিবার, কিম্বা কোন আইন কি আটক দ্বারা যে ক্রোক করণের কি উঠাইয়া দেওনের স্পষ্ট ক্ষমতা হইয়াছে তাহা প্রবল করিবার

কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি আদালত বাদির পক্ষে ডিক্রী করেন, তবে ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনের ২১২ ধারার উল্লিখিত পাঠে তাহার প্রার্থনা-পত্র দিবার আবশ্যক নাই। বাদী প্রয়োজনমত খরচা আদালতে অর্পণ করিলে আদালত অগৌণে ঐ ডিক্রী জারীক্রমে তাহাকে দখল দেওয়াইবার আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু এই আইনের ৫২ ধারা যে২ স্থলে খাটিতে পারে সেই২ স্থলে ডিক্রীর তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে তদ্রূপ আজ্ঞা হইতে পারিবে না ইতি।

উক্ত স্থলে আপীলের অপেক্ষায় ডিক্রী জারী স্থগিত না হইবার কথা।

৫৪ ধারা। আদালত কোন আপীল হওয়ার অপেক্ষায় তদ্রূপ আজ্ঞা প্রবল করণ স্থগিত রাখিবার কোন প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। এবং ঐ আজ্ঞা যে ডিক্রীক্রমে প্রচারিত হয় সেই ডিক্রী যত কাল অসিদ্ধ করা না যায়, যে ব্যক্তিকে সেই আজ্ঞাক্রমে উঠাইয়া দেওয়া গেল তাহাকে তত কাল পুনরায় দখল দেওয়া যাইতে পারিবে না ইতি।

ডিক্রীতে পাট্টা দিবার আজ্ঞা হইলেও যদি না দেওয়া যায়, তবে আদালতের তাহা দিবার কথা।

৫৫ ধারা। ডিক্রীতে পাট্টা দিবার আজ্ঞা হইলে ডিক্রীদ্বারা যে ব্যক্তির প্রতি সেই পাট্টা দিবার আদেশ হয়, সে তাহা দিতে স্বীকার না করিলে কি বিলম্ব করিলে আদালত ডিক্রীর নিয়মানুসারে আদালতের স্বাক্ষর ও মোহর সহিত পাট্টা দিতে পারিলেন। ও সেই পাট্টা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির দত্ত টাকার তুল্য বলবৎ ও ফলবৎ হইবে ইতি।

ডিক্রীমতে কবুলিয়ত দিতে অস্বীকার হইলে তাহার কথা।

৫৬ ধারা। কবুলিয়ত দিবার ডিক্রী হইলে ডিক্রীদ্বারা যে ব্যক্তির প্রতি সেই কবুলিয়ত করিয়া দিবার আদেশ থাকে, সে তাহা করিয়া দিতে স্বীকার না করিলে তাহার স্থানে যত টাকা খাজানার দাওয়া হইতে পারে সেই ডিক্রী তদ্বিষয়ের প্রমাণ হইবে এবং আদালতের স্বাক্ষর ও মোহর সহিত সেই ডিক্রীর প্রতিলিপি উক্ত ব্যক্তির কৃত কবুলিয়তের তুল্য বলবৎ ও ফলবৎ হইবে ইতি।

ব্যক্তি এবং সম্পত্তি উভয়ের উপর একি সময়ে পরওয়ানা বাহির না হইবার কথা।

৫৭ ধারা। এই আইনমতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহাতে ডিক্রীমত খাতকের উপর অথবা তাহার সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবে, কিন্তু ব্যক্তি ও সম্পত্তি উভয়ের উপর একিকালে বাহির হইবে না ইতি।

নিষ্পত্তির তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে পর ডিক্রী প্রভৃতি সাধন করিবার কার্য্য না হইবার কথা।

৫৮ ধারা। এই আইনের ২৭, ২৮, ২৯ কি ৩০ ধারার উল্লিখিত মোকদ্দমার

হেতুর মধ্যে কোন হেতুতে মোকদ্দমা হইয়া যে নিষ্পত্তি করা যায় তাহার তারিখাবধি তিন বৎসর গত হইলে পর ঐ নিষ্পত্তি সাধন করিবার কোন প্রকারের পরওয়ানা বাহির হইবে না। কিন্তু পাঁচশত টাকার অধিকের নিষ্পত্তি হইলে আদালতের ডিক্রী জারী হইবার সম্বন্ধের যে সাধারণ বিধি প্রবল আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে ঐ নিষ্পত্তি সাধন হইতে পারিবে ইতি।

পেটাও তালুক বিক্রয় হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৯ ধারা। আগমপত্র কিম্বা দেশাচারক্রমে যে পেটাও তালুক বিক্রয় করণ দ্বারা হস্তান্তর করা যাইতে পারে সেই তালুকের বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রী হইলে এবং ডিক্রীমত মহাজন সেই পেটাও তালুক ক্রোক ও নীলাম করিবার প্রার্থনা করিলে, সেই পেটাও তালুক বিক্রয় হইবার আজ্ঞা হইলেই আদালত যে ঘরে উপবিষ্ট হন সেই ঘরের এবং ঐ পেটাও তালুকের ভূমি যে জিলার অন্তর্গত থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব ও জজ সাহেব যে যে ঘরে কাছারী করেন সেই ২ ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে এবং ঐ ভূমির কোন প্রকাশ স্থানে এবং ঐ ভূমি যে নগরের কি গ্রামের মধ্যে কি নিকটে থাকে সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে আদালত এই মর্ম্মের নোটিস লাগাইয়া দিবেন যে ঐ আদালত ঘরে ঐ নোটিস লটকাইয়া বিশ দিনের অন্যূন নির্দ্ধারিত কোন দিনে ঐ পেটাও তালুক বিক্রয় করা যাইবে ইতি।

পেটাও তালুক বিক্রয় করিবার নোটিসের মর্ম্ম।

৬০ ধারা। উক্ত পেটাও তালুকের অন্তর্গত ভূমি যে গ্রামে ও মহালে ও পরগণা য কিম্বা দেশ সংক্রান্ত অন্য যে বিভাগে থাকে যে মোকদ্দমার ডিক্রী করা যায়, সেই মোকদ্দমার আবেদনপত্রের কথা উল্লেখ করিয়া সেই গ্রাম প্রভৃতির নাম এবং সেই পেটাও তালুকের বার্ষিক যত খাজানা দিতে হয় ও উক্ত ডিক্রীবলে মোটে যত টাকা আদায় হইতে পারে এই সকল কথা সেই নোটিসে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে ইতি

অন্য পরওয়ানা প্রবল থাকিতে পেটাও তালুক নীলাম করিবার নিষেধের কথা।

৬১ ধারা। ঐ পেটাও তালুকের বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রী হইলে যদি তৎপূর্ব্বে ডিক্রী মত খাতকের উপর কিম্বা তাহার অস্থাবর সম্পত্তির উপর পরওয়ানা বাহির হইয়া থাকে তবে সেই পরওয়ানা যত কাল বলবৎ থাকে ঐ ডিক্রী জারীক্রমে সেই পেটাও তালুক ততকাল বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইবে না। ডিক্রীজারী ক্রমে পেটাও তালুকের নীলাম হইলে পরও যদি ডিক্রীর কিছু টাকা পাওয়ানা থাকে তবে দরখাস্ত দ্বারা খাতকের স্থাবর কি অস্থাবর অন্য সম্পত্তির উপর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবে ইতি।

পেটাও তালুকে যাহার স্বার্থ থাকে তাহার দ্বারা নীলাম স্থগিত হইবার কথা।

৬২ ধারা। পেটাও তালুকের বাকীদার দখীলকার কিম্বা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি কিম্বা ঐ পেটাও তালুক রক্ষা করণে যাহার স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি নীলাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি আদালতে ডিক্রী মত পাওনা টাকা দেয় ও ঐ টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত তাহার সুদ ও পরওয়ানার সমস্ত খরচ দেয় তবে নীলাম হইবে না। এর পেটাও তালুকের নীলাম স্থগিত করিবার জন্যে পেটাও তালুকের বাকীদার দখিলকার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির টাকা দিলে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারাতে তাহাদের সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার যে বিধান আছে এই ধারা মতে তদ্রূপ দেওয়া টাকার বিষয়ে সেই বিধান বর্ত্তিবে ইতি।

তৃতীয় ব্যক্তি সেই পেটাও তালুকের ন্যায্যমত অধিকারী বলিয়া দাওয়া করিলে নীলাম স্থগিত করিয়া দাওয়ার তদন্ত ও নিষ্পত্তি করা আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

যে হস্তান্তর করণ রেজিষ্টরী না হয় তাহা স্বীকার না হইবার কথা।

৬৩ ধারা। উক্ত পেটাও তালুকের বাকী খাজানার জন্যে যে ডিক্রী করা যায় সেই ডিক্রী জারীক্রমে সেই পেটাও তালুক ক্রোক করা গেলে পর কিন্তু নীলাম হইবার পূর্ব্বে যদি তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া সেই পেটাও তালুকের অধিকারী আমি যাহার বিপক্ষে ডিক্রী পাওয়া গিয়াছে তিনি নহেন ও ডিক্রী যে সময়ে পাওয়া গিয়াছিল সেই সময়ে ঐ তালুক বৈধমতে আমার অধিকারে ছিল বলিয়া দাওয়া করে তবে সে তৃতীয় ব্যক্তি আদালতে ডিক্রীর উল্লিখিত টাকা গচ্ছিত না করিলে কিম্বা তাহার উপযুক্ত প্রতিভূ না দিলে আদালত সেই বিক্রয় বিলম্ব করিবেন না। কিন্তু এই আইনের কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তাহার বিধানানুসারে যে পেটাও তালুকের হস্তান্তর করণ জমিদারের কি উপরিস্থ প্রজার সিরিশতায় রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা তদ্রূপে রেজেষ্টরী না করা গেলে কিম্বা রেজিষ্টরী না করিবার যথোচিত কারণ আদালতের সুবোধ মতে প্রকাশ না করা গেলে সেই হস্তান্তর করণ স্বীকার হইবে না ইতি।

অবিভক্ত মহালের কি তালুকের অংশিদের পক্ষে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করিবার কথা।

৬৪ ধারা। সাধারণ অবিভক্ত মহালের কি মফঃস্বলী তালুকের কি তদ্রূপ কোন তালুকেও কি ভূমির অন্তর্গত পেটাও তালুকে তাহার অংশের খাজানা দেনা হইলে যদি তন্নিমিত্ত কাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়া থাকে তবে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা গেল সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের মধ্যে ডিক্রীমত খাতকের অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা সমুদয় ঐ ডিক্রীক্রমে ক্রোক ও বিক্রয় না করা গেলে ও তাহা বিক্রয় হইয়াও ঐ ডিক্রীর টাকা শোধ করিবার অকুলান প্রমাণ না

হইলে ঐ ডিক্রীজারী করিয়া ঐ পেটাও তালুক বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইবে না। তদ্রূপ স্থলে ৫৯ ধারার লিখিত প্রকারের পেটাও তালুক হইলে তাহা ঐ ধারার নির্দিষ্ট মতে বিক্রয় না হইয়া আদালতের সাধারণ কার্য্য প্রণালীমতে এ ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। এবং স্থাবর সম্পত্তির বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীক্রমে ঐ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে বিক্রয়ে যদ্রূপ ফল হয় উক্ত পেটাও তালুক বিক্রয়েরও সেই ফল হইবে ইতি।

নিষ্পত্তি সাধনের কথা।

৬৫ ধারা। যে পেটাও তালুকের বিক্রয় হইতে পারে তাহার বাকী খাজানার নিমিত্ত পাওনা টাকা ভিন্ন এই আইনমতে অন্য টাকা আদায়ের কোন ডিক্রীজারী হইলে মোকদ্দমা যে জিলায় উপস্থিত করা গেল সেই জিলার মধ্যে খাতকের কিম্বা তাহার অস্থাবর সম্পত্তির বিপক্ষে ডিক্রী জারী হইয়া যদি ডিক্রীমত টাকা পাওয়া যাইতে না পারে তবে ডিক্রীমত মহাজন ঐ খাতকের কোন স্থাবর সম্পত্তির বিপক্ষে ডিক্রী জারী হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি।

কোনং স্থল ব্যতিরেকে দায় ভিন্ন ক্রেতার পেটাও তালুক পাইবার কথা।

৬৬ ধারা। এই আইনের ৫৯ ও ৬০ ধারার বিধানমতে যে পেটাও তালুক বিক্রয় করা যায় ঐ পেটাও তালুক যে নিয়মপত্র দ্বারা করা গেল তদনুসারে কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ পেটাও তালুক করিলেন তিনি তৎপশ্চাৎ আপনার ও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ও আসৈনিগণের পক্ষে ক্ষমতাপত্র লিখিয়া দিলে যদি তদনুসারে ঐ পেটাও তালুকের প্রতি কোন দায় বর্ত্তাইবার স্বত্ব স্পষ্টরূপে প্রদত্ত না হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত পেটাও তালুকের কোন ভোগী ব্যক্তির কি তাহার স্থলাভিষিক্তের কি আসৈনীর কোন ক্রিয়া দ্বারা যে সকল দায় বর্ত্তিয়াছে ক্রেতা সেই সকল দায়ভিন্ন ঐ তালুক প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ক্রেতা এই ধারার লিখিত কোন কথাক্রমে খোদকস্তা রাইয়ত-দিগকে কিম্বা নিবাসী ও মৌরসী কৃষকদিগকে উঠাইয়া দিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হয়, কিম্বা পেটাও তালুকের পূর্ব্ব ভোগি ব্যক্তি কি তাহার স্থলাভিষিক্তগণ প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব্বোক্ত রাইয়তদিগকে কি কৃষকদিগকে যে পাট্টা দিয়াছে তাহা রহিত করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হয় এমত জ্ঞান করিতে হইবে না। পরন্তু পূর্ব্ব ভোগি ব্যক্তি যে সময়ে উক্ত পাট্টা দিয়াছিল সেই সময়ে অধিক খাজানার দাওয়া হইতে পারিত ঐ ক্রেতা আদালতে খাজানা নির্ণয় করণার্থ নিয়মরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই কথা সাব্যস্ত করিতে পারিলে তাহাদিগকে উঠাইয়া দিতে পারিবে। পূর্ব্ব ভোগী যে ব্যক্তির খাজানা বাকী পড়াতে ঐ তালুক বিক্রয় করা যায় সে আপনি ঐ তালুক ক্রয় করিলে এই ধারার কোন কথা তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না ইতি।

পত্তনিদার রেজিষ্টরী না করিলে জমিদারের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬৭ ধারা। এই আইনমতে যে পেটাও তালুক বিক্রয় করা যায়, তাহার ক্রেতা নীলামের তারিখাবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে জমীদারের কি অন্য ভূম্যধিকারীর রেজেষ্টরী বহীতে ক্রেতা বলিয়া আপনার নাম লেখাইবার জন্যে তাহার নিকট প্রার্থনা করিবে, এবং বাকীদার যেং বিধান ও নিয়মমতে ঐ পেটাও তালুক ভোগ করিত সেইং বিধান ও নিয়মানুযায়ী কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবে। পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে, ঐ জমিদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী উক্ত ক্রেতার নামে কবুলিয়ৎ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে ইতি।

খাজানার নিমিত্তে ভূমির শস্যাদি বন্ধক থাকা জ্ঞান করিবার কথা।

ক্রোক করণদ্বারা বাকী খাজানা আদায় করিবার বিধি।

চাষিরা জামিন দিলে তাহাদের শস্যাদি ক্রোক হইতে না পারিবার কথা।

উপবিধি।

৬৮ ধারা। ভূমির যত খাজানা দিতে হয় তজ্জন্যে ঐ ভূমির শস্যাদি বন্ধকস্বরূপ থাকে এমত জ্ঞান করিতে হইবে। ভূমির চাষির স্থানে এই আইনের ২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে জমীদার কি লাখেরাজদার কি ইজারদার কি মফঃসলী তালুকদার কি দরইজারদার কিম্বা ঐ চাষির স্থানে অন্য যে ব্যক্তির অব্যবহিতরূপে খাজানা পাইবার স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি ইহার পূর্ব্ব বিধানমতে সেই বাকীর নিমিত্তে মোকদ্দমা না করিয়া যে ভূমির খাজানা বাকী থাকে নিম্নলিখিত বিধিমতে তাহার শস্যাদি ক্রোক ও নীলাম করিয়া খাজানা আদায় করিতে পারিবে। পরন্তু যদি কৃষক খাজানা দিবার প্রতিভূ দিয়া থাকে, তবে যে ভূমির খাজানার নিমিত্তে প্রতিভূ দেওয়া গেল তাহার শস্যাদি ক্রোক হইতে পারিবে না। আর যাবারণ মহালের কি মফঃসলী তালুকের কিম্বা অন্য যে তালুকের ভূমি অংশিদিগের মধ্যে বিভাগ না হইয়া থাকে, সে সরবরাহকার সেই সমুদয় মহালের কি তালুকের কি ভূমির সকল অংশির পক্ষে খাজানা আদায় করিতে ক্ষমতাপন্ন হয় তাহার দ্বারা না হইলে কোন অংশী ক্রোক করিবার ঐ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবে না ইতি।

কোনং স্থলে ক্রোক হইতে না পারিবার কথা।

৬৯ ধারা। এক বৎসরের অধিক কালের বাকীর নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারিবে না। ও পূর্ব্ব বৎসর যে ভূমির যত খাজানা ছিল চাষি ঐ খাজানার অধিক দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া না দিলে সেই ভূমির ঐ খাজানার অধিক টাকার জন্যে ক্রোক হইতে পারিবে না ইতি।

কোর্ট ওয়ার্ডস প্রভৃতির অধীন সরবরাহকারদের ক্রোক করিবার শক্তিক্রমে কার্য্য করিবার কথা।

উপবিধি।

৭০ ধারা। জমীদারদিগকে ও চাষিদের স্থানে অন্য যে ব্যক্তিদের খাজানা পাইবার স্বত্ব থাকে তাহাদিগকে ৬৮ ধারাক্রমে ক্রোক করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল, কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন কার্য্যাধ্যক্ষেরা ও খাস তহসীলের মহালের সর বরাহকারেরা ও তহসীলদারেরা ও আইনমতে ভূসম্পত্তির অধ্যক্ষতা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত অন্য ব্যক্তিরা সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবে, আরও উক্ত ব্যক্তিরা যে নায়েবদিগকে ও গোমস্তাদিগকে কি অন্য কর্ম্মকারকদিগকে খাজানা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করে তাহাদিগকে মোক্তারনামা দিয়া সেই কর্ম্মের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া গেলে, তাহারাও ঐ শক্তিমতে কার্য্য করিতে পারিবে। পরন্তু সেই নায়েব কি গোমস্তা কি অন্য কর্ম্মকারক সেই শক্তিক্রমে কার্য্য করিবার ছলে কোন বেআইনী কর্ম্ম করিলে ঐ কর্ম্ম দ্বারা যে ক্ষতি হয় তন্নিমিত্তে ঐ কর্ম্মকারক যেমন দায়ী তাহার মনিবও তেমনই দায়ি হইবে ইতি।

যে শস্যাদি ক্ষেত্রে থাকে ও যাহা কাটিয়া সরাইতে রাখা যায় নাই তাহার ক্রোক হইতে পারিবার কথা।

৭১ ধারা। ক্ষেত্রের যে শস্য ও ভূমির উৎপন্ন অন্য যে ফলাদি কাটিয়া কি তুলিয়া লওয়া যায় নাই ও যে শস্য কি অন্য ফলাদি কাটিয়া কি তুলিয়া মাঠের কি বাটীর কোন খামারে কি শস্য ঝাড়িবার অন্য স্থান প্রভৃতিতে রাখা যায় এই আইনের বিধানমত ক্রোক করিবার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা তাহা ক্রোক করিতে পারিবে। কিন্তু যে ভূমির খাজানা বাকী আছে ও সেই ভূমির সহিত একি পাট্টামতে যে ভূমি ভোগ হইতেছে তাহার শস্য কি উৎপন্ন ফলাদি ছাড়া অন্য কোন শস্য কি ফলাদি এই আইনমতে ক্রোক হইতে পারিবে না ও শস্য কি অন্য ফলাদি কৃষাণের দ্বারা গোলাজাত হইলে পর তাহা ও অন্য কোন দ্রব্য এই আইন মতে ক্রোক হইতে পারিবে না ইতি।

ক্রোক করিবার সময়ে কি তৎপূর্ব্বে বাকীদারকে দাওয়া প্রভৃতির নোটিস দিবার কথা।

৭২ ধারা। এই আইনমত ক্রোক করিবার সময়ে কি তৎপূর্ব্বে ক্রোককারি ব্যক্তি বাকীদারকে বাকী খাজানার দাওয়ার পত্র দেওয়াইবে ও যে যে কারণে দাওয়া হয় তাহার হিসাব সঙ্গে দিবে। যদি হইতে পারে তবে সেই দাওয়ার পত্র ও হিসাব নিজ বাকিদারকেই দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পলায়ন কি গোপনে থাকা প্রযুক্ত তাহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাহার নিয়ত বাস স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

বাকী না দেওয়া গেলে কি দিবার প্রস্তাব না হইলে তৎসমান মূল্যের দ্রব্য ক্রোক হইবার কথা।

৭৩ ধারা। যত টাকার দাওয়া হয় তাহা অব্যাজে না দেওয়া গেলে কিম্বা দিবার প্রস্তাব না হইলে ক্রোককারী ব্যক্তি ক্রোক করণের খরচা সমেত ঐ বাকী টাকার সমান মূল্যের পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ক্রোক করিতে পারিবে ও সেই দ্রব্যের নির্ঘণ্ট দিতে বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার এক কেতা ঐ দ্রব্যের স্বামিকে দিবে কিম্বা সে না থাকিলে তাহার নিয়ত বাস স্থানে লাগাইয়া দিবে ইতি।

ক্ষেত্রের শস্যাদি ক্রোক হইলে কৃষাণের দ্বারা কাটিবার ও মরাইতে রাখিবার কথা কিম্বা না করিলে ক্রোককারির তাহা করিবার কথা।

৭৪ ধারা। ক্ষেত্রের শস্য ও ভূমির উৎপন্ন অন্য ফলাদি কাটিবার কি তুলিবার পূর্ব্বে ক্রোক হইলেও কৃষাণ তাহা কাটিয়া কি তুলিয়া যে মরাইতে কি অন্য স্থানে রাখিয়া থাকে সেই স্থানে গোলাজাত করিয়া রাখিতে পারিবে। ইহাতে কৃষাণের ত্রুটি হইলে, ক্রোককারি ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দ্বারা সেই শস্য ও ফলাদি কাটিয়া কি তুলিয়া লইবে, ও পূর্ব্বোক্ত মরাইতে কি অন্য স্থানে কিম্বা নিকট অন্য উপযুক্ত স্থানে সংগ্রহ করিবে। ইহার মধ্যে যাহা হউক ঐ ক্রোককারি ব্যক্তি ঐ ক্রোককরা দ্রব্যের রক্ষার জন্যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া তাহার জিম্মার রাখিবে। কোন শস্য কি ফলাদির স্বাভাবিক গুণহেতুক গোলাজাত করা যাইতে না পারিলে তাহা কাটিবার কি তুলিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বিধানমতে বিক্রয় হইতে পারিবে। কিন্তু এমন স্থলে ঐ শস্য কি ফলাদি কি তাহার কোন অংশ কাটিবার কি তুলিবার উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে বুড়ি দিন থাকিতে ক্রোক করিতে হইবে ইতি।

কোন বাধা হইলে কি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে আদালতের নিকটে ক্রোককারির সাহায্য প্রার্থনা করিবার কথা।

৭৫ ধারা। ক্রোককারকের বাধকতা হওয়াতে কি হইবার সম্ভাবনা থাকাতে সরকারী কোন আমলার সাহায্য চাহিলে যে খাজানার নিমিত্তে ক্রোক করিতে উদ্যত হয়, এই আইনের বিধানমতে সেই খাজানার মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবে। ও আদালত আবশ্যক জ্ঞান করিলে ঐ ক্রোক করিবার কার্য্যে ক্রোককারকের সাহায্য করিবার জন্যে এক জন আমলাকে পাঠাইতে পারিবেন ইতি।

যাহাদের ক্রোক করিবার ক্ষমতা থাকে আপনাদের চাকরদিগকে ক্রোক করিবার ক্ষমতা লিখিয়া দিবার কথা।

৭৬ ধারা। ৬৮ ধারা কিম্বা ৭০ ধারামতে যে ব্যক্তির শস্যাদি ক্রোক করিবার ক্ষমতা থাকে সে ক্রোক করিবার কার্য্যে কোন চাকরকে কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত

করিলে লেখাপড়া করিয়া সেই চাকরকে কি অন্য ব্যক্তিকে তাহা করিবার ক্ষমতা দিবে। ঐ ক্ষমতাপত্র সাদা কাগজে লিখিয়া দিতে পারিবে। যে ব্যক্তি ঐ ক্ষমতা দেয় তাহার নামে ক্রোক করা যাইবে ও তাহার শিরে দায় পড়িবে ইতি।

নিলামের দিনের পূর্ব্বে বাকীদার ক্রোক করিবার খরচা সমেত ঐ বাকী দিতে চাহিলে ক্রোক উঠাইয়া লইবার কথা।

৭৭ ধারা। ঐ শস্যাদি ক্রোক হইলে পর ও নিম্নলিখিত বিধানমতে তাহার নীলাম হইবার নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে ঐ শস্যাদির স্বামির নিকট যত বাকীর দাওয়া হইয়াছে যদি ক্রোক করিবার খরচা সমেত ঐ বাকী দিতে প্রস্তাব করে, তবে ঐ ক্রোককারক তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোক উঠাইয়া দিবে ইতি।

নীলাম করিবার প্রার্থনার কথা।

৭৮ ধারা। যে খাজানার নিমিত্তে ক্রোক করা যায় সেই খাজানার মোকদ্দমা যে আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে ক্রোককারক ক্রোক করা কোন শস্য কি ফলাদি গোলাজাত করিবার সময়াবধি পাঁচ দিনের মধ্যে, কিম্বা সেই শস্য কি ফলাদির স্বাভাবিক গুণ বিবেচনায় তাহা গোলাজাত করা যাইতে না পারিলে ক্রোক করিবার সময়াবধি পাঁচ দিনের মধ্যে, সেই আদালতে ঐ শস্যাদি নীলাম করিবার প্রার্থনা করিবে ইতি।

দরখাস্ত লিখিবার পাঠের কথা, ও বাকীদারকে নোটিস দিবার খরচ ক্রোক কারকের আমানৎ করিবার কথা।

৭৯ ধারা। ঐ প্রার্থনা লিখিয়া দিতে হইবে ও ক্রোকী দ্রব্যের নির্ঘণ্ট কি বর্ণনা ও বাকীদারের নাম ও বাসস্থান ও যত টাকা বাকীও যে তারিখে ক্রোক করা যায় ও ক্রোকী দ্রব্য যে স্থানে রাখা গেল এই সকল কথা ঐ প্রার্থনাপত্রে লিখিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিধানমতে বাকীদারকে যে নোটিস দিতে হইবে তাহাতে যত খরচ আবশ্যক ঐ ক্রোককারক প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে আদালতে সেই খরচ দিবে ইতি।

দরখাস্ত পাইলে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮০ ধারা। আদালতের নিকটে উক্ত প্রার্থনা করা যায় সেই আদালত ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে প্রার্থনাপত্র পাইলেই ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্যে এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিবেন। ও যাহার দ্রব্য ক্রোক করা গেল তাহাকে এই আইনের C তফসীলের পাঠে কি তাহার মর্ম্মতে নোটিস দেওয়াইবেন, তাহাতে তাহার প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে সে ঐ দাওয়ার টাকা দেয় অথবা ও ঐ নোটিস পাইবার তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে সেই দাওয়ার প্রতিবাদ

করিবার জন্যে ঐ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরো আদালত সেই সময়ে আদালতঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দিবেন, তন্মধ্যে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিবার দিন নিরূপণ থাকিবে, কিন্তু সেই দিন প্রার্থনাপত্রের তারিখ অবধি যেন বিশদিনের ন্যুন না হয়। ও জারী করিবার জন্যে যে পেয়াদার হাতে নোটিস দেওয়া যায় ঐ ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপিও তাহার হাতে দিবেন। ক্রোক করা সম্পত্তি যে স্থানে রাখা গিয়াছে ঐ পেয়াদা সেই স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দিবে। ঐ দ্রব্যের বর্ণনা ও যে দাওয়ার জন্যে তাহার নীলাম হইবে ও যে স্থানে বিক্রয় হইবে ঐ ঘোষণাপত্রে এই সকল কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ইতি।

মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে নীলাম স্থগিত করিবার কথা।

৮১ ধারা। পূর্ব্বোক্ত নোটিসমতে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে আদালত ক্রোকী দ্রব্য বিক্রয়ের কার্য্য স্থগিত করিয়া বিক্রয় করিবার নিমিত্তে যে আমালাকে নিযুক্ত করা গেল তাহাকে ঐ নীলাম স্থগিত হওয়ার সংশিতপত্র দিবেন ইতি।

নিলামের নোটিস প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ক্রোককারকের দাওয়ার প্রতিবাদ করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

৮২ ধারা। এই আইনের বিধানমতে যাহার দ্রব্য ক্রোক করা গেল সে ঐ দ্রব্য ক্রোক হইবার পরেই ও নীলামের নোটিস প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ঐ ক্রোককারির দাওয়ার প্রতিবাদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত ঐ দ্রব্য নীলাম করিবার কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ইতি।

ঐ দ্রব্যের স্বামী সুদ ও খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা দিবার নিবন্ধপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে আদালতের এই মর্ম্মের সংশিতপত্র পাওয়া গেলে ক্রোক উঠাইয়া লইবার কথা।

৮৩ ধারা। যাহার দ্রব্য ক্রোক করা গেল সেই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে কিম্বা তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে যথোচিত প্রতিভূ দিয়া যত টাকা আমার দেনা বলিয়া ডিক্রী হয় আমি ও আমার প্রতিভূগণ সুদ ও মোকদ্দমার খরচা সমেত ঐ টাকা দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে পারিবে। সেই নিবন্ধপত্রে স্বাক্ষর করা গেলে আদালত ঐ দ্রব্যের স্বামিকে সেই মর্ম্মের সংশিতপত্র দিবেন কিম্বা প্রার্থনা হইলে ক্রোককারীকে সেই পত্রের নোটিস দেওয়াইবেন। ঐ দ্রব্যের স্বামী ঐ ক্রোককারীকে সেই সংশিতপত্র দেখাইলে কিম্বা আদালতের আজ্ঞামতে তাহাকে দেওয়া গেলে ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইতে মুক্ত করা যাইবে ইতি।

ক্রোকের বিবাদ সূচক মোকদ্দমায় দাওয়ার মূল্যের কথা।

৮৪ ধারা। ৮০ ও ৮২ ও ৯৬ ধারার কিম্বা ইহার অন্তর ধারার বিধানমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে বাকী যত খাজানার নিমিত্ত ক্রোক হয় তাহাই দাওয়ার আনুমানিক মূল্য জ্ঞান হইবে ইতি।

নীলামের ঘোষণাপত্রে যে সময় নিরূপণ হইল তাহা গত হইলেও যদি ক্রোককারির দাওয়ার উপর আপত্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সংশিতপত্র না দেওয়া যায়, তবে নীলাম হইতে পারিবার কথা।

৮৫ ধারা। নীলামের ঘোষণাপত্রে যে সময় নির্দ্ধারিত হয়, সেই সময়ের মধ্যে যদি আদালতে ক্রোককারির দাওয়ার আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা না যায় এবং নীলাম করণার্থ নিযুক্ত আমলাকে তদ্বিষয়ের সংশিতপত্র না দেওয়া যায়, তবে ঐ আমলা নিম্নলিখিতমতে সেই দ্রব্য কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় করা প্রয়োজন তাহা বিক্রয় করিবে। কিন্তু সে ক্রোক করিবার যে খরচা ধরিতে স্বীকার করে তৎসমেত ঐ দাওয়ার সমুদায় টাকা তাহাকে দেওয়া গেলে বিক্রয় করিবে না ইতি।

ক্রোকী দ্রব্য নীলাম হইবার স্থানের ও নিয়মের কথা।

৮৬ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্য যে স্থানে রাখা গেল সেই স্থানে নীলাম হইবে, কিন্তু অতি নিকট কোন গঞ্জে কি বাজারে কি হাটে কি সাধারণ লোকদের গমনাগমনের অন্য স্থানে নীলাম হইলে অধিক মূল্য পাওয়া যাইবে, বিক্রয় করার্থে নিযুক্ত আমলা এমত বোধ করিলে সেই স্থানে নীলাম হইবে। সে আমলা নীলাম করে তাহার যেমন বিহিত বোধ হয় তেমনি ঐ দ্রব্য এক কি অধিক লাটে করিয়া নীলাম করা যাইবে। ও সেই দ্রব্যের এক অংশের নীলাম হইয়া ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ঐ দাওয়ার টাকা শোধ হইতে পারিলে অবশিষ্ট দ্রব্যের ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

উপযুক্ত মূল্যের ডাক না হইলে অন্য দিনে নিলাম হইবার কথা। ও তখন যে মূল্যের ডাক হয় সেই মূল্যে বিক্রয় হইবার কথা।

৮৭ ধারা। ঐ দ্রব্য নীলামে ধরা গেলে তাহার উপযুক্ত মূল্যের ডাক হয় নাই বিক্রয়কারী আমলার এমত বিবেচনা হইলে, ও পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা ঐ নীলামের স্থানে যদি হাট হইয়া থাকে তৎপশ্চাৎ হাটের দিনপর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত থাকে, সেই দ্রব্যের স্বামির কিম্বা তাহার পক্ষে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তির এমত প্রার্থনা হইলে, সেই দিন পর্য্যন্ত স্থগিত করা যাইবে। সেই দিনে ঐ দ্রব্যের যে মূল্যের ডাক হউক সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে ইতি।

মূল্য দিবার কথা।

৮৮ ধারা। একং লাট যে মূল্যে বিক্রয় হয় নীলামের সময়ে কিম্বা তৎপরে বিক্রয়কারী আমলা যত শীঘ্র আবশ্যক জ্ঞান করে তত শীঘ্র ঐ মূল্য নগদ দিতে হইবে। না দেওয়া গেলে ঐ দ্রব্য পুনরায় নীলামে ধরিয়া বিক্রয় করা যাইবে। মূল্যের সমুদয় টাকা দেওয়া গেলে পর বিক্রয়কারী আমলা ক্রেতাকে ক্রীত দ্রব্যের বর্ণনা ও সেই দ্রব্যের যে মূল্য দেওয়া গেল তাহার এক সংশিতপত্র দিবে ইতি।

নীলামের উৎপন্ন টাকার কথা।

৮৯ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্যের নীলাম হইয়া যে টাকা পাওয়া যায় বিক্রয়কারী আমলা তাহা হইতে নীলামের খরচার নিমিত্ত টাকা প্রতি এক আনার হিসাবে লইয়া গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইবার জন্যে আদালতে পাঠাইবে। পরে ক্রোককারী ব্যক্তি ক্রোক করিবার ও ৮০ ধারার নির্দ্দিষ্ট নীলামের নোটিস ও ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার খরচের যে হিসাব দেয়, ঐ আমলা তাহা বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে যত টাকা দেওয়া উচিত বোধ করে, ঐ ক্রোককারিকে তত টাকা দিবে। যে বাকীর নিমিত্ত ক্রোক করা গেল নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত সুদ সমেত ঐ বাকী শোধ করিবার জন্যে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ হইবে। পরে উদ্বৃত্ত থাকিলে যাহার দ্রব্য নীলাম হইয়াছে তাহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

যে আমলারা নীলাম করে তাহাদের ক্রয় করিতে নিষেধের কথা।

৯০ ধারা। এই আইনমতে যে আমলারা যে দ্রব্য নীলাম করে তাহারা স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে তাহার কোন দ্রব্য যেন ক্রয় না করে তাহাদের নিযুক্ত কি তাহাদের অধীন সকল লোকের প্রতি এই নিষেধ ইতি।

অনিয়মিত কর্ম্ম আদালতে রিপোর্ট করিবার কথা।

৯১ ধারা। ক্রোককারিরা এই আইনমত কর্ম্মের স্থলে গুরুতর অনিয়মিত কার্য্য করিলে ঐ ক্রোক করা দ্রব্য বিক্রেতার প্রতি আদালতে সেই কথা জ্ঞাত করিতে আদেশ হইল, আর ঐ দ্রব্যের স্বামী ঐ ক্রোকের ও প্রস্তাবিত নীলামের উপযুক্ত নোটিস পায় নাই, উক্ত আমলা ঐ দ্রব্য নীলাম করিতে উদ্যত হইয়া ইহা জানিতে পাইলে নীলাম স্থগিত করিয়া আদালতে সেই কথা রিপোর্ট করিবে, তাহা হইলে আদালত ৮০ ধারামতে নীলামের অন্য নোটিস ও ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার আজ্ঞা করিবেন, কিম্বা অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

আমলারা নীলামের স্থানে গেলে পর নীলাম না হইলে খরচ আদায়ের কথা।

৯২ ধারা। উক্ত আমলা নীলাম করিবার জন্যে কোন স্থানে গেলে পর ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত কারণে কিম্বা ক্রোককারী আপনার দাওয়ার শোধ হওয়ার কথা ঐ আমলাকে জ্ঞাত করে নাই, অথচ অগ্রে ঐ দাওয়ার শোধ হইল

এই কারণে নীলাম না হইলে ক্রোক করা দ্রব্যের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া তাহার উপর টাকা প্রতি এক আনার হিসাবে খরচ লওয়া যাইতে পারিবে। নীলামের যে দিন নিরূপণ হইল, সেই দিনেই ক্রোককারির দাওয়ার টাকা শোধ হইলে ঐ দ্রব্যের স্বামির ঐ খরচ দিতে হইবে, ও সেই খরচ পোষাইবার জন্যে যত দ্রব্য নীলাম করা আবশ্যক, নীলাম করিয়া ঐ খরচ আদায় হইতে পারিবে। অন্য সকল স্থলে ক্রোককারি ব্যক্তির সেই খরচ দিতে হইবে, আদালত এই আজ্ঞা করিয়া তাহার যত টাকা দিতে হইবে, সেই আজ্ঞাপত্রে ইহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন, কিন্তু দশ টাকার অধিক নয়। এবং যত টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, সেই আজ্ঞাই ঐ আদালতের ডিক্রী হইলে ঐ টাকা যে প্রকারে আদায় করা যাইত, ক্রোককারি হইতে সেই প্রকারে আদায় করা যাইতে পারিবে ইতি।

আমলাদের কার্য্য পুনর্ব্বিচার করিয়া আদালতের আজ্ঞা করিবার অপেক্ষার কথা।

৯৩ ধারা। যে আমলারা ক্রোক করা দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিযুক্ত হয়, তাহারা যে আদালত সংক্রান্ত থাকে, সেই আদালত কর্তৃক তাহাদের এই আইনমত সকল কার্য্যের সমালোচন ও তৎসম্পর্কীয় আজ্ঞা হইবার অপেক্ষা থাকিবে। দেওয়ানী আদালত সেই আমলাদের কার্য্যের যে রিপোর্ট ও বর্ণনাপত্র আবশ্যক বোধ করেন, তাহা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

নীলাম হইবার দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রের কথা।

৯৪ ধারা। ক্রোককারির দাওয়ার আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে ও প্রতিভূ দিয়া ঐ দ্রব্য মুক্ত করা না গেলে যদি দাওয়ার টাকা কি তাহার কোন অংশ দেনা বলিয়া নিষ্পত্তি হয়, তবে আদালত বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত আমলাকে ঐ দ্রব্য নীলাম করিবার আজ্ঞা দিবেন, ও ক্রোককারিকে সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি দিবেন। ক্রোককারি ব্যক্তি সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি পাইবার পর পাঁচ দিনের মধ্যে প্রার্থনা করিলে ঐ আমলা ৮০ ধারার নির্দ্দিষ্টমত দ্বিতীয় ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করিয়া ক্রোক করা দ্রব্য বিক্রয় করিবার অন্য দিন নিরূপণ করিবেন। সেই দিন ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি পাঁচ দিনের কম ও দশ দিনের অধিক হইবে না। দেনা বলিয়া যত টাকার ডিক্রী হইয়াছে ক্রোক করিবার খরচা সমেত এবং যে ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিল, তাহার প্রতি মোকদ্দমার যত খরচা দিবার আজ্ঞা হয়, তৎসমেত সেই টাকা ইতিমধ্যে না দেওয়া গেলে, ঐ আমলা ইহার পূর্ব্বে লিখিত বিধিমতে ঐ দ্রব্য নীলাম করিতে প্রবর্ত্ত হইবে ইতি।

ক্রোককারির দাওয়ার আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

৯৫ ধারা। ক্রোককারির দাওয়ার আপত্তিসূচক মোকদ্দমা উপস্থিত করা

গেলে ঐ ক্রোককারি ব্যক্তি আপনি ঐ বাকীর নিমিত্তে মোকদ্দমা করিলে যেমন তাহার প্রমাণ করিতে হইত, তেমনি তাহার বাকির প্রমাণ করিতে হইবে। সেই দাওয়ার টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ দেনা আছে দৃষ্ট হইলে, আদালত ক্রোককারির সপক্ষে ঐ টাকার এবং মোকদ্দমার খরচার যত টাকা বিহিত বোধ করেন তত টাকার ডিক্রী করিবেন। ও ক্রোক যদি উঠাইয়া দেওয়া না গিয়া থাকে, তবে ইহার পূর্ব্ব ধারামত দ্রব্য নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবে। সেই নীলাম হইবার পর কিছু বাকী পাওনা থাকিলে বাকীদারের উপর কিম্বা তাহার অন্য কোন দ্রব্যের উপর ডিক্রীজারী করিয়া ঐ টাকা আদায় হইবে। যদি প্রতিভূ দিয়া ঐ দ্রব্য মুক্ত করা গিয়া থাকে, তবে বাকীদারের ও প্রতিভূর উপর ও তাহাদের দ্রব্যের উপর ডিক্রী জারী করিয়া ঐ বাকী আদায় হইবে। পরন্তু ঐ ক্রোক অকারণে ও ক্লেশ দিবার জন্যে হইয়াছে ইহা নিশ্চিত হইলে, আদালত ক্রোক করা দ্রব্যের মুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন ও তদ্ভিন্ন মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া বাদির ক্ষতিপূরণার্থে যত টাকা উচিত বোধ হয় তাঁহার তত টাকা পাইবার ও ক্রোককারির দ্বারা মোকদ্দমার খরচা দেওয়ার ডিক্রী করিতে পারিবেন ইতি।

এক ব্যক্তির বাকী খাজানাপ্রযুক্ত অন্যের দ্রব্য ক্রোক করা গেলে ক্রোককারি প্রভৃতির নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।

৯৬ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে খাজানা পাওনা আছে বলিয়া দ্রব্য ক্রোক করা গেলে, যদি অপর ব্যক্তি আপনার বলিয়া ঐ দ্রব্যের দাওয়া করে, তবে ঐ দ্রব্যের ভোগস্বত্ব কাহার আছে ইহার বিচার হইবার জন্যে সেই ব্যক্তি ঐ ক্রোককারির ও ঐ অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। কোন ব্যক্তির স্থানে খাজানা পাওনা আছে বলিয়া তাঁহার দ্রব্য ক্রোক হইলে, সে যে আদালতে যে প্রকারে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ের ও তৎপ্রযুক্ত নীলাম স্থগিত হইবার যে নিয়মমতে মোকদ্দমা করিতে পারে, সেই আদালতে সেই প্রকারে ও সেই নিয়মমতে ঐ মোকদ্দমা করিবে। তদ্রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে দ্রব্যের মূল্যের নিমিত্তে প্রতিভূ দেওয়া গেলে সেই দ্রব্য মুক্ত করা যাইতে পারিবে। যদি দাওয়া ডিসমিস হয়, তবে আদালত ঐ ক্রোককারির উপকারের জন্যে এবং আদালতের বিবেচনায় মোকদ্দমার যত টাকা খরচা বিহিত হয়, ক্রোককারির সেই টাকা পাইবার জন্যে দ্রব্য নীলাম করিবার কিম্বা বিষয়বিশেষে দ্রব্যের মূল্য আদায় করিবার আজ্ঞা করিবেন। যদি সেই দাওয়া সপ্রমাণ হয়, তবে আদালত ঐ ক্রোক করা সম্পত্তির মুক্ত হইবার ডিক্রী করিয়া ঐ দাওয়ার খরচার ও ভাব গতিক বুঝিয়া ক্ষতিপূরণের যত

টাকা উপযুক্ত বোধ হয় তাহারও আজ্ঞা করিবেন। পরন্তু এই আইনমতে ক্রোক হইবার যোগ্য যে শস্যাদি ক্রোক করণ সময়ে বাকীদার চাষির অধিকারে পাওয়া যায়, তাহার উপর পূর্ব্ব বিক্রয় কি বন্ধকের উপলক্ষে কি প্রকারান্তরে কোন দাওয়া হইলেও তদ্দ্বারা ভূমির খাজানা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তির অগ্রগণ্য দাওয়ার বাধা হইবে না। ও কোন আদালতের নিষ্পত্তি কি ডিক্রী জারীক্রমে যে ক্রোক করা যায়, তাহাও সেই অগ্রগণ্য দাওয়ার বিপক্ষে বলবৎ হইবে না ইতি।

নীলাম হইতে দ্রব্য রক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে নালিশ করিতে না পারিলে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিবার কথা।

৯৭ ধারা। টাকা ন্যায্যমতে পাওনা না হইলে কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্থানে প্রাপ্য কিম্বা কথিতমতে প্রাপ্য বলিয়া তাহা আদায় করিবার জন্যে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে, ও বিশিষ্ট কোন কারণে ঐ দাওয়ার প্রতিবাদ করণার্থে কিম্বা বিষয়বিশেষে সম্পত্তিতে স্বতন্ত্র বিচার করণার্থে ৮২ ও ৯৬ ধারার নিরূপিত সময়ের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অপারকপ্রযুক্ত যদ্যপি ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ও করা যায়, তথাপি আপনার দ্রব্য যে আইনীমতে ক্রোক ও নীলাম হইয়াছে বলিয়া ঐ ব্যক্তি এই আইনমতে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবে ইতি।

ক্রোককারির বেআইনী কর্ম্ম দ্বারা ক্ষতি হইলে নালিশ করিবার কথা।

৯৮ ধারা। খাজানা বাকী আছে বলিয়া তাহা আদায় করিবার জন্যে যে ব্যক্তি ক্রোক করিবার ক্ষমতাপন্ন হয়, কিম্বা সেই ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির লিখিত অনুমতি ক্রমে যে ব্যক্তি ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, সে যদি এই আইনের বিধান ভিন্ন প্রকারান্তরে কোন দ্রব্য ক্রোক কি বিক্রয় করে কি করায় কিম্বা ক্রোককারি ব্যক্তি ঐ ক্রোক করা দ্রব্য উচিতমতে রাখিবার ও রক্ষা করিবার জন্যে উপযুক্তমতে সাবধান না থাকাতে যদি ক্রোক করা দ্রব্য হারায় কি নষ্ট হয় কি তাহার হানি হয় কিম্বা এই আইনের কোন বিধানমতে ক্রোক যে সময়ে উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা হয়, যদি সেই সময়েই উঠাইয়া দেওয়া না যায়, তবে তদ্দ্বারা দ্রব্যের স্বামির যে ক্ষতি হইয়া থাকে এই আইনমতে সেই ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবে ইতি।

বেআইনীমত ক্রোকের কথা।

৯৯ ধারা। এই আইনের ৬৮ ও ৭০ ধারাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করিবার ক্ষমতাপন্ন না হইয়া কিম্বা তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির লিখিত অনুমতিক্রমে সেই কর্মে নিযুক্ত না হইয়া যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ছলে দ্রব্য ক্রোক কি বিক্রয় করে

কি করাব, তবে সেই ক্রোক কি বিক্রয় করাতে ঐ দ্রব্যের স্বামির যে ক্ষতি হইয়া থাকে, সে এই আইনমতে সেই ব্যক্তির স্থানে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। ঐ মোকদ্দমায় সেই ব্যক্তির হানিপূরণার্থ যত টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, তদ্ভিন্ন তাহার নামে যে কার্য্যের অভিযোগ হয় তাহা অপরাধ-ভাবে অনধিকার প্রবেশাপরাধের তুল্য না হইলে তাহার তিন শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা দুই মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিবার সময়ের কথা।

১০০ ধারা। পরন্তু ইহার পূর্ব্ব তিন ধারার কোন ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় মোকদ্দমার হেতু হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে তাহার আরম্ভ করিতে হইবে ইতি।

ক্রোক প্রভৃতির বাধা করা গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১০১ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তির ক্রোক নিয়মিতরূপে করা গেলে, যদি কেহ তাহার বাধকতা করে কিম্বা ক্রোক করা কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক কি গোপন-ভাবে স্থানান্তর করে, তবে যে খাজানার নিমিত্তে ঐ ক্রোক করা যায়, যে আদালত সেই খাজানার মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন, ঐ বাধা হইবার কিম্বা সেই দ্রব্য লইয়া যাইবার তারিখাবধি পনের দিনের মধ্যে সেই আদালতে নালিশ হইলে ঐ আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করাইবেন। ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে ও সেই দ্রব্যের স্বামীই অপরাধী হইলে ঐ আদালত দেওয়ানী জেলখানায় তাহাকে ছয় মাস পর্য্যন্ত কিম্বা খরচখরচা সমেত ক্রোককারির পাওনা সমুদয় টাকা যাবৎ না দেওয়া যায়, কিম্বা আদালতের পরওয়ানাক্রমে অপরাধির দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম হইয়া যাবৎ ঐ টাকা আদায় না হয়, তাবৎ তাহাকে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিবেন, যাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হয়, সে ঐ দ্রব্যের স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি হইলে সে সেই ক্রোককারিকে ঐ দ্রব্যের মূল্য দিবে, তদ্ভিন্ন তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, সেই টাকা না দিলে তাহার দুই মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

জিলার জজ সাহেব ১০০টাকার ন্যূন টাকার ডিক্রী করিলে, যদি খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা ভূমির স্বত্বের কোন কথা, না থাকে, তবে আপীল না হইবার কথা।

১০২ ধারা। জিলার জজ সাহেব প্রথমতঃ কিম্বা আপীলক্রমে উপস্থিত করা মোকদ্দমার বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিলে যে টাকার জন্যে নালিশ হয়, তাহা কিম্বা যে সম্পত্তির দাওয়া হয় তাহার মূল্য একশত টাকার অধিক না হইলে,

এবং সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে রাইয়তের কি প্রকার খাজানা বৃদ্ধি কি পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব নির্ণয়, কিম্বা ভূমিতে যাহাদের কোন স্বত্বের কি সম্পর্কের পরস্পর বিপক্ষ দাওয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ঐ ভূমির স্বত্বের কি সম্পর্কের কোন কথা নির্ণয় হইলে এই আইনের কোন কথাক্রমে আপীল করিবার কোন ক্ষমতা দেওয় গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

বিচারের পুনর্দৃষ্টি হইবার কথা।

১০৩ ধারা। এই আইনের বিধানমতে উপস্থিত মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করা যায়, তাহার পুনর্দ্দৃষ্টি হইবার প্রার্থনা হইলে, ঐ নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার তারিখাবধি ৩০দিন গত হইলে পর কোন আদালত সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু এই ধারার কোন কথা বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের প্রতি বর্ত্তে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারাধিপত্য না থাকার কথা।

১০৪ ধারা। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করণার্থে যে আদালত উপবিষ্ট হন, এই আইন প্রচলিত না হইলে যে সকল মোকদ্দমা সেই আদালতের বিচার্য্য না হইত। এই আইনের বিধানমতে উপস্থিত করা সেই মোকদ্দমা যে ঐ আদালতের বিচার্য্য হইবে, এই আইনের কোন কথাতে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

বিনাখরচে পরওয়ানা দিবার ক্ষমতার কথা।

১০৫ ধারা। এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় যে পরওয়ানা আবশ্যক হয়, কোন ব্যক্তি তাহার খরচ দিতে অক্ষম আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে বিনা-খরচে ঐ পরওয়ানা জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

আইনের ব্যাপকতার কথা।

১০৬ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করণ দ্বারা উক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত যে যে জিলার মধ্যে এই আইন প্রচলিত করেন সেই সেই জিলায় প্রবল হইবে। তাহা হইলে উক্ত আজ্ঞাতে এই আইন প্রচলিত হইবার আরম্ভের যে দিন ও যে সময় নির্দ্ধারিত হয় সেই দিন ও সেই সময়াবধি ঐ আজ্ঞার উল্লিখিত জিলায় প্রবল হইতে আরম্ভ হইবে ইতি।

এই আইন যে স্থানে চলে তন্মধ্যে অন্য কোন২ আইন রহিত হইবার কথা।

১০৭ ধারা। এই আইন যে সময়ে ও যদবধি কোন জিলাতে প্রচলিত হয় তৎকালে ও তদবধি সেই জিলাতে D চিহ্নিত তফসীলের নানা বিধানের কার্য্য ও বল রহিত হইবে। কিন্তু তাহার যে যে কথা দ্বারা অন্য কোন আইন রহিত

কি মতান্তর করা যায়, সেই সেই কথা প্রবল থাকিবে ; এবং এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা কি কার্য্য কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে রহিত হইবে না ইতি।*

যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে পূর্ব্ব ব্যবহারমতে তাহার চলন হইবার কথা।

১০৮ ধারা। D চিহ্নিত তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে তাহার কি তন্মধ্যে কোন আইনের বিধানক্রমে কোন স্থানে যে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকার্য্যকারকের বিচারাধিপত্য থাকে, সেই স্থানে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যদি পূর্ব্বোক্ত আইনের কি তন্মধ্যে কোন আইনের বিধানমতে ঐ কালেক্টর সাহেব প্রভৃতির সম্মুখে মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত অন্য কার্য্য উপস্থিত থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য এবং তদুপরি সকল আপীল এই আইন প্রচলিত না হওয়ার ন্যায় শুনা যাইবে, ও নিষ্পত্তি হইবে, ও তদ্ঘটিত ডিক্রী কি আজ্ঞা প্রবল করা যাইবে, ও এই আইন না হওয়ার ন্যায় ব্যবহার ও কার্য্যপ্রণালী হইবে ইতি।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ভূসম্পর্কের আইন দ্বারা যে ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে এই আইন দ্বারা তাহার ব্যাঘাত না হওয়ার কথা।

১০৯ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ছোট নাগপুরের অন্তর্গত কোন২ ভূসম্পর্ক নির্ণয় করণ ও তাহার বিধানকরণ ও তাহা লিপিবদ্ধ করণের আইন নামে যে আইন প্রণয়ন করেন, সেই আইনক্রমে স্পেশ্যাল কমিশ্যনরী পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কিম্বা ছোট নাগপুর খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি যে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা সেই শক্তির কি ক্ষমতার লোপ কি খর্ব্বতা হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

১৮৬৮ সালের ৭ আইন রক্ষা করিবার কথা।

১১০ ধারা। এই আইনের লিখিত কোন কথাক্রমে ভূমির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে২ দাওয়া বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে, তদাদায় করণার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানের ব্যাঘাত হইবেনা ইতি।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১১১ ধারা। এই আইন ভূম্যধিকারি ও প্রজাবিষয়ক কার্য্য প্রণালীর ১৮৬৯ সালের আইন নামে খ্যাত হইবে ইতি।

(৪৭ধারার উল্লিখিত)

A তপসীল।

অমুক স্থানবাসি (আনন্দ বড়াল) আমি ধর্ম্মতঃ কহিতেছি যে, অমুক স্থানে আমি ঈশ্বরচন্দ্রের অধীনে কি তাঁহার স্থানে যে ভূমি লইয়া দখল করি কি চাষ করিয়া থাকি সেই ভূমির খাজানা তাঁহার যে মাল কাছারীতে (কিম্বা অন্য স্থানে) নিযত দেওয়া গিয়া থাকে সেই স্থানে আপনি (কিম্বা আমার কর্ম্মকারক চন্দ্রনাথের দ্বারা) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক মাসাবধি অমুক মাসপর্য্যন্ত উক্ত ভূমির যত খাজানা আমার নিকটে পাওনা আছে তাহা সমুদয়ে এত টাকা উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে দিতে চাহিলাম। আরো কহিতেছি আমি উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে উক্ত টাকা দিতে চাহিলে তিনি তাহা লইতে স্বীকার করিলেন না (কিম্বা তৎকালে আমাকে সেই সম্পূর্ণ টাকার রসীদ দিলেন না) আরো কহিতেছি অমুক মাসাবধি অমুক মাস পর্য্যন্ত উক্ত ভূমির খাজানা বলিয়া উক্ত যে এত টাকা দিতে চাহিযাছিলাম ও এইক্ষণে আদালতে দিতে ইচ্ছা করি। আমার জ্ঞানমতে সেই টাকা উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকটে আমার সম্পূর্ণ দেনা, এবং ভূমির খাজানার নিমিত্তে ঐ ঈশ্বরচন্দ্রের আর টাকা থাকি না।

(৪৭ ধারার উল্লিখিত)

B তপসীল।

অমূক স্থানের আদালত।

সাল তাং

অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সমীপেষু।

ইহার সঙ্গে যে নির্দ্দেশপত্র পাঠান যাইতেছে তদুপলক্ষে তোমাকে জ্ঞাত করা গেল যে ঐ পত্রের লিখিত এত টাকা এইক্ষণে এই আদালতে গচ্ছিত আছে এবং তুমি কিম্বা নিযমিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তোমার কর্ম্মকারক দরখাস্ত করিলে ঐ টাকা পাইতে পারিবা। তোমার আরও জানিতে হইবে যে উক্ত ভূমির খাজানার নিমিত্তে যদি উক্ত আনন্দ বড়ালের উপর তোমার আর কোন দাবী দাওযা থাকে তবে সেই দাওযা কি দাবী স্থাপন করিবার নিমিত্তে এই তারিখ অবধি ইংরেজী পাঁজিমতে ছয় মাসের মধ্যে এই আদালতে তোমার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে। নতুবা তোমার দাওযা একবারে রহিত হইবে।

[এই স্থলে A চিহ্নিত তফসীলের নির্দেশ বাক্যের প্রতিলিপি লিখিতে হইবে]।

(৮০ ধারার উল্লিখিত)

C তফসীল।

ক্রোক করা দ্রব্যের স্বামিকে যে নোটিস দিতে হইবে তাহার পাঠ।

অমুক আদালত।

আনন্দ ক্রোককারক।

দ্রব্যের স্বামির নাম ও বর্ণনা ও বাসাদি।

তোমার স্থানে উক্ত আনন্দের এত টাকা খাজানা পাওনা আছে বলিয়া নিম্নভাগে যে ক্রোক করা দ্রব্য বর্ণিত হইয়াছে তিনি সেই খাজানা আদায় করিবার জন্যে তাহা বিক্রয় হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, এই হেতুক তোমার প্রতি আদেশ হইতেছে তুমি উক্ত আনন্দকে উক্ত টাকা দেও অথবা এই নোটিস পাইবার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে সেই দাওয়ার প্রতিবাদ করিবার জন্যে অমুক স্থানের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত কর। ইহা না করিলে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে।

সাল তাং

(১০৭ ও ১০৮ ধারার উল্লিখিত।)

D তফসীল!

এই আইন যে যে প্রদেশে প্রচলিত করা যায় সেই সেই প্রদেশে যে যে আইন নিষ্ফল হইবে তাহা।

আইনের তারিখ ও নম্বর।	আইনের নাম।	যে অংশ রহিত হইল।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন।	ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার	সম্পূর্ণ আইন।
বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রীসভার প্রণীত ১৮৬২ সাল ৬ আ,	১৮৫৯ সালের ১০ আইন সংশোধনার্থ	সম্পূর্ণ আইন।
মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীর ১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের অর্থ সংশোধন করিবার কোনং নিষ্পত্তি সিদ্ধ করিবার।	সম্পূর্ণ আইন।

সম্পূর্ণ।

শ্রীমবর শ্রীযুত গবরনর জেনেরল সাহেব ১৮৭২ সালের মার্চ্চ মাসের ১৫ই তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করিয়াছেন।

১৮৭২ সালের ১ আইন।

সাক্ষ্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন।

হেতুবাদ।

সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও নির্ণয় ও সংশোধন করা বিহিত এই হেতুক নিয়লিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম অধ্যায়।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

১ পরিচ্ছেদ।—পারিভাষিক কথা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "সাক্ষ্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে ব্যাপ্ত হইবে, এবং সৈনিক আদালত সুদ্ধ কোন আদালতে বা কোন আদালতের সম্মুখে বিচার ঘটিত যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার পক্ষে বর্ত্তিবে। কিন্তু কোন আদালতে কি কোন কার্য্যকারকের নিকট যে আফিডেবিট উপস্থিত করা যায় কিম্বা সালিসের সম্মুখে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

যে অবধি প্রচলিত হইবে।

এই আইন ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে।

যে যে আইন রহিত করা গেল তাহার কথা।

২ ধারা। সেই দিবসাবধি নিম্নলিখিত বিধান রহিত করা যাইবে।

(১) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশে ইংলণ্ডীয় কি এ দেশীয় যে ব্যবস্থা কি আইন প্রচলিত হয় সাক্ষ্যবিষয়ক যে বিধি তন্মধ্যে না থাকে সেই বিধি।

(২) ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের ২৫ ধারাক্রমে যে

সকল বিধি ও আইন ও ব্যবস্থা আইনের তুল্য বলবৎ হইয়াছে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের সঙ্গে তাহার যতদূর সম্পর্ক থাকে ততদূর সেই সকল বিধি ও আইন ও ব্যবস্থা।

(৩) এই আইনের তফসীলের লিখিত সকল বিধান তৃতীয় ঘরে যতদূর নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা ততদূর রহিত হইবে।

কিন্তু ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কোন অংশে ইংলণ্ডীয় কি এ দেশীয় কোন আইনের কি ব্যবস্থার যে বিধান প্রবল থাকে ও এই আইনে স্পষ্টরূপে রহিত করা না যায় এই আইনের কোন কথা দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

অর্থ করিবার ধারা।

৩ ধারা। নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের নিম্নলিখিত যে অর্থ নির্ণয় করা গেল পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে এই আইনে সেই সেই কথার ও শব্দের সেই সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

আদালত।

আদালত শব্দের মধ্যে সকল জজ ও মাজিষ্ট্রেট গণ্য ও সালিস ভিন্ন অন্য যে সকল ব্যক্তি আইন মতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহারাও গণ্য।

বৃত্তান্ত।

বৃত্তান্ত শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য।

(১) যে বিষয় বা বিষয়ের যে অবস্থা বা বিষয়ের যে সম্পর্ক ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হয় তাহা।

(২) কোন ব্যক্তি মানসিক যে ভাব অনুবোধ করেন তাহা।

উদাহরণ।

(ক) কোন স্থানে কোন কোন দ্রব্য বিশেষ বিশেষ স্থলে সাজান আছে, ইহাই বৃত্তান্ত।

(খ) কোন ব্যক্তি কোন কথা শুনিল কি কোন বিষয় দেখিল, ইহা বৃত্তান্ত।

(গ) কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন কথা কহিল, ইহা বৃত্তান্ত।

(ঘ) কোন ব্যক্তির বিশেষ অভিমত কিম্বা বিশেষ অভিপ্রায় আছে কি সে সরল ভাবে বা কুটিল ভাবে কর্ম্ম করে কি কোন শব্দের বিশেষ অর্থ প্রয়োগ করে কি সুখ দুঃখাদি অনুবোধ করিতেছে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে করিল। এই সকলকে বৃত্তান্ত বলা যায়।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সুকীর্ত্তি বা কুকীর্ত্তি আছে ইহা বৃত্তান্ত।

প্রাসঙ্গিক।

এই আইনে বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ের যে যে বিধান আছে সেই সেই বিধানের উল্লিখিত অন্যতর প্রকারে এক বৃত্তান্তের সহিত অন্য বৃত্তান্তের সম্পর্ক থাকিলে সেই সেই বৃত্তান্ত পরস্পর প্রাসঙ্গিক বলা যায়।

ইসুঘটিত বৃত্তান্ত।

"ইসুঘটিত বৃত্তান্ত" শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য।

কোন মোকদ্দমায় কি মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যে যে স্বত্ব কি দায় কি অক্ষমতা উদ্ঘাটিত কি অস্বীকৃত হয় তাহার সত্তা কি অসত্তা কি ভাব কি ব্যাপকতা যে একি বৃত্তান্ত দ্বারা কি অপর বৃত্তান্তের সহযোগে যে বৃত্তান্তদ্বারা অবশ্য অনুভব হয় সেই বৃত্তান্ত।

ব্যাখ্যা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানানুসারে কোন আদালত বৃত্তান্তঘটিত ইসু লিপিবদ্ধ করিলে সেই ইসুর উত্তর স্বরূপ যে বৃত্তান্ত উদ্ঘাটিত কি অস্বীকৃত হয় তাহাই ইসুঘটিত বৃত্তান্ত।

উদাহরণ।

বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

বিচার কালে এই এই বৃত্তান্ত লইয়া ইসু হইতে পারে অর্থাৎ আনন্দের দ্বারা বলরামের মৃত্যু হইল কি না।

আনন্দ বলরামকে বধ করিতে কল্পনা করিল কি না।

বলরামের দ্বারা আনন্দের হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইয়াছিল কি না।

যে ক্রিয়া দ্বারা বলরামের মৃত্যু হয় আনন্দ ক্ষিপ্তমনা প্রযুক্ত সেই ক্রিয়া করণ সময়ে তাহার ভাব বুঝিতে পারিল না।

দলীল।

কোন ব্যাপার লিপিবদ্ধ করণার্থে কোন দ্রব্যের ব্যবহার করিবার উদ্দেশে কি ব্যবহার হইতে পারে এই নিমিত্ত সেই দ্রব্যের উপর অক্ষর কি অঙ্ক কি চিহ্নদ্বারা কি ইহার কয়েক উপায় দ্বারা যে ব্যাপার ব্যক্ত কি বর্ণিত হয়, দলীল শব্দে তাহাই বুঝায়।

লিখিত কথা দলিল হয়।

কথা ছাপা কি লিথগ্রাফ ফটগ্রাফ করা গেলে তাহা দলিল।

ব্যাপ কি নক্সা দলীল।

তামার পাতে কি পাত্তরে কোন কথা খোদিত হইলে তাহা দলীল।

ব্যঙ্গজনক চিত্রাদি দলিল।

সাক্ষ্য।

" সাক্ষ্য " শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য।

(১) বৃত্তান্তঘটিত ব্যাপারের অনুসন্ধান লওন কালে আদালত সাক্ষিদিগকে আপনার সম্মুখে তৎসম্পর্কীয় যে যে কথা কহিতে দেন বা কহিতে আজ্ঞা করেন তাহা সাক্ষ্য।

তাহাদের সেই কথা বাচনিক সাক্ষ্য বলা যায়।

(২) আদালতের দেখিবার জন্যে যে সকল দলিল উপস্থিত করা যায় তাহা সাক্ষ্য।

সেই সেই দলিল লিখিত সাক্ষ্য বলা যায়।

প্রমাণিত।

আদালত উপস্থিত কোন ব্যাপারের বিবেচনা করিয়া বৃত্তান্ত সত্য জানিলে, অথবা উপস্থিত বিষয়ের আকার প্রকার বিবেচনায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই বৃত্তান্ত সত্য জ্ঞানে আচরণ করা কর্ত্তব্য এই পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তান্ত সম্ভব জ্ঞান করিলে তাহা প্রমাণিত বলা যায়।

খণ্ডিত।

আদালত উপস্থিত কোন ব্যাপারের বিবেচনা করিয়া বৃত্তান্ত বিশ্বাস না করিলে অথবা উপস্থিত বিষয়ের আকার প্রকার বিবেচনায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই বৃত্তান্ত সত্য জ্ঞানে আচরণ করা কর্ত্তব্য নয় এই পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তান্ত অসম্ভব জ্ঞান করিলে ঐ বৃত্তান্ত খণ্ডিত বলা যায়।

অপ্রমাণিত।

বৃত্তান্ত প্রমাণিত না হইলে, খণ্ডিতও না হইলে তাহা অপ্রমাণিত বলা যায়।

অনুমান করিতে পারেন।

৪ ধারা। আদালত কোন বৃত্তান্তের অনুমান করিতে পারেন এই আইনে এমত আদেশ থাকিলে যত কাল সেই বৃত্তান্ত খণ্ডন করা না যায় আদালত ততকাল তাহা প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিবেন অথবা তাহার প্রমাণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অনুমান করিবেন।

আদালত কোন বৃত্তান্তের অনুমান করিবেন এই আইনে এমত আদেশ থাকিলে

যত কাল সেই বৃত্তান্ত খণ্ডন করা না যায় আদালত তত কাল তাহা প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

সিদ্ধান্ত প্রমাণ।

এই আইনে এক বৃত্তান্ত অন্য বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে উক্ত এক বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে আদালত অন্য বৃত্তান্ত প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন ও তাহা খণ্ডিবার সাক্ষ্য লইবার অনুমতি দিবেন না ইতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

ইসুঘটিত বৃত্তান্তের ও প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবার কথা।

৫ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে ইসু ঘটিত প্রত্যেক বৃত্তান্তের এবং অন্য যে বৃত্তান্ত পশ্চাদ্ভাগে প্রাসঙ্গিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই বৃত্তান্তের সত্তার কি অসত্তার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে, অন্য বৃত্তান্তের নয়।

ব্যাখ্যা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে তাহার কোন বিধানানুসারে কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ দেওনার্থে কোন ব্যক্তির স্বত্ব রহিত হইলে এই ধারাক্রমে তাহার সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার ক্ষমতা হইতে পারিবে না।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে মুদ্গর দ্বারা আঘাত করিল বলিয়া বধ করিবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দের বিচার কালে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত ইসুঘটিত।

আনন্দ বলরামকে মুদ্‌গর দিয়া মারিল কি না।

সেই প্রহার দ্বারা আনন্দ বলরামের মৃত্যুর কারণ হইল কি না।

বলরামকে মারিয়া ফেলিতে আনন্দের কল্পনা ছিল কি না।

(খ) কোন অর্থী যে খতের উপর নির্ভর করে সেই খত সঙ্গে আনে নাই ও মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে সেই খত দেখাইবার জন্যে প্রস্তুত রাখে নাই। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ভিন্ন সেই অর্থী এই ধারাক্রমে ঐ মোকদ্দমা প্রচলিত থাকার পশ্চাৎ কোন সময়ে খত দেখাইতে বা মর্ম্মের প্রমাণ করিতে পারিবে না।

যে যে বৃত্তান্ত একই ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ হয় তাহার কথা।

৬ ধারা। বৃত্তান্ত ইস্যুর মধ্যে ধরা না গেলেও ইস্যুঘটিত কোন বৃত্তান্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে একই ব্যাপারের অঙ্গ স্বরূপ হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক। সেই দুই বৃত্তান্ত একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বা স্থানে ঘটিলেও প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে প্রহার করণদ্বারা বধ করণাপরাধের অভিযোগ হয়। সেই প্রহার করা সময়ে আনন্দ কি বলরাম কিম্বা যে ব্যক্তিরা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল তাহারা যে যে কথা কহিয়াছিল ও যে যে কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা, কিম্বা তাহাদের যে কথা কি কর্ম্ম ঐ প্রহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পশ্চাৎ কহা কি করা প্রযুক্ত ঐ ব্যাপারের একাংশ হয় সেই সেই কথা কি কর্ম্ম প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(খ) অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হাঙ্গামা হওয়াতে সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল ও সৈন্যের প্রতি আক্রমা হইল ও জেলখানা ভাঙ্গিয়া খোলা গেল। আনন্দ সেই হাঙ্গামার ভাগী ছিল বলিয়া তাহার নামে মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করণাপরাধের অভিযোগ হইল। উক্ত সম্পত্তি নষ্ট করণাদি সকল ব্যাপারে আনন্দ উপস্থিত না থাকিলেও সেই সেই কার্য্য উক্ত সাধারণ ব্যাপারের একাংশ বলিয়া তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) লেখালেখির অঙ্গস্বরূপ কোন পত্রে আনন্দের নামে অপবাদ থাকাতে আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে, যে বিষয় ধরিয়া অপবাদের উল্লেখ হয়, সেই বিষয় সম্পর্কে উভয় ব্যক্তির লেখালেখির অন্তর্গত অন্য যে পত্রে ঐ অপবাদ না থাকে সেই পত্রাদিও প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঘ) বলরামকে কয়েক দ্রব্য পাঠাইবার আদেশ হইলে সেই দ্রব্য আনন্দের নিকট পঁহুছিল কি না এই প্রশ্ন হয়। ঐ দ্রব্য একে একে অনেক ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল। হস্তগত হওনরূপ সেই প্রত্যেক ব্যাপার প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

যে বৃত্তান্ত ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের নিমিত্ত কি হেতু কি ফলস্বরূপ হয় তাহার কথা।

৭ ধারা। কোন বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে কি প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের কি ইস্যু ঘটিত বৃত্তান্তের নিমিত্ত কি হেতু কি ফলস্বরূপ হইলে কিম্বা বিষয়ের যে অবস্থায় ঐ বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল অন্য বৃত্তান্ত লইয়া বিষয়ের সেই অবস্থা হইল, কিম্বা সেই অন্য বৃত্তান্ত দ্বারা ঐ বৃত্তান্ত হইবার কিম্বা ঘটিবার সুযোগ হইলে, সেই অন্য বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের প্রতি দস্যুতা করিল কিনা এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ঐ দস্যু ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলরাম টাকা সঙ্গে লইয়া হাটে যাইতেছিল, ও অন্য লোকদিগকে টাকা দেখাইল এবং আমার কাছে টাকা আছে এই কথা অন্য লোকদিগকে কহিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামকে বধ করিল কিনা এই প্রশ্ন হইল।

হত্যাব্যাপার যে স্থানে হইয়াছিল সেই স্থানের কি তাহার নিকট স্থানের মাটিতে হাতাহাতি করিবার যে চিহ্ন থাকে তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(গ) আনন্দ বলরামকে বিষ খাওয়াইল কি না এই প্রশ্ন হইল।

বিষ খাওয়ার যে লক্ষণ হইয়া থাকে সেই লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বলরামের শারীরিক স্বাস্থ্য কি অস্বাস্থ্য ছিল এবং বলরামের রীতি ও চরিত্র আনন্দের নিকট জ্ঞাত হওয়াতে তাহার বিষ খাওয়াইবার সুযোগ হইল, এই এই বিষয় প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

প্রবৃত্তির ও পূর্ব্ব উদ্যোগের ও পশ্চাৎ আচারের কথা।

৮ ধারা। যে ক্রিয়াদ্বারা ইহা ঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের প্রবৃত্তি কি উদ্যোগ প্রকাশ হয় কিম্বা যে ক্রিয়া প্রবৃত্তি কি উদ্যোগঘটিত হয় তাহাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

মোকদ্দমা সংক্রান্ত কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য সংক্রান্ত কোন পক্ষ কিম্বা কোন পক্ষের সুপক্ষীয় কোন কর্ম্মকারক সেই মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত সেই কার্য্যের উপলক্ষে কিম্বা সেই মোকদ্দমা প্রভৃতির ইসুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের উপলক্ষে যে আচরণ করে ও যে ব্যক্তির বিপক্ষে অপরাধ লইয়া মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য হয়, সেই ব্যক্তি যে আচরণ করে তদ্দ্বারা ইসুঘটিত কিম্বা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের ফলাফল দর্শিলে কিম্বা সেই বৃত্তান্তদ্বারা উক্ত আচরণের ফলাফল দর্শিলে সেই আচরণ বৃত্তান্তের পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ হইলেও প্রাসঙ্গিক হয়।

১ ব্যাখ্যা। কোন কথা কহা গেলে তাহা ঐ উক্তি ভিন্ন অন্য ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক না হইলেও তদ্দ্বারা অন্য ক্রিয়ার কারণাদি না জানা গেলে এই ধারাগত, "আচরণ" শব্দে সেই উক্তি গণ্য নহে। কিন্তু এই আইনের অন্য কোন ধারামতে উক্তি প্রাসঙ্গিক হইলে, এই ব্যাখ্যার কথার তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

২ ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তির আচরণ প্রাসঙ্গিক হইলে, তাহার নিকট কিম্বা তাহার সাক্ষাৎ কি শ্রুতিগোচরে কথিত যে উক্তি দ্বারা ঐ আচরণের বৈষম্য হয় সেই উক্তিও প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের বধাভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দ চন্দ্রকে বধ করিয়াছিল। বলরাম এই কথা জানিত। বলরাম সেই কথা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া আনন্দের স্থানে টাকা চাহিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ খত দেখাইয়া বলরামের স্থানে টাকা পাইবার নালিস করে। বলরাম কহে আমি সেই খৎ লিখিয়া দেই নাই।

এমন স্থলে, খৎ যে সময়ে কথিতমতে লেখা গিয়াছিল সেই সময়ে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে বলরামের টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরামকে বিষ খাওয়াইয়া বধ করিবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

বলরামকে যে বিষ খাওয়ান গিয়াছে বলরামের মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আনন্দ সেই প্রকারের বিষ ক্রয় করিয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) কোন এক দলীল আনন্দের উইল কি না এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

কথিত উইলের বিধানে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে আনন্দ ঐ কথিত উইলের তারিখের অনতিপূর্ব্বে সেই২ বিষয়ের অনুসন্ধান লইলেন, এবং উইল লিখিবার বিষয়ে উকীলদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং উইলের কয়েক পাণ্ডুলিপি লেখাইয়া পরে তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, উক্ত বিষয়ে এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(চ) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়।

এই স্থলে, মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দ্বারা আনন্দের পক্ষে সম্ভাব জন্মে এই কারণে সে কথিত অপরাধ হইবার সময়ে কিম্বা তৎপূর্ব্বে বা পরে সাক্ষ্যের বিধান করিল কিম্বা সাক্ষ্য নষ্ট করিল কি গুপ্ত রাখিল কিম্বা যাহারা সাক্ষ্য দিতে পারিত এমত ব্যক্তিদের উপস্থিত হইবার বাধা দিল কিম্বা তাহাদের উপস্থিত না হইবার উপায় করিল কিম্বা সেই বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সাক্ষি জুটাইল. এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ছ) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

এই স্থলে বলরামের দ্রব্য অপহরণ করা গেলে পর, বলরামের দ্রব্য কে অপহরণ করিয়াছে পোলিস ইহার সন্ধান লইতে আসিবে চন্দ্র আনন্দের সাক্ষাৎ এই কথা কহিলে আনন্দ তৎক্ষণাৎ পলাইল। এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(জ) আনন্দ বলরামের ১০,০০০ টাকা ধারে কি না এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দ চন্দ্রের স্থানে টাকা কর্জ্জ লইতে চাহিলে আনন্দের সাক্ষাৎ ও প্রতি-

গোচর দীননাথ চন্দ্রকে কহিল, আনন্দ বলরামের ১০,০০০ টাকা ধারে তুমি বিশ্বাস করিয়া তাহাকে আর টাকা দিও না, আনন্দ এই কথা শুনিয়া উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) আনন্দ অমুক অপরাধ করিয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল।

অপরাধিকে ধরিবার উদ্যোগ করা যাইতেছে আনন্দ সতর্ক করণ ভাবের এই পত্র পাইয়া পলায়ন করিল এই কথা ও সেই পত্রের মর্ম্ম প্রাসঙ্গিক।

(ট) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়।

এই স্থলে, কথিত অপরাধ করা গেলে পর আনন্দ পলায়ন করিল কিম্বা ঐ অপরাধের দ্বারা যে দ্রব্য পাওয়া যায় সেই দ্রব্য কিম্বা তাহার মূল্য তাহার অধিকারে ছিল কিম্বা সেই অপরাধ করণে যে দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছিল কিম্বা হইতে পারিত আনন্দ তাহা গোপনে রাখিবার উদ্যোগ করিল এইং বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঠ) আদরীকে বলাৎকার করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

এই স্থলে, কথিত বলাৎকার করা গেলে পর আদরী সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ করে এই কথা এবং যে ভাবগতিকে ও যে কথা কহিয়া নালিশ করিল, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

আমাকে বলাৎকার করা গিয়াছে নালিশ না করিয়া ঐ স্ত্রীর এই কথামাত্র এই ধারামতে আচরন বলিয়া প্রাসঙ্গিক নয়। তথাপি

৩২ ধারার ((১) প্রকরণমতে মুমুর্ষু বাক্য বলিয়া কিম্বা

১৫৭ ধারামতে প্রতিপোষক সাক্ষ্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(ড) আনন্দের দ্রব্য চুরি করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

এই স্থলে কথিত চৌর্য্য ব্যাপারের কিঞ্চিৎ পরে আনন্দ সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ করিল এই কথা এবং যে ভাবগতিকে ও যে কথা কহিয়া নালিশ করিল এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

নালিস না করিয়া আমার দ্রব্য চুরি করা গিয়াছে আনন্দের এই কথা মাত্র এই ধারামতে আচরণ বলিয়া প্রাসঙ্গিক নয় তথাপি

৩২ ধারার (১) প্রকরণ মতে মুমুর্ষ বাক্য বলিয়া কিম্বা

১৫৭ ধারা মতে প্রতিপোষক সাক্ষ্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিবার কিম্বা উপস্থিত করিবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্ত আবশ্যক তাহার কথা।

৯ ধারা। ইসুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিবার কিম্বা উপস্থিত করিবার নিমিত্তে কিম্বা ইসুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত দ্বারা যে অনুভূতির সূচনা হয় তাহার প্রতিপোষকতা করিবার কিম্বা তাহা খণ্ডিবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্ত আব-

শ্যক কিম্বা কোন দ্রব্যের কি ব্যক্তির অনন্যতা প্রাসঙ্গিক হইলে যে বৃত্তান্ত দ্বারা সেই অনন্যতা নির্ণয় করা যায়, কিম্বা, ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে সময়ে ও যে স্থানে ঘটিয়াছিল সেই সময় ও স্থান যে বৃত্তান্ত দ্বারা নির্ণয় করা যায় কি উক্ত বৃত্তান্ত যে ব্যক্তিদের দ্বারা নিষ্পাদন করা গেল যে বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তিদের পরস্পর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় সেই বৃত্তান্ত সেই কারণে যদ্দূর আবশ্যক তদ্দূর প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) উপস্থিত দলিলখানি আনন্দের উইল কি না এই প্রশ্ন হইল।

কথিত উইলের তারিখে আনন্দের সম্পত্তির ও তাহার পরিবারের যে অবস্থা ছিল ইহার বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(খ) আনন্দের লজ্জাকর আচরণ হইয়াছে বলরামের এই কথায় আনন্দ তাহার নামে অপবাদের নালিশ করে। বলরাম এই উত্তর করে যাহা অপবাদ বলা গেল তাহা সত্য।

অপবাদ যে সময়ে প্রকাশ করা গিয়াছিল সেই সময়ে উভয় পক্ষের যে অবস্থা ও পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত উপস্থিত করিবার উপলক্ষে ঐ সম্বন্ধের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে

কথিত অপবাদের সঙ্গে যে বিবাদের সম্পর্ক নাই এমত বিষয়ে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ হইলে ঐ বিবাদের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু সেই বিবাদের দ্বারা আনন্দের ও বলরামের ভাবের ব্যত্যয় হইলে সেই বিবাদ যে হইয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে

কথিত অপবাদের সঙ্গে যে বিবাদের সম্পর্ক নাই এমত বিষয়ে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ হইলে ঐ বিবাদের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু সেই বিবাদের দ্বারা আনন্দের ও বলরামের ভাবের ব্যত্যয় হইলে সেই বিবাদ যে হইয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(গ) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়।

অপরাধ হইবার কিঞ্চিৎ পরে আনন্দ ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল, ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত হইবার পরও সেই বৃত্তান্ত প্রযুক্ত আচরণ বলিয়া ৮ ধারামতে তাহার সেই কর্ম্ম প্রাসঙ্গিক হয়।

যে সময়ে ঘর ছাড়িয়া অন্য স্থানে গেল সেই সময়ে তাহার সেই অন্য স্থানে হঠাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম পড়িল এই কথাটা ঘর হইতে তাহার হঠাৎ যাইবার হেতু বলিয়া প্রাসঙ্গিক হয়।

যে কর্ম্মের নিমিত্তে গিয়াছিল, সেই অত্যাবশ্যক কর্ম্ম হঠাৎ উপস্থিত হইল কেবল ইহা দেখাইবার জন্যই ঐ কর্ম্মের বিস্তারিত বর্ণনা প্রাসঙ্গিক হইতে পারিবে নতুবা অপ্রাসঙ্গিক।

(ঘ) চন্দ্র আনন্দের নিকট চাকরী করিতে চুক্তি করিলে বলরাম তাহাকে সেই চুক্তি ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি দিল, আনন্দ ইহা বলিয়া বলরামের নামে অভিযোগ করে। আনন্দের নিকট চাকরী ত্যাগ করিবার সময়ে চন্দ্র তাহাকে কহিল যে বলরাম আমাকে অধিক বেতন দিতে চাহিয়াছে এই কারণে আমি চাকরী ছাড়িয়া গেলাম। চন্দ্রের এই কার্য্য ইহা সুঘটিত বৃত্তান্ত বলিয়া প্রাসঙ্গিক এবং সেই উক্তি দ্বারা তাহার সেই আচরণের কারণ জানা গেল এই নিমিত্ত সেই উক্তিই প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) আনন্দের নামে চুরি করণাপরাধের অভিযোগ হয়। কোন ব্যক্তি তাহাকে ঐ চোরা দ্রব্য বলরামের হাতে দিতে ও পরে বলরামকে আনন্দের স্ত্রীর হাতে দিতে দেখিয়াছে ও দিবার সময়ে বলরাম কহিল আনন্দ তোমাকে এই দ্রব্য লুকাইয়া রাখিতে কহিয়াছে। যে বৃত্তান্ত উক্ত ব্যাপারের একাংশ হয় ঐ কথা দ্বারা সেই বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা হইল বলিয়া বলরামের সেই কথা প্রাসঙ্গিক।

(চ) দাঙ্গা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয় ও সে জনতার সরদার মতে গিয়াছিল ইহার প্রমাণ হইল। ঐ জনতা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া যে যে কথা কহিয়াছিল তদ্দ্বারা ঐ ব্যাপারের ভাব বুঝা যায় বলিয়া সেই সেই কথা প্রাসঙ্গিক।

সাধারণ অভিসন্ধি লক্ষ্য করিয়া সহায় ব্যক্তির উক্তির বা কর্ম্মের কথা।

১০ ধারা। দুই কি অধিক ব্যক্তি অপরাধ কি অভিযোজ্য অন্যায় ক্রিয়া করণার্থে ষড়যন্ত্র করিল এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির প্রথম সেই অভিসন্ধি হইলে পর তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি ঐ সাধারণ অভিসন্ধির উদ্দেশে যে কথা কহে বা লেখে ও যে কর্ম্ম করে ঐ ষড়যন্ত্র যে হইয়াছে ইহার প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এবং উক্ত অন্যতর ব্যক্তি তাহার সহায় ছিল ইহা দেখাইবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া যাহাদের প্রতি সন্দেহ থাকে তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিপক্ষে সেই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

(ক) আনন্দ মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে।

সেই ষড়যন্ত্রের উপলক্ষে বলরাম ইউরোপে অস্ত্র শস্ত্র ক্রয় করিল, চন্দ্র সেই অভিপ্রায়ে কলিকাতায় টাকা আদায় করিল, দীননাথ বোম্বাইবাসী কয়েক ব্যক্তিকে সেই ষড়যন্ত্রে মিলিবার প্রবৃত্তি দিল, আগ্রায় ঈশান সেই অভিসন্ধির পোষকতার লিপি প্রকাশ করিল, কলিকাতায় চন্দ্র যে টাকা আদায় করে ফকীরচাঁদ দিল্লিতে থাকিয়া কাবুলে গগণের নিকট সেই টাকা পাঠাইল, হরমোহন কোন পত্রে সেই ষড়যন্ত্রের বৃত্তান্ত লিখিল এমত স্থলে আনন্দ সেই সকল ব্যক্তিকে না জানিলেও এবং যে ব্যক্তিরা ঐ সকল ক্রিয়া করে তাহারা আনন্দের অপরিচিত লোক হইলেও

এবং সেই ষড়যন্ত্রে আনন্দের মিলিবার পূর্ব্বে কি ছাড়িয়া যাইবার পরেও ঐ ঐ কার্য্য করা গেলে ঐ ষড়যন্ত্র হওয়ার প্রমাণার্থ এবং আনন্দ সেই ষড়যন্ত্রে মিলিত ছিল ইহার প্রমাণার্থে উক্ত সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

যে বৃত্তান্ত স্থলান্তরে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

১১ ধারা। কোন বৃত্তান্ত স্থলান্তরে প্রাসঙ্গিক না হইলেও এই এই স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়।

(১) ইস্যুঘটিত কিম্বা প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের অসঙ্গত হইলে,

(২) সেই বৃত্তান্ত দ্বারা কিম্বা অন্য বৃত্তান্তের সংযোগে সেই বৃত্তান্ত দ্বারা ইস্যুঘটিত কিম্বা প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সত্তা কি অসত্তা অত্যন্ত সম্ভব বা অসম্ভব হইলে।

উদাহরণ।

আনন্দ নির্দ্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় অপরাধ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

সেই দিনে আনন্দ লাহোরে ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

অপরাধ যে স্থানে করা গেল আনন্দ ঐ অপরাধ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে সেই স্থান হইতে দূরে থাকা প্রযুক্ত তদ্দ্বারা সেই অপরাধ হওয়া অসাধ্য না হইলেও অত্যন্ত অসম্ভব হইলে ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

(খ) আনন্দ অমুক অপরাধ করিল কি না এই প্রশ্ন হয়।

ভাবগতিক বিবেচনা করিলে, হয় আনন্দ না হয় বলরাম কিম্বা চন্দ্র অথবা দীননাথ ইহার একতর ব্যক্তি ঐ অপরাধ করিয়াছে। এমন স্থলে অন্য কাহার দ্বারা সেই অপরাধ হইতে পারিল না এবং বলরাম কি চন্দ্র কি দীননাথ সেই অপরাধ করে নাই ইহা যে বৃত্তান্ত দ্বারা দেখা যাইতে পারে তাহা প্রাসঙ্গিক।

হানিপূরণের মোকদ্দমায় যে বৃত্তান্ত দ্বারা হানির মূল্য নির্ণয় হইতে পারে তাহা প্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

১২ ধারা। মোকদ্দমায় হানিপূরণের দাওয়া হইলে হানি স্বরূপ কত টাকা দিবার আজ্ঞা করা উচিত আদালত যে বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা নির্ণয় করিতে পারেন তাহা প্রাসঙ্গিক।

স্বত্বের কি রীতির কথা উত্থাপন হইলে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

১৩ ধারা। কোন স্বত্ব কি রীতি প্রবল আছে কি না এই প্রশ্ন উত্থাপন হইলে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ক) যে ব্যাপারে কথিত স্বত্বের বা রীতির সৃষ্টি কি দাওয়া করা গেল বা ঐ

স্বত্ব বা রীতি মতান্তরিত কি স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইল কিম্বা যে ব্যাপার ঐ স্বত্বের বা রীতির অসঙ্গত হয় তাহা।

(খ) বিশেষ যে যে স্থলে ঐ স্বত্বের কি রীতির দাওয়া হয় বা তাহা স্বীকার করা যায় বা তদনুসারে কার্য্য করা যায় কি তদনুসারে কার্য্য হওন বিষয়ে বিবাদ হয় বা কার্য্যের স্বত্ব উদ্ঘাটিত হয় বা তদনুসারে কার্য্য না করা যায় সেই সেই স্থল।

অমুক স্থানে আনন্দের জলকরের স্বত্ব আছে কি না এই প্রশ্ন হইলে আনন্দের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ঐ জলকরের যে দানপত্র দেওয়া যায় তাহা, ও আনন্দের পিতা কর্ত্তৃক ঐ বন্ধকীপত্রের ও তৎপশ্চাৎ আনন্দের পিতাকর্ত্তৃক ঐ জলকরের বন্ধকীপত্রের অসঙ্গত এক দানপত্র, ও বিশেষ যে যে স্থলে আনন্দের পিতা সেই স্বত্বানুসারে কার্য্য করেন ও যে যে স্থলে আনন্দের প্রতিবাসীদের দ্বারা ঐ স্বত্বের প্রতিবন্ধকতা হয় এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

যে বৃত্তান্ত দ্বারা মানসিক কি শারীরিক অবস্থা কিম্বা শরীরের ভাব জানা যায় সেই বৃত্তান্তের কথা।

১৪ ধারা। মনের কি শরীরের কোন অবস্থা কি শারীরিক ভাব ইস্যুর কিম্বা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের মধ্যে থাকিলে যে বৃত্তান্ত দ্বারা মনের সেই অবস্থা অর্থাৎ কল্পনা কি জ্ঞান কি সারল্য কি শৈথিল্য কি দুঃসাহস কি ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ প্রকাশ হয়, অথবা যে বৃত্তান্ত দ্বারা শরীরের সেই অবস্থা কি শারীরিক ভাব প্রকাশ পায়, সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা।—মনের প্রাসঙ্গিক ভাব দর্শাইবার জন্য যে বৃত্তান্ত প্রাসাঙ্গিক হয়, সাধারণ স্থলভিন্ন বিবাদীয় বিশেষ বিষয়ে ঐ ভাব প্রকাশ হইল ঐ বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা দেখাইতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল। বিশেষ একটী চোরা দ্রব্য তাহার অধিকারে ছিল ইহার প্রমাণ হইল।

সেই সময়ে তাহার কাছে আরও অনেক চোরা দ্রব্য ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কেন না তাহার অধিকারগত সকল ও প্রত্যেক দ্রব্য সে চোরা বলিয়া জানিত উক্ত বৃত্তান্তে ইহার সূচনা করা যায়।

(খ) আনন্দ একটী কৃত্রিম মুদ্রা অন্য ব্যক্তিকে দেওন সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিয়া প্রতারণাক্রমে দিল, তাহার নামে এই অভিযোগ হয়।

সেই মুদ্রা দেওনের সময় তাহার নিকট আর অনেক গুলিন কৃত্রিম মুদ্রা ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরাম যে কুকুরকে দুরন্ত জানিত তাহার সেই কুকুরে হানি করিয়াছে বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে হানিপূরণের নালিশ করে।

ঐ কুকুর পূর্ব্বে যদুকে ও রাধাকে ও বেচুকে কামড়াইয়াছিল ও তাহারা বলরামের নিকট সেই কথা জানাইল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) আনন্দ এক খান হুণ্ডী সাকরাইয়া দিল কিন্তু টাকা গ্রহীতার কৃত্রিম নাম তাহাতে দেওয়া গেল আনন্দ ইহা জানিত কি না এই প্রশ্ন হইল

টাকা গ্রহীতা প্রকৃত ব্যক্তি হইলে আনন্দের নিকট তাহার ঐ হুণ্ডী পঁহুছিবার সময় থাকিত না আনন্দ এমত অন্য কএক হুণ্ডী পূর্ব্বেও সাকরাইয়া দিয়াছে এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক, যেহেতুক আনন্দ ঐ টাকা গ্রহীতার নাম কৃত্রিম বলিয়া জানিত এই অনুভব হয়।

(চ) আনন্দ বলরামের মানহানি করিবার কল্পার্থ তাহার অপবাদ প্রকাশ করিল বলিয়া আনন্দের নামে অপবাদ করণাপরাধে অভিযোগ হয়।

আনন্দ তৎপূর্ব্বে বলরামের বিরুদ্ধে নানা কথা প্রকাশ করিয়াছিল ও তাহাতে বলরামের প্রতি তাহার দ্বেষ প্রকাশ হয় এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক। যেহেতুক উক্ত বিশেষ অপবাদ প্রকাশ করিয়া বলরামের মানহানি করিতে আনন্দের কল্পনার প্রমাণ হয়।

পূর্ব্বে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ ছিল না কিন্তু যে বিষয়ের নালিশ হয় আনন্দ কেবল অন্যের নিকট শুনিয়া তাহা লিখিলেন। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক। যেহেতুক আনন্দ বলরামের মানহানি করিতে কল্পনা করেন নাই এই বৃত্তান্তে ইহা দৃষ্ট হয়।

(ছ) চন্দ্র ঋণশোধ করিতে সক্ষম, আনন্দ প্রতারণাক্রমে বলরামকে এই কথা কহাতে আনন্দের নামে নালিশ হয়। ঐ কথা দ্বারা চন্দ্রের প্রতি বলরামের বিশ্বাসের প্রবৃত্তি হইল কিন্তু চন্দ্র ঋণশোধ করিতে অক্ষম হওয়াতে বলরামের হানি হইল।

আনন্দ যে সময়ে চন্দ্রকে ঋণশোধ করিবার সক্ষম বলিয়া জানাইল সেই সময় চন্দ্রের প্রতিবাসীগণ ও অন্য যে লোকেরা তাহার সঙ্গে কারবার করিত তাহারা সকলে তাহাকে ঋণ শোধ করিতে সক্ষম জানিত এই বৃত্তান্ত দ্বারা আনন্দ সরল ভাবে উক্ত কথা কহিল প্রকাশ হওয়াতে তাহা প্রাসঙ্গিক।

(জ) চন্দ্র আনন্দের ঘরে কোন কর্ম্ম করিবার চুক্তি করিলে বলরামকে সেই কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিল। বলরাম সেই কর্ম্ম করিয়া তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্তে আনন্দের নামে নালিশ করে।

আনন্দ উত্তর করিল চন্দ্রের সঙ্গে বলরামের চুক্তি হইল।

আনন্দ চন্দ্রকে সেই কার্য্যের মূল্য দিল এই বৃত্তান্ত দ্বারা আনন্দ সরলভাবে চন্দ্রের প্রতি সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার ভার দিল ইহার প্রমাণ হওয়াতে চন্দ্র আনন্দের পক্ষে কর্ম্মকারকস্বরূপ না হইয়া আপনার পক্ষে বলরামের সঙ্গে চুক্তি করিতে পারিল। অতএব এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) আনন্দ কোন দ্রব্য কুড়িয়া পাইয়া কুটিলভাবে তাহার অবৈধ ব্যবহার করিল, এই অপরাধে তাহার নামে অভিযোগ হয়, তাহাতে আনন্দ যে সময়ে ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিল সেই সময়ে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না এইকথা সরলভাবে জানিত কিনা এই প্রশ্ন উত্থিত হইল।

আনন্দ যে স্থানে ছিল সেই স্থানে ঐ দ্রব্য হারাইবার জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গিয়াছিল, এই বৃত্তান্তদ্বারা ইহা জানা যায় যে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামির সন্ধান পাইতে না পারিবার কথায় আনন্দ সরলভাবে বিশ্বাস করিল না। অতএব এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

চন্দ্র সেই দ্রব্য হারান যাইবার কথা শুনিয়া দ্রব্যের উপর মিথ্যা দাওয়া করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রতারণাভাবে ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়াছিল আনন্দ ইহা জানিত কিম্বা তাহার এই কথায় বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল। আনন্দ ঐ জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ হইবার কথা জানিলেও তাহার সরলভাবের অপ্রমাণ হয় না, এই বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা জানা যাওয়াতে ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ট) আনন্দ বলরামকে বধ করিবার কল্পনায় তাহাকে গুলি করিল এই অভিযোগ হইলে আনন্দের সেই কল্পনা প্রমাণ করিবার জন্যে সে পূর্ব্বেও বলরামকে গুলি করিয়াছিল এই কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

(ঠ) আনন্দ বলরামের নিকট ভয় দর্শাইবার কএকখানি পত্র পাঠাইল বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। ঐ ঐ পত্রের তাৎপর্য্য দর্শাইবার জন্যে আনন্দ পূর্ব্বে বলরামের নামে ভয় দর্শাইবার অন্য ২ পত্র পাঠাইল ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(ড) আনন্দ আপন স্ত্রী বামার প্রতি নির্দ্দয়াচার করিবার অপরাধী কিনা এই প্রশ্ন উত্থিত হইল।

কথিত নির্দ্দয়াচরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে পরস্পরের ভাবসূচক যে যে কথা কহা গেল তাহার বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঢ) বিষসেবন দ্বারা আনন্দের মৃত্যু হইল কিনা এই প্রশ্ন হয়।

আনন্দ পীড়ার সময়ে আপন পীড়ার যে ২ লক্ষণ জানাইল তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(গ) আনন্দ যে সময়ে আপন জীবনের উপর বিমা গ্রহণ করে সেই সময়ে তাহার শরীরের কি ভাব ছিল এই প্রশ্ন হয়।

সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আনন্দ আপন শরীরের স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে যে কথা কহিল তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঙ) কোন এক গাড়ীর ব্যবহার করা যুক্তিমতে উচিত নয় বলরাম আনন্দকে সেই গাড়ী ভাড়া দেওয়াতে আনন্দের হানি হইলে আনন্দ বলরামের নামে অমনযোগের অভিযোগ করে।

পূর্ব্ব কোন কোন সময়ে বলরামকে ঐ গাড়ীর দোষের কথা বলা গিয়াছিল এই কথা প্রাসঙ্গিক।

বলরাম যে যে গাড়ী ভাড়া দিয়া থাকে তাহাতে নিয়ত অমনোযোগ প্রকাশ করে এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

(থ) আনন্দ পূর্ব্ব কল্পনা করিয়া বলরামকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলে বধাপরাধে আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দ পূর্ব্বেও কএকবার বলরামকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল এই কথা দ্বারা বলরামকে গুলি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ হওয়াতে সেই কথা প্রাসঙ্গিক।

আনন্দ আর আর লোককে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িত এই কথা অপ্রাসঙ্গিক।

(দ) কোন অপরাধ হেতুক আনন্দের বিচার হয়

আনন্দ সেই অপরাধ করিবার কল্পনা প্রকাশক কোন কথা কহিয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

সেই প্রকারের অপরাধ করিবার সাধারণ ভাব প্রকাশক কোন কথা কহিয়াছিল এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

কার্য্য অকস্মাৎ না কল্পনা পূর্ব্বক করা গেল এই বিষয়ে যে বৃত্তান্ত বর্ত্তে তাহার কথা।

১৫ ধারা। কোন কার্য্য অকস্মাৎ না কল্পনা পূর্ব্বক করা গেল এই প্রশ্ন হইলে ঐ ক্রিয়া তদনুরূপ কার্য্যশ্রেণীর একাংশ ছিল ও সেই প্রত্যেক ঘটনার ক্রিয়াকারী ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের ঘরের উপর বিমা লওয়া গিয়াছে। আনন্দ সেই বিমার টাকা পাইবার আশয়ে আপনার গৃহদাহ করে, ইহা বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইল।

আনন্দ ক্রমশঃ অনেক ঘরে বাস করিয়াছে প্রত্যেক ঘরের উপর বিমা গ্রহণ

হইয়াছিল, প্রত্যেক ঘরে আগুণ লাগিল, এক এক ঘর দগ্ধ হইলে আনন্দ বিমার ব্যবসায়ী কোন আফিস হইতে টাকা পাইয়াছিল, এই সকল বৃত্তান্ত দ্বারা জানা যায় যে অকস্মাৎ আগুণ লাগে নাই। অতএব সেই সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামের খাতকদের নিকট টাকা আদায় করিতে নিযুক্ত হয়। টাকা পাইলে খাতায় জমা দেওয়া আনন্দের কর্ত্তব্য। কোন সময়ে যত টাকা পাইল খাতায় তাহার কম টাকা জমা দিল।

আনন্দ সেই মিথ্যা কথা অকস্মাৎ না কল্পনা করিয়া লেখে এই প্রশ্ন হইল। সেই খাতায় আনন্দের লিখিত আর আর কথা মিথ্যা ও প্রত্যেকবার সেই মিথ্যা কথা লিখাতে তাহার লাভ হইল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) আনন্দ বলরামকে প্রতারণা পূর্ব্বক কৃত্রিক টাকা দিল বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়।

ঐ টাকা দেওয়া অকস্মাৎ হইয়াছিল কি না।

বলরামকে ঐ টাকা দিবার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি কিঞ্চিৎ পরে আনন্দ চন্দ্রকে ও দীননাথকে ও ঈশানকে কৃত্রিম টাকা দিয়াছিল এই বৃত্তান্তের দ্বারা জানা যায় যে, বলরামকে ঐ মুদ্রা দেওয়া আকস্মিক কার্য্য নয়। সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

কার্য্যের ধারা যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

১৬ ধারা। বিশেষ কোন ক্রিয়া করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইলে কার্য্য করিবার যে বিশেষ ধারা প্রচলিত আছে, উক্ত ক্রিয়া সেই ধারানুসারে করা গেল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) কোন পত্র পাঠান গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

কার্য্যের ধারানুসারে যত পত্র ডাকে যাইবে তাহা কোন বিশেষ স্থানে রাখা গিয়া থাকে, উক্ত পত্রও সেই স্থানে রাখা গিয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) বিশেষ একটী পত্র আনন্দের নিকট পহুছিল কি না এই প্রশ্ন হইলে সেই পত্র নিয়মিতমতে ডাকঘরে দেওয়া গিয়াছিল এবং ডেড লেটর আফিস হইতে তাহা ফিরিয়া পাঠান যায় নাই এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

স্বীকার বাক্যের কথা।
স্বীকার বাক্যের অর্থের কথা।

১৭ ধারা। বাচনিক কি লিখিত যে কথা দ্বারা ইসু ঘটিত কি প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে অনুভূতির সূচনা হয় তাহা নিয়লিখিত কোন অবস্থায় নিম্ন লিখিত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কহা গেলে বা লেখা গেলে তাহাই স্বীকার বাক্য।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষের বা তাহার মোক্তারের কথা স্বীকার বাক্য হওয়ার কথা।

১৮ ধারা। আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের এক পক্ষ কিম্বা আদালত ভাবগতিক বিবেচনায় তাহার যে মোক্তারকে স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ ঐ পক্ষ হইতে স্বীকার-বাক্য কহিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করেন সেই মোক্তার যে উক্তি করে তাহা স্বীকার বাক্য।

অর্থী স্বত্বাভিষিক্ত স্বরূপ যে উক্তি করে তাহা স্বীকার বাক্য হওয়ার কথা।

মোকদ্দমা একতর পক্ষ স্বত্বাভিষিক্ত স্বরূপে নালিশ করিলে বা তাহার নামে নালিশ হইলে সেই স্বত্বাভিষিক্ত পদে থাকিতে যে উক্তি করে তাহা স্বীকার বাক্য নতুবা স্বীকার বাক্য নয়।

বিবাদীয় বিষয়ে যাহাদের স্বার্থ থাকে তাহাদের স্বীকার বাক্যের কথা।

(১) যে বিষয় লইয়া কার্য্যানুষ্ঠান হয় সেই বিষয়ে যে ব্যক্তিদের অধিকারীত্ব কি ধনঘটিত কোন স্বার্থ থাকে তাহারা সেই স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি স্বরূপ কিম্বা

যে ব্যক্তির স্থানে স্বার্থ পাওয়া গেল তাহার উক্তির কথা।

(২) যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় সেই বিষয়ে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের স্বার্থ যে ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপন্ন হইল সেই ব্যক্তিরা।

তাহাদের সেই স্বার্থ থাকিতে যে কথা কহে তাহাই স্বীকার বাক্য।

মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিপক্ষে যে ব্যক্তিদের অবস্থার প্রমাণ করিতে হইবে তাহাদের স্বীকার বাক্যের কথা।

১৯ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিপক্ষে যে ব্যক্তিদের অবস্থার কি দায়ের প্রমাণ করা আবশ্যক সেই ব্যক্তিদের দ্বারা কিম্বা তাহাদের নামে উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় যদি সেই অবস্থা কিম্বা সেই দায়সম্পর্কে ঐ স্বীকার বাক্য তাহাদের বিপক্ষে প্রাসঙ্গিক হইত এবং যদি ঐ ব্যক্তিরা সেই অবস্থায় কিম্বা সেই দায়ের অধীন থাকিতে সেই উক্তি করিয়া থাকে, তবে তাহারদের সেই কথা স্বীকারবাক্য।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিমিত্ত খাজানা আদায় করিবার কার্য্য গ্রহণ করে।

চন্দ্রের স্থানে বলরামের যে খাজানা পাওযানা আছে আনন্দ তাহা আদায় না করাতে বলরাম তাহার নামে নালিশ করে।

আনন্দ কহে যে চন্দ্রের স্থানে বলরামের খাজানা পাওযানা নাই।

চন্দ্র কহে যে বলরামের নিকট আমার খাজানা দেনা আছে, ইহা স্বীকারবাক্য এবং চন্দ্রের স্থানে বলরামের খাজানা পাওনা নয় আনন্দ যদি এ কথা কহে তবে আনন্দের বিপক্ষে ঐ স্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক।

মোকদ্দমার এক পক্ষ যে ব্যক্তির নাম স্পষ্ট উল্লেখ করে তাহার স্বীকার বাক্যের কথা।

২০ ধারা। মোকদ্দমার এক পক্ষ বিবাদীয় কোন বিষয়ের সন্ধান লইবার জন্য অন্য যে ব্যক্তির নাম স্পষ্ট উল্লেখ করে সেই ব্যক্তির উক্তি স্বীকার বাক্য।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে এক ঘোড়া বিক্রয় করিল। সেই ঘোড়া সুস্থাঙ্গ কি না এই প্রশ্ন হইলে

আনন্দ বলরামকে কহে তুমি গিয়া চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর চন্দ্র সকল বৃত্তান্ত জানে এই স্থলে চন্দ্রের কথা স্বীকার বাক্য।

সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে বা বিপক্ষে স্বীকার বাক্যের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

২১ ধারা। স্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক ও সেই বাক্যবাদীর কিম্বা স্বার্থ পক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ বাক্যের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই কথা কহে সে কিম্বা স্বার্থ পক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত নিম্নলিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে না।

(১) যে ব্যক্তি স্বীকার বাক্য কহে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ঐ বাক্যের ভাব প্রযুক্ত যদি ৩২ধারা মতে সেই বাক্য তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক হয়, তবে সেই ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা তাহার পক্ষে ঐ বাক্যের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তির মনের কি শরীরের যে ভাব প্রাসঙ্গিক কি ইস্যুঘটিত হয় সেই ভাব থাকিতে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে মানসিক কি শারীরিক সেই ভাব বিষয়ে যে স্বীকার বাক্য কহা যায়, ও যে আচরণ দ্বারা ঐ কথা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব হয় তৎকালে এমত আচরণ ও হইলে বাদী ব্যক্তি ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে কিম্বা তাহার পক্ষে ঐ কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(৩) স্বীকারবাক্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক না হইয়া স্বীকারবাক্য প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলে ঐ বাক্যবাদী তাহার প্রমাণ করিতে পারিবে কিম্বা তৎপক্ষে তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) অমুক দলীলখানি জাল করা কি না এই বিষয় লইয়া আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ হয়। আনন্দ দলীল খানি প্রকৃত বলে বলরাম কৃত্রিম বলে।

বলরাম ঐ দলীল যে প্রকৃত বলিয়াছে আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে। ও আনন্দ ঐ দলীল যে কৃত্রিম বলিয়াছে বলরাম ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে। কিন্তু আনন্দ যে আপনি ঐ দলীল প্রকৃত বলিয়াছে আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে

পারিবে না এবং বলরাম যে আপনি ঐ দলীল কৃত্রিম বলিয়াছে বলরাম ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে না।

(খ) কোন জাহাজ ত্যাগ করিয়া যাওয়া প্রযুক্ত ঐ জাহাজের আনন্দ নামক কাপ্তানের বিচার হয়।

ঐ জাহাজের যে পথে যাওয়া উচিত সেই পথ ভিন্ন অন্য পথে চালান হইয়াছিল ইহার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

আনন্দ প্রতি দিন হিসাব করিয়া জাহাজের পথ নিরূপণ করিয়া রীতিমতে যে বহিতে লিখিত সেই বহী দেখাইল তাহাতে দেখা গেল যে জাহাজের যাইবার উপযুক্ত পথ হইতে অন্য পথে লইয়া যাওয়া গেল না। আনন্দের যদি মৃত্যু হইত, তবে ৩২ ধারার ২ প্রকরণ মতে তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য। অতএব আনন্দ ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে।

(গ) কলিকাতায় অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

আনন্দ সেই তারিখে লাহোরে থাকিয়া এক পত্র লিখিল ও লাহোরের ডাকঘরের সেই তারিখের ছাপ ঐ পত্রে আছে আনন্দ সেই পত্র দেখায়।

আনন্দের মৃত্যু হইলে ৩২ ধারার ২ প্রকরণমতে পত্রের সেই তারিখসূচক উক্তি গ্রাহ্য হইত অতএব তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য।

(ঘ) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল।

সে ঐ দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যের ন্যূন মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে স্বীকার করিল না এই কথার প্রমাণ করিতে চাহে।

এই কথা স্বীকার বাক্য হইলেও আনন্দ তাহার প্রমাণ করিতে পারে, কারণ ইস্যু ঘটিত বৃত্তান্তের দ্বারা তাহার যে কার্য্যের প্রবৃত্তি হইল উক্ত কথাদ্বারা সেই কার্য্যের ব্যাখ্যা হয়।

(ঙ) আনন্দ কৃত্রিম মুদ্রা জানিয়া প্রতারণাক্রমে নিকট রাখে তাহার নামে এই অভিযোগ হয়।

আনন্দ সেই মুদ্রা কৃত্রিম সন্দেহ করিয়া কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে তাহার পরীক্ষা করিতে কহিলে পরীক্ষা করিয়া তাহা অকৃত্রিম জানাইয়াছিল আনন্দ এই কথার প্রমাণ করিতে চাহে।

ইহার পূর্ব্ব উদাহরণের উল্লিখিত কারণে আনন্দ ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পারিবে।

দলীলের মর্ম্মবিষয়ে বাচনিক স্বীকার বাক্য যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

২২ ধারা। কোন পক্ষ দলীলের মর্ম্মের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব করিলে নিম্ন-

লিখিত বিধিমতে তাহার ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ প্রমাণ দিবার স্বত্ব আছে ইহারা না দর্শাইলে, কিম্বা ঐ দলীল যে প্রকৃত এই বিষয়ের বিবাদ না হইলে ঐ দলীলের মর্ম্মের বাচনিক স্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক নয়।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় স্বীকার বাক্য যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

২৩ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায়, স্বীকারবাক্যের প্রমাণ দেওয়া যাইবে না এই মর্ম্মের স্পষ্ট নিয়মে, কিম্বা তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইবে না আদালত যাহাতে উভয় পক্ষের এমত ঐক্যবাক্য হওয়ার অনুভূতি পান এমত ভাব গতিকে ঐ স্বীকার বাক্য কহা গেলে তাহা প্রাসঙ্গিক নয়।

ব্যাখ্যা)—১২৬ ধারামতে বারিষ্টরের কি প্লীডরের কি মোক্তারের কি উকীলের যে ২ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেই হইবে এই ধারার কোন কথা দ্বারা তাহারা সেই কার্য্য-হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

প্রবৃত্তি দেওনের কি ভয় দর্শাওনের কিম্বা প্রতিজ্ঞা করণের বলে অপরাধ স্বীকার অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

২৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমা ঘটিত ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে কিন্তু তাহার নামে যে অভিযোগ হয় আদালতের বিবেচনায় কোন ব্যক্তি তাহাকে তৎ সম্পর্কে প্রবৃত্তি দেওয়াতে কিম্বা ভয় দেখাইবাতে কিম্বা কোন অঙ্গী-কার করাতে সে ঐ অপরাধ স্বীকার করে এবং যদি অপরাধ স্বীকার করি, তবে উপস্থিত মোকদ্দমার সম্পর্কে আমার কোন লাভ হইতে পারিবে কিম্বা আমি কিয়ৎ-কালীন বিপত্তি হইতে এড়াইতে পারিব প্রবৃত্তিদায়ি ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন লোক হওয়াপ্রযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির মনে এমত অনুমান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে আদালতের এইরূপ বিবেচনা থাকিলে ঐ ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার অপ্রা-সঙ্গিক হয়।

পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকট অপরাধ স্বীকার হইলে সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার না হইবার কথা।

২৫ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকদের নিকট অপরাধ স্বীকার করা গেলে ঐ স্বীকার বাক্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

পোলীসের রক্ষণে থাকিতে অভিযুক্তব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিলে সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার না হইবার কথা।

২৬ ধারা। কোন ব্যক্তি পোলীসের রক্ষণে থাকিতে অপরাধ স্বীকার করিলে যদি নিজ মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎই স্বীকার না করে, তবে তাহার বিপক্ষে সেই কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

অভিযুক্তব্যক্তির কোন কথার কি অপরাধ স্বীকার করণদ্বারা বৃত্তান্ত প্রকাশ হইলে যতদূর সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ হয় ততদূর সেই উক্তি প্রমাণ হইতে পারিবার কথা।

২৭ ধারা। পরন্ত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি পোলিসের কর্ম্মকারকের রক্ষণে থাকিতে তাহার স্থানে সন্ধান পাওয়া প্রযুক্ত কোন বৃত্তান্ত জানা গেল বলিয়া সেই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া গেলে সেই সন্ধান অপরাধ স্বীকার করার তুল্য হইলে বা না হইলেও তদ্দারা প্রকাশিত বৃত্তান্তের সহিত ঐ সন্ধানের যত দূর স্পষ্ট সম্বন্ধ থাকে তত দূর সেই সন্ধানের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

প্রবৃত্তি দেওন কিম্বা ভয় দর্শাওন কিম্বা অঙ্গীকার দ্বারা মনের যে সংস্কার হয়, তাহা নিরাকরণ হওনানন্তর স্বীকার বাক্যের কথা।

২৮ ধারা। উক্ত প্রকারে প্রবৃত্তি দেওন কি ভয় দর্শাওন কিম্বা অঙ্গীকার করণদ্বারা মনের যে সংস্কার জন্মে তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইলে পর ২৪ ধারার উল্লিখিত স্বীকার বাক্য কহা গেল, আদালতের এমত বিবেচনা থাকিলে সেই বাক্য প্রাসঙ্গিক।

অপরাধ স্বীকার প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলেও গোপনে রাখিবার প্রতিজ্ঞা হেতুক অপ্রাসঙ্গিক না হওয়ার কথা।

২৯ ধারা। অপরাধ স্বীকার কারণান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলে যদি কাহাকেও না কহিবার প্রতিজ্ঞাক্রমে স্বীকার করা যায় কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার করাইবার কল্পনা হওয়াতে তাহার পক্ষে প্রতারণার কার্য্য কিম্বা সে মাতাল হইয়া স্বীকার করে কিম্বা যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক ছিল না এমত প্রশ্নে যে কোন প্রকারের বাক্যে প্রয়োগ করা যাউক ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওন কালে কিম্বা সে অপরাধ স্বীকার করিতে আবদ্ধ নয় ও ঐ কথার সাক্ষ্য তাহার বিপক্ষে দেওয়া যাইতে পারিবে কেহ তাহাকে এইমতে সতর্ক না করাতে যদি সে অপরাধ স্বীকার করিয়া থাকে তবে কেবল এই এই কারণে সেই বাক্য অপ্রাসঙ্গিক হয় না।

একি অপরাধের নিমিত্ত অনেক ব্যক্তির বিচার হইলে এক জন যাহা স্বীকার করে তাহাতে অন্যদের লাভ কি ক্ষতি হইলে তদ্বিষয়ের বিবেচনার কথা।

৩০ ধারা। একি অপরাধের নিমিত্তে কয়েক ব্যক্তির একত্র বিচার হওন কালে যদি তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি আপনার এবং উক্ত অন্য কোন ব্যক্তির উপকার কি অপকারজনক কোন কথা স্বীকার করে, তবে তাহার প্রমাণ হইলে আদালত নিজ স্বীকারকারি ব্যক্তির বিপক্ষে ও সেই অন্য ব্যক্তির বিপক্ষে ঐ স্বীকার বাক্যের ফল বিবেচনা করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) চন্দ্রকে বধ করণাপরাধে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের একত্র বিচার হই-

তেছে। "বলরাম ও আমি চন্দ্রকে বধ করিলাম" আনন্দের এই কথার প্রমাণ করা গেল। বলরামের বিপক্ষে সেই স্বীকার বাক্যের যে ফল হইতে পারে আদালত ইহাও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(খ) চন্দ্রকে বধ করিল বলিয়া আনন্দের বিচার হয় আনন্দ ও বলরাম উভয়ই চন্দ্রকে বধ করিয়াছিল এবং বলরাম কহিল যে আনন্দ ও আমি চন্দ্রকে বধ করিয়াছিলাম এই এই কথার প্রমাণ করিবার সাক্ষ্য আছে।

এই স্থলে আনন্দ ও বলরাম উভয়ের একত্র বিচার না হওয়াতে আনন্দের বিপক্ষে সেই কথার যে ফল হয় আদালত তাহা বিবেচনা করিতে পারিবেন না।

স্বীকার বাক্য সিদ্ধান্ত প্রমাণ না হইলে তদ্দ্বারা বাধা হইবার কথা।

৩১ধারা। যে বিষয়ের স্বীকার হয় ঐ স্বীকার বাক্য সেই বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়। কিন্তু নিম্ন লিখিত বিধানমতে বাধক স্বরূপ তাহার ফল দর্শিতে পারিবে।

যে ব্যক্তিদিগকে সাক্ষীস্বরূপ আহ্বান করা যাইতে পারে না তাহাদের উক্তির কথা।

মৃত কিম্বা অনুদ্দেশ্য প্রভৃতি ব্যক্তির উক্তি যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩২ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের লিখিত কি বাচনিক উক্তি করিয়া মরিলে কিম্বা অনুদ্দেশ্য কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইলে অথবা অনেক সময় হরণ ও অর্থ ব্যয় না করিয়া তাহাকে উপস্থিত করাইতে পারা না গেলে এবং আদালত বিষয় বুঝিয়া তত কাল বিলম্ব ও তত টাকা খরচ করা অযুক্তি জ্ঞান করিলে ঐ ব্যক্তির উক্তি নিম্নলিখিত স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়।

মৃত্যুর হেতু বিষয়ক উক্তি।

(১) মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ বিষয়ে প্রশ্ন হইলে, সেই ব্যক্তি আপন মৃত্যুর যে কারণ কহিয়াছিল কিম্বা যে ব্যাপারের ফলস্বরূপ তাহার মৃত্যু হয়, সেই ব্যাপারের আকার প্রকারের বিষয়ে যে কথা কহিল সেই কথা।

সেই কথা কহিবার সময়ে উক্ত ব্যক্তির বাঁচিবার আশা থাকিলে কি না থাকিলেও এবং আনুষ্ঠানিক যে কার্য্যে তাহার মৃত্যুর কারণ লইয়া তর্ক হয় সেই কার্য্যের যে ভাব হউক, ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক হয়।

ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারামত উক্তি।

(২) ঐ ব্যক্তি ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে ঐ উক্তি করিলে বিশেষতঃ ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে কিম্বা আপন বৃত্তিঘটিত কর্ম্ম নিষ্পাদন কালে যে খাতাবহী প্রভৃতি রাখিত, সেই বহীর লিখিত কোন দফা কিম্বা স্মরণার্থ। থা লইয়া কিম্বা টাকা কি মাল কি নিদর্শনপত্র বা কোন প্রকারের সম্পত্তি পাইবার যে রসীদ লিখিয়া কি স্বাক্ষর করিয়া দেয় তাহা লইয়া, কিম্বা বাণিজ্য কার্য্যে যে দলীলের ব্যবহার হয়

তাহার লিখিত বা স্বাক্ষরিত সেই দলীল লইয়া, কিম্বা সে সচরাচর যে পত্রের কি অন্য দলীলের তারিখ লিখিল কিম্বা যে পত্র কি দলীল লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিত সেই পত্রাদির তারিখ লইয়া ঐ উক্তি হইলে, সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক হয়।

ঐ বাক্য বাদির স্বার্থের বিপক্ষ উক্তি।

(৩) যে ব্যক্তি সেই কথা কহে সেই উক্তি যদি তাহার ধন কিম্বা অধিকারিত্ব ঘটিত স্বার্থের বিপক্ষ হয় কিম্বা সেই উক্তি সত্য হইলে যদি তাহার নামে অপরাধের অভিযোগ কিম্বা হানিপূরণের মোকদ্দমা হইতে পারে কি হইতে পারিত তবে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

সাধারণের স্বত্ব কি রীতি কি স্বার্থযুক্ত বিষয়ের অভিমত সূচক উক্তি।

(৪) সাধারণ যে স্বত্ব কি রীতি কিম্বা সাধারণের স্বার্থযুক্ত যে বিষয় থাকিলেই ঐ ব্যক্তির সেই বিষয় অবশ্য জ্ঞাত থাকা সম্ভাবনা যদি এমত স্বত্বাদি থাকার বিষয়ে তাহার অভিমত লইয়া ঐ উক্তি হইয়া থাকে, এবং সেই স্বত্বের কি রীতির কি বিষয়ের কোন বিবাদ উত্থিত হইবার পূর্ব্বে যদি সেই উক্তি করা যায়, তবে ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক।

কুটুম্বিতার উক্তি।

(৫) কোন ব্যক্তিদের মধ্যে কুটুম্বিতা থাকিলে যে ব্যক্তি ঐ উক্তি করে যদি সেই কুটুম্বিতা থাকার বিষয়ে তাহার জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুযোগ থাকে ও বিবাদীয় বিষয় উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ কুটুম্বিতার বিষয়ে তাহার উক্তি হইয়া থাকে, তবে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

মৃতব্যক্তির উইলে কি দলিলে যে উক্তি করা যায় তাহা।

(৬) যে ব্যক্তিরা গত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন কুটুম্বিতা থাকার বিষয়ে ঐ উক্তি হইলে, এবং উক্ত কোন ব্যক্তি যে পরিবারের লোক ছিল সেই পরিবারের বিষয় ব্যাপার ঘটিত কোন উইলে কি দলীলে কিম্বা পরিবারের বংশাবলীতে কিম্বা কবরের উপর কোন পাতর কিম্বা ছবি প্রভৃতি যে দ্রব্যে তদ্রূপ উক্তি হইয়া থাকে তাহাতে ঐ উক্তি করা গেল এবং বিবাদীয় বিষয় উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ উক্তি করা গেল সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

১৩ ধারার (ক) প্রকরণের উল্লিখিত ব্যাপার বিষয়ক উক্তির কথা।

(৭) ১৩ ধারার (ক) প্রকরণে যে ব্যাপারের উল্লেখ হইয়াছে তদ্রূপ কোন ব্যাপারসম্বন্ধীয় কোন দলীলে কি উইলে কিম্বা অন্য লেখ্যপ্রসঙ্গে ঐ উক্তি থাকিলে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

বিবাদীয় বিষয়ের প্রাসঙ্গিক ভাবপ্রকাশক অনেক ব্যক্তির উক্তি।

(৮) অনেক ব্যক্তি একি উক্তি করিলে, ও সেই উক্তি দ্বারা বিবাদীয় বিষয়ে তাহাদের চেতনা কি মনোগত ভাব ব্যক্ত হইলে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম আনন্দকে বধ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

কোন ব্যাপারে আদরমণীকে অনেক প্রকারে তাড়না করা গিয়াছিল ও সেই ব্যাপারে তাহাকে বলাৎকার করা গেল বলরাম তাহাকে বলাৎকার করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দ যে গতিকে বলরামকর্ত্তৃক হত হয়, তদ্বিবেচনায় আনন্দের স্ত্রী বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে কি না এই প্রশ্ন হইল।

উক্ত হত্যা ও বলাৎকার ও নালিশ করনোপযুক্ত অন্যায় কার্য্য সম্পর্কে আনন্দ কিম্বা আদরমনী আপণ মৃত্যুর কারণ বিষয়ে যে কথা কহিল তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(খ) কোন্ তারিখে আনন্দের জন্ম হয় এই প্রশ্ন হইল।

মৃত ডাক্তর আপন কার্য্যের ধারাক্রমে যে রোজনামা রাখিতেন তম্মধ্যে এই কথা লেখা আছে অমুক তারিখে আনন্দের মাকে দেখিতে গিয়া তাহার একটী পুত্রপ্রসব করাইলাম এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(গ) নির্দ্দিষ্ট কোন দিনে আনন্দ কলিকাতায় ছিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

কোন মৃত উকীল কার্য্যের ধারাক্রমে যে রোজনামা রাখিতেন তম্মধ্যে এইকথা লেখা আছে, অমুক তারিখে, নির্দ্দিষ্ট অমুক কার্য্য বিষয়ে আনন্দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিবার জন্যে কলিকাতা নগরের অমুক স্থানে তাহার নিকট গেলাম। এই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঘ) বোম্বাই বন্দর হইতে জাহাজ অমুক দিবসে খুলিয়া গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

ঐ জাহাজের বোম্বাই দ্রব্য লণ্ডননগরস্থ যে ব্যক্তিদের নামে পাঠান গেল সওদাগরী কুঠির এক ব্যক্তি তাহাদের নিকট উক্ত জাহাজ বোম্বাই বন্দর হইতে অমুক দিবসে যাত্রা করিল এই মর্ম্মের পত্র লিখিয়া পরে মরিল। এই কথা প্রাসঙ্গিকবৃত্তান্ত

(চ) আনন্দকে অমুক জমীর খাজানা দেওয়া গিয়াছে কিনা এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের গোমাস্তা তাহার নিকট পত্র লিখিয়া কহিল আমি তোমার ঐ খাজানা পাইয়াছি ও তোমার কথামতে তাহা রাখিয়াছি পরে গোমাস্তার মৃত্যু হয়। ঐ পত্র প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ছ) আদরমণীর সহিত বলরামের বৈধ বিবাহ হইয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল।

যে ভাবগতিক থাকিলে তাহাদের বিবাহ করা অপরাধ হয় কোন আচার্য্য কহেন এমত ভাবগতিকে আমি তাহাদের বিবাহ সাধন করিয়াছি। ঐ আচার্য্যের মৃত্যু হইলেও ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক।

(জ) আনন্দ নামক অনুদ্দোশ্য কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট দিনে পত্র লিখিয়াছিল কি না এই প্রশ্ন হইল। ঐ ব্যক্তি এক পত্র লিখিয়া তাহাতে সেই দিনেরই তারিখ দিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) জাহাজ ভগ্ন হইবার কারণ কি এই প্রশ্ন হইল।

কাপ্তানকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না কিন্তু যিনি জাহাজের যাত্রার আপত্তি করিয়াছিলেন এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ট) নির্দ্দিষ্ট অমুক পথ সাধারণের গমনীয় পথ কি না এই প্রশ্ন হইল। আনন্দ নামক গ্রামের মৃত মণ্ডল ঐ পথ সাধারণের গমনীয় পথ কহিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঠ) নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট হাটে শস্য কি দরে বিক্রয় হইয়াছিল এই প্রশ্ন হইল। কোন মৃত বনিক আপণ ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে শস্যের অমুক দর লিখিয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ড) মৃত আনন্দ বলরামের পিতা কি না এই প্রশ্ন হইল। বলরাম আমার সন্তান তাহার এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঢ) কোন দিনে আনন্দের জন্ম হয় এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের মৃত পিতা কোন বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া অমুক দিনে আনন্দের জন্ম হয় এই কথা লিখিয়া ছিল। ইহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ণ) আদরমণির সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছে কিনা ও কখন বিবাহ হয় এই প্রশ্ন হইল।

চন্দ্র নামক আদরমণির মৃত পিতা কোন বহীতে অমুক তারিখে আমার কন্যার সহিত বলরামের বিবাহ হয় এই কথা লিখিয়াছিল, ইহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ত) ব্যঙ্গভাবের কোন ছবি কোন ব্যক্তির দোকানের দ্বারে টাঙ্গাইয়া দেওয়া গেলে আনন্দ অপবাদের অভিযোগের বলরামের নামে নালিস করে। ঐ ব্যঙ্গভাবের ছবি ও তাহার অপবাদজনক ভাব উভয়ে মিলে কি না এই প্রশ্ন হয়। লোকেরা দাঁড়াইয়া ছবি দেখিয়া এই বিষয়ের যে কথা কহিয়াছিল তাহা প্রাসঙ্গিক।

ভূতপূর্ব্ব মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৩ ধারা। মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে কিম্বা যে ব্যক্তি আইনমতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে কোন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে পর মরিল কিম্বা

অনুদ্দেশ্য হইল কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইল কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের দ্বারা তাহাকে গোপনে রাখা গেল কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করিতে যতকাল বিলম্ব ও যত অর্থ ব্যয় হয় মোকদ্দমার ভাবগতিক দৃষ্টে আদালতের বিবেচনায় ততকাল বিলম্ব ও তত খরচ করা অযুক্তি এই স্থলে ঐ সাক্ষ্যে যে বৃত্তান্ত ব্যক্ত হয় তাহার সত্যতার প্রমাণার্থে সেই সাক্ষ্য পশ্চাৎ কোন মোকদ্দমার বিচার কার্যের পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রাসঙ্গিক হয়।

কিন্তু উক্ত স্থলে যাহারা পূর্ব্ব মোকদ্দমায় বাদি প্রতিবাদী ছিল পশ্চাৎ মোকদ্দমায় তাহারাই কিম্বা স্বার্থ পক্ষে তাহাদের প্রতিনিধি বাদী প্রতিবাদী হওয়া এবং পূর্ব্বে মোকদ্দমার প্রতিবাদির কূট পরীক্ষা করিবার স্বত্ব ও সুযোগ থাকা এবং পূর্ব্ব মোকদ্দমার ইসুতে যে যে প্রশ্ন হয় দ্বিতীয় মোকদ্দমায় ভাবতঃ সেই ২ প্রশ্ন হওয়া প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার অর্থানুসারে ফৌজদারী বিচার কি অনুসন্ধান কার্য্য অভিযোগী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য জ্ঞান হইবে।

বিশেষ ভাবগতিকে যে কথা কহা যায় তাহার কথা।

খাতাবহির লিখিত কথা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৪ ধারা। আদালতের যে বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়া প্রয়োজন ব্যবসায়ের ধারাক্রমে নিয়মিতরূপে রাখা খাতাবহীর লিখিত কোন কথা সেই বিষয় সম্পর্কীয় কথা হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু কেবল সেই উক্তিই কোন ব্যক্তির নামে দায়ের ভারার্পণের যথোচিত সাক্ষ্য হইবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নামে ১০০০৲ টাকার দাবিতে নালিস করিয়া আপন খাতার হিসাবে বলরামের তত টাকার ঋণের প্রমাণ করে। ঐ খাতাবহীর লিখিত কথা প্রাসঙ্গিক কিন্তু অন্য সাক্ষ্য না থাকিলে কেবল তদ্দ্বারা ঐ ঋণের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

আইনমতে নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদনে রাজকীয় কাগজপত্রে যে কথা লেখা থাকে তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৫ ধারা। রাজকীয় কিম্বা কার্য্যসংক্রান্ত কোন বহীতে রেজিষ্টরে কি কাগজপত্রে-ইসুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত সূচক যে কথা লেখা থাকে রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার পদের কার্য্যসম্পাদনক্রমে ঐ কথা লিখিলে, কিম্বা ঐ বহী কি রেজিষ্টর কি কাগজপত্র অন্য দেশে রাখা গেলে অন্য ব্যক্তি সেই দেশের আইনের স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনক্রমে সেই কথা লিখিলে তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

ম্যাপ ও নক্সা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৬ ধারা। সাধারণের ক্রয়ার্থে প্রকাশিত ম্যাপে কি চার্টে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে লিখিত ম্যাপে কি নক্সায় সামান্যতঃ যে বিষয় লেখা কি বর্ণিত থাকে সেই২ বিষয়ে ঐ ম্যাপ প্রভৃতিতে ইসুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের যে উক্তি থাকে তাহাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

গবর্ণমেণ্টের কোন আইনে কি জ্ঞাপনপত্রে সাধারণ ভাবের বৃত্তান্ত বিষয়ক যে উক্তি থাকে তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৭ ধারা। সাধারণ স্বার্থের যে বৃত্তান্ত থাকে এমত বৃত্তান্তের সত্তাবিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইনের কিম্বা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের কিম্বা মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের কিম্বা বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কোন আইনের কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেটে কি স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে কিম্বা লণ্ডন গেজেটে কিম্বা শ্রীশ্রীমতীমহারাণীর কোন উপনিবেশনের কি অধিকৃত দেশের যে মুদ্রিতপত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেট বলিয়া খ্যাত হয় সেই পত্রে প্রকাশিত কোন জ্ঞাপনীয় উল্লিখিত কথায় উক্ত বৃত্তান্তের যে কথা প্রকাশ করা যায় তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত

ব্যবস্থাগ্রন্থের উক্তির কথা।

৩৮ ধারা। কোন দেশের ব্যবস্থা বিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, ঐ ব্যবস্থা যে পুস্তকের মধ্যে থাকে ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে মুদ্রিত কি প্রকাশিত বলিয়া সেই পুস্তকে ঐ ব্যবস্থাবিষয়ক কোন কথা, এবং ঐ দেশের আদালতের বিধিব রিপোর্ট বলিয়া যে পুস্তকে ঐ বিধি প্রকাশ হয় সেই পুস্তকের লিখিত রিপোর্ট প্রাসঙ্গিক হয়।

উক্তির যে অংশের প্রমাণ করিতে হইবে তাহার কথা।

উক্তি কথোপকথনের কি দলীলের কি পুস্তকের কি পত্রশ্রেণীর কি লিপিশ্রেণীর একাংশ হইলে যে সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহার কথা।

৩৯ ধারা। যে উক্তির সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা দীর্ঘতর উক্তির কি কথোপকথনের কিম্বা পৃথক দলীলের একাংশ কিম্বা যে দলীল পুস্তকের কিম্বা পত্রশ্রেণীর কি লিপিশ্রেণীর অংশ হয়, সেই দলীলের একাংশ হইলে সেই বিশেষ স্থলে উক্তির ভাব ও ফল ও তাহা যে ভাবগতিকে কহা গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ রূপে বুঝিবার নিমিত্তে আদালত ঐ উক্তির কি কথোপকথনের কি দলীলের কি পুস্তকের কিম্বা পত্র কি লিপি শ্রেণীর যে অংশ আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই অংশের সাক্ষ্য লওয়া যাইবে তদধিকের নয়।

আদালতের নিষ্পত্তি যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

দ্বিতীয় মোকদ্দমা কিম্বিচার নিবারণার্থে পূর্ব্ব নিষ্পত্তি প্রাসঙ্গিক হইবার কথা।

৪০ ধারা। কোন বিশেষ মোকদ্দমা আদালতের গ্রাহ্য কিম্বা বিচার করা কর্ত্তব্য কি না এই প্রশ্ন হইলে, যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী হইলে সেই আদালতের ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে কিম্বা তাহার অনুসন্ধান লইতে নিষেধ হয় এমত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী থাকাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

প্রবেট প্রভৃতির বিচারাধিপত্য সম্পর্কে নিষ্পত্তির কথা।

৪১ ধারা। কোন ব্যক্তির ব্যবস্থা সম্মত পদ থাকা কিম্বা দ্রব্য বিশেষে তাহার স্বত্ব থাকা যদি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়, তবে, উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন আদালত প্রবেট দেওনের কিম্বা বিবাহ বা জাহাজ সম্বন্ধীয় বা ঋণশোধনের অক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যক্রমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রীকরিয়া সেই ব্যক্তির প্রতি ব্যবস্থা সম্মত সেই পদ প্রদান করিলে, কিম্বা তাহা হইতে সেই পদ হরণ করিলে, কিম্বা তাহাকে সেই পদের স্বত্ববান্ প্রকাশ করিলে, কিম্বা তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বিপক্ষভিন্ন নিরপেক্ষভাবে নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের স্বত্ববান্ প্রকাশ করিলে, সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

তদ্রূপ কোন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী দ্বারা ব্যবস্থাসম্মত যে পদ প্রদত্ত হয় সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রবল হওন সময়েই সে পদ বর্ত্তিল। ও তাদ্দারা উক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবস্থা সম্মত পদের স্বত্ববান বলিয়া প্রকাশ করা গেল। উক্ত নিষ্পত্তিতে সেই ব্যক্তির সেই পদ বর্ত্তিবার যে সময় প্রকাশ হইল সময়েই তাহার সেই পদ বর্ত্তিল।

ও সেই নিষ্পত্তিক্রমে উক্ত কোন ব্যক্তির স্থানে ব্যবস্থাসম্মত পদ হরণ করা গেলে নিষ্পত্তিতে তাহার সেই পদ রহিত হইবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সময়াবধি তাহার সেই পদ রহিত হইল।

ও সেই নিষ্পত্তিতে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্যের স্বত্ববান্ প্রকাশ হইলে নিষ্পত্তিতে ঐ সম্পত্তি যে সময়ে তাহার সম্পত্তি হইল বা হইবে বলিয়া প্রকাশ হয় সেই সময়াবধি ঐ সম্পত্তি তাহারই ছিল, পূর্ব্বোক্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী এই সকল কথা সিদ্ধান্ত প্রমাণ।

তৃতীয় ব্যক্তিদের প্রাপ্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী যে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হয় বা না হয় তাহার কথা।

৪২ ধারা। ৪১ ধারার উল্লিখিত নিষ্পত্তি কি ডিক্রী ছাড়া যদি কোন নিষ্পত্তি প্রভৃতি অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিক সাধারণ স্বার্থের বিষয় লইয়া হয়, তবে তাহা প্রাস-

ঙ্গিক কিন্তু সেই নিষ্পত্তিপত্রে কি আজ্ঞাপত্রে কি ডিক্রীতে যাহা ব্যক্ত হয় ঐ নিষ্পত্ত্যাদি তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়।

উদাহরণ।

বলরাম আমার ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিস করে। বলরাম কহে যে সেই ভূমিতে সাধারণের পথস্বত্ব আছে। আনন্দ তাহা স্বীকার করে।

আনন্দ অন্য মোকদ্দমায় চন্দ্রের নামে সেই স্থানে অনধিকার প্রবেশ করণাভিযোগে নালিস করে চন্দ্র ও সেই পথস্বত্ব থাকার কথা কহিলে তাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছিল। উক্ত মোকদ্দমায় চন্দ্রের পক্ষে ডিক্রী থাকা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত কিন্তু তাহা সেই পথস্বত্ব থাকার সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়।

যে নিষ্পত্ত্যাদি প্রাসঙ্গিক নয় তাহার কথা।

৪৩ ধারা। ৪০, ৪১ ও ৪২ ধারায় যেং নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা ও ডিক্রীর উল্লেখ হইয়াছে তদ্ভিন্ন কোন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী যে আছে এই কথা এই আইনের অন্য কোন বিধানমতে প্রাসঙ্গিক না হইলে অপ্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের ও বলরামের নামে অপবাদসূচক কথা প্রকাশ হওয়াতে দুইজনে চন্দ্রের নামে অপবাদের স্বতন্ত্র দুই মোকদ্দমা উপস্থিত করে। ঐ দুই মোকদ্দমায় অপবাদ বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে তাহা সত্য, চন্দ্র এই উত্তর করে এবং ভাবগতিক দৃষ্টে হয় দুই মোকদ্দমায় সেই কথা সত্য কিম্বা উভয় মোকদ্দমায় অসত্য হওয়া সম্ভাবনা।

চন্দ্র আপনার নির্দ্দোষীভাব প্রমাণ করিতে না পারাতে আনন্দ তাহার বিপক্ষে হানিপূরণের ডিক্রী পাইলেন। বলরাম ও চন্দ্র এই দুইয়ের মধ্যে সেই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দের স্ত্রী চন্দ্রমণির সহিত বলরাম ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া বলরামের নামে নালিস করে।

বলরাম কহে যে চন্দ্রমণি আনন্দের স্ত্রী নয় কিন্তু আদালত বলরামের পরদার গমনাপরাধ নির্ণয় করেন।

পশ্চাৎ চন্দ্রমণি আনন্দের বর্ত্তমানে বলরামকে বিবাহ করে বলিয়া তাহার নামে নালিস হয়। চন্দ্রমণি কহে বলরামের সঙ্গে আমার কখন বিবাহ হয় নাই।

বলরামের বিপক্ষে পূর্ব্বে যে নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহা চন্দ্রমণির বিপক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরাম আমার গোরু চুরি করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করে। ও বলরামের অপরাধ নির্ণয় হয়।

বলরামের অপরাধ নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে সে চন্দ্রের নিকট ঐ গোরু বিক্রয় করিয়াছিল আনন্দচন্দ্রের স্থানে ঐ গোরু ফিরিয়া পাইবার জন্যে তাহার নামে নালিশ করে। আনন্দের ও চন্দ্রের মধ্যে যে বিবাদ আছে তৎসম্পর্কে বলরামের বিপরীত উক্ত নিষ্পত্তি অপ্রাসঙ্গিক।

(ঘ) আনন্দ ভূমির অধিকার পাইবার নালিশে বলরামের বিরুদ্ধে ডিক্রী পায়। তৎপ্রযুক্ত চন্দ্র নামক বলরামের সন্তান আনন্দকে বধ করে।

ঐ ডিক্রী অপরাধের প্রবৃত্তিজনক কারণ প্রকাশ করে বলিয়া সেই ডিক্রী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

প্রতারণায় ও গলতায় ও আদালতের অক্ষমতার প্রমাণ করিবার কথা।

৪৪ ধারা। কোন মোকদ্দমা ঘটিত অন্য কার্য্যে ৪০ বা ৪১ কি ৪২ ধারা মতে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রাসঙ্গিক হইলেও এক পক্ষ তাহা প্রমাণিত করিলে সেই ডিক্রী প্রভৃতি করিবার অক্ষম কোন আদালতের দ্বারা তাহা করা গেল কিম্বা গলতাক্রমে কি প্রতারণাক্রমে পাওয়া গেল অন্য পক্ষ ইহা দর্শাইতে পারিবে।

তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমতের কথা।

৪৫ ধারা। যদি ভিন্নদেশীয় আইন কি বিজ্ঞান কি বিদ্যাগত কোন বিষয়ে কিম্বা কোন ব্যক্তির হাতের লিখন নিশ্চয় হওন বিষয়ে আদালতের অভিমত করা প্রয়োজন হয়, তবে সেই ভিন্ন দেশীয় আইনে ও বিজ্ঞানে ও বিদ্যায় যাহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে সেই সেই বিষয়ে তাঁহারদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

উক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রবীণ বলা যায়।

(ক) আনন্দ বিষ খাইয়া মরিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

যে বিষে আনন্দের মৃত্যু অনুমান হয় সেই বিষয়ে কি কি লক্ষণ এই বিষয়ে প্রবীণ লোকদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ কোন ক্রিয়া করণ সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত সেই ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে ও সে অন্যায় বা আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে অক্ষম ছিল কিনা এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের কার্য্যে যে লক্ষণ দেখা গেল তাহা সামান্যতঃ মনের বিকৃতির প্রমাণ হয় কি না, এবং তদ্রূপে মনের বিকৃতি হইলে লোক সামান্যতঃ আপনার ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে এবং সে অন্যায় কি আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে অক্ষম হইয়া থাকে কি না এই এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

(গ) কোন দলিল আনন্দের লিখিত কি না এই প্রশ্ন হইলে অন্য যে দলিল আনন্দের লিখিত বলিয়া প্রমাণ বা স্বীকার করা গেল তাহাও উপস্থিত করা যায়।

দুই দলীল একি ব্যক্তির না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লিখিত, এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের কথা।

৪৬ ধারা। কোন বৃত্তান্ত কারণান্তরে প্রাসঙ্গিক না হইলেও প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত যেস্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, সেই স্থলে সেই বৃত্তান্ত ঐ অভিমতের প্রতিপোষক বা অযৌক্তিক হইলে প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দকে বিশেষ প্রকারের বিষ খাওয়ান গেল কি না এই প্রশ্ন হইল। প্রবীন লোকেরা সেই বিষের যে যে লক্ষণ জানান বা অগ্রাহ্য করেন অন্য লোক সেই প্রকারের বিষ খাইলে তাহার সেই লক্ষণ দেখা গেল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) বন্দরে নৌকাদির পথাবরোধ সমুদ্র তীরে পোস্তা বাঁধা প্রযুক্ত হইল কি না এই প্রশ্ন হইল।

তত্তুল্য অবস্থাপন্ন অন্য অন্য বন্দরে পোস্তা বাঁধা না হইলেও সেই সময়ে অবরোধ হইতে লাগিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

হাতের লিখন বিষয়ে অভিমতের কথা।

৪৭ ধারা। কোন দলীল কাহার হাতে লেখা বা স্বাক্ষর করা গেল, এই বিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, যে ব্যক্তির লিখিত ও স্বাক্ষরিত বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার হাতের লেখা অন্য যেব্যক্তি উত্তমরূপে জানে ঐ পত্র উক্ত ব্যক্তির লিখিত কি স্বাক্ষরিত আছে কিনা এই বিষয়ে তাহার অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে, কিম্বা আপনি কিম্বা আপনার অনুমতিক্রমে সে অন্য ব্যক্তির নামে পত্রাদি লেখা গেলে তাহার উত্তর স্বরূপ সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্রাদি বলিয়া পত্রাদি পাইলে, কিম্বা ব্যবসাযের নিয়ত ধারা ক্রমে সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্রাদি বলিয়া পত্রাদি নিত্য

তাহার সম্মুখে অর্পিত হইলে, সে ঐ অন্য ব্যক্তির হাতের লেখা উত্তমরূপে জানে এমত বলাযায়।

উদাহরণ।

কোন পত্র উপস্থিত করা গেলে তাহা লণ্ডন নগরের আনন্দ নামক বণিকের লেখা কি না এই প্রশ্ন হয়।

বলরাম নামক কলিকাতার একজন বণিক আনন্দের নামে কয়েক পত্র লিখিয়াছে ও আনন্দের লিখিত পত্র বলিয়া কয়েক পত্র পাইয়াছে। বলরামের নামে যত পত্র আইসে চন্দ্র নামক তাহার কেরাণী তাহা দেখিয়া নথীতে গাঁথিয়া রাখে। দীননাথ বলরামের দালাল আনন্দের লিখিত বলিয়া যত পত্র আসিত বলরাম দীননাথকে দেখাইয়া সেই পত্রের লিখিত কথার বিষয়ে তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিত।

এই স্থলে বলরাম ও চন্দ্র ও দীননাথ আনন্দকে পত্র লিখিতে কখন না দেখিলেও সেই পত্র আনন্দের হস্তলিপি কি না এই বিষয় তাহাদের মত প্রাসঙ্গিক হয়।

স্বত্ব কি রীতি বিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৪৮ ধারা। সাধারণের কোন রীতি কি স্বত্ব বিষয়ে আদালতের অভিমত করা প্রয়োজন হইলে, সেই রীতি কি স্বত্ব থাকিলে যে ব্যক্তিদের সেই বিষয় জ্ঞাত হওয়া সম্ভাবনা, সেই রীতি কি স্বত্ব থাকার বিষয়ে সেই ব্যক্তিদের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা।—"সাধারণের রীতি কি স্বত্ব এই কথার মধ্যে বহু লোকশ্রেণীর কোন সাধারণ রীতি বা স্বত্বও গণ্য।

উদাহরণ।

কোন গ্রাম বাসিদের কোন বিশেষ কূপেরজল লইবার যে স্বত্ব আছে এই ধারার অর্থমতে তাহা সাধারণ স্বত্ব।

আচার বিধি প্রভৃতি বিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৪৯ ধারা। কোন লোকশ্রেণীর কি কুলের আচার ও বিধি বিষয়ে,

কিম্বা ধর্ম্মার্থ কি পরোপকারার্থ কার্য্যের সংস্থিতির কি অধ্যক্ষতার বিধি বিষয়ে,

কিম্বা প্রদেশ বিশেষে কি বিশেষ লোকশ্রেণীর মধ্যে যে কথা কি শব্দ চলে তাহার অর্থ বিষয়ে,

আদালতের অভিমতের প্রয়োজন হইলে যে ব্যক্তিদের সেই সেই বিষয় জ্ঞাত হইবার বিশেষ উপায় থাকে, তাহাদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

কুটুম্বিতা বিষয়ের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাঁহার কথা।

৫০ ধারা। দুই ব্যক্তির পরস্পর কুটুম্বিতা আছে কি না এই বিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, সেই পরিবারের লোক হইয়া বা না হইয়াও যে ব্যক্তির সেই বিষয় জ্ঞাত থাকার বিশেষ সুযোগ থাকে, এমত ব্যক্তি আচরণদ্বারা ঐ কুটুম্বিতা থাকার বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করে তাঁহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত। পরন্তু স্ত্রীসম্বন্ধ খণ্ডন করণার্থ ভারতবর্ষীয় আইনমতে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৪ বা ৪৯৫ বা ৪৯৭ বা ৪৯৮ ধারা মতে যে মোকদ্দমা হয়, সেই কার্য্যে বা মোকদ্দমায় বিবাহের প্রমাণ করণার্থ উক্ত অভিমত প্রচুর নহে।

উদাহরণ।

(ক) আদরমণির সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল। তাঁহাদের পরিচিত ব্যক্তিরা তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ জ্ঞানে নিত্য গ্রাহ্য করিত ও সেই জ্ঞানানুসারে তাহাদের প্রতি আচরণ করিত এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামের ঔরস সন্তান কি না এই প্রশ্ন হইলে, পরিবারের সকল লোক আনন্দের প্রতি বলরামের ঔরস সন্তান জ্ঞানে আচরণ করিত এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

অভিমতের হেতু যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাঁহার কথা।

৫১ ধারা। জীবিত ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক হইলে তাহার সেই অভিমতের যে মূল কারণ থাকে তাহাও প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ।

প্রবীণ ব্যক্তির অভিমত স্থির করণার্থে যে দ্রব্যের যদ্রূপ পরীক্ষাদি করিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবে।

চরিত্র যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় আরোপিত কর্ম্মের প্রমাণার্থে চরিত্র অপ্রাসঙ্গিক হইবার কথা।

৫২ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির প্রতি যে কর্ম্ম আরোপিত হয় তাহার সেই কর্ম্ম করা সম্ভব কি অসম্ভব ইহা দেখাইবার জন্যে তাহার চরিত্রের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু প্রকারান্তরে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় সেই বৃত্তান্ত দ্বারা উক্ত চরিত্র প্রকাশ হইলে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পূর্ব্ব সৎচরিত্র প্রাসঙ্গিক হইবার কথা।

৫৩ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সৎচরিত্র এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হওয়ার কথা। প্রত্যুত্তর স্থলে পূর্ব্ব কুচরিত্র অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

৫৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক সেই কুচরিত্র লোক এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু তাহার সৎচরিত্রের প্রমাণ দেওয়া গেলে সেই কুচরিত্রের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির কুচরিত্রই বিসম্বাদিত বৃত্তান্ত হইলে এই ধারা খাটে না।

হানিপূরণের পক্ষে চরিত্রের কথা।

৫৫ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির হানিপূরণ স্বরূপ কত টাকা পাওয়া উচিত চরিত্রানুসারে তাহা ন্যূন কি অধিক হইতে পারিলে সেই চরিত্রের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা।—৫২, ৫৩ ও ৫৪ ও ৫৫ ধারায় "চরিত্র" শব্দের মধ্যে খ্যাতি ও স্বভাব উভয়গণ্য। কিন্তু কেবল সাধারণ খ্যাতির ও সাধারণ স্বভাবের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে বিশেষ যে ক্রিয়া দ্বারা ঐ খ্যাতি বা স্বভাব প্রকাশ হয় তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রমাণের কথা।

৩ পরিচ্ছেদ।

যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক নয় তাহার কথা।

বিচার কার্য্যে প্রাসঙ্গিক যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার সাক্ষ্যের অপ্রয়োজনের কথা।

৫৬ ধারা। আদালত বিচার কার্য্যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন তাহার সাক্ষ্য দিবার প্রয়োজন নাই।

আদালত যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন তাহার কথা।

৫৭ ধারা। আদালত বিচার কার্য্যে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

(১) যে আইন কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ যে বিধি এইরূপে কি ইতিপূর্ব্বে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশে প্রবল আছে কি ছিল বা ভাবী কালে হইবে তাহা।

(২) পারলিয়ামেণ্টে সাধারণ স্বার্থের যে সকল আইন প্রণীত করিয়াছেন বা

করেন এবং উক্ত পারলিয়ামেণ্ট বিচার কার্য্যে স্থান বিশেষের যে সকল আইন সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে আদেশ করেন তাহা।

(৩) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের কিম্বা সামরিক নাবিকদের যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন।

(৪) উক্ত পারলিয়ামেণ্টের এবং আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের মন্ত্রি-সভাবিষয়ক আইন অনুসারে কিম্বা তৎসম্পর্কীয় অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে স্থাপিত মন্ত্রি সভার কার্য্য প্রণালী।

ব্যাখ্যা।—(২) ও (৪) প্রকরণের উল্লিখিত পারলামেণ্ট শব্দে।

১। আয়রলণ্ড লইয়া গ্রেটব্রিটন নামে সংযুক্ত রাজ্যের পারলিয়ামেণ্ট গণ্য।

২। গ্রেট ব্রিটনের পারলিয়ামেণ্ট।

৩। ইংলণ্ডের পারলিয়ামেণ্ট।

৪। স্কটলণ্ডের পারলিয়ামেণ্ট ও

৫। আয়রলণ্ডের পারলিয়ামেণ্ট।

(৫) যিনি যৎকালে গ্রেট ব্রিটন ও আয়রলণ্ডসংযুক্ত রাজ্যের অধিপতি হন তাঁহার আধিপত্য পদারোহণ ও তদীয় স্বাক্ষর।

(৬) ইংলণ্ডীয় আদালত বিচারকার্য্যে যে সকল মোহর সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন সেই মোহর। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল আদালতের মোহর এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে যে সকল আদালত স্থাপিত হয় সেই সকল আদালতের মোহর আডমিরলটি অর্থাৎ মহাসাগরে যে অপরাধ করা যায়, তাহার বিচার এবং জাহাজীয় নাবিকদের মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত আদালতের ও পবলীক নোটেরির মোহর এবং পারলিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে ব্যবস্থার তুল্য বলবৎ অন্য আইন দ্বারা যে ব্যক্তি মোহর ব্যবহার করিবার অনুমতি পান তাঁহার মোহর।

(৭) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে যাহারা যে সময়ে কোন রাজকীয় পদভুক্ত হন, ইণ্ডিয়া গেজেটে কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাঁহাদের সেই পদে নিযুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করা গেলে, ব্যক্তিদের পদ গ্রহণ ও তাঁহাদের নাম খ্যাতি ও কার্য্য ও স্বাক্ষর।

(৮) ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতি অন্য যে যে অধিকারের কি রাজ্যের সত্তা ও খ্যাতি ও দেশীয় পতাকা স্বীকার করেন তাহা।

(৯) সময়ের ভাগবিভাগ ও ভূগোল বিদ্যানুসারে ভূমিভাগ এবং রাজকীয় গেজেটে সাধারণের যে পর্ব্ব ও উপবাস ও বন্ধের দিন প্রকাশ করা যায় তাহা।

(১০) ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতির অধীন দেশ।

(১১) অন্যান্য রাজার বা ব্যক্তিদলের সহিত ব্রিটনীয় রাজ্যের সংগ্রামাদি কার্য্যের আরম্ভ ও প্রচলন ও অন্ত।

(১২) আদালতসংক্রান্ত ব্যক্তিদের ও কর্তৃপক্ষদের ও তাহাদের নায়েবদের ও অধীন কর্ম্মকারকদের ও সহকারীদের নাম ও যে সকল কর্ম্মকারক আদালতের পরওয়ানা সাধনার্থ কার্য্য করে তাহাদের নাম এবং আডবোকেট ওটর্ণি ও প্রক্টর ও উকীল ও পক্ষসমর্থনকারী প্রভৃতি যে ব্যক্তিরা আইনমতে আদালতে উপস্থিত হইয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে অনুমতিপান তাহাদের নাম।

(১৩) পথের যাতায়তের বিধি।

উক্ত সকল স্থলে এবং সাধারণ ইতিবৃত্ত ও সাহিত্য বিজ্ঞান ও বিদ্যাসংক্রান্ত সকল বিষয়ে আদালত তৎ প্রকাশক উপযুক্ত পুস্তক কি দলীল দৃষ্টি করিয়া সাহায্য লইতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি আদালতের নিকট বিচার কার্য্যে কোন বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে প্রার্থনা করিলে ঐ আদালত তাহা করণার্থে যে পুস্তক কি দলীল দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ করেন, সেই ব্যক্তি সেই পুস্তকাদি উপস্থিত না করিলে ও যত কাল উপস্থিত না করে আদালত তত কাল ঐ বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

স্বীকৃত বৃত্তান্তের কথা।

৫৮ ধারা। মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যে উভয় পক্ষ কিম্বা তাহাদের মোক্তা-রেরা ঐক্যবাক্য হইয়া শ্রবণ কালে কোন বৃত্তান্ত স্বীকার করিতে কিম্বা শ্রবণের পূর্ব্বে আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপি দ্বারা স্বীকার করিতে সম্মত হইলে কিম্বা উত্তর প্রত্যুত্তর করণের যে বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা কোন বৃত্তান্ত স্বীকার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইলে সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে সেই স্বীকৃত বৃত্তান্ত স্বীকার করণভিন্ন প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

---

৪ পরিচ্ছেদ।

বাচনিক সাক্ষ্যের কথা।

বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা বৃত্তান্তের প্রমাণের কথা।

৫৯ ধারা। দলীলের মর্ম্মভিন্ন সকল বৃত্তান্ত বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারিবে।

বাচনিক প্রমাণ প্রত্যক্ষ হওয়ার কথা।

৬০। বাচনিক সাক্ষ্য সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ—

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয় তাহা যদি দেখা যাইতে পারে তবে "আমি দেখিয়াছি" যে সাক্ষী ইহা কহে তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন;

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয় তাহা যদি শুনা যাইতে পারে তবে "আমি শুনিয়াছি" যে সাক্ষী ইহা কহে তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন।

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয় তাহা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে গ্রাহ্য হইলে আমি সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা বা সেই প্রকারে তাহা গ্রাহ্য করিলাম

যে সাক্ষী ইহা কহে তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন।

কোন অভিমতের কিম্বা যে কারণে সেই অভিমত হয় সেই কারণের উল্লেখ হইলে যে ব্যক্তির সেই কারণে সেই অভিমত থাকে তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন।

পরন্তু যে পুস্তক সামান্যতঃ বিক্রয়ার্থ থাকে প্রবীণ ব্যক্তিদের সেই অভিমত যদি এমত কোন পুস্তকাদিতে ব্যক্ত হয় ও

সেই অভিমত প্রকাশক ব্যক্তি যদি গত কি অনুদ্দেশ্য কি সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হয় কি তাহাকে উপস্থিত করিতে যত বিলম্ব ও যত অর্থব্যয় হয় যদি আদালতের বিবেচনায় তত কাল বিলম্ব ও তত অর্থব্যয় করা অযুক্তি, তবে সেই পুস্তকাদি উপস্থিত করা দ্বারা সেই অভিমতের প্রমাণ ও তাহা যে যে হেতুতে স্থির করা যায় তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

আরো যদি সেই বাচনিক সাক্ষ্য দলীল ভিন্ন কোন পদার্থ দ্রব্যের সত্তা কি অবস্থা সম্পর্কীয় হয়, তবে আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পদার্থ দ্রব্য দেখিবার জন্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

---

৫ পরিচ্ছেদ।

লিখিত সাক্ষ্যের কথা।

দলীলের মর্ম্মের প্রমাণের কথা।

৬১ ধারা। মুখ্য বা গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা দলীলের মর্ম্মের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

মুখ্য সাক্ষ্যের কথা।

৬২ ধারা। আদালতের দেখিবার জন্যে দলীলই উপস্থিত করা গেলে তাহাই মুখ্য সাক্ষ্য।

১ ব্যাখ্যা।—কোন দলীল ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সম্পাদন হইলে প্রত্যেক ভাগ ঐ দলীলের মুখ্য সাক্ষ্য হয়।

কোন দলীলের অনুলিপি করিয়া সেই দলীল সম্পাদন হইলে ও প্রত্যেক অনু-লিপি ঐ দলীল সংক্রান্ত এক বা কয়েক ব্যক্তি ভিন্ন সকল ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদন হইলে যে ব্যক্তি যে অনুলিপি করিলেন, তাহার বিপক্ষে সেই অনুলিপি মুখ্য সাক্ষ্য।

২ ব্যাখ্যা।—যদি একিরূপ যন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ প্রেসে ছাপাইয়া কি লিথগ্রাফ কি ফটগ্রাফ করিয়া দলীলের অনেক খানি করা যায়, তবে উহার প্রত্যেক খানি দলীল অবশিষ্ট সকল খানির কথার মুখ্য সাক্ষ্য হইবে। কিন্তু যদি সে সকলই একি আসল দলীলের নকল হইয়া থাকে, তবে তাহা আসল দলীলের কথার মুখ্য সাক্ষ্য নয়।

উদাহরণ।

কোন ব্যক্তির নিকট অনেক ঘোষণা পত্র থাকে, সমুদায়ই একি আসল পত্র দেখিয়া মুদ্রিত হয়। উক্ত সকল পত্রের মধ্যে কোন এক পত্র অন্য সকল পত্রের মর্ম্মের মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে কোন পত্র আসল পত্রের মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে না।

গৌণ সাক্ষ্যের কথা।

৬৩ ধারা। গৌণ সাক্ষ্য শব্দে নিম্নলিখিত বিষয় বুঝায় ও নিম্নলিখিত বিষয় গণ্য।

(১) নিম্নলিখিত বিধানমতে সার্টিফিকেটযুক্ত যে প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহা।

(২) কোন যন্ত্রদ্বারা যে প্রতিলিপি করা যায় তাহা অবশ্য যথার্থ হইলে সেই যন্ত্রদ্বারা আসল পত্র দেখিয়া যে প্রতিলিপি করা যায়, তাহা এবং ঐ প্রতিলিপির সহিত অন্য যে প্রতিলিপি মিলে তাহা।

(৩) আসল পত্র হইতে যে প্রতিলিপি করা যায় এবং আসল পত্রের সহিত যে প্রতিলিপি মিলে তাহা।

(৪) দলীল সংক্রান্ত যে ব্যক্তিরা দলীলের অনুলিপি সম্পাদন করেন নাই তাঁহাদের বিপক্ষে ঐ অনুলিপি।

(৫) কোন ব্যক্তি নিজে কোন দলিল দেখিয়া তাহার মর্ম্মের যে বাচনিক বৃত্তান্ত কহেন তাহা।

উদাহরণ।

(ক) আসল পত্র ফটগ্রাফ করিয়া তাহার প্রতিলিপি করা গেল ইহার প্রমাণ হইলে আসলের সঙ্গে সেই ফটগ্রাফ না মিলাইয়াও তাহা ঐ আসল পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য হয়।

(খ) কপিইংমেশিন যথার্থ প্রতিলিপি করিবার যন্ত্র দ্বারা আসল পত্রের প্রতিলিপি করা গেল ইহার প্রমাণ হইলে সেই প্রতিলিপির সঙ্গে অন্য যে প্রতিলিপি মিলে তাহা ঐ পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য।

(গ) কোন প্রতিলিপি দেখিয়া প্রতিলিপি করা গেলে ও পশ্চাৎ আসলের সঙ্গে মিলান গেলে তাহা গৌণ সাক্ষ্য। কিন্তু যে প্রতিলিপি দেখিয়া তাহা করা যায় আসলের সঙ্গে সেই প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেলেও ঐ দ্বিতীয় প্রতিলিপি আসলের সঙ্গে মিলান না গেলে তাহা গৌণ সাক্ষ্য হয় না।

(ঘ) আসলের সঙ্গে যে প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেল, তাহার বাচনিক বৃত্তান্ত ও আসল হইতে ফটগ্রাফ দ্বারা কি প্রতিলিপি করিবার যন্ত্র দ্বারা যে প্রতিলিপি করা যায় তাহার বাচনিক বৃত্তান্ত আসল পত্রের গৌণ সাক্ষ্য হইতে পারে না।

মুখ্য সাক্ষ্যদ্বারা দলীলের প্রমাণের কথা।

৬৪ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলভিন্ন মুখ্য সাক্ষ্য দ্বারা দলীলের প্রমাণ করিতে হইবে।

দলীল বিষয়ে গৌণ সাক্ষ্য যে স্থলে দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৬৫ ধারা। দলীল যে আছে এই কথারও সেই দলীলের অবস্থার বা মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য নিম্নলিখিত স্থলে দেওয়া যাইতে পারিবে।

(ক) যে ব্যক্তির বিপক্ষে দলীলের প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয়,

কি যে ব্যক্তির নিকট আদালতের পরওয়ানা পঁহুছিতে পারে না, কি যে ব্যক্তি আদালতের পরওয়ানার অনধীন আছে,

কি যে ব্যক্তি আইনমতে তাহা উপস্থিত করিতে আবদ্ধ,

আসল দলীল তাহার অধিকারে বা ক্ষমতাধীনে আছে ইহার প্রমাণ কি অনুভব হইলে,

ও ঐ ব্যক্তি ৬৬ ধারার উল্লিখিত নোটিস পাইয়াও তাহা উপস্থিত না করিলে,

(খ) যে ব্যক্তির বিপক্ষে আসল পত্রের প্রমাণ করা গেল সেই ব্যক্তি কি স্বার্থপক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সেই আসল পত্র থাকার কথা ও তাহার অবস্থা কি মর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে,

(গ) মূল পত্র নষ্ট কি অনুদ্দেশ্য হইলে, কি যে পক্ষ ঐ পত্রের মর্ম্মের সাক্ষ্য দিতে চাহে সে নিজ শৈথিল্য কি ত্রুটি ভিন্ন কোন কারণে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিতে না পারিলে,

(ঘ) যাহা অনায়াসে স্থানান্তর করা যায় না মূল সাক্ষ্য এমন ভাবাপন্ন হইলে।

(চ) মূল পত্র ৭৪ ধারার অর্থানুযায়ী সাধারণ স্বার্থের দলীল হইলে,

(ছ) এই আইন দ্বারা কি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্য আইন দ্বারা যে দলীলের শংসিত প্রতিলিপি সাক্ষ্য স্বরূপে দিবার অনুমতি আছে মূলপত্র সেই প্রকারের দলীল হইলে,

(জ) অনেক হিসাব খাতা বা অন্য দলীল লইয়া সেই মূলপত্র হইলেও সেই সকল খাতা ও দলীল সুবিধামতে আদালতে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে না পারিলে ও যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা সেই সমুদায় পত্রাদির সার ফল হইলে,

(ক) (গ) ও (ঘ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে দলীলের মর্ম্মের কোন গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য,

(খ) প্রকরণের স্থলে লিখিত স্বীকার বাক্য গ্রাহ্য,

(চ) ও (ছ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে দলীলের শংসিত প্রতিলিপি গ্রাহ্য কিন্তু অন্য প্রকারের গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়,

(জ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে যে ব্যক্তি সেই প্রকারের দলীল পরীক্ষা করণে পটু, এমত ব্যক্তি তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঐ দলীলের সার ফলের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

উপস্থিত করিবার নোটিসের বিধি।

৬৬ ধারা। ৬৫ ধারার (ক) প্রকরণে যে দলীলের উল্লেখ হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য দিতে চাহিলে, সেই দলীল যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকে তাহাকে আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা উপস্থিত করিবার নোটিস দিবে। আইনে নোটিস নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে মোকদ্দমার গতিক বিশেষে আদালত যে নোটিস যুক্তিমত জ্ঞান করেন সেই নোটিস দিবেন। নাদিলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য লওয়া যাইবে না।

পরন্ত নিম্নলিখিত কোন স্থলে কিম্বা অন্য যে স্থলে আদালত ঐ নোটিস না দেওয়া বিহিত জ্ঞান করেন সেইস্থলে গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রকারের নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নাই,

(১) যে দলীলের প্রমাণ করিতে হইবে সেই দলীলই নোটিস হইলে,

(২) বিপক্ষ পক্ষের সেই দলীল উপস্থিত করিতেই হইবে মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় বিপক্ষ ইহা অবশ্য জানিলে

(৩) বিপক্ষ ব্যক্তি প্রতারণা বা বলক্রমে মূলপত্র হস্তগত করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে বা ইহার প্রমাণ হইলে

(৪) মূল পত্র আদালতে বিপক্ষ পক্ষের কিম্বা তাহার মোক্তারের নিকট থাকিলে

(৫) দলীল হারাইয়াছে বিপক্ষ পক্ষ কিম্বা তাহার মোক্তার ইহা স্বীকার করিলে

(৬) দলীল যাহার অধিকারে থাকে তাহার নিকট আদালতের পরওয়ানা পঁহুছিতে না পারিলে কিম্বা সে আদালতের পরওয়ানার অধীন না হইলে।

প্রদর্শিত দলীল অমুকের স্বাক্ষরিত বা লিখিত বলিয়া কথিত হইলে স্বাক্ষরের ও হাতের লেখার প্রমাণের কথা।

৬৭ ধারা। দলীল নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বলিয়া কিম্বা সম্পূর্ণ পত্র কি তাহার একাংশ কোন ব্যক্তির লিখিত বলিয়া কথিত হইলে, ঐ স্বাক্ষর তাহারই এবং দলীলের যে অংশ তাহার হস্তলিখিত বলিয়া কথিত হয়, তাহা প্রকৃতই তাহার হস্ত-লিখিত ইহার প্রমাণ করিতে হইবে

আইন অনুসারে যে দলীলে সাক্ষিদের স্বাক্ষর করা প্রয়োজন তাহার স্বাক্ষরের প্রমাণের কথা।

৬৮ ধারা। আইন অনুসারে যদি দলীলেসাক্ষীদের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক তবেত স্বাক্ষরকারিদের মধ্যে ন্যূনকল্পে এক জন সাক্ষী জীবিত থাকিলে এবং আদালতের পরওয়ানার অধীন থাকিলে ও সাক্ষ্য দিবার সক্ষম হইলে, সেই সাক্ষিকে ঐ পত্র সম্পাদন হইবার প্রমাণ দিবার জন্যে আহ্বান না করা গেলে তাহা সাক্ষ্য স্বরূপে ব্যবহার হইবে না।

স্বাক্ষরকারি সাক্ষির উদ্দেশ না পাওয়া গেলে পত্রের প্রমাণের কথা।

৬৯ ধারা। স্বাক্ষরকারী কোন সাক্ষীর উদ্দেশ্য না পাওয়া গেলে, কিম্বা সংযুক্ত রাজ্যের মধ্যে দলীল সম্পাদন হইল বলিয়া দেখা গেলে, স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ন্যূনকল্পে এক জন সাক্ষির স্বাক্ষর তাহার নিজ হাতের লেখা, ও যে ব্যক্তি ঐ পত্র সম্পাদন করে তাহার স্বাক্ষর তাহার নিজ হাতে লেখা হইয়াছে এই২ বিষয়ে প্রমাণ করিতে হইবে।

এক পক্ষ সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত দলীলের সম্পাদন স্বীকার করিলে তাহার কথা।

৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত দলীল আমি সম্পাদন করিলাম বলিয়া স্বীকার করিলে আইন অনুসারে সেই দলীলে সাক্ষিদের স্বাক্ষর করা আব-শ্যক হইলেও, সেই স্বীকার বাক্য উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হইবে

স্বাক্ষরকারী সাক্ষী সেই পত্র সম্পাদন অস্বীকার করিলে প্রমাণের কথা।

৭১ ধারা। দলীল সম্পাদন হইল স্বাক্ষরকারী সাক্ষী এই কথা অস্বীকার করিলে কি তাহার স্মরণ নাই বলিলে, অন্য সাক্ষ্যদ্বারা সেই পত্র সম্পাদনের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

আইনদ্বারা যে দলীলে সাক্ষিদের স্বাক্ষর করা অনাবশ্যক সেই দলীলের প্রমাণের কথা।

৭২ ধারা। যে দলীলে আইনমতে সাক্ষীদের স্বাক্ষর করা আবশ্যক নয়, সাক্ষিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত না হওয়ার ন্যায় সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত ঐ দলীলের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

হাতের লেখা মিলাইয়া দেখিবার কথা।

৭৩ ধারা। স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর যে ব্যক্তির দ্বারা লেখা কি করা গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, প্রকৃত তাহারই স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর ইহা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত, অন্য যে স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর তাহারই লেখা কি করা বলিয়া স্বীকার হইল কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ করা গেল, তাহা অন্য কারণে উপস্থিত বা প্রমাণিত না হইলেও উক্ত যে স্বাক্ষরাদির প্রমাণ করিতে হইবে তাহার সঙ্গে তাহা মিলাইয়া দেখা যাইতে পারিবে।

কোন কথা কি অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির লিখিত বলিয়া কথিত হইলে, আদালত সেই কথার কি অঙ্কের সঙ্গে মিলাইবার নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত সেই ব্যক্তিকে অন্য কোন কথা কি অঙ্ক লিখিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

সাধারণ স্বার্থের দলীলের কথা।

৭৪ ধারা। নিম্নলিখিত দলীল সাধারণ স্বার্থের দলীল হয়।

১। যে দলীল

(১) দেশাধিপতির, কিম্বা

(২) রাজকীয় সমাজদলের ও আদালতের, কিম্বা

(৩) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শাসনাধীন অন্য দেশের কিম্বা ভিন্নদেশের ব্যবস্থাপন বা বিচার বা রাজকার্য্য সম্পাদন করনার্থ রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইন কি আইনের নিদর্শন হয়।

২। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে সাধারণ ব্যক্তিদের দলীলের যে রিকার্ড রাজকীয় কার্য্যালয়ে রাখা যায় তাহা।

অপ্রকাশ দলীলের কথা।

৭৫ ধারা। অন্য সকল দলিল অপ্রকাশ।

সাধারণ স্বার্থের দলীলের সংসিদ্ধ প্রতিলিপির কথা।

৭৬ ধারা। সাধারণ স্বার্থের যে লিপি সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি করিবার স্বত্ব থাকে

সেই ব্যক্তি আইনমতে ফী দিয়া তাহার প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে ঐ দলিল রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সংরক্ষণে থাকে তিনি সেই ব্যক্তিকে ঐ দলীলের প্রতিলিপি দিবেন, ও সেই প্রতিলিপি ঐ দলীলের কিম্বা বিষয় বিশেষে তদংশের যথার্থ প্রতিলিপি আছে ঐ প্রতিলিপির তলভাগে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন, ও উক্ত কার্য্যকারক সেই সার্টিফিকেটে তারিখ ও আপন নাম ও পদের খ্যাতি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। এবং উক্ত কার্য্যকারক আইনমতে মোহর ব্যবহার করিতে পারিলে ঐ সার্টিফিকেট তাঁহার মোহরে মোরাঙ্কিত হইবে, ও সার্টিফিকেটযুক্ত সেই প্রতিলিপি শংসিত প্রতিলিপি নামে খ্যাত হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোন কার্য্যকারকের পদ সংক্রান্ত কার্য্যের ধারাক্রমে তিনি তদ্রূপ প্রতিলিপি দিবার সক্ষম হইলে এই ধারার অর্থমতে সেই দলীল তাঁহারই রক্ষণে আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সেই প্রতিলিপি উপস্থিত করিবার কথা।

৭৭ ধারা। সেই শংসিত প্রতিলিপি সাধারণ স্বার্থের যে দলীলের কিম্বা তাহার যে অংশের প্রতিলিপি বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, তাহার মর্ম্মের প্রমাণে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

রাজকার্য্যসংক্রান্ত অন্য অন্য দলীলের প্রমাণের কথা।

৭৮ ধারা। নিম্নলিখিতমতে রাজকীয় নিম্নলিখিত দলীলের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(১) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য সম্পাদন সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মবিভাগের কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মবিভাগের আইনের কি আজ্ঞার কি জ্ঞাপনপত্রের প্রমাণ।

ঐ ঐ কর্ম্মবিভাগের প্রধান কর্ম্মকারকদের সার্টিফিকেট সহিত ঐঐ কর্ম্মবিভাগের রিকার্ড দ্বারা,

কিম্বা উক্ত কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত বলিয়া কোন দলীলের দ্বারা করা যাইবে।

(২) ব্যবস্থা প্রণেতাদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ,

ঐ ঐ কর্ম্মকারকদের কার্য্যের দৈনিক বর্ণনাপত্র দ্বারা কিম্বা প্রকাশিত আইনের কি তাহার সারাংশের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত বলিয়া তৎপ্রতিলিপি দ্বারা করা যাইবে।

(৩) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা প্রিবি কৌন্সিলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মবিভাগের প্রচারিত ঘোষণাপত্রের কি আজ্ঞার কি বিধানের প্রমাণ,

লণ্ডন গেজেটে প্রকাশিত কিম্বা মহারাণীর প্রিন্টরের দ্বারা মুদ্রিত বলিয়া ঐ পত্রাদির প্রতিলিপির কি তাহা হইতে উদ্ধৃত কথা দ্বারা করা যাইবে।

(৪) ভিন্নদেশের কর্তৃত্বকার্য্য সম্পাদকদের আইনের কিম্বা ব্যবস্থা প্রণেতাগণের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ।

তাঁহাদের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত পত্রাদির কিম্বা তদ্দেশে তাঁহাদের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত বলিয়া সামান্যতঃ যে পত্রাদি গৃহীত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা, কিম্বা তদ্দেশের বা তদ্দেশীয় রাজার মোহরে শংসিত প্রতিলিপি দ্বারা কিম্বা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কোন সাধারণ আইনেতে স্বীকৃত হওন দ্বারা করা যাইবে।

(৫) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত মিউনিসিপাল অর্থাৎ নগর সম্বন্ধীয় সমাজের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ,

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিবরণের প্রতিলিপি ঐ কার্য্য বৃত্তান্তের আইনমত রক্ষকের দ্বারা শংসিত হইলে সেই প্রতিলিপির দ্বারা, কিম্বা ঐ সমাজের অনুমতি ক্রমে প্রকাশিত হইল বলিয়া কোন মুদ্রিত পুস্তক দ্বারা করা যাইবে।

(৬) ভিন্নদেশীয় সাধারণ স্বার্থের অন্য কোন দলিল,

মূলপত্র দ্বারা কিম্বা মূলপত্র আইনমতে যে কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকে, তৎকর্তৃক নিয়মিতরূপে শংসিত প্রতিলিপি বলিয়া নোটরি পবলিকের কিম্বা ব্রিটনীয় কনসলের কিম্বা রাজদূত স্বরূপ কর্ম্মকারকের মোহরাঙ্কিত সার্টিফিকেট সহিত উক্ত আইনমত রক্ষকের শংসিত প্রতিলিপি দ্বারা এবং ভিন্নদেশীয় ব্যবস্থামতে দলীলের ভাবের প্রমাণক্রমে সপ্রমাণ করা যাইবে।

দলীল বিষয়ক অনুমানের কথা।

শংসিত প্রতিলিপি প্রকৃত বলিয়া অনুমান হইবার কথা।

৭৯ ধারা। সার্টিফিকেট ও শংসিত প্রতিলিপি ও অন্য যে দলীল আইনমতে কোন বিশেষ বৃত্তান্তের সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ এদেশীয় কোন রাজ্যাধিকারের অন্তর্গত যে কার্য্যকারককে সার্টিফিকেট দিবার নিযমিত ক্ষমতা প্রদান করেন, তাঁহাদ্বারা সংশিত হওয়ার মত দেখাইলে আদালত সেই পত্র প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন। কিন্তু আইনে যে পাঠে যে মর্ম্মানুসারে সেই পত্রলিখিবার আজ্ঞা থাকে উক্ত দলীল যেন বস্তুতঃ সেই পাঠে ও সেই মর্ম্মানুসারে লেখা থাকে। আরো উক্ত কোন দলীল যে কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত কিম্বা শংসিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, তিনি উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করণকালে রাজ-

কীয় যে পদ উল্লেখ করিলেন তাঁহার তৎকালে সেই পদ ছিল আদালত ইহার অনুমান করিবেন।

সাক্ষ্যের লিপি উপস্থিত করা গেলে অনুমানের কথা।

৮০ ধারা। বিচার কার্য্য সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কিম্বা আইনমতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে সাক্ষির দত্ত সাক্ষ্যের কি তদংশের লিপিবদ্ধ পত্র কি মর্ম্মাত্মক পত্র বলিয়া কিম্বা কোন বন্দির কি অভিযুক্ত ব্যক্তির আইন অনুসারে গৃহীত উক্তি কি অপরাধ স্বীকার বলিয়া কোন দলিল জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত বলিয়া কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে, আদালত এই অনুমান করিবেন যে—

ঐ দলীল প্রকৃত এবং স্বাক্ষর করিলেন বলিয়া যে ব্যক্তি নির্দ্দেশ হয়, তিনি ঐ সাক্ষ্য গ্রহণের ভাবগতিক বিষয়ে যে উক্তি করেন তাহা সত্যও সেই সাক্ষ্য ও উক্তি ও অপরাধ স্বীকার নিয়মিতরূপে লওয়া গেল।

গেজেটের বিষয়ে অনুমানের কথা।

৮১ ধারা। লণ্ডন গেজেট কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেট কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের কিম্বা ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতির কোন উপনিবেশের কিম্বা অধীন কি অধিকৃত দেশের গবর্ণমেণ্ট গেজেট কিম্বা সম্বাদপত্র কি দৈনিকপত্র কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত পার্লিমেণ্টের বিশেষ আইনের প্রতিলিপি বলিয়া যে দলীল উদ্দিষ্ট হয়, আদালত সেই প্রত্যেক দলীল প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং কোন আইনমতে কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন দলীল রক্ষা করিবার আদেশ থাকিলে সেই দলীল বলিয়া কোন দলীল উপস্থিত করা গেলে, যদি বস্তুতঃ সেই দলীল আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে রাখা গিয়া থাকে ও উপযুক্ত ব্যক্তির রক্ষণ হইতে উপস্থিত করা যায়, তবে সেই দলীল প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন।

ইংলণ্ডের মোহরের কিম্বা স্বাক্ষরের প্রমাণ ভিন্ন যে দলীল গ্রাহ্য হয় তদ্বিষয়ক অনুমানের কথা।

৮২ ধারা। ইংলণ্ডে কি আয়রলণ্ডে যৎকালে যে আইন প্রচলিত হয়, তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট দলীলে যে মোহর কি ইষ্টাম্প থাকে কিম্বা যথার্থ বলিয়া তাহাতে যে স্বাক্ষর দেওয়া যায় তাহার প্রমাণ না লইয়া ও তাহাতে যে ব্যক্তির স্বাক্ষর উদ্দিষ্ট হয়, তিনি আপনার যে পদ ব্যক্ত করিয়াছেন আদালত সংক্রান্ত কিম্বা রাজকার্য্যঘটিত তাঁহার সেই পদের প্রমাণ না লইয়া ইংলণ্ডের কিম্বা আয়রলণ্ডের কোন আদালতে কোন বিশেষ বাক্যের প্রমাণে ঐ দলীল উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত দলীল বলিয়া কোন কোন দলীল কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে, উক্ত মোহর কি ইষ্টাম্প কি স্বাক্ষর প্রকৃত আছে ও যে ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন তিনি

যে পদ বিশিষ্ট বলিয়া দস্তখত স্বাক্ষর করিলেন তৎকালে তাহার সেই পদ ছিল আদালতের এমত জ্ঞান হইবে,

এবং ইংলণ্ডে ও আদালতে ঐ দলীল যে কার্য্যের নিমিত্ত গ্রাহ্য হইত সেই কার্য্যের নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবে।

কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে ম্যাপ করা যায় তাহার প্রমাণের কথা।

৮৩ ধারা। কোন ম্যাপ কি নক্সা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে করা গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে তাহা সেই আজ্ঞামতে করা গেল ও তাহা পরিশুদ্ধ আছে, আদালতের এমত অনুমান হইবে। কিন্তু কোন মোকদ্দমার উপলক্ষে যে ম্যাপ কি নক্সা করা যায় তাহার শুদ্ধতার প্রমাণ করিতে হইবে।

আইনসংগ্রহের ও নিষ্পত্তির রিপোর্টের বিষয়ের অনুমানের কথা।

৮৪ ধারা। কোন পুস্তকে কোন দেশের কোন আইন আছে ও তাহা ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত কি প্রকাশিত হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে।

এবং কোন পুস্তক ঐ দেশের আদালতের নিষ্পত্তির রিপোর্ট বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে আদালত তাহা প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন।

মোক্তারনামা বিষয়ক অনুমানের কথা।

৮৫ ধারা। মোক্তারনামা লিখিত কোন দলীল নোটারি পবলিকের কিম্বা কোন আদালতের কি জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা ব্রিটনীয় কনসলের কি প্রতিনিধি কনসলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্তের সম্মুখে সম্পাদন করা গেল ও তৎকর্তৃক সত্যাকৃত হইল বলিয়া উপস্থিত করা গেলে, তাহা উক্ত প্রকারে সম্পাদিত ও সত্যাকৃত হইল আদালত এমত অনুমান করিবেন।

ভিন্নদেশীয় আদালতের কাগজপত্রের সহিমিত প্রতিলিপি বিষয়ক অনুমানের কথা।

৮৬ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারের অন্তর্গত দেশ ভিন্ন কোন দেশের আদালতের কোন কাগজ পত্রের সংশিত প্রতিলিপি বলিয়া কোন দলীল উদ্দিষ্ট হইলে, তদ্দেশে আদালতের কাগজপত্রের প্রতিলিপি সংশিত করিবার যে রীতি চলন আছে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের তদ্দেশনিবাসি কোন স্থলাভিষিক্ত ঐ দলীল সেই রীতিমতে সংশিত হইয়াছে বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে আদালত সেই দলীল প্রকৃত ও পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিবেন।

পুস্তকের ও ম্যাপের বিষয়ে অনুমানের কথা।

৮৭ ধারা। আদালত রাজকীয় কিম্বা সাধারণ স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ের সন্ধান

জানিবার জন্যে যে পুস্তকে দৃষ্টি করেন, এবং প্রকাশিত যে ম্যাপের কি চার্টের কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয় ও আদালতের দেখিবার জন্যে উপস্থিত করা যায় সেই পুস্তক ও ম্যাপাদি যে ব্যক্তি দ্বারা যে স্থানে যে সময়ে লিখিত কি প্রকাশিত হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, সেই পুস্তকাদি সেই ব্যক্তিদ্বারা সেই সময়ে সেই স্থানে প্রকাশিত হইল আদালত এই অনুমান করিবেন।

ফটগ্রাফ ও কলদ্বারা কৃত প্রতিলিপি ও টেলিগ্রাফের দ্বারা প্রেরিত বার্ত্তা বিষয়ের অনুমানের কথা।

৮৮ ধারা। টেলিগ্রাফ আফিস হইতে কোন ব্যক্তির নামে বার্ত্তা আইল বলিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠান গেলে যে আফিস হইতে তাহা পাঠান গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, ঐ বার্ত্তা সেই আফিস হইতে প্রেরিত বার্ত্তার সঙ্গে মিলে আদালত ইহা অনুমান করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ বার্ত্তা পাঠাইবার জন্য যে ব্যক্তির হাতে দেওয়া গেল আদালত সেই ব্যক্তির বিষয়ে কোন প্রকারের অনুমান করিবেন না।

দলীল উপস্থিত না করা গেলে তাহার উচিতমতে সম্পাদনাদি হইবার অনুমানের কথা।

৮৯ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হইলে ও উপস্থিত করিবার নোটিস দেওয়া গেলে পর উপস্থিত না করা গেলে তাহা আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সাক্ষিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হইল ও তাহাতে ষ্টাম্প করা গেল আদালত এই অনুমান করিবেন।

ত্রিশ বৎসরের দলীলের কথা।

৯০ ধারা। কোন দলীল ত্রিশ বৎসরের লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট কি প্রমাণিত হইলে ও মোকদ্দমা বিশেষ বুঝিয়া আদালতের বিবেচনা মতে সেই দলীল যে ব্যক্তির রক্ষণে থাকা উচিত এমত ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিলে সেই দলীলের স্বাক্ষর ও অন্য সকল ভাগ যে ব্যক্তি বিশেষের লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, আদালত তাহারই হাতের লেখা বলিয়া অনুমান করিবেন। ও সেই দলীলে সম্পাদকের ও সাক্ষিদের স্বাক্ষর থাকিলে যাহারদের দ্বারা সম্পাদন বা স্বাক্ষর হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় তাহাদেরই দ্বারা নিয়মমতে সম্পাদন ও স্বাক্ষর করা গেল এই অনুমান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা। দলীল যথাবিধি স্থানে থাকিলে কিম্বা যথাক্রমে যাহার সংরক্ষণে থাকা উচিত তাহার নিকট থাকিলে উপযুক্ত ব্যক্তির সংরক্ষণে আছে বলা যায়। কিন্তু স্থানান্তরে থাকার যাথার্থ্যসিদ্ধ কারণের প্রমাণ হইলে কিম্বা স্থলবিশেষের গতিক বিবেচনায় যদ্রূপ কারণ সম্ভব হইলে যাহার সংরক্ষণে হউক তাহা অনুচিত নয়।

এই ব্যাখ্যার কথা ৮১ ধারার প্রতিও খাটে

উদাহরণ।

(ক) কোন ভূমি অনেক বৎসরাবধি আনন্দের অধিকারে আছে ও তিনি সেই ভূমি বিষয়ক আগমপত্র আপনার রক্ষণ হইতে দেখাইয়া দেন। সেই রক্ষণটী উচিত।

(খ) আনন্দ কোন ভূমির বন্ধকগ্রহীতা হইয়া ঐ ভূমি বিষয়ক দলীল উপস্থিত করেন। সম্পত্তি বন্ধকদাতার রক্ষণে আছে। সেই রক্ষণটী উচিত।

(গ) বলরামের অধিকারে ভূমি আছে আনন্দ নামক তাহার কুটুম্ব ঐ দলীল উপস্থিত করেন। বলরাম নির্ব্বিঘ্ন রাখিবার নিমিত্তে আনন্দের হাতে সেই দলীল দিয়াছিলেন। সেই রক্ষণটী উচিত।

---

৬ পরিচ্ছেদ।

লিখিত সাক্ষ্যদ্বারা বাচনিক সাক্ষ্য নিরাকৃত হওয়ার কথা।

লিখিত চুক্তি পত্রের নিয়মের সাক্ষ্যের কথা।

৯১ ধারা। চুক্তির নিয়ম কিম্বা সম্পত্তি দানের কি প্রকারান্তরে নিরূপণের নিয়ম দলীলের ভাবাপন্ন করা গেল এবং যে যে স্থলে আইন অনুসারে কোন বিষয় দলীলের ভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন সেই সেই স্থলে, ঐ চুক্তির কি সম্পত্তি দানের কিম্বা অন্য নিরূপণের কি সেই বিষয়ের প্রমাণে ঐ দলীল ভিন্ন কি পূর্ব্ব লিখিত বিধানমতে গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্যভিন্ন কোন সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

বর্জ্জনীয় ১ বিধি।—আইন মতে রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নিয়োগ লিখনক্রমে হওয়া আবশ্যক হইলে এবং বিশেষ ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মকারক স্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন ইহা দর্শান গেলে, যে পত্র দ্বারা তাহাকে নিযুক্ত করা গেল তাহার প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই।

বর্জ্জনীয় ২ বিধি।—ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারবিষয়ক আইনমত উইলের প্রমাণ প্রবেট দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

১ ব্যাখ্যা।—উল্লিখিত উক্তি কি সম্পত্তি দান কি নিরূপণের নিয়ম একি দলীলের মধ্যে থাকিলে কি একের অধিক দলীলের মধ্যে থাকিলেও এই ধারার বিধি বর্ত্তে।

২ ব্যাখ্যা।—একের অধিক আসল দলীল থাকিলে কেবল এক আসল দলীলের প্রমাণ করা আবশ্যক

৩ ব্যাখ্যা।—কোন দলীলের মধ্যে এই ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত ভিন্ন কোন বৃত্তান্তের উক্তি থাকিলে ঐ উক্তি হেতুক সেই বৃত্তান্তের বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়ার নিষেধ নাই।

উদাহরণ।

(ক) কোন চুক্তির কথা অনেক পত্রে লেখা থাকিলে তাহা যে সকল পত্রে লেখা থাকে সেই সকলের প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) হুণ্ডীতে চুক্তি লেখা থাকিলে সেই হুণ্ডীর প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) বেকরগুণী লেখা গেলে কেবল এক কেতার প্রমাণ করা প্রয়োজন।

(ঘ) আনন্দ কোন বিশেষ নিয়মানুসারে নীল দিব বলিয়া বলরামের নিকট চুক্তিপত্র লিখিয়া দেয়। অন্য সময়ে নীল দিবার যে বাচনিক চুক্তি হইয়াছিল বলরাম আনন্দকে তাহার মূল্য দিয়াছে উক্ত চুক্তিপত্রে এই কথা লেখা আছে।

অন্য নীলের জন্যে কিছু টাকা দেওয়া যায় নাই ইহার বাচনিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হইলে তাহা গ্রাহ্য।

(চ) বলরাম টাকা দিলে আনন্দ তাঁহাকে রসীদ দেন।

সেই টাকা যে দওয়া গেল ইহার বাচনিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

বাচনিক করারের প্রমাণ অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৯২ ধারা। উক্ত প্রকারের কোন চুক্তি পত্রের কিম্বা সম্পত্তি দানপত্রের কি প্রথা মতে নিরূপণপত্রের নিয়ম কি আইনমতে অন্য যে বিষয় দলীলের ভাবাপন্ন লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন তাহার নিয়ম ইহার পূর্ব্ব ধারামতে প্রমাণিত হইলে, সেই নিয়ম অস্বীকার কি পরিবর্ত্তন করিবার কি তাহাতে অধিক নিয়ম সংযোগ করিবার কি তাহা হইতে নিয়ম তুলিয়া দেওয়ার নিমিত্ত, উক্ত নিদর্শনপত্রের উভয় পক্ষের কি স্বার্থপক্ষে তাহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বাচনিক কোন নিয়মের কি উক্তির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

১ উপবিধি।—প্রতারণা কি ভয়প্রদর্শন কি আইন উল্লঙ্ঘন কি দলীল নিয়ম মতে সম্পাদিত না হওয়া কি চুক্তিকারী অন্যতর ব্যক্তির অক্ষমতা কি বিনিময়ে টাকা প্রভৃতি না দেওন কি দিবার ত্রুটি হওন কি বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত ভুল থাকন প্রভৃতি যে হেতুদ্বারা কোন দলীল অসিদ্ধ হইতে পারে কি কোন ব্যক্তি সেই দলীল সম্বন্ধে কোন ডিক্রী কি আজ্ঞা পাইবার স্বত্ববান হয় তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

২ উপবিধি।—কোন বিষয় দলীলে লিখিত না হইয়াও সেই দলীলের নিয়মের

সঙ্গে অসঙ্গত না হইলে এমত বিষয়ের স্বতন্ত্র কোন বাচনিক নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। স্থলবিশেষে এই উপবিধি খাটে কি না এই বিষয়ের বিবেচনা করণ কালে ঐ দলীলে দলীল লিখিবার ধারা যত দূর পালন হইয়াছে আদালত ইহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন।

৩ উপবিধি।—উক্ত প্রকারের কোন চুক্তিপত্র কি সম্পত্তি দানপত্র কি নিরূপণ পত্র দ্বারা যে দায় ষর্ত্তে তাহা বর্ত্তিবার পূর্ব্বে কোন নিয়ম পালন করিতে হইবে এই মর্ম্মের স্বতন্ত্র কোন বাচনিক নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

৪ উপবিধি। উক্ত প্রকারের চুক্তিপত্র বা সম্পত্তি দান কি নিরূপণপত্র আইন মতে লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইলে কি দলীল রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে সেই চুক্তি কি দান কি নিরূপণপত্র রেজিষ্টরী করা গেলে এমত স্থল ভিন্ন উক্ত চুক্তিপত্র বা সম্পত্তি দান কি নিরূপণপত্র রহিত বা মতান্তর করণসূচক স্পষ্ট যে বাচনিক নিয়ম পশ্চাৎ করা যায় এমত নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

৫ উপবিধি। কোন আচার বা রীতিমতে বিশেষ প্রকারের চুক্তিপত্রে নৈমিত্তিক যে কথা লেখা গিয়া থাকে তদ্রূপ কোন চুক্তিপত্রে সেই কথা স্পষ্ট লেখা না গেলে সেই আচারের বা রীতির প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু এই স্থলে প্রয়োজন যে, সেই নৈমিত্তিক কথা লেখা গেলে তাহা চুক্তিপত্রের স্পষ্ট নিয়মের বিপরীত বা অসঙ্গত না হয়।

৬ উপবিধি। উপস্থিত বৃত্তান্তের সঙ্গে দলীলের ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ থাকে ইহা দর্শাইবার কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) যে জাহাজ কলিকাতা হইতে লণ্ডন নগরে যাইবে সেই জাহাজের মালের উপর বিমাপত্র দেওয়া গেল। কিন্তু জাহাজের নাম উল্লেখ হইল না। মাল যে জাহাজে চালান করা যায় সেই জাহাজখানি সমুদ্রে মারা পড়িল। বিমাপত্র করণ সময়ে বাচনিক কথা দ্বারা সেই জাহাজেই মাল না দিবার কথা হইয়াছিল ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

(খ) আনন্দ কোন নিয়ম না করিয়া "১৮৭৩ সালের মার্চ্চ মাসের ১লা তারিখে বলরামকে ১০০০ টাকা দিব" এই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দেয়। সেই সময় মার্চ্চ মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব্বে ঐ টাকা না দিবার কোন বাচনিক নিয়ম করা গিয়াছিল ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

(গ) "রামপুরের চা বাড়ী" নামে এক মহাল যে দলীলক্রমে বিক্রয় করা

যায়, সেই দলীলে বিক্রীত সম্পত্তির নকসা থাকে। নকসায় যাহা লেখা যায় নাই এমত আর কতক ভূমি সর্ব্বদাই ঐ মহাল সংক্রান্ত ভূমি বলিয়া জ্ঞান হইয়া আসিতেছে ঐ দলীলে সেই ভূমিও ধরিবার অভিপ্রায় ছিল এই বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

(ঘ) আনন্দ কোন কোন নিয়ম করিয়া বলরামের কয়েক খনিতে কর্ম্ম করিবার চুক্তি করে। বলরাম ঐ খনির মূল্য বিষয়ে যে কথা কহিয়াছিল আনন্দ সেই কথা শুনিয়া ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সেই কথা মিথ্যা ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) বলরাম ঠিক চুক্তি অনুসারে যেন কার্য্য সাধন করে এই নিমিত্ত আনন্দ তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে এবং ঐ চুক্তিপত্রের একটি নিয়ম ভুলক্রমে লেখা গিয়াছিল বলিয়া সেই নিয়ম সম্পর্কে ঐ চুক্তিপত্রের সংশোধন হইবার প্রার্থনা করে। যে প্রকারের ভুল থাকিলে আইন অনুসারে তাহার সেই চুক্তিপত্র সংশোধন করিবার স্বত্ব থাকে আনন্দ এমত ভুলের প্রমাণ করিতে পারিবে।

(চ) আনন্দ বলরামের নিকট পত্র লিখিয়া কয়েক দ্রব্য চালান করিবার আদেশ করে, কিন্তু সেই পত্রে ঐ দ্রব্যের মূল্য দিবার সময় নির্দ্দেশ হয় নাই, দ্রব্য পঁহুছিলে আনন্দ তাহা গ্রহণ করে। পরে বলরাম মূল্য পাইবার জন্যে আনন্দের নামে নালিশ করে। ঐ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দিবার কথা হইয়াছিল, সেই মিয়াদ অদ্যাপি ফুরাইল না আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিয়া সেই ঘোড়া সুস্থাঙ্গ এই কথা মুখে কহে। আনন্দের নিকট ৫০০ টাকাতে একটি ঘোড়া ক্রয় করা গেল" আনন্দ এই মাত্র কথা লিখিয়া বলরামকে দেয়। ঐ ঘোড়া সুস্থাঙ্গ বলরাম আনন্দের এই প্রতিভূবাক্যের প্রমাণ করিতে পারিবে।

(জ) বলরামের বাড়ীর মধ্যে আনন্দ কয়েক ঘর ভাড়া 'করিয়া লইয়া' মাসে ২০০ টাকায় কয়েক ঘর" এই মাত্র কথা এক খান কাড়ে লিখিয়া দেয়। ঐ টাকার মধ্যে আহারের খরচাও ধরিবার বাচনিক নিয়ম ছিল আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে।

আনন্দ বলরামের বাটীর মধ্যে কয়েক ঘর ভাড়া করিয়া লয় এবং নিয়মিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে উকীলের দ্বারা একখান এগ্রীমেণ্টও লিখিয়া দেয় তাহার মধ্যে আহারের কোন কথার উল্লেখ হয় নাই। আহারের খরচও ধরিবার কথা ছিল, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে না।

(ঝ) বলরামের স্থানে আনন্দের টাকা পাওনা হওয়াতে আনন্দ সেই টাকার রসীদ লিখিয়া পাঠাইয়া ঐ টাকা চাহিল। বলরাম সেই রসীদ রাখিয়া টাকা দিল না। ঐ টাকা পাইবার মোকর্দ্দমায় আনন্দ উক্ত ব্যাপারের প্রমাণ করিতে পারিবে।

(ঞ) বিশেষ ব্যাপার ঘটিলে এই চুক্তি প্রবল হইবে বলিয়া আনন্দ ও বলরাম কোন চুক্তি লিখিয়া দেয়। সেই চুক্তিপত্র বলরামের নিকট থাকে। পরে বলরাম সেই পত্র ধরিয়া আনন্দের নামে নালিশ করে। পত্রখানি যে ভাব গতিকে দেওয়া গেল আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে।

অস্পষ্ট দলীলের অর্থ করিবার কি সংশোধন করিবার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৯৩ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা অভিমুখেই অস্পষ্ট কি অপূর্ণ হইলে, যে বৃত্তান্ত দ্বারা তাহার অর্থ প্রকাশ কি তাহার অভাব পূর্ণ করা যাইতে পারে সেই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ১০০০ বা ১৫০০ টাকায় বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিবার নিয়ম পত্র লিখিয়া দেয়।

ঘোড়ার নিমিত্ত কত টাকা দিতে হইবে ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে না।

(খ) কোন দলীলের স্থানে স্থানে ফাক থাকে। সেই সেই স্থানে কি কথা লিখিবার মনস্থ ছিল ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

উপস্থিত বৃত্তান্তের প্রতি দলীলের কথা না খাটিবার প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৯৪ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা স্পষ্ট হইলে এবং উপস্থিত বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক খাটিলে ঐ বৃত্তান্তের প্রতি সেই দলীল খাটিবার অভিপ্রায় ছিল না ইহা দর্শাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ বিক্রয়পত্র লিখিয়া "রামপুরে আমার ১০০ বিঘা পরিমাণের এক মহাল" বলিয়া বলরামকে এক মহাল বিক্রয় করে। রামপুরে আনন্দের ১০০ বিঘা পরিমাণের এক মহাল আছে। আনন্দ যে মহাল বিক্রয় করিতে চাহিল তাহা অন্য স্থানে আছে কি তাহার অন্য পরিমাণ আছে এই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

উপস্থিত বৃত্তান্তের পক্ষে যে দলীল অনর্থক হয় সদ্বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

৯৫ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা স্পষ্ট, কিন্তু উপস্থিত বৃত্তান্তের পক্ষে অনর্থক, এমন স্থলে বিশেষ ভাব লক্ষ্য করিয়া ঐ ভাষার ব্যবহার হইল ইহা দর্শাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

বিক্রয়পত্রে আনন্দ "কলিকাতাস্থ আমার ঘর" কেবল এই বর্ণনা লিখিয়া বলরামকে ঘর বিক্রয় করে।

কলিকাতায় আনন্দের ঘর নাই কিন্তু হাবড়ায় তাহার একটী ঘর ছিল ও দলীল সম্পাদন হইবার কালাবধি তাহা বলরামের অধিকারে আছে।

ঐ বিক্রয়পত্রে হাবড়ার ঘরের বিষয়ে লেখা হইয়াছে উক্ত বৃত্তান্ত দ্বারা ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারে।

অনেক ব্যক্তির মধ্যে কেবল একের প্রতি যে ভাষা খাটিতে পারে তাহা খাটিবার সাক্ষ্যের কথা।

৯৬ ধারা। যে ভাষার ব্যবহার হয় তদৃষ্টে বৃত্তান্ত কোন এক ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিতে পারে কিন্তু অনেক ব্যক্তির কি দ্রব্যের মধ্যে একের অধিক ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিবার অভিপ্রায় হইতে পারিত না, এমন স্থলে উক্ত ব্যক্তিদের কি দ্রব্যের মধ্যে ঐ কথা কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিবার অভিপ্রায় ছিল ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) "আমার শাদা ঘোড়া" এই মাত্র বর্ণন লিখিয়া আনন্দ ১০০০ টাকাতে বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিতে নিয়ম করেন। কিন্তু আনন্দের দুটি ঘোড়া আছে। এই স্থলে কোন ঘোড়াটী লক্ষ্য করিয়া উক্ত নিয়ম করা যায় ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ বলরামের সঙ্গে হায়দ্রাবাদে যাইতে করার করে। দক্ষিণ দেশে হায়দ্রাবাদ নামে এক স্থান আছে সিন্ধুদেশেও সেই নামের এক স্থান আছে ইহার মধ্যে কোন স্থানটী লক্ষ্য করিয়া ঐ করার করা যায় ইহা দেখাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

দুই প্রস্থ বৃত্তান্তের মধ্যে যে ভাষা কোন বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক না খাটে একতর বৃত্তান্তের প্রতি সেই ভাষা খাটিবার সাক্ষ্যের কথা।

৯৭ ধারা। যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা এক প্রস্থ বৃত্তান্তের একাংশের প্রতি খাটে ও অন্য প্রস্থ বৃত্তান্তের একাংশের প্রতি খাটে কিন্তু সম্পূর্ণ কথা কোন বৃত্তা-

ন্তের প্রতি ঠিক খাটে না, এমন স্থলে ঐ দুই বৃত্তান্তের মধ্যে কোন বৃত্তান্তের প্রতি ঐ কথা খাটিবার অভিপ্রায় ছিল ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

"ঘোষপাড়ায় যদুর দখলে আমার ভূমি আছে" আনন্দ এই বর্ণনা লিখিয়া বলরামকে ভূমি বিক্রয় করিবার করার করে ঘোষপাড়ায় আনন্দের জমি আছে কিন্তু তাহা যদুর দখলে নাই। যদুর দখলে তাহার অন্য জমি আছে কিন্তু তাহা ঘোষপাড়ায় নাই। এমন স্থলে আনন্দ কোন জমি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছে ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

অপাঠ্য অক্ষরাদির অর্থবিষয়ক সাক্ষ্যের কথা।

৯৮ ধারা। যে অক্ষরাদি অপাঠ্য কি সামান্যতঃ বুঝা না যায় তাহার, এবং ভিন্ন দেশীয় ও অপ্রসিদ্ধ ও পারিভাষিক ও স্থানবিশেষের কি প্রদেশবিশেষের ব্যবহার্য্য শব্দের ও সংক্ষিপ্ত কথার ও বিশেষ ভাবানুসারে যে শব্দের ব্যবহার হয় তাহার অর্থ জানাইবার সাক্ষ্য দেওয় যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ নামক কোন যন্ত্রকার বলরামের নিকট "আমার সকল যন্ত্র" বিক্রয় করিতে করার করে। এইস্থলে তাহার নির্ম্মিত যন্ত্র না যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার হাতিয়ার বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

দলীলের ভাব পরিবর্ত্তন করিবার করারের প্রমাণ কে দিতে পারে তদ্বিষয়ের কথা।

৯৯ ধারা। দলীলে যে ভাবের কথা থাকে তৎসমকালীন কোন নিয়ম দ্বারা ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, যাহারা ঐ দলীলের এক পক্ষ নয় কিম্বা স্বার্থসম্বন্ধে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত নয় তাহারা উক্ত বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারে।

উদাহরণ।

বলরাম আনন্দের নিকট তুলা বিক্রয় করিবে, তুলা পাইলেই মূল্য দিবে, তাহাদের এই মর্ম্মের চুক্তিপত্র করা যায়। সেই সময়ে তিন মাস পরে ঐ মূল্য আদায় হইবে তাহারা পরস্পর এই বাচনিক নিয়ম করে। আনন্দ ও বলরামের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে তাহারা ইহার প্রমাণ দিতে পারিবে না কিন্তু তদ্দ্বারা যদি চন্দ্রের কোন ক্ষতি কি লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে চন্দ্র সেই বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারিবেন।

উইলের বিষয়ে উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইনের বিধান প্রবল থাকার কথা।

১০০ ধারা। উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন নামে ১৮৬৫ সালের

১০ আইনে উইলের অর্থ করণ বিষয়ের যে বিধান থাকে এই অধ্যায়ের কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইল এমত জ্ঞান হইবে না ইতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাক্ষ্য উপস্থিত করণের ও তৎফলের কথা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

প্রমাণের ভারের কথা।

১০১ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্তের উপর আইনমত যে অধিকার কিম্বা যে দায় নির্ভর করে তদ্বিষয়ে কোন আদালতের বিচার প্রার্থনা করিলে সেই ব্যক্তির ঐ বৃত্তান্তের সত্তার প্রমাণ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে আবদ্ধ হইলে, প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে ইহা বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে আনন্দ ইহা বলিয়া তাহার সেই অপরাধের দণ্ড হয় আদালতের এমত নিষ্পত্তি প্রার্থনা করে।

বলরাম যে সেই অপরাধ করিয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) বলরামের অধিকারে ভূমিখণ্ড আছে। আনন্দ কোন কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্ত প্রযুক্ত আপনি ঐ ভূমির অধিকারী আছে, আদালতের এমত বিচার প্রার্থনা করেন কিন্তু বলরাম কহে যে ঐ বৃত্তান্ত সত্য নয়।

আনন্দের সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

প্রমাণ করিবার ভার কাহার প্রতি বর্ত্তে তাহার কথা।

১০২ ধারা। মোকদ্দমায় কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সাক্ষ্য না দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি অকৃতার্থ হয় প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে।

উদাহরণ।

(ক) ভূমি বলরামের অধিকারে আছে চন্দ্র নামক বলরামের পিতা উইল করিয়া আনন্দকে ঐ ভূমি দিয়া গেলেন আনন্দ ইহা বলিয়া ঐ ভূমি পাইবার নিমিত্তে বলরামের নামে নালিশ করে।

উক্ত দুই পক্ষ কোন সাক্ষ্য না দিলে ঐ ভূমি বলরামের অধিকারে থাকে।

অতএব প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের প্রতি বর্ত্তে।

(খ) খতের টাকা পাওনা আছে বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে।

ঐ খৎ লেখার বিষয়ে বিবাদ নাই, কিন্তু বলরাম বলে যে ছলনা করিয়া ঐ খৎ লওয়া গেল। আনন্দ তাহা অস্বীকার করে।

খতের বিবাদ না হওযাতে ও কোন পক্ষ সাক্ষ্য না দিলে ছলনারও প্রমাণ না হওযাতে আনন্দ জিতিবে।

অতএব বলরামের উপর প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

বিশেষ বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৩ ধারা। কোন বিশেষ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বর্ত্তে আইনের এই বিধান যে স্থলে না বর্ত্তে সেই স্থলে ঐ বিশেষ বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে যে ব্যক্তি আদালতের বিশ্বাস জন্মাইবার ইচ্ছা করে তাহারই উপর সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার থাকে।

উদাহরণ।

বলরাম চুরি করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করিয়া চন্দ্রের নিকট বলরাম সেই কথা স্বীকার করিযাছে আদালতের এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে। এই স্থলে বলরাম সেই কথা যে স্বীকার করিল আনন্দের ইহার প্রমাণ করিতে হইবে।

আমি তৎকালে অন্যত্র ছিলাম বলরাম আদালতের এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে। তাহার সেই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা প্রয়োজন সেই বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৪ ধারা। কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারিবার জন্য অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক হইলে, ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার ঐ সাক্ষ্য দিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতিবর্ত্তে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের মুমূর্ষু বাক্যের প্রমাণ করিতে চাহে। বলরামের মৃত্যু যে হইয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) কোন দলীল হারাইলে আনন্দ গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিতে চাহে।

ঐ দলীল যে হারাহইয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির মোকদ্দমা বর্জ্জনীয় কথার মধ্যে আইসে ইহার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৫ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, সেই কার্য্যটি যে গতিক প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে অথবা ঐ আইনের, কিম্বা অন্য যে আইনে অপরাধের অর্থ করা গেল সেই আইনের কোন ভাগের উল্লিখিত বিশেষ বর্জ্জনীয় কথার বা উপবিধির মধ্যে ধরা যাইতে পারে আদালত এমত গতিক না থাকাই অনুমান করিবেন। ঐ গতিক থাকার প্রমাণ করিবার ভার অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে হত্যা করণের অভিযোগ হওয়াতে সে কহে যে মনের বৈকৃতি প্রযুক্ত আপন ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারি নাই

প্রমাম করিবার ভার আনন্দের উপর বর্ত্তে

(খ) আনন্দের নামে হত্যা করণের অভিযোগ হওয়াতে সে কহে হঠাৎ গুরুতর ক্রোধজনক কার্য্য হওয়াতে আমি আত্মদমন করিতে পারিলাম না।

প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের উপর বর্ত্তে।

(গ) দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারার এই বিধি ৩৩৫ ধারার উল্লিখিত স্থল ভিন্ন কোন ব্যক্তি অন্য স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও গুরুতর হানি করিলে তাহার অমুক অমুক দণ্ড হইবে।

আনন্দের নামে ৩২৫ ধারামতে ইচ্ছাপূর্ব্বক হানি করিবার অভিযোগ হয়।

সেই অভিযোগ যাহাতে ৩৩৫ ধারার অধীন আইসে ইহার প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের প্রতি বর্ত্তে।

যে বৃত্তান্ত বিশেষ জানা আছে তাহার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৬ ধারা। কোন বৃত্তান্ত যদি বিশেষ কোন ব্যক্তির জানা থাকে, তবে ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার তাহারই প্রতি বর্ত্তে।

উদাহরণ।

(ক) কোন ক্রিয়ার ভাব ও গতিক বিবেচনায় যে অভিপ্রায় বোধ হয় ঐ ক্রিয়াকারি ব্যক্তি তদ্ভিন্ন কোন অভিপ্রায়ে ঐ কর্ম্ম করিলে সেই অভিপ্রায়ের প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে।

(খ) আনন্দ টিকেট না লইয়া রেলওয়ের গাড়ীতে চড়িয়া গিয়াছে এই অভিযোগ হইলে সে টিকিট পাইয়াছিল ইহার প্রমাণ করিবার ভার তাহারই প্রতি থাকে।

ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে বর্ত্তমান ছিল তাহার মৃত্যুর প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৭ ধারা। অমুক ব্যক্তি বর্ত্তমান আছে কি গত হইয়াছে এই বিষয়ের বিবাদ হইলে যদি গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার বর্ত্তমানতার প্রমাণ করা যায়, তবে সে গত হইয়াছে এই কথা যে ব্যক্তি বলে তাহারই প্রতি সেই কথ প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

সাত বৎসর যাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই তাহার বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৮ ধারা। অমুক ব্যক্তি বর্ত্তমান আছে কি গত হইয়াছে এই বিষয়ের বিবাদ হইলে সে জীবদ্দশায় থাকিলে যে ব্যক্তি সম্ভবতঃ তাহার সন্ধান পাইত এমত ব্যক্তি সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান পায় নাই ইহার প্রমাণ করা গেলে যে ব্যক্তি তাহাকে বর্ত্তমান কহে তাহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তিবে।

অংশী ও প্রজা ও কর্ম্মকারক হওয়ার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৯ ধারা। অমুক ব্যক্তিরা পরস্পর অংশী, কিম্বা ভূম্যধিকারী ও প্রজা, কিম্বা কর্ত্তা ও কর্ম্মকারক ভাবাপন্ন আছে এই বিষয়ের বিবাদ হইয়া যদি তাহাদের পরস্পর সেই ভাবাপন্ন থাকার ন্যায় কার্য্যকারক প্রমাণ করা যায়, তবে তাহারা পরস্পর সেই ভাবাপন্ন নয়, এই কথা যে ব্যক্তি কহে তাহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

স্বামিত্ব বিষয়ে প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১১০ ধারা। কোন দ্রব্য অমুক ব্যক্তির অধিকারে আছে ইহা দর্শান গেলেও সে ঐ দ্রব্যের স্বামী কি না এই বিষয়ের বিবাদ হইলে সে স্বামী নয় এই কথা যে ব্যক্তি কহে তাহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

কোন ব্যক্তি অন্যের বিশ্বাসভাজন হইলে কোন ব্যাপারে তাঁহার সারল্যের প্রমাণের কথা।

১১১ ধারা। কর্ম্ম সম্পর্কে এক ব্যক্তি অন্যের বিশ্বাসভাজন হইলে অমুক কোন ব্যাপার সরলভাবে করা গিয়াছে কি না এই বিষয়ে যদি তাহাদেরই মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, তবে যে ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন ঐ ব্যাপারটীর সরলতার প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে।

উদাহরণ।

(ক) মওক্কেল উকীলের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করে। সেই বিক্রয় ব্যাপার সরল ভাবাপন্ন কি না মওক্কেলের উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় এই প্রশ্ন হইলে, ঐ ব্যাপারের সরলতার প্রমাণ করিবার ভার উকীলের প্রতি বর্ত্তে।

(খ) পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করে। সেই

বিক্রয় ব্যাপার সরল ভাবাপন্ন কি না পুত্রের উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় এই প্রশ্ন হইলে ঐ ব্যাপারের সরলতার প্রমাণ করিবার ভার পিতার প্রতি বর্ত্তে।

বিবাহিতাবস্থায় যে সন্তান জন্মে তাহার ঔরস হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণের কথা।

১১২ ধারা। জননীর সঙ্গে পুরুষের পতিপত্নীভাব থাকিতে কিম্বা সেই সম্বন্ধ বিলোপ হইবার পর দুই শত অষ্টাশী দিনের মধ্যে জননী অবিবাহিত থাকিতে যদি সন্তান জন্মে তবে যে সময়ে গর্ভ সঞ্চার হয় সেই সময়ে উক্ত পুরুষের ও স্ত্রীর সমাগম ছিলনা ইহার প্রমাণ না হইলে, উক্ত বৃত্তান্ত ঐ সন্তানের ঔরসজাত হওবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হয়।

দেশ দত্ত হওয়ার প্রমাণের কথা।

১১৩ ধারা। ব্রীটনীয় দেশের কোন অংশ এতদ্দেশীয় কোন রাজ্যাধিকারে বা রাজ্যের বা কর্ত্তার দেশ ভুক্ত করা গিয়াছে, ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মের জ্ঞাপন-পত্র প্রকাশ হইলে ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখে সেই দেশ সিদ্ধরূপে দত্ত হইয়াছে ঐ জ্ঞাপনপত্রই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ।

কোন বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে আদালতের অনুমান করিবার কথা।

১১৪ ধারা। স্বাভাবিক কোন ব্যাপার ও লোকাচার এবং সাধারণের ও ব্যক্তি বিশেষের ব্যবসাদি সামান্যতঃ যে ধারামতে হইয়া থাকে আদালত কোন বিশেষ বৃত্তান্ত সহিত সেই ব্যাপারাদির সম্বন্ধ বিবেচনায় যে বৃত্তান্ত ঘটা সম্ভব বোধ করেন, তাহা ঘটিয়াছে এমত অনুমান করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

আদালত এই এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ক) কোন দ্রব্য চুরি করা যাইবার অল্পকাল পরে তাহা যে ব্যক্তির নিকট পাওয়া যায় সে কি প্রকারে পাইল ইহা জানাইতে না পারিলে সেই চোর অথবা চোরা দ্রব্য জানিয়া সেই দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে।

(খ) গুরুতর নানা বিষয়ে সহায়ের সাক্ষ্য প্রতিপন্ন না হইলে সে বিশ্বাসের যোগ্য হয়।

(গ) হুণ্ডী সাকরাইয়া দেওয়া গেলে কি তাহার স্পষ্ট লিপি করা গেলে উপ-যুক্ত মূল্য গ্রহণ না করিয়া তাহার স্পষ্ট লিপি দেওয়া যায় নাই কি তাহার স্পষ্ট লিপি করা যায় না।

(ঘ) কোন বিষয় কি কোন বিষয়ের ভাব বহুকাল স্থায়ী হওয়াতে তদপেক্ষা কালের মধ্যে আছে ইহার প্রমাণ করা গেলে সেই বিষয় কি সেই বিষয়ের সেই ভাব অদ্যাপি আছে।

(ঙ) আদালত সংক্রান্ত ও রাজকীয় পদ সংক্রান্ত কার্য্য নিয়ম মতে করা গেলে

(চ) বিশেষ স্থলে কার্য্য করিবার চলিত ধারা মতে কার্য্য করা গেলে।

(ছ) প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারিলে ও না করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা গোপনে রাখে ও প্রমাণ উপস্থিত হইলে তাহার অপকার হয়।

(জ) যে ব্যক্তি আইনমতে কোন এক প্রশ্নের উত্তর দিতে বদ্ধ নয়, সে যদি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, তবে উত্তর দিলে তাহা তাহার বিপক্ষ হয়।

(ঝ) যে দলীলের দ্বারা দায় সৃষ্ট হয় তাহা দায়ী ব্যক্তির হাতে থাকিলে সেই দায় শোধ হইল।

কিন্তু স্থলবিশেষে উক্ত নিয়ম খাটে কি না আদালত নিম্নলিখিত প্রকারের বৃত্তান্ত লক্ষ্য করিয়া তাহা বিবেচনা করিবেন।

(ক) উদাহরণের স্থলে।—টাকাতে কোন চিহ্ন দেওয়া গেল, চুরি হইবার কিঞ্চিৎ পরে ঐ টাকা কোন দোকানদারের বাক্সে কি ব্যাগে পাওয়া গেল, কিন্তু ব্যবসা ক্রমে সে অনেক টাকা পাইয়া থাকে, অতএব সেই টাকাটী কাহার কাছে পাইল তাহা জানে না।

(খ) উদাহরণের স্থলে।—কোন কল স্বস্থানে সাজাইয়া রাখিবার সময়ে কোন কার্য্যে অমনোযোগ হওয়াতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইল বলিয়া বধাপরাধে আনন্দ নামে অতি ভদ্র এক ব্যক্তির বিচার হয়। বলরাম নামক তাঁহার তুল্য ভদ্র আর এক ব্যক্তি সেই কল সাজাইয়া রাখিবার কার্য্যের অংশী ছিলেন ও কি কি কার্য্য হইয়াছে তাহা বিশেষমতে উল্লেখ করিয়া আনন্দ ও আমি উভয়ের অমনোযোগ হইয়াছিল এই কথা স্বীকার করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেন।

(খ) উদাহরণের স্থলে।—অনেক ব্যক্তি মিলিয়া কোন অপরাধ করিলে আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র নামক তিন জন অপরাধি তৎস্থানেই ধৃত হইয়া তাহাদিগকে পৃথক পৃথক রাখা গেল। প্রত্যেক জন ঐ অপরাধের বর্ণনা করিয়া সহায় বলিয়া দীননাথের নাম দিল এবং তাহাদের বর্ণনা পরস্পর যে রূপে মিলে তাহা দেখিয়া তাহাদের কোন ষটচক্রের সম্ভাবনা বোধ হয় না।

(গ) উদাহরণের স্থলে আনন্দ নামক যে ব্যক্তি হুণ্ডী লিখিয়াছিল সে ব্যবসায়ী। বলরাম নামক যে ব্যক্তি তাহা সাকরাইয়া দিল সে যুবা ও অপটু ও সম্পূর্ণরূপে আনন্দের বশতাপন্ন।

(ঘ) উদাহরণের স্থলে।—পাঁচ বৎসর গত হইল কোন নদীর স্রোত বিশেষ খাত দিয়া বহিয়া যাইত ইহার প্রমাণ হইল, কিন্তু তৎপরে কএকবার বন্যা হওয়াতে তাহার প্রবাহের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

(ঙ) উদাহরণের স্থলে। আদালতের কোন কার্য্য নিয়মমতে হইল কি না এই বিবাদ হওয়াতে অসাধারণ ভাবগতিকে সেই কার্য্য করা গিয়া থাকিবে।

(চ) উদাহরণের স্থলে।— অমুক পত্র পাওয়া গিয়াছে কিনা এই প্রশ্ন হওয়াতে সেই পত্র ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ করা যায় কিন্তু কোন হাঙ্গামাপ্রযুক্ত রীতিমতে ডাকপত্র চালানের ব্যাঘাত হইল।

(ছ) উদাহরণের স্থলে।— অল্প বায়ের কোন এক চুক্তিপত্রের উপর কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হয়, কিন্তু তাহা উপস্থিত করিলে তাঁহার পরিবারস্থ লোকদের দুঃখ ও তাঁহাদের মানের হানি হইতে পারে বলিয়া তিনি ঐ দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করেন।

(জ) উদাহরণের স্থলে —অমুক ব্যক্তি আইনমতে অমুক প্রশ্নের উত্তর দিতে বদ্ধ নহেন, কিন্তু যে ব্যাপার সম্পর্কে ঐ প্রশ্ন করা যায় উত্তর দিলে তদ্ভিন্ন অন্য ব্যাপারে তাহার হানি হইতে পারে।

(ঝ) উদাহরণের স্থলে।—দায়ীব্যক্তির হাতে খৎ পাওয়া গেল ভাবগতিক বিবেচনায় সে তাহা চুরি করিয়া লইয়া থাকিবে।

অষ্টমপরিচ্ছেদ।

অস্বীকার কার্য্যজন্য বাধা বিষয়ক কথা।

স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধার কথা।

১১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞান পূর্ব্বক আপনার কথার বা ক্রিয়ারদ্বারা কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণদ্বারা কোন বিষয় সত্য বলিয়া অন্য ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মাইতে দেয় ও সেই বিশ্বাসানুসারে তাহাকে কার্য্য করার বা তাহাকে কার্য্য করিতে দেয় তবে তাহার এবং সেই ব্যক্তির কিম্বা তদীয় স্থলাভিষিক্তের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে, সেই প্রথমোক্ত ব্যক্তির কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত ঐ কথা সত্য না বলিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

উদাহরণ।

কোন ভূমিখণ্ড আমার বলিয়া আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ অসত্য কথায় বলরামের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সেই ভূমি ক্রয় করিয়া মূল্য দিবার প্রবৃত্তি দেয়।

পশ্চাৎ ঐ ভূমি যথার্থই আনন্দের সম্পত্তি হইলে বলরামের নিকট তাহা বিক্রয়

করিবার সময়ে ঐ ভূমিতে আমার স্বত্ব ছিল না বলিয়া অ.নন্দ ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই স্থলে পূর্ব্বে তাহার স্বত্ব না থাকার প্রমাণ করিবার অনুমতি হইবে না।

প্রজার স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধার কথা।

১১৬ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রজা যে সময়ে প্রজা হয় সেই সময়ে প্রারম্ভে ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না, ঐ প্রজার যতকাল অধিকার থাকে ততকাল সে কিম্বা তাহার দ্বারা কোন দাওয়াদার ইহা কহিতে পারিবে না। ও কোন স্থাবর সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তাহার অনুমতি পত্র দ্বারা অন্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইলে, ঐ অনুমতি দেওন সময়ে সেই ব্যক্তির অধিকারের স্বত্ব ছিল না ইহা কহিতে পাইবে না।

যে ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দেয় তাহার বা ন্যাসধারির বা অনুমতি প্রাপ্তার স্বকীয় কার্য্য জন্য বাধার কথা।

১১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দিলে ঐ হুণ্ডীর লেখক তাহা লিখিতে কিম্বা তাহার পৃষ্ঠে লিখিতে সক্ষম না ইহা কহিতে পাইবে না। ও দ্রব্য যে সময়ে ন্যস্ত করা যায় বা অনুমতিপত্র যে সময়ে দেওয়া যায়, সেই সময়ে ন্যাসদাতার বা অনুমতিদাতার ন্যাস বা অনুমতি দিবার ক্ষমতা ছিল না ঐ ন্যাসধারী কি অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ইহা কহিতে পাইবে না।

১ ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দেয়, হুণ্ডী যাহার লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, সেই ব্যক্তির লিখিত নয় ইহা বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে।

২ ব্যাখ্যা।—ন্যাসধারী যদি ন্যাসদাতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত দ্রব্য সমর্পণ করিয়া থাকে, তবে ন্যাসদাতার বিপক্ষে সেই ব্যক্তির স্বত্ব প্রবল আছে এই কথার প্রমাণ করিতে পারিবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

সাক্ষিদের কথা।

কাহারা সাক্ষ্য দিতে পারে এই বিষয়ের কথা।

১১৮ ধারা। কোমল বয়স কিম্বা অত্যন্ত বার্দ্ধক্য কিম্বা শরীরের রোগ কি মনের বৈকৃতি কিম্বা তাদৃশ অন্য কারণে কোন ব্যক্তি আদালতের বিবেচনায় জিজ্ঞাসিত কথা বুঝিতে অক্ষম হইলে কিম্বা সুবুদ্ধিমত ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে এমত ব্যক্তিভিন্ন সকলেই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা।—ক্ষিপ্ত ব্যক্তির নিকট যে প্রশ্ন করা যায় ক্ষিপ্তমনা প্রযুক্ত সে তাহা

বুঝিতে ও সুবুদ্ধিমতে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না এমন স্থল ভিন্ন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিও সাক্ষ্য দিবার অক্ষম নহে।

মূক সাক্ষিদের কথা।

১১৯ ধারা। কোন সাক্ষী কথা কহিতে না পারিলেও লিখন বা সঙ্কেত প্রভৃতি কোন প্রকারে ভাব বোধ গম্য করিতে পারিলে সেই প্রকারে সাক্ষ্য দিতে পারিবে। কিন্তু লিখিয়া দিলে মুক্তদ্বার আদালতে লিখিতে হইবে ও সঙ্কেত করিলে মুক্তদ্বার আদালতে সঙ্কেত করিতে হইবে। তদ্রূপ যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা বাচনিক সাক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের কথা।

১২০ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমাঘটিত সকল কার্য্যে উভয় পক্ষ এবং অন্যতর পক্ষের স্বামী বা ভার্য্যা যোগ্য সাক্ষী হইবে। কোন ব্যক্তির নামে ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী যোগ্য সাক্ষী হইবে।

জজের ও মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১২১ ধারা। কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট আদালতে যদ্রূপ আচরণ করেন কিম্বা আদালতে জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ অধিবিষ্ট হইয়া যে বিষয় অবগত হন, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিকট কোন প্রশ্ন করা গেলে তিনি যে আদালতের অধীন থাকেন, সেই আদালত হইতে বিশেষ আজ্ঞা না পাইলে তাঁহার স্থানে বলক্রমে সেই প্রশ্নের উত্তর লওয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ অধিবিষ্ট হওন কালে তাঁহার সাক্ষাৎ অন্য যে ব্যাপার ঘটে তদ্বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) শেসন আদালতে আনন্দের বিচার হইতেছে এমন সময়ে সে কহে যে বলরাম নামক মাজিষ্ট্রেট যে সাক্ষ্য লন তাহা অনুচিতমতে লওয়া গিয়াছে। শেসন আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা না হইলে সেই বিষয়ে বলপূর্ব্বক বলরামের উত্তর লওয়া যাইতে পারিবে না।

(খ) বলরাম নামক মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিল বলিয়া শেসন আদালতে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। আনন্দ কি কহিয়াছিল শেসন আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা না থাকিলে বলরামের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হইতে পারিবে না।

(গ) বলরাম নামক শেসন জজের সম্মুখে আনন্দের বিচার হইতেছে এমত

সময়ে সে পোলীসের কর্ম্মকারককে বধ করিতে চেষ্টা করিল সেশন আদালতে তাহার নামে এই অভিযোগ হইলে সেই ব্যাপারের বিষয়ে বলরামের সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে।

বিবাহিতাবস্থায় স্ত্রীর ও স্বামির পরস্পর উক্তির কথা।

১২২ ধারা। স্বামির ও স্ত্রীর মধ্যে যে মোকদ্দমা হয়, কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত যে ব্যাপারে স্ত্রীর বা স্বামির বিপক্ষে স্বামির বা স্ত্রীর কোন অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্ভিন্ন স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী বিবাহিত অবস্থায় পরস্পর যে কথা কহে তাহা তাহাদের একতর ব্যক্তির দ্বারা বলক্রমে প্রকাশ করাইতে পারা যাইবে না এবং যে ব্যক্তি ঐ কথা কহিল সে কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত সম্মত না হইলে তাহার প্রতি উক্ত কথা প্রকাশ করিবার অনুমতি হইবে না।

রাজব্যাপার বিষয়ক সাক্ষ্যের কথা।

১২৩ ধারা। রাজ্যের কোন কর্ম্মবিভাগে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষ হন, তাঁহার অনুমতি না হইলে কোন ব্যক্তি সেই বিভাগসংক্রান্ত রাজকীয় কোন অপ্রকাশিত কাগজপত্রের উল্লিখিত কোন রাজব্যাপারের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পাইবে না। ঐ অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাধীন।

রাজকীয় কার্য্যঘটিত উক্তি বিষয়ক কথা।

১২৪ ধারা। রাজকীয় কার্য্যক্রমে কোন ব্যক্তির নিকট বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কথা কহা যায়, তাহা প্রকাশ করিলে যদি তদীয় বিবেচনায় সাধারণের স্বার্থের হানি হয়, তবে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কথা প্রচার করাণ যাইবে না।

অপরাধ বিষয়ক সন্ধান দেওয়ার কথা।

১২৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট বা পোলিসের কর্ম্মকারক অপরাধ হওয়ার সন্ধান কোথায় পাইলেন, তাহা তাঁহার দ্বারা বলক্রমে প্রচার করাণ যাইতে পারিবে না।

উকীল প্রভৃতির নিকট প্রকাশিত বাক্যের কথা।

১২৬ ধারা। কোন বারিষ্টার কিম্বা মোক্তার কিম্বা প্লীডার কিম্বা উকীল স্বরূপ কোনবারিষ্টারের কি মোক্তারের কিম্বা প্লীডরের কি উকীলের কার্য্য করণ কালে ও সেই কার্য্যের উদ্দেশে তাঁহার মওক্কেল কিম্বা তৎপক্ষ কোন ব্যক্তি তাঁহাকে যে কথা কহে, মওক্কেলের স্পষ্ট অনুমতি না হইলে তিনি কস্মিন-কালে তাহা প্রকাশ করিতে পাইবেন না, এবং আপনার সেই কার্য্যক্রমে কিম্বা আপন পদের কার্য্যের উদ্দেশে কোন দলীলের মর্ম্মের কি অবস্থার বিষয়ে যাহা জ্ঞাত হন তাহা প্রকাশ

করিতে পাইবেন না, এবং আপনার উক্ত কার্য্যক্রমে বা ঐ কার্য্যের উপলক্ষে মওক্কেলকে যে পরামর্শ দেন তাহা প্রচার করিতে পাইবেন না।

পরন্তু এই ধারাক্রমে নিম্নলিখিত কথা গোপনে রাখিবার অনুমতি নাই।

(১) অপরাধঘটিত কোন কার্য্য সাধন করিবার উদ্দেশে উক্ত প্রকারের যে কথা কহা যায় তাহা।

(২) কোন বারিষ্টর কি প্লীডর কি মোক্তার কি উকীল কোন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে পর যে বৃত্তান্ত দ্বারা কোন অপরাধ কি প্রতারণার কর্য্য হওয়া দৃষ্ট হয় কার্য্যক্রমে এমত বৃত্তান্ত তাহার জ্ঞানগোচর হইলে তাহা।

সেই বৃত্তান্তের প্রতি মওক্কেলের দ্বারা বা তাহার সপক্ষীয় অন্য ব্যক্তি দ্বারা বারিষ্টরের বা মোক্তারের বা উকীলের মনোযোগ করাণ গেলে বা না গেলেও ইহা অকিঞ্চিৎকর।

ব্যাখ্যা।—উক্ত কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পরও এই ধারার নির্দ্দিষ্ট দায় প্রবল থাকে

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামক মওক্কেল বলরাম নামক মোক্তারকে কহে আমি জাল করণ অপরাধ করিয়াছি আপনি আমার পক্ষ সমর্থন করুন।

যাহাকে অপরাধী বলিয়া জানা গেল তাহার পক্ষ সমর্থন করা অপরাধঘটিত অভিপ্রায় নয় অতএব উক্ত কথা গুপ্ত রাখা যাইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ নামক মওক্কেল বলরাম নামক উকীলকে কহে আমি কৃত্রিম দলীল দেখাইয়া কোন সম্পত্তির অধিকার পাইতে চাহি তুমি সেই দলীলের উপর নালিশ কর।

অপরাধ সফল করিবার উদ্দেশে এই কথা কহা গেলে অতএব তাহা অপ্রকাশ থাকিবার কথা নয়।

(গ) আনন্দের নামে তহবীল ভাঙ্গিবার অভিযোগ হওয়াতে তিনি আপনার পক্ষে উত্তর দিবার জন্যে বলরাম নামক উকীলকে নিযুক্ত করেন। আনন্দের নামে তহবীল ভাঙ্গিয়া যত টাকা লইবার অভিযোগ হয় আনন্দের খাতাবহীতে তত টাকা তাহার নামে খরচ লেখা আছে বলরাম মোকদ্দমার চলন সময়ে ইহা দেখিতে পান কিন্তু মোকদ্দমার আরম্ভে খাতায় সেই কথা ছিল না।

বলরাম মোকদ্দমার কার্য্য চলন সময়ে উক্ত ব্যাপার অবগত হইলেন ও কার্য্যানুষ্ঠানের আরম্ভ হইবার পর ঐ প্রতারণা কার্য্য করা গেল ইহা দেখাযায় অতএব তাহা অপ্রকাশ থাকার কথা নয়।

দোভাষী প্রভৃতির প্রতি. ১২১ ধারা বর্ত্তিবার কথা।

১২৭ ধারা। দোভাষিদের প্রতি এবং বারিষ্টরদের ও প্লীডরদের ও মোক্তারদের ও উকীলদের কেরাণী ও চাকরদের প্রতি ও ১২৬ ধারার বিধান বর্ত্তে।

কোন পক্ষ স্বইচ্ছামতে সাক্ষ্য দিলে বিশেষ ক্ষমতা রহিত না হইবার কথা।

১২৮ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আপন ইচ্ছামতে কিম্বা অন্য কারণে সাক্ষ্য দিলে তৎপ্রযুক্ত ১২৬ ধারার লিখিত কথা প্রকাশ করণ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে না। মোকদ্দমার কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের কোন পক্ষ আপনার উক্ত বারিষ্টরকে বা মোক্তারকে বা উকীলকে সাক্ষীস্বরূপ আহ্বান করিয়া যদি তাঁহাকে কোন বিষয়ের প্রশ্ন করেন, তবে সেই প্রশ্ন না করিলে ঐ বারিষ্টর প্রভৃতি যে যে বিষয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেন না, জিজ্ঞাসিত কেবল সেই সেই বিষয় প্রকাশ করিতে পারিবেন মওক্কেলের এই বিষয়ে সম্মতি হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

উকীল প্রভৃতির নিকট বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কথা কহ. যায় তাহার কথা।

১২৯ ধারা। কোন ব্যক্তি ব্যবহারাজীবের সঙ্গে পরামর্শ করণ কালে বিশ্বাস পূর্ব্বক যে যে কথা জ্ঞাত করে, আদালতে তাহা দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই সেই কথা প্রচার করাণ যাইতে পারিবে না। কিন্তু যদি নিজে সাক্ষী হইবার প্রস্তাব করে, তবে যে সাক্ষ্য দেয় তাহার ব্যাখ্যা করণার্থে উক্ত কথার যে অংশ আদালতের বিবেচনায় প্রকাশ করা আবশ্যক হয়, তাহা দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কথা প্রকাশ করাইতে পারা যাইবে অন্য কথা নয়।

সাক্ষীর আগমপত্র উপস্থিত করিবার কথা।

১৩০ ধারা। মোকদ্দমার একপক্ষ ভিন্ন কোন সাক্ষির সম্পত্তির যে আগমপত্র থাকে কিম্বা যে দলীলের শক্তিতে সে পোৎ কি বন্ধক গ্রহীতাস্বরূপ কোন সম্পত্তি ভোগ করে কিম্বা অন্য যে দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহাকে অপরাধী করা যাইতে পারিবে, সে ঐ দলীল উপস্থিত করিবার প্রার্থকের নিকট কিম্বা তাঁহা দ্বারা অন্য দাওয়াদারের নিকট ঐ দলীল উপস্থিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা লিখিয়া না দিলে তাহা দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই দলীল উপস্থিত করাণ যাইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তি যে দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিতে পারেন সেই দলীল অপর ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহা উপস্থিত করিবার কথা।

১৩১ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকট দলীল থাকিলে যদি তাহা দেখাইতে তাহার অস্বীকার করিবার অধিকার থাকে তবে তাহার অনুমতি না হইলে অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে সেই দলীল বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাণ যাইতে পারিবে না।

প্রশ্নের উত্তর দিলে সাক্ষিকে অপরাধী করা যায় এই কারণে উত্তর দেওয়ায় ক্ষমা না হইবার কথা।

১৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যে ইসুঘটিত বিষয়ের প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ের প্রশ্ন হইলে, সাক্ষী সেই প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার অপরাধী হইতে হইবে, কিম্বা তদ্দ্বারা তাহাকে স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে অপরাধী করা যাইতে পারিবে, কিম্বা তাহার অর্থকি সম্পত্তির দণ্ড হইবে কিম্বা তদ্দ্বারা তাহাকে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে ঐ দণ্ডের দায়ী করা যাইতে পারিবে ইহা বলিয়া তাহার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমা হইবে না।

উপবিধি।

কিন্তু সাক্ষির স্থানে বলপূর্ব্বক সেই প্রশ্নের উত্তর লওয়া গেলেও, সেই উত্তর ক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার যে অভিযোগ হইতে পারে তদ্ভিন্ন ঐ সাক্ষী তদ্ধেতুক ধৃত হইতে কিম্বা তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে না ও ফৌজদারী মোকদ্দমা প্রভৃতিতে তাহার বিপক্ষ সেই উত্তরের প্রমাণ করা যাইবে না।

সহায়ের কথা।

১৩৩ ধারা। সহায় ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথাযোগ্য সাক্ষী হইবে এবং সহায়ের সাক্ষ্যের প্রতিপোষণ না হইলেও সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া দোষ নির্ণয় হইল কেবল ইহা বলিয়া ঐ দোষ নির্ণয় বে আইনী নয়।

সাক্ষিদের সংখ্যার কথা।

১৩৪ ধারা। কোন বৃত্তান্তের প্রমাণার্থে সাক্ষিদের কোন বিশেষসংখ্যা ধরিবার প্রয়োজন নাই।

---

১০ পরিচ্ছেদ।

সাক্ষিদের পরীক্ষার কথা।

সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার ও সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

১৩৫ ধারা। দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান সম্পর্কে তৎকালীন যে বিধি ও ব্যবহার প্রচলিত থাকে তদনুসারে সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাহাদের পরীক্ষা করিবার ক্রম ধার্য্য হইবে। বিধি না থাকিলে আদালতের বিবেচনামতে করা যাইবে।

সাক্ষ্য গ্রাহ্য কি না এই বিষয় বিচারপতির নির্ণয় করণের কথা।

১৩৬ ধারা। কোন এক পক্ষ কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে প্রস্তাব করিলে, ঐ

কথিত বৃত্তান্ত প্রমাণিত হইলে কি প্রকারে প্রাসঙ্গিক হয় বিচারপতি ঐ সাক্ষ্য দেওনের প্রস্তাবকারীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। ও সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক হয় বিচারপতি এমত জ্ঞান করিলে ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবেন নতুবা করিবেন না।

যে বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়, অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ ভিন্ন তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য না হইলে সেই পক্ষ ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে অঙ্গীকার না করিলে ও আদালত সেই অঙ্গীকার সুবোধ জনক জ্ঞান না করিলে প্রথমোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে শেষোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

কথিত এক বৃত্তান্তের প্রমাণ না হইলে যদি কথিত অন্য বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক না হয়, তবে বিচারপতি স্বীয় বিবেচনামতে দ্বিতীয় বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে প্রথম বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার অনুমতি দিবেন কিম্বা প্রথম বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার আদেশ করিবেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কথিত হইয়া প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের বিষয়ে সেই ব্যক্তির উক্তি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়, ও ৩২ ধারামতে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

এই স্থলে, যে ব্যক্তি ঐ উক্তির প্রমাণ দিতে চাহে ঐ উক্তির প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির যে মৃত্যু হইয়াছে তাহার এই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) কোন দলীল হারাইয়াছে বলিয়া প্রতিলিপি দ্বারা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

যে ব্যক্তি প্রতিলিপি দেখাইবার প্রস্তাব করে, প্রতিলিপি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে মূলপত্র যে হারাইয়াছে তাহার এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল।

ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই তাহার এই উক্তি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

ঐ দ্রব্য প্রকৃত সেই দ্রব্য কি না তদনুসারে তাহার অঙ্গীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। অতএব ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই এই কথার প্রমাণ হইবার পূর্ব্বে আদালত ঐ দ্রব্য নিশ্চিত করিবার আজ্ঞা দিবেন, অথবা আপনার বিবেচনা মতে ঐ দ্রব্য নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই এই কথার প্রমাণ করিবার অনুমতি দিবেন।

(ঘ) ইসুঘটিত কোন বৃত্তান্তের কারণ কি ফল বলিয়া অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ

করিবার প্রস্তাব হয়। সেই বৃত্তান্ত ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের কারণ কি ফলস্বরূপ জ্ঞান করিবার পূর্ব্বে অন্য তিনটী বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক। আদালত ঐ তিন বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন অথবা ঐ অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ লইবার পূর্ব্বে ঐ তিন বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মুখ্য পরীক্ষার কথা।

১৩৭ ধারা। যে পক্ষ সাক্ষিকে আহ্বান করে তাহার দ্বারা সাক্ষির যে পরীক্ষা হয় তাহা মুখ্য পরীক্ষা বলা যায়।

কূট পরীক্ষার কথা।

বিপক্ষ পক্ষদ্বারা ঐ সাক্ষির যে পরীক্ষা হয় তাহা কূট পরীক্ষা কহা যায়।

পুনঃপরীক্ষার কথা।

যে ব্যক্তি সাক্ষিকে আহ্বান করে কূটপরীক্ষার পর তাহার দ্বারা ঐ সাক্ষির যে পরীক্ষা হয় তাহা পুনঃপরীক্ষা বলা যায়।

পরীক্ষা লইবার ক্রম। পুনঃপরীক্ষার প্রসঙ্গের কথা।

১৩৮ ধারা। প্রথমে সাক্ষিদের মুখ্য পরীক্ষা লওয়া যাইবে, পরে বিপক্ষপক্ষের ইচ্ছা হইলে তাহার কূটপরীক্ষা হইবে। যে পক্ষ তাহাকে আহ্বান করিল তৎ-পশ্চাৎ তাহার ইচ্ছা থাকিলে সাক্ষির পুনঃ পরীক্ষা হইবে।

পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ধরিয়া করিতে হইবে। কিন্তু মুখ্য পরীক্ষা কালে সাক্ষী যে বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেয়, কূট পরীক্ষাকালে সেই বৃত্তান্ত ভিন্ন অন্য বৃত্তান্তের ও সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে।

কূট পরীক্ষাকালে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হয় তাহার ব্যাখ্যা করণোদ্দেশে পুনঃ পরীক্ষা হইবে। পুনঃ পরীক্ষাকালে আদালতের অনুমতিক্রমে কোন নূতন বিষয় উপস্থিত করা গেলে বিপক্ষ পক্ষ পুনরায় সেই বিষয় ধরিয়া কূটপরীক্ষা করিতে পারিবেন।

দলীল দেখাইবার জন্যে আহূত ব্যক্তির কূটপরীক্ষার কথা।

১৩৯ ধারা। কোন সাক্ষি দলীল দেখাইবার জন্যে আহূত হইয়া দলীল দেখায়, কেবল এই কারণে সে সাক্ষী হয় না। ও সাক্ষীস্বরূপ তাহাকে আহ্বান করা না গেলে তাহার কূটপরীক্ষা হইতে পারিবে না।

চরিত্র বিষয়ক সাক্ষিদের কথা।

১৪০ ধারা। চরিত্রবিষয়ক সাক্ষীদের কূটপরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা হইতে পারিবে।

বিশেষ উত্তরলক্ষ্য প্রশ্নের কথা।

১৪১ ধারা। প্রশ্নকারী ব্যক্তি প্রশ্নের যে বিশেষ উত্তর পাইবার ইচ্ছা বা আশা রাখে প্রশ্ন দ্বারাই তাহা জানা গেলে তাহাকে উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন বলা যায়।

যে স্থলে তদ্রূপ প্রশ্ন করা অবিধেয় তাহার কথা।

১৪২ ধারা। উত্তরলক্ষ্য কোন প্রশ্ন বিষয়ে বিপক্ষ পক্ষের আপত্তি হইলে আদালতের অনুমতি বিনা মুখ্য পরীক্ষা বা পুনঃ পরীক্ষা কালে ঐ প্রশ্ন করা যাইবে না।

কোন কথা উপস্থিত করণোদ্দেশে যে বিষয় বাক্য হয় সেই বিষয়ের কিম্বা অবিবাদীয় বিষয়ের কিম্বা আদালতের বিবেচনায় যে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ হইল আদালত সেই সেই বিষয়ের উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন করিতে দিবেন।

যে স্থলে এ প্রশ্ন বিধেয় তাহার কথা।

১৪৩ ধারা। কূটপরীক্ষাকালে উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে।

লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

১৪৪ ধারা। কোন সাক্ষির পরীক্ষা হইতে থাকন সময়ে তিনি যে চুক্তির কি সম্পত্তিদান কি নিরূপণের সাক্ষ্য দিতেছেন তাহা কোন দলীলে লেখা আছে কি না তাহার নিকট এই প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ও সে স্বীকার করিলে কিম্বা যে কোন দলীলের বিষয়ে বাক্য কথা কহিতে উদ্যত হইলে ও আদালতের বিবেচনায় সে দলীল উপস্থিত করা কর্ত্তব্য হইলে সেই দলীল যত কাল উপস্থিত না করা যায় কিম্বা যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে সাক্ষির আহ্বানকারী ব্যক্তির গৌণসাক্ষ্য দিবার অধিকার হয় যত কাল সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করা না যায় বিপক্ষ পক্ষ তত কাল ঐ সাক্ষ্য দেওনের আপত্তি করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা। দলীলের মর্ম্ম বিষয়ে অন্য ব্যক্তিদের উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হইলে সাক্ষী সেই উক্তির বাচনিক সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের প্রতি আক্রমণ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

বলরাম পত্র লিখিয়া আমার নামে চৌর্য্য অপরাধের অভিযোগ করিয়াছে আমিও তাহার প্রতি হিংসা করিব আনন্দ দিননাথকে এই কথা কহিল চন্দ্র কহে আমি সেই কথা শুনিয়াছি। এই কথা দ্বারা আনন্দের মনে আক্রমণ করিবার প্রবর্ত্তক ভাব প্রকাশ হয়, অতএব প্রাসঙ্গিক কথা হওয়াতে ঐ পত্রের অন্য সাক্ষ্য না দেওয়া গেলেও উক্ত কথার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

লিখিত পূর্ব্ব উক্তির কূটপরীক্ষার কথা।

১৪৫ ধারা। সাক্ষী যদি লিখিয়া কোন উক্তি করে কিম্বা করিবারপর তাহা

লিখিয়া দেয় তবে সেই কথা বিবাদীয় বিষয়ে প্রাসঙ্গিক হইলে ঐ লিখন তাহাকে না দেখাইয়া ও তাহা প্রমাণিত না হইয়া তাহার সেই কথার বিষয়ে কূটপরীক্ষা হইতে পারিবে। কিন্তু যদি সেই লিখন দ্বারা তাহার উক্তি খণ্ডন করিবার অভিপ্রায় থাকে তবে ঐ লিখনের যে যে কথার দ্বারা তাহার কথা খণ্ডিবার অভিপ্রায় হয় সেই২ কথার প্রতি তাহাকে মনোযোগ না করাইলে ঐ লিখনের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

কূটপরীক্ষা কালে যে প্রশ্ন বিধেয় তাহার কথা।

১৪৬ ধারা। সাক্ষীর কূটপরীক্ষা হওনকালে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নাতিরিক্ত অন্য যে যে প্রশ্নের দ্বারা।

(১) তাহার সত্য বাদিতার পরীক্ষা হয়,

কিম্বা (২) সে কে ও সংসার পক্ষে তাহার কি অবস্থা আছে ইহা জানা যাইতে পারে;

কিম্বা (৩) তাহার চরিত্রের দোষ প্রকাশ করণদ্বারা তাহার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ জন্মাইতে পারে,

সেই প্রশ্ন তাহাকে স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে অপরাধী করিবার ভাবাপন্ন হইলেও কিম্বা তদ্দ্বারা তাহার অর্থ কি সম্পত্তি দণ্ড হইবার সম্ভাবনা হইলে কিম্বা স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে তাহার সেই দণ্ড হইবার সম্ভাবনার প্রবর্ত্তক হইলেও তাহাকে ঐ প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে।

যে স্থলে সাক্ষির উত্তর বলক্রমে লওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৪৭ ধারা। উক্ত কোন প্রশ্ন মোকদ্দমার কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রশ্ন হইলে তাহার প্রতি ১৩২ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

যে স্থলে প্রশ্ন করা যাইবে ও সাক্ষির উত্তর বলক্রমে লওয়া যাইবে এই কথা আদালতের নির্ণয় করিবার কথা।

১৪৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন দ্বারা যদি সাক্ষির চরিত্রের দোষ প্রকাশ হইয়া তাহার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ জন্মাইতে পারে কিন্তু তদ্ভিন্ন সেই প্রশ্ন মোকদ্দমার কিম্বা মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্যের অপ্রাসঙ্গিক হয়, তবে এমন বিষয়ের প্রশ্ন হইলে সাক্ষির স্থানে বলক্রমে উত্তর লওয়া যাইবে কি না আদালত এই কথা নির্ণয় করিবেন, এবং সাক্ষী তাহার উত্তর দিতে আবদ্ধ নয় আদালত উচিত বোধ করিলে তাহাকে এই কথা কহিয়া সতর্ক করিতে পারিবেন স্বীয় বিবেচনাধীন উক্ত কার্য্য করণ কালে আদালতের এই এই বিষয় বিবেচ্য,

(১) প্রশ্নের ভাবদৃষ্টে যে দোষাদির অনুভূতি হয় তাহা যথার্থ হইলে সাক্ষী

যদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে তৎসম্পর্কে তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে আদালতের অভিমতের গুরুতর বৈলক্ষণ্য হইতে পারে এমন স্থলে সেই প্রশ্ন উপযুক্ত।

(২) প্রশ্নদ্বারা যে অনুভূতি হয় তাহা বহুকাল গত বিষয়সম্পর্কীয় হওয়া প্রযুক্ত কিম্বা তাবদৃষ্টে অনুভূতি যথার্থ হইলেও সাক্ষী যদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছেন তৎসম্পর্কে তাহার বিশ্বাস যোগ্যতা বিষয়ে আদালতের অভিমতের বৈলক্ষণ্য হয় না, কিম্বা কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় এমনস্থলে সেই প্রশ্ন অনুপযুক্ত।

(৩) প্রশ্নদ্বারা সাক্ষির চরিত্র পক্ষে যে দোষানুভূতি হয় তাহার গুরুত্বের ও তদীয় সাক্ষ্যের গুরুত্বের মধ্যে যদি অত্যধিক বৈষম্য থাকে, তবে সেই প্রশ্ন অনুপযুক্ত।

(৪) সাক্ষীরা যদি উত্তর দিতে অস্বীকার করে তবে উত্তর দিলে তাহাদের অপকার হইবে আদালত উচিত বোধ করিলে এই অনুভূতি করিতে পারিবেন।

উপযুক্ত কারণ না থাকলে প্রশ্ন না করিবার কথা।

১৪৯ ধারা। কোন প্রশ্ন দ্বারা যে অনুভূতি হয় তাহা সমূলক, প্রশ্নকারির এমতজ্ঞান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাথাকিলে ১৪৮ ধারার উল্লিখিত প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয়।

উদাহরণ।

(ক) গুরুতর কোন একজন সাক্ষী দস্যু, মোক্তার কি উকিল কি বারিষ্টরকে এই কথা জ্ঞাত করিলে তুমি দস্যু কিনা এই প্রশ্ন করিবার যুক্তি সিদ্ধ কারণ থাকে।

(খ) গুরুতর কোন সাক্ষী দস্যু আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তি উকীলকে এই কথা জানাইলে উকীল তাহার স্থানে আরং সন্ধান লইয়া তাহার সেই উক্তির স্ববোধজনক কারণ দেখিতে পান। এমন স্থলে তুমি দস্যু কিনা এই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে।

(গ) কোন সাক্ষির বিষয়ে কেহ কিছুই জানে না তুমি দস্যু কিনা হঠাৎ তাহাকে এই প্রশ্ন করা যায়। এই স্থলে সেই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই।

(ঘ) কোন সাক্ষির বিষয়ে কেহ কিছুই জানে না, কিন্তু তাহার জীবিকা চালাইবার উপায়ের প্রশ্ন হইলে সে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। এমন স্থলে তুমি দস্যু কি না এই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকিতে পারে।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ না থাকিলেও প্রশ্ন করা গেলে আদালতের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫০ ধারা। যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা উক্ত প্রকারের কোন প্রশ্ন করা গেল আদালতের যদি এই অনুমিত হয় তবে বারিষ্টর কি প্লীডর কি উকিল কি মোক্তার সেই প্রশ্ন করিলে আদালত হাইকোর্টে কিম্বা ঐ বারিষ্টার কি প্লীডর কি উকীল কি মোক্তার আপনার বৃত্তিসংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনে অন্য যে কর্তৃপক্ষের আজ্ঞাধীন থাকেন তাঁহাকে সেই ব্যাপারের ভাবগতিক জ্ঞাত করিবেন।

লজ্জাকর ও নিন্দাজনক প্রশ্নের কথা।

১৫১ ধারা। আদালতের সম্মুখে বিবাদীয় যে যে বিষয় উপস্থিত থাকে কোন প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা তৎসম্পর্কীয় হইলেও আদালত তাহা লজ্জাকর কি নিন্দাজনক জ্ঞান করিলে সেই জিজ্ঞাসা করিবার নিষেধ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইস্যু ঘটিত বৃত্তান্ত সম্পর্কীয় প্রশ্ন হইলে কিম্বা ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে যে কথা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ঐ জিজ্ঞাসা কি প্রশ্ন সেই কথা সম্পর্কীয় হইলে নিষেধ করিবেন না।

অপমান কি বৈরক্তিজনক প্রশ্নের কথা।

১৫২ ধারা। অপমান করিবার কিম্বা বৈরক্তি জন্মাইবার উদ্দেশে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা গেল কিম্বা সেই কথার দোষ না থাকিলেও যে ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহাতে অনাবশ্যক বৈরক্তি জন্মিতে পারে আদালত ইহা বোধ করিলে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিবেন।

সত্যবাদিতার পরীক্ষার্থ প্রশ্নের উত্তর খণ্ডন করিবার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১৫৩ ধারা। অনুসন্ধানার্থ ব্যাপারের প্রাসঙ্গিক কোন প্রশ্ন দ্বারা সাক্ষির চরিত্র দোষ প্রকাশ হওয়া তাহার বিশ্বাস যোগ্যতার যতদূর হানি হয় ততদূর সেই প্রশ্ন করা গেলে ও তাহার উত্তর দেওয়া গেলে পর, ঐ সাক্ষির কথা খণ্ডাইবার কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি তাহার উত্তর বাক্য সত্য না হয় তবে তৎপরে তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে।

১ বর্জ্জনীয় কথা। ইহার পূর্ব্বে তোমার অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়াছিল কি না সাক্ষির নিকট এই প্রশ্ন হইলে যদি তাহা অস্বীকার করে তবে পূর্ব্বে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হওয়ার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

২ বর্জ্জনীয় কথা। যে প্রশ্ন দ্বারা সাক্ষিকে পক্ষপাতী বলিয়া জানা যাইতে পারে তাহার নিকট এমত প্রশ্ন হইলে সে যদি উত্তর দিয়া প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত অস্বীকার করে তবে তাহার কথা খণ্ডান যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) যে ব্যক্তি জাহাজের বিমাপত্র দেয় তাহার উপর টাকার দাওয়া হইলে প্রতারণা হইয়াছে বলিয়া সে ঐ দাওয়ার বিপক্ষতা করে।

ইহার পূর্ব্বে কোন ব্যাপারে দাওয়াদার প্রতারণা পূর্ব্বক কোন দাওয়া করিয়াছিল কি না, তাহার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে অস্বীকার করিল।

কিন্তু সেই প্রকারের দাওয়া করিয়াছিল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(খ) প্রবঞ্চনাহেতুক তোমাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল কি না। কোন সাক্ষির নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে তাহা অস্বীকার করিল।

প্রবঞ্চনাহেতুক তাহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(গ) অমুক দিন লাহোরে বলরামকে দেখিলাম আনন্দ এই কথা কহিল।

তাহাতে তুমিই সেই দিনে কলিকাতায় ছিলা কি না আনন্দের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে অস্বীকার করিল।

আনন্দ সেই দিনে কলিকাতায় ছিল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য। ফলতঃ যে কথার দ্বারা আনন্দের বিশ্বাসযোগ্যতার হানি হইতে পারে তদ্বিষয়ে আনন্দের কথা খণ্ডাইবার জন্য তাহা গ্রাহ্য নয়, কিন্তু সেই দিনে বলরামকে লাহোরে দেখিল তাহার এই কথা খণ্ডাইবার জন্যে ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

উক্ত অন্যতর স্থলে সাক্ষী অস্বীকার করিয়া যে কথা কহিয়াছিল তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে।

(ঘ) আনন্দ বলরামের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে এমত সময়ে বলরামের বংশের সঙ্গে তোমার বংশের বহুকালাবধি বৈরিভাব আছে কি না তাহার নিকট এই প্রশ্ন করা যায়।

আনন্দ তাহা অস্বীকার করে। ঐ প্রশ্ন দ্বারা তাহার পক্ষপাতিতা দোষ প্রকাশ হইতে পারে বলিয়া তাহার সেই অস্বীকার বাক্য খণ্ডান যাইতে পারে।

কোন পক্ষের নিজ সাক্ষির প্রতি প্রশ্নের কথা।

১৫৪ ধারা। বিপক্ষপক্ষ কূট পরীক্ষা করিয়া যে প্রশ্ন করিতে পারে যে ব্যক্তি

সাক্ষিকে আহ্বান করে আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহাকেও সাক্ষির নিকট সেই প্রকারের প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

সাক্ষির বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ করণের কথা।

১৫৫ ধারা। বিপক্ষ পক্ষ কিম্বা আদালতের অনুমতি হইলে যে ব্যক্তি সাক্ষিকে আহ্বান করে সেই ব্যক্তিও নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষির বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ করিতে পারিবে।

(১) আমরা পূর্ব্বাবধি এই সাক্ষিকে জানিয়া তাহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য জ্ঞান করি এই সাক্ষ্যদায়িক ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দ্বারা।

(২) সাক্ষিকে উৎকোচ দেওয়া গিয়াছে কিম্বা তাহাকে উৎকোচ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সাক্ষ্য দিবার প্রবর্ত্তনা স্বরূপ অন্য কোন কুটিল কার্য্য হইয়াছে ইহার প্রমাণ করণ দ্বারা।

(৩) তাহার সাক্ষ্যের যে অংশ খণ্ডান যাইতে পারে সেই অংশ সহিত তাহার পূর্ব্ব যে উক্তি অসঙ্গত হয় সেই উক্তির প্রমাণ করণ দ্বারা।

(৪) কোন ব্যক্তির নামে বলাৎকারের কিম্বা বলাৎকার করিবার উদ্যোগের অভিযোগ হইলে স্ত্রী ভ্রষ্টাচারিণী ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এক সাক্ষী অন্য সাক্ষিকে বিশ্বাসের অযোগ্য কহিলে যে মুখ্য পরীক্ষা কালে আপনার সেই জ্ঞানের হেতু জানাইতে আবদ্ধ নয়। কিন্তু কুটপরীক্ষা কালে তাহাকে সেই হেতুর প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ও তাহার উত্তর খণ্ডান যাইবে না, কিন্তু মিথ্যা হইলে পশ্চাৎ তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের অভি-যোগ হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় হইয়া তাহাকে দেওয়া গেলে আনন্দ ঐ দ্রব্যের মূল্য পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে নালিশ করে।

চন্দ্র কহে আমি বলরামকে ঐ দ্রব্য দিয়াছিলাম।

কিন্তু বলরামকে ঐ দ্রব্য দেই নাই সে পূর্ব্বে এই কথা কহিয়াছিল ইহা দেখা বার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

(খ) বলরামের বধ করণাপরাধে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

যে আঘাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে আনন্দ দ্বারা আমার সেই আঘাত হইয়াছে বলরাম মুমুর্ষু কালে এই কথা কহিল চন্দ্রের এই সাক্ষ্য।

কিন্তু আনন্দের দ্বারা কিম্বা তাহার সাক্ষাৎ ঐ আঘাত করা যায় নাই চন্দ্র পূর্ব্বে কোন সময়ে এই কথা কহিল ইহার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তবিষয়ক সাক্ষ্যের প্রতি পোষণসূচক প্রশ্ন গ্রাহ্য হইবার কথা।

১৫৬ ধারা। যে সাক্ষির কথা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় থাকে সে প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিলে সেই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে সময়ে ও স্থানে ঘটিয়াছিল তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ও স্থানে অন্য যে ভাবগতিক দেখিতে পাইয়াছে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইলে সাক্ষী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের যে সাক্ষ্য দেয় সেই সাক্ষ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে আদালতের এই অভিমত থাকিলে সেই ভাব গতিকের বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন দস্যুতা ব্যাপারের সহায় হইয়া সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহে। ও যে স্থানে দস্যুক্রিয়া হইয়াছিল সেই স্থানে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার সময়ে যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল এমত অনেক ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহে, কিন্তু ঐ দস্যুক্রিয়ার সহিত ঐ ব্যাপারের সম্পর্ক নাই।

ঐ দস্যুতা বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেয় তাহার প্রতিপাদনার্থ ঐ ঐ বৃত্তান্তের স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

একি বৃত্তান্তের বিষয়ে সাক্ষির পশ্চাৎ উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্যে তাহার পূর্ব্ব উক্তির প্রমাণ করিবার কথা।

১৫৭ ধারা। কথিত বৃত্তান্ত যে সময়ে ঘটিয়াছিল সেই সময়ে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে সাক্ষী সেই বিষয়ের যে কথা কহিয়াছিল কিম্বা আইনমতে ঐ বৃত্তান্তের অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে যে কথা কহিয়াছিল, সেই বিষয়ে সেই সাক্ষির পশ্চাৎ উক্তির প্রতিপোষণার্থ সেই পূর্ব্ব কথার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

প্রমাণিত যে উক্তি ৩২ কি ৩৩ ধারামতে প্রাসঙ্গিক হয় তৎসম্পর্কীয় যে যে বিষয়ের প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

১৫৮ ধারা। কোন উক্তি ৩২ কি ৩৩ ধারামতে প্রাসঙ্গিক হইয়া প্রমাণ করা গেলে, যে ব্যক্তি সেই উক্তি করিল তাহাকে সাক্ষিস্বরূপ আহ্বান করা গেলে সে কূট পরীক্ষাকালে লক্ষিত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করিলে যে যে বিষয়ের প্রমাণ করা যাইত, ঐ ব্যক্তির সেই উক্তি খণ্ডিবার কি প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অথবা তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ কি সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত সেই সেই বিষয়ের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

স্মরণের সাহায্যের কথা।

১৫৯ ধারা। সাক্ষির নিকট যে ব্যাপারের প্রশ্ন করা যায় সেই ব্যাপার ঘটিবার সময়ে কিম্বা তৎপশ্চাৎ যৎকালের মধ্যে আদালতের বিবেচনামতে তাহার মনে ঐ ব্যাপারের স্পষ্ট স্মরণ থাকিতে পারে তৎকালে যে কথা লিখিয়া রাখিল পরীক্ষা হওন সময়ে সে ঐ লিখন দেখিয়া আপন স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবে।

আরো যদি অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কথা লিখিয়া থাকে এবং সাক্ষী উক্ত কালের মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া তাহা যথার্থ জানিয়া থাকে, তবে সেই লিখনও দেখিয়া স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবে

স্মরণের সাহায্যের নিমিত্তে দলীলের প্রতিলিপি ব্যবহার করিবার অনুমতির কথা।

যেস্থলে সাক্ষির প্রতি দলীল দেখিয়া স্মরণের সাহায্য পাইবার অনুমতি হইতে পারে, সাক্ষী সেই স্থলে আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ দলীলের প্রতিলিপিও দেখিতে পারিবে। কিন্তু এই স্থলে মূলপত্র উপস্থিত না করিবার উপযুক্ত কারণ আছে আদালতের সন্তোষমতে এই কথা জ্ঞাত করা আবশ্যক।

প্রবীণ ব্যক্তি বিদ্যাদিঘটিত পুস্তক দৃষ্টে আপনার স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবেন।

১৫৯ ধারার উল্লিখিত দলীলে যে বৃত্তান্ত থাকে তদ্বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

১৬০ ধারা। ১৫৯ ধারাতে যে প্রকারের দলীলের উল্লেখ হইয়াছে তন্মধ্যে যে বৃত্তান্ত লেখা থাকে সাক্ষির নিজ মনে সেই বৃত্তান্তের স্পষ্ট স্মরণ না থাকিলেও ঐ দলীলে সেই বৃত্তান্ত শুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে ইহা যদি নিশ্চয় জানেন তবে সেই বৃত্তান্তেরও সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

মুহুরির কার্য্যের ধারাক্রমে শুদ্ধরূপে খাতা লিখিয়া থাকেন ইহা জানিলে যদি উপস্থিত বিশেষ ব্যাপার তাঁহার স্মরণে না থাকে তথাপি ঐ বহীতে আপনার লিখিত কথার সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

স্মরণের সাহায্যার্থে যে যে লিপির ব্যবহার হয় তৎসম্পর্কে বিপক্ষ পক্ষের অধিকারের কথা।

১৬১ ধারা। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারায় যে লিপির উল্লেখ হইয়াছে বিপক্ষ পক্ষ তাহা দেখিতে চাহিলে তাহা উপস্থিত করিয়া তাহাকে দেখাইতে হইবে ও সে ইচ্ছা করিলে সেই দলীল ধরিয়া সাক্ষির কূটপরীক্ষা করিতে পারিবে।

দলীল উপস্থিত করিবার কথা।

১৬২ ধারা। সাক্ষীকে দলীল দেখাইবার জন্যে সমন করা গেলে সেই দলীল যদি তাহার অধিকারে কিম্বা তাহার ক্ষমতাধীন থাকে, তবে ঐ দলীল দেখাইবার

কি গ্রাহ্য করিবার যে আপত্তি হউক তাহার ঐ দলীল আদালতে আনিতেই হইবে। সেই আপত্তি যথার্থ কিনা আদালত ইহা নির্ণয় করিবেন।

আদালত যদি বিহিত বোধ করেন, তবে রাজকীয় ব্যাপার বিষয়ক দলীল না হইলে তাহাতে দৃষ্টি করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ দলীল গ্রাহ্য কি না নির্ণয় করিবার উপযুক্ত অন্য সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

দলীলের অনুবাদের কথা।

উক্ত কার্য্যহেতুক দলীল অনুবাদ করা প্রয়োজন হইলে কিন্তু সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থিত করিতে না হইলে আদালত বিহিত বিবেচনায় অনুবাদককে ঐ দলীলের মর্ম্ম কাহাকেও না জানাইতে আজ্ঞা করিবেন। অনুবাদক সেই আজ্ঞা না মানিলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামতে অপরাধ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে।

নোটিস দিয়া যে দলীল তলব হইয়া উপস্থিত করা যায় তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ দিবার কথা।

১৬৩ ধারা। এক পক্ষ দলীল আনাইবার আদেশ করিয়া অপর পক্ষকে তাহা আনিবার নোটিস দিলে ও সেই দলীল উপস্থিত করা গেলেও যে ব্যক্তি উপস্থিত করিবার আদেশ করিল সে তাহা দেখিলেও যে পক্ষ উপস্থিত করে, সে ঐ পত্র সাক্ষ্যস্বরূপে সমর্পণ করিবার আদেশ করিলে সেই ব্যক্তি সাক্ষ্যস্বরূপ তাহা দিতে আবদ্ধ আছে।

নোটিস পাইলেও যে দলীল উপস্থিত করিবার অস্বীকার হয় তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থিত করিবার কথা।

১৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রতি দলীল উপস্থিত করিবার নোটিস দেওয়া গেলেও যদি সে তাহা দেখাইতে অস্বীকার করে তবে বিপক্ষপক্ষের সম্মতি কিম্বা আদালতের আজ্ঞা না হইলে সে পশ্চাৎ সাক্ষ্যস্বরূপ ঐ দলীল উপস্থিত করিতে পারিবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন নিয়মপত্রের উপর বলরামের নামে নালিশ করিয়া তাহাকে সেই পত্র আনিতে নোটিস দেয়। বিচারকালে আনন্দ ঐ পত্র দেখাইতে বলিলে বলরাম তাহা দেখাইতে স্বীকার করে না। আনন্দ সেই পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য দেয়, পরে বলরাম আনন্দের ঐ গৌণ সাক্ষ্য খণ্ডিবার জন্যে কিম্বা নিয়ম পত্রে ষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই, ইহা দেখাইবার জন্যে ঐ পত্র দেখাইবার উদ্যোগ করিলেও পারিবে না।

প্রশ্ন করিবার কিম্বা দলীল আনিতে আজ্ঞা দিবার আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৬৫ ধারা। বিচারপতি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের উপযুক্ত প্রমাণের সন্ধান লইবার জন্যে কিম্বা সেই প্রমাণ পাইবার উদ্দেশে যখন যে প্রশ্ন ইচ্ছা করেন, প্রাসঙ্গিক কিম্বা অপ্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে কোন প্রকারে কোন সাক্ষির নিকট সেই প্রশ্ন করিতে, ও কোন দ্রব্য কি দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। ও অন্যতর পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের মোক্তারেরা উক্ত প্রশ্নের কি আজ্ঞার উপর কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ও সাক্ষী সেই প্রশ্নের যে উত্তর দেয় তদ্বিষয়ে আদালতের অনুমতিভিন্ন তাহার কূটপরীক্ষা করিতে পারিবে না।

কিন্তু এই আইনে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে নিষ্পত্তি নিয়মিতরূপে প্রমাণিত সেই বৃত্তান্তমূলক হইবে।

পরন্তু বিপক্ষ পক্ষ সেই প্রশ্ন করিলে কিম্বা সেই দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিলে যদি এই আইনের ১২১ অবধি ১৩১ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারামতে তাহার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে কিম্বা দলীল দেখাইতে অস্বীকার করিবার অধিকার থাকিত, তবে এই কথাক্রমে সেই প্রশ্ন করিতে কিম্বা সেই দলীল দেখাইবার আজ্ঞা করিতে বিচারপতির ক্ষমতা হইবে না। এবং ১৪৮ বা ১৪৯ ধারামতে অন্য ব্যক্তির যে প্রশ্ন করা অনুচিত হয়, বিচারপতি সেই প্রশ্ন করিবেন না। এবং পূর্ব্ব বর্জ্জিত স্থলভিন্ন অন্য স্থলে বিচারপতি এই ধারার বলে কোন দলীলের মুখ্য সাক্ষ্য উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

জুরীর বা আসেসরদের প্রশ্ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৬ ধারা। বিচারপতি আপনি যে প্রশ্ন করিতে পারেন ও যাহা উপযুক্ত বোধ করেন, জুরী কিম্বা আসেসরেরা বিচারপতি দ্বারা কিম্বা তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

---

১১ পরিচ্ছেদ।

সাক্ষ্য অনুচিতমতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বা অনুচিতমতে গ্রাহ্য হওন প্রযুক্ত নূতন বিচার না হইবার কথা।

১৬৭ ধারা। সাক্ষ্য অনুচিতমতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হইল বলিয়া আপত্তি করা গেলে, গ্রাহ্য করা যে সাক্ষ্যের বিষয়ে আপত্তি করা গেল, সেই সাক্ষ্য না থাকিলেও নিষ্পত্তি প্রবল রাখার যথোচিত সাক্ষ্য আছে, ও অগ্রাহ্য সাক্ষ্য গ্রহণ

করা গেলেও নিষ্পত্তি মতান্তর করা উচিত নয় আদালতের এইরূপ জ্ঞান থাকিলে সেই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বা অনুচিত মতে গ্রাহ্য করা নূতন বিচারের কিম্বা নিষ্পত্তি অসিদ্ধ করিবার কারণ হইবে না ইতি।

সমাপ্ত।

তফসীল।

নম্বর ও সাল	নাম	যত দূর রহিত হইল
তৃতী। জর্জ্জের ২৬ বৎসরের ৫৭ অধ্যায়।	ভারতবর্ষে যে ব্যক্তিদের নামে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহাদের বিচার হইবার বিধান করণার্থে এবং (ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ও ভারতবর্ষের অন্তর্গত ব্রিটনীয় অধিকারের কার্য্য ব্যাপারের উৎকৃষ্ট বিধান ও অধ্যক্ষতা করণ ও ভারতবর্ষে যে ব্যক্তিদের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহাদের ত্বরায় ও ফলজনকরূপে বিচার করিবার আদালত স্থাপন করণার্থ আইন নামে) ৩য় জর্জ্জের ২৪ বৎসরের যে আইন প্রণীত হয়, তাহার যে কথানুসারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্যকারকদিগের সম্পত্তির ও দ্রব্যের নির্ঘণ্টপত্র দেওয়া প্রয়োজন সেই কথা রহিত করণার্থ, ও যে ব্যক্তিরা যে আইনীমতে ভারতবর্ষে যান, তাঁহারদের বিপরীত আইন আরো ফলোপধায়ক করণার্থ, এবং গ্রেটবিটনে কিম্বা ভারতবর্ষে যে দলীল ও লেখ্য সম্পাদন করা যায় স্থলবিশেষে তাহার অনায়াসে প্রমাণ করণার্থ আইন	৩৮ ধারার ভারতবর্ষের আদালত সম্পর্কীয় সমস্ত কথা।
বিক্টোরিয়ার ১৪ ও ১৫ বৎসরের ৯৯ অধ্যায়।	সাক্ষ্য বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন	১১ ধারা এবং ১৯ ধারার ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় সমস্ত কথা।
১৮৫২সা, ১৫ আ,	সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।

১৮৫৩ সা, ১৯ আ,	বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন	১৯ ধারা।
১৮৫৫ সা, ২ আ,	প্রমাণ বিষয়ক আইন আরো উত্তম করিবার আইন	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮৬১ সা, ২৫ আ,	ফৌজদারী যে সকল আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সকল আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সুগম করণের আইন	২৩৭ ধারা।
১৮৬১ সা, ২৫ আ	সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৬৮ সালের আইন	৭ ও ৮ ধারা।

মহামহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ১৮৭২ সালের আগষ্ট মাসের ২৯এ তারিখে মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের নিম্ন লিখিত আইন অনুমোদন করিয়াছেন।

১৮৭২ সালের ১৮ আইন।

সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন সংশোধন করা বিহিত এই হেতুক নিম্ন লিখিত বিধান করা গেল।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

ও বিধিবদ্ধ হইলেই প্রচলিত হইবে।

১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩২ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণ সংশোধন করিবার কথা।

২ ধারা। সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩২ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে "কুটুম্বিতা" শব্দ ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে "সগোত্রক্রমে কি বিবাহ দ্বারা কি দত্তক দ্বারা সম্বন্ধ" এই কথা দিতে হইবে।

৪১ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৩ ধারা। ঐ আইনের ৪১ ধারার ২১ ও ২৪ ও ২৮ পঁক্তিতে "নিষ্পত্তিতে" এই শব্দের পরে "কি আজ্ঞায় কি ডিক্রীতে" এই এই শব্দ দিতে হইবে।

৪৫ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৪ ধারা। ঐ আইনের ৪৫ ধারার ৬ পঁক্তিতে "বিদ্যায়" এই শব্দের পরে "কিম্বা হাতের লিখন নিশ্চয় করণ বিষয়ে" এই কথা সংযোগ করিয়া দিতে হইবে।

৫৭ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৫ ধারা। ঐ আইনের ৫৭ ধারার (১৩) প্রকরণে "পথে" এই শব্দের পরিবর্তে "স্থল পথে কি সমুদ্র পথে" এই কথা দিতে হইবে।

৬৬ ধারা সংশোধনকরিবার কথা।

৬ ধারা। ঐ আইনের ৬৬ ধারার ৫ পঁক্তিতে "তাঁহাকে এই কথার পরে "কিম্বা তাঁহার মোক্তারকে কি উকীলকে" এই কথা সংযোগ করিয়া দিতে হইবে।

৯১ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৭ ধারা। ঐ আইনের ৯১ ধারার বর্জ্জনীয় ২ বিধিতে " ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইনমত উইলের " এই কথার পরিবর্ত্তে " ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে যে উইলের প্রবেট লইবার অনুমতি হয় সেই উইলের " এই কথা পাঠ করিতে হইবে।

[১৮৭২ সালের সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৯২ ধারার বাঙ্গলা অনুবাদ অশুদ্ধ না হওয়াতে এই ৮ ধারার অনুবাদ হয় নাই।

১০৮ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৯ ধারা। ঐ আইনের ১০৮ ধারার ১ পঁক্তির প্রথমেই " কিন্তু " শব্দ দিতে হইবে।

১২৬ ও ১২৮ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

১০ ধারা। ঐ আইনের ১২৬ ধারার ২৫ পঁক্তিতে ' বারিষ্টারের " এই শব্দের পরে " বা প্লীডরের " এই কথা এবং আইনের ১২৮ ধারার ৮ পঁক্তিতে বারিষ্টরের এই শব্দের পরে বা প্লীডরকে এই কথা সংযোগ করিবা দিতে হইবে।

ঐ আইনের ১২৬ ধারার ১৭ পঁক্তিতে অপরাধঘটিত এই শব্দের পরিবার্ত্তে বেআইনী শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

১৫৫ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

১১ ধারা। ঐ আইনের ১৫৫ ধারার ২ প্রকরণের ২ পঁক্তিতে ' প্রস্তাব হইয়াছে " এই কথার পরিবর্ত্তে "প্রস্তাব হইলে সে গ্রাহ্য হইয়াছে " এই কথা পাঠ করিতে হইবে।

১৮৫২ সালের ১৫ আইনের ৩২ ধারা প্রবল রাখিবার কথা।

১২ ধারা। সাক্ষ্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের ১ আইনের কোন কথা দ্বারা সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংশোধনার্থে ১৮৫২ সালের ১৫ আইনের ২ ধারার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

মন্তব্য।—এই আইনে যে পঁক্তি প্রভৃতির উল্লেখ হইয়াছে বাঙ্গলা গেজেটে প্রকাশিত ১৮৭২ সালের ১ আইন লক্ষ্য করিয়া সেই২ পঁক্তি প্রভৃতির উল্লেখ হইল ইতি।

সমাপ্ত।

মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ১৮৭০ সালের মার্চ্চ মাসের ১১ তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের নিম্ন লিখিত আইন অনুমোদন করিয়াছেন।

১৮৭০ সালের ৭ আইন।

প্রথম অধ্যায়।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপকতার কথা।

তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে,

প্রারম্ভের কথা।

ও ১৮৭০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে।

যেং আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের তৃতীয় তফসীলের প্রথম ভাগে যেং আইনের উল্লেখ হইয়াছে, উক্ত দিবসাবধি সেই সকল আইন সম্পূর্ণরূপে রহিত হইবে, ও ঐ তফসীলের দ্বিতীয় ভাগে যেং আইনের উল্লেখ হইয়াছে তাহার ঐ ভাগের নির্দ্দিষ্ট অংশ রহিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজধানীর হাইকোর্টে ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে যেং রসুম লওয়া যাইবে তাহার বিধি।

আদৌ শ্রবণ করিবার ক্ষমতা পক্ষে হাইকোর্টের রসুমের কথা।

৩ ধারা। যেং হাইকোর্ট পেটেণ্টপত্র দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার চব্বিশ ও পঁচিশ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সেইং কোর্টের [সরিফ ও এটর্ণি ভিন্ন ক্লার্ক কর্ম্মকারকদিগকে যৎকালে যে রসুম দাতব্য হয়,

অথবা উক্ত প্রত্যেক আদালতে এই আইনের প্রথম তফসীলের ১১ নম্বর মতে ও দ্বিতীয় তফসীলের ৭, ১২, ১৪, ১৬, ২০ ও ২১ নম্বর মতে যে রসুম আদেয় হয়,

রাজধানীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রসুমের কথা।

এবং রাজধানীস্থ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে ও তৎসংক্রান্ত নানা কার্য্যালয়ে যৎকালে যে রসুম লওয়া যাইতে পারে,

তাহা নিম্নলিখিতমতে আদায় করা যাইবে।

হাইকোর্টের সাধারণাতীত বিচারাধিপত্যসম্পর্কে যে লেখ্যাদি অর্পণ করা যায় তাহার রসুমের কথা।

৪ ধারা। যাহার উপর রসুম লওয়া যাইতে পারে এই আইনের প্রথম কি দ্বিতীয় তফসীলে এমত যে কোন প্রকারের লেখ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, উক্ত একতর তফসীলে উপযুক্ত রসুম বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেইং লেখ্যের উপর তাহার ন্যূন দেওয়া গেলে, উক্ত কোন হাইকোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শ্রবণ করিবার সাধারণাতীত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরণকালে,

অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার সাধারণাতীত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করণ কালে,

আপীলী বিচারাধিপত্য সম্পর্কে।

অথবা উক্ত কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের নিষ্পত্তির উপর কিম্বা ডেবিজন কোর্ট হইলে তাঁহাদের নিষ্পত্তির উপর আপীল সম্পর্কে উক্ত কোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকরা কালে,

অথবা ঐ কোর্টের তত্ত্বাবীন আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল সম্পর্কে ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করা কালে,

প্রশ্ন গ্রহণের ও পুনর্দৃষ্টির কোর্ট স্বরূপ।

অথবা প্রশ্ন গ্রহণের কি পুনর্দৃষ্টি করণের আদালতস্বরূপ ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকরণ কালে,

তৎসম্মুখে আনীত কোন মোকদ্দমায় উক্ত লেখ্য অর্পণ করা যাইবে না ও দেখান যাইবে না ও লিপিবদ্ধ করা যাইবে না ও ঐ কোর্ট কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবে না ও দেওয়া যাইবে না।

রসুম দেওয়া আবশ্যক কি না, কত দেওয়া আবশ্যক এই বিষয়ের মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে রসুম যে দেওয়া গেল, ইহার তত্ত্ব লওয়া যে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য, রসুম দেওয়া প্রয়োজন কি না ও কত দেওয়া উচিত এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কোন বাদির কি আটর্ণির বিবাদ হইলে,

উক্ত কোন হাইকোর্টে সেই বিবাদ টাক্সিং আফিসরের প্রতি অর্পিত হইবে; ও তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু তিনি সেই প্রশ্ন সাধারণের স্বার্থ ঘটিত জ্ঞান করিলে ঐ হাইকোর্টের চীফ জষ্টিসের, কিম্বা তিনি তৎপক্ষে সাধারণ কি বিশেষমতে হাইকোর্টের যে জজকে নিযুক্ত করেন তাঁহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে সেই বিবাদ অর্পণ করিবেন

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার উক্ত কোন আদালতে সেরূপ বিবাদ হইলে, আদালতে ক্লার্কের প্রতি অর্পিত হইবে তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত কিন্তু সেই প্রশ্ন সাধারণের স্বার্থ ঘটিত জ্ঞান করিলে তিনি ঐ আদালতের প্রধান জজের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নিমিত্তে অর্পণ করিবেন।

এই ধারার প্রথম প্রকরণের অর্থক্রমে কে টাক্সিং আফিসর হইবেন, চীফ জষ্টিস সাহেব ইহা নির্দ্দেশ করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্য২ আদালতের ও রাজকীয় কার্য্যালয়ের রসুমের কথা।

মফঃসল আদালতে কি রাজকীয় কার্য্যালয়ে যে লেখা উপস্থিত করা যায় তাহার রসুমের কথা।

৬ ধারা। যাহার উপর রসুম লওয়া যাইতে পারে এই আইনের প্রথম কি দ্বিতীয় তফসীলে এমত যে কোন প্রকারের লেখ্য নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত একত্রের তফসীলে তাহার উপযুক্ত রসুম বলিয়া যত টাকা অবধারিত হইয়াছে, ঐ লেখ্যের উপর তাহার ষ্ট্যাম্প দেওয়া গেলে, সেই লেখ্য পূর্ব্বোক্ত কোর্ট ও আদালত ভিন্ন কোন আদালতে অর্পণ করা যাইবে না ও দেখান যাইবে না ও লিপিবদ্ধ হইবে না ও রাজকীয় কোন কার্য্যকারক কর্তৃক গ্রাহ্য হইবে না ও দেওয়া যাইবে না।

বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমায় কত রসুম লাগিবে তাহার হিসাব করিবার কথা।

৭ ধারা। নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় এই আইনমতে কত রসুম দিতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবার বিধি এই।

টাকার মোকদ্দমায়

(১) টাকার মোকদ্দমায়—যত টাকার দাওয়া হয় তদনুসারে। ইহার মধ্যে হানিপূরণের ও মূল্য প্রাপণের টাকা ও ভরণপোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির ও অন্য যে টাকা নিরূপিত সময়ান্তরে দেওয়া যায় তাহার বাকীর নিমিত্ত মোকদ্দমা ধর্ত্তব্য।

ভরণপোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির মোকদ্দমায়।

(২) ভরণপোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির ও অন্য যে টাকা নিরূপিত সময়ান্তরে

দেওয়া যায় তন্নিমিত্ত মোকদ্দমায়—বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যানুসারে। এক বৎসরের নিমিত্তে যত টাকার দাওয়া হয় ঐ মূল্য তাহার দশগুণ ধরিতে হইবে।

অন্য যে অস্থাবর সম্পত্তির বাজার দর করা যায় তাহার মোকদ্দমায়।

(৩) টাকা ভিন্ন অন্য যে অস্থাবর বিষয়ের বাজার দর করা যায় তাহার মোকদ্দমায়—আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার সময়ে বাজারে সেই বিষয়ের যে মূল্য হয় তদনুসারে।

(৪) এই২ মোকদ্দমায়, অর্থাৎ

যাহার বাজার দর নাই এমত অস্থাবর বিষয়ের নিমিত্ত

(ক) আগমবিষয়ক লেখ্য প্রভৃতি যে অস্থাবর বিষয়ের বাজার দর নাই, তন্নিমিত্ত মোকদ্দমায়,

সাধারণ পরিবারীয় সম্পত্তির অংশ পাইবার স্বত্ব প্রবল করণার্থ।

(খ) সম্পত্তি সাধারণ পরিবারীয় বলিয়া তাহার অংশ পাইবার অধিকার প্রবল করণার্থ মোকদ্দমায়,

নির্দ্দেশ করণার্থ ডিক্রী ও তজ্জাত উপকার প্রাপণার্থ।

(গ) নির্দ্দেশসূচক যে ডিক্রী কি আজ্ঞার ফলস্বরূপ উপকার প্রার্থনা হয় তাহা পাইবার মোকদ্দমা,

নিষেধ করণার্থ।

(ঘ) নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রাপণার্থ মোকদ্দমায়,

পথ প্রভৃতির নিমিত্ত।

(ঙ) এই আইনে যাহার অন্য বিধান হয় নাই ভূমি হইতে উৎপাদিত এমত উপকার পাইবার স্বত্ব নির্ণয়ার্থ মোকদ্দমায়,

হিসাবের নিমিত্ত।

(চ) হিসাবের নিমিত্ত মোকদ্দমায়, আবেদনপত্রে কি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রে যে মূল্য ব্যক্ত করিয়া উপকার প্রার্থনা হয় তদনুসারে।

তদ্রূপ সকল মোকদ্দমায় অর্থী প্রার্থিত উপকারের যে মূল্য ধরেন, তাহা ব্যক্ত করিবেন এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান আইনের ৩১ ধারার "দাওয়া" শব্দের পরিবর্ত্তে "প্রার্থিত উপকার" এই শব্দ প্রয়োগ হওনের ন্যায় ঐ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ভূমির ও বাটীর ও বাগানের অধিকার পাইবার।

(৫) ভূমির ও বাটীর ও বাগানের অধিকার পাইবার মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যানুসারে। ঐ মূল্য ধরিবার বিধি এই,

বন্ধকপত্র দ্বারা মূল যত টাকা রক্ষিত হওয়ার কথা ব্যক্ত হয় তদনুসারে।

নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করণার্থ।

(১০) নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়,—অর্থাৎ,

(ক) বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়, যত টাকা দেওয়া যাইবে তদনুসারে,

(খ) বন্ধকের চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়,—যত টাকা রক্ষিত হইবার নিয়ম হয় তদনুসারে।

(গ) পাট্টার চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়—যাইন কি প্রিমীয়ম অর্থাৎ পণ কি সেলামী দিবার নিয়মে হইলে তাহার সহিত, মিয়াদের প্রথম বৎসর যত খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার মোট টাকা অনুসারে।

(ঘ) ডিক্রীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়,—বিবাদীয় টাকার কিম্বা সম্পত্তির মূল্যানুসারে,

ভূম্যধিকারির ও প্রজার মোকদ্দমায়।

(১১) ভূম্যধিকারির ও প্রজার নিম্নলিখিত মোকদ্দমায়—যথা,

(ক) প্রজার স্থানে কবুলিয়ৎ পাইবার,

(খ) যে প্রজার ভোগ স্বত্ব থাকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিবার,

(গ) ভূম্যধিকারী স্থানে পাট্টা পাইবার,

(ঘ) উঠাইয়া দিবার নোটিসের আপত্তি করিবার,

(ঙ) যে ভূমি হইতে ভূম্যধিকারীকর্তৃক বেআইনীমতে উঠাইয়া দেওয়া যায় প্রজার তাহা ফিরিয়া পাইবার,

(চ) খাজানা ন্যূন করিবার মোকদ্দমা—

মোকদ্দমা যে ভূমি সম্পর্কীয় হয়, আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে যে বৎসর গেল সেই বৎসরের খাজানা অনুসারে,

মূল্য নিরূপণের আজ্ঞার উপর আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের রসুমের কথা।

৮ ধারা। রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণের যে আইন তৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে ভূমির মূল্য নিরূপণ বিষয়ক আজ্ঞার আপীল হইলে যত টাকার ডিক্রী হয় ও আপেলাণ্ট যত টাকার দাওয়া করেন, ইহার যে বিশেষ এই আইনমতে সেই আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রে তদনুসারে রসুম নিরূপণ করা যাইবে।

নিট লভ্য কি বাজারদর নির্ণয় করিবার ক্ষমতার কথা।

৯ ধারা। ৭ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে যে ভূমির ও বাটীর বাগানের উল্লেখ হইয়াছে তাহার বৎসরের নিট লভ্য কিম্বা বাজার দর অন্যায মতে ধরা গিয়াছে

আদালতের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তহুল্লিখিত মোকদ্দমার রসুম নিরূপণ করিবার জন্যে আদালত উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কমিশনর দিয়া স্থানীয় কিম্বা প্রয়োজনমত অন্য অনুসন্ধান করিয়া আদালতে রিপোর্ট করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

নিট লভ্যের কি বাজার দরের অন্যায় নিরূপণ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

১০ ধারা। (১) তদ্রূপ অনুসন্ধান করা গেলে পর সেই বাজারদর কি নিট লভ্য অন্যায় নিরূপণ হইয়াছে আদালত ইহা জানিতে পাইলে যদি অতিরিক্ত রসুম ধরা গিয়া থাকে তবে, স্বীয় বিবেচনায় সেই অতিরিক্ত অংশ ফিরিয়া দিবেন, অথবা যদি অল্প ধরা গিয়া থাকে তবে, ঐ বাজার দর কি নিট লভ্য ন্যায়মতে নিরূপণ হইলে বাদির যত অধিক রসুম দিতে হইত তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন।

(২) এমন স্থলে সেই অধিক রসুম না দেওন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত থাকিবে। আদালত যে সময় নির্দ্ধার্য্য করেন, সেই সময়ের মধ্যে ঐ অধিক রসুম না দেওয়া গেলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধি আইনের ১৮০ ধারায় পরিষ্কার করিবার জন্যে এই কথার পরে "কিম্বা সম্পত্তির বাজার দর" এই কথা এবং "খেশারতের টাকা" এই কথার পর "কিম্বা বৎসরের নিট লভ্য এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারার অর্থ করিতে হইবে।

ওয়াসিলাতের কি হিসাবের নিমিত্ত মোকদ্দমায় যত টাকার দাওয়া হয়, তাহার অধিকের ডিক্রী হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১ ধারা। ওয়াসিলাতের কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি ও ওয়াসীলাতের নিমিত্ত কিম্বা হিসাব পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমায়, যত ওয়াসীলাতের দাওয়া হয় কিম্বা অর্থী প্রার্থিত উপকারের যে মূল্য ধরেন তদধিকের ডিক্রী হইলে, মোকদ্দমায় সেই ডিক্রীর সম্পূর্ণ টাকা ধরা গেলে যত রসুম লাগিত ও যত দেওয়া গেল, উপযুক্ত কার্য্যকারককে ইহার বিশেষ না দেওন পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী মত কার্য্য সাধন হইবে না।

ওয়াসিলাতের টাকা যদি ডিক্রী সাধন কালে নিরূপণ করিবার নিয়ম হইয়া থাকে তবে, তদ্রূপে যে ওয়াসিলাত নিরূপণ করা যায়, তাহা দাওয়া করা ওয়াসিলাতের অধিক হইলে তদ্রূপে নিরূপিত সমস্ত ওয়াসিলাত মোকদ্দমায় ধরা গেলে যত রসুম লাগিত ও যত দেওয়া গেল, ইহার বিশেষ না দেওন পর্য্যন্ত ডিক্রী সাধন করিবার আর আর কার্য্য স্থগিত থাকিবে। আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ অধিক রসুম না দেওয়া গেলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে।

মূল্য নিরূপণের বিবাদ নিষ্পত্তির কথা।

১২ ধারা। (১) এই অধ্যায় মতে আবেদন পত্রের কিম্বা আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের উপর যত রসুম লাগিবে ইহা নির্ণয় করণার্থ মূল্য নিরূপণ বিষয়ক বিবাদ হইলে, যে আদালতে ঐ আবেদন পত্র কি মর্ম্মাত্মকপত্র দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, এবং অর্থী প্রত্যর্থীর পক্ষে সেই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

(২) কিন্তু তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা আপীল শ্রবণের কি প্রশ্নের উত্তর দেওনের কি পুনর্দৃষ্টি করণের উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, ঐ বিবাদ অন্যায়মতে নিষ্পত্তি হইল ও তদ্ধেতু রাজস্বের হানির সম্ভাবনা, যদি আপীল আদালতের এমত বিবেচনা থাকে তবে, ঐ বিবাদ যথার্থমতে নিষ্পত্তি হইলে অধিক যত রসুম লাগিত, যে ব্যক্তি রসুম দিয়াছেন তাঁহাকে ঐ আদালত তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিবেন, এই স্থলে ১০ ধারার ২ প্রকরণের বিধি খাটে।

আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের রসুম ফিরিয়া পাইবার কথা।

১৩ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের লিখিত কোন হেতুকে অধঃস্থ আদালত কোন আপীল কি আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিলে যদি তাহা গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা হয়, কিম্বা মোকদ্দমার আপীল হইয়া যদি ঐ আইনের ৩৫১ ধারার লিখিত কোন হেতুকে তাহা অধঃস্থ আদালতে দ্বিতীয় নিষ্পত্তি জন্যে ফিরিয়া পাঠান যায়, তবে আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের যত রসুম দিয়া থাকেন, আপীল আদালত আপীলাণ্টকে কালেক্টর সাহেবের স্থানে ঐ সমুদয় টাকা ফিরিয়া পাইবার অনুমতিসূচক সংশিত পত্র দিবেন।

পরন্তু আপীল হইয়া মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেলে, ও ফিরিয়া পাঠাইবার সেই আজ্ঞা যদি মোকদ্দমা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিষয়সম্পর্কীয় না হয়, তবে বিবাদীয় বিষয়ের যে অংশ ফিরিয়া পাঠান গেল, সেই অংশের উপর আদৌ যত টাকা রসুম লাগিতে পারিত, ঐ সংশিত পত্রক্রমে আপীলাণ্ট তাহার অধিক ফিরিয়া পাইতে পারিবে না।

ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনা হইলে রসুম ফিরিয়া দিবার কথা।

১৪ ধারা। যদি ডিক্রীর তারিখ অবধি নবতিতম (৯০) দিনে কি তৎপরে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনা হয়, ও প্রার্থকের ত্রুটি প্রযুক্ত সেই বিলম্ব না হইয়া থাকে তবে, উক্ত দিবসের পূর্ব্বে প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা গেলে যত রসুম লাগিত, তাহার অধিক যাহা দিয়াছেন, আদালত বিহিত বোধ করিলে ক্যালেক্টর সাহেবের স্থানে প্রার্থকের সেই অধিকাংশ পাইবার অনুমতির সংশিতপত্র দিবেন।

আদালত ভ্রমহেতুক পূর্ব্ব নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করিলে টাকা ফিরিয়া পাইবার কথা।।

১৫ ধারা। বিচার পুনর্দৃষ্ট হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে এবং আদালত পুনঃ শ্রবণ কালে আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত ভ্রমহেতুক আপনার পূর্ব্ব নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করিলে আবেদনপত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের উপর যত রসুম দেওয়া গেল, তাহা ঐ আদালতে অন্য প্রার্থনাপত্রের উপর এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১ নম্বরের (খ) কি (ঘ) প্রকরণক্রমে দাতব্য রসুমের যত অধিক হয় প্রার্থক কালেক্টর সাহেবের স্থানে সেই অধিকাংশ ফিরিয়া পাইবার অনুমতির সংশিত পত্র আদালত হইতে পাইতে পারিবেন।

কিন্তু আদৌ শ্রবণ কালে যে প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারিত, যদি অংশত কি সম্পূর্ণরূপে কি তদ্রূপ নূতন প্রমাণ ঐ নিষ্পত্তির অন্যথা কি মতান্তর হওয়ার কারণ হয় তাহা হইলে, এই ধারার পূর্ব্বভাগের কোন কথাক্রমে প্রার্থকের ঐ সংশিত পত্র পাইবার স্বত্ব থাকিবে না।

ডিক্রীর যে অংশের উপর আপীল হয় নাই রেস্পাণ্ডেণ্ট সেই বিষয়ের আপত্তি করিলে অতিরিক্ত রসুমের কথা।

১৬ ধারা। দেওয়ানী আদালতে সম্পূর্ণ নিষ্পত্তির উপর আপীল না হইয়া যদি বিবাদীয় বিষয়ের কেবল একাংশ সম্পর্কে হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ আপীল শ্রুত হওন কালে রিস্পাণ্ডেণ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩৪৮ ধারামতে সেই অংশভিন্ন নিষ্পত্তির অন্য অংশের বিষয়ে আপত্তি করেন তাহা হইলে, নিষ্পত্তির যে অংশের বিষয়ে তদ্রূপ আপত্তি করেন, আপীলে সেই অংশও ধরা গেলে অধিক যত রসুম লাগিত, রিস্পাণ্ডেণ্ট তাহা না দিলে আদালত সেই আপত্তি শ্রবণ করিবেন না।

বিবিধ বিষয় ঘটিত এক মোকদ্দমার কথা।

১৭ ধারা। একি মোকদ্দমা দুই কি তদধিক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ঘটিত হইলে এই আইনক্রমে উক্ত প্রত্যেক বিষয়ের স্বতন্ত্র মোকদ্দমার আবেদনপত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের যত রসুম লাগে, পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার আবেদনপত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের নিমিত্তে তাহার সমষ্টি লাগিবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৯ ধারাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের কোন কথা দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইল জ্ঞান করিতে হইবে না।

অভিযোক্তাদের লিখিত পরীক্ষার কথা।

১৮ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় মতে কয়েদ কি অনীয়মতে আসিদ্ধ হওন

অপরাধের কিম্বা অন্য যে অপরাধ হইলে পোলিসের কর্ম্মকারকেরা পরওনা ভিন্ন ধরিতে না পারে, এমত অপরাধের অভিযোগ করিয়া এই আইনমত রসুম দেওন পূর্ব্বক দরখাস্ত না দিয়া থাকে তবে, ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের বিধানমতে তাহার প্রথম কি এক পরীক্ষা লিপিবদ্ধ হইলে তাহার আট আনা রসুম লাগিবে। কিন্তু আদালত তাহা ক্ষমা করা উচিত বোধ করিলে ক্ষমা করিতে পারিবেন।

কোন কোন লেখ্য মুক্ত থাকার কথা।

১৯ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত লেখ্যের উপর রসুম লাগিবে না।—যথা,

(১) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সেনাপতি কিম্বা ওয়ারণ্ট আফিসর কি সনদ অপ্রাপ্ত হুদ্দাদার কি সেনা দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কিম্বা আত্ম পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যে মোক্তারনামা করেন তাহা।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানে আইনের ১১৮ ও ১৬৪ ধারার উল্লিখিত এজাহার।

(৩) মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের পরে আদালত যে লিখিত বর্ণনা দিবার আজ্ঞা করেন তাহা।

(৪) সৈন্যসংক্রান্ত কোর্ট বিকোষ্টে যে আবেদনপত্র ও ঐ কোর্টে ডিক্রী সম্পাদন করিবার যে দরখাস্ত উপস্থিত করা যায় তাহা।

(৫) ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (মান্দ্রাজ) দেশে গ্রাম্য মুন্সেফেরা যে মোকদ্দমার বিচার করেন তৎসংক্রান্ত আবেদন পত্র।

(৬) ঐ দেশে জিলার পঞ্চায়তের নিকট মোকদ্দমার আবেদনপত্র ও পরওয়ানা।

(৭) মান্দ্রাজের ১৮১৬ সালের ১২ আইন মতে কালেক্টর সাহেবদের নিকট মোকদ্দমার আবেদনপত্র।

(৮) যে সম্পত্তির উপলক্ষে চরমপত্রের প্রামাণিকপত্র কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র কি সংশিতপত্র দেওয়া যাইবে ঐ সম্পত্তির মূল্য ১০০৲ টাকার অধিক না হইলে এই আইনের প্রথম তফসীলের ১২ নম্বরক্রমে উল্লিখিত ঐ প্রামাণিকপত্র ও দ্রব্যাদি নিরূপণাধিকারিত্বপত্র ও সংশিতপত্র।

(৯) কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন তাহার, কিম্বা রেবিনিউ বোর্ডের কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত কমিশ্যনর সাহেবের

নিকট ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করণ সম্পর্কীয় কিম্বা তদ্ঘটিত স্বত্ব কি স্বার্থ নির্ণয় করণ সম্পর্কীয় বিষয়ের যে প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত করা যায় তাহা, ঐ বন্দোবস্তের চূড়ান্ত অবধারণের পূর্ব্বে উপস্থিত করা গেলে সেই প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত।

(১০) ভূমিতে জল সেচিবার নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের জল পাইবার প্রার্থনাপত্র।

(১১) যে ভূমির রাজস্ব অবধারিত আছে কিন্তু চিরস্থায়িরূপে নয় নিজ গবর্ণমেণ্টের নিকট অঙ্গীকারক্রমে বদ্ধ ঐ ভূমিভোগী ব্যক্তি ভূমির রাজস্বের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ ভূমির চাষ বৃদ্ধি করিবার কিম্বা সেই ভূমি ত্যাগ করিবার অনুমতির যে প্রার্থনাপত্র দেন ঐ প্রার্থনাপত্র।

(১২) ভূমি ত্যাগ কিম্বা খাজানা বৃদ্ধি করণের নোটিস দিবার প্রার্থনাপত্র।

(১৩) কর্ম্মকারকের নিকট ক্রোক করিবার লিখিত ক্ষমতাপত্র।

(১৪) যে দরখাস্তে অপরাধের অভিযোগ কি সন্ধান লেখা থাকে তদ্ভিন্ন সাক্ষ্য দিবার কিম্বা লেখ্য দেখাইবার জন্যে সাক্ষির কিম্বা অন্য ব্যক্তির উপস্থিত হইবার সমন দেওনের কিম্বা আদালতে উপস্থিত করিবার অন্যান্য উচিত কারণে যে আফিডেবিট করা যায়, তদ্ভিন্ন কোন নিদর্শনপত্র দেখাইবার কি অর্পণ করিবার বিষয়ে যে প্রথম প্রার্থনাপত্র হয় তাহা।

(১৫) ফৌজদারী মোকদ্দমায় দর্শন প্রতিভূর নিবন্ধপত্র। নালিশ করিবার কিম্বা সাক্ষ্য দিবার প্রতিজ্ঞাপত্র। স্বয়ং কিম্বা অন্যের উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাপত্র।

(১৬) পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকট কি তাঁহার সম্মুখে কিম্বা মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের মান্ত্রসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত গ্রামের মণ্ডলের কিম্বা গ্রাম্য পোলীসের নিকটে কি তাহার সম্মুখে অপরাধ বিষয়ক যে দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র কি অভিযোগপত্র কি সন্ধানবাদ দেওয়া কি অর্পণ করা যায় তাহা।

(১৭) কারাবদ্ধ ব্যক্তির কিম্বা কোন আদালত কি তৎকর্ম্মকারক কর্ত্তৃক আসিদ্ধ কি আটক করা ব্যক্তির দরখাস্ত।

(১৮) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যিনি রাজকীয় কার্য্যকারক হন তাঁহার, কিম্বা মিউনিসিপাল কার্য্যকারকের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কার্য্যকারকের দত্ত অভিযোগপত্র।

(১৯) গবর্ণমেণ্টে বনবৃক্ষচ্ছেদনের অনুমতির কিম্বা ঐ বন সম্পর্কীয় অন্য বিষয়ের প্রার্থনাপত্র।

(২০) গবর্ণমেণ্টের স্থানে প্রার্থকের পাওনা পাইবার প্রার্থনাপত্র।

(২১) ১৮৫৬ সালের ২০ আইনমত চৌকীদারী টাক্সের কিম্বা নগরসংক্রান্ত কোন টাক্সের উপর আপীলের দরখাস্ত।

(২২) রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে ভূম্যাদি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে এমত কোন আইনমতে ক্ষতিপূরণের প্রার্থনাপত্র।

(২৩) ছোট নাগপুরের অন্তর্গত ভূসম্পর্ক নিরূপণ ও তাহার বিধান করণার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনমতে যে স্পেশ্যাল কমিশ্যনর নিযুক্ত হন তাহার নিকট দরখাস্ত।

(২৪) মহারাণী বিক্টোরিয়ার ১৪ ও ১৫ বৎসরের ৪০ অধ্যায়ের আইনের (অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিবাহ বিষয়ক আইনের) ৫ ধারামতে কিম্বা ১৮৫২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারামতে যে দরখাস্ত করা যায় তাহা।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরওয়ানা রসুমের বিধি।

পরওয়ানার খরচের বিধি।

২০ ধারা। হাইকোর্ট সাধ্যমতে ত্বরায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি করিবেন।

(১) আপীল শুনিবার ক্ষমতা সম্পর্কে ঐ কোর্ট এবং দেওয়ানী ও রাজস্ব সংক্রান্ত যে যে আদালত উক্ত ক্ষমতার ব্যাপ্য স্থানে স্থাপিত হইয়াছে সেই সেই আদালত যে পরওয়ানা দেন তাহা পর্য্যাপণ ও সাধন করিবার যত রসুম লাগিবে তাহার।

(২) যে অপরাধ হইলে পোলীস সংক্রান্ত কর্ম্মকারক পরওয়ানা ভিন্ন ধৃত করিতে পারে তদ্ভিন্ন অন্য অপরাধ হইলে, পূর্ব্বোক্ত সীমার অন্তর্গত ফৌজদারী আদালত যে পরওয়ানা দেন তাহা পর্য্যাপণ ও সাধন করিবার যত রসুম লাগিবে তাহার।

(৩) যে পেয়াদারা ও অন্য যে ব্যক্তিরা আদালতের অনুমতিক্রমে পরওয়ানা পর্য্যাপণ কি সাধন করিবার কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহাদের পারিশ্রমিকের।

তদ্রূপ যে সকল বিধি করা যায় হাইকোর্ট সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তন কি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন

ঐ বিধি দৃঢ় ও প্রকাশ করণের কথা।

উক্ত সকল বিধি ও পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত বিধি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থিরী কৃত ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কর্ত্তৃক অনুমো

জিত হইলে পর স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত হইয়া আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

উক্ত প্রকারের প্রণীত বিধি প্রকাশ না হওন পর্য্যন্ত পরওয়ানা পর্য্যর্পণ ও সাধন করিবার রসুম বর্ত্তমান নিয়মমতে আদায় হইতে থাকিবে ও এই আইনমত আদেশ রসুম জ্ঞান হইবে।

পরওয়ানার রসুমের নির্ঘণ্টপত্রের কথা।

২১ ধারা। পরওয়ানা দিবার ও সাধন করিবার নিমিত্তে যত রসুম দিতে হই ব তাহার নির্ঘণ্টপত্র ইংরজী ও দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়া প্রত্যেক আদালতের কোন প্রকাশ স্থানে লটকান থাকিবে।

জিলার ও তদধীন আদালতে যত জন পেয়াদা থাকিবে তাহার কথা।

২২ ধারা। প্রত্যেক জিলার জজ সাহেবের ও জিলার প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত ও তাঁহার অধীন সকল আদালত হইতে যে পরওয়ানা বাহির হয়, তাহা পর্য্যর্পণ ও সাধন করিবার নিমিত্তে যত জন পেয়াদাকে নিযুক্ত করা আবশ্যক, তাহা ঐ জিলার জজ সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিরূপণ করিবেন, ও সময়েং পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু হাইকোর্ট কর্ত্তৃক যে বিধি প্রণীত হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় তদবলম্বন করিয়া ঐ সংখ্যা নিরূপণ ও পরিবর্ত্তন করিবেন।

মফঃসলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের পেয়াদার সংখ্যার কথা।

(ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহক হাইকোর্টের সাধারণ প্রথম স্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার বহির্ভূত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক ব্যবস্থা সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ) ১৮৬৫ সালের ১১ আইনক্রমে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালত এই ধারার কার্য্যপক্ষে জিলার জজ সাহেবের আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রাজস্বসংক্রান্ত আদালতে যত জন পেয়াদা থাকিবে তাহার কথা।

২৩ ধারা। জিলার কালেক্টর সাহেবের আদালত কিম্বা তাঁহার অধীন আদালত হইতে যে পরওয়ানা বাহির হয়, তাহা পর্য্যর্পণ ও সাধন করিবার নিমিত্তে যত জন পেয়াদা নিযুক্ত করা আবশ্যক, যে প্রত্যেক কম্মকারক জিলার কালেক্টরের কর্ম্ম করেন তিনি রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্তৃত্বকারী প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এবং সভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনু-

মোনিত বিধি অবলম্বন করিয়া তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করিবেন ও সময়২ সেই সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায় মতে যে প্রত্যেক পরওয়ানা দেওয়া হয়, তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে জারী করা পরওয়ানা জ্ঞান করিবার কথা।

২৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে প্রত্যেক পরওয়ানা পর্য্যর্পণ কি সাধন করা যায়, তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ১৮৮ ধারার এবং ১৮৫৯ সালের ৮ আইন সংশোধনার্থ ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২ ধারার অর্থানুযায়ী পরওয়ানা জ্ঞান হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

রসুম আদায় করিবার বিধান।

ষ্ট্যাম্পদ্বারা আদায় করিবার কথা।

২৫ ধারা। ৩ ধারার উল্লিখিত কিম্বা এই আইনমতে আদেয় সকল রসুম ষ্ট্যাম্প দ্বারা লওয়া যাইবে।

ষ্ট্যাম্প ছাপা কি আটাল হইবার কথা।

২৬ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনি প্রকাশ করিয়া সময়২ যদ্রূপ আজ্ঞা করেন, এই আইনমত রসুমের নিদর্শনসূচক সকল কি তন্মধ্যে কোন২ ষ্ট্যাম্প তদনুসারে ছাপিয়া কিম্বা আঁটিয়া দেওয়া যাইবে।

ষ্ট্যাম্প যোগাইবার, নূতন করিবার ও হিসাব রাখিবার ও সংখ্যার কথা।

২৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে,

(ক) এই আইনমত ষ্ট্যাম্প যোগাইবার,

(খ) এই আইনমতে যে রসুম লওয়া যাইতে পারে তাহার নিদর্শনসূচক যত খানি ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হইবে তাহার,

(গ) ষ্ট্যাম্পের হানি হইলে কি তাহা নষ্ট হইলে নূতন করিয়া দিবার,

(ঘ) এই আইনমতে যে ষ্ট্যাম্পের ব্যবহার হয় তাহার হিসাব রাখিবার বিধান করিবেন।

কিন্তু হাইকোর্টে ৩ ধারামতে যে ষ্ট্যাম্পের ব্যবহার হইবে, তৎসম্পর্কীয় সেই বিধি ঐ কোর্টের চিফ জষ্টিস সাহেবের অনুমোদনক্রমে করা যাইবে।

উক্ত সকল বিধি স্থান বিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। তাহা হইলে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

লেখ্য অনবধানে গ্রাহ্য হইলে তাহাতে ষ্ট্যাম্প বসাইবার কথা।

২৮ ধারা। এই আইনমতে যে লেখ্যে ষ্ট্যাম্প থাকা উচিত তাহাতে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না দেওয়া গেলে তাহা সিদ্ধ হইবে না।

কিন্তু তদ্রূপ কোন লেখ্যতে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না থাকিলেও যদি কোন আদালতে কি কার্য্যালয়ে ভ্রম কি অনবধানতাক্রমে গ্রাহ্য কি অর্পণ কি ব্যবহার করা যায়, তবে কর্তৃত্বকারী জজ কিম্বা বিষয়বিশেষে কার্য্যালয়ের প্রধান কার্য্যকারক কিম্বা হাইকোর্ট হইলে ঐ কোর্টের কোন জজ বিহিত বোধ করিলে আপনার আদেশানুসারে ষ্ট্যাম্প করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐ লেখ্যে তদ্রূপ ষ্ট্যাম্প দেওয়া গেলে প্রথমেই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প থাকার ন্যায় তৎসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

সংশোধিত লেখ্যের কথা।

২৯ ধারা। কেবল ভ্রম সংশোধনার্থে ও উভয় পক্ষের প্রকৃত অভিপ্রায় অনুযায়ী করণার্থে উক্ত কোন লেখ্য সংশোধন করা গেলে, তাহাতে নূতন ষ্ট্যাম্প দিবার প্রয়োজন নাই।

ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিবার কথা।

৩০ ধারা। যে লেখ্য এই আইনমতে ষ্ট্যাম্প করা প্রয়োজন তাহার ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করা না গেলে, ঐ লেখ্য কোন আদালতে কি কার্য্যালয়ে মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে অর্পণ করা যাইবে না ও তদনুসারে কোন কার্য্য হইবে না।

আদালত কিম্বা কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারক সময়ে২ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি তদ্রূপ লেখ্য পাইলেই ঐ ষ্ট্যাম্পের মূল্য নির্দ্দেশের কথা রাখিয়া ছেনী দ্বারা মস্তকাদির প্রতিকৃতি কাটিয়া ঐ ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিবেন। যে ভাগ কাটিয়া লওয়া যায় তাহা পোড়াইয়া কি অন্য প্রকারে নষ্ট করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

ফৌজদারী আদালতে যে প্রার্থনাপত্র দেওয়া যায় তাহার রসুম প্রতিদান করিবার কথা।

৩১ ধারা। (১) যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্ম্মকারক পরওয়ানা ভিন্ন ধৃত করিতে পারে, কোন প্রার্থনাপত্রে কি দরখাস্তে তদ্ভিন্ন কোন অপরাধের অভিযোগ কি নালিশ লিখিত হইয়া ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করা গেলে, ঐ আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ড নিরূপণ করেন, তদ্ভিন্ন ঐ

প্রার্থনাপত্রে কি দরখাস্তে বাদির যত রসুম লাগিয়াছে অপরাধির তাহাও দিবার আজ্ঞা দিবেন।

(২) ১৮ ধারার লিখিত স্থলে পরীক্ষার নিমিত্তে বাদির রসুম দিতে হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন, তদ্ভিন্ন অপরাধির সেই রসুমও দিবার আজ্ঞা করিবেন।

(৩) এই ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের উল্লিখিত অন্যতর স্থলে যদি বাদী পরওয়ানা জারী করিবার রসুম দিয়া থাকেন, তবে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তদ্ভিন্ন বাদির সেই রসুম ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

(৪) এই ধারামত যে সকল রসুম ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা হয় তাহা আদালতের অবধারিত অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩০৮, ৩০৯, ৩৭১, ৩৭৩ ধারা সংশোধন হইবার কথা।

৩২ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের ৩০৮ ও ৩০৯ ধারামতে ষ্ট্যাম্পের মাসুল” ও ষ্ট্যাম্পের” এই২ কথার পরিবর্ত্তে “আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইনমত রসুম বলিয়া” এই কথা থাকার ন্যায়, এবং ঐ আইনের ৩৭১ ধারায় “যে মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজ’ এই যে শব্দ আছে, তৎপরিবর্ত্তে “রসুম দেওয়া গেলে” এই কথা থাকার ন্যায়, এবং ঐ আইনের ৩৭৩ ধারায় “আপীল যে মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে” ইত্যাদি যে কথা আছে তৎপরিবর্ত্তে ‘ আপীলের যত রসুম লাগে ঐ দরখাস্তের তত লাগিবে” এই কথা থাকার ন্যায়, এবং “ষ্ট্যাম্পের নিমিত্তে” এই কথার পরিবর্ত্তে “রসুম” শব্দ থাকার ন্যায় ঐ ঐ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

এবং ভারতবর্ষীয় ইন্‌কম টাক্সের আইনের ২০ ধারায় “উক্ত ষ্ট্যাম্পের মূল্য” এই কথার পরিবর্ত্তে “দরখাস্তের রসুম” এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

যাহার উপযুক্ত রসুম দেওয়া যায় নাই, ফৌজদারী মোকদ্দমায় এমত নিদর্শনপত্র গ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৩ ধারা। কোন লেখ্যের উপযুক্ত রসুম না দেওয়া গেলেও ন্যায় বিচারের ত্রুটি নিবারণার্থে সেই লেখ্য অর্পণ করা কি দর্শান আবশ্যক, ফৌজদারী আদালতের প্রধান বিচারপতির এমত বিবেচনা হইলে ৪ কি ৬ ধারার কোন কথাক্রমে তাহার অর্পণ করা কি দর্শান নিষিদ্ধ জ্ঞান হইবে না।

ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিবার বিধি।

৩৪ ধারা। সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনের ৩৮ ধারার ষ্ট্যাম্পের মাসুলবিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৬৭ সালের ২৩ আইনের

কথার পরিবর্তে "আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন" এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

রসুম ন্যূন কি ক্ষমা করিবার কথা।

৩৫ ধারা। এই আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসীলে যে রসুম অবধারিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে আপনি প্রকাশ করিয়া ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত কি কোন কোন স্থানে সেই রসুম কিম্বা তাহার কোন অংশ ন্যূন কি ক্ষমা করিতে পারিবেন।

এবং তদ্রূপে ঐ আজ্ঞা রহিত কি মতান্তর করিতেও পারিবেন।

হাইকোর্টের কোন কোন কর্ম্মকারকের রসুম রক্ষা করণের কথা।

৩৬ ধারা। ফোর্ট উইলিয়মের হাইকোর্টের আডবোকেট জেনেরলকে যে কমিসান দিতে হয় এবং ঐ কোর্টের কোন কার্য্যকারকের প্রতি অবধারিত বেতনের অতিরিক্ত যে সকল রসুম লইবার অনুমতি আছে, তাহার প্রতি এই আইনের ২ ও ৫ অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

——)•(——

১ তফসীল।

নম্বর।	মূল্যানুযায়ি রসুম।	উপযুক্ত রসুম।
১। এই আইনের ৩ ধারায় * উল্লিখিত আবেদনপত্র কি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্র ভিন্ন যে আবেদনপত্র কি আপীলের যে মর্ম্মাত্মক পত্র দেওয়ানী কি রাজস্বসংক্রান্ত কোন আদালতে উপস্থিত করা যায় ও এই আইনে যাহার প্রকারান্তরের বিধান হয় নাই তাহা।	বিবাদীয় টাকা কি বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য ৫ টাকার অধিক না হইলে ...	টাকা ।৵০
	ঐ টাকা কি মূল্য ৫ টাকার অধিক হইলে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত, ৫ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি ৫ টাকার কি তাহার ন্যূনাংশের..	।৵০
	ঐ টাকা কি মূল্য ১০০ টাকার অধিক হইলে ১০০০টাকা পর্য্যন্ত ১০০টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি দশটাকার কি তাহার ন্যূনাংশের...	৸০
	ঐ টাকা কি মূল্য ১০০০ টাকার অধিক হইলে ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত ১০০০ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতিশতের কি তাহার ন্যূনাংশের .	৫
	ঐ টাকা কি মূল্য ৫০০০ টাকার অধিক হইলে ১০,০০০টাকা পর্য্যন্ত, ৫০০০টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি আড়াই শতের কি তাহার ন্যূনাংশের	১০
	ঐ টাকা কি মূল্য ১০,০০০ টাকার অধিক হইলে ২০,০০০টাকা পর্য্যন্ত, ১০,০০০ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি পাঁচ শতের কি তাহার ন্যূনাংশের ...	১৫
	ঐ টাকা কি মূল্য ২০,০০০ টাকার অধিক হইলে ৩০,০০০টাকা পর্য্যন্ত, ২০,০০০ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি সহস্রের কি তাহার ন্যূনাংশের ...	২০
	ঐ টাকা কি মূল্য ৩০,০০০ টাকার অধিক হইলে ৫০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত, ৩০,০০০ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি দুই সহস্রের কি তাহার ন্যূনাংশের ...	২০
	ঐ টাকা কি মূল্য ৫০,০০০টাকার অধিক হইলে ৫০,০০০ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি পাঁচ সহস্রের কি তাহার ন্যূনাংশের ...	২৫
	কিন্তু আবেদনপত্রের কি আপীলের	

* মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে কত রসুম লাগিবে ইহা নির্ণয় করণার্থ এই তপসীল সংযুক্ত টেবিল দেখ।

নম্বর।	মূল্যানুযায়ি রসুম।	উপযুক্ত রসুম।
	মর্ম্মাত্মকপত্রের উপর ৩০০০ টাকার অধিক রসুম লওয়া যাইতে পারিবে না।	
২। (মোকদ্দমার মিয়াদ নিরূপণার্থে) ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা মতে অধিকার পাইবার মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্র। ৩। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী আইনের ৫৩ ধারামত দরখাস্ত।	... .	পূর্ব্বোক্তমত যত রসুম ধার্য্য হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক।
৪। ডিক্রীর তারিখ অবধি নবতিতম দিনের কি তৎপরে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনা হইলে,	. .. .	আবেদন পত্রের কিম্বা আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের উপর যত রসুম লাগে তত।
৫। ডিক্রীর তারিখ অবধি নবতিতম দিনের পূর্ব্বে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনাপত্র।	. ...	আবেদন পত্রের কিম্বা আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের উপর যত রসুম লাগে তাহার অর্দ্ধেক।

নম্বর।	মূল্যানুযায়ি রসুম	উপযুক্ত রসুম।
৬। যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা ডিক্রী ও ডিক্রীর তুল্য বলবৎ নহে তাহার প্রতিলিপি কি অনুবাদ	হাইকোর্ট ভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত আদালতের বা কার্য্যালয়ের কর্ত্তৃত্বকারি কার্য্যকারক কিম্বা বিচারক কি কার্য্য সম্পাদক অন্য কর্ত্তৃপক্ষের সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইলে,—	
	(ক) বিবাদীয় টাকা কি দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকা কি তাহার ন্যূন হইলে ...	।০
	(খ) ঐ টাকা কি মূল্য ৫০ টাকার অধিক হইলে ...	॥০
	হাইকোর্টের সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইলে ...	১
৭। ডিক্রীর কিম্বা তত্তুল্য বলবৎ আজ্ঞার প্রতিলিপি।	ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হাইকোর্ট ভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতের কি রাজস্ব সংক্রান্ত কোন আদালতের হইলে ...	
	(ক) ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা যে মোকদ্দমায় করা যায়, তদ্ঘটিত বিবাদীয় টাকা কি দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকা কি তাহার ন্যূন হইলে ...	॥০
	(খ) ঐ টাকা কি মূল্য ৫০ টাকার অধিক হইলে ...	১
	হাইকোর্টের ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হইলে ...	৪
৮। সাধারণ ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইন মতে যে লেখ্যের উপর ইষ্টাম্পের মাসুল লাগে মোকদ্দমার কি মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্যের কোন পক্ষ সেই মূলপত্র লইয়া তৎস্থানে প্রতিলিপি রাখিলে ঐ প্রতিলিপি।	(ক) মূলপত্রের উপর আট আনার অধিক ইষ্টাম্পের মাসুল না লাগিলে	মূল পত্রে যত লাগে তত
	(খ) অন্য স্থলে ...	॥০

নম্বর।	মূল্যানুযায়ী।	উৎ বুক্ত রসুম।
৯। এই আইনে রাজস্ব কি আদালত সংক্রান্ত মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্যের কি আজ্ঞার যে প্রতিলিপির বিধানান্তর হয় নাই সেই প্রতিলিপি। কিম্বা কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসংক্রান্ত আদালত কি কার্য্যালয় হইতে কিম্বা দেশ খণ্ডের কার্য্য সম্পাদনাধিকারি কোন প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যালয় হইতে গৃহীত কোন হিসাব, বর্ণনাপত্র, রিপোর্ট প্রভৃতির প্রতিলিপি।	৩২০ শব্দ প্রতি কিম্বা ৩২০ শব্দের ন্যূনাংশের প্রতি ..	॥০
১০। বঙ্গ-দেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসীডেন্সির বালকাদির ও তদীয় সম্পত্তির রক্ষা করিবার সুবিধান করণার্থ ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে কিম্বা বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বালকাদির ও তদীয় সম্পত্তির রক্ষা করিবার সুবিধান করণার্থ ১৮৬৪ সালের ২০ আইনমতে দ্রব্য নিরূপণাধিকারি-	যে টাকার কি সম্পত্তির বিষয়ে ঐ সংশিতপত্র দেওয়া যায় তাহা কি তাহার মূল্য ৫০০ টাকার অধিক না হইলে, ঐ টাকা কি মূল্য ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে ১০০০ টাকার উদ্ধ প্রতি শত এর কি তাহার ন্যূনাংশের ..	১০

নম্বর।	মূল্যানুযায়ী।	উপযুক্ত রসুম।
ত্তের যে সংশিতপত্র দেওয়া যায় তাহা।		
১১। চরম পত্র সংযুক্ত কি তদ্ভিন্ন চরম পত্রের প্রামাণিকপত্র কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব পত্র।	যে টাকার কি সম্পত্তির নিমিত্তে উক্ত প্রামাণিক কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব কি সংশিতপত্র দেওয়া যায় সেই টাকা কি সেই সম্পত্তির মূল্য ১০০০ টাকার অধিক হইলে ...	ঐ টাকার কি মূল্যের উপর শতকরা ২টা
১২। উত্তরাধিকারত্বের গতিকে পাওনা টাকা আদায় করা সুগম করণের ও মৃত ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত লোকদিগকে যাহারা আপন আপন কর্জ্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহারদের বেঝুকি হওনার্থ ১৮৬০ সালের ২৭ আইন মতে কিম্বা আদালত কর্ত্তৃক উত্তরাধিকারিদের ও চরমপত্র সাধকের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের স্বীকৃত হওযার ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের ও ধনাধ্যক্ষদের নিযুক্ত হওযার বিধান করণার্থ বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ৮ আইন মতে যে সংশিতপত্র দেওয়া যা' তাহা।	যে টাকার কি সম্পত্তির নিমিত্তে উক্ত প্রামাণিক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব কি সংশিতপত্র দেওয়া যায় সেই টাকা কি সেই সম্পত্তির মূল্য ১০০০ টাকার অধিক হইলে	ঐ টাকার কি মূল্যের উপর শত করা ২ টাকা।

নম্বর।	মূল্যানুযায়ী রসুম।	উপযুক্ত রসুম।
	মন্তব্য।—তদ্রূপ সংশিত পত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তিনি কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ঐ সংশিতপত্রক্রমে যে সকল টাকা আদায় কি সংগ্রহ করেন, ঐ সংশিতপত্র পাইবার তারিখ অবধি দ্বাদশ মাস গত হইলে পর ও তৎপশ্চাৎ ঐ সংশিত পত্র দাতা আদালত যে সময়ে আজ্ঞা করেন সেই সময়ে শপথক্রমে ঐ সকল টাকার বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন। ঐ সংশিতপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল তিনি শপথক্রমে ঋণের যত টাকা কি অন্য সম্পত্তির যত মূল্য ব্যক্ত করিলেন তদধিক টাকা সংগৃহীত কি আদায় হইলে, আদালত সেই পত্র ব্যর্থকরিয়া তাহাকে নূতন সংশিতপত্র ব্যর্থ করিয়া তাহাকে নূতন সংশিতপত্র লইয়া এই তফসীল অনুসারে অধিক যত রসুম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা না গেলে আদালত সেই সংশিতপত্র ব্যর্থ করিতে পারিবেন।	

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে মূল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে তাহার হিসাব করিবার টেবিল।

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে।	ও যাহার অনধিক হইলে	রসুম টাকা
…	৫	।৵০
৫	১০	৸০
১০	১৫	১৵০
১৫	২০	১॥০
২০	২৫	১৸৵০
২৫	৩০	২ ০
৩০	৩৫	২॥৵০
৩৫	৪০	৩
৪০	৪৫	৩।৵০
৪৫	৫০	৩৸০
৫০	৫৫	৪৵০
৫৫	৬০	৪॥০
৬০	৬৫	৪৸৵০
৬৫	৭০	৫ ০
৭০	৭৫	৫॥৵০
৭৫	৮০	৬
৮০	৮৫	৬ ৵০
৮৫	৯০	৬৸০
৯০	৯৫	৭৵০
৯৫	১০০	৭॥০
১০০	১১০	৮ ০
১১০	১২০	৯
১২০	১৩০	৯৸০
১৩০	১৪০	১০॥০
১৪০	১৫০	১১।০
১৫০	১৬০	১২
১৬০	১৭০	১২৸০
১৭০	১৮০	১৩।০
১৮০	১৯০	১৪।০
১৯০	২০০	১৫
২০০	২১০	১৫৸০
২১০	২২০	১৬॥০
২২০	২৩০	১৭।০
২৩০	২৪০	১৮
২৪০	২৫০	১৮৸০
২৫০	২৬০	১৯॥০
২৬০	২৭০	২০।০
২৭০	২৮০	২১
২৮০	২৯০	২১৸০
২৯০	৩০০	২২॥০
৩০০	৩১০	২৩ ০
৩১০	৩২০	২৪
৩২০	৩৩০	২৪৸০
৩৩০	৩৪০	২৫॥০
৩৪০	৩৫০	২৬।০
৩৫০	৩৬০	২৭
৩৬০	৩৭০	২৭৸০
৩৭০	৩৮০	২৮॥০
৩৮০	৩৯০	২৯।০
৩৯০	৪০০	৩০
৪০০	৪১০	৩০৸০
৪১০	৪২০	৩১॥০
৪২০	৪৩০	৩২।০
৪৩০	৪৪০	৩৩
৪৪০	৪৫০	৩৩৸০
৪৫০	৪৬০	৩৪॥০
৪৬০	৪৭০	৩৫।০
৪৭০	৪৮০	৩৬
৪৮০	৪৯০	৩৬৸০
৪৯০	৫০০	৩৭॥০
৫০০	৫১০	৩৮।০
৫১০	৫২০	৩৯

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তুল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে তাহার হিসাব করিবার টেবিল।

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	রসুম টাকা।
৫২০	৫৩০	৩৯৸০
৫৩০	৫৪০	৪০॥০
৫৪০	৫৫০	৪১।০
৫৫০	৫৬০	৪২
৫৬০	৫৭০	৪২৸০
৫৭০	৫৮০	৪৭॥০
৫৮০	৫৯০	৪৪।০
৫৯০	৬০০	৪৫
৬০০	৬১০	৪৫৸০
৬১০	৬২০	৪৬॥০
৬২০	৬৩০	৪৭।০
৬৩০	৬৪০	৪৮
৬৪০	৬৫০	৪৮৸০
৬৫০	৬৬০	৪৯॥০
৬৬০	৬৭০	৫০।০
৬৭০	৬৮০	৫১
৬৮০	৬৯০	৫১৸০
৬৯০	৭০০	৫২॥০
৭০০	৭১০	৫৩।০
৭১০	৭২০	৫৪
৭২০	৭৩০	৫৪৸০
৭৩০	৭৪০	৫৫॥০
৭৪০	৭৫০	৫৬।০
৭৫০	৭৬০	৫৭
৭৬০	৭৭০	৫৭৸০
৭৭০	৭৮০	৫৮॥০
৭৮০	৭৯০	৫৯।০
৭৯০	৮০০	৬০
৮০০	৮১০	৬০৸০
৮১০	৮২০	৬১॥০
৮২০	৮৩০	৬২।০
৮৩০	৮৪০	৬৩

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	রসুম টাকা।
৮৪০	৮৫০	৬৩৸০
৮৫০	৮৬০	৬৪॥০
৮৬০	৮৭০	৬৫।০
৮৭০	৮৮০	৬৬
৮৮০	৮৯০	৬৬৸০
৮৯০	৯০০	৬৭॥০
৯০০	৯১০	৬৮।০
৯১০	৯২০	৬৯
৯২০	৯৩০	৭৯৸০
৯৩০	৯৪০	৭০॥০
৯৪০	৯৫০	৭১।০
৯৫০	৯৬০	৭২
৯৬০	৯৭০	৭২৸০
৯৭০	৯৮০	৭৩॥০
৯৮০	৯৯০	৭৪।০
৯৯০	১০০০	৭৫
১০০০	১১০০	৮০
১১০০	১২০০	৮৫
১২০০	১৩০০	৯০
১৩০০	১৪০০	৯৫
১৪০০	১৫০০	১০০
১৫০০	১৬০০	১০৫
১৬০০	১৭০০	১১০
১৭০০	১৮০০	১১৫
১৮০০	১৯০০	১২০
১৯০০	২০০০	১২৫
২০০০	২১০০	১৩০
২১০০	২২০০	১৩৫
২২০০	২৩০০	১৪০
২৩০০	২৪০০	১৪৫
২৪০০	২৫০০	১৫০
২৫০০	২৬০০	১৫৫

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে মূল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে তাহার হিসাব করিবার টেবিল।

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	রসুম টাকা।
২৬০০	২৭০০	১৬০
২৭০০	২৮০০	১৬৫
২৮০০	২৯০০	১৭০
২৯০০	৩০০০	১৭৫
৩০০০	৩১০০	১৮০
৩১০০	৩২০০	১৮৫
৩২০০	৩৩০০	১৯০
৩৩০০	৩৪০০	১৯৫
৩৪০০	৩৫০০	২০০
৩৫০০	৩৬০০	২০৫
৩৬০০	৩৭০০	২১০
৩৭০০	৩৮০০	২১৫
৩৮০০	৩৯০০	২২০
৩৯০০	৪০০০	২২৫
৪০০০	৪১০০	২৩০
৪১০০	৪২০০	২৩৫
৪২০০	৪৩০০	২৪০
৪৩০০	৪৪০০	২৪৫
৪৪০০	৪৫০০	২৫০
৪৫০০	৪৬০০	২৫৫
৪৬০০	৪৭০০	২৬০
৪৭০০	৪৮০০	২৬৫
৪৮০০	৪৯০০	২৭০
৪৯০০	৫০০০	২৭৫
৫০০০	৫২৫০	২৮৫
৫২৫০	৫৫০০	২৯৫
৫৫০০	৫৭৫০	৩০৫
৫৭৫০	৬০০০	৩১৫
৬০০০	৬২৫০	৩২৫
৬২৫০	৬৫০০	৩৩৫
৬৫০০	৬৭৫০	৩৪৫
৬৭৫০	৭০০০	৩৫৫
৭০০০	৭২৫০	৩৬৫
৭২৫০	৭৫০০	৩৭৫
৭৫০০	৭৭৫০	৩৮৫
৭৭৫০	৮০০০	৩৯৫
৮০০০	৮২৫০	৪০৫
৮২৫০	৮৫০০	৪১৫
৮৫০০	৮৭৫০	৪২৫
৮৭৫০	৯০০০	৪৩৫
৯০০০	৯২৫০	৪৪৫
৯২৫০	৯৫০০	৪৫৫
৯৫০০	৯৭৫০	৪৬৫
৯৭৫০	১০০০০	৪৭৫
১০০০০	১০৫০০	৪৯০
১০৫০০	১১০০০	৫০৫
১১০০০	১১৫০০	৫২০
১১৫০০	১২০০০	৫৩৫
১২০০০	১২৫০০	৫৫০
১২৫০০	১৩০০০	৫৬৫
১৩০০০	১৩৫০০	৫৮০
১৩৫০০	১৪০০০	৫৯৫
১৪০০০	১৪৫০০	৬১০
১৪৫০০	১৫০০০	৬২৫
১৫০০০	১৫৫০০	৬৪০
১৫৫০০	১৬০০০	৬৫৫
১৬০০০	১৬৫০০	৬৭০
১৬৫০০	১৭০০০	৬৮৫
১৭০০০	১৭৫০০	৭০০
১৭৫০০	১৮০০০	৭১৫
১৮০০০	১৮৫০০	৭৩০
১৮৫০০	১৯০০০	৭৪৫
১৯০০০	১৯৫০০	৭৬০
১৯৫০০	২০০০০	৭৭৫

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে মূল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে তাহার হিসাব করিবার টেবিল।

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	রসুম টাকা।
২০০০০	২১০০০	৭৯৫
২১০০০	২২০০০	৮১৫
২২০০০	২৩০০০	৮৩৫
২৩০০০	২৪০০০	৮৫৫
২৪০০০	২৫০০০	৮৭৫
২৫০০০	২৬০০০	৮৯৫
২৬০০০	২৭০০০	৯১৫
২৭০০০	২৮০০০	৯৩৫
২৮০০০	২৯০০০	৯৫৫
২৯০০০	৩০০০০	৯৭৫
৩০০০০	৩২০০০	৯৯৫
৩২০০০	৩৪০০০	১০১৫
৩৪০০০	৩৬০০০	১০৩৫
৩৬০০০	৩৮০০০	১০৫৫
৩৮০০০	৪০০০০	১০৭৫
৪০০০০	৪২০০০	১০৯৫
৪২০০০	৪৪০০০	১১১৫
৪৪০০০	৪৬০০০	১১৩৫
৪৬০০০	৪৮০০০	১১৫৫
৪৮০০০	৫০০০০	১১৭৫
৫০০০০	৫৫০০০	১২০০
৫৫০০০	৬০০০০	১২২৫
৬০০০০	৬৫০০০	১২৫০
৬৫০০০	৭০০০০	১২৭৫
৭০০০০	৭৫০০০	১৩০০
৭৫০০০	৮০০০০	১৩২৫
৮০০০০	৮৫০০০	১৩৫০
৮৫০০০	৯০০০০	১৩৭৫
৯০০০০	৯৫০০০	১৪০০
৯৫০০০	১০০০০০	১৪২৫
১০০০০০	১০৫০০০	১৪৫০
১০৫০০০	১১০০০০	১৪৭৫
১১০০০০	১১৫০০০	১৫০০
১১৫০০০	১২০০০০	১৫২৫
১২০০০০	১২৫০০০	১৫৫০
১২৫০০০	১৩০০০০	১৫৭৫
১৩০০০০	১৩৫০০০	১৬০০
১৩৫০০০	১৪০০০০	১৬২৫
১৪০০০০	১৪৫০০০	১৬৫০
১৪৫০০০	১৫০০০০	১৬৭৫
১৫০০০০	১৫৫০০০	১৭০০
১৫৫০০০	১৬০০০০	১৭২৫
১৬০০০০	১৬৫০০০	১৭৫০
১৬৫০০০	১৭০০০০	১৭৭৫
১৭০০০০	১৭৫০০০	১৮০০
১৭৫০০০	১৮০০০০	১৮২৫
১৮০০০০	১৮৫০০০	১৮৫০
১৮৫০০০	১৯০০০০	১৮৭৫
১৯০০০০	১৯৫০০০	১৯০০
১৯৫০০০	২০০০০০	১৯২৫
২০০০০০	২০৫০০০	১৯৫০
২০৫০০০	২১০০০০	১৯৭৫
২১০০০০	২১৫০০০	২০০০
২১৫০০০	২২০০০০	২০২৫
২২০০০০	২২৫০০০	২০৫০
২২৫০০০	২৩০০০০	২০৭৫
২৩০০০০	২৩৫০০০	২১০০
২৩৫০০০	২৪০০০০	২১২৫
২৪০০০০	২৪৫০০০	২১৫০
২৪৫০০০	২৫০০০০	২১৭৫
২৫০০০০	২৫৫০০০	২২০০
২৫৫০০০	২৬০০০০	২২২৫
২৬০০০০	২৬৫০০০	২২৫০
২৬৫০০০	২৭০০০০	২২৭৫

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে মূল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে তাহার হিসাব করিবার টেবিল।

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	যত রসুম লাগে।
২৭০০০০	২৭৫০০০	২৩০০
২৭৫০০০	২৮০০০০	২৩২৫
২৮০০০০	২৮৫০০০	২৩৫০
২৮৫০০০	২৯০০০০	২৩৭৫
২৯০০০০	২৯৫০০০	২৪০০
২৯৫০০০	৩০০০০০	২৪২৫
৩০০০০০	৩০৫০০০	২৪৫০
৩০৫০০০	৩১০০০০	২৪৭৫
৩১০০০০	৩১৫০০০	২৫০০
৩১৫০০০	৩২০০০০	২৫২৫
৩২০০০০	৩২৫০০০	২৫৫০
৩২৫০০০	৩৩০০০০	২৫৭৫
৩৩০০০০	৩৩৫০০০	২৬০০
৩৩৫০০০	৩৪০০০০	২৬২৫
৩৪০০০০	৩৪৫০০০	২৬৫০
৩৪৫০০০	৩৫০০০০	২৬৭৫
৩৫০০০০	৩৫৫০০০	২৭০০
৩৫৫০০০	৩৬০০০০	২৭২৫
৩৬০০০০	৩৬৫০০০	২৭৫০
৩৬৫০০০	৩৭০০০০	২৭৭৫
৩৭০০০০	৩৭৫০০০	২৮০০
৩৭৫০০০	৩৮০০০০	২৮২৫
৩৮০০০০	৩৮৫০০০	২৮৫০
৩৮৫০০০	৩৯০০০০	২৮৭৫
৩৯০০০০	৩৯৫০০০	২৯০০
৩৯৫০০০	৪০০০০০	২৯২৫
৪০০০০০	৪০৫০০০	২৯৫০
৪০৫০০০	৪১০০০০	২৯৭৫
৪১০০০০	ইত্যাদি	৩০০০

২য় তফসিল।

অবধারিত রসুম।

নম্বর।	অবধারিত রসুম।	উপযুক্ত রসুম
		টাকা
১। প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত।	(ক) গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যে ব্যক্তির ব্যাপার থাকে তিনিকষ্টম কি আবকারি কর্ম্ম বিভাগের কার্য্যকারককে কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটকে দিলেও সেই প্রার্থনাপত্রের মর্ম্ম কেবল সেই ব্যাপার লইয়া হইলে,	এক আনা
	কিম্বা যে ব্যক্তি নিজ গবর্ণমেণ্টের সহিত নিয়ম করিয়া মিয়াদী বন্দোবস্তমতে ভূমি ভোগ করে, সে ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কোন কর্ত্তৃপক্ষকে প্রার্থনাপত্র দিলে, ও ঐ প্রার্থনাপত্রের কি দরখাস্তের মর্ম্ম কেবল ঐ নিয়মের বিষয়ে হইলে,	ঐ
	কিম্বা কোন স্থানের পারিপাট্য কি সৌষ্টব করণার্থ যে আইন যৎকালে প্রচলিত হয়, এমত কোন আইনক্রমে যিনি মিউনিসিপাল কমিশনর হন তাঁহাকে ঐ প্রার্থণাপত্র কি দরখাস্ত দেওয়া গেলে ও সেই প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত কেবল সেই পারিপাট্য কি সৌষ্টবকার্য্য সম্পর্কীয় হইলে.	ঐ
	কিম্বা যে মোকদ্দমায় বিবাদীয় টাকা কি বিষয়ের মূল্য পঞ্চাশ টাকার ন্যূন হয় এমত মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঐ দরখাস্ত মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন, প্রধান দেওয়ানী আদালত ভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে কিম্বা ১৮৫৯সালের ৩ আইন মতে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালত ঐরূপ সৈন্যাবাস স্থানের যে মাজিষ্ট্রেট উপবিষ্ট হন তাঁহাকে, কিম্বা ১৮৬৫	

নম্বর।	অবধারিত রসুম।	উপযুক্ত রসুম
		টাকা
	সালের ১১ আইন কিম্বা ১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের ২০ ধারামতে সংস্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবকে কি রাজস্বসংক্রান্ত অন্য কর্ত্তৃপক্ষ কে দেওয়া গেলে	এক আনা
	কিম্বা কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসংক্রান্ত আদালতের কি বোর্ডের কি কার্য্যসম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষের কোন নিষ্পত্তির কি ডিক্রীর কি আজ্ঞার কিম্বা ঐ আদালতের কি কার্য্যালয়ের কাগজ পত্রের অন্তর্গত অন্য লেখ্যের প্রতিলিপি কি অনুবাদ পাইবার নিমিত্ত ঐ দরখাস্ত উক্ত কোন আদালতে কি বোর্ডে কি কার্য্যকারককে দেওয়া গেলে, ...	ঐ
১। প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত।	(খ) পোলিসের কর্ম্মকারকেরা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে যে অপরাধ হেতুক পরওয়ানা বিনা ধৃত করিতে পারে, ঐ দরখাস্তে তদ্ভিন্ন কোন অপরাধের আবেদন কি অভিযোগ লেখা থাকিলেও তাহা কোন ফৌজদারী আদালতে দেওয়া গেলে, ...	আট আনা
	কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসংক্রান্ত আদালতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবকে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের তুল্য কি ন্যূন ক্ষমতাপন্ন রাজস্বসংক্রান্ত অন্য কার্য্যকারককে কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্যসম্পাদকতা পদ সম্পর্কে তাঁহাকে দেওয়া গেলে, ও এই আইনে তাহার বিধানান্তর না হইলে,	ঐ
	কিম্বা আদালতে রাজস্ব কি খাজানা গচ্ছিত করণার্থ, ...	ঐ
	কিম্বা ভূম্যধিকারী প্রজাকে ক্ষতিপূরণের যত টাকা দিবেন আদালতকর্ত্তৃক তাহার নির্ণয় করণার্থ, ...	ঐ

নম্বর।	অবধারিত রসুম।	উপযুক্ত রসুম
		টাকা।
	(গ) প্রধান কমিশ্যনর সাহেবকে, কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যেরতত্ত্ববিধায়ক প্রধান অন্য কর্তৃপক্ষকে কি কার্য্যসম্পাদক কর্তৃপক্ষকে কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত কি দায়ের সায়েরী কমিস্যনর সাহেবকে কিম্বা দেশ খণ্ডের কর্ম্মসম্পাদনাধিকারী কোন প্রধান কর্তৃপক্ষকে দেওয়া গেলে ও এই আইনে বিধানান্তর না হইলে,	এক টাকা
	(ঘ) হাইকোর্টে উপস্থিত করা গেলে	দুই টাকা
২। পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র	... ...	আট আনা
৩। পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র	(ক) জিলা আদালতে দেওয়া গেলে	এক টাকা
	(খ) কমিস্যনর সাহেবকে কিম্বা হাই কোর্টের দেওয়া গেলে ...	দুই টাকা
৪। বর্ত্তমান অধিকার বলবৎ রাখিবার, কিম্বা আইনের ধারাক্রমে না হইয়া যে ব্যক্তি প্রকারান্তরে অধিকারচ্যুত হইয়াছে তাহার অধিকার প্রদানার্থ কোন মোকদ্দমায় মামলৎদারদের আদালতের প্রতি বিচারাধিপত্য দানার্থ ১৮৩৮সালের ১৬ আইন কিম্বা বোম্বাইয়ের ১৮৬৪ সালের ৫ আইনমতে অধিকার প্রাপণার্থ		

নম্বর।	অবধারিত রসুম।	উপযুক্ত রসুম
মোকদ্দমায় আবেদন পত্র কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র	... ...	টাকা আট আনা
৫। ভোগ স্বত্ব স্থাপন কি অপ্রমাণ করিবার মোকদ্দমায আবেদনপত্রকি আ-পীলের মর্ম্মাত্মকপত্র	.. ..	ঐ
দর্শন" প্রতিভূর নিবন্ধনপত্র কিম্বা এই আইনেতে নিবন্ধ সূচক অন্য যে নিদ-র্শনপত্রের প্রকারা-ন্তরের বিধান হয় নাই, তাহা কোন আদালতের কিম্বা রাজকার্য্য সম্পাদক কর্তৃপক্ষের আদেশ মত দেওয়া গেলে	.. ..	ঐ
৭। বিবাহবন্ধন বিলোপনার্থ ভারত-বর্ষীয় আইনের ৪৯ ধারামতে কার্য্যে প্র-বর্ত্তনের অঙ্গীকারপত্র	.. ..	ঐ
৮। ভারতবর্ষীয় ইনকমটাক্সের আই নত টাক্স বিষযে আ-পত্তি সূচক দরখাস্ত	. ...	ঐ
৯। ভারতবর্ষীয় ইনকম টাকসের আ ইনের ২১ ধারামতে আপীলের দরখাস্ত	... .	এক টাকা

নম্বর।	অবধারিত রসুম।	উপযুক্ত রসুম।
	কোনএকি মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত —	টাকা
১০। মোক্তারনামা কি ওকালৎনামা ..	(ক) হাইকোর্ট ভিন্ন কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে কিম্বা রাজস্ব-সংক্রান্ত কোন আদালতে কিম্বা কোন কালেক্টর কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কিম্বা এই নম্বরের (খ) ও (গ) প্রকরণে লিখিত কার্য্যকারক ভিন্ন রাজকার্য্য সম্পাদক অন্য কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে	আট আনা
	(খ) রাজস্বসংক্রান্ত কি চাঁদের সায়েরী কি কষ্টমের কমিশ্যনর সাহেবের কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান কি কার্য্য-সম্পাদনের কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন দেশশাসনের কার্য্য সম্পাদনাধিকারী কোন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করাগেলে	এক টাকা
	(গ) হাইকোর্টে কি প্রধান কমিশ্যন্যর সাহেবের কি রেবেনিউ বোর্ডের কি রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের তত্ত্ববিধায়ক কি কার্য্য সম্পাদক অন্য প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে	দুই টাকা
১১। আপীলের যে মর্ম্মাত্মক পত্র। আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিবার কি আজ্ঞার উপরকি ডিক্রীর কি তত্তুল্য বলবৎ আজ্ঞার উপরে ঐ আপীল না হইলে এবং	(ক) হাইকোর্ট ভিন্ন দেওয়ানী আদালতে কিম্বা হাইকোর্ট ভিন্ন কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান তত্ত্ববিধায়ক কি	

নম্বর।	অবধারিত রসুম।	উপযুক্ত রসুম।
		টাকা
	কার্য্যসম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষভিন্ন রাজস্ব সংক্রান্ত কোন আদালতে কিম্বা কার্য্যসম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে উপস্থিত করা গেলে	আট আনা।
	(খ) হাইকোর্টে কিম্বা প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান তত্ত্ববিধায়ক কি কার্য্য সম্পাদক অন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে উপস্থিত করা গেলে	দুই টাকা
১২। কেরিয়াট (অর্থাৎ চরমপত্রের প্রামাণিকপত্র প্রভৃতি না দিবার প্রার্থনাপত্র।)	... .	পাঁচ টাকা
১৩। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৬ ধারামতে কিম্বা বঙ্গীয় ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ৯ ধারামতে কিম্বা বঙ্গীয় ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৭ ধারামতে প্রার্থনাপত্র।	.. ..	ঐ
১৪। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী এদেশীয় ব্যক্তিদের বিবাহবন্ধন বিলোপ করণার্থ ১৮৬৬ সালের আইনমত মোকদ্দমায় যে দরখাস্ত হয় তাহা	... .	ঐ

নম্বর।	অবধারিত রসুম।				উপযুক্ত রসুম।
					টাকা
১৫। স্ত্রী পাইবার মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কিম্বা আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র	..	...	...	...	পাঁচ টাকা
১৬। দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব সম্পর্কীয় নিবন্ধপত্র।	...	...	...	...	আট আনা
১৭। নিম্ন লিখিত প্রত্যেক মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কিম্বা আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্র।	...	...	...	...	দশ টাকা
(১) পেটেণ্টপত্রদ্বারা স্থাপিত আদালতভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কোন আদালতের সরাসরী নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করণার্থ ..	...	...	...	...	দশ টাকা
(২) যে রেজিষ্টরী বহিতে রাজস্বদায়ী মহালের ভূম্যধিকারীদের নাম লেখা আছে তল্লিখিত কোন কথা পরিবর্ত্তন করণার্থ কি উঠাইয়া দেওনার্থ। ...	...	...	...	..	ঐ
(৩) নির্দ্দেশসূচক ডিক্রীজাত কোন উ-					

নম্বর।	অবধারিত রসুম।	উপযুক্ত রসুম।
		টাকা
পকার প্রার্থনা না হইয়া ঐ ডিক্রী প্রাপনার্থ ..	.. ..	দশ টাকা
(৪) ডিক্রী অন্যথা করণার্থ ..	.. ..	ঐ
(৫) পোষ্যপুত্র গ্রহণ কার্য্য অন্যথা করণার্থ ..	.. ..	ঐ
(৬) এবং অন্য যে সকল মোকদ্দমায় টাকা ধরিয়া বাদীয় বিষয়ের মূল্য নিরূপণ হইতে না পাবে ও এই আইনে যাহার বিধানান্তর হয় নাই তাহার ...	.. .. .	ঐ
১৮। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩২৬ ধারামত প্রার্থনাপত্র	.. ..	ঐ
১৯। ঐ আইনের ৩২৮ ধারামত নিম পত্র ...	.. . .	ঐ
২০। স্ত্রীসম্বন্ধ খণ্ডনার্থ ভারতবর্ষীয় আইনের ৪৪ ধারার মত দরখাস্ত ভিন্ন ঐ আইনমত কোন দরখাস্ত এবং ঐ আইনের ৫৫ ধারামতে		

নম্বর।	অবধারিত রসুম।	উপযুক্ত রসুম।
আপীলের মর্ম্মাত্মক-পত্র	.. ..	টাকা। বিশ টাকা
২১। পার্সীদের বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইনমত আবেদনপত্র কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র।	.. — .. .	ঐ

তৃতীয় তফসীল।

যে যে বিধান রহিত করা গেল

প্রথম ভাগ।

যে যে আইন সম্পূর্ণরূপে রহিত হইল তাহা।

সন ও নম্বর।	খ্যাত।
১৮৪৮ সা, ১৭ আ,	মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত জিলার মুন্সেফের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার রসুমের পরিবর্ত্তে ষ্টাম্পের মাসুল আদায় করণার্থ এবং স্থলবিশেষে আবেদনপত্রের উপর যে ইষ্টাম্পের মাসুল দেওয়া গিয়াছে তাহার প্রতিদানার্থ আইন।
১৮৬২ সা, ১০ আ,	ষ্টাম্পের মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।
১৮৬৩ সা, ১১ আ	দেওয়ানী পরওয়ানা দিবার ও সাধন করিবার নিমিত্ত পেয়াদাদের নিযুক্ত করিবার ও পারিশ্রমিক দিবার আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।
১৮৬৫ সা, ১৮ আ,	১৮৬২ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ষ্টাম্পের মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন)। সংশোধনার্থ আইন।
১৮৬৮ সা, ১৫ আ,	১৮৬৭ সালের হাইকোর্টের রসুমের আইন।
১৮৬৩ সা, বঙ্গীয় ৫ আইন	দেওয়ানী ও রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের পরওয়ানা দেওন ও জারী করণার্থ পেয়াদাদিগকে নিযুক্তকরণের ও তাহাদের মেহনতানা দেওনের আইন সংশোধনার্থ আইন।

দ্বিতীয় ভাগ।

যে যে আইনের অংশমাত্র রহিত হইল তাহার।

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল
১৮৫২ সা, ৫ আ,	ভারতবর্ষে বিবাহের বিষবি আইন এই নাম বিশিষ্ট শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পঞ্চদশ বৎসরের যে আক্ট পার্লিয়ামেণ্ট জারী হয় তাহার বিধি এই সফল করণের আইন	৯ ধারার "নিয়ম ষ্ট্যাম্প না হওয়া কাগজে এই কথা। ২৫ ধারা।
১৮৫২ সা, ৩৩ আ,	যে আদালতে ডিক্রী হয় সেই আদালতের এলাকার বাহিরের স্থানে ঐ ডিক্রী জারীর সুগম করণের আইন।	৯ ধারা।
১৮৫৯ সা, ৮ আ,	দেওয়ানী মোকদ্দমার যেং আদালত রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সেই আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইনের	২৮ ধারাগত "ফরিয়াদী সেই রাজীনামার" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা। ১১৮ ধারাগত "ষ্ট্যাম্প না হওয়া কাগজে" এই কথা ১১৯ ধারাগত "ও যে স্থলে দরখাস্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই স্থলে ঐ আদালতের নিকটে দরখাস্ত যে মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার বিধান আছে সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে ঐ আপীলের দরখাস্ত লিখিতে

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল
১৮৫৯ সা, ৮ আ,		হইবে," এই সকল কথা। ১২২ ধারাগত "আদালত সেই প্রকারের" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত। ১৬৪ ধারাগত ষ্ট্যাম্প না হওয়া কাগজে" এই কথা। ২৯৯ ধারাগত "আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে" এই কথা। ৩২৬ ধারাগত মোকদ্দমার আরজী লিখিবার যে মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সিকি মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে" এই কথা। ৩২৭ ধারাগত তৎকালের চলিত কোন আইনমতে যদি আদালতের নিকটে দরখাস্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয় তবে তাহা যে মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে" এই কথা।

সাল ও নম্বর ।	খ্যাতি ।	যে অংশ রহিত হইল
১৮৫৯ সা, ৮ আ,		৩২৮ ধারাগত মোকদ্দমাতে নালিশের আরজীর যে মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজ নির্দিষ্ট আছে ঐ একরার নামা সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে" এই কথা। ৩৬৮ ধারাগত "অর্থাৎ জিলার আদালতে আপীল হইলে এক টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে ও সদর আদালতে আপীল হইলে দুই টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে" এই কথা। ৩৩৭ ধারাগত "যদি দরখাস্ত" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।
১৮৫৯ সা, ১০ আ,	ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা দেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।	১৩ ধারাগত "সেই দরখাস্ত সাদাকাগজে লেখা যাইতে পারে ও ১২০ ধারাগত "তাহা সাদা কাগজে লিখিয়া দিতে পারিবে" এই কথা।

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল।
		১৯ ধারাগত 'শাদা কাগজে" এই কথা। আপীলের দরখাস্তের যত ষ্ট্যাম্প লাগিবে ১৫৬ ও ১৬১ ধারাগত এতদ্বিষয়ের কথা।
১৮৬১ সা, ২৩ আ,	ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৮ আইন (অর্থাৎ দেওয়ানী মোকদ্দমার যে যে আদালত রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই২ আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন) সংশোধন করিবার আইন।	১২ ধারার শেষ পদ।
১৮৬২ সা, ২০ আ,	বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর উপরিস্থ আদালতে রসুম ও ষ্ট্যাম্পের মাসুল আদায়ের বিধান করিবার ও উক্ত উপরিস্থ আদালতে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের কয়েক ধারা স্থগিত করিবার আইন।	হেতুবাদের প্রথমাবধি উক্ত নিয়ম প্রচলিত রাখা বিহিত এবং" পর্য্যন্ত সমস্ত কথা। ২ ধারা
১৮৬৩ সা, ১ আইন,	ব্রিটনীয় বর্ম্মা দেশের অন্তর্গত দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিপত্য নির্ণয় করণ ও ঐ আদালতের কার্য্য বিধান করণার্থ এবং উক্ত দেশে কোন২ আইন প্রচলিত করণের বিধান করণার্থ আইন	১৭ধারার শেষ পদ ২০ ধারাগত "ডেপুটী কমিশ্যনরের আদালতে আপীল হইলে এক টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে ও কমিস্যনরের কিম্বা প্রধান কমিসানরের আদালতে আপীল হইলে দুই টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প

সাল ও নম্বর।	খ্যাত।	যে অংশ রহিত হইল।
		কাগজে লিখিতে হইবে এবং" এই সকল কথা। ২৬ ধারা।
১৮৬৩ সা, ১০ আ,	ধর্ম্মার্থে দত্ত ভূম্যাদির তত্ত্বাবধারণ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের ত্যাগ করিবার ক্ষমতা দানার্থ আইন।	১৮ ধারাগত "সেই প্রার্থনাপত্র শাদাকাগজে লেখা যাইতে পারিবে এবং' মোকদ্দমা সমাপ্ত হলে যখন খরচার হিসাব করা যাইবে তখন প্রার্থনাপত্রে ষ্ট্যাম্পের যত মাসুল হইতে পারে তাহার হিসাব হইয়া মোকদ্দমার খরচা সঙ্গে লেখা যাইবে," এই কথা।
১৮৬৩ সা, ২১ আ,	ব্রিটিশীয় ব্রহ্মদেশান্তর্গত আক্যাব ও রাঙ্গুন ও মোলমিন নগরে রিকার্ডরদের আদালত করিবার ও উক্ত নগরে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত সংস্থাপন করিবার আইন।	৪৬ ধারা।
১৮৬৩ সা, ৩২ আ,	১৮৬২ সালের ২০ আইন (অর্থাৎ বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টে রস্তুম ও ষ্ট্যাম্পের মাসুল আদায়ের বিধান করিবার ও উক্ত হাই কোর্টে ১৮৫৯ সালের ৮আইনের কয়েক ধারা স্থগিত করিবার আইন) অধিককাল বলবৎ রাখিবার আইন।	রস্তুম ও ষ্ট্যাম্পের মাসুল সম্পর্কীয় সমস্ত কথা।

সাল ও নম্বর।	নাম।	যে অংশ রহিত হইল।
১৮৬৫ সা, ১০ আ,	ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারীত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন।	৩২৯ ধারা ও তফসীল।
১৮৬৫ সা, ১১ আ,	ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহক হাইকোর্টের সাধারণ প্রথম স্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপদের স্থানীয় সীমার বহির্ভূত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতবিষয়ক ব্যবস্থা সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন	৬৭ ধারাগত "১৮৬২ সালের ১০ আইনের (অর্থাৎ ষ্ট্যাম্পের মাসুল সংগ্রহও সংশোধন করণার্থ আইনের) ২৬ ধারাও" এই কথা।
১৮৬৫ সা, ১৫ আ,	পারসীদের বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন	৩৯ ধারা।
১৮৬৬ সা, ২০ আ,	১৮৬৬ সালের ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী আইন	৩২ ধারাগত 'যে স্থলে প্রার্থনাপত্রে আইন মতে ষ্ট্যাম্পলাগে সেই স্থলে তদ্রূপ মোকদ্দমার নালিশপত্রের যত টাকার ষ্ট্যাম্প অবধারিত হয় ঐ প্রার্থনাপত্রে তাহার চতুর্থাংশ মূল্যেরষ্ট্যাম্প লাগিবে, ও" এই কথা। ৮৪ ধারাগত "এবং যদি আইন মতে প্রার্থনাপত্রে ষ্ট্যাম্প লাগে তবে সেই প্রার্থনাপত্র আট আনা মূল্যে

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল
		ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে" এই কথা।
১৮৬৬ সা, ২১ আ,	খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বী এদশীয়দের বিবাহ বন্ধন বিলোপ করিবার ১৮৬৬ সালের আইন	৭ ধারাতে "দুই টাকা মূল্যের ষ্টাম্প লাগিবে ও" এই কথা।
১৮৬৭ সা, ২৬ আ,	ষ্ট্যাম্পের মাসুলবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন	"হাইকোর্টের কোন আটবোকেটের মোক্তারনামা কি ওকালৎনামা কিম্বা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ক্ষমতাপত্র অর্পণ কি উপস্থিত করিবার আবশ্যক নাই" এই কথা ভিন্ন সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৮ সা, ১১ আ,	অযোধ্যার খাজানা বিষয়ক ১৮৬৮ সালের আইন	১৫ ধারাগত "প্রার্থনাপত্রের আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প লাগিবে, এই কথা। ২৫ ধারাগত 'আটআনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে" এই কথা। ৩০ ধারা মত 'আটআনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে' এই কথা।

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল।
১৮৬৮ সা, ২৮ আ,	পঞ্জাবের রায়ৎদারী ১৮৬৮ সালের আইন।	১৭৩৪০ধারাগত "আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে" এই কথা।
		৪৩ ধারা।
১৮৬৯ সা, ৪ আ,	ভারতবর্ষীয় স্ত্রী সম্বন্ধ খণ্ডনার্থ আইন	৪৭ ধারাগত "স্বতন্ত্র হইবার" এই কথারপরে 'ডিক্রী পাইবার প্রার্থনাপত্রে" এই কথা প্রয়োগ করিয়া "ও আদালত কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র হওনের আজ্ঞাঅন্যথা করিবার ও দাম্পত্যস্বত্ব পুনঃস্থাপন করিবার ডিক্রী ও ক্ষতিপূরণ পাইবার প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র পাঁচ টাকার ষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে" এই ধারার লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থলে" এই কথা। ৪৯ধারাগত "আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে ও তাহা" এই কথা।
১৮৬৯ সা, ৯ আ,	ভারতবর্ষীয় ইন্‌কমটাক্সের আইন।	১৯ ধারগত 'তাহার আট আনার

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল।
		ষ্টাম্প লাগিবে ও' এই কথা। ২১ধারাগত 'তাহার ১ টাকার ইষ্টাম্প লাগিবে" এই কথা।
বঙ্গীয় ১৮২৩ সা, ৬আ	নীলের কৃষিকার্য্য করণের ও তাহা কুঠিতে দাখিল করণের বিষয়ে যে লেখা পড়া হয় তাহার মত কার্য্য করাইবার কারণ সরাসরী মোকদ্দমা করিবার অনুমতি করণের এবং ঐ বিষয়ের কোন কোন মূল দাঁড়া প্রকাশ করিবার আইন	৭ ও ৮ধারা।
১৮৬২ সা, বঙ্গীয় ৬ আ,	১৮৫৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন) সংশোধন করিবার আইন।	৫ ধারাগত "যত টাকা" এই কথা অবধি 'দরখাস্ত লিখিবে" এই পর্য্যন্ত। ১৩ ধারাগত "ও যে আদালতে আপীল" এই অবধি সমস্ত কথা।
১৮৬৯ সা, বঙ্গীয় ২ আ,	ছোটনাগপুরের অন্তর্গত কোন কোন ভূসম্পর্ক নিরূপণ ও বিধান ও লিপিবদ্ধ করনার্থ আইন।	২২ ধারা।
১৮৬৯ সা, বঙ্গীয় ৮ আ,	ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	১৪ ও ৭৬ ধারা গত 'তাহা সাদা কাগজে লেখা যাইতে পারিবে" এই কথা

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল
		২০ ধারাগত "শাদা কাগজে" এই কথা।
১৮০২ সা, মান্দ্রাজীয় ৩ আ,	মান্দ্রাজ রাজধানীর অব্যবহিতাধীন নানা জিলায় স্থাপিত আদালতে যে অভিযোগ বিচার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার গ্রাহ্য ও বিচার ও নিষ্পত্তি করণ বিধায়ক আইন।	২১ ধারাগত When এই শব্দ অবধি Writing এই শব্দ পর্য্যন্ত।
১৮১৬ সা, মান্দ্রাজীয় ৪ আ,	গ্রামবাসী প্রধান ব্যক্তিদিগকে আপন আপন গ্রামের মধ্যে অবধারিত সীমাপর্য্যন্ত টাকার কি অস্থাবর অন্যদ্রব্যের দেওয়ানী মোকদ্দমা শ্রবণ ও নিষ্পত্তি করণার্থ মুন্‌সেফ বলিয়া নির্দ্দেশ করণার্থ ও তাহারদের বিচারাধিপত্য নিরূপণ করণার্থ আইন।	৩১ ধারায় গ্রাম্য মুনসেফদের বিচার্য্য মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ রসুম সম্পর্কীয় যে কথা আছে তাহা।
১৮১৬ সা, মান্দ্রাজীয় ৫ আ,	গ্রাম্য মুন্‌সেফদের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অনির্দ্দিষ্ট সীমাপর্য্যন্ত টাকার কিম্বা অস্থাবর অন্য দ্রব্যের দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্যে ঐ মুন্‌সেফদিগকে গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ করিবার অনুমতি প্রদানার্থ ও গ্রাম্য পঞ্চায়তের প্রতি যে ক্ষমতা ও শক্তি প্রদত্ত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ আইন,	১১ ও ১৩ ধারায় গ্রাম্য পঞ্চায়তের বিচার্য্য মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ রসুম সম্পর্কীয় যে কথা আছে তাহা।
১৮১৬ সা, মান্দ্রাজীয় ৭ আ,	জিলার মুন্‌সেফদের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অনির্দ্দিষ্ট সীমাপর্য্যন্ত টাকার কিম্বা অস্থাবর অন্য দ্রব্যের দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্যে ঐ মুন্‌সেফদিগকে জিলার পঞ্চায়ৎ করিবার অনুমতি প্রদানার্থ ও জিলার ঐ পঞ্চায়তের প্রতি যে ক্ষমতা ও শক্তি প্রদত্ত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ আইন।	১০ ধারায় জিলার পঞ্চায়তের সম্মুখীন মোকদ্দমার আবেদন পত্রের ও পরওয়ানার রসুম বিষয়ক যে কথা আছে তাহা।

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল।
১৮১৬ সা, মান্দ্রাজীয় ১২ আ,	ভূমি কি ফসল বিষয়ক যে দাওয়ার সিদ্ধাসিদ্ধতা সীমাবিবাদ নির্ণয়ের প্রতি নির্ভর করে, সেই দাওয়া এবং ভূমির অধিকার ও কৃষি করণ ও তাহাতে জল সিঞ্চন সম্বন্ধীয় কোন কোন বিবাদ জিলার ও গ্রামের পঞ্চায়তের বিচার ও নির্ণয়ার্থে প্রদান করিতে কালেক্টরদের প্রদানার্থ এবং যে বিধি মতে সেই বিবাদের বিচার চলিবে ও পঞ্চায়তের নিস্পত্তি সাধন হইবে এমত বিধি করণার্থ আইন।	১১ ধারার কালেক্টরের সম্মুখীন আবেদন পত্রের রসুম বিষয়ক যে কথা আছে তাহা।
১৮১৬ সা মান্দ্রাজীয় ১৪ আ,	দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারার্থ আদালতে উকীলের কার্য্যবিষয়ে যে যে বিধি প্রণীত হইয়াছে, তাহা সংশোধন ও মতান্তর করণার্থ আইন।	২১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ।
১৮২৫ সা, মান্দ্রাজীয় ২ আ,	১৮১৬ সালের ১৩ আইন ও ১৮১৭ সালের ৩২ আইন ও ১৮০২ সালের ৩৪ আইনের ৬ ধারার লিখিত কোন কোন বিধান মতান্তর ও সংশোধন করণার্থ আইন।	৫ ধারা।
১৮৬৫ সা মান্দ্রাজীয় ৮ অ,	যে যে আইনে খাজানা আদায় করণ কার্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সংগ্রহ ও অপেক্ষাকৃত উত্তম করণার্থ আইনের।	৭৫ ধারা।

সম্পূর্ণ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৭৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১৭ ই তারিখে অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের জ্ঞাপনার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

১৮৭৯ সালের ১ আইন।

ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নামের কথা।

আইন যেং স্থানে ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

আইন যে অবধি চলিবে তাহার কথা।

২। যেং আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

৩। অর্থকরণের ধারা।

৪। তফসীল আইনের অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইয়া পাঠ করিবার কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইষ্টাম্পের মাসুল বিষয়ক বিধি।

(ক)—নিদর্শনপত্রে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবার কথা।

৫। যেং নিদর্শনপত্র মাসুল যোগ্য তাহার কথা।

ধারা।

৬। এক ব্যাপারে ভিন্ন২ লিপির ব্যবহার হইলে তাহার কথা।

৭। ভিন্ন২ বিষয় সম্বন্ধীয় নিদর্শন পত্রের কথা।

কোন লিপি প্রথম তফসীলের ভিন্ন২ বর্ণনার মধ্যে ধরিতে পারিলে তাহার কথা।

৮। ইষ্টাম্পের মাসুল ন্যূন কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

(খ)—ইষ্টাম্প ও তাহার ব্যবহার করিবার নিয়মের কথা।

৯। মাসুল যে প্রকারে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

১০। আটাল ইষ্টাম্পের ব্যবহার করিবার কথা।

১১। আটাল ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করিবার কথা।

১২। ছাপা ইষ্টাম্পযুক্ত নিদর্শনপত্র যে মতে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১৩। একই ইষ্টাম্প কাগজে কেবল একই নিদর্শন পত্র লেখা থাকিবার কথা।

১৪। ১২ ও ১৩ ধারার বিরুদ্ধে লিখিত নিদর্শনপত্র ইষ্টাম্প শূন্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

১৫। ব্যক্ত করণের কথা।

(গ)—নিদর্শনপত্রের উপর ইষ্টাম্প বসাইবার সময়ের কথা।

১৬। ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সম্পাদিত নিদর্শনপত্রের কথা।

১৭। বিল ও চ্যাক ও নোট ভিন্ন অন্যান্য যে নিদর্শনপত্র ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সম্পাদিত হয় তাহার কথা।

১৮। যে বিল ও চ্যাক ও নোট ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে করা যায় তাহার কথা।

(ঘ)—মাসুল পক্ষে মুদ্রাবিশেষের মূল্য নির্ণয়ের কথা।

১৯। বিশেষ কোন মুদ্রাতে মূল্য নির্ণয় করিবার কথা।

২০। অন্য বিদেশীয় মুদ্রার মূল্য নির্ণয় করিবার কথা।

২১। ষ্টাক ও ক্রেয় বিক্রেয় সিক্যুরিটির মূল্য নিরূপণের কথা।

২২। বিনিময়ের হার বা গড় মূল্য ব্যক্ত থাকার ফলের কথা।

২৩। যে পত্র দ্বারা সুদের নিয়ম করা যায় তাহার কথা।

২৪। ঋণ পরিশোধার্থ অথবা উত্তর কালে টাকা দিবার নিয়মযুক্ত হস্তান্তর পত্রের মাসুল যে প্রকারে ধরা যাইবে তাহার কথা।

ধারা।

২৫। বার্ষিক বৃত্তি প্রভৃতির পক্ষে মূল্য ধরিবার কথা।

২৬। নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত বিষয়ের মূল্য নির্দ্ধারিত না হইলে ইষ্টাম্প বসাইবার কথা।

২৭। নিদর্শনপত্রে মাসুল সম্পর্কীয় বিষয় উল্লেখ করিবার কথা।

২৮। সমর্পণপত্র বিশেষে মাসুল দিবার আদেশের কথা।

(ঙ)—মাসুল যে পক্ষের দিতে হইবে তাহার কথা।

২৯। মাসুল যে পক্ষের দিতে হইবে তাহার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইষ্টাম্প নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি।

৩০। উপযুক্ত ইষ্টাম্প নির্ণয় করিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবের চুম্বক ও প্রমাণ চাহিতে পারিবার কথা।

উপবিধান।

৩১। কালেক্টর সাহেবের সার্টিফিকেট দিবার কথা।

৩২। ৩০ ধারামতে টাকা দিবার নিয়মের কথা।

চতুর্থ অধ্যায়।

যে নিদর্শনপত্রের উপর নিয়মিত ইষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৩ নিদর্শনপত্র পরীক্ষা ও আটক করিয়া রাখিবার কথা।

৩৪। যে নিদর্শনপত্রের উপযুক্ত ইষ্টাম্প লাগান যায় নাই তাহা প্রমাণ স্বরূপ অগ্রাহ্য হইবার কথা।

উপবিধান।

(১) মাসুল ও দণ্ডের টাকা দেওয়া গেলে যে নিদর্শনপত্রে গ্রহণ করা যায় তাহার কথা।

(২) বিশেষ যে ফৌজদারী মোকদ্দমার নিদর্শনপত্র গ্রহণ করা যায় তাহার কথা।

ধারা।

(৩) নিদর্শনপত্র গ্রাহ্য হইলে তৎপক্ষে কোন আপত্তি না চলিবার কথা।

৩৫। নিদর্শনপত্র আটক করা গেলে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬। ৩৫ ধারামত দণ্ডের টাকা কালেক্টর সাহেবের ফিরাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭। যে নিদর্শন পত্র আটক করা গেল তাহাতে কালেক্টর সাহেবের ইষ্টাম্প লাগাইবার ক্ষমতার কথা।

৩৮। অকস্মাৎ কোন কারণে যে নিদর্শনপত্রে ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প লাগান যায় তাহার কথা।

৩৯। ৩৪ কি ৩৭ কি ৩৮ ধারামতে যে নিদর্শন পত্রে মাসুল দেওয়া হইয়াছে তাহার পৃষ্ঠলিপি করিবার কথা।

৪০। ইষ্টাম্প আইন উল্লঙ্ঘন করিবার অপরাধ সম্বন্ধে মোকদ্দমা করিবার কথা।

উপবিধান।

৪১। মাসুল কি দণ্ডের টাকা দেওয়া গেলে তাহা স্থলবিশেষে ফিরিয়া পাইবার কথা।

৪২। ৩৪ ও ৩৭ ধারামতে যে অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা ক্ষমা করিবার কথা।

৪৩। ৩৫ ধারামতে প্রেরিত পত্র হারাইয়া গেলে তৎসম্পর্কে কোন দায়িত্ব না থাকিবার কথা।

উক্তরূপে প্রেরিত নিদর্শনপত্রের প্রতিলিপি করিবার কথা।

৪৪। বিলে কি নোটে কি চ্যাকে ইষ্টাম্প না থাকিলে টাকা প্রদাতার ইষ্টাম্প বসাইবার ক্ষমতার কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রশ্ন ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

৪৫। কত মাসুল লাগিতে পারে কালেক্টর সাহেবের এতদ্বিষয়ক সন্দেহ থাকিলে যাহা করিতে হয় তাহার কথা।

ধারা।

৪৬। রাজস্বসম্পর্কীয় কর্তৃপক্ষদিগের হাইকোর্টে বিবাদার্পণের কথা।

৪৭। আদালতের আরো বিস্তারিত বর্ণনা চাহিবার ক্ষমতার কথা।

৪৮। প্রশ্ন মীমাংসার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৯। অন্যান্য আদালতের হাইকোর্টে বিবাদার্পণ করিবার কথা।

৫০। যথোপযুক্ত ইষ্টাম্প সম্পর্কে আদালতের কোন ২ নিষ্পত্তির পুনরালোচনা করিবার কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নষ্টীকৃত বা অনাবশ্যক ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরাইয়া দিবার বিধি।

৫১। নষ্ট করা ইষ্টাম্পের মূল্য ধরিয়া দিবার কথা।

৫২। অনুপযুক্তরূপে ইষ্টাম্প ব্যবহার হইলে মূল্য ধরিয়া দিবার কথা।

৫৩। ৫১ ও ৫২ ধারার বলে মূল্য যেরূপ ধরিয়া দেওয়া যাইবে তদ্বিষয়ের কথা।

৫৪। যে ইষ্টাম্প ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই তাহার মূল্য ধরিয়া দিবার কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট বিধি।

৫৫। ইষ্টাম্প বিক্রয় সম্বন্ধীয় বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৬। আইন কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত সামান্যতঃ বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৭। সময়ে ২ কোন ২ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার কথা।
বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

৫৮। স্থল বিশেষে রসীদ দিবার কথা।

৫৯। আদালতের রসুম বিষয়ে না খাটিবার কথা।

৬০। আইন অনুবাদিত হইয়া তাহার সূচীপত্র করা যাইবার ও অল্প মূল্যে বিক্রয় হইবার কথা।

অষ্টম অধ্যায়।

অপরাধ ও দণ্ড প্রণালী বিষয়ক বিধি।

৬১। যে কাগজ নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প করা যায় নাই তাহাতে নিদর্শনপত্র সম্পাদন প্রভৃতি করিবার দণ্ডের কথা।

৬২। আটাল ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য না করিবার দণ্ডের কথা।

৬৩। ২৭ ধারার বিধান না মানিবার দণ্ডের কথা।

৬৪। রসীদ দিতে অস্বীকার করিলেও রসীদের মাসুল এড়াইবার কল্পনা করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৬৫। বিমাপত্র না লিখিয়া দিবার দণ্ডের কথা।

কিম্বা যাহাতে নিয়মিত ইষ্টাম্প লাগান যায় নাই তাহা লিখনাদির দণ্ডের কথা।

৬৬। বিল কি সামুদ্রিক বিমাপত্র সেট করিয়া লেখা যাইবার ভাব দেখাই-লেও সম্পূর্ণ সংখ্যা গ্রহণ না করিবার দণ্ডের কথা।

৬৭। বিল অফ এক্সচেঞ্জে পরবর্ত্তী তারিখ দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য করিলে অর্থ দণ্ডের কথা।

রাজস্ব বঞ্চিত করিবার অন্য প্রকার কৌশল করিলে অর্থ দণ্ডের কথা।

৬৮। ইষ্টাম্প বিক্রয়ের বিধি লঙ্ঘনের এবং অননুমতি বিক্রয় করিবার দণ্ডের কথা।

৬৯। নালিশ উপস্থিত করিবার ও চালাইবার কথা।

৭০। যে মাজিষ্ট্রেটদের বিচারাধিপত্য থাকিবে তাঁহাদের কথা।

৭১। বিচারস্থানের কথা।

৭২। অন্যান্য আইনের কার্য্যের ব্যাঘাত না হইবার কথা।

তফ্‌সিল।

প্রথম তফ্‌সীল।—ভিন্ন ২ দলিলের উপর ইষ্টাম্পের মাসুলের কথা।

দ্বিতীয় তফ্‌সীল।—ইষ্টাম্পের মাসুল বর্জ্জিতপত্র।

তৃতীয় তফ্‌সীল।—রহিত করা আইন।

ষ্ট্যাম্প বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন„ নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আইন যে যে স্থানে ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটিস ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে,

আইন যে অবধি চলিবে তাহার কথা।

এবং ১৮৭৯ সালের আপ্রিল মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রবল হইবে।

যে যে আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। তৃতীয় তফসীলে যে২ আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই তফসীলের তৃতীয় ঘরে সেই২ আইনের যে সকল ধারা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত দিবস অবধি সেই সেই ধারা প্রভৃতি রহিত হইবে। কিন্তু ১৮৬৯ সালের ইষ্টাম্পের সাধারণ আইন অনুসারে কৃত ও তৎকালে বলবৎ যে বিধি এই আইন সঙ্গত হয়, সেই সেই বিধি এই আইন অনুসারে কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে এবং ১৮৬৯ সালের ইষ্টাম্পের সাধারণ আইনের পরে প্রচলিত অন্যান্য আইনে উক্ত আইন সম্বন্ধে যে যে উল্লেখ আছে, তাহা এই আইন সম্বন্ধে উল্লেখ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পুর্ব্বাপর কথার দ্বারা বিপরীত বোধ না হইলে,

ব্যাঙ্ক।

(১) কুঠিয়াল শব্দে "ব্যাঙ্ক" অর্থাৎ কুঠি এবং কুঠিয়ালের ব্যবসায় করে এরূপ ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

বিল অব একচেঞ্জ।

(২) "বিল অফ একসচেঞ্জ" শব্দে হুণ্ডীও বুঝাইবে।

বিল অব লেডিং।

(৩) কোন নিদর্শন পত্রে যে মাল নির্দ্দিষ্ট থাকে জলযানের স্বামী কি তাঁহার

কর্ম্মকারক তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঐ পত্রের লিখিত কিম্বা লক্ষিত স্থানে ও ব্যক্তির নিকটে পঁহুছাইয়া দিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বাক্ষর করিলে "বিল অফ লেডিং" শব্দে সেই নিদর্শনপত্রও বুঝাইবে।

(৪) "বাণ্ড" শব্দের এইং অর্থ—

বাণ্ড অর্থাৎ নির্ব্বন্ধপত্র।

(ক) যে নিদর্শন পত্র দ্বারা কোন ব্যক্তিকে এই নিয়মে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন, যে নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্য করা গেলে কিম্বা, স্থলবিশেষে,না করা গেলে ঐ নিবন্ধ ব্যর্থ হইবে সেই নিদর্শনপত্র, ও

(খ) আজ্ঞামতে অথবা বাহকের নিকট পরিশোধনীয় নয় সাক্ষীর স্বাক্ষরিত এমত যে নিদর্শনপত্রে কোন ব্যক্তি অন্য কাহাকে টাকা দিতেআপনাকে আবদ্ধ করেন, তাহা, ও

(গ) উক্তমতে স্বাক্ষরিত যে নিদর্শন পত্রদ্বারা কোন ব্যক্তি অন্যকাহার নিকট শস্য বা কৃষ্যুৎপন্ন অন্য দ্রব্য অর্পণ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহা।

মাসুলযোগ্য।

(৫) এই আইন প্রবল হইলে যে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত হয় তৎসম্বন্ধে "মাসুলযোগ্য" শব্দে এই আইন অনুসারে মাসুলযোগ্য বুঝাইবে, এবং অন্য নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে যৎকালে সেই নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হয় অথবা ভিন্নং সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলে যৎকালে সেই নিদর্শনপত্র প্রথম সম্পাদিত হয় তৎকালে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে যে আইন প্রবল ছিল তদনুসারে মাসুল যোগ্য বুঝাইবে।

চ্যাক।

(৬) টাকা চাহিবামাত্র যাহা পরিশোধনীয়, এই মর্ম্মের বিল অফ এক্সচেঞ্জ কুঠিয়ালের উপর দেওয়া গেলে "চ্যাক" শব্দ সেই লিপি বুঝায়।

রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

(৭) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও বঙ্গদেশের ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেবদের কর্ত্তৃত্বাধীন দেশে 'রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়ক', এই শব্দে রেবিনিউ বোর্ডকে বুঝাইবে, সিন্ধু ও বোম্বাই নগরের সীমার বহির্ভূত কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত স্থানে রেবিনিউ কমিশ্যনর সাহেবকে ও সিন্ধু-দেশে কমিশ্যনর সাহেবকে ও পঞ্জাবদেশে যিনি ফিনান্সাল কমিশ্যনর সাহেবকে এবং অন্যত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এতৎপক্ষে নাম উল্লেখ দ্বারা অথবা পদোপলক্ষে যেব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে বুঝাইবে।

"কালেক্টর।

(৮) কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের সীমার মধ্যে "কালেক্টর" শব্দে কলিকাতার কিম্বা মান্দ্রাজের কিম্বা বোম্বাইর কালেক্টর সাহেবকে বুঝাইবে, ও সেই২ নগরের সীমার বহির্ভূত স্থানে জিলার কালেক্টর সাহেবকে বুঝাইবে এবং ঐ শব্দে ডেপুটী কমিশনরকে ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এতৎপক্ষে নাম উল্লেখদ্বারা অথবা পদোপলক্ষে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে বুঝাইবে।

"সমর্পণ পত্র।"

(৯) যে নিদর্শনপত্রক্রমে স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি বিক্রয়পূর্ব্বক আদান প্রদান হয় 'সমর্পণ" শব্দে সেই নিদর্শনপত্র বুঝাইবে।

নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প করা।

(১০) কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হইবার কালে তৎপ্রতি ব্রিটিস ভারতবর্ষে যে আইন বর্ত্তিত, সেই আইন অনুসারে সেই নিদর্শনপত্র ইষ্টাম্প করা হইলে বা তদনুযায়ী কোন ছাপা ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লেখা গেলে তাহা "নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প করা" গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

"বণ্টনপত্র।"

(১১) যে নিদর্শনপত্রক্রমে কোন সম্পত্তির সহ স্বামিরা আপনাদের মধ্যে সেই সম্পত্তি বিভাগ করেন কিম্বা করিতে সম্মত হন "বণ্টনপত্র" শব্দে সেই নিদর্শনপত্র বুঝাইবে। রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষের বণ্টন করিবার চূড়ান্ত আদেশ ও উক্ত শব্দে বাচ্য।

ভোগানুমতিপত্র।

(১২) "ভোগানুমতিপত্র' শব্দে স্থাবর সম্পত্তির ভোগানুমতিপত্র এবং নিম্নলিখিত লিপিগুলিও বুঝাইবে।

(ক) পাট্টা ও

(খ) পাট্টার কবুলিয়ত নয় এমন যে কবুলিয়ত বা অন্যতর লিপিদ্বারা স্থাবর কোন সম্পত্তি আবাদ কি অধিকার করিবার কি তজ্জন্যে খাজানা দিবার বা অর্পণ করিবার অঙ্গীকার করা যায় তাহা,

(গ) যে লিপি দ্বারা কোন প্রকারের টোল ইজারা দেওয়া যায় তাহাও

(ঘ) ইজারার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইল প্রার্থনাপত্রের উপর এইরূপ যাহা কিছু লেখা হয় তাহা।

বন্ধকীপত্র।

(১৩) যে নিদর্শনপত্রক্রমে কর্জ্জস্বরূপে যে টাকা দেওয়া গেল বা দেওয়া যাইবে তাহা কিম্বা বর্ত্তমান কি উত্তর কালীন কোন ঋণের টাকা সুরক্ষা করিবার জন্যে কিম্বা কোন অঙ্গীকার পালন সুসিদ্ধ করিবার জন্যে, নির্দ্দিষ্ট কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন স্বত্ব অন্য কাহাকে বা কাহার অনুকূলে হস্তান্তর, বা সৃষ্টি করিলে, "বন্ধকীপত্র" শব্দে সেই নিদর্শনপত্রও বুঝায়।

কাগজ।

(১৪) "কাগজ" শব্দে বেলন কি পার্চ্চমেণ্ট কিম্বা অন্য যে দ্রব্যের উপর নিদর্শনপত্র লেখা যায় সেই দ্রব্যও বাচ্য।

বিমাপত্র।

(১৫) কোন ব্যক্তি প্রিমিয়ম অর্থাৎ নিয়মাধীন অগ্রিম টাকা পাইয়া যে নিদর্শনপত্রে অলক্ষিত কি অনুভাবিত ঘটনা দ্বারা সম্ভাবিত ক্ষতি কি হানি কি দায় হইতে অন্য ব্যক্তির ক্ষেমপ্রতিবিধান করেন, "বিমাপত্র শব্দে" সেই নিদর্শনপত্র" বুঝাইবে;

ইহাতে জীবনের বিমাপত্রও বুঝাইবে।

মোক্তারনামা।

(১৬) আদালতের রসুম বিষয়ক সাময়িক প্রচলিত আইন ক্রমে মাসুল-যোগ্য নহে এরূপ যে লিপিদ্বারা কেহ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আপনার পক্ষ হইয়া কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা দেন " মোক্তারনামা" শব্দে সেই লিপি বুঝাইবে।

রসীদ।।

(১৭) যে কোন মন্তব্য কি মর্ম্মাত্মক লিপি কি লিখন কি বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা কোনটাকা কি "বিলঅফ এক্স্চেঞ্জ" কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট পাওয়া স্বীকৃত হয় কিম্বা কর্জ্জ শোধোপলক্ষে কোন অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্তি স্বীকৃত হয় কিম্বা কোন ঋণ কি দাওয়া অথবা ঋণের কি দাওয়ার কোন অংশ নিষ্পত্তি হওয়া কি চুকিয়া যাওয়া কি শোধ হওয়া স্বীকার করা যায় অথবা যাহার কথার অর্থে বা মর্ম্মে উক্তমত স্বীকার জ্ঞান করা যায় সেই ব্যক্তির নামের স্বাক্ষর থাকুক, বা না থাকুক "রসীদ" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

তফসীল।

(১৮) "তফসীল" এই শব্দে এই আইনের সংযুক্ত তফসীল বুঝাইবে।

নিরূপণপত্র।

(১৯) নিরূপণকারী

(ক) বিবাহের উপলক্ষে অথবা

(খ) স্বীয় পরিবারের মধ্যে কি যাঁহাদের উপায় করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিবার অভিপ্রায় করিয়া অথবা

(গ) ধর্ম্মার্থে বা পরোপকারার্থে অন্তিম বিনিযোগ ভিন্ন অন্য কোন লিখন দ্বারা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিয়ম করিলে "নিরূপণপত্র" শব্দে সেই লিপি বুঝাইবে।

উক্তরূপ নিয়ম করিবার লিখিত অঙ্গীকারও সেই শব্দে বাচ্য।

জলযান।

(২০) জলপথ দিয়া মনুষ্য বা সম্পত্তি লইয়া যাইবার উদ্দেশে যে বস্তু নির্ম্মিত হয় "জলযান" শব্দে সেই বস্তু বুঝাইবে,

লিখিত ও লিপি।

(২১) কাগজে যে কোন চিহ্নদ্বারা শব্দ অঙ্ক প্রকাশ করা যায় "লিখিত" ও "লিপি" এই এই শব্দে ঐ চিহ্ন লিখিত ও লিপি বুঝাইবে।

তফসীল আইনের অঙ্গস্বরূপগণ্য হইয়া পাঠ করিবার কথা।

৪ ধারা। তফসীল ও তদন্তর্গত যাহা কিছু আছে সকলই এই আইনের অঙ্গস্বরূপ জ্ঞান করিয়া পাঠ করা যাইবে ও তদ্রূপ অর্থও করা যাইবে।

——)·(——

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষ্ট্যাম্পের মাসুল বিষয়ক বিধি।

(ক)—নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগিবার কথা।

যেং নিদর্শনপত্র মাসুল যোগ্য তাহার কথা।

৫ ধারা। দ্বিতীয় তফসীলের লিখিত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন উপযুক্ত মাসুল বলিয়া প্রথম তফসীলে যে নিদর্শনপত্রের যৎপরিমিত মাসুল নির্দ্দিষ্ট আছে নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্র গুলি যৎপরিমিত মাসুলযোগ্য হইবে।

(ক) প্রথম তফসীলের উল্লিখিত যে প্রত্যেক নিদর্শনপত্র কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সম্পাদিত না হইয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষে ১৮৭৯ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিবসে কি তৎপরে সম্পাদিত হয় তাহা,

(খ) যে যে বিল-অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট সেই দিবসে কি তৎপরে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বাহির কোন স্থানে লেখা কি করা যায়

ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্থানে সাকরান হয় কি তাহার টাকা দেওযা যায় কি সাকরাইবার কি টাকা প্রাপ্তির নিমিত্ত উপস্থিত করা যায় কিম্বা যাহার পৃষ্ঠালিপি হয় কি যাহা হস্তান্তর করা যায় কি প্রকারান্তরে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা, ও

(গ) (বিল অফ একসচেঞ্জ কি চ্যাক কি প্রমিসারি নোট ভিন্ন) প্রথম তফসীলের লিখিত যে নিদর্শনপত্র উক্ত দিবসে কি তৎপরে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পূর্ব্বে সম্পাদিত না হইয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন সম্পন্ন হয় কিম্বা যাহা করা গেল কি করা যাইবে এমন কার্য্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষ মধ্যে গৃহীত হয় তাহা।

একং ব্যাপারে ভিন্নং লিপির ব্যবহার হইলে তাহার কথা।

৬ ধারা। বিক্রয় কি ভোগানুমতি কি বন্ধকী কি নিষ্কপণপত্র সম্পর্কীয় কোন ব্যাপার সমাধা করণার্থ ভিন্নং নিদর্শনপত্রের ব্যবহার হইলে প্রথম তফসীলমতে সমর্পণ কি ভোগানুমতি কি বন্ধকী কি নিষ্কপণপত্রের নিমিত্ত যে মাসুল নির্দ্ধারিত আছে উক্ত নিদর্শনপত্রের মধ্যে যেটি মুখ্য, কেবল তাহারই উপর সেই মাসুল লাগিবে। উক্ত তফসীলমতে অন্য নিদর্শনপত্রে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট থাকুক, তাহার পরিবর্ত্তে উক্ত প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে এক টাকা মাসুল লাগিবে।

উক্ত নিদর্শনপত্রের মধ্যে কোনটী এই ধারার কার্য্যপক্ষে মুখ্য বলিয়া গণ্য হইবে, পক্ষেরা ইহা স্থির করিবেন।

ভিন্নং বিষয় সম্বন্ধীয় নিদর্শনপত্রের কথা।

৭ ধারা। কোন এক নিদর্শনপত্র ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সম্বন্ধীয় হইলে এই আইনমতে সেই সেই বিষয়ের পৃথক পৃথক নিদর্শনপত্রে যে যে মাসুল লাগিত তাহার মোট মাসুল উক্ত নিদর্শনপত্রে লাগিবে।

কোন লিপি তফসীলের ভিন্নং বর্ণনার মধ্যে ধরিতে পারিলে তাহার কথা।

এই ধারার প্রথম প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন প্রথম তফসীল ভুক্ত দুই কি তদধিক বর্ণনার মধ্যে ধরা যাইতে পারে কোন নিদর্শনপত্র এমনভাবে লেখা গেলে সেইং বর্ণনার উল্লিখিত হারের পরস্পর বিভিন্নতা থাকিলে উক্ত নিদর্শনপত্রে অত্যুচ্চ যে হার তাহাই দেওযা যাইবে; কিন্তু যে মাসুলযোগ্য নিদর্শনপত্রের উপযুক্ত মাসুল প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অনুলিপি বা দোকর লিপির উপর এই প্রকরণের কোন কথা দ্বারা এক টাকার অধিক মাসুল লাগিবে না।

ষ্ট্যাম্পের মাসুল ন্যূন কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৮ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক,

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে কিম্বা কোন ভাগে কোন নিদর্শনপত্রের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীগত নিদর্শনপত্রের কিম্বা ঐ শ্রেণীগত কোন কোন নিদর্শনপত্রে কিম্বা যে নিদর্শনপত্র বিশেষ কোন শ্রেণীগত ব্যক্তিদের দ্বারা বা অনুকূলে সম্পাদিত হয় কিম্বা ঐ শ্রেণীগত বিশেষ কোন ব্যক্তির দ্বারা বা অনুকূলে সম্পাদিত হয় সেই নিদর্শনপত্রের যত মাসুল নির্দ্ধারিত আছে ভাবী কি ভূত কালের অর্থাৎ এই দুয়ের মধ্যে যে কাল সম্পর্কে হউক তাহা ন্যূন কি ক্ষমা করিতে পারিবেন, ও

(খ) এতৎক্রমে যে ক্ষমতা যতদূর ব্যাপ্ত হয় ততদূর তিনি উক্ত আজ্ঞা রহিত কিম্বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(গ)—ষ্ট্যাম্প ও তাহার ব্যবহার করিবার নিয়মের কথা।

মাসুল যে প্রকারে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৯ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের বিশেষ বিধান না থাকিলে কোন নিদর্শনপত্রের উপর যে মাসুল লাগিতে পারে তাহা;

(ক) এই আইনের বিধানানুসারে অথবা

(খ) এইরূপ বিধান না বর্ত্তিলে মন্ত্রিসভাবিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বিধি করিয়া যে আদেশ করেন তদনুসারে

ষ্ট্যাম্প দ্বারা দেওয়া যাইবে, আর সেই ষ্ট্যাম্প নিদর্শনপত্রে বসান গেলেই মাসুল যে দেওয়া গেল ইহার চিহ্নস্বরূপ প্রকাশ থাকিবে।

এই ধারানুসারে যে সকল বিধি প্রণয়ন করা যাইবে, তন্মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পশ্চাল্লিখিত বিষয়ের নিয়ম থাকিতে পারে,

(১) প্রত্যেক প্রকারের নিদর্শনপত্রে কিরূপ ষ্টাম্প ব্যবহৃত হইতে পারিবে,

(২) যে সকল নিদর্শনপত্রে ছাপা ইষ্টাম্প লাগান যায়, যত সংখ্যক ইষ্টাম্প ব্যবহৃত হইতে পারিবে,

(৩) হুণ্ডী যে কাগজে লিখা যায় তাহার কি আয়তন হইবে।

আটাল ষ্ট্যাম্পের ব্যবহার করিবার কথা।

১০ ধারা। নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্র আটাল ষ্টাম্প দিয়া ইষ্টাম্প করা যাইতে পারিবে অর্থাৎ

(ক) চাহিবা মাত্র পরিশোধনীয় নহে এবং ভিন্ন ভিন্ন সেটে লিখিত এরূপ বিল অফ এক্‌চেঞ্জের অংশ ভিন্ন যে যে নিদর্শনপত্রে এক আনার মাসুল লাগিতে পারে তাহা, ও

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে যে যে বিল অফ এক্‌সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট লেখা কি করা যায় তাহা ও

(গ) কোন হাইকোর্টের তালিকার আডবোকেট উকীল বা আটর্ণির নাম লিখন ও

(ঘ) নোটরী সম্পর্কীয় কার্য্য ও

(ঙ) সাধারণ কোম্পানি কি সমাজের শ্যারের পৃষ্ঠলিপি দ্বারা যে হস্তান্তর পত্র হয় তাহা।

আটাল ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিবার কথা।

১১ ধারা। কেহ কোন ব্যক্তির সম্পাদিত মাসুল যোগ্য কোন নিদর্শনপত্রে আটাল ষ্টাম্প বসাইলে বসাইবার সময়ে এমন করিয়া অকর্ম্মণ্য করিবেন যেন তাহা পুনর্ব্বার ব্যবহার করা যাইতে না পারে।

এবং কেহ আটাল ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে কোন লিপি সম্পাদন করিলে যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্ত ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করা না গিয়া থাকে, উক্ত লিপি সম্পাদন কালে ঐ ষ্ট্যাম্প এমন করিয়া অকর্ম্মণ্য করিবেন যেন তাহা পুনর্ব্বার ব্যবহার করা যাইতে না পারে।

আটাল ইষ্টাম্প পুনঃব্যবহারযোগ্যরূপে অকর্ম্মণ্য করা না গেলে কোন নিদর্শন পত্রে তাহা বসান থাকিলেও উক্ত ইষ্টাম্পের সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক থাকে ততদূর সেই নিদর্শনপত্রে ইষ্টাম্প বসান যায় নাই বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

ছাপা ষ্ট্যাম্পযুক্ত নিদর্শনপত্র যেমতে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১২ ধারা। ছাপা ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে লিখিত প্রত্যেক নিদর্শনপত্র এমন করিয়া লেখা যাইবে, যেন নিদর্শনপত্রের উপরিভাগে ইষ্টাম্প প্রকাশ থাকে ও অন্য কোন নিদর্শনপত্রে ব্যবহার করা কি লাগান যাইতে না পারে।

একই ষ্ট্যাম্প কাগজে কেবল একই নিদর্শনপত্র লেখা থাকিবার কথা

১৩ ধারা। মাসুলযোগ্য কোন নিদর্শনপত্র যে ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা থাকে মাসুলযোগ্য দ্বিতীয় কোন নিদর্শনপত্র সেই কাগজে লেখা যাইবে না; কিন্তু যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন স্বত্ব সৃষ্ট বা প্রমাণীকৃত হয়, সেই স্বত্ব হস্তান্তর করিবার মানসে, কিম্বা তদ্রূপে যে টাকা বা মালের আদায় বা অর্পণের কথা থাকে সেই টাকা বা মালের প্রাপ্তি স্বীকারার্থে নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্পযুক্ত অথবা মাসুলযোগ্য নহে এরূপ যে পৃষ্ঠলিপি করা যায় এই ধারার কোন কথায় তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে না।

১২ ও ১৩ ধারার বিরুদ্ধে লিখিত নিদর্শনপত্র ষ্ট্যাম্প শূন্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

১৪ ধারা। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ ধারার বিরুদ্ধে লিখিত প্রত্যেক নিদর্শনপত্র ষ্ট্যাম্প শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যক্ত করণের কথা।

১৫ ধারা। কোন নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দেওয়া হইয়াছে তাহা না জানা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কোন নিদর্শনপত্র যত মাসুলের যোগ্য অথবা মাসুল হইতে মুক্ত কি না, কোন হেতুতে ইহা নির্ণয় করা যাইতে না পারিলে কালেক্টর সাহেবের নিকট এতৎপক্ষে লিখিত প্রার্থনা করিয়া উভয় নিদর্শনপত্র উপস্থিত করা গেলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বিধি করিয়া যে নিয়ম করেন, প্রাগুক্ত নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দেওয়া হইয়াছে, শেষোক্ত নিদর্শনপত্রে সেই নিয়মানুসারে তাহা ব্যক্ত করা যাইবে।

(গ) নিদর্শনপত্রের উপর ষ্ট্যাম্প বসাইবার সময়ের কথা।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সম্পাদিত নিদর্শনপত্রের কথা।

১৬ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সম্পাদিত যে যে নিদর্শনপত্র মাসুলযোগ্য, তৎসম্পাদনের পূর্ব্বে বা সময়ে তাহা ষ্ট্যাম্পযুক্ত করা যাইবে।

বিল ও চ্যাক ও নোট ভিন্ন অন্যান্য যে নিদর্শনপত্র ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সম্পাদিত হয় তাহার কথা।

১৭ ধারা। বিল অব এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রে উক্ত প্রকার মাসুল লাগিবে তাহা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্থানে প্রথম প্রাপ্ত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে ষ্ট্যাম্প করা যাইতে পারিবে, কিম্বা সেইরূপ নিদর্শনপত্রের নিমিত্ত যে বিশেষ প্রকার ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন, তদ্দৃষ্টে তাহা সামান্য কোন ব্যক্তি দ্বারা রীতিমতে ষ্ট্যাম্প করা যাইতে না পারিলে, তাহা উক্ত তিনমাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া যাওয়া যাইতে পারিবে। আর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বিধি করিয়া যে নিয়ম করেন, কালেক্টর সাহেব সেই নিয়ম পালন করিয়া নিদর্শনপত্র উপস্থিতকারী ব্যক্তি যত মূল্যের ষ্ট্যাম্প চাহিয়া মূল্য দেন তত মূল্যের ষ্ট্যাম্প বসাইয়া দিবেন।

যে বিল ও চ্যাক ও নোট ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে লেখা যায় তাহার কথা।

১৮ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট লেখা বা করা যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম যে ব্যক্তি তাহার ধারণ করেন, ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে তাহা সাকারাইবার কিম্বা তাহার টাকা আদায় করিবার জন্যে উপস্থিত করণের কি পৃষ্ঠলিপি করণের কি হস্তান্তর কি বিক্রয়াদি করণের পূর্ব্বে তিনি সেই পত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প বসাইয়া অকর্ম্মণ্য করাইবেন।

কিন্তু ঐ বিল কি চ্যাক কি নোট ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে সেই পত্রধারী কোন ব্যক্তির হাতে আসিবার সময়ে তাহাতে উপযুক্ত আটাল ষ্ট্যাম্প লাগান থাকিয়া ১১ধারামতে অকর্ম্মণ্য করা গেলে, আর এই আইনক্রমে যে ব্যক্তি দ্বারা ও যে সময়ে উক্ত ষ্ট্যাম্প বসান ও অকর্ম্মণ্য করান উচিত ছিল, তাহা সেই ব্যক্তি ও সেই সময় ভিন্ন অন্য কোন মতে বসান কি অকর্ম্মন্য করান গিয়াছে, পত্রধারির এমন বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে, সেই ষ্ট্যাম্প উক্ত পত্রধারির সঙ্গে যত দূর সম্পর্ক রাখে, তত দূর নিয়মিত রূপে বসান ও অকর্ম্মণ্য করান বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি ষ্ট্যাম্প বসাইবার কি অকর্ম্মণ্য করাইবার বিষয়ে ত্রুটি করিয়া দণ্ডের যোগ্য হইলে তিনি এই বিধানের কোন কথার বলে সেই দণ্ড হইতেই মুক্তি পাইবেন না।

(ঘ)—মাসুল পক্ষে মুদ্রাবিশেষের মূল্য নির্ণয়ের কথা।

বিশেষ কোন মুদ্রাতে মূল্য নির্ণয় করিবার কথা।

১৯ ধারা। মূল্য পরিমিত মাসুলযোগ্য কোন নিদর্শন পত্রের মূল্য পৌণ্ডষ্টর্লিং কি করেন্সি পৌণ্ড কি ফ্রাঙ্ক কি ডলরে ব্যক্ত হইলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রচলিত মুদ্রামতে ঐ২ মুদ্রার মূল্য নিম্ন লিখিত হারানুসারে স্থিরীকৃত হইয়া সেই নিদর্শন পত্রের উপর তদনুসারে মাসুল লওয়া যাইবে। যথা

এক পৌণ্ড ষ্টর্লিং কিম্বা করেন্সি পৌণ্ড দশ টাকার তুল্য।

এক শত ফ্রাঙ্ক চল্লিশ টাকার তুল্য

মেকসিকো কিম্বা চীন দেশীয় এক ডলর দুই টাকা চারি আনার তুল্য।

অন্য বিদেশীয় মুদ্রার মূল্য নির্ণয় করিবার কথা।

২০ ধারা। অন্য কোন ভিন্ন কি উপনিবেশের চলিত মুদ্রা লক্ষ্য করিয়া যদি কোন নিদর্শনপত্রের উপর সেই মুদ্রার মূল্য পরিমিত ষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগে, তবে উক্ত নিদর্শনপত্রের তারিখে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ মুদ্রা যে দরে বিনিময় করা যায়, তাহাই ঐ মুদ্রার মূল্য ধরিয়া তদনুসারে ঐমাসুল ধার্য্য হইবে।

ষ্টাক ক্রেয়বিক্রেয় সিক্যুরিটির মূল্য নিরূপণের কথা।

২১ ধারা। কোন মূলসম্পত্তি কি ক্রেয়বিক্রয় সিক্যুরিটী সম্পর্কীয় নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্পের মাসুল মূল্যানুসারে ধরিতে হইলে, ঐ নিদর্শনপত্রের তারিখে ঐ মূল সম্পত্তির কি সিক্যুরিটীর গড়ে যে মূল্য হয়, তদনুসারে ষ্ট্যাম্পের মাসুল ধরিতে হইবে।

বিনিময়ের হার বা গড় মূল্য ব্যক্ত থাকিবার ফলের কথা।

২২ ধারা। মুদ্রার বিনিময় যে হারে হইয়া থাকে তাহার কিম্বা স্থল বিশেষে গড় মূল্যের কোন বর্ণনা নিদর্শনপত্রে লেখা থাকিলে, ও সেই বর্ণনানুসারে ঐ নিদ-

র্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প দেওয়া গেলে, যাবৎ তদ্বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় ঐ বর্ণনার তাৎপর্য্যের সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক আছে তত দূর সেই নিদর্শনপত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে পত্র দ্বারা সুদের নিয়ম করা যায় তাহার কথা।

২৩ ধারা। কোন নিদর্শনপত্রের নিয়মের মধ্যে যদি সুদ দিবার স্পষ্ট বিধান থাকে তবে, তাহাতে সুদের কথা উল্লেখ না থাকিলে যত মাসুল লাগিত, সুদের নিয়ম থাকিলেও তদধিক লাগিবে না।

ঋণ পরিশোধার্থ অথবা উত্তরকালে টাকা দিবার নিয়মযুক্ত হস্তান্তরপত্রের মাসুল যে প্রকারে ধরা যাইবে তাহার কথা।

২৪ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রতি তাঁহার সমুদয় কি অংশতঃ পাওনা টাকা পরিশোধার্থ কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে কিম্বা সেই সম্পত্তির উপর দায়স্বরূপে হউক বা নাই হউক, কোন টাকা কি ষ্টক স্পষ্টতঃ কি অনুভাবতঃ দিবার কি হস্তান্তর করিবার নিয়ম সহিত সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে, যে মূল্যোপলক্ষে হস্তান্তরপত্রের মূল্য পরিমিত মাসুল ধরা যায়, উক্ত ঋণ কি টাকা কি ষ্টক সেই সমুদয় মূল্যস্বরূপ অথবা স্থল বিশেষে তাহার কোন অংশস্বরূপ গণ্য হইবে।

বার্ষিক বৃত্তি প্রভৃতিরপক্ষে মূল্য ধরিবার কথা।

২৫ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র বার্ষিক বৃত্তি কিম্বা নিরূপিত সময়ে সময়ে দেয় অন্য টাকা দিবার প্রতিভূস্বরূপে করা গেলে, কিম্বা যে বার্ষিক বৃত্তি কি অন্য টাকা নিরূপিত সময়ে সময়ে দেয়, তাহা সমর্পণপত্রের উল্লিখিত পণস্বরূপ, হইলে এই আইনের কার্য্য পক্ষে ঐ নিদর্শনপত্র যে টাকার প্রতিভূস্বরূপ হয়, সেই টাকা অথবা স্থল বিশেষে ঐ সমর্পণপত্রের পণের টাকা দ্বারা,

(ক) টাকা নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় হওয়াতে মোট যত টাকা দিতে হইবে তাহা অগ্রিম নির্ণয় করা যাইতে পারিলে উক্ত মোট টাকা বুঝাইবে; আর

(খ) উক্ত টাকা চিরকালের নিমিত্ত অথবা ঐ নিদর্শনপত্র কি সমর্পণপত্রের তারিখে বর্ত্তমান কোন ব্যক্তির আয়ুঃশেষ সীমান্ত নহে এমত কোন অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় হইলে, উক্ত নিদর্শনপত্রের কি সমর্পণপত্রের উল্লিখিত নিয়মানুসারে সেই নিদর্শনপত্রের কি সমর্পণপত্রের তারিখের অব্যবহিত পরে ২০ বৎসরের মধ্যে যে মোট টাকা দেয় হইবে কি হইতে পারিবে, তাহাই বুঝাইবে; আর

(গ) ঐ নিদর্শনপত্র কি সমর্পণপত্র সম্পাদনের তারিখেই বর্ত্তমান কোন ব্যক্তির আয়ুঃশেষ হইলেই যে কালও শেষ হইবে উক্ত টাকা অনির্দ্দিষ্ট এমত কোন

কালের নিমিত্ত দেয় হইলে, ঐ নিদর্শনপত্রের কি সমর্পণপত্রের তারিখের অব্যবহিত পরে ১২ বৎসরের মধ্যে যে মোট টাকা উক্ত প্রকারে দেয় হইবে কি হইতে পারিবে তাহা বুঝাইবে।

নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত বিষয়ের মূল্য নির্দ্ধারিত না হইলে ষ্ট্যাম্প বসাইবার কথা।

২৬ ধারা। সম্পাদনের বা প্রথম সম্পাদনের তারিখে মূল্য পরিমিত মাসুলযোগ্য নিদর্শনপত্রের টাকা কি বিষয়ের মূল্য যদি নির্ণয় করিতে (এই আইন প্রবল হইবার পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া) না পারা যাইত, তাহা হইলে যে ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সম্পাদনের তারিখে উক্ত প্রকারের কোন নিদর্শনপত্রে নির্দ্দিষ্ট অত্যধিক যত টাকা বা মূল্যের জন্য উপযুক্ত জ্ঞান করা যায়, তত টাকা বা মূল্যের অধিক সেই নিদর্শনপত্র বলে দাওয়া করা যাইবে না।

নিদর্শনপত্রে মাসুল সম্পর্কীয় বিষয় উল্লেখ করিবার কথা।

২৭ ধারা। যদি পণ থাকে তাহা, এবং যে সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা দ্বারা কোন নিদর্শনপত্রের মাসুল যোগ্যতা বা মাসুলের পরিমাণ নিরূপিত হয়, সেই সকল সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে নিদর্শনপত্রে লিখিতে হইবে।

সমর্পণপত্র বিশেষে মাসুল দিবার আদেশের কথা।

২৮ ধারা। (ক) সমুদয় সম্পত্তি কোন একমূল্যে বিক্রয় করিবার চুক্তি হইয়া বিক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে সমর্পণ করা গেলে, পক্ষেরা যদ্রূপ বিহিত জ্ঞান করেন মূল্যের টাকা তদ্রূপ অংশাংশ করা যাইবে, তাহাতে পৃথক পৃথক খণ্ডের সম্পর্কে পৃথক পৃথক যে সমর্পণ পত্র করা যায়, সেই২ খণ্ডের মূল্যের টাকা সেই২ পত্রে লেখা যাইবে, এবং সেই পৃথক২ মূল্যের সম্বন্ধে মূল্য পরিমিত যে মাসুল লাগে তাহা সেই২ সমর্পণপত্রে লাগিবে।

(খ) দুই কি তদধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া, কিম্বা কোন এক ব্যক্তি আপনার কি অন্যদের পক্ষে কোন এক মূল্যে মোট কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করাতে মোট মূল্যের পৃথক২ অংশ দিয়া যাঁহারা ক্রয় করিয়াছে অথবা যাঁহাদের পক্ষে ক্রয় করিয়াছেন অথবা যাহাদের পক্ষে ক্রয় হইল, সেই সম্পত্তি তাঁহাদের প্রতি পৃথক২ খণ্ডে পৃথক২ নিদর্শনপত্র দ্বারা সমর্পণ করা গেলে, যে সমর্পণপত্রে যে পৃথগংশের মূল্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, সম্পত্তির পৃথক খণ্ড সম্পর্কীয় সেই সমর্পণপত্রে মূল্য পরিমিত সেই মাসুল লাগিবে।

(গ) কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তিক্রয় করিতে চুক্তি করিয়া তৎসংক্রান্ত সমর্পণ পত্র না পাইয়াও অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলে, আর

তৎপ্রযুক্ত সেই সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ সেই অধীন ক্রেতার প্রতি সমর্পণ করা গেলে, মুখ্য ক্রেতা অধীন ক্রেতার নিকট যে মূল্যে বিক্রয় করিলেন, সেই মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সমর্পণপত্রের মূল্য পরিমিত মাসুল ধরা যাইবে।

(ঘ) কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া সমর্পণপত্র না পাইয়া ও সেই সমুদয় সম্পত্তি অথবা তাহার কোন অংশ অপর ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলে আর তৎপ্রযুক্ত সেই সম্পত্তি মুখ্য বিক্রেতা দ্বারা ভিন্ন২ ব্যক্তিদের প্রতি অংশমতে সমর্পণ করা গেলে, মুখ্য বিক্রয়ের টাকার কি মূল্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অধীন ক্রেতা যেযে মূল্যে যেযে খণ্ড ক্রয় করেন, সেই মূল্য দৃষ্টেই সেই২ খণ্ডের সমর্পণপত্রে মূল্য পরিমিত মাসুল ধরা যাইবে। আর অধীন ক্রেতারা সর্ব্বশুদ্ধ যত মূল্য দিয়াছেন, তাহা মুখ্য বিক্রয়ের মূল্য হইতে বাদ দিয়া অতিরিক্ত যে টাকা থাকে, উক্ত সম্পত্তির অবশিষ্ট কোন সম্পত্তি থাকিলে সেই অবশিষ্ট সম্পত্তির নিমিত্ত মুখ্য ক্রেতাকে যে সমর্পণপত্র দেওয়া যায়, সেই অতিরিক্ত টাকা দৃষ্টেই সেই সমর্পণ পত্রের মূল্য পরিমিত মাসুল ধরা যাইবে।

কিন্তু শেষোক্ত সমর্পণপত্রের ষ্ট্যাম্পের মাসুল কোন ক্রমে এক টাকার ন্যূন হইবে না।

(ঙ) অধীন কোন ক্রেতা যে মূল্যে নিজ বিক্রেতার স্বার্থ ক্রয় করিয়াছেন সেই মূল্য পরিমিত মাসুলের নিয়মিত ষ্ট্যাম্প যুক্ত সমর্পণপত্র বাস্তব প্রাপ্ত হইলে পর, মুখ্য বিক্রেতা যদি তাঁহাকে সেই সম্পত্তির সমর্পণপত্র দেন তবে, মুখ্য বিক্রেতার প্রাপ্ত মূল্যের সমর্পণপত্রে যে মাসুল লাগিত, উক্ত সমর্পণপত্রে তত্তুল্য মাশুল লাগিবে। কিন্তু সেই মাসুল পাঁচ টাকার অধিক হইলেও পাঁচ টাকা লাগিবে।

মাসুল যে পক্ষের দিতে হইবে তাহার কথা।

২৯ ধারা। প্রকারান্তরের কোন নিয়ম না থাকিলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পের মূল্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দিতে হইবে যথা।

(ক) প্রথম তফসীলের ২, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ২৪, ২৮, ২৯, ৩০, ৪৪, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭ নম্বরের ও ৬০ নম্বরের (ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত, নিদর্শনপত্র হইলে, যে পক্ষ তাহা লেখেন কি করেন কি সম্পাদন করেন তিনিই দিবেন।

(খ) বিমাপত্র হইলে; যে পক্ষের ক্ষতিপূরণের নিয়ম হয়, তিনি দিবেন।

(গ) সমর্পণপত্র হইলে, গৃহীতা, ভোগানুমতিপত্র বা ভোগানুমতিপত্র সম্পর্কীয় নিয়মপত্র হইলে, গৃহীতা, বা অভিপ্রেত গৃহীতা দিবেন।

(ঘ) ভোগানুমতিপত্রের অনুলিপি হইলে প্রদাতা দিবেন।

(ঙ) বণ্টনপত্র হইলে, উল্লিখিত সম্পত্তিতে যাঁহাদের যে অংশ থাকে তাঁহারা

সেইং অংশমতে অথবা রাজস্বসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের আদেশক্রমে অংশ বিভাগ হইলে উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ যে পরিমাণ আদেশ করেন সেই পরিমাণে দিবেন।

(চ) বিনিময়পত্র হইলে, পক্ষেরা সমাংশমতে দিবেন। ও

(ছ) বিক্রয়ের সার্টিফিকেট হইলে সেই সার্টিফিকেট যে সম্পত্তির উপলক্ষে হইযাছে সেই সম্পত্তির ক্রেতা দিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি।

উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করিবার কথা।

৩০ ধারা। যাহাতে পূর্ব্বে ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে কিনা হইয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট এমন কোন সম্পাদিত অথবা অসম্পাদিত নিদর্শন পত্র আনিয়া তাহাতে মাসুল লাগিলে কত লাগিবে এতদ্বিষয়ে তাঁহার মত জানিবার প্রার্থনা করেন, ও তাহাতে কালেক্টর সাহেব স্থলবিশেষে যে আদেশ করেন উক্ত ব্যক্তি সেই আদেশমতে (পাঁচ টাকার অনধিক ও আট আনার অন্যূন) ফী দেন সেই লিপির উপর মাশুল লাগিলে যত লাগিবে কালেক্টর সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে তাহা নির্ণয় করিয়া দিবেন।

কালেক্টর সাহেবের চুম্বক ও প্রমাণ চাহিতে পারিবার কথা।

এবং তিনি সেই অভিপ্রায়ে সেই লিপিরচুম্বক চাহিতে পারিবেন আর তাহাতে মাসুল লাগিবে কি না অথবা কত মাসুল লাগিবে ইহার নির্ণয় করিবার জন্যে যে সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা জানা কর্ত্তব্য, তাহা সেই লিপিতে সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে ব্যক্ত আছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যে আফিডেবিট বা প্রমাণ লওয়া বিহিত জ্ঞান করেন তাহাও চাহিতে পারিবেন, এবং যাবৎ উক্ত চুম্বক ও প্রমাণ প্রাপ্ত না হয়, উক্ত প্রার্থনার পক্ষে কোন কিছু করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

উপবিধান।

কিন্তু এই ধারানুসারে যে প্রমাণ দেওয়া যায়, উক্ত লিপি যত মাসুলের যোগ্য, ইহার অনুসন্ধান করণ ভিন্ন সেই প্রমাণ অন্য কোন দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালীতে কোন দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালীতে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে ব্যবহার করা যাইবে না। আর যে ব্যক্তি উক্ত মত প্রমাণ দেন তৎসম্পর্কীয় লিপির উপর সম্পূর্ণ যে মাসুল লাগিতে পারে, তিনি তাহা দিলে সেই লিপিতে উপরোক্ত বৃত্তান্ত কি অবস্থা প্রকৃতরূপে ব্যাখ্যা করিবার ক্রটি করাতে এই আইনমতে যে দণ্ডের যোগ্য হইয়াছিলেন সেই দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবেন।

কালেক্টর সাহেবের সার্টিফিকেট দিবার কথা।

৩১ ধারা। ৩০ ধারামতে কোন লিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট আনা গেলে যদি তাঁহার বিবেচনায় তাহা মাসুলযোগ্য বোধ হয় এবং

(ক) তাহাতে সম্পূর্ণ মাসুল লাগান আছে কালেক্টর সাহেব ইহা স্থির করেন অথবা

(খ) কালেক্টর সাহেব ৩০ ধারামতে যে মাসুল নির্ণয় করেন তাহা কিম্বা লিপির পক্ষে ইতঃপূর্ব্বে যত মাসুল দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে যত টাকা যোগ করিলে নির্ণীত মাসুলের পরিমাণ সিদ্ধ হয় সেই টাকা দেওয়া গেলে,

যত মাসুল লাগিতে পারিত সেই সম্পূর্ণ মাসুল (টাকার সংখ্যা লিখিবা) দেওয়া গিয়াছে কালেক্টর সাহেব উক্ত লিপির পৃষ্ঠে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট লিখিবেন।

তাঁহার মতে সেই লিপি মাসুলযোগ্য না হইলে, তাহা মাসুলযোগ্য নহে কালেক্টর সাহেব এই কথা পূর্ব্বোক্ত প্রকার সার্টিফিকেট লিখিবেন।

এই ধারানুসারে যেং নিদর্শনপত্রে পৃষ্ঠলিপি হইয়াছে সেইং নিদর্শনপত্র নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প হওয়া অথবা স্থলবিশেষে মাসুলের অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, কিন্তু তাহাতে মাসুল লাগিতে পারিলেও তাহা প্রমাণস্বরূপ কি প্রকারান্তরে গ্রাহ্য হইতে পারিবে, এবং প্রথম স্থলে নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প হইলে তৎপক্ষে যদ্রূপ কার্য্য করা যাইতে পারিত, ও তাহা যদ্রূপ রেজেষ্টরী হইতে পারিত, তদ্রূপ কার্য্য করা যাইতে পারিবে ও তাহা তদ্রূপ রেজেষ্টরী হইতেও পারিবে।

কিন্তু—

ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত যে লিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট সম্পাদনের বা স্থলবিশেষে প্রথম সম্পাদনের তারিখের এক মাসান্তে আনা যায়, কিম্বা,

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত যে লিপি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের পর তাঁহার নিকট আনা যায়; কিম্বা

যাহাতে এক আনা ষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগিতে পারে, এরূপ যে লিপি অথবা যে কাগজে নিয়মিত ষ্ট্যাম্প বসান যায় নাই, সেই কাগজের উপর লিখিত কি সম্পাদিত যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট তাঁহার নিকট আনা যায়,

কালেক্টর সাহেব এই ধারার কোন কথাদ্বারা সেই লিপির পৃষ্ঠে লিখিবার ক্ষমতা পাইবেন না।

৩০ ধারামতে ফী দিবার নিয়মের কথা।

৩২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব যে বিধি করেন তদনুসারে ৩০ ধারানুযায়ী প্রত্যেক ফী ষ্ট্যাম্প দ্বারা নগদ দিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

যে নিদর্শনপত্রের উপর নিয়মিত ষ্ট্যাম্প দেওয়া যায় নাই তদ্বিষয়ক বিধি।

নিদর্শনপত্র পরীক্ষা ও আটক করিয়া রাখিবার কথা।

৩৩ ধারা। আইন কি পক্ষদের সম্মতিক্রমে প্রমাণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত ও পোলীসের কার্য্যকারক ভিন্ন রাজকীয় সিরিস্তার ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকটে তদীয় কার্য্য সাধনোপলক্ষে মাশুলের যোগ্য কোন নিদর্শনপত্র আনা গেলে, অথবা আসিলে, তিনি তাহা নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প হওয়া বোধ না হইলে আটক করিয়া রাখিবেন।

তজ্জন্য এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি উক্তরূপ মাশুলযোগ্য ও তৎসন্নিধানে আনীত বা উপস্থিত করা প্রত্যেক নিদর্শনপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, যৎকালে উক্ত নিদর্শনপত্র সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত হয়, তৎকালে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে যে আইন প্রবল ছিল উহা তদনুযায়ী মূল্যের ও প্রকারের ষ্ট্যাম্পযুক্ত কি না,

কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪০ কি ৪১ অধ্যায়মত অথবা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সম্বন্ধীয় আইনের ১৮ অধ্যায়মত কার্য্য ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা বিচারপতি অন্য কার্য্য সম্বন্ধে কোন নিদর্শনপত্র পরীক্ষা করিবেন কি আটক করিয়া রাখিবেন, এই ধারার কোন কথাতে এই অর্থ বুঝাইবে না।

পরন্তু হাইকোর্টের জজ হইলে হাইকোর্ট এই ধারামতে পরীক্ষা করিবার ও আটক করিয়া রাখিবার কার্য্যে যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন সেই কার্য্য তাঁহারই প্রতি অর্পিত হইতে পারিবে।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে যাঁহাদিগকে রাজকীয় সিরিস্তার ভারপ্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা সন্দেহস্থলে সময়েং নির্ণয় করিতে পারিবেন।

যে নিদর্শনপত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প লাগান যায় নাই তাহা প্রমাণস্বরূপ অগ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৪ ধারা। যে নিদর্শনপত্র মাশুলযোগ্য তাহা নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প করা না হইলে আইন বা পক্ষদিগের সম্মতিক্রমে প্রমাণ গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি

কর্ত্তৃক কোন উদ্দেশ্যে প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইবে না, অথবা এরূপ কোন ব্যক্তি বা রাজকীয় কর্ম্মচারী তদনুসারে কার্য্য করিবেন না, বা তাহা রেজেষ্টরী বা স্বাক্ষরিত করিবেন না।

কিন্তু—

মাসুল ও দণ্ডের টাকা দেওয়া গেলে যে নিদর্শনপত্র গ্রহণ করা যায় তাহার কথা।

(১) যাহা কেবল এক আনা মাসুলযোগ্য কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট নয়, এমন কোন নিদর্শনপত্র যে মাসুলযোগ্য, তাহার মাসুল দেওয়া গেলে কিম্বা (লিপিতে কম মূল্যের ষ্টাম্প লাগান থাকিলে) উক্ত মাসুল পূরণার্থ বাকী টাকা ও তৎসহিত পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উপযুক্ত মাসুলের কি তাহার বাকী অংশের দশ গুণ টাকা পাঁচ টাকার অধিক হওয়াতে সেই দশ গুণের সংখ্যক টাকা দেওয়া গেলে সেই নিদর্শনপত্র ন্যায়সঙ্গত বর্জ্জিত স্থলভিন্ন অন্যত্র প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে।

বিশেষ যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় নিদর্শনপত্র গ্রহণ করা যায় তাহার কথা।

(২) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪০ কি ৪১ অধ্যায়মত কিম্বা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সম্বন্ধীয় আইনের ১৮ অধ্যায়মত কার্য্য ভিন্ন এতন্নিখিত কোন কথা ফৌজদারী আদালতের অন্যান্য কার্য্যপ্রণালীতে কোন নিদর্শনপত্রের প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবার বাধাজনক হইবে না।

নিদর্শনপত্র গ্রাহ্য হইলে তৎপক্ষে কোন আপত্তি না চলিবার কথা।

(৩) ৫০ধারার বর্জ্জিত স্থলভিন্ন কোন নিদর্শনপত্র প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইলে তাহাতে উপযুক্ত ষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই বলিয়া গ্রাহ্য হইবার বিষয়ে আপত্তি সেই মোকদ্দমা বা কার্য্য প্রণালীর কোন অবস্থায় চলিবে না।

নিদর্শনপত্র আটক করা গেলে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৫ ধারা। ৩৩ ধারানুসারে যে ব্যক্তি কোন নিদর্শনপত্র আটক করেন তিনি আইন অথবা পক্ষদের সম্মতিক্রমে প্রমাণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়াতে ৩৪ ধারামতে দণ্ডের টাকা লইয়া সেই নিদর্শনপত্র প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিলে, তৎপক্ষে যে মাসুল ও অর্থদণ্ড লওয়া গেল তাহা সংশিতরূপে লিখিয়া উক্ত সংশিতলিপি সেই নিদর্শনপত্রের স্বাক্ষরিত প্রতিলিপির সঙ্গে দিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন, এবং উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা কালেক্টর সাহেবের নিকট অথবা কালেক্টর সাহেব এই কার্য্যজন্য যাহাকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তির নিকটে পাঠাইবেন।

অন্য সকলস্থলে যে ব্যক্তি কোন নিদর্শনপত্র আটক করেন তিনি সেই আসল-পত্র কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

৩৫ ধারার প্রথম পরিচ্ছেদমতে দণ্ডের টাকা কালেক্টর সাহেবের ফিরাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা। ৩৫ ধারার প্রথম পরিচ্ছেদমতে কোন নিদর্শনপত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠানগেলে যদি কেহ এবিষয়ে তাহার নিকট প্রার্থনা করে, সেই নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে পাঁচ টাকার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে তিনি স্বীয় বিবেচনামতে সেই অতিরিক্ত টাকার কোন অংশ ফিরাইয়া দিতে পারিবেন কিম্বা।

১২ কি ১৩ ধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়াই যে নিদর্শনপত্র আটক করা যায় তৎপক্ষে দণ্ডের যে টাকা দেওয়া গিয়াছে তিনি সেই সমুদয় টাকা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

যে নিদর্শনপত্র আটক করা যায় তাহাতে কালেক্টর সাহেবের ষ্ট্যাম্প লাগাইবার ক্ষমতার কথা।

৩৭ ধারা। কালেক্টর সাহেব ৩৩ ধারানুসারে কোন নিদর্শনপত্র আটক করিলে কিম্বা ৩৫ ধারার ২ প্রকরণমতে প্রেরিত কোন নিদর্শনপত্র প্রাপ্ত হইলে নিম্ন লিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন,

(ক) উক্ত নিদর্শনপত্রে নিয়মিত ষ্ট্যাম্প দেওয়া গিয়াছে কিম্বা তাহাতে ষ্ট্যাম্প লাগিবে না, যদি তাঁহার এই মত হয় তবে, নিয়মিত ষ্ট্যাম্প দেওয়া গিয়াছে অথবা স্থলবিশেষে ষ্ট্যাম্প লাগিবে না ঐ নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে এই মর্ম্মের সংক্ষিপ্ত কথা লিখিবেন এবং তাঁহার নিকট এতৎপক্ষে প্রার্থনা করা গেলে সেই নিদর্শনপত্র যে ব্যক্তির অধিকার হইতে আটককারী কার্য্যকারকের হস্তে পঁহুছিয়াছিল, সেই ব্যক্তিকে অথবা তিনি অন্য কাহারো নিকটে অর্পণ করিতে বলিলে কালেক্টর সাহেব তাহাকেই সেই নিদর্শনপত্র ফিরাইয়া দিবেন।

(খ) উক্ত নিদর্শনপত্র মাসুলযোগ্য, কিন্তু নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প করা যায়নাই কালেক্টর সাহেবের এইরূপ বিবেচনা হইলে তিনি পাঁচ টাকা অর্থদণ্ডসহ উপযুক্ত মাসুল অথবা সেই মাসুল পূর্ণ করিবার জন্যে যত টাকা লাগে তাহা চাহিবেন, কিম্বা উপযুক্ত মাসুলের কি বাকী অংশের দশগুণ টাকা পাঁচ টাকার অধিক হইলে তিনি স্বীয় বিবেচনামতে পাঁচটাকার অন্যূন ও উক্ত মাসুলের কি মাসুলের অংশের টাকার দশগুণ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিবেন।

কিন্তু উক্ত নিদর্শনপত্র ১২ কি ১৩ ধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়াই আটক করা গেলে, কালেক্টর সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে এই ধারার নির্দ্ধারিত সমুদয় অর্থদণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

এই ধারার (ক) প্রকরণমতে যে কোন সংক্ষিপ্তলিপি করা যায়, তাহা এই আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উল্লিখিত বিবরণে সত্যতার সিদ্ধান্ত প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে।

যে নির্দর্শনপত্রে কেবল এক আনা মাসুল লাগে এই ধারার কোনকথা তৎপ্রতি অথবা বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি প্রমিসরি নোটের প্রতি বর্ত্তিবে না।

অকস্মাৎ কোন কারণে যে নির্দর্শনপত্রে ন্যূন মূল্যের ষ্ট্যাম্প লাগান যায় তাহার কথা।

৩৮ ধারা। মাসুলযোগ্য যে নির্দর্শনপত্রে নিয়মমত ষ্ট্যাম্প লাগান যায় নাই কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা সম্পাদনের বা প্রথম সম্পাদনের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করাইলে আর তাহাতে নিয়মমত ষ্ট্যাম্প লাগান যায় নাই, এই কথা কালেক্টর সাহেবের গোচর করাইয়া উপযুক্ত মাসুল অথবা তৎপূরণ করিবার নিমিত্তে যে টাকা লাগিবে তাহা দিতে স্বীকৃত হইলে, এবং সেই নির্দর্শনপত্রে অকস্মাৎ কিম্বা ভুলক্রমে কি প্রবলতর কোন কারণে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া যায়নাই কালেক্টর সাহেব ইহা স্ববোধমতে জানিলে তিনি ৩৩ ও ৩৭ ধারামতে কার্য্য না করিয়া উক্ত টাকা গ্রহণ করিয়া অব্যবহিত পরের লিখিত বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

যে নির্দর্শনপত্রে কেবল এক আনা মাসুল লাগিতে পারে এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি অথবা বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি প্রমিসরিনোটের প্রতি বর্ত্তিবে না।

৩৪ কি ৩৭ কি ৩৮ ধারামতে যে নির্দর্শনপত্রে মাসুল দেওয়া হইয়াছে তাহার পৃষ্ঠলিপি করিবার কথা।

৩৯ ধারা। কোন নির্দর্শনপত্রে যে মাসুল ও (অর্থদণ্ডও বর্ত্তিলে) যে অর্থদণ্ড লাগিতে পারে, তাহা ৩৩ কি ৩৭ কি ৩৮ ধারামতে দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি সেই নির্দর্শনপত্র প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিয়াছেন অথবা স্থলবিশেষে কালেক্টর সাহেব নির্দর্শন পত্রের পক্ষে উপযুক্ত মাসুল কিম্বা স্থলবিশেষে উপযুক্ত মাসুল ও অর্থদণ্ডের টাকা (উভয় পরিমাণ টাকার সংখ্যা এই স্থলে লেখা যাইবে) আদায় হইয়াছে, এই আদায়কারী ব্যক্তির নাম ও ধাম সেই নির্দর্শন পত্রের পৃষ্ঠে সংশিত্ররূপে লিখিয়া দিবেন।

যে২ নির্দর্শনপত্রে এইরূপ পৃষ্ঠলিপি হইয়াছে তাহা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবে ও নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প করা হইয়াছে বলিয়া তাহা রেজেষ্টরী করা যাইবে, ও তদনুসারে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, ও তাহা স্বাক্ষরিত করা যাইতে পারিবে, এবং তাহা যে ব্যক্তির অধিকার হইতে আটককারী কার্য্যকারকের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল সেই ব্যক্তির প্রার্থনামতে হয় তাঁহাকেই, না হয় তিনি যাঁহাকে দিতে বলেন তাঁহাকেই ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

কিন্তু যে নির্দর্শনপত্র মাসুল ও দণ্ড দিবার পরে ৩৪ ধারানুসারে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইয়াছে তাহা আটকের তারিখ অবধি এক মাস অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে

অথবা তাহা আরো আটক করিয়া রাখা আবশ্যক কালেক্টর সাহেব এইরূপ সংশিত লিপি লিখিবা সেই লিপি অকর্ম্মণী না করিলে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে না।

কিন্তু এই ধারার কোন কথায় দেওয়ানী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারার ৩ প্রকরণের বাধা হইবে না।

ষ্ট্যাম্প আইন উল্লঙ্ঘন করিবার অপরাধ সম্বন্ধে মোকদ্দমা করিবার কথা।

৪০ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র পক্ষে এই অধ্যায় মত অর্থদণ্ড আদায় করা গেলেও কোন ব্যক্তি তৎসংক্রান্ত ষ্টাম্প বিষয়ক আইন লঙ্ঘন অপরাধ করিয়াছেন বোধ হইলে তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না।

উপবিধান।

কিন্তু উপযুক্ত মাসুল এড়াইবার কল্পনায় অপরাধ করা হইয়াছিল, কালেক্টর সাহেব ইহা বুঝিতে না পারিলে যে নিদর্শনপত্রের পক্ষে উক্ত দণ্ড আদায় হইয়াছে সেই নিদর্শনপত্র সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

মাসুল কি দণ্ডের টাকা দেওয়া গেলে তাহা স্থলবিশেষে ফিরিয়া পাইবার কথা।

৪১ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন নিদর্শনপত্র সংক্রান্ত ৩৪ কি ৩৭ কি ৩৮ ধারামত মাসুল কি অর্থদণ্ড দিলে এবং কোন নিয়মের বলে অথবা এই আইনের ২৯ ধারার কোন বিধানের কিম্বা উক্ত নিদর্শনপত্র সম্পাদনকালীন প্রচলিত কোন আইনের বলে অপর কোন ব্যক্তি উক্ত নিদর্শনপত্রের উপযুক্ত মাসুলের খরচ দিতে বাধ্য থাকিলে, উক্ত মত মাসুল কি অর্থদণ্ড দেওয়া হইয়াছে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহা উক্ত অপর ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া পাইতে পারিবেন, এবং ফিরিয়া পাইবার অভিপ্রায়ে ৩৯ ধারামতে উক্ত নিদর্শনপত্র সংক্রান্ত কোন সংশিতপত্র দেওয়া গেলে তাহা সংশিতরূপে লিখিত বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে।

৩৪ ও ৩৭ ধারামতে যে অর্থদণ্ড আদায় হয়, তাহা ক্ষমা করিবার কথা।

৪২ ধারা। ৩৪ কি ৩৭ ধারানুসারে কোন অর্থদণ্ড আদায় হইলে উক্ত অর্থদণ্ড যে তারিখে আদায় হয়, রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়কের নিকট লিখিয়া সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে প্রার্থনা করা গেলে, তিনি দণ্ডের সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কিয়দংশ ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

৩৫ ধারামতে প্রেরিতপত্র হারাইয়া গেলে তৎসম্পর্কে কোন দায়িত্ব না থাকিবার কথা।

৪৩ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র ৩৫ ধারার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদমতে পাঠান গেলে ও তাহা পথে হারাইয়া গেলে কি নষ্ট হইলে কি তাহার কোন হানি হইলে যে ব্যক্তি তাহা পাঠাইয়া দিলেন, তিনি সেই হারাইবার কি হানির নিমিত্ত দায়ী হইবেন না।

উক্তরূপে প্রেরিত নিদর্শনপত্রের প্রতিলিপি করিবার কথা।

কোন নিদর্শনপত্র উক্তরূপ প্রেরণকালে আটককারী ব্যক্তির হস্তে যে ব্যক্তির অধিকার হইতে আসিয়াছে, সেই ব্যক্তি তাহার প্রতিলিপি স্বীয় ব্যয়ে করাইয়া যিনি সেই পত্র আটক করিয়াছেন তাঁহার স্বাক্ষর তাহাতে লিখাইয়া লইতে পারিবেন।

বিলে কি নোটে কি চ্যাকে ষ্ট্যাম্প না থাকিলে টাকা প্রদাতার ষ্ট্যাম্প বসাইবার ক্ষমতার কথা।

৪৪ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জে কি প্রমিসরি নোটে এক আনার মাসুল লাগে, তাহা অথবা কোন চ্যাক ষ্ট্যাম্প বসান না গেলেও তাহা টাকা প্রাপ্ত্যর্থে উপস্থিত করা গেলে, উক্ত ভাবে যে ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করা যায়, তিনি প্রয়োজনমতে তাহাতে আটাল ষ্ট্যাম্প বসাইয়া ও পূর্ব্বোক্ত বিহিত প্রকারে তাহা অকর্ম্মণ্য করিয়া তৎপরে উক্ত বিলের কি নোটের কি চ্যাকের টাকা দিয়া যে ব্যক্তি মাসুল দিতে বাধ্য ছিলেন, তাঁহার নিকট সেই মাসুলের পরিমাণ দাওয়া করিতে পারিবেন, অথবা তাহা উক্ত দেয় টাকা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং উক্ত বিল কি নোট কি চ্যাক ঐ মাসুলের সঙ্গে যত দূর সম্পর্ক রাখে, তত দূর সিদ্ধ ও প্রবল জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্ত বিল কি নোট কি চ্যাক সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি কোন দণ্ডের যোগ্য হইলে তিনি এই ধারার কোন কথা দ্বারা সেই দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রশ্ন ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

কত মাসুল লাগিতে পারে কালেক্টর সাহেবের এতদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে যাহা করিতে হয় তাহার কথা।

৪৫ ধারা। কোন কালেক্টর সাহেব ৩০, ৩৭ কি ৩৮ ধারামতে কার্য্য করিয়া কোন নিদর্শনপত্রের যোগ্য মাসুলের বিষয় সন্দেহ করিলে, তিনি তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহাতে আপনার মত জানাইয়া রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়কের বিচারার্থে অর্পণ করিবেন, এবং উক্ত প্রধান তত্ত্বাবধায়ক সকল কথা বিবেচনা করিয়া যে নিষ্পত্তি করেন, তিনি তাহার প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মাসুল ধার্য্য ও আদায় করিবার হইলে ধার্য্য ও আদায় করিয়া লইবেন।

রাজস্বসম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের হাইকোর্টে বিবাদার্পণের কথা।

৪৬ ধারা। এই আইনের ৪৫ ধারাক্রমে কি অন্য কোনরূপে রাজস্বের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের সম্মুখে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে আপনার মত সহিত ঐ কর্ত্তৃপক্ষ সেই মোকদ্দমা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে উত্থিত হইলে ঐ২ প্রেসিডেন্সীর হাইকোর্টে, কিম্বা উত্তর পশ্চিম দেশে অযোধ্যা দেশে উত্থিত হইলে, উত্তর পশ্চিম দেশের হাইকোর্টে কিম্বা পঞ্জাবে উত্থিত হইলে, পঞ্জাবের চিফ কোর্টে, কিম্বা মধ্য প্রদেশে উত্থিত হইলে, বোম্বাইর হাইকোর্টে, ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে উত্থিত হইলে, কলিকাতার হাইকোর্টে অর্পণ করিতে পারিবেন।

যে হাইকোর্টে কি চিফকোর্টে অর্পিত হয়, তাহার ন্যূনকল্পে তিন জন জজ উক্ত প্রত্যেক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন। তাঁহাদের মতের ঐক্য না হইলে অধিকাংশের মত প্রবল হইবে।

আদালতের আরো বিস্তারিত বর্ণনা চাহিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭ ধারা। মোকদ্দমার যে বিবরণ পাঠান যায়, তদ্দ্বারা উত্থিত বিবাদ নির্ণয় হইতে পারে হাইকোর্টের কি চিফ কোর্টের এমত বোধ না হইলে, রাজস্বের যে কর্ত্তৃপক্ষ ঐ বর্ণনা লিখিয়াছিলেন কোর্ট তৎপক্ষে যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ করেন তাহা করিবার জন্যে তাঁহার নিকট ঐ মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠাইতে পারিবেন।

প্রশ্ন মীমাংসার কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৮ ধারা হাইকোর্ট কিম্বা চিফ কোর্ট উক্ত মোকদ্দমা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে আপনার নিষ্পত্তি জানাইবেন। ঐ নিষ্পত্তি যে হেতুমূলক হয় তাহাও সেই নিষ্পত্তি পত্রে লিখিবেন। ও রাজস্বের যে কর্ত্তৃপক্ষ ঐ মোকদ্দমার বর্ণনা করিয়াছিলেন, আদালতের মোহর ও রেজিষ্টারের স্বাক্ষরযুক্ত ঐ নিষ্পত্তিপত্রের প্রতি লিপি তাঁহার নিকট পাঠাইবেন। রাজস্বের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা প্রাপ্ত হইলে ঐ নিষ্পত্তিমতে বিচার্য্য কথার মীমাংসা করিবেন।

অন্যান্য আদালতের হাইকোর্টে বিবাদার্পণ করিবার কথা।

৪৯ ধারা। ৩৪ ধারার প্রথম উপবিধানমতে কোন নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দেওয়া বিহিত, ৪৬ ধারার উল্লিখিত আদালত ভিন্ন অন্য কোন আদালতের এতদ্বিষয়ক সন্দেহ হইলে, বিচারপতি ঐ বিষয়ের বর্ণনা ও তৎসম্পর্কে আপনার মত লিখিয়া তিনি রাজস্বসম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হইলে, ৪৬ ধারাক্রমে যে হাইকোর্টে বা চিফকোর্টে তাহা অর্পণ করিতেন সেই কোর্টের বিচারার্থ অর্পণ করিবেন। উক্ত

কোর্টে প্রস্তাবিত কথা ৪৩ ধারাক্রমে অর্পিত জ্ঞান করিয়া তাহার মীমাংসা করিবেন, এবং আদালতের মোহরযুক্ত ও রেজিষ্টার সাহেবের স্বাক্ষরিত আপনার নিষ্পত্তি-পত্রের প্রতিলিপি প্রস্তাবকারী বিচারপতির নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি উক্ত নিষ্পত্তির মর্ম্মমতে বিচার্য্য কথার মীমাংসা করিবেন।

জিলার আদালতের অধীনস্থ কোন আদালতের এই ধারানুসারে কোন কথা প্রস্তাব করিতে হইলে জিলার আদালত দ্বারাই করা যাইবে, এবং নিম্নতর রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের প্রস্তাব হইলে, তাহা অব্যবহিত উচ্চতর আদালত দ্বারা করা যাইবে।

যথোপযুক্ত ষ্ট্যাম্প সম্পর্কে আদালতের কোনং নিষ্পত্তির পুনরালোচনা করিবার কথা।

৫০ ধারা। যথোপযুক্ত ষ্ট্যাম্প বসান হইয়াছে, কিম্বা ষ্ট্যাম্প লাগাইবার প্রয়োজন নাই, কিম্বা ৩৪ ধারামতে যে মাসুল ও অর্থদণ্ড লাগিত তাহা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কোন আদালত দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্য করিয়া কোন নিদর্শনপত্র প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা দিলে, যে আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করা যায়, এবং যে আদালতে উক্ত আদালতের প্রস্তাব পাঠাইতে হয়, সেই আদালত স্বেচ্ছামতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের প্রার্থনামতে উক্ত আজ্ঞা বিবেচনা করিতে পারিবেন, এবং ৩৪ ধারানুসারে মাসুল ও অর্থদণ্ড না দেওয়াতে, কিম্বা যে মাসুল ও অর্থদণ্ড দেওয়া গিয়াছে তদধিক মাসুল ও অর্থদণ্ড না দেওয়াতে উক্ত নিদর্শন-পত্র প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করা বিহিত হয় নাই আদালতের এই মত হইলে, আদালত সেই মর্ম্মের নির্দ্দেশপত্র লিখিবেন, এবং উক্ত নিদর্শনপত্রে যত মাসুল লাগিতে পারে, তাহা নির্ণয় করিয়া নিদর্শনপত্র তৎকালে যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতা-ধীনে আছে তাঁহাকে তাহা উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন, এবং উপ-স্থিত করা গেলে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারাক্রমে উক্তরূপ কোন নির্দ্দেশপত্র লেখা গেলে, যে আদালত তাহা লিখিলেন সেই আদালত তাহার প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং সেই নির্দ্দেশপত্র যে নিদর্শনপত্রের সম্বন্ধে লেখা গেল, তাহা আটক করা গেলে অথবা প্রকারান্তরে উক্ত আদালতের অধিকারে থাকিলে আদালত তাহাও প্রেরণ করিবেন। এবং তৎপরে উক্ত নিদর্শনপত্রের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হওন বিষয়ক আজ্ঞাতে কিম্বা ৩৯ বা ৪০ ধারাক্রমে প্রদত্ত কোন সর্টিফিকেটে যে কোনকথা থাকুক না কেন, কালেক্টর সাহেব সেই সেই নিদর্শনপত্র লইয়া ষ্ট্যাম্প বিষয়ক আইন উল্ল-ঙ্ঘন অপরাধ করিয়াছেন এরূপ বিবেচনা করিলে সেই ব্যক্তির নামে নালিশ উত্থাপন করিতে পারিবেন।

কিন্তু উক্ত আদালতের বিচার মতে ৩৪ ধারানুসারে সেই নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে (মাসুল ও অর্থদণ্ড শুদ্ধ) যত টাকা দেয়, তাহা কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া গেলে এবং উপযুক্ত মাসুল এড়াইবার উদ্দেশে অপরাধ করা হইয়াছিল তিনি ইহা বোধ না করিলে নালিশ উত্থাপন করা যাইবে না।

পরন্তু যে আজ্ঞামতে কোন নিদর্শনপত্র প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয় কিম্বা ৩৯ ধারাক্রমে যে কোন সার্টিফিকেট দেওয়া যায়, তাহা উপরোক্ত কোন অপরাধের হেতুতে নালিশ উত্থাপন ভিন্ন কোন কারণে এই ধারানুযায়ী লিখিত কোন নির্দ্দেশপত্রের বলে অসিদ্ধ করা যাইবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নষ্টীকৃত বা অনাবশ্যক ষ্ট্যাম্পের মূল্য ফিরাইয়া দিবার বিধি।

নষ্ট করা ষ্ট্যাম্পের মূল্য ধরিয়া দিবার কথা।

৫১ ধারা। কালেক্টর সাহেব যে প্রমাণ চাহিতে পারিবেন এতদ্বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব যে বিধি প্রণয়ন করেন তাহা প্রবল মানিয়া, কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত স্থলে নষ্টীকৃত ছাপা ষ্ট্যাম্পের মূল্য ধরিয়া দিতে পারিবেন যথা।

(ক) ষ্ট্যাম্প কাগজে নিদর্শনপত্র লেখা গেলে পর, ও তাহাতে কোন পক্ষের সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে, সেই পত্রের ষ্ট্যাম্প অমনোযোগে কি অনিচ্ছামতে নষ্ট হইলে, কি তাহার অক্ষরাদি উঠিয়া গেলে, কিম্বা কোন প্রকারে কল্পিত কার্য্যের নিমিত্তে অনুপযুক্ত করা গেলে সেই ষ্ট্যাম্পের।

(খ) বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের কি প্রমিসরিনোটের লেখক বা যিনি তাহা লিখিতে কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি কি তাঁহার সপক্ষ অন্য ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, কিন্তু টাকা প্রাপকের কি যাঁহাকে প্রাপক করিবার কল্পনা থাকে তাঁহার কি তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির হস্তে না দেওয়া গেলে, কিম্বা টাকা দেওনের জামিনস্বরূপ কোন ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত করা না গেলে, কিম্বা কোন প্রকারে বিক্রয়াদি করা কি জারী কি প্রচলিত করা না গেলে, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহার ব্যবহার না হইলে, ও বিলঅফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাক হইলে টাকা দায়কের দ্বারা সাকরাইয়া দেওয়া না গেলে, ও যে কাগজে তদ্রূপ ষ্ট্যাম্প বসান যায়, তাহাতে পশ্চাৎ যে বিলঅফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক লেখা যাইবে, তাহা সাকরাইয়া দেওয়াস্বরূপ কি তদভিপ্রায়ে কোন স্বাক্ষর না থাকিলে, তাহার নিমিত্ত যে ষ্ট্যাম্পের ব্যবহার করা গিয়াছে, বা করিবার কল্পনা থাকে, সেই ষ্ট্যাম্পের।

(গ) কোন বিল অফ এক্‌শ্চেঞ্জের কি চ্যাকের কি প্রমিসরি নোটের লেখক কি তৎপক্ষে অন্য ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলেও কোন ভুল কি চুকক্রমে তাহা নষ্ট হইলে, কি অকর্ম্মণ্য করা গেলেও, বিল অফ এক্‌শ্চেঞ্জ কি চ্যাক হওয়াতে সাক-রাইয়া লওনার্থে উপস্থিত করা গেলে, কিম্বা সাকরাইয়া দেওয়া গেলে, বা তাহার পৃষ্ঠলিপি লেখা গেলেও, কিম্বা প্রমিসরি নোট হওয়াতে টাকা প্রাপককে দেওয়া গেলেও, তাহাতে যে ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা গেলে, কি করিবার কল্পনা থাকে সেই ষ্ট্যাম্পের; কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে, পূর্ব্বোক্ত ভুল চুকের সংশোধিত কথা ভিন্ন ঐ নষ্ট করা বিলের কি পত্রের সর্ব্বাংশে ঠিক সমান অন্য এক বিল অফ এক্‌শ্চেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়া ও উপযুক্ত মূল্যের ষ্ট্যাম্প বসান গিয়া তাহার সঙ্গে২ দেওয়া যায়।

(ঘ) নিম্নলিখিত কোন নিদর্শনপত্রে যে ষ্ট্যাম্পের ব্যবহার হয়, যথা

(১) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলেও, পশ্চাৎ তাহা উক্ত আদালত কর্ত্তৃক আইনমতে আদৌ ব্যর্থ প্রকাশিত হইতে পারে তাহাতে।

(২) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলে ও প্রথমে যে অভিপ্রায়ে লেখা গিয়াছিল, কোন ভুল কি চুক প্রযুক্ত পশ্চাৎ সেই কর্ম্মের অনুপ-যুক্ত দেখা গেলে তাহাতে।

(৩) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলেও, অন্য যে ব্যক্তির তাহা সম্পাদন করা আবশ্যক, সম্পাদন না করিয়া তাঁহার মৃত্যু হওয়া প্রযুক্ত কিম্বা, তদ্রূপ ব্যক্তির তাহা সম্পাদন করিতে কিম্বা ঐ পত্র দ্বারা যে টাকা রক্ষা হইবে, সেই টাকা আগাম দিতে অসম্মত হওয়া প্রযুক্ত প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে ঐ ব্যাপার সিদ্ধ করণার্থেপত্র সম্পাদন হইতে না পারিলে তাহাতে।

(৪) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলেও, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অন্য ব্যক্তির সম্পাদনের অভাব প্রযুক্ত ও তাঁহার স্বাক্ষর করিবার অক্ষমতা কি অসম্মতি প্রযুক্ত তাহা বাস্তব অপূর্ণ ও অভিপ্রেত কার্য্যের নিমিত্ত অপ্রচুর হইলে, তাহাতে।

(৫) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলেও তদনুসারে কার্য্য করিতে অন্য কোন ব্যক্তির অস্বীকার করণ প্রযুক্ত কিম্বা পত্রক্রমে যে পদ প্রদান হইল, তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করণ বা গ্রহণ না করণ প্রযুক্ত কল্পিত অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইলে তাহাতে।

(৬) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলেও তদ্দ্বারা যে

ব্যাপার সম্পন্ন করিবার কল্পনা ছিল, উপযুক্তমতে ষ্ট্যাম্প করা অন্যকোন নিদর্শন পত্রদ্বারা সম্পাদন করা যাওয়াতে ঐ পত্র অকর্ম্মণ্য হইলে তাহাতে।

(৭) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলেও তাহা অমনোযোগ হেতুক ও অনিচ্ছামতে নষ্ট করা গেলে,ও সেই দুই পক্ষের মধ্যে সেই উদ্দেশে অন্য পত্র সম্পাদিত হইয়া তাহাতে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া গেলে সেই পত্রে।

পরন্তু প্রয়োজন যে, নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হইয়া থাকিলে,

(ক) অন্যথা করণার্থে পত্রখানি যেন অর্পণ করা যায়।

(খ) ঐ নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে, কিম্বা তারিখ লেখা না থাকিলে, যিনি প্রথমে বা একা তাহা সম্পাদন করিলেন, তাঁহার সম্পাদন করণাবধি ছয় মাসের মধ্যে যেন ঐ উপকার প্রার্থনা হয়। কিন্তু যে নিদর্শনপত্রের পরিবর্ত্তে অন্য নিদর্শনপত্র হইয়াছে, অনিবার্য্য কোন গতিকে পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে অন্যথা করণার্থে অর্পণ করা যাইতে না পারিলে, ঐ পূর্ব্ব নিদর্শনপত্রের স্থলবর্ত্তী নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি কি সম্পাদন অবধি ছয় মাসের মধ্যে, ও যে নিদর্শনপত্র নষ্ট হইল, তাহা ভিন্ন দেশে পাঠান গিয়া থাকিলে, যে সময়ে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানে ফিরিয়া পাওয়া যায়, সেই সময়াবধি ছয় মাসের মধ্যে, ঐ উপকার যেন প্রার্থনা করা যায়।

কিন্তু যে ষ্ট্যাম্প কাগজে সম্পাদিত নিদর্শনপত্র লেখা যায় নাই, এমত কাগজের ষ্ট্যাম্প হইলে, ষ্ট্যাম্প পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নষ্টীকৃত হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে যেন উপকার প্রার্থনা হয়।

অনুপযুক্তরূপে ষ্ট্যাম্প ব্যবহার হইলে মূল্য ধরিয়া দিবার কথা।

৫২ ধারা। যে নিদর্শনপত্র মাসুলযোগ্য এই আইনের বলে প্রণীত বিধিমতে সেই নিদর্শনপত্রের জন্যে যে ষ্ট্যাম্প নির্দ্ধারিত আছে, কোন ব্যক্তি যদি অমনোযোগে তজ্জন্যে সেই ষ্ট্যাম্প ব্যবহার না করিয়া প্রকারান্তরে কিম্বা অনাবশ্যকমত অধিক মূল্যের ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিম্বা যে নিদর্শনপত্রে কোন ষ্ট্যাম্প লাগে না যদি মনোযোগ না করিয়া তজ্জন্যে ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করেন, কিম্বা ১২ ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া লিখিত হওয়াতে নিদর্শনপত্রে ব্যবহৃত কোন ষ্ট্যাম্প ১৪ ধারার বলে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তবে ঐ নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে, কিম্বা তাহাতে তারিখ লেখা না থাকিলে, যে ব্যক্তি প্রথমে বা একা তাহা সম্পাদন করিলেন, তিনি সেই সম্পাদন করণাবধি ছয় মাসের মধ্যে প্রার্থনা করিলে এবং নিদর্শনপত্র মাসুলযোগ্য হইলে, তাহাতে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প পুনরায় লাগান

গেলে, কালেক্টর সাহেব সেই অনুপযুক্ত রূপে ব্যবহৃত বা অকর্ম্মণ্য করা ষ্ট্যাম্প অন্যথা করিবেন, ও নষ্টীকৃত বলিয়া তাহার মূল্য ধরিয়া দিতে পারিবেন।

৫১ ও ৫২ ধারার বলে মূল্য যেরূপে ধরিয়া দেওয়া যাইবে তদ্বিষয়ের কথা।

৫৩ ধারা। কোন স্থলে নষ্ট করা কি অনুপযুক্তমতে ব্যবহার করা ষ্ট্যাম্পের মূল্য ধরিয়া দিতে হইলে, কালেক্টর সাহেব তৎপরিবর্ত্তে (ক) সেই প্রকারের ও মূল্যের অন্য ষ্ট্যাম্প দিতে পারিবেন, কিম্বা (খ) প্রয়োজন হইলে ও তিনি উচিত জ্ঞান করিলে, সেই মূল্যের অন্য কোন প্রকারের ষ্ট্যাম্প দিবেন, অথবা (গ) কিম্বা স্বীয় বিবেচনামতে টাকার কিম্বা টাকার ভগ্নাংশের প্রতি এক আনা বাদ দিয়া ঐ মূল্য নগদ দিবেন।

যে ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই তাহার মূল্য ধরিয়া দিবার কথা।

৫৪ ধারা। যাহা নষ্ট করা হয় নাই ও যাহা অভিপ্রেত উদ্দেশ্যের জন্য অযোগ্য বা অকর্ম্মণ্য করা হয় নাই, কোন ব্যক্তির নিকটে যদি এরূপ ষ্ট্যাম্প থাকে, কিন্তু তখন তাহা ব্যবহার করিবার তাঁহার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ঐ ষ্ট্যাম্প অন্যথা করা জন্য সমর্পণ করিয়া যদি কালেক্টর সাহেবের সন্তোষ মতে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, সরল ভাবে ব্যবহারের জন্য তিনি উহার পূর্ণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া ছিলেন, এবং সমর্পণের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাস মধ্যে উহা উক্ত রূপে ক্রয় করেন, তবে টাকার বা টাকার ভগ্নাংশের প্রতি এক আনা, বাদ দিয়া কালেক্টর সাহেব উক্ত ষ্ট্যাম্পের মূল্য নগদ দিবেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট বিধি।

ষ্ট্যাম্প বিক্রয় সম্বন্ধীয় বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫ ধারা। ষ্ট্যাম্প ও ষ্ট্যাম্প কাগজ যোগান ও বিক্রয়, যে সকল ব্যক্তি কেবল এই রূপ বিক্রয় করিবেন, ও তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ও প্রাপ্তি সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই আইন সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

আইন কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত সামান্যতঃ বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৬ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব সামান্যতঃ এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে এই আইন সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

সময়েং কোনং ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৫৭ ধারা। এই আইনক্রমে নিয়োগ, বিধি ও আদেশ করিবার যে সকল ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, প্রয়োজন মতে সময়ে সময়ে তদনুসারে কার্য্য করা যাইতে পারিবে।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

৫৫ ধারানুসারে প্রণীত বিধি ভিন্ন এই আইন বলে প্রণীত সমুদয় বিধি ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, এবং ৫৫ ধারানুসারে প্রণীত সমুদয় বিধি স্থানীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। এই ধারায় যেরূপ বিহিত হইল তদনুসারে প্রকাশিত সমুদয় বিধি উক্ত প্রকাশের পরে আইন তুল্য বলবৎ হইবে।

স্থল বিশেষে রসীদ দিবার কথা।

৫৮ ধারা। কোন ব্যক্তি বিশ টাকার অধিক কোন টাকা অথবা বিশ টাকার অধিক মূল্যের কোন বিল অফএক্সচেঞ্জ কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট পাইলে কিম্বা কর্জ্জশোধ স্বরূপ বিশ টাকার অধিক মূল্যের কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাইলে, যিনি উক্ত টাকা কি বিল কি চ্যাক কি নোট কি সম্পত্তি দেন কি অর্পণ করেন তাঁহাকে তিনি চাহিবামাত্র তজ্জন্যে নিয়মিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত রসীদ দিবেন।

আদালতের রসুম বিষয়ে না খাটিবার কথা।

৫৯ ধারা। আদালতের রসুম সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে বলবৎ কোন আইনের বলে যে মাসুল লাগিতে পারে, এই আইনের কোন বিধান দ্বারা তাহার বাধা হইবে না।

আইন অনুবাদিত হইয়া তাহার সূচীপত্র করা যাইবার ও অল্প মূল্যে বিক্রয় হইবার কথা।

৬০ ধারা। স্থানীয় প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট আপনার শাসিত দেশের প্রচলিত প্রধানং ভাষায় এই আইন সাবধানে অনুবাদ করাইবেন। উক্ত প্রত্যেক অনুবাদের শেষে একটী সম্পূর্ণ অক্ষরক্রমিক সূচীপত্র দেওয়া যাইবে এবং অনুবাদ ও সূচীপত্র মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে ।০ আনার অনধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

———o———

অষ্টম অধ্যায়।

অপরাধ ও দণ্ড প্রণালী বিষয়ক বিধি।*

যে কাগজ নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প করা যায় নাই তাহাতে নিদর্শনপত্র সম্পাদন প্রভৃতি করিবার দণ্ডের কথা।

৬১ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাকে কি প্রমিসরিনোটে নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প দেওয়া যায় নাই কোন ব্যক্তি তাহা লিখিলে কি করিলে কি জারী করিলে

কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করিলে কি হস্তান্তর করিলে কি সাক্ষীস্বরূপ না হইয়া প্রকারান্তরে তাহাতে স্বাক্ষর করিলে কি সাকরাইবার নিমিত্ত কি তাহার টাকা প্রাপণার্থ উপস্থিত করিলে কি সাকরাইলে কি তাহার টাকা দিলে কি পাইলে কি তাহা কোন প্রকারে ক্রয় বিক্রয় করিলে, এবং

অন্য যে কোন নিদর্শনপত্রে মাসুল লাগে তাহাতে নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প দেওয়া না গেলে ও কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলে কি সাক্ষীস্বরূপ না হইয়া প্রকারান্তরে তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, এবং

যে প্রতিনিদিপত্র নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প করা যায় নাই কোন ব্যক্তি তদ্বলে মত জানাইলে কি জানাইতে চেষ্টা করিলে,

সেই প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কিন্তু ৩৪ কি ৩৭ কি ৫০ ধারাক্রমে কোন নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে কোন অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে পর যিনি উক্ত দণ্ডের টাকা দিয়াছেন, সেই নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি এই ধারামত অর্থদণ্ড বর্ত্তিলে ঐ টাকা শেষোক্ত অর্থদণ্ড হইতে বাদ দেওয়া যাইবে।

আটাল ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য না করিবার দণ্ডের কথা

৬২ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন নিদর্শনপত্রে ১১ ধারাক্রমে আটাল ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে ত্রুটি করিলে তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৭ ধারার বিধান না মানিবার দণ্ডের কথা।

৬৩ ধারা। কোন ব্যক্তি ষ্ট্যাম্পের মাসুল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করিবার কল্পনায়,

(ক) ২৭ধারাক্রমে যে নিদর্শনপত্রে যে সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা লেখা কর্ত্তব্য সেই নিদর্শনপত্রেউক্ত বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে লিখিয়া না দিলে, এবং

(খ) কোন নিদর্শনপত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া কিম্বা প্রস্তুত করণকার্য্যে সম্পর্ক রাখিয়া সেই নিদর্শনপত্রে উক্ত বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃত রূপে বর্ণনা করিতে উপেক্ষা কি ত্রুটি করিলে তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

রসীদ দিতে অস্বীকার করিলেও রসীদের মাসুল এড়াইবার কল্পনা করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৬৪ ধারা। ৫৮ ধারামতে যে ব্যক্তির রসীদ দেওয়া কর্ত্তব্য তিনি তাহা দিতে

অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে অথবা কোন মাস্থল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে পরিমাণে বা মূল্যে কুড়ি টাকার অধিক টাকা বা সম্পত্তি পাইয়া ও কুড়ি টাকার কম টাকার বা মূল্যের রসীদ দিলে অথবা প্রাপ্ত টাকা কি সম্পত্তি পৃথক্ কি ভাগ করিয়া দিলে তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

বিমাপত্র না লিখিয়া দিবার দণ্ডের কথা।

৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তি—

(ক) বিমার চুক্তিপত্রের নিমিত্ত কোন অগ্রিম টাকা কি মূল্য পাইয়া কি প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ও উক্ত অগ্রিম টাকা কি মূল্য প্রাপ্তি কি প্রাপ্তি-স্বীকার করণাবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত বিমার নিয়মিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত পত্র লিখিয়া সম্পাদন না করিলে, কিম্বা

কিম্বা যাহাতে নিয়মিত ষ্ট্যাম্প লাগান যায় নাই তাহা লিখনাদির দণ্ডের কথা

(খ) কোন বিমাপত্রে নিয়মিত ষ্ট্যাম্প না থাকিলে ও তাহা লিখিলে কি সম্পাদন করিলে কি জারী করিলে অথবা তৎপ্রতি কি তদুপলক্ষে কোন টাকা দিলে কি হিসাবে লিখাইলে কিম্বা দিতে কি হিসাবে লিখাইতে সম্মত হইলে তাঁহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

বিল কি সামুদ্রিক বিমাপত্র সেট করিয়া লেখা যাইবার ভাব দেখাইলে ও সম্পূর্ণ সংখ্যা গ্রহণ না করিবার দণ্ডের কথা।

৬৬ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি সামুদ্রিক বিমাপত্র দুই কি তদধিক খানির সেট করিয়া লেখা যাইবার কি সম্পাদন হইবার মত দেখায়, কোন ব্যক্তি এমন কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি সামুদ্রিক বিমাপত্র লিখিলে কি সম্পাদন করিলে, এবং তৎকালেই উক্ত বিল কি বিমাপত্র যত খানির সেট করিয়া লেখা যাইবার মত দেখায়, সেই সমুদয় সংখ্যক বিল কি বিমাপত্র নিয়মিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে না লিখিলে কি সম্পাদন না করিলে তাঁহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

বিল অফ এক্সচেঞ্জে পরবর্ত্তী তারিখ দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য করিলে অর্থ দণ্ডের কথা।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টকে মাস্থল বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে যে তারিখে কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা প্রমিসরি নোট বাস্তবিক লেখা কি করা হয়, তৎপরবর্ত্তী তারিখ দিয়া উক্ত বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা প্রমিসরি নোট লিখে করে বা জারী করে, এবং যে ব্যক্তি উক্ত বিল বা নোট পরবর্ত্তী তারিখযুক্ত হইয়াছে জানিয়া ও তাহার পৃষ্ঠলিপি করে বা তাহা হস্তান্তর করে, বা তাহা সাকরাইবার জন্য বা টাকা পাইবার জন্য উপস্থিত করে কিম্বা তাহা সাকরায় কিম্বা তাহার জন্য টাকা দেয় বা গ্রহণ করে কিম্বা কোনরূপে তাহা ক্রয়বিক্রয় করে,

রাজস্ব বঞ্চিত করিবার অন্য প্রকার কৌশল করিলে অর্থদণ্ডের কথা।

এবং যে ব্যক্তি উক্তরূপ অভিপ্রায়ে এই আইনে বা প্রচলিত অন্য আইনে যদ্বিষয়ের বিশেষ বিধান হয় নাই এরূপ কার্য্য কৌশল, বা কল্পনা করে বা তাহাতে লিপ্ত হয় সেই ব্যক্তির হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের বিধি লঙ্ঘনের এবং অননুমত বিক্রয় করিবার দণ্ডের কথা।

৬৮ ধারা। ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ৫৫ ধারামতে প্রণীত কোন বিধি অমান্য করিলে এবং যিনি বিক্রয় করিতে নিযুক্ত হন, এমন কোন ব্যক্তি কোন ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিলে কিম্বা বিক্রয় করিতে উদ্যোগ করিলে, তাঁহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

নালিশ উপস্থিত করিবার ও চালাইবার কথা।

৬৯ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা ১৮৭৯ সালের ষ্ট্যাম্প বিষয়ক সাধারণ আইনমতে কিম্বা তদ্দ্বারা রহিত কোন আইনমতে দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ সংক্রান্ত নালিশ করিতে হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে সাধারণমতে কি কালেক্টর সাহেব যাঁহাকে বিশেষ মতে ক্ষমতা দেন তাঁহার অনুমতি বিনা নালিশ উপস্থিত করা যাইবে না।

এইরূপ কোন নালিশ হইলে রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়ক অথবা এতৎপক্ষে তাঁহাদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক মোকদ্দমা স্থগিত কি অপরাধের রফা করিতে পারিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটদের বিচারাধিপত্য থাকিবে তাঁহাদের কথা।

৭০ ধারা। প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অন্যূন ক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই আইন অনুসারে কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

বিচার স্থানের কথা।

৭১ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র লইয়া উক্ত প্রকার যে প্রত্যেক অপরাধ হয় নিদর্শনপত্র যে জিলায় কি রাজধানীতে পাওয়া যায়, সেই জিলায় কি রাজধানীতে সেই অপরাধের বিচার হইতে পারিবে, এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক যে আইন যে কালে প্রবল থাকে, সেই কালের সেই আইনক্রমে যে কোন জিলায় কি রাজধানীতে সেই অপরাধের বিচার হইতে পারে সেই জিলায় কি রাজধানীতে সেই অপরাধের বিচার হইতে পারিবে।

অন্যান্য আইনের কার্য্যের ব্যাঘাত না হইবার কথা।

৭২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনের কিম্বা তন্মতে প্রণীত কোন বিধির বিপরীত অপরাধস্বরূপ কোন কার্য্য কি ত্রুটি করাতে তাঁহার নামে অন্য কোন আইনক্রমে যে নালিশ উপস্থিত করা যাইতে পারে, এই আইনের কোন কথায় তৎপ্রতি নিষেধ আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

কিন্তু একই অপরাধের জন্য কেহই দুইবার দণ্ড পাইবেন না।

প্রথম তফসীল।

নিদর্শন পত্রের বর্ণনা।	ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
১। কুঠিযালের পাসবহী ভিন্ন কোন বহীতে কিম্বা স্বতন্ত্র কোন কাগজে ঋণের প্রমাণ স্বরূপ অধমর্ণ কিম্বা তৎপক্ষীয় অন্য কেহ কিছু লিখিযা বা স্বাক্ষর করিযা উক্ত বহী বা কাগজ উত্তমর্ণের নিকটে রাখিয়া দিলে এরূপ কুড়ি টাকার অধিক পরিমাণের বা মূল্যের ঋণ স্বীকারপত্র	এক আনা।
২। দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব পত্র	(১৪ নং) প্রতিভূপত্রের তুল্য মাসুল।
দত্তক গ্রহণপত্র...... . (৩৮ নং নিদর্শনপত্র দেখ)	
৩। আফিডেবিট অর্থাৎ যে ব্যক্তি আইন অনুসারে শপথ দিতে পারে তাহার সমক্ষে শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র	এক টাকা।
২। ২ তপসীলের (১নং) বর্জ্জিত পত্র দেখ।	
৪। ভোগানুমতি পত্র সম্পর্কীয় নিয়মপত্র	(৩১নং) ভোগানুমতিপত্রের তুল্য মাসুল।
৫। নিয়মপত্র কিম্বা নিয়মপত্রের মর্ম্মাত্মক লিপি (ক) কোন গবর্ণমেণ্ট সিক্যুরিটি কিম্বা কোম্পানির কি সমাজের শেয়ার অর্থাৎ	

নিদর্শন পত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাশুল।
	অংশ কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বিক্রয় সম্পর্কীয় নিয়ম হ'লে	এক আনা।
২। তফসীলের (২নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ	(খ) যদ্দ্বারা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোন গ্রামস্থ ভূমির স্বামী কি অধিকারী আপনার স্বত্ব গবর্ণমেন্টের প্রতি অর্পণ করিয়া সেই পরিত্যক্ত স্বত্বের পরিবর্ত্তে অন্য ভূমির স্বত্ব গ্রহণ করেন তাহার ...	চারি আনা।
	(গ) যাহার এই আইনে অন্য বিধান হয় নাই তাহার	আট আনা।
৬। নিয়োগপত্র অর্থাৎ ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণপূর্ব্বক উইল ভিন্ন কোন লিপিদ্বারা ট্রষ্টী বা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির যে নিয়োগপত্র করা যায় তাহা		পনের টাকা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
৭। মূল্য নিরূপণপত্র অর্থাৎ কোন মোকদ্দমা চালাইবার সময় আদালতের আদেশ ভিন্ন অন্যরূপে কৃত মূল্য নির্ণয়পত্র	১০ নং মীমাংসাপত্রের তুল্য মাসুল।
২। তফসীলের (৩ ও ৪ নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ	
কর্ম্ম শিক্ষা করণার্থক নিদর্শনপত্র (৩১নং নিদর্শনপত্র দেখ।)	
৮। কোম্পানি সমবায়ের নিয়মাবলী	পঁচিশ টাকা
৯। ক্লার্কের নিয়মপত্র অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন হাইকোর্টের আটর্নিস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার অভিপ্রায়ে প্রথমে ক্লার্কেরকর্ম্ম করিতে যে চুক্তিপত্র দ্বারা বদ্ধ হন তাহার	দুই শত পঞ্চাশ টাকা।
আসৈনমেণ্ট বরাৎ { (২১নং সমর্পণপত্র ও ৬০নং হস্তান্তরপত্র দেখ।)	
দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র .. (৩৮নং নিদর্শনপত্র দেখ।)	
১০। মীমাংসাপত্র অর্থাৎ কোন কথা মোকদ্দমার প্রণালী ভিন্ন কোন রূপে সালিসের কি মধ্যস্থ কোন ব্যক্তির — (ক) যে সম্পত্তিসংক্রান্ত নিষ্পত্তি হইল, তাহার পরিমাণ কি মূল্য নিষ্পত্তিতে যেরূপ লিখিত আছে তদনুসারে	

নিদর্শনিপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল		
নিকট অর্পণ করা গেলে তিনি লিখিত যেনিস্পত্তি দেন তাহার	১০০০, টাকার অধিক না হইলে। ...			
	(খ) স্থলান্তরে ..	উক্ত মূল্যে (১৩ নং) নিবন্ধনপত্রের তুল্য মাসুল পাঁচ টাকা।		
	(ক) টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় হইলে এবং তাহার সংখ্যা বিশ টাকার অধিক হইলে ..	এক আনা।		
		একের দেখা গেলে তাহার লিখিত।	এক সেটে দুইটা থাকিলে সেটের প্রত্যেক খণ্ডের নিমিত্ত,	এক সেটে তিনটা থাকিলে সেটের প্রত্যেক খণ্ডের নিমিত্ত
২। তমসীলে (৬নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ।	(খ) চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় নয় বটে কিন্তু বিলের তারিখে অথবা তাহা দেখিবার পর এক বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে পরিশোধনীয় হইলে বিলের কি নোটের টাকা ২০০ টাকার অনধিক হইলে ..	টাকা ৵০	টাকা ৵০	টাকা /০
	২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে ...	।০	৵০	৵০
১১। বিল অফ এক্‌সচেঞ্জ কিম্বা প্রমিসরি নোট অর্থাৎ তাহা চ্যাক কি নিবন্ধপত্র কি ব্যাঙ্ক নোট কি করেন্সী নোট না হইলে।	৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে ...	।৶০	৶০	৵০
	৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	॥৵০	।/০	।০
	১০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১২০০ টাকার অনধিক হইলে	৸১	।৵০	।০
	১২০০ টাকার অধিক কিন্তু ১৬০০ টাকার অন-			

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাশুল		
		টাকা	টাকা	টাকা
	ধিক হইলে	১৲	॥০	।৵০
	১৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫০০ টাকার অনধিক হইলে ·· ...	১৷০	৸০	॥০
	২৫০০ টাকার অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ২৫০০ টাকার কি তাহার কোনঅংশের নিমিত্ত	১॥০	৸০	॥০
	১০,০০০ টাকার অতিরিক্ত ৩০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ৫০০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের নিমিত্ত	৩৲	১॥০	১৲
	এবং ৩০,০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০,০০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের নিমিত্ত ...	৬৲	৩৲	২৲
	(গ) বিলের কি নোটের তারিখের কি তাহা দেখিবার পর এক বৎসরের অধিককোন কালে পরিশোধনীয় হইলে।	উক্ত প্রকার বিলের কি নোটের মূল্যের (১৩ নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাশুল।		
১২। বিল অফ লেডিং ২ তমসীলের (৭ নং) বর্জিতপত্র দেখ।	... ...	চারি আনা। বিল অব লেডিং পৃথক২ খণ্ডে করা গেলে সেটের প্রত্যেক খণ্ডে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া যাইবে।		
১৩। নিবন্ধপত্র (অর্থাৎ এই আইনে যাহার অন্যরূপ বিধান হয় নাই)	রক্ষিত টাকা বা মূল্য ১০ টাকার অনধিক হইলে	দুই আনা।		

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
	১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে	চারি আনা।
	৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে	আট আনা।
(২ নং) দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র। (২৪ নং) শুল্ক নিবন্ধপত্র, (২৮ নং) ক্ষতি নিষ্কৃতি পত্র। (১৩ নং) প্রতিভূপত্র দেখ। ২ তফসীলের (৮ নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ।	১০০টাকার উপর ১০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি ১০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের নিমিত্ত ...	আট আনা।
	১০০০ টাকার উপর প্রতি ৫০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের নিমিত্ত	আড়াই টাকা।
১৪। নিবন্ধপত্র বা বন্ধকীপত্র অর্থাৎ কোন পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ বিষয়ক কিম্বা তদ্বলে যে টাকা পাওয়া যায় তাহার হিসাব দেওন বিষয়ক প্রতিভূস্বরূপ নিবন্ধপত্র বা বন্ধকীপত্র।	(ক) বন্ধিত টাকা ১০০০ টাকার অনধিক হইলে।	(১৩) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল।
২ তফসীলের ৮ নং এবং ১২ নং বর্জ্জিত পত্র দেখ।	(খ) স্থলান্তরে ...	পাঁচ টাকা।
১৫। বাটমরি-বাণ্ড অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্রদ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজের স্বামী উক্ত জাহাজ রক্ষা বা তাহার অর্ণব		

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ইষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাশুল
যাত্রা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত জাহাজ বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ করেন	(১৩নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাশুল।
১৬। নীলামের সার্টিফিকেট অর্থাৎ কোন সম্পত্তি নীলামে ক্রয় করা গেলে দেওয়ানী কি মাল আদালত কি কালেক্টর কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্তৃপক্ষ ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেন তাহা।	(২১নং) সমর্পণপত্রের লিখিত মূল্যের টাকা ক্রয়ের টাকার সমতুল্য হইলে সেই পত্রের তুল্য মাশুল।
১৭। সার্টিফিকেট অর্থাৎ যে শংসিতপত্র কি অন্য দলীল কোন কোম্পানির কি সমাজের কোন শেয়ার কি স্টক কি মূলসম্পত্তিতে ঐ পত্রধারির কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্বত্ব কি অধিকারের কিম্বা কোন কোম্পানির কি	

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
সমাজের ন্যায়ের কি স্বরূপের কি মূল সম্পত্তির অধিকারী হইবার স্বত্ব বা অধিকারের প্রমাণ সূচক	এক আনা।
১৮। চার্টর পার্টি অর্থাৎ টগ ষ্টিমরের ভাড়ার নিমিত্ত যে নিয়মপত্র করা যায়, তদ্ভিন্ন যে নিদর্শনপত্রক্রমে জলযান ভাড়াকারীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের নিমিত্ত জলযান কি তাহাব প্রধান কোন অংশ ভাড়া করিয়া লওয়া যায় তাহা	এক টাকা
১৯। চ্যাক ২০ টাকার অধিক হইলে	এক আনা।
২০। সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র অর্থাৎ খাতক যে নিদর্শনপত্র করিয়া মহাজনদের লাভার্থ আপনার সম্পত্তি সমর্পণ করেন কিম্বা যে নিদর্শনপত্র দ্বারা ঋণের উপর প্রতিজ্ঞাত কয়েক টাকা কি ডিবিডেণ্ড মহাজনদের নিশ্চিতমতে পাইবার নিয়ম করা যায়, কিম্বা যে নিদর্শনপত্রক্রমে পরিদর্শকদের তত্ত্বাধীনে কিম্বা অনুমতিপত্রক্রমে	

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
উত্তমর্ণদের লভ্যার্থে খাতকের ব্যবসায় চালাইবার বিধান করা যায় তাহা...	... ...	দশ টাকা
২১। সমর্পণপত্র ৬০ নং হস্তান্তরপত্র না হইলে। ২ তফসীলের ৫ নং ও ১৭ নং বর্জ্জিত পত্রাদি দেখ।	উক্ত সমর্পণপত্রের লিখিত মূল্যের টাকা ৫০ টাকার অনধিক হইলে	আট আনা।
	৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে	এক টাকা
	১০০ টাকার উপর ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ১০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের প্রতি ..	এক টাকা।
	১০০০ টাকার উপর ৫০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের প্রতি ...	পাঁচ টাকা।
সত্ত্বসমুত্থান বিষয়ক পত্র।	(৩২ নং নিদর্শনপত্র দেখ।)	
২২। প্রতিলিপি কিম্বা উদ্ধৃত লিপি রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের দ্বারা কি তাঁহার আজ্ঞামতে যথার্থ প্রতিলিপি কি যথার্থরূপে উদ্ধৃত বলিয়া স্বাক্ষরিত হইলে এবং তাহাতে আদালতের রসুমের সম্বন্ধে প্রচলিত আইনমতে মাসুল না লাগিলে।	(ক) আসল দলীল মাসুলযোগ্য না হইলে অথবা তাহাতে এক টাকার অধিক মাসুল না লাগিলে · ...	আট আনা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
২ তফসীলের (৯নং ও ১০ নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ।	(খ) স্থলান্তরে ...	এক টাকা।
২৩। অনুলিপি কিম্বা দোকরলিপি অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্র মাসুল দিবার যোগ্য এবং যাহার উপর উপযুক্ত মাসুল দেওয়া গেল তাহার অনুলিপি কি দোকরলিপি হইলে	(ক) আসল দলীলের মাসুল এক টাকার অনধিক হইলে ...	আসল দলীলের তুল্য মাসুল।
	(খ) স্থলান্তরে ...	এক টাকা।
২৪। শুল্ক নিবন্ধনপত্র	... ...	১৪নং প্রতিভূপত্রের তুল্য মাসুল।
২৫। নির্দ্দেশপত্র অর্থাৎ উইল ভিন্ন কোন লিপির দ্বারা কোন সম্পত্তির কি তৎসংক্রান্ত কোন ন্যাসের নির্দ্দেশপত্র	... ...	পনের টাকা।
২৬ মাল সম্পর্কের ডিলিবরি অর্ডর অর্থাৎ কোন গুদিতে কি বন্দরে কিম্বা যে আড়তের ভাড়া কেরায়া দিয়া মাল মজুত কি গচ্ছিত রাখা গিয়া থাকে, এমন কোন আড়তে কিম্বা কোন ঘাটে ২০ বিশ টাকার অধিক মূল্যের যে মাল থাকে সেই মালের স্বামিত্ব বিক্রয় কি হস্তান্তর করণসূচক যে দলীল কি পত্র দ্বারা তল্লিখিত কোন		

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
ব্যক্তি কি তাঁহার প্রতি-পুরুষ কিম্বা ঐ পত্রের অধিকারী ঐ মাল লইয়া যাইতে স্বত্ববান হন, সেই দলীলে কি পত্রে ঐ মালের স্বামীর কি তৎ-পক্ষে অন্য ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকিলে	... ...	এক আনা।
অধিকারপত্র গচ্ছিত রাখা সম্ভূয় সমুত্থান বিলোপপত্র দোকরলিপি	(২৯ নং নিদর্শনপত্র দেখ।) (৩৩নং নিদর্শনপত্র দেখ) (২৩ নং অনুলিপি দেখ।)	
২৭। প্রকাশ রাজপ-ত্রের প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কোন হাইকোর্টের আ-ডবোকেট উকীল বা আটর্ণিস্বরূপ প্রবেশপত্র	আডবোকেট বা উকী-লের	পাঁচ শত টাকা।
	আটর্ণির	আড়াই শত টাকা।
২৩পসীলের ১১নং বর্জ্জিত পত্র দেখ।		
বিনিময়পত্র ...	(৩১নং নিদর্শনপত্র দেখ)	
উদ্ধৃত লিপি ...	(২২ নং প্রতিলিপি দেখ)	
আরও দায়বর্ত্তাইবারপত্র	৩০নং নিদর্শনপত্র দেখ	
দানপত্র ...	(৩৬ নং নিদর্শনপত্র দেখ)	

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
২৮। ক্ষতি নিষ্কৃতিপত্র		১৪নং প্রতিভূপত্রের তুল্য মাসুল।
পরিদর্শকত্বপত্র ...	২০ নং সাধু খাতকী	
প্রতিজ্ঞাপত্র দেখ।		
২৯। নিয়মের প্রমাণসূচক নিদর্শন পত্র অর্থাৎ অধিকারপত্র কি অন্য মূল্যবান দলীলগচ্ছিত করিয়া, অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াঋণ লওয়া গেলে তাহা পরিশোধ করিবার প্রতিভূস্বরূপ ঐ পত্র।	(ক) ঐ ঋণ উক্ত নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি তিন মাসের অধিক কিন্তু একবৎসরের অনধিক কোন কালে পরিশোধনীয় হইলে ..	রক্ষিত টাকার নিমিত্ত (১১) খ নং বিল অফ এক্সচেঞ্জের যে মাসুল লাগে তত্তুল্য মাসুল।
	(খ) ঐ ঋণ উক্ত নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি তিন মাসের অনধিক কোন কালে পরিশোধনীয় হইলে ...	রক্ষিত টাকার নিমিত্ত (১১ খ নং) বিল অফ এক্সচেঞ্জের যে মাসুল লাগে তাহার অর্দ্ধেক।
৩০। বন্ধকী সম্পত্তির উপর আরো দায় বর্ত্তাইবার নিদর্শনপত্র।	(ক) এই তফসীলের ৪৪নং (ক) প্রকরণে যেরূপ বর্ণিত আছে প্রথম বন্ধক তদ্রূপ হইলে	উক্ত নিদর্শনপত্র দ্বারা যে টাকা রক্ষিত হয় ২১ নং সমর্পণপত্রের মূল্য তত্তুল্য হইলে যে মাসুল লাগে।
	(খ) এই তফসীলের ৪৪নং (খ) প্রকরণে যেরূপ বর্ণিত আছে প্রথম বন্ধক তদ্রূপ হইলে।	উক্ত নিদর্শনপত্র দ্বারা যত টাকা রক্ষিত হয় তত টাকার ১৩নং নিবন্ধনপত্রে যে মাসুল লাগে

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
৩১। কর্ম্মশিক্ষা করণার্থ নিদর্শনপত্র এই তপসীলের ৯নং আটর্ণিদের ক্লার্ক সম্বন্ধে যে নিয়মপত্র হয় তদ্ভিন্ন কোন এপ্রেন্টিসকে কি ক্লার্ককে কি চাকরকে ব্যবসায কি বাণিজ্য কি অন্য কর্ম্ম শিখাইবার কিম্বা তৎসংক্রান্ত চাকরী করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা গেলে তদ্বিষয়ক যে লিপি থাকে তাহাও উক্ত নিদর্শনপত্রের মধ্যে গণ্য।	
২ তফসীলের (১২ (গ) নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ।	পাঁচ টাকা।
৩২। সম্ভূয়সমুত্থানপত্র বিষয়ক নিদর্শনপত্র	দশ টাকা।
৩৩। সম্ভূয়সমুত্থান বিলোপ বিষয়ক নিদর্শনপত্র	পাঁচ টাকা।
৩৪। বিবাহবন্ধন চ্ছেদনপত্র অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি আপনার বিবাহ বন্ধনের চ্ছেদন সাধন করেন	এক টাকা।
৩৫। কোন সম্পত্তির বিনিময়পত্র	উক্ত নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত যে সম্পত্তির মূল্য অধিক সেই মূল্যের (২১) নং সমর্পণ পত্রের তুল্য মাসুল।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা	ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
৩৬। (নিরূপণপত্র বা উইল ভিন্ন) দানপত্র	উক্ত নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত সম্পত্তির মূল্যের (২১নং) সমর্পণপত্রের তুল্য মাসুল।
৩৭। বণ্টনপত্র	উক্ত নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত বিভক্ত সম্পত্তির মূল্যের (১৩নং) নিবন্ধনপত্রের তুল্য মাসুল।
৩৮। দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদায়ক বা দান সূচক (উইল ভিন্ন) নিদর্শনপত্র	দশ টাকা।
বিমাপত্র ... ৪৯নং নিদর্শনপত্র দেখ	
(ক) উক্ত ভোগানুমতি পত্র দ্বারা খাজানা নিরূপিত হইয়া কোনরূপ সেলামী দেওয়া বা অর্পণ করা না গেলে এবং উক্ত পত্রের মিয়াদ	
এক বৎসরের কম হইলে	উক্ত ভোগানুমতি পত্রক্রমে সর্ব্বশুদ্ধ যত টাকা দেওয়া কি অর্পণ করা যাইতে পারে তত টাকার (১৩নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল।
এক বৎসরের অন্যূন কিন্তু তিন বৎসরের অনধিক হইলে।	গড়ে যত বাৎসরিক খাজানা নির্দ্ধারিত হয় তত টাকার (১৩নং)

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
		নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল
৩৯। ভোগানুমতিপত্র	তিন বৎসরের অধিক হইলে ..	গড়ের যত বাৎসরিক খাজানা নির্দ্ধারিত হয় তত্তুল্য টাকার কি সেই মূল্যের সমান মূল্যের (২১নং) সমর্পণ পত্রের তুল্য মাসুল।
৪নং ভোগানুমতি পত্র সম্পর্কীয় নিয়মপত্র দেখ ২। তফসীলের (১৩ নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ	(খ) উক্ত ভোগানুমতি পত্র দ্বারা খাজানা নিরূপিত হইয়া কোন রূপ সেলামী দেওয়া কি অর্পন করা না গেলে এবং উক্ত পত্র নির্দ্দিষ্ট কোন মিয়াদের নিমিত্ত যে করা গেল এমন কোন কথা তন্মধ্যে লেখা না থাকিলে।	উক্ত ভোগানুমতিপত্র দশ বৎসর পর্য্যন্ত চলিলে গড়ে যত বাৎসরিক খাজানা দেওয়া যাইত কি অর্প্পণ করা যাইত তত্তুল্য টাকার কি মূল্যের (২১নং) সমর্পণপত্রের তুল্য মাসুল।
	(গ) ভোগানুমতিপত্র জরিমানা কি সেলামী দিবার নিয়ম থাকিলে ও খাজানা দিবার কথা না থাকিলে।	উক্ত ভোগানুমতিপত্রে লিখিত জরিমানা কি সেলামীর তুল্য টাকার

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল
	কি মূল্যের (২১নং) সমর্পণপত্রের তুল্য মাসুল।
(ঘ) ভোগানুমতিপত্রে যে খাজানা নির্দ্ধারিত হয় তদতিরিক্ত জরিমানা কি সেলামী গৃহীত হইলে।	জরিমানা কি সেলামী না দেওয়া কি অর্পণ করা গেলে পত্রে যে মাশুল লাগিত তদতিরিক্ত উক্ত পত্রে উল্লিখিত জরিমানা কি সেলামীর তুল্য টাকার কি মূল্যের (২১ নং) সমর্পণ পত্রের তুল্য মাসুল কিন্তু ভোগানুমতিপত্রে মূল্য পরিমিত যে ষ্ট্যাম্প লাগে ভোগানুমতিপত্র সম্পর্কীয় নিয়মপত্রে সেই ষ্টাম্প লাগান গেলে এবং সেই নিয়মপত্রানুযায়ী কোনভোগানুমতিপত্র পরে সম্পাদিত হইলে সেই ভোগানুমতিপত্রে আট আনার অধিক মাসুল লাগিবে না।
৪০। শেয়ারের নিরূপণ পত্র অর্থাৎ কোন কোম্পানির কি প্রস্তাবিত কোম্পানির শ্যারের কি	

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
ম্বা কোন কোম্পানি কি প্রস্তাবিত কোম্পানি যে ঋণ তুলিবেন তাহার শেয়ারের নিরূপণপত্র ...	... ...	এক আনা।
৪১। লেটর অফ ক্রেডিট্‌ (অর্থাৎ বরাৎচিঠি) অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্র দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একপ ক্ষমতা দেয় যে যাহার অনুকূলে উক্ত পত্র লিখিত হইয়াছে তাহাকে ঋণ দিতে পারে	... .	এক আনা।
৪২। খাতকী অনুমতিপত্র অর্থাৎ মহাজনেরা নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত খাতকের উপর দাওয়া স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে স্বীয় বিবেচনামতে কর্ম্ম চালাইতে দিবেন, সাধু ও খাতকের মধ্যে এই মর্ম্মের নিয়মপত্র	... ...	দশ টাকা।
৪৩। কোম্পানি সমবায়ের মর্ম্মাঙ্কের পত্র	.. ..	পোনের টাকা।
৪৪। বন্ধকীপত্র অর্থাৎ এই তফসীলের ১৪ নং ১৫ নং, ২৯ নং বা ৫৫ নং পত্রে যাহার বিধান করা যায় নাই।	(ক) বন্ধকদাতা উক্ত বন্ধকীপত্র সম্পাদনকালে তাল্লিখিত সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের দখল দিলে কিম্বা দিতে স্বীকার করিলে	উক্ত পত্রদ্বারা রক্ষিত মূল্যের (২১ নং সমর্পণ

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
২। তফসীলের ১২ নং ১৪ ... (খ)নং বর্জ্জিতপত্র দেখ,		পত্রে যে মাসুল লাগিত তত্তুল্য মাসুল।
	(খ) সম্পাদন কালে উক্তমতে দখল দেওয়া না গেলে কিম্বা দিতে স্বীকার করা না হইলে	উক্ত পত্র দ্বারা রক্ষিত মূল্যের (২১নং সমর্পণ পত্রে যে মাসুল লাগিত তত্তুল্য মাসুল।
৪৫। নোটেরিয়ল আক্ট অর্থাৎ নোটরি পবলিক স্বীয় পদসংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনক্রমে কি অন্য ব্যক্তি নোটেরি পবলিকস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া যেকোন নিদর্শনপত্র কি পৃষ্ঠলিপি করেন কি নোট কি সাক্ষ্য কি সার্টিফিকেট, কি এনট্রি লেখেন কি উক্ত যে পত্রাদিতে স্বাক্ষর করেন তাহার	.. ..	এক টাকা।
৪৬। মন্তব্য কি মর্ম্মাত্মক লিপি অর্থাৎ যে লিপিতে দালাল কি এজেণ্ট স্বীয় মক্কেলের পক্ষে ক্রীত অথবা বিক্রীত কুড়ি টাকার অধিক মূল্যের মালের কি ষ্টাকের কি ক্রেয়বিক্রেয় সিকুরিটির সম্বাদ লিখিয়া মক্কেলের নিকট পাঠান তাহা ...	... ...	এক আনা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		স্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাশুল	
৪৭। জাহাজের কাপ্তেনের প্রোটেষ্টের নোটিস	... ..	আট আনা।	
বিভাগপত্র	(৩৭ নং নিদর্শনপত্র দেখ।)		
সম্ভূয়সমুত্থান পত্র	(৩২ নং ও ৩৩ নং নিদর্শনপত্র দেখ।)		
৪৮। কোন দ্রব্য গঠনের নূতন ধারার নির্দ্দেশপত্র অর্পণ করিবার অনুমতিপত্র কিম্বা ভারতবর্ষের মধ্যে সেই নবকল্পিত দ্রব্য একা করিবার ও ব্যবহার ও বিক্রয় করিবার অনুমতির সময় বৃদ্ধি সেব প্রা-কর র্থনাপত্র	... .	একশত টাকা।	
		একং লিপি করা গেলে।	দোকরলিপি করা গেলে একং খণ্ডের
	(ক) সামুদ্রিক বিমাপত্র হইলে যে সংখ্যকটাকার নিমিত্ত বিমা করা গেল তাহা ১০০০ টাকার অধিক না হইলে।	।০	৵০

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাশুল — এক লিপি করা গেলে।	ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাশুল — জোকর লিপি করা গেলে এক এক খণ্ডের।
	১০০০ টাকার উপর যত টাকা হউক প্রত্যেক ১০০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের প্রতি (খ) অন্য প্রকারের বিমাপত্র হইলে—	।০	৵০
৪৯। বিমাপত্র ... ২ তপসীলের (১৪ ক নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ।	যে সংখ্যক টাকার নিমিত্ত বিমা করা গেল, তাহা ১০০০ টাকার অধিক না হইলে।	।৵০	৶০
	১০০০ টাকার উপর যত টাকা হউক প্রত্যেক ১০০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের প্রতি	।৶০	৶০
	(ক) একই ব্যাপার সম্বন্ধে এক কি কয়েকখানি দলীল রেজেষ্টরী করিবার জন্যে উপস্থিত করাণরূপ একই অভিপ্রায়ে সম্পাদিত হইলে	আট আনা	
	(খ) (ক) লিখিত অভিপ্রায় ভিন্ন একই ব্যাপার সম্বন্ধে এক বা অনেক ব্যক্তিকে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দান হইলে	এক টাকা।	

নিদর্শনিপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
৫০। মোক্তারনামা অর্থাৎ যাহা ৫১নং মতে মাসুলযোগ্য প্রতিনিধি-পত্র নয়।	(গ) পাঁচের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একাধিক ব্যাপারে কি সাধারণমতে একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতা দান হইলে ...	পাঁচ টাকা।
	(ঘ) পাঁচের অধিক কিন্তু দশের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একাধিক ব্যাপারে কি সাধারণমতে একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতা দান হইলে।	দশ টাকা।
	(ঙ) স্থলান্তরে	ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি একটাকা।

ব্যাখ্যা—এই সংখ্যা সম্বন্ধে একাধিক ব্যক্তি একই ফারমের লোক হইলে এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

প্রমিশরি নোট ...	(১১ নং বিল অফ এক্‌শ্চেঞ্জ দেখ।)	
পোটেষ্ট লিপি অর্থাৎ বিল অফ একসচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট অমান্য হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ নোটারী পবলিকের অথবা আইন অনুসারে তদ্রূপ কার্য্যকারী অন্য ব্যক্তির লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র ...	(৪৫ নং নোটেরিয়ল আক্ট দেখ।)	

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাশুল
জাহাজের অধ্যক্ষের প্রোটেষ্ট লিপি অর্থাৎ ক্ষতির হিসাব ও পড়তা করিবার জন্য তাহার লিখিত সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক প্রতিজ্ঞাপত্র, এবং ভাড়াকারীর বা মালগ্রাহকের বোঝাই দিবার বা না নামাইবার বিষয়ে তাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র নোটারি পাবলিকেরবিস' আইন অনুসারেতদ্রূপ কার্য্যকারী অন্য ব্যক্তির সাক্ষ্য বা সার্টিফিকেট যুক্ত হইলে,	(৩৫ নং নোরেজিষ্টেল আক্ট দেখ।)	
৫১। প্রতিনিধিপত্র অর্থাৎ কোন এক সভায় মত জানাইবার অনুমতি পত্র, যথা, ..	... .	এক আনা।
(ক) যে কোম্পানির কি সমাজের সম্পত্তি কি মূলধন অংশাংশে বিভক্ত ও হস্তান্তর করণীয় হয়, তদন্তর্গত ব্যক্তিদের সভায়,	... ...	এক আনা।
(খ) মিউনিসিপাল কমিস্যানরদের সভায়।	.. ..	এক আনা।
(গ বিদ্যালয়াদির অধিকারিদের কি মেম্বরদের কি ধনদাতাদের সভায়	... ...	এক আনা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
৫২। যে টাকা বা অন্য সম্পত্তির পরিমাণ বা মূল্য কুড়ি টাকার অধিক তাহার নিমিত্ত রসীদ...	.. ..	এক আনা।
২ তফসীলের (১৭নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ।		
৫৩। বন্ধক গৃহীতার অধিকার স্থিত বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণপত্র ...	(ক) সম্পত্তি যত টাকার নিমিত্ত বন্ধক দেওয়া যায় তাহা ১০০০৲ টাকার অধিক না হইলে	উক্ত পত্রমত নিরূপিত মূল্যের (২১ নং) সমর্পণ পত্রের তুল্য মাসুল।
	(খ) স্থলান্তরে ..	দশ টাকা।
৫৪। মুক্তিপত্র অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যে নিদর্শনপত্র দ্বারা অন্য ব্যক্তির উপর কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন সম্পত্তির উপর দাওয়া পরিত্যাগ করেন তাহা	(ক) দাওয়ার টাকা ১০০০৲টাকার অধিক না হইলে	উক্ত পত্রমত নিরূপিত পরিমাণ বা মূল্যের (১৩ নং নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল)।
	(খ) স্থলান্তরে ...	পাঁচ টাকা।
৫৫। রেস্পণ্ডেনসিয়া বাণ্ড অর্থাৎ এরূপ লিপি যদ্দ্বারা জাহাজে বোঝাই লওয়া কি বোঝাই ক-		

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল
দিবার জন্য প্রস্তুত রাখা মালের মাতব্বরীতে এবং তাহা যদি ঠিকানায় পৌঁছে তবে পরিশোধ করিবেন নতুবা নহে এরূপ নিয়মে টাকা কর্জ্জ লওয়া বুঝায়	(১৩নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল।
৫৬। সম্পত্তি কোন কার্য্যে ন্যস্ত থাকিলে তাহা (উইল ভিন্ন) অন্যথা করণার্থপত্র	দশ টাকা।
৫৭। নিরূপণপত্র	উক্ত পত্রমত নিরূপিত সম্পত্তির পরিমাণ বা মূল্যের টাকার (১৩নং) নিবন্ধপত্রে তুল্য মাসুল।
৫৮। শিপিংঅর্ডর অর্থাৎ কোন জাহাজে মাল চালাইবার জন্যে কি তৎসম্পর্কীয় আদেশপত্র	এক আনা।
নির্দ্দেশপত্র .. ... (৪৮নং প্রার্থনাপত্র দেখ।)	
৫৯। ভোগানুমতিপত্র ত্যাগ করণপত্র ... (ক) ভোগানুমতিপত্রের উপর পাঁচ টাকার অধিক মাসুল না লাগিলে	ভোগানুমতি পত্রের উপর যত মাসুল তত।
১ তফসীলের (১৬ নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ। (খ) স্থলান্তরে ...	পাঁচ টাকা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল
৬০। হস্তান্তর পত্র। ২ তফসীলের (১৭ নং) বর্জিত পত্র দেখ।	(ক) কোন কোম্পানির কি সমাজের শেয়ারের হস্তান্তরপত্র হইলে ...	(২১ নং) সমর্পণ পত্রের দেয় মাসুলের চারি অংশের এক অংশ।
	(খ) নিবন্ধনপত্র কি ভোগানুমতি পত্র কি বন্ধকীপত্র কি বিমাপত্র দ্বারা রক্ষিত কোন স্বার্থের হস্তান্তরপত্র হইলে।	
	(১) উক্ত নিবন্ধ কি ভোগানুমতি কি বন্ধকী কি বিমাপত্রের মাসুল ৫ টাকার অধিক না হইলে।	উক্ত নিবন্ধ কি ভোগানুমতি কি বন্ধকী কি বিমাপত্রের তুল্য মাসুল।
	(২) স্থলান্তরে ...	পাঁচ টাকা।
	(গ) আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের ৩১ ধারামত কোন সম্পত্তির হস্তান্তরপত্র হইলে ...	দশ টাকা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
	(ঘ) এক ন্যাসধারী হইতে অন্য ন্যাস ধারির নিকট বিনা মূল্যে অর্পিত কোন ন্যস্ত সম্পত্তির হস্তান্তরপত্র হইলে ..	পাঁচ টাকা।
ন্যাস ..	২৫ নং প্রতিজ্ঞাপত্র ও ৫৬ নং অন্যথাকরণ পত্র দেখ।	
মূল্য নিরূপণ ...	৭নং নিদর্শনপত্র দেখ	
৬১। মাল প্রাপ্তির ওয়ারেন্ট অর্থাৎ কোন গদীতে কি আড়তে কি ঘাটে যে দ্রব্য থাকে সেই দ্রব্যে যে নিদর্শনপত্র ক্রমে তন্নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির কি তদীয় প্রতিপুরুষের কিম্বা ঐ পত্রের অধিকারির স্বত্ব প্রমাণ হয়, সেই দ্রব্য যে ব্যক্তির রক্ষণে থাকে সেই নিদর্শনপত্র তৎকর্তৃক কি তাঁহার পক্ষে স্বাক্ষরিত কি শংসিত হইলে তাহা	... ...	চারি আনা।

দ্বিতীয় তফসীল।

ষ্ট্যাম্পের মাসুল বর্জ্জিতপত্র।

১। আফিডেবিট বা লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র নিম্নলিখিত স্থলে করা গেলে,

(ক) ভারতবর্ষীয় যুদ্ধ বিষয়ক প্রকরণমতে পল্টনে ভুক্ত হইবার নিমিত্ত করা গেলে।

(খ) কোন আদালতে কি কোন আদালতের কার্য্যকারকের সম্মুখে দাখিল কি ব্যবহার করা যায়, অব্যবহিত এই উদ্দেশে করা গেলে।

(গ) কোন ব্যক্তি যেন পেনশ্যন কি উপকারার্থ বৃত্তি পাইতে পারেন কেবল এই অভিপ্রায়ে করা গেলে।

২। নিয়মপত্র বা নিয়মপত্রের মর্ম্মাত্মকপত্র।

(ক) ১ তফসীলের ৪৬ নং ক্রমে মাসুলযোগ্য কোন মন্তব্য কি মর্ম্মাত্মকলিপি না হইয়া কেবল মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করণার্থ কি তৎসম্পর্কে করা গেলে তাহা।

(খ) কিম্বা ভারতবর্ষীয় লোকেরা ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশে মজুরী করিবার নিমিত্ত গিয়া রাজসম্পর্কীয় ভিন্নদেশে গমনকার্য্যের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে কিম্বা ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের প্রতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের জন্য যে কর্ম্মকারক কর্ম্ম করেন, তাঁহার সঙ্গে ঐ দেশে প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিবার চুক্তি হইলে সেই চুক্তিপত্র

(গ) গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত পোস্তের চাষ করণার্থ রাইয়তদের ঐ পত্র।

(ঘ) কোন লোনের নিমিত্ত কি তৎসম্পর্কে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নামে ঋণ দিবার প্রস্তাবপত্র।

(ঙ) বোম্বাইয়ের ১৮৬৫ সালের ১ আইনবলে অবিভাগী নম্বরযুক্ত ভূমির দখল করিবার ও তাহার রাজস্ব দিবার সম্পর্কে করা গেলে তাহা।

(চ) ইউরোপীয় বেটুয়াগিরি বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের ১৭ ধারাক্রমে করা গেলে তাহা।

৩। কেবল এক ব্যক্তির জ্ঞাপনার্থ যে মূল্য নিরূপণপত্র করা যায়, নিয়মপত্র দ্বারা কিম্বা আইনের বলে উভয়পক্ষ কোন প্রকারে তাহাতে আবদ্ধ না থাকিলে সেইপত্র।

৪। ভূম্যধিকারীকে কত খাজানা দিতে হইবে তাহা নির্দ্ধার্য করিবার উদ্দেশে শস্যের মূল্য নিরূপণপত্র।

৫। ১৮৪৭ সালের ২০ আইনের ৫ধারামতে লেখাইয়া গ্রন্থস্বত্ব অর্পণ করণপত্র

৬। ১৮৭৩ সালের বোম্বাই প্রদেশের ৮ আইনের ৮১ ধারাক্রমে কিম্বা ১৮৭৪ সালের বোম্বাই প্রদেশের ৩ আইনের ১৮ ধারাক্রমে মীমাংসাপত্র।

৭। বিলঅফ লেডিং যদি তন্নির্দ্দিষ্ট মাল ১৮৭৫ সালের ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক আইনের বর্ণনানুযায়ী কোন বন্দরের সীমার মধ্যে কোন স্থানে গৃহীত হইয়া সেই বন্দরের সীমার মধ্যে অন্য কোন স্থানে সমর্পিত হয়।

৮। নিরক্ষপত্র এই এই লোকদের দ্বারা করা গেলে—

(ক) মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিরা অর্থাৎ লম্বরদারেরা বা খতদারেরা গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত পোস্তের চাষ করিবার জন্য আগাম টাকা পাইলে তাহাদের জমিনদের।

(খ) ১৮৭৬ সালের বঙ্গদেশীয় ৩ আইনের ৯৯ ধারামতে প্রণীত বিধি অনুসারে যে সরদারেরা মনোনীত হন, ঐ আইনমতে আপন আপন কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণ বিষয়ে তাঁহাদের।

(গ) দাতব্য ঔষধালয়ের কি হাসপাতালের কি সাধারণের উপকারজনক অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত যে চাঁদা লোকের নিকট আদায় হয়, তদুৎপন্ন স্থানীয় আয় মাসে নির্দ্ধারিত টাকার কম হইবে না, ইহার জামিনস্বরূপ কোন ব্যক্তির।

৯। নকল অর্থাৎ রাজকীয় কোন কার্য্যালয়ের কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবার জন্যে কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্য পক্ষে রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের প্রতি আইনমতে যে পত্রাদি নকল করিয়া দিতে স্পষ্ট আদেশ থাকে তাহার নকল।

১০। বিদেশগমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইনের ২৭ বা ২৯ ধারা বলে প্রদত্ত বিদেশগামিদিগের রেজেষ্টরীর নকল।

১১। (ক) রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত কোন হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইবার পরে কোন আডভোকেট, উকীল বা আটর্ণির কোন হাইকোর্টে প্রবেশপত্র।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে আর্টিকল্‌ড্‌ক্লার্করূপে আবদ্ধ হইবা হাইকোর্টের আটর্ণি হইবার প্রবেশপত্র

১২। নিদর্শনপত্র অর্থাৎ

(ক) কোন ব্যক্তিরা ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনমতে স্বয়ং কি জামিন দ্বারা টাকা আগাম লইয়া তাহা ফিরাইয়া দিবার প্রতিভূস্বরূপ নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিলে তাহা।

(খ) গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা আপনাদের কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণ অথবা তদ্বলে যে টাকা প্রাপ্ত হন তাহার নিয়মিত নিকাশ দেওন বিষয়ক নিদর্শনপত্র স্বয়ং অথবা জামিনদ্বারা সম্পাদন করিয়া দিলে তাহা।

(গ) ১৮৫০ সালের ১৯ আইনের বলে কোন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অথবা সাধারণের উপকারার্থ কোন তহবিল হইতে কি তাহার খরচে কোন ব্যক্তিকে কর্ম্ম শিখাইবার বিষয়ে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হইলে তাহা।

১৩। ভোগানুমতিপত্র ও কবুলিয়ত, অর্থাৎ

(ক) ব্রহ্মদেশীয় জলকর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনমতে জলকরের যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা।

(খ) জরিমানা বা সেলামী দেওন কি অর্পণ করণ ভিন্ন কোন ভোগানুমতিপত্র কোন কৃষক সম্বন্ধে সম্পাদিত হইলে আর তাহাতে এক বৎসরের অনধিক মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট থাকিলে কিম্বা তাহার নির্দ্ধারিত বার্ষিক খাজানা ১০০, টাকার অনধিক হইলে সেই ভোগানুমতিপত্র।

(গ) কৃষককে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহার কবুলিত।

১৪। পত্র অর্থাৎ

(ক) বিমাপত্র দিবার পত্র কি প্রতিজ্ঞাপত্র।

কিন্তু ঐ বিমাপত্রের উপর এই আইনমতে যত ষ্ট্যাম্প লাগে, ঐ পত্রে কি প্রতিজ্ঞাপত্রে সেই ষ্ট্যাম্প না থাকিলে তদনুসারে টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে না ও তদুল্লিখিত বিমাপত্র দেওয়াইবার কার্য্যে ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য তাহার ফল দর্শিবে না।

(খ) বিল অব এক্সচেঞ্জের সহিত সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার পত্র।

১৫। রসীদ অর্থাৎ

(ক) নিয়মিত ষ্ট্যাম্প যুক্ত কিম্বা এই তফসীলের (১৮নং) বলে মাশুল হইতে মুক্ত যে নিদর্শনপত্রে মূল্যের টাকা ব্যক্ত আছে ও যদ্দ্বারা কোন আসল টাকা কি সুদ কি বার্ষিক বৃত্তি কি সাময়িক দেয় কোন টাকা রক্ষিত হয় তাহার পৃষ্ঠে কি গর্ভে উক্ত টাকা প্রাপ্তির স্বীকারের কথা থাকিলে তাহা।

(খ) বিনামূলে দত্ত কোন টাকার রসীদ।

(গ) কৃষক গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ি ভূমির কিম্বা (মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশে) ইনাম ভূমির খাজানা দিলে কৃষককে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা।

(ঘ) শ্রীশ্রীমতীর পলটনের কিম্বা শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় পলটনের সনদ অপ্রাপ্ত হুদ্দাদারেরা কি সিপাহীরা পল্টনের কর্ম্মকরণ কালে বেতন পাইয়া যে রসীদ দেন তাহা।

(ঙ) যাঁহারা অন্য কোন পদে গবর্ণমেণ্টের নিকট কর্ম্ম না করিয়া কেবল সনদ অপ্রাপ্ত হুদ্দাদার কি সিপাহীস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া যে পেন্সন কি বৃত্তি পাইতে পারেন তাহা পাইয়া যে রসীদ দেন তাহা।

(চ) রসীদের উল্লিখিত টাকা যাহার বেতন কি বৃত্তি হইতে নিরূপণ করা যায়, সেই ব্যক্তি উক্ত কোন এক পল্টনের সনদ অপ্রাপ্ত হাবিলদার কি সিপাহী হইয়া সেই পদের কর্ম্ম করিতে থাকিলে পরিবারের সার্টিফিকটধারী তাহার যে রসীদ দেন তাহা।

(ছ) কোন মণ্ডল বা লম্বরদার ভূমির রাজস্ব বা কর সংগ্রহ করিয়া তজ্জন্য যে রসীদ দেন তাহা।

(জ) কোন কুঠিয়ালের-কাছে যাহার হিসাব লওয়া যাইবে এমত গচ্ছিত টাকার কিম্বা তাহার সিকুরিটির নিমিত্ত যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা।

পরন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে, ঐ টাকার হিসাব যে ব্যক্তিকে দিতে হইবে তিনি ভিন্ন অন্য কাহার স্থানে কি হাতে ঐ টাকা পাইবার কথা ব্যক্ত না হয়।

অধিকন্তু শ্যার নিবন্ধপত্রের নিমিত্ত কি তাহার উপর ও কোন কোম্পানির কি সমাজের কিম্বা প্রস্তাবিত কি ভাবী কোন কোম্পানির কি সমাজের কোন স্কৃপের কি শ্যারের উপর টাকা দিবার আদেশ হইলে তৎসম্পর্কে যে টাকা দেওয়া যায় কি গচ্ছিত হয়, তাহার রসীদের কি প্রাপ্যের স্বীকারপত্রের প্রতি এই মুক্ত হওয়ার বিধান বর্ত্তিবে না।

১৬। যে ভোগানুমতিপত্র মাসুল হইতে মুক্ত তাহা ত্যাগ করণপত্র।

১৭। পৃষ্ঠলিপি ক্রমে হস্তান্তরপত্র অর্থাৎ।

(ক) বিল অব এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের কি প্রমিসরি নোটের,

(খ) বিল অব লেডিঙ্গের,

(গ) বিমাপত্রের,

(ঘ) ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত কোন আইনের বলে যে কর ও টাক্স ধার্য্য হয় তাহার বন্ধকপত্রের,

(ঙ) ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিকুরিটির ও

(চ) ১ তফসীলের ৬১নং মাল প্রাপ্তির ওয়ারেণ্টের হস্তান্তরপত্র।

সাধারণ বর্জ্জিত বিষয়।

১৮। বর্জ্জিত হইবার এই কথা না থাকিলে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বা তৎপক্ষে কিম্বা তদনুকূলে সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রের যোগ্য মাসুল দিতে হইত তাহা।

তৃতীয় তফসীল।

রহিত করা আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয় বা সংক্ষেপ নাম।	যতদূর রহিত হইল।
১৮৩৭ সালের ২০ আইন।	গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ক আইন	৫ ধারার এই এই কথা, "এবং তাহার কোন ষ্ট্যাম্প বা মাসুল লাগিবে না।"
১৮৬৬ সালের ১০ আইন।	ভারতবর্ষীয় কোম্পানির আইন।	১১ ধারার এই এই কথা" নিদর্শনপত্রের তুল্য ষ্ট্যাম্প থাকিবে এবং" ১৬ ধারার এই এই কথা, "নিদর্শনপত্র স্বরূপ লিখিত হইলে যত ষ্ট্যাম্প লাগিত ঐ নিয়মপত্রের তত লাগিবে)।"
১৮৬৯ সালের ১৮ আইন।	ষ্ট্যাম্প বিষয়ক সাধারণ আইন।	সমুদয়।
১৮৭১ সালের ৭ আইন।	বিদেশ গমন বিষয়ক ভারত বর্ষীয় আইন।	২১ ও ২৯ ধারার এই কথা "ষ্ট্যাম্প লাগিবে না।"
১৮৭৩ সালের ১৯ আইন।	উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ভূমির রাজস্ব বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইন।	১৮৩ ধারার এই এই কথা, "ষ্ট্যাম্প করা কিম্বা।"
১৮৭৪ সালের ২ আইন।	আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল বিষয়ক আইন।	৩১ ধারার এই এই কথা "দশ টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে।"
১৮৭৪ সালের ৯ আইন।	ইউরোপীয় লোকদের বেটু য়াগিরি বিষয়ক আইন।	১৭ ধারার এই এই কথা, "ষ্ট্যাম্প বিনা সাদা কাগজে লেখা যাইতে পারিবে।
১৮৭৬ সালের ১৫ আইন।	বোম্বাইয়ের মুনিসিপল ডি-বেনচুার।	২ ধারার এই এই কথা, "উক্ত রূপ কোন পৃষ্ঠলিপিতে মাসুল লাগিবে না।"

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের নিম্ন লিখিত আইন ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ই তারিখে মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

ইং ১৮৭৭ সালের ৩ আইন।

রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সালের আইন।

দলীল রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক আইন।

হেতুবাদ।

দলীল রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্ন-লিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম ভাগ।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপকতার কথা।

স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই আইনের বিধান হইতে যে যে জিলা বা দেশখণ্ড মুক্ত করেন, তদ্ভিন্ন এই আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে প্রচলিত হইয়া,

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল করা যাইবে।

যে যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। উক্ত তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের ৮ আইন রহিত হইবে।

পরন্তু উক্ত আইন বা সেই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনমতে যে সকল নিয়োগ ও জ্ঞাপনপত্র করা গেল ও যে সকল ডিষ্ট্রিক্ট ও সব ডিষ্ট্রিক্ট স্থাপন করা গেল ও যে সকল কার্য্যালয় স্থাপিত হইল ও ফীর যে সকল টেবেল প্রস্তুত হইল তাহা, এবং যে সকল বিধি ও আজ্ঞা করা গেল, এই আইনের বিধানের

সহিত যতদূর অসঙ্গত না হয়, ততদূর সেই আজ্ঞা ও বিধি এই আইনমতে করা গিয়াছে ও স্থাপন ও প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে প্রচারিত কোন আইনে পূর্ব্বোক্ত আইনের কিম্বা সেই আইনক্রমে রহিত কোন বিধানের উল্লেখ হইলে ঐ বিধানানুযায়ী যে ধারা এই আইনে হইয়াছে উক্ত আইনে যেন সেই ধারার উল্লেখ হইল, এই জ্ঞানে তাহা পাঠ করিতে হইবে।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে এই আইনগত,

পাট্টা।

"পাট্টা" শব্দে অনুলিপি ও কবুলিয়ৎ এবং চাষ কি দখল করিবার প্রতিজ্ঞাপত্র ও পাট্টা দিবার সম্মতিপত্র গণ্য।

স্বাক্ষর ও স্বাক্ষরিত।

কোন লিপিতে যে ঢেরা সহী থাকে স্বাক্ষর ও "স্বাক্ষরিত" শব্দে তাহাও গণ্য, ও ঐ দুই শব্দ তৎপ্রতিও খাটে।

স্থাবর সম্পত্তি।

"স্থাবর সম্পত্তি" শব্দে ভূমি, ঘর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ্য বৃত্তি, বর্ত্মস্বত্ব আলোকস্বত্ব খেয়াব স্বত্ব, মৎস্য ধরিবার স্বত্ব, ও ভূমি হইতে উৎপন্ন অন্য কোন লাভ এবং ভূমিতে সংযুক্ত দ্রব্য ও ভূমিতে সংযুক্ত কোন দ্রব্যে চিরবদ্ধ দ্রব্যও গণ্য। কিন্তু বাহাদুরী কাষ্ঠের বৃক্ষ ও ক্ষেত্রস্থ ফসল ও ঘাস গণ্য নয়।

অস্থাবর সম্পত্তি।

"অস্থাবর সম্পত্তি" শব্দে বাহাদুরী কাষ্ঠের বৃক্ষ ও ক্ষেত্রস্থ ফসল ও ঘাস ও বৃক্ষস্থ ফল ও রস এবং স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের সম্পত্তি গণ্য।

বহী।

"বহী" শব্দে বহীর কোন অংশ গণ্য এবং বহী কিম্বা বহীর একাংশ করিবার অভিপ্রায়ে যত তা কাগজ একত্র বদ্ধ হয় তাহাও গণ্য।

পৃষ্ঠলিপি ও পৃষ্ঠলিখিত।

কোন দলীল এই আইনমতে রেজেষ্টরী করিবার জন্যে আনীত হইলে, রেজেষ্টরী কার্য্যকারক তাহার উপপত্রে বা আবরকপত্রে যে কথা লিখিয়া দেন "পৃষ্ঠলিপি ও পৃষ্ঠলিখিত" এই দুই শব্দে ঐ কথাও গণ্য, ও ঐ কথার প্রতি ঐ দুই শব্দ খাটে।

অপ্রাপ্তব্যবহার।

যে ব্যক্তি যে ব্যবস্থার অধীন থাকেন তিনি সেই ব্যবস্থামতে ব্যবহার প্রাপ্ত না হইলে "অপ্রাপ্তব্যবহার" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

স্বলাভিষিক্ত।

"স্বলাভিষিক্ত" শব্দে অপ্রাপ্তব্যবহারের অভিভাবক এবং ক্ষিপ্ত কি জড় ব্যক্তির কমিটী কিম্বা বৈধমত অন্য রক্ষক গণ্য।

উপরি বর্ণনা।

"উপরি বর্ণনা" শব্দে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির বাসস্থান ও বৃত্তি ও ব্যবসায় ও শ্রেণী, ও উপাধি থাকিলে সেই উপাধি, ও এদেশীয় ব্যক্তি হইলে তাঁহার যে জাতি হয় তাহা, এবং তাঁহার পিতার নাম, কিম্বা সামান্যতঃ অমুকের পুত্র বলিয়া মাতার নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দেওয়া গেলে, তাঁহার মাতার নাম বুঝাইবে।

জিলার আদালত।

"জিলার আদালত" শব্দে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট হাইকোর্টও গণ্য।

ডিষ্ট্রীক্ট সব-ডিষ্ট্রীক্ট।

"ডিষ্ট্রিক্ট" ও "সব-ডিষ্ট্রিক্ট" শব্দে এই আইনের নির্দ্ধারিত প্রদেশ ও উপপ্রদেশ বুঝাইবে ইতি।

দ্বিতীয় ভাগ।

রেজেষ্টরী কর্ম্মকারকদের বিধি।

রেজিষ্টরী কার্য্যের ইনস্পেক্টর জেনেরলের কথা।

৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার শাসিত দেশের নিমিত্ত রেজেষ্টরী সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারকস্বরূপ ইনস্পেক্টর জেনেরল নামে এক জন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করিবেন।

অথবা ঐ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই পদে ব্যক্তিবিশেষকে নিযুক্ত না করিয়া সময়ে সময়ে অন্য কার্য্যকারককে কিম্বা কার্য্যকারকদিগকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া এই আইন দ্বারা সেই ইনস্পেক্টর জেনেরলের প্রতি যে সকল ক্ষমতা ও কার্য্য অর্পিত হইল, নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাঁহার কি তাঁহাদের সেই ক্ষমতামতে সেই কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সিন্ধুদেশের ব্রাঞ্চ ইনস্পেক্টর জেনেরলের কথা।

বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সিন্ধুদেশে ব্রাঞ্চ ইনস্পেক্টর জেনেরলের পদে এক জন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। পশ্চাদ্ভাগে ইনস্পেক্টর জেনেরলের প্রতি বিধি প্রণয়ন করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তিনি এই আইনমতে ইনস্পেক্টর জেনেরলের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

কোন ইনস্পেক্টর জেনেরল কিম্বা সিন্ধুদেশের ব্রাঞ্চ ইনস্পেক্টর জেনেরল ঐ ঐ পদ ধারণ করিয়াও গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্য পদ ধারণ করিতে পারিবেন ইতি।

ডিষ্ট্রিক্টের ও সব-ডিষ্ট্রিক্টের কথা।

৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনের কার্য্যপক্ষে ডিষ্ট্রিক্ট ও সবডিষ্ট্রিক্ট নিরূপণ করিবেন এবং তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবেন ও সময়ে সময়ে সেই সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে নিরূপিত ডিষ্ট্রিক্ট ও সবডিষ্ট্রিক্ট ও তৎসীমা ও ঐ সীমার পরিবর্ত্তন হইলে তাহার জ্ঞাপনপত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

জ্ঞাপনপত্রে সীমা পরিবর্ত্তনের যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই তারিখ অবধি ঐ সীমার পরিবর্ত্তন সফল হইবে।

রেজিষ্ট্রারদের ও সব-রেজিষ্ট্রারদের কথা।

৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় কার্য্যকারকদিগকে কিম্বা উপযুক্ত জ্ঞান করিলে অন্য ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত ডিষ্ট্রিক্টের রেজিষ্ট্রার স্বরূপ ও সব-ডিষ্ট্রিক্টের সব-রেজেষ্ট্রারস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

রেজিষ্টরী ও সব-রেজিষ্টরী আফিসের কথা।

৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে রেজেষ্টরী আফিস নামে কার্য্যালয় স্থাপন করিবেন। ও প্রত্যেক সবডিষ্ট্রিক্টে সব-রেজেষ্টরী কিম্বা জাইণ্ট সব-রেজিষ্টরী আফিস নামে কার্য্যালয় স্থাপন করিবেন এবং রেজিষ্টরী আফিসের অধীন কোন সবরেজিষ্ট্রারের আফিস ভুক্ত করিতে পারিবেন।

ও যে সব-রেজিষ্টারের আফিস তদ্রূপে ভুক্ত হয়, তিনি যে রেজিষ্টারের অধীন হন, আপনার ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অতিরিক্ত ঐ রেজেষ্টারের সকল বা কোন ২ ক্ষমতানুসারে তাঁহারও কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করণার্থে তাহাকে অনুমতি দিতে পারিবেন।

পরন্তু তদ্রূপ অনুমতি হইলেও সবরেজেষ্টার এই আইনমত যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল হইলে তিনি সেই আপীল শুনিতে পারিবেন না ইতি।

রেজেষ্টরী আফিসের ইনস্পেক্টরদের কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্টরী আফিসের ইন্স্পেক্টর নামে পরিদর্শক দিগকে নিযুক্ত করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণ করিতে পারিবেন। উক্ত প্রত্যেক ইন্স্পেক্টর, ইন্স্পেক্টর জেনেরলের অধীন থাকিবেন।

সেনানিবেশ স্থান সব-ডিষ্ট্রিক্ট বা ডিষ্ট্রিক্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা

৯ ধারা। যে সেনানিবেশ স্থানে কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট থাকেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে সেই স্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে ডিষ্ট্রিক্ট অথবা সবডিষ্ট্রিক্ট হইবে। ও সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ডিষ্ট্রিক্টের বা বিষয়বিশেষে ঐ সবডিষ্ট্রিক্টের রেজেষ্ট্রার বা সবরেজেষ্টার হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন সেনানিবেশ স্থান, এই আইনের কার্য্যপক্ষে সবডিষ্ট্রিক্ট কিম্বা ডিষ্ট্রিক্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্টকরিলে, সবডিষ্ট্রিক্ট হইলে সেই সেনানিবেশ স্থানের ও তথাকার সব রেজেষ্ট্রারের উপলক্ষে কোন কর্ত্তৃপক্ষেরা নিযুক্ত রেজেষ্টার ও ইন্স্পেক্টর জেনরল হইবেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট হইলে তথাকার রেজিষ্টারের উপলক্ষে কোন কর্ত্তৃপক্ষ ইনস্পেক্টর জেনেরল হইবেন তিনি এই কথাও নির্দ্দেশ করিবেন।

ডিষ্ট্রিক্ট হইতে রেজেষ্টারের অনুপস্থানের কিম্বা তাঁহার পদশূন্য হওয়ার কথা।

১০ ধারা। রাজধানী যে ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ধরা যায় তাহার রেজেষ্টার ভিন্ন কোন রেজিষ্ট্রার স্বীয় ডিষ্ট্রিক্টের রাজকীয় কর্ম্মভিন্ন অন্য কার্য্যার্থে অনুপস্থিত হইলে কিম্বা তাহার পদ কিয়ৎকালের নিমিত্ত শূন্য থাকিলে

ইনস্পেক্টর জেনেরল সাহেব যে ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করেন, কিম্বা তিনি কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিলে রেজেষ্টারের আফিস যে জিলার আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে সেই আদালতের জজ সাহেব যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ রেজেষ্টারের অনুপস্থান কালে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতকাল ঐ শূন্য পদে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত না করেন ততকাল রেজেষ্টার হইবেন।

রাজধানী যে ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ধরা যায় এমত ডিষ্ট্রিক্টের রেজেষ্টার আপন ডিষ্ট্রিক্টের রাজকীয় কর্ম্মভিন্ন অন্য কার্য্যার্থ অনুপস্থিত হইলে কিম্বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাহার পদ শূন্য হইল

ইনস্পেক্টর জেনেরল সাহেব যে ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করেন, তিনি ঐ রেজেষ্টারের অনুপস্থিত কালে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যত কাল ঐ শূন্য পদে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত না করেন ততকাল রেজেষ্টার হইবেন।

রেজেষ্টার স্বীয় ডিষ্ট্রিক্টের কর্ম্মোপলক্ষে উপস্থিত না হইলে তাহার কথা

১১ ধারা। কোন রেজেষ্টার আপন ডিষ্ট্রিক্টের কোন কর্ম্মোপলক্ষে কার্য্যালয়ে

উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অনুপস্থানকালে ৬৮ ও ৭২ ধারার উল্লিখিত কর্ম্ম ভিন্ন রেজিষ্টারের সকল কর্ম নির্ব্বাহ করণার্থে আপন ডিষ্ট্রিক্টের কোন সব রেজেষ্টারকে বা অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সব-রেজিষ্টার অনুপস্থিত থাকিলে কি তাঁহার পদ শূন্য হইলে তাহার কথা।

১২ ধারা। কোন সবরেজিষ্টার অনুপস্থিত হইলে কিম্বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাহার পদ শূন্য থাকিলে, ডিষ্ট্রিক্ট রেজেষ্টার সেই পদে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তিনি তাহার অনুপস্থান কালে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যত কাল ঐ শূন্যপদে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত না করেন তত কাল, সব রেজিষ্টার হইবেন।

১০, ১১, ১২, ধারামতে যে নিয়োগ করা যায় গবর্ণমেণ্টে তাহার রিপোর্ট করিবার কথা।

১৩ ধারা। ১০, ১১ কি ১২ ধারামত যে নিয়োগ করা যায়, ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই নিয়োগের রিপোর্ট করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেমন আজ্ঞা করেন, তেমনি ঐ রিপোর্ট বিশেষ কি সাধারণ হইবে।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারকদিগকে স্থানান্তর ও কিয়ৎকাল বা চিরকাল অবসর করণের কথা।

ঐই আইনের বিধানমতে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত রাখিতে কিম্বা স্থানান্তর করিতে কিম্বা অবসর করিতে ও তাহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারকদের পারিশ্রমিকের ও আমলাগণের কথা

১৪ ধারা। এই আইনমতে যে রেজেষ্টরী কার্য্যকারকেরা নিযুক্ত হন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে তাঁহাদের যে বেতন উপযুক্ত বোধ করেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমোদনক্রমে তাহাদের সেই বেতন নিরূপণ করিতে পারিবেন কিম্বা ফীর দ্বারা অথবা অংশতঃ ফীর দ্বারা অংশতঃ বেতন দ্বারা তাঁহাদের পারিশ্রমিক পাইবার বিধান করিতে পারিবেন।

এই আইনমত নানা কার্য্যালয়ে যত জন আমলা থাকা উচিত, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারকদের মোহরের কথা।

১৫ ধারা। সকল রেজেষ্টার ও সব রেজেষ্টার মোহর ব্যবহার করিবেন, তাহাতে ইংরেজী ভাষায় ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ভাষা নির্দ্দিষ্ট করেন সেই ভাষায় এই কথা খোদা থাকিবে, —"অমুক স্থানের রেজেষ্টারের, (কিম্বা সব রেজিষ্টারের) মোহর।"

রেজিষ্টরী বহীর কথা।

১৬ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে যে সকল বহী আবশ্যক হয় স্থানীয়

গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্টরী প্রত্যেক কার্য্যকারকের কার্য্যালয়ের নিমিত্তে সেই সকল বহী দিবেন।

পাঠ।

ইন্‌স্পেক্টর জেনরল সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে সময়ে সময়ে যে সকল পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন, উক্ত প্রকারে দত্ত বহীতে সেই সকল পাঠ থাকিবে। এবং সেই সকল বহীর পৃষ্ঠাঙ্ক ক্রমান্বয়ে ছাপা হইবে। ও যে কার্য্যকারকের আফিস হইতে ঐ সকল বহী বাহির হয়, প্রত্যেক বহীতে যত পৃষ্ঠা থাকে তিনি নামপত্রে তাহার সংখ্যা লিখিবেন।

অদহনীয় বাক্সের কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক রেজেষ্টারের কার্য্যালয়ে অদহনীয় এক একটা বাক্স দিবেন এবং কোন ডিষ্ট্রিক্টে যে যে দলীল রেজেষ্টরী করা যায়, প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে ঐ দলীলের কাগজপত্র নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধান করিবেন ইতি।

—:—

তৃতীয় ভাগ।

রেজিষ্টরী করণোপযুক্ত দলীলের বিধি।

যে যে দলীল রেজিষ্টরী করিতেই হইবে তাহার কথা।

১৭ ধারা। ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন কিম্বা ১৮৬৬ সালের ২০ আইন কিম্বা ১৮৭১ সালের ৮ আইন কিম্বা এই আইন যে তারিখে যে প্রদেশে প্রচলিত করা গেল কি করা যাইবে, সেই তারিখে কি তৎপরে সেই প্রদেশের অন্তর্গত সম্পত্তি বিষয়ক নিম্নলিখিত যে যে দলীল সম্পাদন করা যায়, তাহা রেজেষ্টরী করিতেই হইবে বিশেষতঃ—

(ক) স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র।

(খ) উইল ভিন্ন যে নিদর্শনপত্রের মর্ম্মানুসারে কি ফলস্বরূপে স্থাবর সম্পত্তিতে বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎকালে এক শত টাকার কি তদূর্দ্ধ মূল্যের বর্ত্তমান ভোগ কি সম্ভাবিত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক কি দায় সৃষ্ট হয় কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায়, সেই নিদর্শনপত্র।

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অধিকার কি স্বত্ব কি সম্পর্ক সৃষ্ট কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করণ প্রযুক্ত যে পারিতোষিক গ্রহণ কি দান করা যায়, উইল ভিন্ন তাহা পাইবার কি দত্ত হইবার স্বীকারপত্র।

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তির বৎসর বৎসরের কি এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টা কি বার্ষিক খাজানা কি ভাড়া নিরূপণের পাট্টা।

কিন্তু কোন জিলার কিম্বা কোন বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত যে পাট্টামতে পাঁচ বৎসরের অধিক কালে নিয়ম না করা যায় ও বার্ষিক খাজানা কি ভাড়া পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের কথার মধ্যে সেই পাট্টা না ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাংসারিক প্রতিজ্ঞাপত্র।

(ঙ) কোন সাংসারিক প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রতি,

ও ভূমিসংক্রান্ত কোম্পানির শ্যার ও ঋণদানপত্রের হস্তান্তর করণ পত্র না ধরিবার কথা।

(চ) ও জাইণ্টষ্টাক কোম্পানির সমুদয় মূলধন কি তাহার একাংশ স্থাবর সম্পত্তি হইলেও সেই কোম্পানির শ্যারসম্পর্কীয় কোন দলীলের প্রতি।

(ছ) তদ্রূপ কোন কোম্পানির দত্ত কোন ঋণদানপত্রের পৃষ্ঠলিপির প্রতি কি ঐ পত্র হস্তান্তর করণপত্রের প্রতি,

যে দলীলদ্বারা অন্য দলীল পাইবার স্বত্বমাত্র জন্মে তাহা।

(জ) যে দলীল দ্বারা স্থাবর সম্পত্তিতে এক শত টাকার কি তাহার অধিক মূল্যের কোন স্বত্বের কি অধিকারের কি সম্পর্কের সৃষ্টি কি নির্দ্দেশ কি নিরূপণ, কি সঙ্কোচ কি বিলোপ না হইয়া, অন্য যে দলীল সম্পাদন হইলে সেই স্বত্বের কি অধিকারের কি সম্পর্কের সৃষ্টি বা নির্দ্দেশ বা নিরূপণ বা সঙ্কোচ বা বিলোপ হয়, সেই দলীল প্রাপ্ত হইবার স্বত্ব মাত্র যে দলীলের দ্বারা সৃষ্ট হয় তাহার প্রতি।

(ঝ) আদালতের ডিক্রী ও আজ্ঞা, ও মীমাংসার প্রতি।

(ঞ) গবর্ণমেণ্টের স্থাবর সম্পত্তি দানপত্রের প্রতি।

(ট) রাজস্বের কার্য্যকারকদের কৃত বণ্টনপত্রের প্রতি।

(ঠ) ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমতে প্রতিপোষক প্রতিভূর যে যে সার্টিফিকট ও দলীল দেওয়া যায় তৎপ্রতি।

এই ধারার (খ) ও (গ) প্রকরণের কোন কথা খাটে না।

দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্রের কথা।

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনের পর পোষ্যপুত্রগ্রহণ করিবার যে অনুমতি পত্র সম্পাদিত হয় কিন্তু উইলক্রমে দেওয়া না যায়, তাহাও রেজেষ্টরী করিতে হইবে।

যে যে প্রকারের নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা স্বেচ্ছাধীন তাহার কথা।

১৮ ধারা। নিম্ন লিখিত কোন দলীল এই আইনমতে রেজেষ্টরী হইতে পারিবে বিশেষতঃ (ক) (দানপত্র ওউইল ভিন্ন) যে নিদর্শনপত্রের মর্ম্মানুসারে কি ফলস্বরূপে

স্থাবর সম্পত্তিতে বর্ত্তমানে কি ভবিষ্যতে এক শত টাকার ন্যূন মূল্যের বর্ত্তমান ভোগ্য কি সম্ভাবিত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট হয়, কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায় সেই নিদর্শনপত্র।

(খ) উক্ত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি লোপ করণ প্রযুক্ত যে পারিতোষিক গ্রহণ কি দান করা যায় তাহা পাইবার কি দত্ত হইবার স্বীকার পত্র।

(গ) স্থাবর সম্পত্তির এক বৎসরের অনধিক কালের পাট্টা ও ১৭ ধারার বর্জ্জিত পাট্টা।

(ঘ) উইল ভিন্ন যে নিদর্শনপত্রের মর্ম্মানুসারে কি ফলস্বরূপে অস্থাবর সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট হয় কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ বিলোপ করা যায়।

(ঙ) উইল।

(চ) ১৭ ধারায় আর যে যে দলীল রেজেষ্টরী করিবার আদেশ না থাকে।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের অবিদিত ভাষায় দলীল লিখিত হইলে তাহার কথা।

১৯ ধারা। কোন দলীল রেজেষ্টরী হইবার জন্যে নিয়মমতে আনা গেল, কিন্তু যে ভাষায় লেখা হইয়াছে রেজেষ্টরী কার্য্যকারক তাহা বুঝিতে না পারিল এবং সেই ভাষা জিলার মধ্যে সাধারণমতে প্রচলিত না থাকিলে জিলার মধ্যে সাধারণ মতে প্রচলিত ভাষায় ঐ দলীলের যথার্থ অনুবাদ এবং তাহার যথার্থ প্রতিলিপি সঙ্গে না দেওয়া গেল, তিনি ঐ দলীল রেজেষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবেন।

দলীলের কোন অংশে ফাঁক থাকিলে কি কোন শব্দ চাঁচা কি দুই পংক্তির মধ্যে লেখা গেলে কি পরিবর্ত্তন হইলে তাহার কথা।

২০ ধারা। কোন দলীলের দুই পংক্তির মধ্যে কোন শব্দ লেখা আছে কিম্বা কোন স্থানে ফাঁক আছে কি চাঁচা গিয়াছে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে দৃষ্ট হইলে, যাঁহারা ঐ দলীল সম্পাদন করেন তাঁহারা আপনাদের স্বাক্ষরক্রমে কি নামের আদ্যক্ষর লিখিয়া দুই পংক্তির মধ্যে লেখা সেই২ শব্দ কিম্বা সেই ফাক কিম্বা সেই চাঁচা কি পরিবর্ত্তিত শব্দ স্বীকার না করিলে রেজেষ্টরী কার্য্যকারক আপনার বিবেচনা মতে ঐ দলীল রেজেষ্টর করণার্থে গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। যদি সেই দলীল রেজেষ্টরী করেন, তবে রেজেষ্টরী করণসময়ে দুই পংক্তির মধ্যে কোন শব্দ লিখিত হওন কি ফাঁক থাকন কি চাঁচন কি পরিবর্ত্তনের স্মারক কথা রেজেষ্টরী বহীতে লিখিবেন।

ভূমিখণ্ড নির্ণয়ের কথা।

২১ ধারা। (ক) স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক উইলভিন্ন কোন দলীলে ঐ সম্পত্তির নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বর্ণনা না থাকিলে তাহা রেজেষ্টরী করণার্থ গ্রাহ্য হইবেনা।

(খ) নগরস্থিত কোন ঘর যে, পথের অভিমুখ হয়, সেই পথের কি রাস্তার (নামোল্লেখে) উত্তর প্রভৃতি দিকে আছে ও এইক্ষণে শ্রী অমুক তন্মধ্যে বাস করিতেছেন কি পূর্ব্বে করিতেন এই২ কথা লিখিয়া, ও সেই পথের কি রাস্তার ধারের ঘর সকলের নম্বর থাকিলে সেই ঘরের নম্বর লিখিয়া ঐ ঘর বর্ণিত হইবে। অন্য ঘর ভূমি হইলে যদি নাম থাকে তবে তাহার নাম ও তাহা কোনসংক্রান্ত অমুক বিভাগের অন্তর্গত ও তাহার আড়ে দীর্ঘে এত পরিমাণ, ও চতুঃসীমা অমুক অমুক পথ কি সম্পত্তি ও এইক্ষণে অমুকের অধিকারে আছে, এই২ কথা লিখিয়া ঐ ঘরের কি ভূমির বর্ণনা করা যাইবে। এবং হইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের ম্যাপের কি জরীপী নক্সার উল্লেখ করিতে হইবে।

যে দলীলে ম্যাপ ও নক্সা থাকে তদ্বিষয়ের কথা।

(গ) উইলভিন্ন সম্পত্তিঘটিত কোন দলীলে ঐ সম্পত্তির ম্যাপ কি নক্সা থাকিলে ঐ ম্যাপের কি নক্সার যথার্থ প্রতিলিপি সঙ্গে না দিলে অথবা যদি সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন ডিষ্ট্রিক্টে থাকে, তবে যত ডিষ্ট্রিক্টে আছে ম্যাপের কি নক্সার তত খানি যথার্থ প্রতিলিপি সঙ্গে না দিলে সেই দলীল রেজেষ্টরী হইবার জন্যে গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

ঘরের ও ভূমির বর্ণনাবিষয়ক বিধিমতে কার্য্য না হইলে তাহার ফলের কথা।

২২ ধারা। ২১ ধারার (খ) প্রকরণের বিধান মতে কার্য্য না হইলেও দলীল যে সম্পত্তিসম্পর্কীয় হয় যদি সেই দলীলে সেই সম্পত্তি নির্ণয় করণোপযুক্ত বর্ণনা থাকে, তবে তাহা রেজেষ্টরী করিবার প্রতিবন্ধক হইবে না ইতি।

চতুর্থ ভাগ।

দলীল আনিবার সময়ের কথা।

দলীল উপস্থিত করিবার সময়ের কথা।

২৩ ধারা। ২৪ ও ২৫ ও ২৬ ধারার বিধান পবল মানিয়া উইল ভিন্ন কোন দলীল সম্পাদন করিবার তারিখ অবধি চারি মাসের মধ্যে,

কিম্বা ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি হইলে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হওয়ার তারিখ অবধি চারিমাসের মধ্যে কিম্বা তাহার উপর আপীল হইতে পারিলে যে

দিনে চূড়ান্ত আজ্ঞা হয়, সেই দিনাবধি চারি মাসের মধ্যে রেজেষ্টরী করিবার জন্যে উপযুক্ত কর্ম্মকারকের নিকটে না আনা গেলে তাহা রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবে না।

কিন্তু কোন দলীলে ভিন্ন২ ব্যক্তি ভিন্ন২ সময়ে স্বাক্ষর করিবার তারিখ অবধি ক্রমশঃ চারিমাসের মধ্যে তাহা রেজেষ্টরী ও পুনঃ রেজেষ্টরী করিবার জন্যে আনা যাইতে পারিবে ইতি।

রেজিষ্টরী করিতে অগত্যা বিলম্ব হইলে তাহার উপবিধি।

২৪ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে কোন দলীল সম্পাদিত হইলেও কিম্বা ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতি লিপি করা গেলেও যদি অত্যন্ত প্রয়োজন বশতঃ কিম্বা অনিবার্য্য ঘটনা হেতুক তাহা রেজেষ্টরী করিবার পূর্ব্বোক্ত কাল অতীত হওনের পূর্ব্বে রেজেষ্টরী করিবার জন্যে আনা না যায়, তবে তাহা আনিতে আর চারি অধিক বিলম্ব না হইলে রেজেষ্টরী করিবার জন্যে উপযুক্ত যত ফী লাগে তাহার দশ গুণের অনধিক অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে রেজেষ্টার ঐ দলীল রেজেষ্টরী হইবার জন্যে গ্রাহ্য হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

তদ্রূপ আজ্ঞা হইবার প্রার্থনা সব-রেজেষ্টারকে দেওয়া যাইতে পারিবে। তিনি যে রেজেষ্টারের অধীন হন তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ পাঠাইবেন ইতি।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে যে দলীল সম্পাদিত হয় তাহার কথা।

২৫ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে দলীল সম্পর্কীয় নকল বা কোন ব্যক্তির দ্বারা সেই দলীল সম্পাদিত হওয়ার ভাব দর্শাইলে, রেজেষ্টরী করিবার যে সময় পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যদি সেই সময় অতীত হইবার পর সেই দলীল রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা যায়, তবে।

(ক) ঐ দলীল তদ্রূপে সম্পাদিত হইয়াছে, এবং

(খ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে আনীত হইবার পর চারিমাসের মধ্যে রেজেষ্টরী করিবার জন্যে উপস্থিত করা গিয়াছে,

রেজেষ্টরী কার্য্যকারক ইহা সন্তোষমতে জানিলে রেজেষ্টরী করিবার উপযুক্ত ফী লইয়া রেজেষ্টরী করিবার জন্যে ঐ দলীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

দলীল আনিবার শেষ দিন ছুটীর দিন হইলে তাহার কথা।

২৬ ধারা। এই আইনে কোন দলীল উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ নিরূপণ হইল, তাহার শেষ দিনে যদি রেজেষ্টরী আফিস বন্ধ থাকে, তবে ঐ আফিস যে দিনে পুনশ্চ খোলা যায় সেই দিন এই আইনের কার্য্যপক্ষে ঐ মিয়াদের শেষ দিন বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

উইল কোন সময়ে আনা যাইতে কি গচ্ছিত হইতে পারিবার কথা।

২৭ ধারা। উইল নিম্নলিখিত বিধানমতে কোন সময়েই রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত আনা যাইতে কি গচ্ছিত হইতে পারিবে ইতি।

পঞ্চম ভাগ।

রেজেষ্টরী করিবার স্থানের বিধি।

ভূমি সম্পর্কীয় দলীল রেজেষ্টরী করিবার কথা।

২৮ ধারা। এই ভাগে প্রকারান্তরের বিধি না থাকিলে, ১৭ ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) প্রকরণের ও ১৮ ধারার (ক) (খ) (গ) প্রকরণের উল্লিখিত প্রত্যেক দলীল যে সম্পত্তি বিষয়ক হয়, সেই সম্পত্তির সমুদয় কি কোন অংশ যে সব-রেজেষ্টরের সব ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত থাকে, তাঁহার আফিসে সেই দলীল রেজেষ্টরী করিবার জন্যে আনীত হইবে ইতি।

অন্য অন্য দলীল রেজেষ্টরী করিবার স্থানের কথা।

২৯ ধারা। ২৮ধারাতে যে দলীলের উল্লেখ হইল তদ্ভিন্ন এবং ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি ভিন্ন প্রত্যেক দলীল যে সবরেজেষ্টরের সব ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে সম্পাদন করা যায়, তাঁহারই আফিসে, অথবা যে ব্যক্তিরা ঐ দলীল সম্পাদন করেন ও তদনুসারে দাওয়া রাখেন তাঁহারা সকলেই স্থানীয় সেই গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্য রেজেষ্টরের কার্য্যালয়ে তাহা রেজেষ্টরী করিতে চাহিলে, তথায় রেজেষ্টরী করিবার জন্যে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

ডিক্রী কি আজ্ঞা যে সব ডিষ্ট্রিক্টে করা যায়, ঐ ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি রেজেষ্টরী করিবার জন্যে সেই সব-ডিষ্ট্রিক্টের সব রেজেষ্টরের আফিসে আনা যাইতে পারিবে, অথবা সেই ডিক্রীতে কি আজ্ঞাতে স্থাবর সম্পত্তির সম্পর্ক না থাকিলে ঐ ডিক্রীমত দাওয়াদার সমস্ত ব্যক্তি স্থানীয় সেই গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্য যে সব রেজেষ্টরের আফিসে ঐ প্রতিলিপি রেজেষ্টরী করাইতে চাহেন, তাহা তথায় রেজেষ্টরী করা যাইতে পারিবে ইতি।

রেজেষ্টার কর্তৃক রেজেষ্টরী হইবার কথা।

৩০ ধারা। (ক) কোন রেজেষ্টরের অধীন সব-রেজেষ্টরের দ্বারা যে দলীল রেজেষ্টরী হইতে পারে, সেই রেজেষ্টর আপন বিবেচনামতে তাহা গ্রাহ্য করিয়া রেজেষ্টরী করিতে পারিবেন।

রাজধানী ও লাহোরের রেজেষ্টারের দ্বারা রেজেষ্টরী করিবার কথা।

(খ) ২৮ ধারার উল্লিখিত দলীল যে সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয় তাহা ব্রিটনীয় ভার-

তবর্ষের অন্তর্গত যে স্থানে থাকুক, রাজধানী যে ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত থাকে, ঐ ডিষ্ট্রিক্টের এবং লাহোর ডিষ্ট্রিক্টের রেজেষ্টর,স্থানের অপেক্ষা না করিয়া সেই দলীল লইয়া রেজেষ্টরী করিতে পারিবেন ইতি।

সাধারণ ব্যক্তির বাটীতে রেজেষ্টরী করণের কি গচ্ছিত করণার্থে গ্রাহ্য করণের কথা।

৩১ ধারা। যে দলীল রেজেষ্টরী বা গচ্ছিত করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য করা যে কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য, এই আইন অনুসারে সেই দলীল সচরাচর কেবল তাঁহার আফিসে রেজেষ্টরী কি গচ্ছিত করিতে হইবে।

কিন্তু বিশেষ কারণ দর্শান গেলে ঐ কার্য্যকারক দলীল রেজেষ্টরী করণেচ্ছু, কিম্বা উইল গচ্ছিত করণেচ্ছু ব্যক্তির বাসস্থানে গিয়া সেই দলীল কি উইল রেজেষ্টরী কি রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন ইতি।

ষষ্ঠ ভাগ।

রেজেষ্টরী করণার্থে দলীল আনিবার বিধি।

রেজিষ্টরী করণার্থে যে দলীল আনিবেন তাহার কথা।

৩২ ধারা। ৩১ ও ৮৯ ধারার লিখিত স্থলভিন্ন, কোন দলীল এই আইনমতে রেজেষ্টরী করিতে হইলে তাহার রেজেষ্টরী করা আবশ্যক কি স্বেচ্ছাধীন হইলেও,

ঐ দলীল সম্পাদক কি তৎক্রমে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি,কিম্বা ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি হইলে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞামত কোন দাওয়াদার।

কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কি আসৈনী,

কিম্বা নিম্নলিখিতমতে সম্পাদিত ও যথার্থ বলিয়া স্বাক্ষরিত মোক্তারনামাক্রমে ঐ ব্যক্তির কি তদীয় স্থলাভিষিক্তদের কি আসৈনীর নিয়মিতরূপে নিযুক্ত মোক্তার ঐ দলীল রেজেষ্টরী করিবার উপযুক্ত কার্য্যালয়ে আনিবেন।

৩২ ধারার কার্য্যপক্ষে মোক্তারনামা স্বীকার হইবার কথা।

৩৩ ধারা। ৩২ ধারার কার্য্যপক্ষে কেবল নিম্নলিখিত প্রকারের মোক্তারনামা গ্রাহ্য হইবে বিশেষতঃ।

(ক) এই আইন যৎকালে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে দেশে প্রচলিত হয়,মোক্তারনামা সম্পাদনকালে মুখ্য ব্যক্তি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সেই স্থানে থাকিলে,যে ডিষ্ট্রিক্টে কি সবডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে বাস করেন, তথাকার রেজেষ্টর কি সব-রেজেষ্টরের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তারনামা।

(খ) মুখ্য ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তকালে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্য দেশে থাকিলে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তারনামা।

(গ) মুখ্য ব্যক্তি তৎকালে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে বাস না করিলে, নোটেরী পবলিকের কিম্বা কোন আদালতের কি জজ কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি ব্রিটনীয় কন্সলের কি প্রতিনিধি কন্সলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তারনামা।

যাঁহারা পীড়িত কি কারারুদ্ধ কিম্বা আদালতে প্রবেশ হইতে মুক্ত তাঁহাদের পক্ষে উপবিধি।

কিন্তু এই ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের লিখিত মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার জন্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রতি কোন রেজেষ্টরী আফিসে কিম্বা আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে না।

উপস্থিত হইতে গেলে ঐ ব্যক্তিদের কায়িক দুর্ব্বলতাহেতুক প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর ক্লেশ সম্ভাবনা,

যাঁহারা দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন পরওয়ানার বলে কারাবদ্ধ আছেন, আইন দ্বারা যাঁহারা স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত আছেন।

উক্ত প্রত্যেক স্থলে যাঁহাকে মুখ্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছেন, রেজেষ্টর কিম্বা বিষয়বিশেষে সব-রেজেষ্টর কি ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা স্ববোধমতে জ্ঞাত হইলে, পূর্ব্বোক্ত আফিসে কি আদালতে ঐ মুখ্য ব্যক্তির স্বয়ং আসিবার আদেশ না করিয়া তাহা সাক্ষীস্বরূপে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

ঐ মোক্তারনামা স্বেচ্ছাক্রমে সম্পাদন করা গিয়াছে কি না, ইহার প্রমাণ পাইবার জন্যে যাঁহাকে মুখ্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়, রেজেষ্টর কি সব রেজেষ্টর কি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং তাঁহার বাটীতে, কিম্বা তিনি যে কারাগারে বদ্ধ আছেন তথায় গিয়া, তাঁহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাঁহার পরীক্ষা করণার্থে আমীনকে পাঠাইতে পারিবেন।

এই ধারার লিখিত কোন মোক্তারনামা ইহার পূর্ব্ব লিখিত ব্যক্তির কি আদালতের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল, ঐ পত্রের অভিমুখেই এই ভাব প্রকাশ হইলে, অন্য অন্য প্রমাণ বিনা উপস্থিত করণ দ্বারাই সপ্রমাণ হইবে ইতি।

রেজেষ্টরী করণের পূর্ব্বে রেজেষ্টরী কার্য্যকারক যে সন্ধান লইবেন তাহার কথা।

৩৪ ধারা। এই ভাগের এবং ৪১, ৪৩, ৪৫, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৮৮ ও ৮৯ধারার লিখিত বিধান প্রবল মানিয়া, যে ব্যক্তিরা কোন দলীল সম্পাদন করেন, তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তেরা কি আসমীরা কিম্বা পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারেরা ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ধারামতে দলীল উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজে-

ষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত না হইলে, এই আইনমতে ঐ দলীল রেজেষ্টরী করা যাইবে না।

কিন্তু যদি অত্যন্ত প্রয়োজন বশতঃ কিম্বা অনিবার্য্য ঘটনা হেতুক উক্ত সকল ব্যক্তি উপস্থিত না হয়, তবে উপস্থিত হইতে চারিমাসের অধিক বিলম্ব না করিলে, ২৪ ধারামতে অর্থদণ্ড দেয় হইলে, তাঁহারা সেই দণ্ডের অতিরিক্ত রেজেষ্টরী করিবার উপযুক্ত ফীর দশ গুণের অনধিক অর্থদণ্ড দিলে রেজেষ্টর সেই দলীল রেজেষ্টরী করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

উক্ত ব্যক্তিরা একি সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

তাহা হইলে (ক) সেই দলীল যাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইবার মত দেখায়, তাঁহাদেরই দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে কিনা, রেজেষ্টরী কার্য্যকারক ইহার সন্ধান লইবেন, ও

(খ) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমরা ঐ দলীল সম্পাদন করিয়াছি বলিয়া যে ব্যক্তিরা স্বীকার করেন তাঁহারা যথার্থই সেই ব্যক্তি ইহা সুবোধমতে জানিয়া লইবেন।

এবং (গ) কোন ব্যক্তি অন্যের স্থলাভিষিক্ত কি আটৈনী কি মোক্তার স্বরূপ উপস্থিত হইলে তাঁহার তদ্রূপে উপস্থিত হইবার অধিকার আছে কি না ইহা সুবোধমতে জানিয়া লইবেন।

এই ধারার উপবিধিতে যে অনুমতির কথা আছে তজ্জন্যে প্রার্থনাপত্র সবরেজেষ্টরের নামে দেওয়া যাইতে পারিবে, ও তিনি যে রেজেষ্টরের অধীন হন তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

ডিক্রীর কি আজ্ঞার নকলের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটে না ইতি।

দলীল সম্পাদন স্বীকার হইলে ইতি কর্ত্তব্যতার কথা।

৩৫ ধারা। যাহারা দলীল সম্পাদন করেন, তাঁহারা সকলেই নিজে রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ও তাঁহার পরিচিত হইলে, অথবা তাঁহারা আপনাদিগকে যে যে ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেন, সত্যই সেই সেই ব্যক্তি এই কথা অন্য রূপে নিশ্চিত জানিলে, এবং সকলে ঐ দলীলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিলে,

কিম্বা কোন ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত কি আটৈনী কি মোক্তার দ্বারা উপস্থিত হইয়া সেই স্থলাভিষিক্ত কি আটৈনী কি মোক্তার দলীলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিলে,

অথবা যে ব্যক্তি দলীল সম্পাদন করিলেন তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কি আটৈনী রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ দলীল সম্পাদনের কার্য্য স্বীকার করিলে,

রেজেষ্টরী কার্য্যকারক ৫৮ অবধি ৬১ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারার আদেশানুসারে ঐ দলীল রেজেষ্টরী করিবেন।

যাঁহারা রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাঁহারা যে যে ব্যক্তি বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, প্রকৃত সেই ব্যক্তি কি না হুবোধমতে জানিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা এই আইনের লক্ষিত অন্য কোন কারণে আপন আফিসে উপস্থিত কোন ব্যক্তির পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

দলীল সম্পাদনকার্য্য স্বীকার না হইলে ইতিকর্তব্যতার কথা।

দলীল যে ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদন হইবার মত দেখায় তাঁহারা সকলে কি তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি সেই দলীল সম্পাদন করা অস্বীকার করিলে,

কিম্বা উক্ত ব্যক্তিকে অপ্রাপ্তব্যবহার কি জড় কি ক্ষিপ্তমনা বলিয়া রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের বোধ হইলে,

কিম্বা যাহার দ্বারা সম্পাদন হইবার মত দেখায়, সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বা আসৈনী সেই দলীলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার না করিলে,

রেজেষ্টরী কার্য্যকারক যে ব্যক্তি তদ্রূপ অস্বীকার করেন, কিম্বা সম্বন্ধে তদ্রূপ বোধ হয়, কি যাহার মৃত্যু হইয়াছে তৎসম্পর্কে ঐ দলীল রেজেষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ঐ কার্য্যকারক রেজেষ্টর হইলে তিনি এই আইনের দ্বাদশ ভাগের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

সপ্তম ভাগ।

দলীল সম্পাদকদিগকে ও সাক্ষীদিগকে বলপূর্ব্ব উপস্থিত করাইবার বিধি।

সম্পাদকের কি সাক্ষীর উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন হইলে ইতিকর্তব্যতার কথা।

৩৬ ধারা। কোন ব্যক্তি রেজেষ্টরী করিবার জন্যে দলীল আনিয়া, কিম্বা যে দলীল তদ্রূপে আনা যাইতে পারে, তৎক্রমে দাওয়া করিয়া, ঐ দলীল রেজেষ্টরী করণার্থে অন্য ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া কি তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া ঐ ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার বাঞ্ছা করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে কি যে আদালতকে নিরূপণ করেন, রেজেষ্টরী কার্য্যকারক উচিত বোধ করিলে তাঁহার প্রতি, ঐ ব্যক্তির নামে সমন দিয়া সমনের আদেশমতে স্বয়ং কিম্বা নিয়মিত ক্ষমতা প্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা ঐ সমনের লিখিত সময়ে রেজেষ্টরী আফিসে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

কার্য্যকারকের বা আদালতের ঐ সমন দিবার ও জারী করাইবার কথা।

৩৭ ধারা। তদ্রূপ স্থলে পেয়াদার যে ফী লাগে ঐ কার্য্যকারক বা আদালত তাহা পাইলে, তদনুসারে সমন দিয়া যে ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন তাঁহাকে দেওয়াইবেন ইতি।

যাঁহারা রেজেষ্টরী অ'ফিসে প্রবেশন হইতে মুক্ত তাঁহাদের কথা।

৩৮ ধারা। রেজেষ্টরী আফিসে উপস্থিত হইতে গেলে কায়িক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রাণাশঙ্কা কি গুরুতর ক্লেশ সম্ভাবনা হইলে,

কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী পরওয়ানার বলে কারারুদ্ধ হইলে,

ও আইনক্রমে স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত হইলেও পশ্চাৎ লিখিত বিধান না থাকিলে রেজেষ্টরী আফিসে যাহাদের স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে পারিত,

সেই সেই ব্যক্তির তদ্রূপ উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে না।

উক্ত প্রত্যেক স্থলে, রেজেষ্টরী কার্য্যকারক আপনি সেই ব্যক্তির বাটীতে কিম্বা সে যে কারাগারে বদ্ধ আছে তথায় গিয়া পরীক্ষা করিবেন কিম্বা পরীক্ষা করণার্থ আমীনকে পাঠাইবেন ইতি।

এই আইনমত সমন ও আমীন ও সাক্ষীদের বিধি।

৩৯ ধারা। দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে সমনের ও আমীনের ও সাক্ষিদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার ও তাঁহাদের পারিশ্রমিকের যে বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে, পূর্ব্বোক্ত স্থল ব্যতীত এবং পরিবর্ত্তনীয় কথা পরিবর্ত্তন করিয়া সেই বিধি এই আইনের বিধানমতে দত্ত কোন সমনের কি আমীনের প্রতি এবং উপস্থিত হওনার্থে সমন করা কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

অষ্টম ভাগ।

উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র উপস্থিত করিবার বিধি।

যাঁহারা উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র উপস্থিত করিতে স্বত্ববান তাঁহাদের কথা।

৪০ ধারা। উইলসম্পাদক কিম্বা তাঁহার মরণোত্তর উইলের নিরূপিত কর্ম্মসাধক বলিয়া কি প্রকারান্তরে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি ঐ উইল রেজেষ্টরী করণার্থ কোন রেজেষ্টরের বা সবরেজেষ্টরের নিকট আনিতে পারিবেন।

পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্রদাতা কিম্বা তাঁহার মরণোত্তর ঐ পত্রগৃহীতা কিম্বা ঐ পোষ্যপুত্রই সেই অনুমতিপত্র রেজেষ্টরী করণার্থে কোন রেজেষ্টরের বা সবরেজেষ্টরের নিকটে আনিতে পারিবেন।

উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র রেজেষ্টরী করিবার কথা।

৪১ ধারা। কোন উইলসম্পাদক কিম্বা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতিপত্রদাতা সেই উইল বা অনুমতিপত্র রেজেষ্টরী করিবার জন্যে উপস্থিত করিলে তাহা অন্য দলীলের ন্যায় রেজেষ্টরী করা যাইতে পারিবে।

অন্য কোন ব্যক্তি সেই উইল কিম্বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র উপস্থিত করিবার অধিকারী হইয়া তাহা রেজেষ্টরী করিবার জন্যে উপস্থিত করিলে,

(১) ঐ উইল কিম্বা বিষয় বিশেষে ঐ অনুমতিপত্র সম্পাদকের কি দাতার দ্বারা যথার্থই সম্পাদন করা গেল,

(২) ও ঐ সম্পাদকের কি দাতার মৃত্যু হইয়াছে এবং

(৩) যে ব্যক্তি ঐ উইল কি অনুমতিপত্র উপস্থিত করেন, ৪০ ধারামতে তাঁহার সেই উইল কি অনুমতিপত্র উপস্থিত করিবার অধিকার আছে, রেজেষ্টরী কার্য্যকারক এই সকল কথা হুবোধমতে জানিলে তাহা রেজেষ্টরী করা যাইবে।

নবম ভাগ।

ইউল গচ্ছিত করিবার বিধি।

উইল গচ্ছিত করিবার কথা।

৪২ ধারা। উইলের সম্পাদক মোহর করা খামের ভিতর উইল দিয়া ঐ খামের উপর ঐ সম্পাদকের নাম, ও তৎপক্ষে কর্ম্মকারক থাকিলে তাঁহার নাম, ও দলীলের ভাব লিখিয়া, স্বয়ং কিম্বা স্বপক্ষে নিয়মিত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারক দ্বারা কোন রেজেষ্টরের নিকটে গচ্ছিত করিতে পারিবেন।

উইল গচ্ছিত করা গেলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৪৩ ধারা। রেজেষ্টর তদ্রূপ খাম পাইলে, যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করেন, তিনি ঐ উইলের সম্পাদক কিম্বা তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারক, রেজেষ্টর ইহা হুবোধমতে জানিলে, ঐ খামের উপর লিখিত কথা আপনার ৫নং রেজেষ্টরী বহিতে নকল করিয়া লইবেন। ও তাহা যে বৎসরে যে মাসে যে দিনে যে ঘণ্টায় উপস্থিত করা গেল ও পাওয়া গেল, এই কথা ও উইল সম্পাদকের কিম্বা তাঁহার সপক্ষে কর্ম্মকারকের অনন্যতা বিষয়ে যে যে ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিলেন তাঁহাদের নাম ও খামের মোহরে যে কথা লেখা আছে তাহা যে পর্য্যন্ত পাঠ করিতে পারিলেন, সেই পর্য্যন্ত তাহা ঐ রেজেষ্টরী বহিতে ও সেই খানে লিখিবেন।

পরে রেজেষ্টর আপনার অদহনীয় বাক্সে সেই খাম অর্পণ করিয়া রাখিবেন।

৪২ ধারামতে যে মোহরাঙ্কিত খাম গচ্ছিত করা যায় তাহা ফিরিয়া লইবার কথা।

৪৪ ধারা। উইল সম্পাদক তদ্রূপ খাম গচ্ছিত করিলে পর তাহা ফিরিয়া চাহিলে, যে রেজেষ্টরের নিকট গচ্ছিত করা গেল, তাঁহার স্থানে তিনি স্বয়ং কিম্বা স্বপক্ষে নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক দ্বারা ঐ খাম পাইবার প্রার্থনা করিবেন, এবং প্রার্থক প্রকৃতই উইল সম্পাদক কি তৎপক্ষে কর্ম্মকারক, রেজেষ্টর ইহা সুবোধ মতে জানিলে তাঁহাকে সেই প্রার্থনানুসারে খাম ফিরিয়া দিবেন ইতি।

গচ্ছিতকারী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৪৫ ধারা। উইলসম্পাদক ৪২ ধারামতে মোহরাঙ্কিত খাম গচ্ছিত করিয়া মরিলে যে রেজেষ্টরের কাছে ঐ খাম গচ্ছিত থাকে তাঁহার নিকটে তাহা খুলিবার প্রার্থনা হইলে, উইলসম্পাদক মরিয়াছে ইহা সুবোধমতে জানিলে, তিনি সেই প্রার্থকের সাক্ষাৎ সেই খাম খুলিবেন, এবং প্রার্থকের খরচে আপন ৩ নম্বরের বহীতে ঐ উইলের কথার প্রতিলিপি করাইবেন।

পুনশ্চ গচ্ছিত করিবার কথা।

সেই প্রতিলিপি করা গেলে পর রেজেষ্টর মূল উইল কি অনুমতিপত্র পুনরায় গচ্ছিত করিয়া রাখিবেন ইতি।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৫৯ ধারার বল রক্ষার কথা।

৪৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইনের ২৫৯ ধারার বিধান অথবা কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে কোন উইল উপস্থিত করাইবার ক্ষমতা পূর্ব্বোক্ত কোন কথাক্রমে খর্ব্ব হইবে না। কিন্তু তদ্রূপ আজ্ঞা করা গেলে যদি ৪৫ ধারামতে পূর্ব্বে নকল না করা গিয়া থাকে তবে, রেজেষ্টর খাম খুলিয়া আপনার ৩নং বহীতে ঐ উইলের প্রতিলিপি করাইবেন এবং মূল উইল পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে আদালতে প্রেরণ করা গিয়াছে ঐ প্রতিলিপিতে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন ইতি।

দশম ভাগ।

রেজেষ্টরী করিবার ও না করিবার ফলের কথা।

রেজেষ্টরী দলীল যে সময় অবধি প্রবল হইবে তাহার কথা।

৪৭ ধারা। রেজেষ্টরী করিবার আজ্ঞা না থাকিলে ও দলীল রেজেষ্টরী না হইলে যে সময়াবধি প্রবল হইত, রেজেষ্টরী দলীল সেই সময়াবধি প্রবল হইবে, রেজেষ্টরী করিবার সময়াবধি নয় ইতি।

সম্পত্তিবিষয়ক দলীল রেজেষ্টরী করা গেলে, যে স্থলে বাচনিক নিয়মাপেক্ষা ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

৪৮ ধারা। স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কোন নিয়ম কি নির্দ্দেশ বাক্য

মুখে উচ্চারিত হইয়াও তৎসময়ে কি তৎপরেই অধিকার না দেওয়া গেলে, ঐ সম্পত্তি বিষয়ক যে দলীল এই আইনমতে নিয়মিতরূপে রেজেষ্টরী করা যায়, উইল ভিন্ন সেই দলীল ঐ বাচনিক নিয়মের কি নির্দ্দেশ বাক্যের বিপক্ষে সফল করা যাইবে।

যে দলীল রেজেষ্টরী করা আবশ্যক তাহা রেজেষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

৪৯ ধারা। ১৭ ধারামতে যে যে দলীল রেজেষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা এই আইনের বিধানমতে রেজেষ্টরী না করা গেলে,

স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে ঐ দলীলের কোন ফল হইবে না,

ও তদ্দ্বারা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না,

ও ঐ দলীল সেই সম্পত্তি কিম্বা সেই ক্ষমতা প্রদান করণ সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারের প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে না। ইতি।

ভূমিবিষয়ক যে দলীল রেজেষ্টরী করা স্বেচ্ছাধীন তাহা রেজেষ্টরী হইলে, রেজেষ্টরী না হওয়া দলীল অপেক্ষা প্রবল হইবার কথা।

৫০। ১৭ ধারার (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) প্রকরণের ও ১৮ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণে যে২ প্রকারের দলীল ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নিয়মিতমতে রেজেষ্টরী করা গেলে, ডিক্রী কিম্বা আজ্ঞা ভিন্ন সেই সম্পত্তিবিষয়ক যে দলীল রেজেষ্টরী হয় নাই, তাহা রেজেষ্টরী দলীলের তুল্য ভাবের হইলে কি না হইলেও, তল্লিখিত সম্পত্তি সম্পর্কে ঐ রেজেষ্টরী দলীল সেই সম্পত্তি বিষয়ক রেজেষ্টরী না করা দলীলের বিপক্ষে বলবৎ হইবে।

১৭ ধারার উপবিধিক্রমে যে২ পাট্টা বর্জ্জিত হইল তৎপ্রতিও ঐ ধারার (ঙ) (চ) (ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) (ট) (ঠ) প্রকরণে উল্লিখিত দলীলের প্রতি এই ধারার উপবিভাগের কোন কথা খাটে না।

ব্যাখ্যা।—রেজেষ্টরী না করা দলীল যে স্থানে যে সময়ে সম্পাদন করা যায়, যদি সেই স্থানে ও সেই সময়ে ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন কিম্বা ১৮৬৬ সালের ২০ আইন প্রবল হইয়া থাকে, তবে 'রেজেষ্টরী না করা'' এই কথাতে সেই আইনমতে রেজেষ্টরী না করা বুঝাইবে। উক্ত দলীল যদি ১৮৭১ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিনের পর সম্পাদন হইয়া থাকে তবে, ১৮৭১ সালের ৮ আইন বা এই আইনমতে রেজেষ্টরী না করা বুঝাইবে ইতি।

একাদশ ভাগ।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ও ক্ষমতার বিধি।

(ক) রেজেষ্টরী বহী ও সূচীপত্র সম্পর্কীয় বিধি।

নানা কার্য্যালয়ে যে যে রেজেষ্টরী বহী রাখিতে হইবে তাহার কথা।

৫১ ধারা। নিম্নলিখিত বহী নিম্নলিখিত নানা কার্য্যালয়ে রাখিতে হইবে, বিশেষতঃ রেজেষ্টরী সকল আফিসে,

১নং বহী। স্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক উইল ভিন্ন দলীলের রেজেষ্টর।

২নং বহী।—রেজেষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবার হেতুর লিপি পুস্তক।

৩নং বহী।—উইলের ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্রের রেজেষ্টর।

৪নং বহী।—গচ্ছিত উইলের রেজেষ্টর।

রেজেষ্টরদের আফিসে রাখিতে হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক উইল ভিন্ন যে সকল দলীল কি মর্ম্মাত্মকপত্র ১৭ ও ১৮ ও ৮৯ ধারামতে রেজেষ্টরী করা যায় তাহা ১নং বহীতে লিখিত বা অর্পিত হইবে।

১৮ ধারার (ঘ) ও (চ) প্রকরণমতে রেজেষ্টরী করা যে সকল দলীলে স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয় তাহা ৪ নং বহীতে লিখিতে হইবে।

সব-রেজেষ্টরের আফিস, রেজেষ্টরের আফিসের সহিত ভুক্ত হইয়া এক করা গেলে তাহাতে এক এক প্রস্থ বহীর অধিক রাখা প্রয়োজন এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের কোন কথায় এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

দলীল আনা গেলে তাহার পৃষ্ঠলিপির কথা।
ও দলীলের নিমিত্ত রসীদের কথা।

৫২ ধারা। রেজেষ্টরী করিবার জন্যে যে দলীল আনা যায়, সেই দলীল উপস্থিত করণকালে তাহার পৃষ্ঠে উপস্থিত করিবার দিন ও ঘণ্টা ও স্থান লিখিত হইবে, ও তদুপস্থিতকারী প্রত্যেক ব্যক্তির তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঐ দলীল আনেন রেজেষ্টরী কার্য্যকারক তাঁহাকে ঐ দলীলের রসীদ দিবেন।

রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইলে তাহার নকল করিবার কথা।

এবং ৬২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া তদ্রূপ প্রত্যেক দলীল যে ক্রমে আনা যায় অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া ঐ দলীলের প্রতিলিপি করিবার উপযুক্ত পুস্তকে সেই ক্রমানুসারে তাহার প্রতিলিপি করিতে হইবে।

ইন্স্পেক্টর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে যে যে কাল নিরূপণ করেন ও যে যে নিয়ম করেন, উক্ত সকল বহী সেই সেই কালে ও সেই সেই নিয়মমতে যথার্থ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইবে ইতি।

বহীর লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সকল কথার আনুক্রমিক নম্বর দিবার কথা।

৫৩ ধারা। প্রতি বৎসরের আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত উক্ত প্রত্যেক বহীর লিখিত দলীলের ক্রমশঃ একাদি নম্বর দেওয়া যাইবে। প্রতিবৎসরের আরম্ভে ১ নম্বর আরম্ভ হইবে ইতি।

প্রচলিত সূচীপত্র ও তল্লিখিত বিষয়ের কথা।

৫৪ ধারা। পূর্ব্বলিখিত বহী যে সকল কার্য্যালয়ে থাকে, সেই কার্য্যালয়ে সেই পুস্তকের লিখিত সকল কথার তৎকালীন সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। এবং রেজেষ্টরী কার্য্যকারক কোন দলীলের প্রতিলিপি করিলে, কিম্বা মর্ম্মাত্মকপত্র অর্পণ করিলে পর ঐ দলীল বিষয়ক সূচীপত্র সাধ্যমতে তৎকালেই লিখিতে হইবে

রেজেষ্টরী কার্য্যকারকদের দ্বারা সেই সূচীপত্র প্রস্তুত হইবার কথা।

৫৫ ধারা। সকল রেজেষ্টরী আফিসে তদ্রূপ চারি খানি সূচীপত্র প্রস্তুত করা যাইবে, তাহা ১নং সূচীপত্র ও ২নং সূচীপত্র ও ৩নং সূচীপত্র ও ৪নং সূচীপত্র নামে খ্যাত হইবে।

১নং বহীতে যে যে দলীলের প্রতিলিপি করা যায় যে যে মর্ম্মাত্মকপত্র অর্পিত হয়, যে যে ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করেন, এবং তদনুসারে যে যে ব্যক্তি দাওয়া রাখেন ১নং সূচীপত্রে তাঁহাদের নাম ও উপাধি বর্ণনা লিখিতে হইবে।

ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে উক্ত প্রত্যেক দলীল ও মর্ম্মাত্মকপত্র বিষয়ে ২১ ধারার লিখিত যে যে বর্ণনা লিখিতে আদেশ করেন, তাহা ২নং সূচীপত্রে লিখিতে হইবে।

৩নং বহীতে যে যে উইল ও অনুমতিপত্র লেখা গেল, ৩নং সূচীপত্রে ঐ উইলের ও অনুমতিপত্রের সম্পাদকের ও তৎক্রমে কার্য্যসাধক বলিয়া ও অন্য যে ব্যক্তি-দিগকে নিযুক্ত করা গেল তাঁহাদের ও উইল সম্পাদকের কিম্বা অনুমতিপত্র দাতার মরণের (পূর্ব্বে নয়) পরে ঐ ঐ পত্রানুসারে দাওয়াদার প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও উপাধি বর্ণনা লিখিতে হইবে।

৪নং বহীতে যে২ দলীলের প্রতিলিপি করা যায়, তাহা যে ব্যক্তিরা সম্পাদন করেন, ও তদনুসারে যে সকল ব্যক্তি দাওয়া রাখেন, ৪নং সূচীপত্রে তাঁহাদের নাম ও উপাধি বর্ণনা লিখিতে হইবে।

সূচীপত্রে অন্যান্য বর্ণনা লিখিবার কথা।

ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব সময়ে২ উক্ত ১ ও ২ ও ৩ ও ৪ নং সূচীপত্রে অন্য যে বর্ণনা লিখিতে আদেশ করেন, তাহাও তিনি যে পাঠ নিরূপণ করেন সেই পাঠে লেখা যাইবে ইতি।

১ ও ২ ও ৩ নম্বর সূচীপত্রে যে কথা লেখা থাকে তাহার প্রতিলিপি রেজেষ্টরের নিকটে সব- রজেষ্টরের পাঠাইবার কথা।

৫৬ ধারা। ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব সময়েং যেং সময় নিরূপণ করেন, সব রেজেষ্টর সেইং সময় ব্যবধানকালে ১ ও ২ ও ৩নং সূচীপত্রে যে সকল কথা লেখেন তিনি যে রেজেষ্টরের অধীন হন তাঁহার নিকটে সেইং সময়ে তাহার এক কেতা প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

রেজেষ্টরের কার্য্যালয়ে প্রতিলিপি রাখিবার কথা।

রেজেষ্টর সেই প্রতিলিপি পাইলে আপনার আফিসে গাঁথিয়া রাখিবেন ইতি।

কোনং রেজেষ্টরী বহী ও সূচীপত্র দৃষ্টি করিতে রেজেষ্টরী কর্ম্মকারকদের অনুমতি দিবার এবং তল্লিখিত কথার শংসিত প্রতিলিপি দিবার কথা।

৫৭ ধারা। রেজেষ্টরী বহী দৃষ্টি করিবার জন্যে যত ফী লাগে, কোন ব্যক্তি তাহা অগ্রিম দিয়া ১ ও ২ নং বহী এবং ১নং বহীর সূচীপত্র দেখিতে প্রার্থনা করিলে, তাহা কোন সময়ে অবাধিতরূপে দেখিতে পাইবেন। এবং রেজেষ্টরী বহীর লিখিত কোন কথার প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে। ৬২ ধারার বিধানের মতে তাঁহাকে ঐ প্রতিলিপি দেওয়া যাইতে পারিবে।

৩নং বহীতে ও তৎসম্পর্কীয় সূচিপত্রে যেং কথা লেখা আছে যাহারা ঐং কথার উল্লিখিত দলীল সম্পাদন করিলেন তাঁহাদিগকে, কিম্বা তাঁহাদের সপক্ষ কার্য্যকারকদিগকে ও সেইং দলীল সম্পাদকদের মৃত্যুর (পূর্ব্বে নয়) পরে ঐ নকল পাইবার প্রার্থক কোন ব্যক্তিকে, সেই বিধান প্রবল মানিয়া, ঐং নকল দেওয়া যাইবে।

৪ নম্বরের বহীর এবং তৎসম্পর্কীয় সূচীপত্রের লিখিত কথা যে দলীল সম্পর্কীয় হয়, সেই দলীল সম্পাদক কিম্বা তদনুসারে দাওয়াদার কোন ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সপক্ষ কার্য্যকারকে কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে সেই বিধানানুসারে ঐং বহীর ও সূচীপত্রের কথার প্রতিলিপি দেওয়া যাইতে পারিবে। এই ধারামতে ৩ ও ৪নং বহীতে সেই লিখিত কথার যে অন্বেষণ করা প্রয়োজন হয়, কেবল রেজেষ্টরী কার্য্যকারক তাহা করিবেন।

এই ধারামতে যে সকল প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহা মূল দলীলের অন্তর্গত কথার প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে ইতি।

(খ) রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপদ্ধতির কথা।

রেজেষ্টরী করিবার জন্যে যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহার পৃষ্ঠে লিখিতব্য কথা।

৫৮ ধারা। ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি কিম্বা ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমত সার্টিফিকেটের যে প্রতিলিপি [রেজেষ্টরী] করিবার নিমিত্ত

কালেক্টর সাহেবের দ্বারা পাঠান যায় তদ্ভিন্ন কোন দলীল রেজেষ্টরী করিবার জন্যে গ্রাহ্য হইলে, তাহার পৃষ্ঠে সময়ের পশ্চাৎ লিখিত কথা লিখিতে হইবে।

(ক) যে ব্যক্তিরা ঐ দলীল সম্পাদন করা স্বীকার করেন, তাঁহার প্রত্যেক জনের স্বাক্ষর ও উপরি বর্ণনা। কোন ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত কি আমেনী কি মোক্তার ঐ দলীল সম্পাদন করা স্বীকার করিলে সেই স্থলাভিষিক্তের কি আমেনীর কি মোক্তারের স্বাক্ষর ও উপরি বর্ণনা।

(গ) ঐ দলীল সম্পাদন করণ সম্পর্কে রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ কি দ্রব্যাদি দেওয়া গেলে এবং সেই সম্পাদন সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ পরিতোষক কি একাংশের প্রাপ্তি স্বীকার হইলে তাহা।

কোন ব্যক্তি দলীল করিয়াছি স্বীকার করিয়াও তাহার পৃষ্ঠলিপি করিতে অস্বীকার করিলে রেজেষ্টরী কার্য্যকারক তাহা রেজেষ্টরী করিবেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি অস্বীকার করিলেন এই মর্ম্মের কথা সেই সময়ে ঐ দলীলের পৃষ্ঠে লিখিবেন ইতি।

পৃষ্ঠলিপির সেই কথায় রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের তারিখ লিখিবার ও স্বাক্ষর করিবার কথা।

৫৯ ধারা। ৫২ ও ৫৮ ধারার লিখিতমতে রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ একি দিনে একি দলীল সম্পর্কীয় যত পৃষ্ঠলিপি করা যায় ঐ কার্য্যকারক সেই সকল পৃষ্ঠলিপিতে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

দলীল রেজেষ্টরী করা গেল এই কথার এবং প্রতিলিপি যে বহির যে পৃষ্ঠায় যে নম্বর দিয়া লেখা যায় তাহার সার্টিফিকেটের কথা।

৬০ ধারা। রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা কোন দলীলের প্রতি ৩৪ ও ৩৫ ও ৫৮ ও ৫৯ধারার যে যে বিধান খাটে সেই সেই বিধানানুযায়ী কার্য্য সমাধা হইলে রেজেষ্টরী কার্য্যকারক ঐ দলীলের পৃষ্ঠে রেজেষ্টর এই শব্দ সম্বলিত সার্টিফিকেট লিখিবেন এবং যে বহীতে দলীলের প্রতিলিপি করা গেল, সেই বহীর নম্বর ও পৃষ্ঠা লিখিবেন।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারক ঐ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিয়া মোহর দিয়া তারিখ লিখিবেন, পরে ঐ দলীল এই আইনের বিধানমতে উপযুক্তরূপে রেজেষ্টরী করা গেল ও ৫৯ ধারার উল্লিখিত পৃষ্ঠলিপিতে যে যে বৃত্তান্ত লেখা আছে তাহা তদনুসারে যথার্থ হইয়াছে সেই সার্টিফিকেট ইহার প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে ইতি।

পৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি করিবার কথা।

৬১ ধারা। তৎপরে রেজেষ্টরী বহীর পৃষ্ঠার পার্শ্বভাগে ৫৯ ও ৬০ ধারার লিখিত ও উল্লিখিত পৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি করিতে হইবে, এবং ২১ ধারার যে ম্যাপের কি নক্সার কথা আছে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেলে তাহাও ১নং বহীতে দেওয়া যাইবে।

দলীল ফিরিয়া দিবার কথা।

তাহা লইলে পর দলীলের রেজেষ্টরী কার্য্য সমাপ্ত হইল জ্ঞান হইবে। ও যে ব্যক্তি তাহা রেজেষ্টরী করিবার জন্য আনিলেন তাঁহাকে ঐ দলীল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা তিনি যদি ৫২ ধারার লিখিত রসীদে ঐ দলীল গ্রহণার্থ অন্য ব্যক্তির নাম লিখিয়া দেন তবে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের অবিদিত ভাষায় দলীল উপস্থিত করা গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬২ ধারা। কোন দলীল ১৯ ধারামতে রেজেষ্টরী হইবার জন্যে উপস্থিত করা গেল, মূলপত্রের মর্ম্ম বিবেচনায় তাহা যে বহীতে লেখা উচিত, সেই বহীতে ঐ দলীলের অনুবাদের প্রতিলিপি করা যাইবে এবং ১৯ধারার উল্লিখিত প্রতিলিপির সহিত রেজেষ্টরী আফিসে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

৫৯ ও ৬০ ধারামতে যে পৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেটের কথা আছে তাহা মূলপত্রের পৃষ্ঠে লেখা যাইবে। এবং ৫৭, ৬৪, ৬৫, ও ৬৬ ধারামতে অন্য যে প্রতিলিপি ও মর্ম্মাঙ্কপত্র করিবার আদেশ আছে তাহা করিবার জন্যে ঐ অনুবাদ মূল দলীলের তুল্য জ্ঞান হইবে ইতি।

শপথ করাইবার ক্ষমতার কথা।

৬৩ ধারা। প্রত্যেক রেজেষ্টরী কার্য্যকারক এই আইনের বিধানমতে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওন সময়ে বিহিত বোধ করিলে তাঁহাকে শপথ করাইতে পারিবেন।

বর্ণনাপত্রের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

আরো তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যে কথা কহেন, তিনি বিহিত বোধ করিলে সেই কথার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবেন, ও ঐ ব্যক্তির নিকটে সেই কথা পাঠ করা যাইবে। যদি সেই কথা ব্যক্তির অবিদিত ভাষায় লেখা গিয়া থাকে, তবে তিনি যে ভাষা জানেন সেই ভাষায় তাঁহার নিকটে অর্থ করিয়া দেওয়া যাইবে। ও তিনি সেই মর্ম্মের লিপি শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে রেজেষ্টরী কার্য্যকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

সেই মর্ম্মলিপি তদ্রূপে স্বাক্ষরিত হইলে তাহা ঐ লিপির প্রকাশিত ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইযাছিল, ও ঐ লিপির প্রকাশিত গতিক করা গিয়াছিল ঐ লিপি ইহার প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে ইতি।

(গ) সব-রেজেষ্টরের বিশেষ কর্ম্মের বিধি।

যে ভূমি অনেক সব ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে থাকে তদ্বিষয়ক দলীল রেজেষ্টরী করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৪ ধারা। কোন সব-রেজেষ্টরের নিজ সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে যে স্থাবর সম্পত্তি সমুদায়াংশ না থাকে তিনি উইল ভিন্ন তদ্বিষয়ক অন্য দলীল রেজেষ্টরী করিলে

উক্ত কথার এবং ঐ দলীলের পৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেট থাকিলে তাহার মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিয়া আপনি যে রেজেষ্টরের অধীন হন, ঐ সম্পত্তির কোন অংশ সেই রেজেষ্টরের অধীন অন্য যে সকল সব-রেজেষ্টরের সবডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে থাকে, তাঁহাদের প্রত্যেক জনের নিকট পাঠাইবেন। ও সেই প্রত্যেক সব-রেজেষ্টর আপনার ১নং বহীতে ঐ মর্ম্মাত্মকপত্র অর্পণ করিবেন ইতি।

যে ভূমি অনেক জিলার অন্তর্গত থাকে তৎসম্পর্কীয় দলীল হইলে তদ্বিষয়ক কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৫ ধারা। যে স্থাবর সম্পত্তি দুই কি তদধিক ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত থাকে, সব রেজেষ্টর তৎসম্পর্কীয় উইল ভিন্ন অন্য দলীল রেজেষ্টরী করিলে আপনার সবডিষ্ট্রিক্ট যে ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে থাকে তদ্ভিন্ন ঐ সম্পত্তির কোন অংশ অন্য যে যে ডিষ্ট্রিক্টে থাকে তাহার রেজেষ্টরের নিকট তিনি ঐ দলীলের ও তৎপৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেট থাকিলে তাহার প্রতিলিপি এবং ২১ ধারার লিখিত ম্যাপ কি নক্সা থাকিলে তাহার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

রেজেষ্টর তাহা পাইয়া আপনার ১নং বহীতে ঐ দলীলের প্রতিলিপি এবং ম্যাপ কি নক্সা পাইলে তাহাও অর্পণ করিয়া আপনার অধীন যে যে সবরেজেষ্টরের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ থাকে তাঁহাদের প্রত্যেক জনের নিকটে ঐ দলীলের মর্ম্মাত্মকপত্র পাঠাইবেন। প্রত্যেক সবরেজিষ্টর ঐ মর্ম্মাত্মকপত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনার ১নং বহীতে অর্পণ করিবেন ইতি।

(ঘ) রেজেষ্টারের বিশেষ কর্ম্মের বিধি।

অস্থাবরবিষয়ক দলীল রেজেষ্টরী করিলে ইতি কর্ত্তব্যতার কথা।

৬৬ ধারা। রেজেষ্টর উইল ভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কোন দলীল রেজেষ্টরী করিলে পর ঐ সম্পত্তির কোন অংশ আপনার অধীন যে প্রত্যেক সবরেজেষ্টরের সবডিষ্ট্রিক্টে থাকে, তাঁহাদের প্রত্যেক জনের নিকটে ঐ দলীলের মর্ম্মাত্মকপত্র পাঠাবেন। অন্য যে রেজেষ্টরের ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ থাকে তাঁহার নিকট ও তিনি ঐ দলীলের প্রতিলিপির ও ২১ ধারার লিখিত ম্যাপ কি নক্সা থাকিলে তাহাও পাঠাইবেন।

সেই রেজেষ্টর ঐ প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইলে, আপনার ১ নং বহীতে তাহা অর্পণ করিয়া আপনার অধীন যে যে সব রেজেষ্টরের সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ থাকে তাঁহাদের নিকটও ঐ প্রতিলিপির মর্ম্মাত্মকপত্র পাঠাইবেন।

প্রত্যেক সব রেজেষ্টর এই ধারামতে কোন মর্ম্মাত্মকপত্র প্রাপ্ত হইলে আপনার ১ নং বহীতে তাহা অর্পণ করিবেন ইতি।

৩০ ধারার (গ) প্রকরণমতে রেজেষ্টরী করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৭ ধারা। ৩০ ধারার (গ) প্রকরণমতে কোন দলীল রেজেষ্টরী করা গেলে, ঐ দলীল যে সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয়, সেই সম্পত্তির কোন অংশ যে রেজেষ্টরের ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে থাকে তাঁহার নিকট ঐ দলীলের ও তাহার পৃষ্ঠলিপির ও তদ্বিষয়ক সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি পাঠান যাইবে। ঐ রেজেষ্টর ঐ প্রতিলিপি পাইলে ৬৬ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

(চ) রেজেষ্টরদিগের ও ইনেস্পেক্টর জেনরলদিগের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতার বিধি।

সবরেজেষ্টরদিগের উপর রেজেষ্টারের তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব করিবার কথা।

৬৮ ধারা। যে সব-রেজেষ্টরের আফিস যে ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে থাকে, তিনি সেই ডিষ্ট্রিক্টের রেজেষ্টরের তত্ত্ব ও কর্তৃত্বাধীনে আপন পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন।

রেজেষ্টরের অধীন কোন সব রেজেষ্টর যে কার্য্য করেন, কি কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম না করেন, তৎসম্পর্কে, কিম্বা যে বহীতে কি যে আফিসে দলীল রেজেষ্টরী করা যায়, তৎসম্পর্কীয় কোন ভ্রম সংশোধনার্থে রেজেষ্টর (অভিযোগ প্রাপণপূর্ব্বক কি অন্য কারণে) যে আজ্ঞা আবশ্যক জ্ঞান করেন, এই আইনের সঙ্গত এমত কোন আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন ইতি।

ইনেস্পেক্টর জেনরলের রেজেষ্টরী আফিসের তত্ত্বাবধারণ করিবার ও বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৯ ধারা। ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব সাধারণ মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশান্তর্গত সকল রেজেষ্টরী আফিসের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। এবং পশ্চাৎ লিখিত বিষয়ে সময়ে সময়ে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

বহী ও কাগজপত্র ও দলীল নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার এবং যে যে বহী ও কাগজপত্র ও দলীল আর রাখিবার আবশ্যক না হয়, তাহা নষ্ট করিবার বিধি।

প্রত্যেক জিলায় যে ভাষা চলিত বলিয়া জ্ঞান হইবে তাহা নিরূপণার্থ বিধি।

যে যে প্রদেশ ২১ ধারামতে স্বীকৃত হইবে, তাহা অবধারণ করিবার বিধি।

২৪ ও ৩৪ ধারামতে যে যে দণ্ড ধার্য্য হইবে, তাহার বিধান করিবার বিধি।

৬৩ ধারামতে রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে কার্য্য করিবার যে ক্ষমতা অর্পণ করা গেল, তদনুযায়ী কার্য্যের বিধান।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারকেরা যে পাঠানুসারে দলীলের মর্ম্মাত্মকপত্র লিখিবেন তাহার বিধান।

৫১ ধারামতে রেজেষ্টরেরা ও সব-রেজেষ্টরেরা আপন আপন আফিসে যে যে বহী রাখেন, তাহাতে তাহারা 'যথার্থ বলিয়া কিরূপে স্বাক্ষর করিবেন ইহার বিধান।

১ ও ২ ও ৩ ও ৪ নম্বরের সূচীপত্রে যে যে বর্ণনা লিখিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ বিধি।

রেজেষ্টরী আফিসে যে যে দিনে ছুটী হইবে তাহার বিধি।

এবং সাধারণে আপনার অধীন রেজেষ্টর ও সব রেজেষ্টরদিগের কার্য্য সম্পাদনের বিধান করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রণীত বিধি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থে অর্পিত হইবে, ও অনুমোদিত হইলে পর রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, তাহা হইলে এই আইনের অন্তর্গত হওয়ার তুল্য বলবৎ হইবে ইতি।

অর্থদণ্ড রহিবার ক্ষমতার কথা।

৭০ ধারা। ২৫ বা ৩৪ ধারামতে যে অর্থদণ্ড আদায় করা যায় এবং রেজেষ্টরী করিবার উপযুক্ত যত টাকা ফী লাগে, এই দুইয়ের যত বিশেষ হয়, ইন্স্পেক্টর জেনরল সাহেব আপনার বিবেচনামতে তৎসমুদয় কিম্বা তাহার কিয়দংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন ইতি।

দ্বাদশ ভাগ।

রেজেষ্টরী করিবার অস্বীকারের বিধি।

রেজেষ্টরী না করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিতে হইবার কথা।

৭১ ধারা। যে সম্পত্তি লইয়া দলীল হয়, তাহা রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে নয় বলিয়া তিনি ঐ দলীল রেজেষ্টরী করিতে অস্বীকার করিলে,

তদ্রূপ অস্বীকার সূচক আজ্ঞা করিয়া, আপনার ২ নং বহীতে ঐ আজ্ঞা করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া, সেই দলীলের পৃষ্ঠে "রেজেষ্টরী করিতে অসম্মত" এই কথা লিখিবেন। ঐ দলীল সম্পাদক কিম্বা তৎক্রমে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, রেজেষ্টর অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে সেই লিপিবদ্ধ হেতুর প্রতিলিপি দিবেন।

নিম্নলিখিত বিধানানুসারে উক্ত পৃষ্ঠলিপিযুক্ত দলীল রেজেষ্টরী করিবার আজ্ঞা না হইলে, ও যতকাল না হয় রেজেষ্টরীর কোন কার্য্যকারক ততকাল রেজেষ্টরীর করিবার জন্যে ঐ দলীল গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

সব-রেজেষ্টরের রেজেষ্টরী করিতে অস্বীকার সূচক আজ্ঞা রেজেষ্টর কর্তৃক পরিবর্ত্ত কি সংশোধিত হইতে পারিবার কথা।

৭২ ধারা। স্বাক্ষর করি নাই, এই মর্ম্মের কথা হেতুক রেজেষ্টরী করিতে অসম্মত হওয়ায় স্থলভিন্ন, কোন দলীল রেজেষ্টরী করা আবশ্যক কিম্বা কাম্য হইলেও যদি সব রেজেষ্টর তাহা রেজেষ্টরী করণার্থে গ্রাহ্য করিবার অস্বীকার সূচক আজ্ঞা করিতে থাকেন তবে তিনি যে রেজেষ্টরের অধীন হন, তাঁহার নিকট ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে এবং রেজেষ্টর সেই আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করিতে পারিবেন।

রেজেষ্টরের আজ্ঞাক্রমে ঐ দলীল রেজেষ্টরী করিবার আদেশ থাকিলে, ও সেই আজ্ঞা হওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজেষ্টরী করিবার জন্যে ঐ দলীল নিয়মিতরূপে উপস্থিত করা গেলে, সব-রেজেষ্টর সেই আজ্ঞা পালন করিবেন, তাহা হইলে তিনি যতদূর পারেন, ততদূর ৫৮ ও ৫৯ ও ৬০ ধারার নির্দ্ধারিত প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন। ও সেই দলীল যেন রেজেষ্টরী করিবার জন্যে প্রথমেই নিয়মিতরূপে উপস্থিত করণকালে রেজেষ্টরী করা গেল, ঐ রেজেষ্টরী কার্য্য এমতে প্রবল হইবে ইতি।

দলীল স্বাক্ষর করি নাই এই কথা প্রযুক্ত সব-রেজেষ্টর রেজেষ্টরী করিতে অসম্মত হইলে, প্রার্থনা পত্রের কথা।

৭৩ ধারা। দলীল দৃষ্টে তাহা যে ব্যক্তির সম্পাদিত হইল বলিয়া বোধ হয়, সেই ব্যক্তি বা তাহার স্থলাভিষিক্ত বা আমোক্তারী তাহা সম্পাদন করেন নাই বলা প্রযুক্ত সব রেজেষ্টর ঐ দলীল রেজেষ্টরী করিতে অসম্মত হইলে,

সেই অসম্মতিসূচক আজ্ঞা করা গেলে পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই দলীল ক্রমে কোন দাওয়াদার কিম্বা তদীয় স্থলাভিষিক্ত কি আমোক্তারী কি পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার সেই দলীল রেজেষ্টরী করাইবার স্বত্ব স্থাপন করণার্থে, ঐ সব-রেজেষ্টর যে রেজেষ্টরের অধীন হন, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, ও তৎসঙ্গে ৭১ ধারামত লিপিবদ্ধ হেতুর প্রতিলিপি দেওয়া যাইবে, এবং আইনক্রমে যদ্রূপে আবেদনপত্রের সত্যাকরণ কথা লিখিতে হয়, বর্ণনার সত্যাকরণ কথা লিখিবেন ইতি।

ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে রেজেষ্টরের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৭৪ ধারা। তদ্রূপ স্থলে, এবং রেজেষ্টরী করিবার জন্যে রেজেষ্টরের নিকট দলীল উপস্থিত করা স্থলে পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষর না করার কথা হওনস্থলেও, তিনি সুবিধামতে ত্বরায় এই এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন,

(ক) দলীল সম্পাদন করা গিয়াছে কি না।

(খ) যে যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে প্রার্থক কিম্বা বিষয়বিশেষে দলীল-রেজেষ্টরী করণার্থ উপস্থিতকারী ব্যক্তি সেই সেই আইনের বিধানমতে কার্য্য করাতে সেই দলীল রেজেষ্টরী করিবার যোগ্য হইল কি না ইতি।

রেজেষ্টরী করিবার আজ্ঞা ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭৫ ধারা। সেই দলীল সম্পাদন করা গিয়াছে ও উক্ত আইনের আদেশানুসারে কার্য্য হইয়াছে, রেজেষ্টর ইহা নির্ণয় করিলে সেই দলীল রেজেষ্টরী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞা হইলে পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই দলীল রেজেষ্টরী করিবার জন্যে নিয়মিতরূপে উপস্থিত করা গেলে, রেজেষ্টরী কার্য্যকারক ঐ আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিবেন। এমত স্থলে ৫৮ ও ৫৯ ও ৬০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে যত দূর পারেন তত দূর কার্য্য করিবেন।

ঐ দলীল রেজেষ্টরী করিবার জন্যে প্রথমে নিয়মিত রূপে উপস্থিত করণ কালেই রেজেষ্টরী করা গেলে যে ফল হইত, ঐ আজ্ঞানুসারে রেজেষ্টরী করার সেই ফল হইবে।

রেজেষ্টর ৭৪ধারামত কোন অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে দেওয়ানী আদালতের ন্যায় সাক্ষিদের নামে সমন দিয়া তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইতে, ও বলক্রমে তাঁহাদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, ও তদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়ার সমুদয় খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ যাঁহার দিতে হইবে, ইহারও আদেশ করিতে পারিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমত মোকদ্দমায় ঐ খরচার আজ্ঞা হইলে তাঁহার ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে ইতি।

রেজেষ্টর অসম্মত হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

৭৬ ধারা। (ক) যে সম্পত্তি লইয়া দলীল হইয়াছে তাহা রেজেষ্টরের ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত নয়, কিম্বা দলীল খানি সব-রেজেষ্টরের আফিসে রেজেষ্টরী করা কর্ত্তব্য, এই এই কারণ ভিন্ন কোন রেজেষ্টর অন্য কারণে দলীল রেজেষ্টরী করিতে অসম্মত হইলে কিম্বা

(খ) ৭২ কি ৭৫ ধারামতে দলীল রেজেষ্টরী করিবার আজ্ঞা করিতে অসম্মত হইলে, তিনি সেই অসম্মতিসূচক আজ্ঞা করিয়া আপনার ২নং বহীতে ঐ আজ্ঞার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন, ও যে ব্যক্তি ঐ দলীলে স্বাক্ষর করিলেন, তিনি কিম্বা ঐ দলীলমতে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে তিনি অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে ঐ লিপিবদ্ধ হেতুর নকল দিবেন।

এই কিম্বা ৭২ ধারা মতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহার উপর আপীল নাই।

অসম্মত হইলে মোকদ্দমার কথা।

৭৭ ধারা। রেজেষ্টর ৭২ কি ৭৬ ধারামতে দলীল রেজেষ্টরী করিবার আজ্ঞা দিতে অসম্মত হইলে, ঐ দলীলমত দাওয়াদার কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কি আসৈনী কি তৎপক্ষে কর্ম্মকারক ঐ অসম্মতিসূচক আজ্ঞা হওয়ার পর ত্রিশদিনের মধ্যে, দলীল যে আফিসে রেজেষ্টরী করিতে চেষ্টা হইয়াছিল সেই আফিস যে দেওয়ানী আদালতের আদৌ মোকদ্দমার বিচার করিবার এলাকার সীমার মধ্যে থাকে, সেই আদালতের এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, ঐ ডিক্রী হওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ দলীল রেজেষ্টরী করিবার জন্য নিয়মমতে উপস্থিত করা গেলে, সেই আফিসে তাহা রেজেষ্টরী করিবার আজ্ঞা হয়। তদ্রূপে যে দলীল উপস্থিত করা যায়, ৭৫ ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণের উল্লিখিত বিধানের শব্দ প্রয়োজনমতে মতান্তর করিলে, সেই সেই বিধান ঐ দলীলের প্রতি খাটিবে, ও এই আইনে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও সেই দলীল ঐ মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

ত্রয়োদশ ভাগ।

রেজেষ্টরী ও অনুসন্ধান ও প্রতিলিপি করিবার ফীর বিধি।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ফী অবধারিত হইবার কথা।

৭৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভ বিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের সম্মতি অপেক্ষায় পশ্চাৎ লিখিত কার্য্যের ফী নিরূপণ করিয়া ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন বিশেষতঃ—

দলীল রেজেষ্টরী করিবার,

রেজেষ্টরী বহীতে অন্বেষণ করিবার,

রেজেষ্টরী করণ সময়ে কি তৎপূর্ব্বে কি পরে হেতুর কি লিখিত কথার কি দলীলের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার কি দিবার।

এবং নিম্নলিখিত কার্য্যের অন্য বা উপরি ফীর ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন বিশেষতঃ—

৩০ ধারামতে রেজেষ্টরী করিবার,

আমীন পাঠাইবার,

অনুবাদ অর্পণ করিবার,

কোন ব্যক্তি নিজ বাসস্থানে যাইবার,

দলীল নিরাপদে রক্ষা করিবার ও ফিরিয়া দিবার ফী।

এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনের কার্য্য সফল করণার্থে অন্য যে যে বিষয় আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহার ফী নিরূপণ করিবেন।

ফী পরিবর্ত্তনের কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত সম্মতির অপেক্ষায় সময়ে সময়ে সেই ফর্দ্দ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন ইতি।

ফী প্রচার করিবার কথা।

৭৯ ধারা। তদ্রূপ যে ফী দিতে হইবে, তাহার ফর্দ্দ রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং ইংলণ্ডীয় ও জিলার প্রচলিত ভাষায় ঐ ফর্দ্দের এক এক খানা ঐ প্রত্যেক রেজেষ্টরী আফিসে সাধারণের দৃষ্টির জন্যে থাকিবে।

দলীল উপস্থিত করণ সময়ে ফী দিবার কথা।

৮০ ধারা। এই আইনমতে দলীল রেজেষ্টরী করিবার জন্যে যে ফী লাগে তাহা দলীল উপস্থিত করণকালেই দিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ ভাগ।

দণ্ডের বিধি।

হানি করণাভিপ্রায়ে অশুদ্ধরূপে দলীলের প্রতিলিপি কি পৃষ্ঠলিপি কি অনুবাদ কি রেজেষ্টরী করিবার দণ্ডের কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমতে নিযুক্ত যে যে রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের প্রতি, ও এই আইনের কার্য্যার্থে তাঁহার কার্য্যালয়ে নিযুক্ত যে যে ব্যক্তির প্রতি এই আইনের বিধানমতে অর্পিত কি গচ্ছিত কোন দলীলের পৃষ্ঠলিপি কি প্রতিলিপি কি অনুবাদ কি রেজেষ্টরীকরণের ভার অর্পিত হয়, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে হানি শব্দের যে অর্থ করা গিয়াছে, তিনি তদনুসারে অন্য ব্যক্তির হানি করণের কল্পনায় কি হানি হওবার সম্ভাবনা জানিয়া যাহা অশুদ্ধ বলিয়া জানেন কি বোধ করেন, এমত অশুদ্ধরূপে ঐ পৃষ্ঠলিপি কি প্রতিলিপি কি অনুবাদ কি রেজেষ্টরী কার্য্য করিলে তাঁহার সাত বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি উভয় দণ্ড হইবে।

অন্যান্য অপরাধের দণ্ডের কথা।

৮২ ধারা। কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কোন অপরাধ করিলে তাহার সাতবৎসরের অনধিক কারাদণ্ড বা অর্থ দণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবে।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে মিথ্যা উক্তি করিবার দণ্ডের কথা।

(ক) কোন কার্য্যকারক এই আইনমতে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এমত সময়ে এই আইন মত আনুষ্ঠানিক কিম্বা অনুসন্ধান কার্য্যে কোন ব্যক্তি শপথ করিয়া বা না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন মিথ্যা বর্ণনা করিলে তাহা লিপিবদ্ধ হউক বা না হউক সেই মিথ্যা বর্ণনা করণাপরাধ.

অযথার্থ প্রতিলিপি কি অনুবাদ অর্পণ করিবার দণ্ডের কথা।

(খ) ১৯ কি ২১ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন রেজেষ্টরী কার্য্যকারককে কোন দলীলের অযথার্থ প্রতিলিপি কি অনুবাদ কিম্বা ম্যাপের কি নক্সার অযথার্থ প্রতিলিপি দিলে সেই অপরাধ।

আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেওনের দণ্ডের কথা।

(গ) আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া সেই কাল্পনিকভাবে কোন দলীল উপস্থিত করিলে কিম্বা কোন কথা স্বীকার করিলে কিম্বা বর্ণনা করিলে কিম্বা কোন সমন বাহির করাইলে কি আমীন প্রেরণ করাইলে, কিম্বা এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠানিক কি অনুসন্ধানের কোন কার্য্যে অন্য কর্ম্ম করিলে সেই অপরাধ।

এই আইনের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের সহায়তা করিবার দণ্ডের কথা।

(ঘ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে সহায়তা শব্দের যে অর্থ করা গিয়াছে কোন ব্যক্তি সেই অর্থানুসারে এই আইন ক্রমে দণ্ডনীয় কোন কার্য্যের সহায়তা করিলে, সেই অপরাধ।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারক কর্ত্তৃক অভিযোগ উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

৮৩ ধারা। রেজেষ্টরী কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম সম্পাদক কালে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ অবগত হইলে, যে দেশের কি ডিষ্ট্রিক্টের কি সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে সেই অপরাধ হইয়া থাকে, সেই দেশাদির ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব কিম্বা বিষয়বিশেষে সিন্ধুর ব্রাঞ্চ ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেবের কিম্বা রেজিষ্ট্রার কি সব-রেজেষ্টর দ্বারা অথবা তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

এই আইন মতে যে সকল অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের যাদৃশ ক্ষমতা থাকে তাহার অন্যূন ক্ষমতামত কার্য্যকারী কোন আদালতের বা কার্য্যকারক দ্বারা সেই অপরাধের বিচার হইতে পারিবে।

পরন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালীন সেই আইনমতে উক্ত আদালতের বা কার্য্যকারকের যত দূর ক্ষমতা থাকে, এই আইনমতে দণ্ড ধার্য্য করণে তিনি সেই ক্ষমতার অতিরিক্ত কর্ম্ম করিবেন না।

রাজধানীর সীমার বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করা গেলে, এই আইনমতে যেসকল অর্থদণ্ড ধার্য্য হয়, তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নির্দ্দিষ্টমতে আদায় হইতে পারিবে। ঐ সীমার অন্তর্গত স্থানে ঐ অপরাধ করাগেলে ঐ নগরের পোলীসের কার্য্যবিধায়ক যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে, তাহার নির্দ্দিষ্টমতে ঐ ঐ দণ্ড আদায় হইতে পারিবে।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারকদিগকে রাজকীয় কার্য্যকারক জ্ঞান হইবার কথা।

৮৪ ধারা। এই আইন মতে যে যে রেজেষ্টরী কার্য্যকারক নিযুক্ত হন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অর্থানুযায়ী রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জ্ঞান হইবেন।

উক্ত রেজেষ্টরী কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিলে সেই ব্যক্তি আইনমতে তাঁহাকে কোন কথার সন্ধান জানাইতে আবদ্ধ হইবেন। এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামতে "মোকদ্দমা কার্য্য" যে শব্দ আছে তাহার মধ্যে এই আইন অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য ধরিতে হইবে।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান বিষয়ক আইনের ৪৩৫ ও ৪৩৬ ধারার অর্থানুসারে রেজেষ্টরকে আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে, সব রেজেষ্ট্রারকে নয়।

পঞ্চদশ ভাগ।

বিবিধ বিধি।

যে দলীল দাওয়া না হয় তাহা নষ্ট করিবার কথা।

৮৫ ধারা। উইল ভিন্ন কোন দলীল রেজেষ্টরী কার্য্যালয়ে দুই বৎসরের অধিক কাল থাকিলেও যদি কেহ তাহার দাওয়া না করে তবে নষ্ট করা যাইতে পারিবে।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারক স্বীয় পদোপলক্ষে সরলভাবে যে কার্য্য করেন কি করিতে অস্বীকার করেন তজ্জন্যে দায়ী না হইবার কথা।

৮৬ ধারা। রেজেষ্টরী কার্য্যকারক স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে সরলভাবে যে কার্য্য করেন কি করিতে অস্বীকার করেন তদ্ধেতুক তাঁহার নামে মোকদ্দমা কি দাওয়া কি দাবী হইতে পারিবে না।

রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের নিয়োগ কি কার্য্যপ্রণালীতে ত্রুটি হইলেও তাঁহার কৃত কার্য্য অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৮৭ ধারা। কোন রেজেষ্টরী কার্য্যকারক এই আইন অনুসারে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইন অনুসারে সরলভাবে যে কর্ম্ম করেন, তাঁহার নিযুক্ত হওনের কি কার্য্যপ্রনালীর ত্রুটি হইয়াছে, এই মাত্র কারণে তাঁহার সেই কর্ম্ম অসিদ্ধ জ্ঞান হইবেনা।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদিগের কি রাজকীয় কোন কোন কার্য্যকারকদিগের সম্পাদিত লিপি রেজেষ্টরী করিবার কথা।

৮৮ ধারা। গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারক কিম্বা বঙ্গদেশীয় কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল সাহেব কিম্বা রাজকীয় কোন টষ্টি রাজকীয় আটেনী অথবা হাইকোর্টের সরিফ কি রিসীবর কি রেজেষ্টর আপনার রাজকীয় পদোপলক্ষে কোন লিপি সম্পাদন করিলে, সেই লিপি রেজেষ্টরী করণসম্পর্কীয় কোন কার্য্য সম্পাদনকালে এই আইনে তারান্তরের বিধান থাকিলেও তাঁহার স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা কোন রেজেষ্টরী আফিসে উপস্থিত হইবার কিম্বা ৫৮ ধারার লিখিত মতে স্বাক্ষর করিবার আবশ্যক হইবে না।

কিন্তু কোনলিপি তদ্রূপে সম্পাদিত হইলে তাহা রেজেষ্টরী করিবার জন্যে যে রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের নিকটে আনা যায়, তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে তদ্বিষয়ের সন্ধান প্রাপণার্থে গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটরীকে কিম্বা বিষয়বিশেষে গবর্ণমেণ্টের ঐ কার্য্যকারককে কি আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরলকে কিম্বা রাজকীয়টষ্টিকে কি রাজকীয় আটেনী কি শরিফকে কি রিসীবরকে কি রেজেষ্টরকে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, এবং তাহা সম্পাদন হইয়াছে হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইলে ঐ লিপি রেজেষ্টরী করিবেন।

ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমত সার্টিফিকট বিষয়ক কথা।

৮৯ ধারা। যে কার্য্যকারক ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন মতে সার্টিফিকেট দেন, উৎকর্ষ সাধনীয় ভূমি কি তাহার কোন অংশ কিম্বা যে ভূমি প্রতিপোষক জামিনরূপ দেওয়া যাইবে, তাহার কোন অংশ যে রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে তাঁহার নিকট ঐ কার্য্য কারক ঐ সার্টিফিকেটের নকল পাঠাইবেন, ও সেই রেজেষ্টরী কার্য্যকারক আপনার ১ নং বহিতে ঐ নকল অর্পণ করিবেন।

"যে আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৬ ধারামতে সার্টিফিকেট দেন, সার্টিফিকেটের অন্তর্গত যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ যে রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে, তাহার নিকট ঐ আদালত উক্ত সার্টিফিকেটের নকল পাঠাইবেন, ও সেই রেজেষ্টরী কার্য্যকারক আপনার ১ নং বহীতে ঐ নকল রাখিবেন।"

এই আইনের বিধানের বহির্ভূত দলীলের কথা।

ও গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কি তৎপক্ষে সম্পাদিত কোন কোন দলীল বহির্ভূত হইবার কথা।

৯০ ধারা। এই আইনের কিম্বা ১৮৭১ সালের ৮ আইনের কিম্বা সেই আইন ক্রমে রহিত করা কোন আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত কোন দলীল কি ম্যাপ রেজেষ্টরী করিবার যে আজ্ঞা হইল, কিম্বা কোন সময়েই যে হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(ক) কোন কার্য্যকারক ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করণ কিম্বা সেই বন্দোবস্ত সংশোধন করণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহার দত্ত কি প্রাপ্ত কি স্বাক্ষরিত যে দলীল ঐ বন্দোবস্তের কাগজপত্রের একাংশ হয় সেই দলীল।

(খ) কোন কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন ভূমি জরীপ করণ কার্য্য কিম্বা তৎ সংশোধন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহার দত্ত কি প্রাপ্ত কি স্বাক্ষরিত যে দলীল ও ম্যাপ ঐ জরীপী কার্য্যসম্পর্কীয় কাগজপত্রের একাংশ হয় সেই দলীল।

(গ) পাটওয়ারিরা কি অন্য কার্য্যকারকেরা গ্রামসম্পর্কীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করণের ভার প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তদনুসারে বা নিয়মিত সময়ান্তরে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যালয়ে যে যে দলীল অর্পণ করেন সেই সেই দলীল।

(ঘ) গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক ভূমি কি ভূমিগত কোন সম্পর্ক প্রদান কি সমর্পণ করিবার ভাবাত্মক কি তৎপ্রমাণার্থ সনদ, ও ইনামপত্র ও অন্য অন্য দলীল।

কিন্তু ৪৮ ও ৪৯ ধারার তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিয়া উক্ত সকল দলীল ও ম্যাপ এই আইনের বিধানানুসারে রেজেষ্টরী করা গেল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

ঐ ঐ দলীলের সমালোচনার ও প্রতিলিপির কথা।

৯১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এতৎপক্ষে যে বিধি করেন এবং আগম যে ফী নির্দ্ধার্য্য করেন কোন ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিয়া ৯০ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের উল্লিখিত কোন দলীল ও ম্যাপ এবং (ঘ) প্রকরণের উল্লিখিত দলীলের কোন রেজেষ্টর দেখিতে চাহিলে দেখিতে পাইবেন, এবং উক্ত বিধিমতে কার্য্য করিয়া ঐ ঐ দলীলের প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে তাহাও তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক বর্ম্মীয় বিধি দৃঢ় করিবার কথা।

৯২ ধারা। ব্রিটনীয় বর্ম্মাদেশে রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক যে সকল বিধি প্রবল হইয়া আসিতেছে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ ছিল বলিয়া জ্ঞান হইবে। এবং কোন কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি উক্ত কোন বিধিমতে যে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন তদ্ধেতুক তাঁহার নামে কোন মোকদ্দমা কিম্বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইতে পারিবেনা ইতি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।